দেওয়ানী কার্যবিধির ভাষ্য

[১৯০৮ সনের ৫নং আইন]

(মার্চ ২১, ১৯০৮)

প্রস্তাবনা

দেওয়ানী আদালত কার্যবিধি সম্পর্কিত আইনসমূহ সংশোধন ও একত্রিত করিবার জন্য আইন।

যেহেতু, দেওয়ানী আদালতের কার্যবিধি সম্পর্কিত আইনসমূহ সংশোধন ও একত্রিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল।

ভাষ্য

একত্রিকরণ ও সংশোধন

আলোচ্য আইন জারি হইবার পূর্বে দেওয়ানী মামলার বিচারে প্রযোজ্য কার্যবিধি প্রচলিত ছিল। দেওয়ানী কার্যবিধি সম্পর্কিত আইন সর্বপ্রথমে জারি হয় ১৮৫৯ সনে। তারপর ১৮৬০ সনে দুইটি, ১৮৬১ সনে একটি, ১৮৬৩ সনে একটি, ১৮৬৭ সনে একটি, ১৮৭০ সনে দুইটি, ১৮৭১ সনে দুইটি এবং ১৮৭২ সনে একটি আইন দ্বারা প্রথম আইনটি সংশোধন করা হয়। অতঃপর ১৮৭৮ সনে প্রথম আইনটি অর্থাৎ ১৮৫৯ সনের আইনটি রদ করিয়া নূতন একটি আইন জারি করা হয়। এই নূতন আইন ১৮৭৮ এবং ১৮৭৯ সনে সংশোধিত হয়। ১৯৮২ সনে এই আইন রদ করিয়া নূতন আইন জারি করা হয়। এই নূতন আইন ১৮৮২ সনে একবার, ১৮৮৫ সনে একবার, ১৮৮৬ সনে দুইবার, ১৮৮৭ সনে দুইবার, ১৮৮৮ সনে দুইবার, ১৮৮৯ সনে একবার, ১৮৯০ সনে একবার, ১৮৯২ সনে একবার, ১৮৯৪ সনে একবার এবং ১৮৯৫ সনে দুইবার সংশোধিত হয় এবং সর্বশেষ বর্তমান আইন প্রণীত ও জারি হয়।

আলোচ্য আইন পূর্বের সমস্ত আইনকে একত্রিত করিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সংশোধন করিয়াছে।

বিধিবদ্ধকরণ

যেইক্ষেত্রে আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেইক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে আইন সন্ধান করিবার জন্য অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। বিধিবদ্ধ আইনকে নিবিষ্টচিত্তে পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। পূর্বে আইনের অবস্থা কি ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আলোচ্য বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা করা অনুচিত। অতীতের দিকে তাকাইয়া অতীতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি বর্তমান আইন সম্পর্কে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তবে আইনের বিধিবদ্ধকরণ অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আইন ব্যাখ্যার সূত্র

আইন ব্যাখ্যা করিবার সময় বিশেষ করিয়া কার্যবিধি ব্যাখ্যার সময়ে আইনের ধারায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। আইনের ধারায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া থাকিলে তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ সংজ্ঞা না থাকিলে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য আভিধানিক অর্থ গ্রহণের ফলে যদি একটি অসম্ভব পরিণতি আসিয়া পড়ে, তবে তাহা বর্জন করা অসমীচীন নহে।

কার্যবিধি ব্যাখ্যা করিবার সময় কার্যবিধি প্রণেতাগণের অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে প্রণেতাগণের নোট দেখা যাইতে পারে। কার্যবিধি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধি ; সুতরাং ইহার অর্থ করিবার সময় ইহার বহির্ভূত কিছুই বিবেচ্য নহে। কার্যবিধির আইনের অবস্থা নির্ণয় করিতে যদি অতীতের নজিরসমূহ হাতড়াইয়া

বেড়াইতে হয়, তবে যেই উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্য কোন অবস্থাতেই অতীতের অবস্থাকে বিবেচনা করা যাইবে না, এমন উক্তি ঠিক নহে। কার্যবিধিতে এমন শব্দ থাকা সম্ভব, যাহা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যেই শব্দগুলি একটি বিশেষ অর্থ অনেকদিন ধরিয়া বহন করিতেছে, সেই অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, প্রয়োজনীয়। ধারাসমূহে যেই ভাষা ব্যবহৃত করা হইয়াছে সেই ভাষার মধ্যে যাহা আছে, তাহা দ্বারা এই বিধির অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই এই অজুহাতে কোন ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া বা আনুমানিক যুক্তির ভিত্তিতে বিচার কাজ নিষ্পন্ন করা যায় না। কার্যবিধি যেইখানে নাগরিকের স্বাধীনতাকে আঘাত করে, সেইখানে ইহার ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে স্বাভাবিক এবং নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। এই বিধি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে সেই সন্দেহের ফায়দা বিবাদী পাইবে।

দেওয়ানী কার্যবিধি কতটুকু স্বয়ংসম্পূর্ণ

আমাদের দেশে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কার্যবিধি কর্তৃক প্রকাশ্যে প্রদত্ত বিধির বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে। আদালত তাহার ন্যায়পরতা ও বিবেকবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন। সুবিচারের স্বার্থে এইজন্যই আদালতকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা *(inherent powers)* নামে এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। *[১০ সিডব্লিউএন ৭১৯]*

আইন আদালতকে কখনই বিচারকার্য সম্পাদনে শূন্যতার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পারে না। আইনের কোন সুস্পষ্ট বিধান কার্যবিধিতে প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও আইন সেইখানে নিষেধ করে নাই, অর্থাৎ আদেশ বা নিষেধ কিছুই নাই এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রার্থনাকারী তাহার প্রার্থিত যেকোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারে। *[পিএলজে ১৯৮১ লাহোর ২৮৯]*

আদালতের এইরূপ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অনুপস্থিতি আদালতকে সময়োপযোগী প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ করিয়া দেয় *[পিএলডি ১৯৬২ কোয়েটা ৮২ (ডিবি)]*। অতএব দেওয়ানী কার্যবিধি যেই সমস্ত বিধি নিয়া আলোচনা করিয়াছে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পদ্ধতিগত জটিলতা যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য

আইনের কোন পদ্ধতিগত জটিলতা, জনস্বার্থে উহার প্রয়োজন না থাকিলে, যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৮০ লাহোর ৬২৮]*। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ও তরান্বিতকরণের জন্যই আদালতকে এইরূপ জটিলতা এড়াইয়া চলিতে হয়। *[এনএলআর ১৯৮১ সিভ ৬৪১ এসসি]*

সাধারণ ও বিশেষ বিধান

কোন আইনের বিশেষ বিধানে সাধারণ বিধানকে অকার্যকর করিয়া ফেলে এবং ইহা সাধারণ বিধানের একটি ব্যতিক্রম হিসাবে কাজ করে। *[পিএলডি ১৯৫৮ ডব্লিউপি (পেশ) ১৯১ (এফবি)]*

প্রতিকার

আইন ব্যাখ্যার আর একটি অবিচ্ছেদ্য মূলনীতি হইতেছে, আইন যখন আদালতকে বিচার ক্ষমতা অর্পণ করে, তখন উহা সুপ্তভাবে উহাকে ঐ বিচারকার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সমস্ত আনুষঙ্গিক ক্ষমতাও প্রদান করিয়া থাকে। আদালতের জারি কার্যক্রম এই নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। *[পিএলডি ১৯৫৬ পেশ. ৬৫ (ডিবি)]*

আদালতের ইচ্ছা-ক্ষমতা

আদালত বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে তাহার স্বকীয় বিবেকবুদ্ধি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। আদালতের ইচ্ছা-ক্ষমতা বলিতে আদালতের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণিত বা স্বীকৃত বিষয়ে কোন বিশেষ ধরনের কাজ করা বা না করাকে বুঝায়। তবে এই ক্ষমতা অবশ্যই একজন স্বাভাবিক, সরল ও সৎ মানুষের মত প্রয়োগ করিতে হইবে কখনো ইহা স্বেচ্ছাচারী, দ্ব্যর্থকতাবোধক কিংবা কৃত্রিমতা পূর্ণ হইবে না। অবশ্যই ইহা বিচার বিভাগীয় নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। *[এআইআর ১৯৭৪ বোম্বে ১]*

নজির

গুরুত্বের দিক হইতে নজিরের অবস্থান বিধিবদ্ধ আইনের পরে। নজির হইতেছে, আদালতের সিদ্ধান্ত যাহাতে আইনের একটি নীতি প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক আদালতই তাহার উর্ধ্বতন আদালতের নজির মানিতে বাধ্য। যেমন, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের নজির দ্বারা বাধ্য। *[১০ ডিএলআর ৬১]*

সুপ্রীম কোর্ট

সময়ের দিক হইতে সুপ্রীম কোর্টের অনুবর্তী সিদ্ধান্ত অগ্রবর্তী সিদ্ধান্তের চাইতে বেশি অনুসৃত হইবে *[১১ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৩৮]*। এমনকি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নূতন কোন সিদ্ধান্ত (Obiter dicta) সমস্ত অধঃস্তন আদালত মানিতে বাধ্য *[এআইআর ১৯২৫ পিসি ২৭২]*। সুপ্রীম কোর্ট নিজেই তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্বার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন *[৭ ডিএলআর (এসসি) ২১১]*। তবে পূর্বতন কোন সিদ্ধান্ত বারবার পুনর্বিবেচনা করিবার ফলে আইনের প্রকৃত অর্থ অস্পষ্ট ও বিশৃংখলিত হইয়া পড়িতে পারে। অতএব ইহা বর্জনীয়। *[এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৬৩৬]*

হাইকোর্ট

হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালত হাইকোর্টের সমস্ত সিদ্ধান্তকে মানিতে বাধ্য এবং কখনো উহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৪৬ অল. ৫০৯]*

বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে হাইকোর্টের কোন বেঞ্চ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে অন্যান্য বেঞ্চও ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষোক্ত বেঞ্চের প্রথম বেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিপরীতে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে পারে এবং এইরূপ বিপরীতধর্মী মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি একটি পূর্ণ বেঞ্চের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহা প্রেরণকারী কোন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য নহে। *[এআইআর ১৯৬২ এসসি ৮৩]*

বিদেশী সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশের আদালতের সিদ্ধান্ত ও আমাদের দেশের আদালত অনুসরণ করিতে পারেন যদি বিদেশী আদালতের ঐ সিদ্ধান্ত আইনের কোন মৌলিক দিকের সহিত সম্পৃক্ত হয় যেই আইন আমাদের দেশেও বলবত রহিয়াছে *[পিএলডি ১৯৬১ ডব্লিউপি (লাহোর) ৫৪৩ ডিবি]*। আইনবিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ আইনবেত্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা দরকার। তবে দেশীয় আইনের সহিত ঐ সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে উহা গ্রহণ করা যাইবে না। *[১৩ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৪]*

ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা

সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত নূতন আইন প্রণয়ন করে না বরং এইগুলি প্রচলিত আইনকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে মাত্র। অতএব এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কেবলমাত্র ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা রহিয়াছে ; ভবিষ্যত কার্যকারিতা নহে। *[এআইআর ১৮৬৫ রাজ. ৭০]*

বেড়াইতে হয়, তবে যেই উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্য কোন অবস্থাতেই অতীতের অবস্থাকে বিবেচনা করা যাইবে না, এমন উক্তি ঠিক নহে। কার্যবিধিতে এমন শব্দ থাকা সম্ভব, যাহা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যেই শব্দগুলি একটি বিশেষ অর্থ অনেকদিন ধরিয়া বহন করিতেছে, সেই অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, প্রয়োজনীয়। ধারাসমূহে যেই ভাষা ব্যবহৃত করা হইয়াছে সেই ভাষার মধ্যে যাহা আছে, তাহা দ্বারা এই বিধির অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষার মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই এই অজুহাতে কোন ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া বা আনুমানিক যুক্তির ভিত্তিতে বিচার কাজ নিষ্পন্ন করা যায় না। কার্যবিধি যেইখানে নাগরিকের স্বাধীনতাকে আঘাত করে, সেইখানে ইহার ব্যাখ্যা পূর্ণভাবে স্বাভাবিক এবং নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। এই বিধি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে সেই সন্দেহের ফায়দা বিবাদী পাইবে।

দেওয়ানী কার্যবিধি কতটুকু স্বয়ংসম্পূর্ণ

আমাদের দেশে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কার্যবিধি কর্তৃক প্রকাশ্যে প্রদত্ত বিধির বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছে। আদালত তাহার ন্যায়পরতা ও বিবেকবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ হইতে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন। সুবিচারের স্বার্থে এইজন্যই আদালতকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা *(inherent powers)* নামে এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। *[১০ সিডব্লিউএন ৭১৯]*

আইন আদালতকে কখনই বিচারকার্য সম্পাদনে শূন্যতার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পারে না। আইনের কোন সুস্পষ্ট বিধান কার্যবিধিতে প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও আইন সেইখানে নিষেধ করে নাই, অর্থাৎ আদেশ বা নিষেধ কিছুই নাই এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রার্থনাকারী তাহার প্রার্থিত যেকোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারে। *[পিএলজে ১৯৮১ লাহোর ২৮৯]*

আদালতের এইরূপ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অনুপস্থিতি আদালতকে সময়োপযোগী প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ করিয়া দেয় *[পিএলডি ১৯৬২ কোয়েটা ৮২ (ডিবি)]*। অতএব দেওয়ানী কার্যবিধি যেই সমস্ত বিধি নিয়া আলোচনা করিয়াছে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পদ্ধতিগত জটিলতা যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য

আইনের কোন পদ্ধতিগত জটিলতা, জনস্বার্থে উহার প্রয়োজন না থাকিলে, যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৮০ লাহোর ৬২৮]*। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ও তরান্বিতকরণের জন্যই আদালতকে এইরূপ জটিলতা এড়াইয়া চলিতে হয়। *[এনএলআর ১৯৮১ সিভ ৬৪১ এসসি]*

সাধারণ ও বিশেষ বিধান

কোন আইনের বিশেষ বিধানে সাধারণ বিধানকে অকার্যকর করিয়া ফেলে এবং ইহা সাধারণ বিধানের একটি ব্যতিক্রম হিসাবে কাজ করে। *[পিএলডি ১৯৫৮ ডব্লিউপি (পেশ) ১৯১ (এফবি)]*

প্রতিকার

আইন ব্যাখ্যার আর একটি অবিচ্ছেদ্য মূলনীতি হইতেছে, আইন যখন আদালতকে বিচার ক্ষমতা অর্পণ করে, তখন উহা সুপ্তভাবে উহাকে ঐ বিচারকার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সমস্ত আনুষঙ্গিক ক্ষমতাও প্রদান করিয়া থাকে। আদালতের জারি কার্যক্রম এই নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। *[পিএলডি ১৯৫৬ পেশ. ৬৫ (ডিবি)]*

আদালতের ইচ্ছা-ক্ষমতা

আদালত বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে তাহার স্বকীয় বিবেকবুদ্ধি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। আদালতের ইচ্ছা-ক্ষমতা বলিতে আদালতের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণিত বা স্বীকৃত বিষয়ে কোন বিশেষ ধরনের কাজ করা বা না করাকে বুঝায়। তবে এই ক্ষমতা অবশ্যই একজন স্বাভাবিক, সরল ও সৎ মানুষের মত প্রয়োগ করিতে হইবে কখনো ইহা স্বেচ্ছাচারী, দ্ব্যর্থকতাবোধক কিংবা কৃত্রিমতা পূর্ণ হইবে না। অবশ্যই ইহা বিচার বিভাগীয় নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। *[এআইআর ১৯৭৪ বোম্বে ১]*

নজির

গুরুত্বের দিক হইতে নজিরের অবস্থান বিধিবদ্ধ আইনের পরে। নজির হইতেছে, আদালতের সিদ্ধান্ত যাহাতে আইনের একটি নীতি প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক আদালতই তাহার উর্ধ্বতন আদালতের নজির মানিতে বাধ্য। যেমন, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের নজির দ্বারা বাধ্য। *[১০ ডিএলআর ৬১]*

সুপ্রীম কোর্ট

সময়ের দিক হইতে সুপ্রীম কোর্টের অনুবর্তী সিদ্ধান্ত অগ্রবর্তী সিদ্ধান্তের চাইতে বেশি অনুসৃত হইবে *[১১ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৩৮]*। এমনকি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নূতন কোন সিদ্ধান্ত (Obiter dicta) সমস্ত অধঃস্তন আদালত মানিতে বাধ্য *[এআইআর ১৯২৫ পিসি ২৭২]*। সুপ্রীম কোর্ট নিজেই তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্বার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন *[৭ ডিএলআর (এসসি) ২১১]*। তবে পূর্বতন কোন সিদ্ধান্ত বারবার পুনর্বিবেচনা করিবার ফলে আইনের প্রকৃত অর্থ অস্পষ্ট ও বিশৃংখলিত হইয়া পড়িতে পারে। অতএব ইহা বর্জনীয়।
[এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৬৩৬]

হাইকোর্ট

হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালত হাইকোর্টের সমস্ত সিদ্ধান্তকে মানিতে বাধ্য এবং কখনো উহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৪৬ অল. ৫০৯]*

বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে হাইকোর্টের কোন বেঞ্চ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া থাকিলে অন্যান্য বেঞ্চও ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষোক্ত বেঞ্চের প্রথম বেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিপরীতে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে পারে এবং এইরূপ বিপরীতধর্মী মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি একটি পূর্ণ বেঞ্চের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহা প্রেরণকারী কোন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য নহে। *[এআইআর ১৯৬২ এসসি ৮৩]*

বিদেশী সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের বাহিরের কোন দেশের আদালতের সিদ্ধান্ত ও আমাদের দেশের আদালত অনুসরণ করিতে পারেন যদি বিদেশী আদালতের ঐ সিদ্ধান্ত আইনের কোন মৌলিক দিকের সহিত সম্পৃক্ত হয় যেই আইন আমাদের দেশেও বলবত রহিয়াছে *[পিএলডি ১৯৬১ ডব্লিউপি (লাহোর) ৫৪৩ ডিবি]*। আইনবিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ আইনবেত্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা দরকার। তবে দেশীয় আইনের সহিত ঐ সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে উহা গ্রহণ করা যাইবে না। *[১৩ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৪]*

ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা

সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত নূতন আইন প্রণয়ন করে না বরং এইগুলি প্রচলিত আইনকে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে মাত্র। অতএব এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কেবলমাত্র ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা রহিয়াছে ; ভবিষ্যত কার্যকারিতা নহে। *[এআইআর ১৮৬৫ রাজ. ৭০]*

প্রাথমিক বিষয়

ধারা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রারম্ভ ও কার্যকারিতার সীমা ঃ

(ক) এই আইন ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি নামে পরিচিত হইবে।

(খ) ইহা ১৯০৯ সনের ১ জানুয়ারি হইতে কার্যকর হইবে।

(গ) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

ভাষ্য

প্রসঙ্গ ও বিষয় ঃ এই ধারায় শুধুমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধির সংক্ষিপ্ত নাম, কোন্ তারিখ হইতে ইহা বলবত হইয়াছে তাহা এবং ইহার বিস্তৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ধারা

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয়বস্তুতে বা প্রসঙ্গে প্রতিকূল কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে —

১। বিধি বলিতে নিয়মও বুঝাইবে।

২। ডিক্রি বলিতে আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত এমন সিদ্ধান্ত বুঝায়, যাহা মামলায় বিতর্কিত সমস্ত বা যেই কোন বিষয় সম্পর্কে পক্ষসমূহের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে এবং ইহা প্রাথমিক বা চূড়ান্ত হইতে পারে। আরজি বাতিল এবং ১৪৪ ধারায় বর্ণিত কোন প্রশ্ন নির্ধারণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ; তবে নিম্নলিখিত বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না ঃ

(ক) যেই ন্যায় নির্ণয়কারী বিরুদ্ধে বা কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের মত আপীল করা যাইতে পারে, অথবা

(খ) কোন নিয়ম বা নির্দেশ পালনের ব্যর্থতার জন্য কোন খারিজের আদেশ।

ব্যাখ্যা ঃ ডিক্রি তখনই প্রাথমিক হয়, যখন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে ; মামলা যখন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হয়, তখনই ডিক্রি চূড়ান্ত হইয়া থাকে। তবে ডিক্রি আংশিকভাবে প্রাথমিক এবং আংশিকভাবে চূড়ান্ত হইতে পারে।

ধারা ২(২) ঃ একটি মামলা বাতিল হওয়ার আদেশ ডিক্রির পর্যায়ে পড়ে কি ?

মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া মামলা বাতিলের আদেশ দেওয়া হইলে ইহা আরজি বাতিল করিবার আদেশ সমতুল্য বিধায় দেওয়ানী কার্যবিধির ২(২) ধারা মতে ডিক্রির অন্তর্ভুক্ত হওয়া আপীলযোগ্য হইবে।

[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪০]

মূল মোকদ্দমা অথবা আপীল মোকদ্দমা পরিচালনা না করার কারণে খারিজ হইয়া গেলে, খারিজ-এর আদেশ ডিক্রি তুল্য হইবে না।

ইহা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আপীল হওয়ার পর ডিক্রির অর্থ হইবে আপীলের ডিক্রি। এই বিশেষ মোকদ্দমায় হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল কিন্তু মোকদ্দমা পরিচালনা না করার কারণে ডিক্রি জারি করা হয়। ইহা কি দেওয়ানী কার্যবিধির ২(২) ধারা মতে ডিক্রি বলিয়া গণ্য হইবে ?

কোন মোকদ্দমা অথবা আপীল পরিচালনা না করার কারণে খারিজ হইলে উহা ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে না। বিষয়টির পক্ষে কোন অথরিটির প্রয়োজন হইবে না।

মোকদ্দমা পরিচালনা না হওয়ার কারণে মামলা খারিজ হওয়া একটি বিশেষ ত্রুটি (অপরাধ) হিসাবে গণ্য। সুতরাং এইরূপ আদেশ ডিক্রি হইতে পারে না। ইহার আকৃতি বিশ্লেষণে কোন্ ধারা মতে কার্য করা হইয়াছে না দেখিয়া মৌলিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয়।

[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৭৩]

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, বিক্রেতা ও পরবর্তী খরিদ্দারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় সঠিক পদ্ধতিতে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা বাদীর মধ্যকার নির্দিষ্ট চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় পরবর্তী খরিদ্দার যোগদানের নির্দেশ দিবেন যাহাতে তাহার স্বত্ব বাদী-প্রতি প্রদান করা যায়।

[১৭ বিএলডি (এডি) ৪০]

অবিভক্ত অংশ ঃ মুশার নীতি (অবিভক্ত অংশ নীতি) দেওয়ানী কার্যবিধির ধারায় পড়ে না। অতএব ডিক্রির প্রেক্ষিতে ভূমি সঠিকভাবে নিরূপণ না করার কারণের সহিত ইহা সেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে।
[২৪ ডিএলআর (এসসি) ৮১ (১৯৭৬)]

ধারা ২(২) ১৪ ঃ ডিক্রি আনুষ্ঠানিকভাবে মামলায় উভয় পক্ষের বিতর্কিত বিষয়ের অধিকার বিবেচনা করে বিধায় ইহা কেবলমাত্র মামলার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হইবে। এস. এ. টি. এ্যাক্টের ৯৬ ধারা মতে আনুষ্ঠানিকভাবে আদালত যেই আদেশ দান করেন উহা কোন মামলায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে না।

যেইহেতু দেওয়ানী কার্যবিধির আওতায় মামলা নিষ্পত্তি না হইয়া *State Acquisition and Tenancy Act*-এর ৯৬ ধারা মতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত আদেশ, বিতর্কিত বিষয়বস্তুর উপর উভয় পক্ষের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সেইহেতু উহা উল্লিখিত কার্যবিধির ডিক্রির সংজ্ঞায় পড়ে না।

ধারা ২(১৪) ঃ ২(১৪)-এর ধারা মতে আদেশ, ডিক্রির অনুরূপ এবং সাধারণভাবে উহাতে ডিক্রির প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বর্তমান থাকে। কিন্তু যেইহেতু ইহা মামলা বহির্ভূত ভিন্নধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে দেওয়া হয়, সেইহেতু ইহা ডিক্রির সমতুল্য হইবে না। *[মোঃ শরীয়ত উল্লাহ বনাম আশরাফুন্নেসা ; (১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৯১]*

ধারা ২ ঃ "জেলা", "জেলা আদালত" ও "বিচারক" দেওয়ানী কার্যবিধির ২ ধারায় 'জেলা' 'জেলা আদালত' 'বিচারক'-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে ঃ

জেলা বলিতে মূল আওতাভুক্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত (অতঃপর জেলা আদালত) বলিয়া অভিহিত এলাকার স্থানীয় সীমাকে বুঝায় এবং ইহা (হাইকোর্ট ডিভিশনের) সাধারণ মূল দেওয়ানী আওতায় স্থানীয় সীমাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিচারক ঃ নিম্নের ভাষায় বিচারকের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ঃ

বিচারক বলিতে দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনাকারী কর্মকর্তাকে বুঝায়।
[এ. কে. এম. রুহুল আমিন বনাম জেলা বিচারক ; ৩৮ ডিএলআর (এডি) ১৭২]

ধারা ২-এ, ৩, ১৫, ২৪, ৩৮, ৩৯ এবং ৪৪-এ (১) ধারা ১৮ অনুসারে জেলা বিচারক অথবা অধঃস্তন বিচারক-এর স্থানীয় সীমা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (অবশ্য ধারা ১৫ নির্দেশ মান্য করার সাপেক্ষে)।

যেই এলাকায় দেওয়ানী মৌলিক মোকদ্দমা বিচারার্থে তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে।
[সোনালী ব্যাংক বনাম আবদুর রহমান ; ৪২ ডিএলআর ৩১১]

ধারা ২(২) ঃ বিরুদ্ধ দখল-এর ভিত্তিতে ডিক্রি জারি ঃ যদিও বিরুদ্ধ দখলের অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নের উপর মামলা সাজান হয় নাই তবুও উহার ভিত্তিতে ডিক্রি দেওয়া হইলে সেই ডিক্রি বেআইনী।
[নিরূপমা রিচেল বনাম আবদুল জলিল মিয়া ; ৪১ ডিএলআর ৪৬৭]

বাটোয়ারা মামলায় ডিক্রি ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষদের পক্ষভুক্ত করা হয় নাই ঃ কোনও আদালত এইরূপ নিষ্ফল ডিক্রি জারি করিবে না। কারণ ইহাতে পক্ষগণের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় ডিক্রি বিফলে পর্যবসিত হইবে। *[সি. জুরি তালুকদার বনাম সি. মাগনী ; ৪০ ডিএলআর ৫৩২]*

ধারা ২(২) এবং ধারা ২(৯) ঃ সালিসের রায় ডিক্রি বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইরূপ রায়ের ভিত্তির বিবরণ দেওয়ানী কার্যবিধির যথাক্রমে ধারা ২(২) এবং ২(৯) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হইবে। ১৯৮২ সালের ২ অধ্যাদেশের ৩৬ ধারা মতে দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা এই সালিসের থাকিবে।
[বেগম লুৎফুন্নেসা বনাম এন. আহম্মদ ; ৪০ ডিএলআর ২৩২]

ধারা (২)২ আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এবং আদেশ ৪৩ ঃ মামলাটি বহাল রাখার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় আরজিটি খারিজ করা হয় নাই। বিসংবাদী আদেশের বিরুদ্ধে ভুলক্রমে আপীল হইয়াছিল যদিও উহা আপীলযোগ্য নহে। *[আয়েজ উদ্দিন শেখ বনাম আবদুল করিম শেখ ; ৪২ ডিএলআর ১৫৪]*

ধারা ২(২) ৪৭ এবং ১৫১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৭ ধারা মতে একটি আবেদন খারিজের আদেশ আপীলযোগ্য নহে এবং সেইহেতু ১৫১ ধারা অনুযায়ী যেকোন আবেদন এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে পড়িবে। একটি মোকদ্দমা কোন ত্রুটির জন্য খারিজের আদেশ ডিক্রি নহে, বাতিল করার আদেশ।
[সোনাবান বিবি বনাম আবু মিয়া ; ৩৮ ডিএলআর ৪৩২]

৩। ডিক্রিদার অর্থ সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, অথবা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪। জেলা অর্থ মৌলিক এখতিয়ারসম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় এলাকা (অতঃপর "জেলা আদালত" নামে অভিহিত) ; হাইকোর্ট বিভাগের সাধারণ মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ারের স্থানীয় এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ২(৪) ঃ জেলা জজ আদালত অধঃস্তন আদালতের উর্ধ্বতন আদালত অধঃস্তন আদালত কোন জেলার প্রধান বিচারালয় হিসাবে, জেলা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মৌলিক এলাকার এখতিয়ার গ্রহণ করিতে পারে না।

[সোনালী ব্যাংক বনাম আবিদুর রহমান ; ৪২ ডিএলআর ৩১১]

ধারা ২(৪) ২৪ এবং ৪৪ (এ) (১) ঃ ৪৪(১) ধারায় 'জেলা আদালত' শব্দটি আইনের ২(৪) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে বর্ণিত হইবে। ৪৪(এ) ১-এ উল্লিখিত জেলা বিচারকের জেলা আদালত দেওয়ানী আদালত আইনের ৩(১) ধারায় বর্ণিত জেলা বিচারকের বিচারালয়ই বুঝায়। অন্য কোন বিচারালয় নহে।

[সোনালী ব্যাংক বনাম আবিদুর রহমান ; ৪২ ডিএলআর ৩১১]

৫। বিদেশী আদালত অর্থ এমন আদালত, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত, বাংলাদেশে যাহার কোন কর্তৃত্ব নাই এবং যাহা সরকার স্থাপন করেন নাই বা বহাল রাখেন নাই।

৬। "বিদেশী রায়" অর্থ বিদেশী আদালতের রায়।

৭। সরকারী উকিল বলিতে এই বিধিতে সরকারী উকিলের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত সমস্ত বা যেকোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার বুঝায় ; সরকারী উকিলের নির্দেশ অনুসারে কার্যরত অপর কোন উকিলও উহার অন্তর্ভুক্ত।

৮। বিচারক বা জজ অর্থ দেওয়ানী আদালতের মূল কর্মকর্তা।

৯। রায় অর্থ ডিক্রি বা আদেশের ভিত্তি হিসাবে বিচারক যেই বিবৃতি দেন, তাহা।

১০। সাব্যস্ত দেনাদার *(Judgment Debtor)* অর্থ সেই ব্যক্তি, যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, অথবা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১১। বৈধ প্রতিনিধি অর্থ সেই ব্যক্তি, যিনি আইনতঃ মৃতব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন ; যিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পরিচালনা করেন এবং যিনি প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করেন বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, তাহার মৃত্যুর পর যেই ব্যক্তির উপর সম্পত্তি বর্তায়, তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ২(১১) ঃ বৈধ প্রতিনিধির সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। যাহাতে ইহা মামলা চলাকালীন মৃত ভাড়াটিয়ার উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। *[কাজল দাস শর্মা বনাম প্রদীপ দাশ ; ৪০ ডিএলআর ৫৪১]*

ধারা ২(১১) এবং ৫০ ঃ ১৯৮১ সনের সি আর নং ৭৫৬-তে প্রকাশিত (প্রদত্ত) মন্তব্য —

ভাড়াটিয়ার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে আনীত নূতন উচ্ছেদের মামলায় দেওয়ানী আইনের ধারা ২(১১) ও ৫০ এবং পি. আর. সি. আদেশের (২০-এর ১৯৬৩) ২(৯) ধারাগুলি বিবেচিত হয় নাই।

[কাজল দাস শর্মা বনাম প্রদীপ দাস ; ৪০ ডিএলআর ৫৪১]

ধারা ২(২) ৯৬ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ আপীল নিষ্পত্তি করার ফলাফল ঃ দেওয়ানী কার্যবিধিতে 'আপীল' শব্দটির কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। বিধায় ইহা দ্বারা কোন সংক্ষুব্ধ পক্ষ আদালতকে নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল সংশোধন অথবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার আবেদন বুঝাইবে। আপীল যদি নিয়ম বহির্ভূত অনুপযুক্ত অথবা তামাদি দ্বারা বারিতও হয় তথাপি ইহা আপীল পর্যায়ভুক্তই হইবে। আপীলের স্মারকলিপির উপর যদি তামাদি হওয়ার কারণে খারিজ আদেশ দেওয়া হয় ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, ইহা আইনের ২(২) ধারা মতে দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই আদেশবলে সকল পক্ষেরই বিতর্কিত বিষয়ের উপর অধিকার চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয়।

[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯২]

১২। অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা *(Mesne Profits)* অর্থ বেআইনী দখলকার ব্যক্তি সম্পত্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে যে মুনাফা লাভ করিয়াছে বা সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় যে মুনাফা লাভ করিতে পারিত, সুদসহ সেই মুনাফা ; কিন্তু বেআইনী দখলকার ব্যক্তি সম্পত্তির কোন উন্নতি সাধন করিয়া থাকিলে এবং সেই উন্নতির ফলে কোন মুনাফা হইয়া থাকিলে তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৩। অস্থাবর সম্পত্তি বলিতে জমিতে অবস্থিত ফসলও বুঝায়।

১৪। আদেশ অর্থ কোন দেওয়ানী আদালতের এমন কোন সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, ডিক্রি নহে।

১৫। উকিল বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি অপরের পক্ষের আদালতে হাজির হওয়ার ও যুক্তিতর্ক পেশ করার অধিকারী।

১৬। নির্ধারিত অর্থ নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত।

১৭। সরকারী কর্মচারী অর্থ নিম্নলিখিত যেকোন বিবরণের ব্যক্তি ঃ

(ক) প্রত্যেক জজ বা বিচারক ;

(খ) বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্য ;

(গ) চাকুরীরত বাংলাদেশ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রত্যেক কমিশনপ্রাপ্ত বা গেজেটেড অফিসার ;

(ঘ) আদালতের এমন কোন কর্মচারী, যাঁহার কর্তব্য হইতেছে আইন বা ঘটনাসংক্রান্ত কোন বিষয়ে তদন্ত বা রিপোর্ট করা ; অথবা কোন দলিল প্রণয়ন, সহিমোহর বা সংরক্ষণ করা ; অথবা কোন সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ বা হস্তান্তর করা ; অথবা কোন সমন বা পরোয়ানা জারি করা ; অথবা কোন শপথ গ্রহণ করানো ; অথবা কিছু ব্যাখ্যা করা ; অথবা আদালতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এই সকল কর্তব্যের যেকোনটি সম্পাদনের জন্য আদালত কর্তৃক বিশেষরূপে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি ;

(ঙ) এমন প্রত্যেক কর্মচারী, যিনি তাঁহার পদাধিকারবলে কোন লোককে আটক করিতে বা আটক রাখিতে পারেন ;

(চ) এমন প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী, যাঁহার কর্তব্য হইতেছে অপরাধ প্রতিরোধ করা, অপরাধ সম্পর্কে খবর দেওয়া, অপরাধীগণকে বিচারার্থে হাজির করা, অথবা জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা সংরক্ষণ করা ;

(ছ) এমন প্রত্যেক কর্মচারী, যাঁহার কর্তব্য হইতেছে, সরকারের পক্ষে কোন সম্পত্তি গ্রহণ, সংরক্ষণ বা ব্যয় করা ; অথবা সরকারের পক্ষে কোন জরিপ, হিসাব বা চুক্তি করা ; অথবা রাজস্ব আদেশ জারি করা ; অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তদন্ত বা রিপোর্ট করা ; অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন দলিল প্রণয়ন, সহিমোহর বা সংরক্ষণ করা ; অথবা সরকারের আর্থিক সংরক্ষণের জন্য প্রণীত কোন আইনের লংঘন প্রতিরোধ করা ; এবং

(জ) কোন সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত সরকারী সুবিধাভোগী বা বেতনভোগী প্রত্যেক কর্মচারী অথবা যাঁহার কার্যের জন্য সরকার ফি বা কমিশন প্রদান করিয়া থাকেন।

১৮। নিয়মসমূহ অর্থ প্রথম তফসিলে বর্ণিত অথবা ১২২ বা ১২৫ ধারা অনুসারে প্রণীত বিধি ও ফরমসমূহ।

১৯। কর্পোরেশনের শেয়ার বলিতে স্টক, ডিবেঞ্চার-স্টক, ঋণ-স্বীকারপত্র বা মুচলেকা *(Bond)* বুঝায় ; এবং

২০। স্বাক্ষরিত বলিতে রায় বা ডিক্রি ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্ট্যাম্পযুক্ত বুঝায়।

ভাষ্য

বিধি ঃ আলোচ্য আইনের নাম দেওয়ানী কার্যবিধি। এই বিধি দুইটি মৌলিক অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে ধারা বা সেকশন। আর দ্বিতীয় অংশে আছে নিয়ম বা রুল। ধারাগুলির মধ্যে মূলনীতির বর্ণনা বিদ্যমান, আর নিয়মগুলির মধ্যে সেই নীতিমালার বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিধৃত। মূল ধারাগুলি কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক সংশোধনযোগ্য ; আর নিয়মগুলি সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক সংশোধনযোগ্য।

ডিক্রি ঃ মামলার চূড়ান্ত নির্দেশকে সাধারণতঃ ডিক্রি বলা হয়। সুতরাং যেখানে মামলা নাই সেখানে ডিক্রি নাই। ডিক্রি দ্বারা মামলার পক্ষগণের অধিকার নির্দেশ করা হয়। সুতরাং যে আদেশ দ্বারা মামলা পক্ষগণের অধিকার নির্দেশিত হয় নাই, সেই আদেশকে ডিক্রি বলা যায় না। মামলা শুরু করিতে হইলে আদালতে আরজি দাখিল করিতে হয়। আরজি দাখিল হওয়ার পর বিবাদী উপস্থিত হইয়া লিখিত জবাব প্রদান করেন। ইহার পর একে একে অনেক স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মামলাটি শুনানির জন্য প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত স্তর অতিক্রান্ত হইবার সময় আদালত যে আদেশ দেন তাহা ডিক্রি নহে। যে আদেশ দ্বারা মামলাটির চূড়ান্ত ফয়সালা হইয়া যায় এবং ইহার দ্বারা পক্ষগণের অধিকার নির্ণীত হয়, তাহাকে ডিক্রি বলে।

বিধি ঃ বিধি আইনের একটি মৌলিক দিক যাহা আইন পরিষদ ব্যতীত পরিবর্তন করা যায় না। আর নিয়ম হইল বিধির আনুষঙ্গিক আলোচনা। বিধি আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে নিয়ম ঐ এখতিয়ার আদালত কোন্ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিবে তাহারই বিশ্লেষণ করে। *[২১ সিডব্লিউএন ৮৭৭]*

ডিক্রি ঃ সমস্ত মামলাই আরজি দ্বারা শুরু করে *[২২ মাদ ২৫৬]* এবং দেওয়ানী মামলা ব্যতীত কোন মামলায় ডিক্রি হইতে পারে না। *[১১ মাদ ২৬, ৩৫]*

মামলার সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে পক্ষদ্বয়ের অধিকার স্বীকৃত না হইয়া থাকিলে উহাকে ডিক্রি বলা যায় না যদিও মামলাটি চূড়ান্তভাবে নাও নিষ্পত্তি হইতে পারে। যেমন, প্রাথমিক ডিক্রি। ২০ আদেশে প্রাথমিক ডিক্রির তালিকা সম্পূর্ণ নহে। *[৪৬ সিডব্লিউএন ৮৫৭]*

একটি মামলাতে একাধিক প্রাথমিক ডিক্রি দেওয়া যাইতে পারে *[এ ১৯৫৭ এপি ২৫]*, এক বা একাধিক অন্তর্বর্তীকালীন চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়া যায় কিন্তু চূড়ান্ত ডিক্রি কেবল একটিই হইবে *[এ ১৯৬৭ পি ১৩১]*। পক্ষদ্বয়ের অধিকার যাহা মামলার বিতর্কের বিষয় উহা অবশ্যই পাকাপোক্ত অধিকার হইতে হইবে, কোন আনুষঙ্গিক বা শাখা-প্রশাখাগত অধিকার হইলে চলিবে না। *[৪৫ বি ৬২৭, ৬৩৪]*

ডিক্রি হইবার জন্য আরজির প্রত্যাখ্যান অবশ্যই এই বিধির দ্বারা স্বীকৃত হইতে হইবে *[এ ১৯৩৭, এ ২৮০]*। নিঃস্ব ব্যক্তি হিসাবে মামলা করিবার কোন দরখাস্তের প্রত্যাখ্যান ডিক্রি নহে, কারণ উহা আরজির মাধ্যমে উত্থাপিত হয় নাই। *[এ ১৯৫৬ হায়দরাবাদ ৪১]*

কোন সিদ্ধান্ত ডিক্রি হইতে পারে না কিংবা উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না যদি না ঐ সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হয় *[৩৭ বি ৪৮০, ৪৮২]*। তবে সিদ্ধান্তটি মৌলিকভাবে ডিক্রির পর্যায়ে পড়িলে, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার অভাবে আপীলের অধিকার খর্ব করা যায় না *[১৯ সিডব্লিউএন ৭৫৫]*। একইভাবে একটি আদেশ ডিক্রির কায়দায় প্রচারিত হইলেই উহা ডিক্রি বলিয়া পরিগণিত হয় না যতক্ষণ উহা বিধির আওতায় পড়ে। *[১৮ সিডব্লিউএন ৬০৪]*

'নিয়ম পালনে ব্যর্থতার জন্য খারিজের নির্দেশ' *(dismissed for default)* শুধু পক্ষের অনুপস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। *[এ ১৯৪১ এম ৮৩৬ এফবি ; বিপরীত সিদ্ধান্ত এ ১৯৪২ সি ৫৩৯]*

ধারা ২(২) ঃ কোন মোকদ্দমা পরিচালনা না করার কারণে খারিজ হইলে উহা ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে না। *[সালেহা বেগম বনাম অর্থঋণ আদালত, চাঁদপুর ; ১৪ বিএলটি (হাঃ বিঃ) ২৫৫]*

জারি কার্যক্রমের আদেশ কখন ডিক্রির মর্যাদা পায় ঃ ২(২) এবং ৪৭ ধারার একত্রিত ফলাফল ইহাই যে, জারি কার্যক্রমে আদালত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান বিতর্কিত প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিয়া যদি কোন আদেশ প্রদান করে তাহা হইলে ঐরূপ আদেশ ডিক্রি বলিয়া পরিগণিত হইবে। *[৪ ডিএলআর ১৪৭]*

জারি কার্যক্রমের স্থগিতকরণ অস্বীকারাদেশ কি আপীলযোগ্য ঃ জারি কার্যক্রমের স্থগিতাদেশ চাহিয়া কোন আবেদন করিলে সেই আদেশ যদি এই মর্মে অস্বীকার করা হয় যে, *East Bengal Premises Rent Control Ordinance-A, 1951*-এর ১৫ ধারা এইখানে প্রয়োগযোগ্য নহে, তাহা হইলে এইরূপ আদেশ ২(২) ধারার আওতায় (৪৭ ধারা সাপেক্ষে) আসিবে এবং উহা একটি আপীলযোগ্য আদেশ। *[৬ ডিএলআর ৪১০]*

বিচারকারী আদালতের সব আদেশই কি ডিক্রি ঃ বিচারকারী আদালত কোন প্রতিকার মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিয়া যত আদেশ প্রদান করে তাহার সবগুলিই ডিক্রি। *[১৯৫৫ পিএলআর (লাহোর) ৬৭১]*

ডিক্রিদার ঃ ডিক্রিদার বলিতে যাহার অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করা হয় তাহাকে বুঝায়। ডিক্রিদারের এই সংজ্ঞা ১৮৮২ সনের দেওয়ানী কার্যবিধিতে ডিক্রির হস্তান্তরগ্রহীতাকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ১৪৬ ধারার আওতায় ডিক্রির হস্তান্তরগ্রহীতাকে সর্বক্ষেত্রে ডিক্রিদারের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে *[এ ১৯৪৫ বি. ৩৮০]*। সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের ডিক্রি যাহার দ্বারা জারিযোগ্য হইবে তাহাকেই ডিক্রিদার বলা হইবে *[৫৯ সি ৫০১]*। বিবাদী বাদীর নিকট হইতে খরচ পাইলে বিবাদী একজন ডিক্রিদার হইবে। *[এ ১৯৪৯ এম. ৬৫১]*

ডিক্রিদারকে আবশ্যকীয়ভাবে মামলার পক্ষ হইবার দরকার নাই। ডিক্রির আওতায় তাহার উপর বলবতযোগ্য কোন অধিকার অর্পণ করিলেই তাহাকে ডিক্রিদার বলা যাইতে পারে *[পিএলডি ১৯৬১ পেশ. ৪]*। কাহারো অনুকূলে একটি জারিযোগ্য আদেশ প্রদত্ত হইলেও তিনি একজন ডিক্রিদার। *[এআইআর ১৯৪৭ অল. ৩৯০]*

জেলা ঃ জেলা আদালত বলিতে আদিম এখতিয়ারসম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতকে বুঝায় *[১৬ সি ১৩]*। ইহা সাধারণতঃ হাইকোর্ট নির্দেশ করে না *[৪৫ সিএলজে ৭১]*। তবে ইহা তখন সীমানাভিত্তিক এখতিয়ারের কোন বিষয়ের উপর আদিম দেওয়ানী ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন তাহাকে ঐ বিষয়ের উপর জেলা আদালত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। *[এ ১৯৬৭ এম. ৩৮১]*

বিদেশী আদালত ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে একচ্ছত্র স্বাধীনতা কাম্য নহে। যেমন, বিচারকার্যের ক্ষেত্রে বিদেশী আদালতের সিদ্ধান্ত সদৃশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন রাষ্ট্র উপনিবেশ হিসাবে থাকিয়াও উহার আদালত বিদেশী আদালত হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যদি কিনা ঐ আদালতের স্বাধীন দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব এখতিয়ার থাকে *[এআইআর ১৯৫৮ অল ৭৭৫]*। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে একই সাম্রাজ্যের দুইটি প্রদেশ পরস্পরের নিকট বিদেশী আদালত হইতে পারে। *[৩২ মাদ. ৪৬৯]*

বিদেশী রায় ঃ বিদেশী আদালতের রায়ের সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা পরিচালিত নহে। এখানে "রায়" শব্দটি ইংলিশ আইনে যেভাবে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেইভাবে বুঝিতে হইবে, এই আইনের ২(৯) ধারার আওতায় নহে। *[পিএলডি ১৯৬০ ডব্লিউপি (করাচি) ৫৭৪]*

সরকারী উকিল ঃ সরকারী উকিলের নির্দেশে কোন উকিল সরকারী উকিলের প্রতিনিধিত্ব করিলেও তিনি এই ধারার আওতায় সরকারী উকিল বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। সরকারী উকিল ব্যতীত অন্য কোন উকিল সরকার কিংবা কোন সরকারী অফিসারের পক্ষে কাজ করিলে তিনি ৩ আদেশে নির্দেশিত কোন প্রকার অনুমতিপত্র দাখিল ব্যতীতই, যদি তিনি সরকারী উকিল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ঐরূপ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত হইতেছে, বিষয়টি আগেই সরকারী উকিলকে আদালতে জানাইয়া দিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫৪ কল ৪৫৫ (ডিবি)]*

বিচারক বা জজ ঃ আদালত বলিতে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নির্ধারিত স্থানকে বুঝায় আর বিচারক বা জজ হইতেছেন ঐ আদালতের মূল কর্মকর্তা *(Section 13, General Clauses Act)*।

রায় ঃ ডিক্রি বা আদেশের ভিত্তিকেই অর্থাৎ যেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হয় তাহাকেই রায় বলে। *[পিএলডি ১৯৬০ ডব্লিউপি (করাচি) ৫৯৪]*

সাব্যস্ত দেনাদার ঃ মৃত সাব্যস্ত দেনাদারের বৈধ প্রতিনিধিকে সাব্যস্ত দেনাদার বলা যায় না *[১৯৫২ অল ৬১৮]*। মামলার পক্ষ অথচ যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয় নাই এমন ব্যক্তিকে সাব্যস্ত দেনাদার বলা যায় না *[এআইআর ১৯৫৪ ট্রে কোং ২৩৩]*। যদিও তাহাকে মামলার বিবাদী করা হইয়াছিল।

বৈধ প্রতিনিধি ঃ বৈধ প্রতিনিধি শব্দটি শুধুমাত্র এই বিধির (দেওয়ানী কার্যবিধি) জন্যই সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে, আইনের কোন মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নহে *[এআইআর ১৯৩৪ অল. ৪৭৪]*। একজন বেনামীদার কোন কোন প্রকৃত মালিকের অছি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে এবং তাহার পুত্র যদি তাহাতে কিছু স্বার্থ বর্তমান থাকে তবে তাহা হইলে ঐ অসিয়তনামা দাবি করিতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে পুত্রকে বেনামীদারের বৈধ প্রতিনিধি বলা যায়। *[এআইআর ১৯৬১ মাদ. ৩৭৬]*

বৈধ প্রতিনিধি একজন সার্বিক উত্তর দায় গ্রাহককেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ সে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করে। *[এআইআর ১৯৫০ মাদ. ৪৮২]*

অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা ঃ অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বলিতে ঐ ধরনের মুনাফাকে বুঝায় যাহা বাদীর প্রাপ্য ছিল কিন্তু বিবাদী তাহা বাদীকে প্রদান করে নাই। *[এআইআর ১৯৫৭ রাজ. ৩৫৮]*

ইহা এমন কোন মুনাফা নাও হইতে পারে যাহা বিবাদী ভোগ করিয়াছে। বিবাদী ভোগ করিয়াছে কি করে নাই ইহা দেখিবার বিষয় নহে এবং বাদী বিবাদীর দ্বারা বেদখল বা অন্যায়ভাবে অযথা বিরক্ত না হইলে সে (বাদী) স্বাভাবিকভাবেই ঐ মুনাফা ভোগ করিতে পারিত এমন সবকিছুই অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা হিসাবে আদায় করা যায়। *[এআইআর ১৯৫০ পাট. ৪৯৭]*

এই ধরনের মুনাফা শুধু স্থাবর সম্পত্তির বেলাই প্রযোজ্য এবং যাহা স্থাবর সম্পত্তি নহে তাহার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা আদায় করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫০ মনিপুর ৯]*

অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা উহার অর্জনযোগ্য সকল প্রকার সুদকেও অন্তর্ভুক্ত করে *[এআইআর ১৯৩০ কল. ৫২৫]*। তবে এই সুদ আদায়ের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। ৩৪ ধারার আওতায় আদালত তাহার ইচ্ছা মোতাবেক যে কোন হারে ঐ সুদ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১২৩১]*

অস্থাবর সম্পত্তি ঃ অস্থাবর সম্পত্তির যে সংজ্ঞা এই বিধিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা শুধু এই বিধির জন্যই প্রণীত *[এআইআর ১৯১৫ নাগ. ৬৯]*। কর্তনযোগ্য ও অপসারণযোগ্য দণ্ডায়মান বৃক্ষ এবং বাড়ন্ত ফসল এই ধারার আওতায় অস্থাবর এবং সম্পত্তির আওতাভুক্ত করা হইয়াছে। *[এআইআর ১৯৫৭ অন্ধ্র প্রদেশ ৩৪৯]*

আদেশ ঃ আদেশ ডিক্রির সহিত সঙ্গতিপূর্ব *[৫৬ অল. ২৭ ডিবি]*। আদেশের মধ্যে তর্কের বিষয়গুলির এবং আদালত যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আদেশ প্রদান করিতেছেন তাহার আলোচনা থাকিতে হইবে *[এআইআর ১৯৫৫ ভুপাল ২২]*। ডিক্রিতে পক্ষদ্বয়ের অধিকারের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয় যাহা আদেশে করা হয় না। *[এআইআর ১৯৬৯ অন্ধ্র প্রদেশ ২১৬ ডিবি]*

সরকারী কর্মকর্তা ঃ মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে সরকারী কর্মকর্তা বলা যায় না। কারণ তাহারা জনগণের প্রতিনিধি এবং এইরূপ কমিটির প্রয়োগযোগ্য ইচ্ছাক্ষমতা সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে।

[পিএলডি ১৯৬০ লাহোর ৪৮৮]

সরকারী কর্মকর্তা ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির 'সরকারী কর্মকর্তা' ধারণাটি দণ্ডবিধির পাবলিক সার্ভেন্ট সমার্থক। তবে একজন লোক হইয়াও সরকারী কর্মকর্তা নাও হইতে পারে। যেমন পৌর কমিশনার কিংবা প্রকৌশলী *[এআইআর ১৯৪৭ পাট. ৩৮৫]*। একজন সরকারী কর্মকর্তাকে তাহার নির্ধারিত কাজের বাহিরে অন্য কোন কাজের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইলেও সরকারী কর্মকর্তার মর্যাদা নষ্ট হয় না *[এআইআর ১৯৪৯ নাগ. ৩৬৮]*। তবে তিনি অবসরপ্রাপ্তি বা অন্য কোন কারণে তাহার যোগ্যতা হারাইলে তিনি আর সরকারী কর্মকর্তা থাকিবেন না।

[এআইআর ১৯৪২ মাদ. ২৮৮]

কর্পোরেশনের শেয়ার ঃ এই উপধারায় বর্ণিত ডিবেঞ্চার শব্দটি দেওয়ানী কার্যবিধির কোথাও সংজ্ঞায়িত হয় না।

[৭ ক্রিউবিডি ১৬২]

স্বাক্ষরিত ঃ ২০ ধারায় 'স্বাক্ষরিত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষ আইনের আওতায় সম্প্রসারিত করা যাইবে না।

[এআইআর ১৯৫৭ কল. ৩৫৫]

ধারা

৩। আদালতের পর্যায়ক্রম ঃ

এই বিধি অনুযায়ী জেলা আদালত হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন এবং জেলা আদালতের নিম্ন পর্যায়ের সমস্ত দেওয়ানী আদালত ও সমস্ত স্বল্প-এখতিয়ার আদালত হাইকোর্ট বিভাগ ও জেলা আদালতের অধঃস্তন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বাংলাদেশ আদালতের পর্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। সকলের উপরে আছে, হাইকোর্ট বিভাগ এবং তাহার নিম্নে আছে, জেলা আদালত এবং তাহার নিম্নে আছে অন্যান্য দেওয়ানী আদালত, স্মল কজ আদালতও (স্বল্প এখতিয়ার আদালত) জেলা আদালতের নিম্নে।

প্রসঙ্গতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে, হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সমস্ত আদালতের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে।

হাইকোর্ট বিভাগ আইনের যে ব্যাখ্যা করে, সকল আদালত সেই ব্যাখ্যা মানিতে বাধ্য। অবশ্য হাইকোর্ট বিভাগ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ব্যাখ্যা মানিতে বাধ্য।

যেই সমস্ত দেওয়ানী আদালত যে এলাকার হাইকোর্টের অধীন সেই সমস্ত দেওয়ানী আদালত ঐ হাইকোর্টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য।

সাধারণভাবে সহকারী জজ আদালতই দেওয়ানী আদালতের সর্বনিম্ন পর্যায়। তাহার উপরে আছে সাব-জজ আদালত এবং তাহার উপরে জেলা আদালত। সহকারী জজের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে আপীল করা যায় এবং ঐ আপীল শুনানি হয় জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ বা সাব-জজের আদালতে। সাব-জজের রায়ের কিছু জেলা জজ আদালতে আপীলযোগ্য আর কিছু হাইকোর্টে আপীলযোগ্য।

উদ্দেশ্যে ঃ হাইকোর্টের প্রতি অনুগত আদালতগুলির সংখ্যায়ন করা ৩ ধারার উদ্দেশ্য নহে এবং এই বিধি খাতিরে আদালতগুলির আনুগত্যের ক্রমানুসারিতা বিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য *[এআইআর ১৯৪৬ কল. ৫০৮ (এফবি)]*। এই ধারাতে আদালতের আনুগত্যের ব্যাপারে আদালতগুলির শুধু সাধারণ আদিম দেওয়ানী এখতিয়ারকেই গণনা করিতে হইবে। কোন আদালতের বিশেষ এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আনুগত্যের গতানুগতিক ক্রমানুসারিতা প্রযোজ্য হইবে না। যেমন, জেলা আদালত সাধারণ এখতিয়ারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালত হিসাবে বিবেচিত *[এআইআর ১৯২৯ অল. ৫18]*। কিন্তু খাজনা মামলাতে উহা যখন আপীল আদালত হিসাবে কাজ করে তখন আর হাইকোর্টের অধঃস্তন থাকে না *[এআইআর ১৯২৯ অযোধ্যা ৩৮৯]*। ব্যাংকিং কোম্পানীজ (ঋণ আদায়) অধ্যাদেশের আওতায় বিশেষ জজের আদালত ও হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালত নহে *[পিএলডি ১৯৮১ এসসি ৩৫৯]*। কালেক্টর ও রাজস্ব অফিসার হিসাবে কোন আদালত নহে এবং হাইকোর্টের অধঃস্তন নহে।

[পিএলডি ১৯৬৪ করাচি ৬০২]

ধারা ৩ এবং ১৫ ঃ অধিগ্রহণ পদ্ধতি ক্ষমতা প্রয়োগের ভ্রান্ত পদ্ধতি ঃ এই অধ্যাদেশের ১৫ ধারায় বর্ণিত আবশ্যকীয় পক্ষের সহিত কোন প্রকার একরারনামা ব্যতীতই যাহার প্রয়োগ শুরু হয় এবং যাহা প্রকারান্তরে দেওয়ানী আদালতের একটি বৈধ ডিক্রিকে পাশ কাটানোর জন্য করা হয়। *[৪১ ডিএলআর ৩২৬]*

ধারা ৩ ঃ ডিক্রি জারির মামলা ঃ দেওয়ানী আদালতের ৪৭ ধারা রহিত করার প্রেক্ষিতে ডিক্রি জারির মামলা বাতিলকরণ দেওয়ানী আদালতের ৪৭ ধারা রহিত হওয়ার পরে আদালতের সাব্যস্ত দেনাদারের উত্তরাধিকারী কর্তৃক আনীত অভিযোগ গ্রাহ্য নহে। দেওয়ানী আদালতের ৪৭ ধারা রহিত করার প্রেক্ষিতে ডিক্রি জারির ব্যাপারে আদালতের উপর অর্পিত ডিক্রি জারি বিষয়ক সীমিত ক্ষমতা যাহা ডিক্রি জারি করার প্রশ্নে অব্যাহতি এবং ডিক্রির ফল প্রাপ্তির নিমিত্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা অতঃপর প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে সে ডিক্রিদার পক্ষ ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ডিক্রি কার্যকরীকরণে অযথা বিলম্ব বা অসুনির্দিষ্টকালের বিলম্বের হাত হইতে রক্ষা পায়।

তর্কিত আদেশ বাতিলযোগ্য হয় এবং ডিক্রি জারির প্রক্রিয়া যথারীতি চালু ও কার্যকরী করা হোক।
[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]

ধারা

৪। ব্যতিক্রম ঃ

(১) বিপরীত কোন সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই বিধি-বিধান বর্তমানে বলবত কোন বিশেষ আইন, অথবা বর্তমানে বলবত অপর কোন আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন বিশেষ এখতিয়ার বা ক্ষমতা, অথবা নির্ধারিত কোন বিশেষ ফরম বা পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ বা অন্য কোনভাবে প্রভাবিত করিবে না।

(২) বিশেষতঃ এবং (১) উপধারায় বর্ণিত সাধারণ নীতি ব্যাহত না করিয়া বর্তমানে বলবত কোন আইন অনুসারে চাষের জমির জন্য উক্ত জমির ফসল হইতে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোন জমিদারের কোন প্রতিকার থাকিলে এই আইনের কোন বিধান তাহা সীমাবদ্ধ বা অন্যভাবে প্রভাবিত করিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সাধারণভাবে সকল দেওয়ানী মামলা সকল দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধিতে বিধৃত পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় ; ইহাই নিয়ম। কিন্তু এই ধারায় বলা হইয়াছে, কোন বিশেষ আইনে কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে যেইক্ষেত্রে ঐ বিশেষ মামলায় সেই বিশেষ আইনে বর্ণিত বিশেষ পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে, সেইক্ষেত্রে এই কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে না। তবে ঐ সমস্ত বিশেষ আইনে যদি পূর্ণাঙ্গ কার্যবিধি দেওয়া না থাকে তাহা হইলে এই কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে। বিশেষ আইনের কার্যবিধির সহিত দেওয়ানী কার্যবিধির সংঘাত দেখা দিতে পারে ; সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে না।

দুই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয় নিঃশেষ। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন জমিদার নাই, তাই খাজনাও নাই।

দেওয়ানী কার্যবিধির অনেক নিয়ম অন্যান্য আইনে প্রযোজ্য হয়।

ধারা ৪ ও ৯ ঃ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেহেতু দর-কষাকষির এজেন্ট কর্তৃক শিল্প বিষয়ক বিবাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রম আদালতে মামলা উত্থাপিত হয় নাই, যাহার ফলে শ্রম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয় নাই, সেইহেতু দেওয়ানী আদালতের উপর এই মামলা পরিচালনা করার এখতিয়ারভুক্ত হইবে। কে পি এম শ্রমিক ইউনিয়ন বনাম রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন। *[৪২ ডিএলআর ৩২৯]*

বিশেষ আইনের বিধান, দেওয়ানী কার্যবিধি আইন দ্বারা খর্ব হইতে পারে না। বিশেষ আইন অন্যান্য আইনের উর্ধ্বে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী যেই সমস্ত মোকদ্দমা বিচার এখতিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারার্থে গ্রহণ নিষিদ্ধ আছে সেই সমস্ত মোকদ্দমা ব্যতীত যেকোন প্রকার দেওয়ানী প্রকৃতির সকল মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতসমূহের এখতিয়ারে থাকিবে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৪ ধারা বিধান দেয় যে, বিপক্ষে কোন বিশেষ বিধান না থাকিলে এই বিধির কোন কিছুই বর্তমানে প্রচলিত বিশেষ আইনকে সীমাবদ্ধ বা অন্যভাবে প্রভাবিত করিবে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাহা ব্যতীত বিশেষ এখতিয়ার অথবা প্রদত্ত ক্ষমতা অথবা কোন বিশেষ ধরনের আইন যা নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছিল সেই সমস্ত প্রচলিত ক্ষমতা দ্বারা এইগুলি সীমিত বা প্রভাবান্বিত করা হইবে না। *[জালাল উদ্দিন আহমেদ বনাম মতিয়ুর রহমান খান ; ৪১ ডিএলআর ৭৭]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী আনীত কোন মামলায় সাধারণ প্রতিকার পরোক্ষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে যখন কোন বিশেষ আইন এবং ইহাতে বিশেষ ফোরাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে বিশেষ ক্ষমতা তৈরি হয়।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৪ ও ৯ ধারা এক সঙ্গে পঠিতব্য ফলে নির্দেশিত হয় সে যখন একটি ক্ষমতা একটি বিশেষ আইন দ্বারা তৈরি হয় এবং এই অধিকার প্রয়োগ পদ্ধতি ও এই আইন দ্বারা নির্দেশিত হয় তখন দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় আনীত মামলায় সাধারণ প্রতিকার পরোক্ষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং বিশেষ আইনের যে, পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। *[জালাল উদ্দিন আহমেদ বনাম মতিয়ুর রহমান খান ; ৪১ ডিএলআর ৭৭]*

ধারা ৪ ও ৯ ঃ যখন কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অথবা বিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনালের উপর এইরূপ এখতিয়ার প্রদান করা হয় যে কর্তৃপক্ষ আবশ্যকীয় তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ; এইরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তথ্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন বা নাকচ করিতে পারেন। বিচারকারী আদালত বিরোধীয় ডিক্রিটি কাস্টম কালেক্টরের আদেশ এখতিয়ার বর্হিভূত গণ্য করিয়া বেআইনীভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছিল। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

পরিধি ঃ ৪ ধারা হইতে ইহাই অনুসৃত হয় যে, কোন বিশেষ বা আঞ্চলিক আইনের বর্তমানে দেওয়ানী আদালত ৯ ধারার আওতায় প্রার্থিত দাবিটি দেওয়ানী প্রকৃতির শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে কোন মামলা ইহার এখতিয়ারাধীন করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৩৭ অল. ৩৬৫]*

যখন এই আইনের কোন বিধান অন্য কোন বিশেষ বা আঞ্চলিক আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন এই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে ততটুকু ঐ বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে না। *[পিএলডি ১৯৬৬ এসসি ৯৮৪]*

যখন বিশেষ আইনের সহিত এই বিধির কোন সংঘাত বা বৈপরীত্য থাকিবে না তখন বিধির বিধানই অগ্রাধিকার পাইবে *[এআইআর ১৬৩২ অযোধ্যা ২১০]*। কোন বৈধ বিশেষ বা আঞ্চলিক আইন দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার খর্ব করিয়া কোন বিধান প্রণয়ন করিলে উহা এই বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। *[এআইআর ১৯৩৭ অল. ১২৯ (এফবি)]*

বিশেষ পদ্ধতি ঃ কোন আইন দ্বারা বিশেষ পদ্ধতি প্রণীত হইয়া থাকিলে আর ঐ বিশেষ বিষয়ে এই বিধির পদ্ধতি কার্যকরী হইবে না। এইরূপে কোন আইন যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বিবাদী করিবার বিধি প্রণয়ন করিয়া থাকে যদিও তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার চাওয়া হয় নাই, তথাপিও তাহাকে বিবাদী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, তাহাকে ১ আদেশের ৯ বিধিতে যেই বিধানই থাকুক না কেন। *[এআইআর ১৯৬৩ অল ৫৪৯ (এফবি)]*

ধারা

৫। রাজস্ব আদালতে অত্র আইনের প্রয়োগ ঃ

(১) রাজস্ব আদালতে প্রযোজ্য বিশেষ আইন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে নীরব থাকার ফলে এই আইনের ব্যবস্থাসমূহ রাজস্ব আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলে, সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে, উক্ত ব্যবস্থাসমূহের যেই সমস্ত অংশ এই আইন দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রযোজ্য করা হয় নাই, তাহা উক্ত আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংশোধনীসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপরোক্ত (১) উপধারায় উল্লিখিত "রাজস্ব আদালত" বলিতে সেই আদালত বুঝায়, কোন আইন অনুসারে যাহার কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির খাজনা রাজস্ব বা মুনাফা সম্পর্কে মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণের এখতিয়ার আছে ; কিন্তু এই আইন অনুসারে এই ধরনের দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা বা কার্যক্রম গ্রহণের মূল এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালত ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ রাজস্ব আদালতের কার্যক্রমে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলিয়া দিতে পারেন যে, রাজস্ব আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধি সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইবে না, কেবল যে যে বিষয়ে যে যে শর্তে নির্দেশিত হয় সেই সেই বিষয়ে সেই সেইভাবে প্রযুক্ত হইবে।

পরিধি ঃ রাজস্ব বা খাজনা আইন উহার কোন বিশেষ পদ্ধতিগত ব্যাপারে যদি কোন বিধান প্রণয়ন না করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যাপারে দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে *[এআইআর ১৯২৫ অল. ২৬৪ ডিবি]*। এই ধারার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, যাহাতে স্থানীয় আইনের আওতায় যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে খাজনা আদায় করা যায়। *[এআইআর ১৯৩০ অল. ৫৫৬ (ডিবি)]*

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক বিচার ঃ কোন খাজনা আদায়ের মামলাতে স্বত্বের প্রশ্ন জড়াইয়া পড়িবার দরুন যদি মামলাটি কোন দেওয়ানী আদালতে স্থানান্তর করা হয় তাহা হইলে উক্ত মামলাটি দেওয়ানী কার্যবিধি প্রণীত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, রাজস্ব আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ আইন দিয়া নহে। *[এআইআর ১৯৩৯ পাট ৩৯৯]*

রাজস্ব আদালত ঃ বিশেষ নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতিতে এই বিধির পদ্ধতিসমূহ রাজস্ব আদালতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে *[৯ ইন্ডিয়া (এপিপি) ১৭৪ (পিসি)]*। রাজস্ব আদালত স্থানীয় আইনের আওতায় গঠিত হইয়াছে, শুধুমাত্র খাজনা কিংবা রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য, অতএব ইহা দেওয়ানী প্রকৃতির আদালত নহে এই ধারণা একেবারেই অবান্তর। রাজস্ব আদালত কর্তৃক বিচারকৃত বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে দেওয়ানী প্রকৃতির,

ইহা দেওয়ানী অধিকার সংশ্লিষ্ট। অতএব এই ধরনের আদালতও দেওয়ানী আদালত এবং ফলে দেওয়ানী কার্যবিধির পদ্ধতি অবশ্যই রাজস্ব আদালতে অনুসরণযোগ্য। *[আইএলআর (১৯৪৪) ৫৯৫ (ডিবি)]*

ধারা ৫ ঃ ইহা সঠিক নহে যে, কোন আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকারী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সময়, আদেশ প্রদানের দিন হইতে কেবল গণনা করিতে হইবে এবং ব্যক্তিবিশেষ যখন আদেশটি জানিতে পারে তখন হইতে গণনা করা চলিবে না।

যখন কোন পক্ষ আদালতের বা আদালতের কোন কর্মকর্তার ভুল-ক্রটির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন এই আদালত ঐ ক্রটি সংশোধনের শুধু অধিকার আছে তাহা নহে স্বীয় ক্রটি বা ভুল সংশোধন করা আদালতের আবশ্যকীয় কর্তব্যও বটে।

কোন মামলায় পক্ষদের আইনজীবিগণ মামলার রেকর্ড প্রত্যাবর্তন বা তারিখ ধার্য করার কথা অবগত না করায় সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন জরুরী হয় না যখন আদালত তাহার নিজের কর্মচারীর ভুলক্রটি সংশোধন করিয়া মামলাটির ক্ষতিপূরণ করিতেছে। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]*

ধারা

৬। আর্থিক এখতিয়ার ঃ

অন্যত্র বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানসমূহ ব্যতীত এই আইনের বিধান কোন আদালতকে তাহার সাধারণ এখতিয়ারের আর্থিক সীমারেখার (যদি থাকে) অধিক মূল্যসম্পন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মামলার বিচার করার এখতিয়ার প্রদান করিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় আদালতের আর্থিক অধিক্ষেত্রের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যেই আদালতের বিচারের ক্ষমতা দশ হাজার টাকার সম্পত্তি পর্যন্ত, সেই আদালত দশ হাজার দশ টাকার মামলা বিচার করিতে পারেন না। বাংলাদেশে সহকারী জজের এবং সাব-জজের আর্থিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করা আছে। তাঁহারা সেই সেই সীমার মধ্যেই বিচার করিতে পারেন।

স্যুট ভ্যালুয়েশন অ্যাক্টের ৭ ধারায় মামলার মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আইনের আট ধারায় বলা হইয়াছে, কোর্ট-ফি-মূল্য এবং এখতিয়ারমূল্য কতিপয় মামলায় একই হইবে।

কতিপয় মামলায় মামলার আর্থিক মূল্য বাদী নির্ধারণ করিবার অধিকার রাখে। দবির এবং সাবেত পাঁচ বৎসর ধরিয়া একত্রে পাটের ব্যবসা করিতেছে। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়া যাওয়ায় দবির সাবেতের বিরুদ্ধে হিসাব-নিকাশের মামলা করিল। এই মামলায় দবির সাবেতের নিকট হইতে কত টাকা পাইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া যায় না। এই মামলায় দবির এখতিয়ারের প্রশ্নে নিজেই মামলার মূল্যায়ন করিতে পারে। দবির তাহার মামলায় দাবি করিল যে, সে সম্ভবতঃ সাবেতের নিকট চার হাজার টাকা পাইবে। হিসাব-নিকাশে দেখা গেল যে, দবির সাবেতের নিকট দশ হাজার টাকা পাইবার হকদার। এইক্ষেত্রে মুন্সেফের সাধারণ এখতিয়ার ছয় হাজার টাকা হইলেও তিনি দশ হাজার টাকার ডিক্রি দিতে পারেন।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। দবির সাবেতের বিরুদ্ধে এই মর্মে নালিশ করিল যে, সাবেত তাহার একখানি জমি অন্যায়ভাবে দখল করিতেছে। দবির দখল উদ্ধারের জন্য এবং যে কয় বৎসর সাবেত তাহার জমি অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়াছে সেই কয় বৎসরের উৎপন্ন ফসলের মূল্য উদ্ধারের জন্য ডিক্রি প্রার্থনা করিল। মুন্সেফ দবিরকে তাহার প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করিলেন ; অধিকন্তু দখল প্রত্যর্পিত না হওয়া পর্যন্ত সাবেত যে ফসল গ্রহণ করিবে তাহার মূল্য দবিরকে দেওয়ার জন্য আদেশ দিবেন। আদেশের এই অংশের মূল্য যদি তাহার আর্থিক এখতিয়ার ছাড়াইয়া যায় তবুও তাহার আদেশ অবৈধ হইবে না।

কেন অবৈধ হইবে না তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন। মামলার কারণ অর্থাৎ কজ অব এ্যাকশন পাওনা এবং দাবি হইতে উদ্ভূত হয়। এই উদাহরণের মামলার কারণ কি ? সাবেত দবিরের জমি অন্যায়ভাবে ভোগ করিতেছে, ইহা একটি কারণ ; দবির মামলায় ঐ জমির দখল দাবি করিতে পারে। সাবেত যতদিন অন্যায়ভাবে দবিরের জমি ভোগ করিয়াছে, ততদিনের উৎপন্ন ফসলের উপর সাবেতের কোন অধিকার নাই, ইহা মামলার দ্বিতীয় কারণ। দবির এই সময়কার ফসলের মূল্য দাবি করিতে পারে। মামলা চলাকালীন বা উহার পরে ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসল মামলার কারণ নহে। সেই কারণে ঐ সময়ের ফসলের মূল্য দ্বারা মুন্সেফের আর্থিক এখতিয়ার নির্ণীত হয় না।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ ৬ ধারা শুধু মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাহা মামলা বা মামলার ধারাবাহিকতা নহে সেখানে এই ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করিবে না *[এআইআর ১৯২৬ কল. ৮৫৩ ডিবি]*। মামলার কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ইহা প্রয়োগ করিবে *[১৯৪০ নাগ. এলজে ২৪৪]*। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৬ ধারার আওতায় দেওয়ানী আদালতে কোন রেফারেন্স পাঠানো হইলে উহাকে মামলা বা মামলার কার্যক্রম বলা যায় না। *[এআইআর ১৯৫৮ পাট. ৩০৮]*

এখতিয়ার নির্ণায়ন ঃ এখতিয়ার নির্ণায়নে মামলার মূল্য নির্ধারণের জন্য আরজিতে স্থিরকৃত মূল্যকে ধরিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৫৯ করাচি ৭০৪]*। ইস্যুকে নহে কিংবা বিবাদীর আবেদনকেও নহে *[এআইআর ১৯৪৬ অল. ৩৭৯]*। আদালত তাহার আর্থিক ক্ষমতাবহির্ভূত কোন ডিক্রি প্রদান করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং মামলাটির নূতন বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৮১ লাহোর ৭৫৯]*

আর্থিক ক্ষমতার বাহিরে আদালতের ডিক্রি প্রদান ঃ যখন অনেকগুলো মামলা একটি শুনানির জন্য একত্রিত করা হয়, তখন আদালত শুধুমাত্র এই কারণে উহার শুনানি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হারাইবেন না যে, মামলাগুলি একত্রিতকরণের ফলে তাহার আর্থিক এখতিয়ার অতিক্রম করিয়াছে *[১৯৬১ রাজ. ১১৭৩]*। বিচারকারী আদালত তাহার আর্থিক এখতিয়ারের বাহিরেও কোন বড় অংশের টাকার জন্য ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন। কারণ একটি মামলা দায়ের করিবার পর অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা কিংবা যে সময়ের জন্য মামলাটি বিচারাধীন অবস্থায় ছিল তাহার জন্য অবশ্যই বাড়তি টাকার ডিক্রি প্রদান করিবার অধিকার আদালতের রহিয়াছে *[জে. পিএলডি ১৯৬৫ করাচি ৩৫৯]*। কিন্তু অগ্রক্রয়ের মামলাতে আদালত এইরূপ ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন না। *[পিএলডি ১৯৫৬ লাহোর ২১৪]*

উল্লেখ্য যে, ক্ষতিপূরণের মামলাতেও আদালত তাহার আর্থিক এখতিয়ার বহির্ভূত কোন ডিক্রি দিতে পারে না। কেননা, ক্ষতি সাধারণতঃ মামলা শুরু করিবার পূর্বে ঘটে এবং এখানে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার মত কোন মুনাফা দাবি করা যায় না। *[এআইআর ১৯২৬ কল ৫৯৬ ডিবি]*

ধারা

৭। স্বল্প এখতিয়ার আদালত ঃ

১৮৮৭ সালের স্বল্প এখতিয়ার আদালত আইন অনুসারে গঠিত, অথবা উক্ত আইন অনুসারে স্বল্প-এখতিয়ার আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগকারী অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না ; যথা ঃ

(ক) এই আইনের যেই সমস্ত অংশ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত—

১। স্বল্প এখতিয়ার আদালতের এখতিয়ার হইতে যেই সমস্ত মামলা বাদ দেওয়া হইয়াছে ;

২। এইরূপ মামলার ডিক্রি জারি।

(খ) নিম্নলিখিত ধারাসমূহ ; যথা ঃ

৯ ধারা ; ৯১ ও ৯২ ধারা ; ৯৪ ও ৯৫ ধারা (নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত হইলে) —

১। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ ;

২। ইনজাংশন ;

৩। স্থাবর সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ ; অথবা

৪। ৯৪ ধারার (ঙ) শাখা ধারায় বর্ণিত আদেশ, এবং

৯৬ হইতে ১১২ ধারা পর্যন্ত ও ১১৫ ধারা।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যদি স্মল কজ কোর্ট বা স্বল্প এখতিয়ার আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রযোজ্য হয় তবে যেই সমস্ত ধারা বা নিয়ম ঐ আদালতে প্রযোজ্য হয় না তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ এই ধারা শুধুমাত্র স্বল্প এখতিয়ার আদালত কিংবা অন্য কোন দেওয়ানী আদালত যখন স্বল্প এখতিয়ার আদালত হিসাবে কাজ করে তখনই প্রযোজ্য হইবে। *[এআইআর ১৯৫৩ ট্রাভ. কোং ৪১ সিডিবি]*

স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারি ঃ স্বল্প এখতিয়ার আদালত এইরূপ আদালত হিসাবে কাজ করিবার সময় উহার ডিক্রি জারির কার্যক্রম হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে না। কিন্তু একটি মামলা সাধারণ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে দায়ের করিবার পর উহা স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে স্থানান্তরিত হইলে মামলাটি আদিম মামলা *(Original suit)* হিসাবেই থাকিয়া যায় এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত রায় প্রদান করিবার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক পরোয়ানা জারি করিতে পারেন *[১৯৫২ অযোধ্যা এলটি ৫৫৮]*। তবে সাধারণভাবে ইহা করা যায় না। অস্থাবর সম্পত্তি বিচারের পূর্বে যেকোন সময় সচরাচর ক্রোক করা যায়।

ধারা

৮। প্রেসিডেন্সী স্মল জজ কোর্ট ঃ (বাতিল করা হইয়াছে।)

প্রথম খণ্ড

মামলা সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মাবলী

আদালতের এখতিয়ার ও পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত (Res Judicata)

ধারা

৯। নিষেধ না থাকিলে আদালত সকল প্রকার দেওয়ানী মামলার বিচার করিবেন ঃ

এই বিধিতে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ না হইলে সকল প্রকার দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার করার এখতিয়ার আদালতের থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে মামলায় সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহা দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা ; এই অধিকার ধর্মীয় কার্য বা উৎসব সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেও তাহার ফলে দেওয়ানী প্রকৃতি নষ্ট হয় না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেওয়ানী মামলার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবে, ইহাই এই ধারার বিধি। অবশ্য যে শ্রেণীর দেওয়ানী মামলা দেওয়ানী আদালতে বিচার্য নহে বলিয়া আইন ঘোষণা করিয়াছে সেই সমস্ত মামলার বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবে না।

দেওয়ানী মামলা ঃ সকল প্রকার স্বত্বের মামলাকে দেওয়ানী মামলা বলা হয়। সম্পত্তির স্বত্বের মামলা নিঃসন্দেহে দেওয়ানী মামলা। সম্পত্তি বলিতে সকল প্রকার সম্পত্তি বুঝায়। স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি, এমনকি বিদেহী সম্পত্তি ; যেমন, কপিরাইট, ট্রেড মার্ক প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পত্তির স্বত্ব লইয়া দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মামলা করা যায়। কোন পদের অধিকার লইয়াও স্বত্বের মামলা হইতে পারে। পূজা বা প্রার্থনার অধিকার সম্পর্কে দেওয়ানী মামলা করা যায়। মসজিদে নামায পড়িবার অধিকার লইয়াও মামলা করা যায়। রাস্তা দিয়া ধর্মীয় মিছিল পরিচালনা করিবার অধিকার লইয়া দেওয়ানী আদালতে মামলা করা যায়। কবর দিবার বা লাশ পোড়াইবার অধিকার লইয়া দেওয়ানী মামলা চলে। ভোট দিবার অধিকারকে দেওয়ানী অধিকার বলা যায় এবং সেই কারণে ইহা লইয়া দেওয়ানী মামলা চলে। বিবাহবিচ্ছেদ বা দাম্পত্য স্বত্ব উদ্ধার লইয়া দেওয়ানী মামলা করা যায়। পদের অধিকার লইয়াও দেওয়ানী মামলা করা যায়।

দেওয়ানী মামলা নহে ঃ যেই সমস্ত বিষয় লইয়া রাজস্ব আদালতে মামলা চলে সেই সমস্ত বিষয়ে দেওয়ানী মামলা চলে না। রাজস্ব আদালতের রায়ের উপর দেওয়ানী আদালত মন্তব্য করিবার অধিকার রাখে না।

ফৌজদারী আদালতে যেই সমস্ত বিষয় লইয়া মামলা হয় সেই সমস্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে মামলা চলে না। তবে এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিয়া নেওয়া দরকার। ফৌজদারী আদালতের কোন অধিকার নাই সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কে বিচার করিবার ; সেই অধিকার কেবলমাত্র দেওয়ানী আদালতের। আমাদের দেশে ধানকাটা লইয়া প্রচুর ফৌজদারী মামলা হয়। ফরিয়াদী অভিযোগ করেন যে, তিনি নালিশী ভূমিতে ধান লাগাইয়াছিলেন এবং আসামী ঐ ধান চুরি করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। আসামী আসিয়া নিবেদন করেন যে, নালিশী জমিখানি তাহার, তিনি ধান লাগাইয়াছিলেন এবং কাটিয়া লইয়াছেন। এই ফৌজদারী মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট শুধু ধান কে লাগাইয়াছিলেন এতটুকু দেখিবেন, তিনি স্বত্বের প্রশ্নের দিকে তাকাইবেন না। স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইলে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইবে।

এমন অনেক বিশেষ আইন আছে যাহাতে বলা হইয়াছে, ঐ আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আদালতে কোন মামলা চলিবে না ; ঐ সমস্ত বিষয়ে দেওয়ানী মামলা চলে না।

ধারা ৯ ঃ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে যেই সমস্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে বারণ করা হইয়াছে সেই সমস্ত মোকদ্দমা ব্যতীত সকল শ্রেণীর মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতের রয়েছে যাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। *[মুতওয়ালী বনাম মোঃ মাহবুবে আলম এবং অন্যান্য ; ১৪ বিএলটি (এডি) ২১৬]*

ধারা ৯ ঃ মধ্যস্থতাকারী চুক্তির পক্ষগণ চুক্তির মাধ্যমে তাহাদের বিরোধ মধ্যস্থতাকারীকে প্রদান করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারেন অথবা চুক্তির দায়িত্ব পালন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। মধ্যস্থতাকারী চুক্তির সীমরেখা ছাড়াইয়া যাইতে পারে। সুতরাং সালিশ চুক্তি বলবত থাকার কারণে দেওয়ানী মোকদ্দমা কখনও স্বাভাবিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। *[সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং বনাম মাহকুটা টেকনোলজি এসডিএন ; ৫৭ ডিএলআর (হাঃ বিঃ ৭৩৪]*

দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা ঃ অন্য কোথাও কোনভাবে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বারিত না হইয়া থাকিলে ৯ ধারার আওতায় আদালত সর্বদাই দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার করিবে *[পিএলডি ১৯৬৬ (ডব্লিউপি) বিজে ৮৯ ; ১৭ ডিএলআর (এসসি) ৫১৫]*। একটি মামলা দেওয়ানী জাতের কিনা উহা মামলার বিষয়বস্তুই নির্ধারণ করিয়া দিবে, পক্ষদের বলিতে হইবে না। *[এআইআর ১৯৩৯ অল. ৩৯৪ (ডিবি)]*

সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাও দেওয়ানী প্রকৃতির হইতে পারে *[এআইআর ১৯৪০ লাহোর ৪৫১]*। সেনানিবাস এলাকায় সরকার কর্তৃক কর আদায় চ্যালেঞ্জ করিয়া কোন মামলা দেওয়ানী জাতের হইতে পারে *[পিএলডি ১৯৭৭ লাহোর ৪৯৫]*। একজন সিভিল সার্জেন্টের কাজ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা চাহিয়া মামলা করিবে তাহাও দেওয়ানী জাতের হইতে পারে, যদিও মামলার বিষয়বস্তু অফিসের অধিকারকে *(Right to office)* চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত হয়। *[পিএলডি ১৯৫৫ সিন্ধু ২০০]*

সাধারণভাবে আদালতের এখতিয়ার ঃ এই ধারা আদালতের শুধু এখতিয়ার নির্ধারণ করিয়াছে, কাজের ক্ষমতা প্রদান করে নাই। একটি মামলা কেবল দেওয়ানী প্রকৃতির প্রমাণিত হইবার পরই উহা দেওয়ানী আদালত বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে। *[এআইআর ১৯৫৫ পাঞ্জাব ১৬৬]*

এখতিয়ারবিহীন আদেশ প্রদান ঃ কোন আদালতের এখতিয়ারহীন আদেশ যেকোন দেওয়ানী আদালত প্রশ্ন ও বাতিল করিতে পারে *[পিএলডি ১৯৪০ (ডব্লিউপি) করাচি ৬৪২]*। এইরূপ আদেশের প্রতিবন্ধ *(estoppel)* কিংবা অন্য কোনভাবে কোনরূপ বিন্দুমাত্র কার্যকারিতা নাই। *[পিএলডি ১৯৫২ লাহোর ৩]*

পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ ঃ 'পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ' অর্থ হইতেছে, আইনের সাধারণ নীতি, ন্যায়পরতা অথবা জনস্বার্থে নিষিদ্ধ অর্থ এই সমস্ত কারণে একটি মামলা এই ধারায় নিষিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, সাক্ষীর সম্মানহানিমূলক উক্তির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা। *[১৭ ডব্লিউআর ২৮৩ পিসি]*

গ্রহণযোগ্য মামলা ঃ আদালতকে এই ধারার আওতায় কোন মামলা গ্রহণ করিতে হইলে তাহা অবশ্যই দেওয়ানী জাতের হইতে হইবে। এই দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ঃ *[অল ১৯৪৫ এম ২৩৪]*

১। মন্দিরে গিয়া প্রতিমা পূজার অধিকার।

২। কোন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রার্থনা করা *[৭ বি ৩২৩]*ইত্যাদি।

প্রার্থনার অধিকার একটি দেওয়ানী অধিকার এবং উহাতে বাধাদান দেওয়ানী প্রকৃতির বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু ব্যক্তি অধিকার খর্ব না করিয়া শুধু কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা দেওয়ানী বিবাদের সূত্রপাত না করিতে পারে। *[এ ১৯৩৯ এম ৭৫৭]*

প্রার্থনার অধিকার বিচার করিতে গিয়া ধর্মীয় আচার বিধির বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে কিন্তু কোন মামলার প্রধান আলোচ্য বিষয় যদি দেওয়ানী অধিকার সংক্রান্ত না হইয়া শুধু ঐ আচারবিধি সংক্রান্ত হয় তাহা হইলেও আদালত ঐ মামলা এই ধারার আওতায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। *[অল ১৯৩৯ এম ১০২]*

সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত মামলা ঃ সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া কোন মোকদ্দমা করিতে চাহিলে তাহা অবশ্যই দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা হইবে *[পিএলডি ১৯৭৮ লাহোর ৮৬৭]*। সম্পত্তি বলিতে মালিকানাযোগ্য সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর, স্পর্শযোগ্য বা অস্পর্শযোগ্য সকল রকমের সম্পত্তিকে বুঝায়। যেমন, কপি রাইট, ট্রেডমার্ক, ভোটাধিকার ইত্যাদি সবরকম জিনিসকে বুঝায়। *(Holland's Jurisprudence, 3rd Ed. pp. 168)* টাকাও এই অর্থে সম্পত্তি। *[৪৬ আইসি ৩৪২]*

বাদীর যখন সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বার্থ থাকে না কিন্তু উহাতে তাহার কোন কর্তব্য পালনের অনুমতি চাহিয়া আবেদন করে (যেমন, মন্দিরের অছি) তখন আদালত এইরূপ মামলা এই ধারার অধীনে গ্রহণ করিতে পারে না। *[১৯ অল ৪২৮]*

দাহকার্য ঃ দাফন বা দাহকার্য অনুষ্ঠানে নামায বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করা একটি অধিকার এবং এইরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ৯ ধারার আওতায় মামলা করা যাইবে। *[২৬ বোম্বে ১৯৮ ডিবি]*

কোন বিশেষ স্থানে, যেখানে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার অধিকার আছে, ইহা করিতে দেওয়া না হইলে ঐ এলাকার সমস্ত মানুষের ঐরূপ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলা করিবার অধিকার আছে। *[এআইআর ১৯৬৪ অল ৪৩৭]*

ডাইরেকটর বা চেয়ারম্যান ঃ আইনসঙ্গতভাবে নির্বাচিত কোন কোম্পানির একজন চেয়ারম্যান বা ডাইরেক্টরকে তাহার ঐরূপ মর্যাদায় কাজ করিতে দেওয়া না হইলে অন্যান্য ডাইরেক্টরদের বিরুদ্ধে তিনি নিষেধাজ্ঞার মামলা করিতে পারেন এবং ইহা একটি দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা হইবে। *[এআইআর ১৯২৪ কল ৯৮২]*

বিবাহ ঃ কোন মুসলিম বা হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আদালত এই ধারার আওতায় বিচার করিতে পারিবেন *[এআইআর ১৯৩৯ কল ৪৩০ ডিবি]*। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলাও এই ধারাতে গ্রহণযোগ্য। *[১৩ অল ১২৬ ডিবি]*

সংঘের সদস্য ঃ অন্যায়ভাবে কোন সংঘের সদস্যকে বহিষ্কৃত করা হইয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা করা যাইবে। *[এআইআর ১৯৩৯ বোম্বে ৩৫]*

তদারক মামলা ঃ আদালতকে কোন তদারকের মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা এই ধারায়ই দেওয়া হইয়াছে, ২০ আদেশের ১৩ বিধি দ্বারা নহে। *[এআইআর ১৯৫০ লাহোর ১২]*

প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা ঃ কোন প্রতিনিধি যদি এই মর্মে ঘোষণা চাহিয়া মামলা দায়ের করে যে, বাদীদের সড়কপথে মসজিদের পাশ হইয়া সঙ্গীতপূর্ণ মিছিল লইয়া যাইবার অধিকার আছে তাহা হইলে সেই মামলাও এই ধারার আওতায় গ্রহণযোগ্য। *[এআইআর ১৯৬৪ উড়িষ্যা ১৮]*

অফিসের অধিকারের মামলা ঃ কোন ধর্মীয় অফিসের বেদখলকারীর বিরুদ্ধে তাহাকে উৎখাতের ঘোষণা চাহিয়া মামলা করিলে উহাও দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা হইবে যদিও অফিস দেখাশুনার জন্য কোন বেতন ভাতা বরাদ্দ নাই। *[এআইআর ১৯২৭ কল. ৭৮৩]*

ধর্মীয় অফিস দেখাশুনার জন্য ফি ঃ কোন অফিসের দেখাশুনার জন্য কাহারো কোন বেতন-ভাতা দেওয়ানী মামলা দ্বারা আদায়যোগ্য, যদি না তিনি তাহার নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারিত লোকের জন্য যথারীতি সম্পাদন করেন। *[৬ মাদ. এইচসিআর ৪৪৯ ডিবি]*

কোন অফিস কোন বেদখলকারী অন্যায়ভাবে দখল করিয়া রাখিবার ফলে প্রকৃত ব্যক্তি যদি তাহার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাহার উপর অর্পিত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন তবুও তিনি তাহার বেতন উঠাইতে পারিবেন। *[এআইআর ১৯২৮ নাগ. ১৫০]*

গোপনীয়তার অধিকার ঃ সাধারণভাবে গোপনীয়তার অধিকার আইন স্বীকার করে না। অতএব ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া কোন মামলা আদালত ৯ ধারার আওতায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। *[সিডব্লিউএন ১৪৭ ডিবি]*

জাত বা গোত্র বিষয়ক প্রশ্ন ঃ গোত্র *(Caste)* বলিতে মূলতঃ ঐ সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাহারা এমন কতকগুলি রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত যাহা তাহাদেরকে অন্য গোত্র হইতে আলাদা করে *[৩৩ মাদ. ৩৪২ ডিবি]*। আদালত গোত্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সুবিধা কাহারো পক্ষে বাস্তবায়ন করিবার আদেশ দিয়া ডিক্রি প্রদান করিতে পারে না। কারণ এই ধরনের সুবিধা গোত্রের নিয়ম-কানুন কর্তৃক প্রদত্ত যেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করিবে না *[৩৪ বি ৪৬৭]*। কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে কাহাকে আমন্ত্রিত করা হউক, এইরূপ আদেশ আদালত দিতে পারেন না *[৭ মাদ. ৯১ ডিবি]*। কারণ ইহা সম্পূর্ণরূপেই গোত্র বা জাতির রীতিগত ব্যাপার।

অতএব এই জাতি বা গোত্রগত কোন বিষয় সংক্রান্ত মামলা এই ধারার আওতায় আসিবে না যদি ঐ বিষয়টি মামলার মূল বিচার্য বিষয় হয়।

গোত্রের সম্পত্তি ঃ গোত্রের সম্পত্তি উহার প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে ব্যবহার করিতে চাওয়া একটি দেওয়ানী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করা যাইবে। *[এআইআর ১৯২৯ রেং ৭৭ ডিবি]*

গাত্রের অধিকাংশ সদস্য তাহাদের কোন সম্পত্তি ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া কোন নিয়ম প্রণয়ন করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠরাও ঐ নিয়ম ব্যতীত অন্য কোনভাবে গোত্রের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না। *[১৯ বোম্বে ৫০৭]*

গোত্রের সামগ্রিক মালিকানাভুক্ত কোন সম্পত্তির বন্টন চাহিয়া গোত্রের মাত্র একটি অংশ অপর অংশ হইতে তাহাদের সম্পত্তি ভাগ করিতে চাহিলে তাহা এই ধারার আওতায় দেওয়ানী আদালত মানিয়া লইবে না। *[৫ বোম্বে ৮৩ ডিবি]*

প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ মামলা ঃ দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার একমাত্র অন্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোন নিয়মের মাধ্যমেই কর্তিত বা খর্বিত হইতে পারে *[পিএলডি ১৯ লাহোর ৮৬৭]*। তবে এই কর্তন বা খর্ব অবশ্যই আইনের সাধারণ নীতি কিংবা জনস্বার্থ দ্বারা হইতে হইবে *[এআইআর ১৯৬৪ পাঞ্জাব ৪৬২]*। তাহা ছাড়া যেই আইন উক্ত এখতিয়ার বাতিল করিয়া বিধান প্রণয়ন করিবে তাহা অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হইতে হইবে। *[১২ ডিএলআর ২৬৬]*

কর নিরূপণে বাতিল আদেশ ঃ এখতিয়ার ব্যতীত কোন কর নিরূপণ করিয়া কোন আদেশ প্রদান করিলে ঐরূপ আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ৯ ধারার আওতায় এই সংক্রান্ত কোন মামলা বাতিল হইবে না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর (এফসি) ২৬]*

সংঘ সদস্যের অধিকার ঃ সংঘ হইতে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাদ দেওয়া হইলে তিনি এই ধারা এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা মোতাবেক প্রতিকার চাহিয়া মামলা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত হইতেছে, সদস্যের অবশ্যই সংঘ বা ক্লাবের সম্পত্তিতে অধিকার থাকিতে হইবে। *[৮ পিএলআর (ঢাকা) ১৬৭]*

ঋণ সালিশী বোর্ডের রোয়েদাদনামা ঃ মিথ্যার প্রশ্রয় লইয়া বঙ্গীয় কৃষি দেনাদার আইনের *(Bengal Agriculture Debtors Act)* ৩৭-ক ধারা মোতাবেক কোন দরখাস্ত ঋণ সালিশী বোর্ডের অধিক্ষেত্রে আনা হইলে বিক্ষুব্ধ পক্ষ ৯ ধারার আওতায় এই মর্মে মামলা করিবার সুযোগ পাইবে যে, বোর্ডের প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল ও এখতিয়ারবিহীন। *[(১৯৫৫) ৭ ডিএলআর ৪৯]*

দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা উচ্ছেদকরণ ঃ দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা উচ্ছেদ করা হইলেও উহা সাথে সাথেই ধরিয়া নেওয়া যাইবে না। যখন আদালতের কোন মামলা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখন এইরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার দায়িত্ব আদালতেরই। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ৬৫৫]*

দেওয়ানী আদালতের যেকোন ধরনের দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করার এখতিয়ার রহিয়াছে, যদি না আইনের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান দ্বারা নির্দিষ্টভাবে উহা নিষিদ্ধ না থাকে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী যেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচার এখতিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারার্থে গ্রহণ নিষিদ্ধ আছে সেই মোকদ্দমা ব্যতীত যেকোন দেওয়ানী প্রকৃতির সমস্ত মোকদ্দমা বিচার করার এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতসমূহের থাকিবে।

৯ ধারার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, যদি কোন মোকদ্দমায় সম্পত্তি বা পদের অধিকার সংক্রান্ত আপত্তি আনা হয় তাহা হইলে উহা দেওয়ানী মামলা বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদিও এইরূপ অধিকার সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রশ্নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর নির্ভর করে। এইরূপে ইহা স্পষ্ট যে সাধারণভাবে বলিতে গেলে একটি দেওয়ানী আদালত সকল ধরনের মামলা পরিচালনা করিতে পারে যদি সেইগুলি দেওয়ানী অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত হয়। সকল প্রকার দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের থাকিবে যদি না কোনভাবে আইনের কোন বিশেষ বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষণা না করা হইয়া থাকে।

ই. পি. ওয়াকফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনভাবেই দেখানো যাইবে না যে দেওয়ানী প্রকৃতির একটি মামলা সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত দেওয়ানী আদালতে পরিচালনা করা যাইবে না। এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হইয়াছে, মুন্সেফ আদালতে দাখিলকৃত বর্তমান মামলাটি ই. পি. ওয়ার্কস অধ্যাদেশ (১৯৬২-এর ১ ধারা) অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং মুতাওয়াল্লিদের নিয়োগ ও বরখাস্ত সংক্রান্ত তাহার কিছু শর্তসাপেক্ষে পরিচালনার যোগ্য কিনা?

সিদ্ধান্ত ঃ মুন্সেফ আদালতে দাখিলকৃত মুতাওয়াল্লি বরখাস্ত সংক্রান্ত বর্তমান মামলাটি দেওয়ানী আদালতে পরিচালনা যোগ্য এবং দেওয়ানী আইনের ৯২ ধারা ইহার বাধাপ্রাপ্ত নহে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এসি) ১৩৪]*

একটি আদালত যেই সমস্ত মামলা পরিচালনায় বাধাপ্রাপ্ত ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী যেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচার এখতিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারার্থে গ্রহণ নিষিদ্ধ আছে সেই সমস্ত মোকদ্দমা ব্যতীত দেওয়ানী প্রকৃতির সকল মোকদ্দমা বিচার করিবার এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতসমূহের থাকিবে।

[৩৯ ডিএলআর (এডি) ১]

এখতিয়ার বহির্ভূতকরণ সহজে /স্বল্প সময়ে সিদ্ধান্ত যোগ্য নহে। *[৪০ ডিএলআর ৪৫৯]*

মামলাভুক্ত অট্টালিকাটি অধ্যাদেশের ৫(১) ক, খ ধারা লংঘন করিয়া সরকারী গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল বিধায় মামলাটি আদালতের বিচারকার্যের আওতায় পড়ে। অট্টালিকাটি সরকারী গেজেটে অন্তর্ভুক্তির কারণে মামলা গ্রহণযোগ্য নহে মনে করা আদালতের নিছক ভুল। *[৪২ ডিএলআর ৪৩০]*

কোন মামলা আদালতের বিচারকার্যে এখতিয়ার বহির্ভূত করা ঃ আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত করা সহজে সিদ্ধান্ত যোগ্য নহে।

বিষয়টি যদি আদালত বহির্ভূত বলিয়া প্রকাশও থাকে। কিন্তু এখতিয়ার বহির্ভূত অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা বিধিবহির্ভূতভাবে আদেশ দেওয়া থাকিলেও মামলা আদালতের এখতিয়ারে থাকিবে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

মামলাটি এককভাবে স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের *(SCC)* এখতিয়ারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি ভুলক্রমে স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত *(small causes court)* বহির্ভূত অন্য কোন আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হয় তথাপি মামলাটি আইনগতভাবে দুর্বল হইবে না এবং এই মামলা পরিচালনাটি অকার্যকর করা যাইবে না, স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ২৩ ধারা এই বক্তব্যটি বাতিল করে যে, এই আইনের ১৬ ধারা পুরোপুরিভাবে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় অর্পিত স্বল্প বিষয় সম্পর্কীয় মামলা পরিচালনায় আদালতের এখতিয়ারকে বঞ্চিত করে।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি ঃ সেটলমেন্ট কোর্ট *(Court of settlement)*-এর বিঘ্নিত করার যোগ্যতা আছে কি না?

ডিক্রি সরকারের উপর বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্রিটি কোন উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়। মামলার কোন পক্ষ ইহা বলিতে পারে না যে, একরারনামা, যাহা একটি মামলার ভিত্তি ছিল তাহা জাল। *Court of Settlement* দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রি বাতিল করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে, কিন্তু আদালতে পেশকৃত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবার এখতিয়ার ইহার আছে। তাই ডিক্রিটি সরকারের বিরুদ্ধে বলবত থাকিবে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩ পৃ. ৫]*

দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূতকরণ সহজে সিদ্ধান্ত যোগ্য নহে ঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আদেশ প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ যদি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া থাকে। তবে বিচার্য বিষয় আইনগতভাবে হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য রুজুকৃত মামলা উক্ত আদালতের এখতিয়ার থাকিবে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

সম্পত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্ত এবং তদসম্পর্কীয় বাদীর দাবি বর্তমান দরখাস্তকারীর প্রতি এমনকি সেটেলমেন্ট কোর্ট-এর প্রতিও বাধ্যকর। *[৪৮ ডিএলআর (এডি) ৫৬]*

এমনকি দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলেও তখন পর্যন্ত দেওয়ানী আদালতের পরীক্ষা করিয়া দেখার এখতিয়ার আছে যে, আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইয়াছে কিনা অথবা নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আইনের মৌলিক নীতিগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করা হইয়াছে কিনা। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ২৪৮]*

যখন একটি পক্ষের নিকট বিকল্প প্রতিকার পাওয়ার সহায়ক সুযোগ হয়, ইহা তাহার নিকট উন্মুক্ত যে, সে এক বা একাধিক পদ্ধতি পছন্দ করিতে পারে এবং তাহাকে আংশিক প্রতিকার চাহিতে বাধ্য করা যাইবে না।

[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ৯০]

কোন বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা যেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ্যে অথবা সম্মতিতে বিচারের কোন দেওয়ানী আদালতকে বারিত করিয়াছে তাহা ব্যতীত দেওয়ানী আদালত সকল প্রকার দেওয়ানী বিষয়ক অধিকার সম্পর্কীয় মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত সহজে দেওয়া যায় না।

[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৪২৩]

ধারা

১০। মামলা স্থগিত রাখা ঃ

কোন আদালত এমন কোন মামলার বিচার চালাইয়া যাইবেন না, যাহার বিচার্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে ও মূলতঃ পূর্বে দায়েরকৃত অপর একটি মামলারও বিচার্য বিষয় এবং তাহা একই পক্ষসমূহের মধ্যে অথবা এমন পক্ষসমূহের মধ্যে দায়ের করা হইয়াছে, যাহাদের সূত্রে বা যাহাদের মধ্যে একজনের সূত্রে পরবর্তী মামলার পক্ষসমূহ বা পক্ষসমূহের মধ্যে একজনের স্বত্ব দাবি করেন এবং পূর্ববর্তী মামলাটি বাংলাদেশ বা ইহার বাহিরে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে, যে আদালতের প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করার এখতিয়ার রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী মামলা যদি কোন বিদেশী আদালতের দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মামলার কারণ একই হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কোন আদালতে পরবর্তী মামলার বিচারে বাধা সৃষ্টি হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ একই বিষয়ে দুই আদালতে মামলা চলিতে পারে না, মোটামুটিভাবে এই ধারার ইহাই বিধান। আদালত যদি দেখিতে পান যে, তাঁহার আদালতে কোন মামলার বিচার্য বিষয় একই পক্ষগণ দ্বারা আনীত পূর্বের এক মামলার সহিত একেবারে অভিন্ন তাহা হইলে আদালত তাঁহার কোর্টের মামলা স্থগিত করিবেন।

একই বিষয় লইয়া ও একই প্রতিকার চাহিয়া দুই আদালতে সমান্তরালভাবে মামলা চলিতে পারে না। এমতাবস্থায় পূর্বে দাখিলকৃত মামলাটি চলিবে এবং পরবর্তীতে দাখিলকৃত মামলা স্থগিত থাকিবে। যখন দেখা যায়, দুইটি মামলার বিষয়বস্তু এবং প্রতিকারের দাবি একই রকম এবং পূর্ববর্তী মামলাটি প্রতিকার দিতে পারে এমন যোগ্য আদালতে বহাল রহিয়াছে এবং মামলা দুইটির পক্ষগণ এক তাহা হইলে প্রথম মামলাটি চলিবে দ্বিতীয়টি স্থগিত হইবে।

উদ্দেশ্য ঃ এই ধারায় উল্লিখিত বিধানাবলী সাপেক্ষে এই বিষয়ের উপর দুইটি মামলা উত্থাপিত হইলে সময়ের দিক হইতে অগ্রবর্তী মামলাটি চলিতে থাকিবে এবং অনুবর্তী মামলাটি স্থগিত হইয়া যাইবে *[পিএলডি ১৯৮২ করাচি ৭৪৫; (১৯৯৫) ৭ ডিএলআর]*। তবে দ্বিতীয় মামলাটির জন্য মামলার পক্ষ বা প্রতিনিধিদেরকে একই সাধারণ স্বত্ব প্রতিষ্ঠার *(Common title)* জন্য দাবি করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ৫৫৭]*। এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, একই অভিন্ন বিষয়ে একই সময়ে দুইটি আদালতকে একই বিষয় বিচার করা হইতে বিরত রাখা।

[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ৫৫৭]

পূর্ববিচার সিদ্ধান্ত ঃ ১০ ধারার বিধানাবলী ১১ ধারার বিধানাবলীর কোন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে। দুইটি ধারারই বক্তব্য ভিন্ন। ১০ ধারা শুধু মামলা দায়ের করিতে বাধা দেয় কিন্তু ১১ ধারা মামলা এবং মামলার ইস্যুর দুইটিরই বিচার করিতে আদালতকে বারণ করে। *[এআইআর ১৯২৯ অযোধ্যা ৩৪১]*

বিচার স্থগিতকরণ ঃ এই ধারা কোন মামলা দায়ের করিতে নিষেধ করে নাই *[১৯৮১ সিএলসি ৪৪৩]* বরং দায়েরকৃত মামলার বিচারকার্য আনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে। কাজেই আদালত শুধু দ্বিতীয় মামলাটি স্থগিত করিতে বাধ্য *[এআইআর ১৯৩৫ সিন্ধু ২২৫]* এবং এইরূপ স্থগিত বিষয়টি আদালতের গোচরীভূত হইবার পর যেকোন সময়েই করা যায়। *[এআইআর ১৯৫২ এণ্ড অল ৫৪৬]*

অভিন্ন বিচার্য বিষয় ঃ এই ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করিতে হইলে দুইটি মামলাতেই মামলার মূল বিষয়বস্তু একই রকম হইতে হইবে। দুইটি মামলাতেই বিষয়বস্তুর সরাসরি যোগসূত্রতা ও সমন্বয় থাকিতে হইবে। অর্থাৎ দুই মামলারই বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে ও মূলতঃ এই রকম হইবে *[পিএলডি ১৯৭০ করাচি ৭৭০]*। কোন রীট দরখাস্ত উল্লিখিত প্রশ্নের সহিত কোন মামলার ইস্যুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে মিল না থাকিলে এবং মামলাটির রীটের উপর কোনরূপ ভিত্তি না থাকিলে, একই সাথে রীট ও মামলা চলিতে পারে। *[পিএলডি ১৯৮৮ বিএইচ (ডিবি)]*

মামলার বিতর্কিত বিষয়বস্তু এবং মামলার বিষয় *(matter in issue)* সর্বদিক হইতেই যে একই রকম হইতে হইবে এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। ইহারা মৌলিকভাবে এক হইলেই চলিবে।

[এআইআর ১৯৫৩ বোম্বে ১১৭ (ডিবি)]

প্রতিকারের ভিন্নতা ঃ দুইটি মামলার প্রতিকার ভিন্ন অথচ মামলার বিষয়বস্তু ও বিষয় অভিন্ন ও এক। এইরূপ ক্ষেত্রেও ১০ ধারার বিধানাবলী প্রয়োগ করিবে। প্রতিকারের ভিন্নতা অবান্তর, মামলার বিষয়বস্তু ও বিষয়ের অভিন্নতাই বিবেচ্য বিষয় *[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ৫৫৭]*। তবে যেইখানে মামলার উদ্ভবের কারণ ও প্রতিকার দুইটির ভিন্ন সেইখানে এই ধারা প্রয়োগ করিবে না। *[এআইআর ১৯৬৩ এমপি ৫৯]*

পূর্ব মামলার উপস্থিতি ঃ পূর্বে একটি মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকিলেই কেবল এই ধারা কার্যকরী হইবে *[এআইআর ১৯৩৬ লাহোর ৫৮৯]*। ডিক্রি প্রদান করিবার পূর্ব পর্যন্ত একটি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয় *[৭১ সিএলজে ১৯০]*। প্রথম মামলাটি বিচারাধীন ইহা প্রমাণের দায়িত্ব দ্বিতীয় মামলা বিবাদীর।

[এআইআর ১৯১৭ পাট. ১৯৬]

আপীল ঃ এই ধারার শর্তাবলী আপীলের বেলায় কার্যকরী হইবে *[এআইআর ১৯৩৯ সিন্ধু ৩২৯]*। কিন্তু আপীলের অনুমতি চাহিয়া কোন আবেদন করিলে সেইখানে উহা প্রযোজ্য হইবে না। *[৫ ডিএলআর ১৭৫ (১৯৫৩)]*

বিদেশী আদালতে মামলার বিচারাধীন অবস্থা ঃ বিদেশী আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলেও উহা একই বিষয়ের উপর দেশী আদালতকে দ্বিতীয় মামলা গ্রহণ করিতে বারণ করিবে না *[এআইআর ১৯৫৪ পাঞ্জাব ৯৪ (ডিবি)]*। তবে হাইকোর্ট মামলার কোন পক্ষকে একই কারণের জন্য ঐ মামলা বিদেশী কোন আদালতে দায়ের করিতে নিষেধ করিতে পারেন যদি পরবর্তী মামলাটি ন্যায়পরতা বিরোধী বলিয়া মনে হয় *[এআইআর ১৯২৮ বোম্বে ১৩৫ (ডিবি)]*। কিন্তু অধঃস্তন কোন আদালতের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। *[এআইআর ১৯২৮ মাদ. ৪৯১ (ডিবি)]*

একই পক্ষদ্বয় ঃ ১০ ধারার প্রযোজ্যতার জন্য দুইটি মামলার পক্ষকেই একটি সাধারণ স্বত্বের জন্য দাবি করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৭০ করাচি ৭৭০]* এবং উভয়ক্ষেত্রেই একই পক্ষদ্বয় বা পক্ষদ্বয়ের মাধ্যমে দাবিদারকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬৪ জে এণ্ড কে ৬৫]*

অন্যান্য সমস্ত শর্ত বর্তমান থাকিলেও যদি মামলার পক্ষদ্বয় উভয় মামলার ক্ষেত্রে একই না হয় (পক্ষদ্বয়ের বৈধ দাবিদার থাকিলেও চলিবে) তাহা হইলে দুইটি মামলাই স্বাধীনভাবে চলিতে থাকিবে।

আইন ও তথ্যের অভিন্ন বিষয়বস্তু ঃ আইনগত ও তথ্যগত বিষয়বস্তু দুইটি মামলার মধ্যে একই রকম হইলে উহার জন্য একক বিচার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যেমন, স্বামী কিশোরগঞ্জের মুন্সেফ আদালতে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা করিয়াছে ; অপরপক্ষে স্ত্রী ময়মনসিংহ সাব-জজ আদালতে এই বলিয়া আরেকটি মামলা করিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে কোন দাম্পত্য সম্পর্কই ছিল না। যেহেতু এইখানে দুইটি মামলাতেই আইন এবং তথ্যের একটি অভিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। অতএব দুইটি মামলাই এইখানে একইভাবে হইতে পারে।

[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর (এডি) ৩০০]

মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিতকরণের আরেকটি উপায় ঃ যদি আদালত এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, ১০ ধারার আওতায় কোন মামলার পরবর্তী বা ভবিষ্যত কার্যক্রম *(Further Proceedings)* স্থগিত রাখিতে পারিতেছেন না তাহা হইলে ১৫১ ধারার আওতায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঐরূপ কার্যক্রম স্থগিত রাখা যাইবে। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৩৩]*

স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া কিংবা অপর পক্ষের শুনানি ব্যতিরেকে মুন্সেফ মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করিয়া কোন আদেশ প্রদান করিলে উহা আইন বহির্ভূত হইবে।

[(১৯৭১) ২৩ ডিএলআর ১১৩]

রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন মামলা ঃ রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিচারাধীন মামলা স্থগিত করা যাইবে। যদি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে বিলম্ব করে তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত ঐ স্থগিতাদেশ খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন। *[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর ১৮৩]*

সময়ের দিক হইতে অনুবর্তী মামলা কি স্থগিত করা যায় ঃ সাধারণভাবে সময়ের দিক হইতে অনুবর্তী মামলাটি ১০ ধারা মোতাবেক স্থগিত করা যায়। কিন্তু আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে কখনো কখনো অগ্রবর্তী মামলাটিও স্থগিত রাখা যাইতে পারে। যেমন বাদী দখল উদ্ধারের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারায় বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রথমে মামলা করিল। বিবাদী পরে বাদীর বিরুদ্ধে ৪২ ধারার আওতায় স্বত্বের মামলা করিল। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে উপযুক্ত মনে করিলে বাদীর মামলাটি স্থগিত করিয়া রাখিতে পারেন।

[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ২০৯]

কখন স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে হইবে ঃ একমাত্র তর্কের বিষয় নির্ধারিত হইবার পরই পরবর্তী মামলাটি স্থগিত করা যায়। কেননা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দুইটি মামলাতেই তর্কের বিষয় একই কিনা তাহা আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এইরূপ স্তরের পূর্বে কোন স্থগিতাদেশ প্রদান করা হইলে তাহা বাতিলযোগ্য। *[এআইআর ১৯৬৪ মনিপুর ২]*

আংশিক স্থগিতাদেশ ঃ ১০ ধারার আওতায় আংশিক স্থগিতাদেশ প্রদান করা যায় অর্থাৎ একজন বিবাদীর পক্ষে স্থগিতাদেশ বহাল রাখিয়া অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলাটি চলিতে পারে। *[এআইআর ১৯৬৪ কল. ৩৭৩]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারাটি কোম্পানী আইনের অধীনে আনীত মামলায় প্রযোজ্য কিনা ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্ববর্তী একটি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী একটি মামলা স্থগিতকরণ তখনই করা হয় যখন বিভিন্ন মামলার পক্ষসমূহ ও বিচার্য বিষয়সমূহ এক।

বর্তমান মামলায় যদিও পক্ষসমূহ এক কিন্তু বিচার্য বিষয়সমূহ এক নহে। *[৩৩ ডিএলআর ৪৯ (১৯৮১)]*

দুইটি মামলা ঃ স্বামী কর্তৃক মুন্সেফ আদালতে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা এবং স্ত্রী কর্তৃক সাব-জজ আদালতে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক নাই এই মর্মে আনীত মামলা করিলে উভয় মামলার ঘটনা এবং আইনগত দিক এক হওয়ায় এক সঙ্গে (যুগপৎ) বিচার করিতে হইবে।

[১৯৮০ (৩২) ডিএলআর (এডি) ৩০০]

অধিকন্তু মামলা পরিচালনা স্থগিতকরণ ঃ যেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারায় মামলা স্থগিতকরণ করা যায় না সেইক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ১৫১ ধারায় মামলা স্থগিত রাখা যায়।

বাদীগণ বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য অর্থ বিষয়ক *(Money suit)*-এর মামলা করেন। ৩ জন বিবাদী একটি লিখিত বিবৃতিতে এই বলিয়া আপত্তি জানায় যে, মামলাভুক্ত রায়তি জোত-জমায় তাহাদের ৪ আনা শেয়ার আছে। ইহার পর তাহারা (বিবাদীগণ) আরো একটি দরখাস্তে একই আদালতে পূর্বে আনীত বন্টন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অর্থ বিষয়ক *(Money suit)*-এর মামলা স্থগিত রাখার জন্য আবেদন জানায়। এই মর্মে যে, বাদীগণ এই জোতের ১৬ আনা অংশীদার নহে তাই বাদীগণ দ্বারা আনীত মামলা চলিতে থাকিলে বিবাদীগণের অপূরণীয় ক্ষতি ও অন্যায় সাধন হইবে। কিন্তু বিবাদীগণ কর্তৃক আনীত এই অভিযোগ আদালত কর্তৃক নাকচ হইয়া যায়। কারণ মামলা দুইটি একই প্রকৃতির ছিল না এবং বিচার্য বিষয়ও স্পষ্টতঃ ও বাস্তবিকভাবে অনুরূপ ছিল না।

রিভিশনে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ঃ ইহা সত্য যে দরখাস্তকারীর জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী অর্থ বিষয়ক মামলা *(Money suit)* স্থগিত করার প্রতিকার পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় যে সহজাত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে সেই ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ বিষয়ক মামলা স্থগিত করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। *[২৪ ডিএলআর ১৩৩]*

দুইটি মামলা যুগপৎভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তির আদেশ ঃ স্বাভাবিকভাবে এইরূপ আদেশ প্রদান করা উচিত নহে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ৭০]*

'বিচার্য বিষয়' এই অভিব্যক্তিটির অর্থ হইতেছে, পক্ষদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের সম্পূর্ণ বিষয়টি ইহা নির্দেশ করে।

মামলা দুইটির সমস্ত বিচার্য বিষয় অনুরূপ হওয়া উচিত। এই ধারাটি আদালত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে না, যেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সাধারণ থাকিলেও কিছু বিষয় ভিন্ন প্রকৃতির। *[৩৭ ডিএলআর ২৭১]*

বিশেষ আইনের (পি. ও. নং ১২৯/৭) বিশেষ কার্যক্রমের পূর্বে অথবা পরে সাধারণ আইনের ধারা মতে আরম্ভ করা কোন কার্যক্রম চলিতে থাকিলেও বিশেষ কার্যক্রম স্বাধীনভাবে চলিবে। অভিন্ন বিষয় এবং অভিন্ন পক্ষের মধ্যে মামলা চলিতে থাকিলেও দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারাকে ইহা আকর্ষণ করিবে না। *[৪২ ডিএলআর ১৪০]*

ধারা ১০, ১১ ও ১৪১ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক গঠিত পারিবারিক আদালত, দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ১ নিয়ম মোতাবেক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে না। যেহেতু পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ সনের ১৮ আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী এইরূপ আদেশ প্রদান বাধাপ্রাপ্ত। *[৪০ ডিএলআর ৩০৫]*

ধারা ১০ ও ১৫১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারায় প্রয়োগকৃত বিধি বাধ্যতামূলক কিন্তু কোন বিশেষ মামলার অবস্থা ও ঘটনাদৃষ্টে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইনের ১৫১ ধারায় প্রদত্ত আচরণের ক্ষমতা এই ধারার ফলে ব্যাহত হইবে না। *[৪০ ডিএলআর ৫৬]*

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ভাড়া নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের ১৯ ধারা মতে দায়েরকৃত আবেদন বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে আবেদনকারী জেলা জজের নিকট আবেদন বাতিলের বিরুদ্ধে এবং তৎজনিত কার্যক্রম স্থগিতের জন্য বিবিধ আপীল নোটিস দায়ের করিয়া আপীল মঞ্জুরের আবেদন জানান, কিন্তু এই মামলায় নির্ধারিত হয় যে বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রক এবং জেলা জজ আদালত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় ও ভিন্নতর। বিধায় এই ধরনের আপীল প্রযোজ্য নহে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১ পৃ. ১১৩]*

ধারা ১০ এবং ১৫১ অনুরূপ সাদৃশ্য বিচার ঃ বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য মামলার একত্রিকরণ নীতি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, একই পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার বিচার্য বিষয়ের ঘটনা একই ধরনের হইলে আদালত কর্তৃক একটি মামলার সিদ্ধান্ত সকলের ক্ষেত্রে সর্বসময়ে প্রযোজ্য হইবে। যখনই কোন ঘটনার বিচার্য বিষয় আংশিক অথবা প্রত্যক্ষভাবে একই রকম হয় সেক্ষেত্রে একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মামলার ভিন্নমুখিতা রহিত করাই হইতেছে, মামলা একত্রিকরণের উদ্দেশ্য। একত্রিকরণ নীতিটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার উদ্দেশ্যের সাথে কোনভাবে দ্বন্দ্ব করে না বরং ইহা ১০ ধারাকে সংরক্ষণ ও উৎসাহিত করে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

ধারা ১০ আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ৯ ঃ নূতন মামলা ঃ মামলার একই কারণ ঃ একই কারণভিত্তিক মামলায় যখন পর পর দুইটি মামলা করা হয় তখন পরবর্তী মামলাটি স্থগিত থাকিবে। ১৯৮১ সনের স্বত্ব মামলা নং ২১০ বাতিল করার পূর্বে পরবর্তী মামলা দায়ের করা হইলে আদেশ ৯-এর বিধানের প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান মামলার জন্য কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারা অনুযায়ী পূর্বে এবং পরে রুজুকৃত মামলার বিচার্য বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। তবে উহা মামলায় প্রত্যাশিত প্রতিকারের জন্য নহে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩ পৃ. ৩৭৪]*

ধারা ১০ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ৯ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এর বিধান মতে একটি বিবিধ মামলা — মূল মামলা চলিত আছে এমন নহে একটি জারি মোকদ্দমার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করা যায়। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৩৫১]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার বিধান এই যে, যখন দুইটি মোকদ্দমা একই পক্ষগণের মধ্যে বিচারাধীন আছে অথবা পক্ষগণের মধ্যে যে কেহ অথবা তাহাদের মধ্যে কেহ বিরোধ দাবি করে এবং বিচার্য বিষয় সরাসরি এবং বিশেষতঃ এক, তদবস্থায় পরবর্তী মোকদ্দমা স্থগিত করা যাইবে। *[১৫ বিএলডি (এইচডি) ৫৪২]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ অর্ডারের ৯ রুলের অধীনে আনীত বিবিধ মোকদ্দমায় চলিত আছে এমন অনিশ্চিত মোকদ্দমা নহে বিধায় ডিক্রি জারি মোকদ্দমার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারে। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ২৫৪]*

ইহা সুনির্ধারিত যে, কোন বিশেষ আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারা যায় না — এই কারণে যে, সাধারণ আইনে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে, এমনকি উহা একই বিষয়ে ও একই পক্ষগণের মধ্যে। বিপরীতে সাধারণ আইনে দায়েরকৃত মামলা উপযুক্ত অবস্থায় স্থগিত করা যায়। *[১৮ বিএলডি (এইচডি) ৬৪২]*

ধারা

১১। পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ঃ

কোন আদালত এমন কোন মামলা বা প্রশ্নের বিচার করিবেন না যাহার প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কোন মামলার প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয়বস্তু ছিল এবং মামলাটি একই পক্ষসমূহের মধ্যে হইয়াছে, যাহাদের সূত্রে বা যাহাদের মধ্যে একজনের সূত্রে পরবর্তী মামলার পক্ষসমূহ বা পক্ষসমূহের মধ্যে একজন স্বত্ব দাবি করেন এবং মামলাটি এমন একটি আদালতে শ্রুত ও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে, যে আদালত পরবর্তী মামলা অথবা যে মামলায় পরবর্তী বিষয়টি উত্থাপিত হইয়াছে, উহার বিচার করিতে এখতিয়ারসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ ১। পূর্ববর্তী মামলা বলিতে সেই মামলা বুঝাইবে, যাহার বিচার বর্তমান মামলার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, উহা পূর্বে দায়ের করা হইয়াছে কিনা, সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২। এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন আদালতের বিচার করার ক্ষমতা উহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থা বাদ দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। উপরোক্ত প্রত্যক্ষ ও মূল বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলায় এক পক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

৪। পূর্ববর্তী মামলায় যেই বিষয় আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত বা হওয়া উচিত ছিল, তাহা উক্ত মামলার প্রত্যক্ষ ও মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৫। আরজিতে যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে, ডিক্রিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে মঞ্জুর না হইয়া থাকিলে এই ধারার উদ্দেশ্যে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৬। একাধিক ব্যক্তি যখন কোন সাধারণ অধিকার অথবা সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিগত অধিকারের জন্য সরল বিশ্বাসে মামলা করে, তখন উক্ত স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল লোক এই ধারার উদ্দেশ্যে মামলাকারীদের সূত্রে স্বত্ব দাবি করিতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আমাদের দেশে মফস্বল অঞ্চলে একটি অভিব্যক্তির ব্যবহার খুবই প্রচলিত দেখিয়াছি। ইহা দোবারা দোষ। ইংরেজিতে ইহাকে রেস জুডিকাটা বলে। যাহার বিচার একবার হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া পুনর্বার লড়াই করা যায় না ; ইহাই এই ধারার মূলকথা।

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দবির সাব-জজ কোর্টে দাম্পত্য স্বত্ব উদ্ধারের জন্য সালেহার বিরুদ্ধে মামলা করিল। দবির সেই মামলায় এই মর্মে অভিযোগ করিল যে, তাহার বিবাহিতা স্ত্রী সালেহা বিনা কারণে তাহাকে তাহার (স্ত্রীর) সঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে এবং আদালত যেন এই মর্মে সালেহার উপর নির্দেশ জারি করেন যে, অতঃপর সালেহা দবিরের সহিত বসবাস করিবে। এই মামলায় সালেহা জবাব দিয়া সাব-জজকে জানায় যে, মামলাটি চলিতে পারে না এই কারণে যে, কিছুকাল পূর্বে সালেহা মুন্সেফ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছিল এবং সেই মামলায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, দবিরের সহিত তাহার বিবাহ বৈধ নহে। সুতরাং দবির তাহাকে স্ত্রী বলিয়া দাবি করিবার অধিকার রাখে না এবং অধিকার রাখে না বলিয়াই দাম্পত্য স্বত্ব উদ্ধারের মামলা চলে না। সালেহার কথা সত্য হইলে দবিরের মামলা চলিতে পারে না। এই উদাহরণের আমরা পাঁচটি তথ্য পাই ঃ

১। দবির এবং সালেহার মধ্যে একটি মামলা হইয়াছিল ;

২। ঐ মামলাটি এমন একটি আদালতে ছিল যাহার উহা বিচার করিবার এখতিয়ার ছিল ;

৩। ঐ মামলায় তাহাদের মধ্যে বৈধ বিবাহ হইয়াছে কিনা তাহা বিচার্য বিষয় ছিল ;

৪। ঐ বিষয়ে আদালত একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং

৫। বর্তমান মামলায় বিচার্য বিষয় একই।

তবে এখানে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা উচিত। কোন মামলা এক বা একাধিক মূল বিচার্য বিষয় থাকিতে পারে। ঐ মূল বিষয়গুলির বিচার প্রসঙ্গে আদালত অনেক সময় মূল বিচার্য বিষয়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যদি পরবর্তী কোন মামলার মূল বিচার্য বিষয় হইয়া পড়ে, তবে এই বিষয়ে পূর্বের মামলায় আদালত কর্তৃক যেকোন অভিমতই প্রকাশ করা হইয়া থাকুক না কেন, সেই কারণে পরবর্তী মামলায় রেস জুডিকাটা দোষ হইবে না।

কোন একটি মামলা যদি সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে অথবা স্পষ্টতঃ আইনের অপব্যাখ্যা করিয়া বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং আপীল করিয়া যদি ভুল রায় ও ডিক্রি সংশোধন করা না হয়, তবে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে নিষ্পত্তিকৃত বিচার্য বিষয়গুলি ও পক্ষগণের মধ্যে পরবর্তী মামলা রেস জুডিকাটা হইবে। কোন বিচার্য বিষয় বিচারে নিষ্পত্তি হইলে তাহা আইনসঙ্গতভাবে না বেআইনীভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে, রেস্ জুডিকাটা প্রয়োগকালে এই প্রশ্ন অবান্তর। আদালতের বিচার সব সময় সঠিক হইবে এমন কথা জোর দিয়া বলা যাইতে পারে না। অন্যায় বিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে আপীলের বিধান রহিয়াছে।

অবস্থা যদি এমন হয় যে, পূর্বের মামলাটি যে আদালতে বিচার হইয়াছে সেই আদালতের ঐ মামলা বিচারের কোন আইনগত এখতিয়ারই ছিল না, তবে এখতিয়ারবিহীন আদালতের বিচার ও রায় দ্বারা ঐ বিষয়ে পরবর্তী মামলা দোবারা দোষ হইবে না। কারণ এখতিয়ারবিহীন আদালতের বিচার আইনের দৃষ্টিতে কোন বিচারই নহে, অতএব ইহার আইনগত কোন বল নাই।

কোন একটি মামলার বিচার্য বিষয় একতরফা বিচারে নিষ্পত্তি হইলেও সেই বিষয়ে পক্ষগণের পুনরায় মামলা করা চলিবে না — দোবারা দোষ হইবে। কারণ বিচার একতরফাই হউক আর দুই-তরফাই হউক বিচার বিচারই।

দোবারা দোষ বা রেস জুডিকাটা যেমন প্রত্যক্ষ হইতে পারে তেমনি পরোক্ষও হইতে পারে। পূর্ববর্তী মামলায় যে বিষয় বা তথ্য বা যুক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষের প্রদত্ত বিষয়, তথ্য বা যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই, ঐগুলিও পরবর্তী মামলায় বিচার করা চলিবে না।

পরিধি, উদ্দেশ্য ও নীতি ঃ মামলায় পৌনঃপুনিকতা বা আধিক্য বন্ধ করাই এই ধারার উদ্দেশ্য। একই কারণে একই প্রতিকারের জন্য একই ব্যক্তিদের মধ্যে একাধিক মামলা চলিতে পারে না। *[১৯৮১ সিআইসি ৫২]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের মৌলিক নীতি হইতেছে, মামলাটি অবশ্য পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে যোগ্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইতে হইবে। একই ব্যক্তিকে একই কারণে একাধিকবার বিরক্ত করা হইতে বিরত রাখাই এই ধারার উদ্দেশ্য।

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতিমালা তখনই কার্যকরী হইবে যখন হাইকোর্ট ডিভিশন তাহার রীট ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শপথনামা ও দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিয়া, সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া নহে, মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করে। এই বিষয়গুলি অবশ্য সরকারী কাজের সহিত বেশি সম্পৃক্ত। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৪২]*

একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবেদন ঃ দরখাস্তকারী একটি বিষয়ের উপর একাধিক রীট দায়ের করিবার উদ্দেশ্যে একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবেদন করিতে পারে না। দরখাস্তকারীকে কোন নূতন আবেদন করিতে হইলে তাহাকে রিভিউ করিতে হইবে, রিভিশন নহে। তবে এইরূপ রিভিউ আবেদনের জন্য আবেদনটির অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে। পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের সাধারণ নীতিমালা রীটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৫৬) ১৭ ডিএলআর (এসসি) ১০৫]*

আয়কর অফিসারের কর নির্ধারণে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের প্রযোজ্যতা ঃ আয়কর বিভাগের কোন অফিসার কর নির্ধারণের উপর যে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন পরবর্তী কোন সিদ্ধান্তে উহা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কতটুকু প্রযোজ্য হইবে এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

আয়কর কর্মকর্তা কোন ট্রাইব্যুনাল নহে যদিও তিনি আয়কর কমিশনার ও নির্ধারণীর মধ্যে কর সংক্রান্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

দেওয়ানী আদালতে যেই দৃঢ়তার সহিত পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত প্রয়োগিত হয় আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ দৃঢ়তার সহিত উহা কার্যকরী হয় না। প্রকৃতপক্ষে আদালতে যেইভাবে কোন বিষয় দুইটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে সেইরূপ হয় না। এইখানে আয়কর কর্তৃপক্ষ কোন বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল নহে। আয়কর বিভাগের পক্ষ হইতে তিনি একজন প্রতিনিধি মাত্র যিনি দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে আয়কর আদায় করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর (এসসি) ৪৬৯]*

বেনামদার ও প্রকৃত মালিকের মধ্যে মামলা ঃ বেনামদার প্রকৃত মালিকের মধ্যে কোন মামলা হইলে উহা কোন তৃতীয় পক্ষকে কোন মামলাতে ঐ বেনামী সংক্রান্ত কোন বিষয় উত্থাপন করা হইতে বারণ করিবে না। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ১২১]*

মামলার বিচার্য বিষয় ঃ মামলার বিচার্য বিষয়ই ; বিষয়বস্তুর নহে, পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের প্রায়োগিকতা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ দুইটি মামলার বিষয়বস্তু এক না হইয়াও যদি প্রতিষ্ঠিত বিচার্য বিষয় এক হয়, তাহা হইলেই কেবল পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তনীতি কার্যকরী হইবে। *[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর ৭৩২]*

আদালতের প্রশাসনিক আদেশ ঃ কেবল আদালতের প্রশাসনিক আদেশ রেস-জুডিকাটা বা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিতে পারে না। কারণ এইরূপ আদেশ পক্ষদের অবস্থানকে কোনরূপ প্রভাবিত করে না। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৫৭১]*

বিচারিক নির্ধারণ ঃ পক্ষদের মধ্যে উত্থাপিত তর্কিত বিষয়টি আদালত কর্তৃক বিচারিকভাবে নির্ধারিত না হইলে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তনীতি কার্যকরী হইবে না। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর (এসসি) ১২৬]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের প্রতিবন্ধকতা ঃ পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের উপর তখনই প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হয় যেমন কোন একটি বিষয় সম্পর্কের প্রাচীন রুলিং *(Ruling)* বা নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যদিও ঐরূপ রুলিং কোর্ট বাতিল ঘোষণা করিয়া দেন। *[(১৯৬৪) ১৬ ডিএলআর ৯২]*

উৎখাতকরণ আবেদন ঃ উৎখাতকরণের জন্য কৃত আবেদনপত্র খরচ বহন করিবার অভাবে খারিজ হইলে উহার জন্য দ্বিতীয় আবেদনপত্র দাখিল করা বারিত হইবে না। ৯ আদেশের ৯ নিয়মের অধীন এবং ১১ ধারার আওতায় পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতিসমূহ পশ্চিম পাকিস্তান খাজনা নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (৫/১৯৫৯)-এর আওতায় অনুষ্ঠিত কোন কার্যক্রমের বেলায় প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৬৯) ২১ পিএলডি (লাহোর) ৩২৭]*

পূর্বতন মামলার আংশিক দাবি স্থায়ীকরণ ঃ পূর্বে আনীত কোন মামলায় বাদী দাবির আংশিক মাত্র নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে পরবর্তীতে একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মামলায় যেই বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল সেইটুকু পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ৬০৪]*

একটি মামলা প্রাথমিক বিষয়ে ব্যর্থ হইলে অন্যান্য যেই সমস্ত বিষয় রহিয়াছে উহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী মামলার ঐ বিষয়ে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতি প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৫৪) ডিএলআর ১]*

পক্ষদ্বয়ের সম্মতির উপর আদালতের ডিক্রি ঃ পক্ষদ্বয়ের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া আদালত যেই ডিক্রি প্রদান করে সেইক্ষেত্রেও রেস জুডিকাটা বা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত নীতি প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৯৩]*

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬-চ ধারার আওতায় অনুষ্ঠিত কোন কার্যক্রমে প্রজাস্বত্বের প্রকৃতি নির্ণায়ক কোন সিদ্ধান্তেও ১১ ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করিবে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৩০৯]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত সর্বদাই পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ঃ এই পক্ষের মধ্যে কোন পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত সর্বদাই পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে। পরবর্তী কোন মামলাতে গৃহীত ভিন্ন কোন রুলিং বা সিদ্ধান্ত পূর্বতন ঐ রুলিংকে বাতিল করিয়া দিলেও পূর্বতন সিদ্ধান্ত পূর্বতন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমভাবেই বহাল থাকিবে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ১৯৬]*

ভিন্ন রায় ঃ কোন পক্ষ মামলাতে সফল হইবার পর ভিন্ন কোন রায় তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে না।

একাধিক মামলার একক রায় ও আপীল ঃ একাধিক মামলার, যাহাদের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় বর্তমান রহিয়াছে, যদি একটিমাত্র রায় ঘোষণা করা হয় এবং যেইখানে সমস্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল উত্থাপিত না হইয়া মাত্র কয়েকটি ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা হয় তবে এইরূপ পরিস্থিতিতে রায়টি পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে না। *[৭ পিএলআর ২০৯]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত পারস্পরিক ঃ পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত নীতি বাদী এবং বিবাদী দুইজনেই তাহাদের পক্ষে প্রদর্শন করিতে এবং আইনে বাদীকে উহার উপর নির্ভর করিতে না দিয়া কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হয় নাই। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ২৫৯]*

তবে নীতিটি এইরূপ কার্যকারিতার জন্য বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিতর্কিত বিষয়টি অবশ্যই চূড়ান্তভাবে যোগ্য আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হইতে হইবে। আর এইজন্যই "একই বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার বিরক্ত করা যাইবে না।" এই শিক্ষা এই ধারার মূলনীতিতে নির্ধারিত হইয়াছে। *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ৬২]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ও আর্থিক এখতিয়ার ঃ পূর্বতন আদালতের মামলাটি বিচার করিবার জন্য পুরাপুরি আর্থিক ক্ষমতা না থাকিলে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত প্রদানে কোনরূপ অযোগ্য হইলে ঐ আদালতের সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী মামলায় পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে না। পূর্বতন আদালতের কোন সিদ্ধান্ত এই ধারার আওতায় প্রয়োগ করিতে হইলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ পূর্বতন আদালতের পরবর্তীতে উত্থাপিত মামলাটিও বিচার করিবার এখতিয়ার রহিয়াছে। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ৮৪]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ও জারি কার্যক্রম ঃ পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় হুকুম দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৬৯ ধারার আওতায় কোন ডিক্রি জারি করা যাইবে না এই মর্মে কোন সিদ্ধান্ত সর্বদাই এবং চিরন্তনভাবে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হইবে না। মামলার গ্রহণযোগ্যতা অথবা ডিক্রি জারির জন্য আনীত কোন দরখাস্তের উপর প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত চিরন্তনভাবে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৬৪) ১৬ ডিএলআর ৫৭৬]*

জারি প্রক্রিয়াতে আপত্তি উত্থাপন ঃ যেখানে সাব্যস্ত দেনাদার তাহার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রথম আবেদনে জারি প্রক্রিয়াতে আপত্তি উত্থাপন করে এবং উহা ত্রুটিজনিত কারণে খারিজ হইয়া যায় অথবা আবেদনের গুণাগুণের ভিত্তিতে খারিজ হয় না এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বারের মত দেনাদার নূতন আপত্তি সংক্রান্ত আবেদন করা হইতে বারিত হইবে না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ১৭০]*

পরোক্ষ দোবারা ঃ ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে, পরোক্ষ দোবারা নীতি জারি কার্যক্রমে কখনো প্রযোজ্য হয় না। *[(১৯৫৯) ১১ ডিএলআর ১৫১]*

তবে এই ধারার ব্যাখ্যা ৪-এ বর্ণিত নীতিবলে জারি কার্যক্রমে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে। *[(১৯৫০) ২ ডিএলআর ৩৪৭]*

জারি কার্যক্রমে দোবারা নীতি ঃ জারি কার্যক্রমে মীমাংসিত কোন প্রশ্ন পরবর্তী জারি কার্যক্রমে দোবারা হিসাবে প্রযোজ্য হইবে। তবে ইহার জন্য দুইটি শর্ত পালনীয় ; যথা ঃ (১) জারির মামলাটি মূল ডিক্রি হইতে উত্থাপিত এবং (২) উক্ত দুইটি মামলাতেই মামলার পক্ষদ্বয় অভিন্ন রহিয়াছে *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ২৭৭]*। জারি কার্যক্রমের কোন আদেশও দোবারা বা রেস জুডিকাটা হিসাবে কাজ করে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৩৯৯]*

আপীল আদালতে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত দাবি ঃ পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের দাবি আইনসংক্রান্ত হইলে উহা আপীল আদালতে উত্থাপন করা যায় যদিও বিষয়টি নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হয় নাই। *[(১৯৫০) ডিএলআর ৯০৫]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ও সহ-বিবাদী ঃ পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতি সহ-বিবাদীদের মধ্যেও কার্যকরী হইবে যদিও যাহার বিরুদ্ধে এই নীতির প্রয়োগ চাওয়া হইতেছে সে পূর্বতন মামলাটিতে মীমাংসিত বিষয়টির প্রতিবাদ জানায় নাই। তবে শর্ত হইতেছে, এইরূপ পক্ষ যদি পূর্বতন রায়ের দ্বারা বাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা অবশ্যই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য বিষয়টি পূর্বের মামলায় বিচার্য বিষয় হিসাবে নিরূপিত এবং মীমাংসিত হইয়াছিল। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৪০১]*

সহ-বিবাদীর মধ্যে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তনীতির প্রযোজ্যতার জন্য কয়েকটি পূরণীয় শর্ত

১। তাহাদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত ছিল ;
২। এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে যে, বাদীকে যথার্থ প্রতিকার প্রাদনের জন্যই এই সংঘাত এবং
৩। ঐ সংঘাত প্রশ্ন বিবাদীদের মধ্যে মীমাংসিত হইয়াছে। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৪০১]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ও ভাড়া মামলা ঃ ভাড়াটিয়ার ভাড়া পরিশোধের নির্দিষ্ট হার বর্ণনা করিয়া কোন মামলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা ঐ বিষয়ের উপর উত্থাপিত পরবর্তী মামলায় পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৭১) ২৩ ডিএলআর]*

ভাড়া মামলার কোন ডিক্রিও বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার মধ্যে শুধু বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে। কিন্তু ঐরূপ ডিক্রি তাহাদের মধ্যে স্বত্ব নির্ণয়কারী কোন নির্ধারক মানদণ্ড হিসাবে কাজ করিবে না। *[(১৯৭১) ২৩ ডিএলআর ২]*

যে পর্যন্ত না ইজারা অনুযায়ী ভাড়ার পরিমাণ পূর্বতন মামলায় উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছিল যে পর্যন্ত পূর্বতন মামলার ঐরূপ সিদ্ধান্ত পরবর্তী মামলায় রেস জুডিকাটা হইবে না। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ৮৫]*

সার্টিফিকেট অফিসারের সিদ্ধান্ত ঃ সার্টিফিকেট অফিসারের সার্টিফিকেট কার্যক্রম চলাকালে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের পূর্বে বিচার সিদ্ধান্ত নীতির প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করিবে না। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ১৭৭]*

'বিষয়' বলিতে কি বুঝায় ঃ ১১ ধারার আওতায় 'বিষয়' *(matter)* বলিতে এমন একটি বিষয় বুঝায় যাহা একপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং অপর পক্ষ মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহেন। *[(১৯৬৬) ১৮ ডিএলআর ৪৯৪]*

মামলার পক্ষ ঃ দুইটি মামলাই মামলার পক্ষদ্বয় যে একই থাকিবে এমন কোন আবশ্যকতা নাই। তবে প্রথম মামলায় যাহারা পক্ষ ছিল দ্বিতীয় মামলাতেও তাহাদের পক্ষ থাকিতে হইবে। এমনকি তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মানুষও হইতে পারে। *[(১৯৬৬) ১৮ ডিএলআর ৪৯৪]*

আদালতের যোগ্যতা ঃ আগেই বলা হইয়াছে, পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের প্রযোজ্যতার জন্য আদালতের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি মামলারই বিচার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ যেই আদালত প্রথম মামলাটি বিচার করিয়াছে সেই আদালতকেই দ্বিতীয় মামলাটিও বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিতে হইবে। অন্যথায় পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতি প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ২১]*

তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মামলার বিষয়বস্তুর পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধি আদালতকে অযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করিবে না। অর্থাৎ একটি মামলার বিষয়বস্তুর যেই মূল্য ছিল পরবর্তীতে দ্বিতীয় মামলার সময় স্বাভাবিকভাবেই সময়ের ব্যবধানে ঐ বিষয়বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এইরূপ বৃদ্ধির কারণে প্রথমোক্ত আদালতকে পরবর্তীতে অযোগ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৮৯]*

ব্যাখ্যা ৪। পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতিমালা এবং ১১ আদেশের ১ নিয়ম অনুসারে মামলার বিতর্কিত বিষয়বস্তুসমূহ যদি এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, যাহা মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিবার ভিত্তি রচনা করে তবে তাহাদের একটিমাত্র মোকদ্দমার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

দ্বিতীয় মামলাটি এই ধারার ব্যাখ্যা ৪ দ্বারা প্রভাবিত এই মর্মে যে, উহার বিষয়বস্তু প্রথম মামলা বিষয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ১৮]*

জারি কার্যক্রম কোন আপত্তি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উত্থাপন করিতে হইবে ঃ সাব্যস্ত দেনাদার জারি কার্যক্রমে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে চাহিলে তাহা যথাসম্ভব কোন বিলম্ব ব্যতিরেকে তাড়াতাড়ি উত্থাপন করিতে হইবে *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ১৪৭]*। যেমন দেনাদারকে ২১ আদেশের ৬৬ নিয়মের অধীনে নোটিস প্রদান করা সত্ত্বেও সে আদালতে উপস্থিত হইল না। আদালত সম্পত্তি বিক্রির আদেশ জারি করিলেন। বিক্রির দুই দিন পূর্বে দেনাদার ৪৭ ধারার আওতায় জারি কার্যক্রমে আপত্তি জানাইয়া একটি বিবিধ মোকদ্দমা দায়ের করিলেন এবং ত্রুটিজনিত কারণে মোকদ্দমাটি খারিজ হইয়া গেল এবং ১৫১ ধারার আওতায় মোকদ্দমাটি পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাও

ব্যর্থ হইল। দেনাদার আবারও ঐ একই আপত্তি জানাইয়া ৪৭ ধারার আওতায় বিবিধ মোকদ্দমা করিল। এখানে ৪৭ ধারার আওতায় আনীত দুইটি মামলাই পরোক্ষ দোবারা নীতি দ্বারা বারিত। *[(১৯৫৬) ৮ ডিসিআর ১৪৭]*

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৭ ধারা অধ্যাদেশ ৪৮/১৯৮৩ দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে।

পরোক্ষ দোবারা নীতির সম্প্রসারণ ঃ ইহা এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে, ১১ ধারার শর্তাবলী কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সরাসরি কিংবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রয়োগ করিলেও দোবারা নীতিটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইহার পরিধি কিছুটা সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। এই পরোক্ষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ইহাই যে, যাহাতে মামলার বহুতা নিবারণ ও চূড়ান্ততা অর্জন সম্ভব হয়। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৪২]*

প্রতিবন্ধ নীতি *(Doctrine of Estoppel)* ঃ পরোক্ষ দোবারা নীতি প্রকৃতপক্ষে এবং মূলগতভাবে প্রতিবন্ধ নীতির সদৃশ। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর ৩৭৪]*

রীট কার্যক্রমে দোবারা নীতি ঃ কোন বিশেষ প্রশ্ন যাহা আগের রীট কার্যক্রমে উত্থাপিত হয় নাই, পরবর্তী কার্যক্রমে উহার উত্থাপন পরোক্ষ দোবারা নীতির দ্বারা বারিত। *[(১৯৭৫) ১৭ ডিএলআর ৫৪২]*

২১ আদেশের ১১ নিয়মের অধীনে ডিক্রিহোল্ডার কোন আবেদন করিবার পর যদি দেনাদারের আপত্তি শুনানির মাধ্যমে উহা মীমাংসিত হয় এবং একই আদেশের ৫৪ নিয়মের আওতায় দেনাদারের সম্পত্তির ক্রোক পরোয়ানা জারি হয় তাহা হইলে সাধারণভাবে দেনাদার আবেদন শুনানির সময় যে আপত্তি উত্থাপন করে নাই এমন কোন আপত্তি পরবর্তীতে উত্থাপন করিতে পারিবে না। *[(১৯৫৯) ১১ ডিএলআর ১৫১]*

দোবারা নীতি কখন সমর্থন করা যায় না ঃ রায় প্রদত্ত কিন্তু ডিক্রি বহির্ভূত কোন প্রতিকার অর্থাৎ এমন কোন প্রতিকার যাহা রায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু ডিক্রি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অস্বীকৃত প্রতিকার বলিয়া ধরা যাইবে না। সুতরাং এই ধারার ব্যাখ্যা ৫ এখানে প্রযোজ্য নহে যাহার ফলে দোবারা এখানে সমর্থন করা যায় না। *[(১৯৬৩) ১৫ ডিএলআর (এসসি) ১৭২]*

দোবারা দোষ ও চূড়ান্ত স্বীকৃতি *(Res judicata & Estoppel)* ঃ কতিপয় দিক দিয়া দোবারা দোষ চূড়ান্ত স্বীকৃতির নীতির সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই দুইটি ভিন্ন জিনিস বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রথমোক্তটি ইতিপূর্বে নিষ্পত্তিতে কোন বিষয়ে আদালতকে একেবারেই কোন তদন্ত করিতে বা প্রশ্ন করিতে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে শেষোক্তটি কোন পক্ষকে কোন তদন্ত সমাপ্তির পরে তাহার পূর্ববর্তী ঘোষণা বা কাজ অস্বীকার করিয়া তাহার অবস্থান পরিবর্তন করিতে নিষেধ করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, দোবারা দোষ কেবলমাত্র একটি সাক্ষ্যের নিয়ম *[(১৯৬৯) ১৩ ডিএলআর (এসসি) ১০৫]* এবং উহা আদালতের এখতিয়ার উচ্ছেদ করে। পক্ষান্তরে চূড়ান্ত স্বীকৃতি কেবলমাত্র কোন পক্ষের মুখবন্ধ করা ব্যতীত অধিক কিছু করে না। কোন ব্যক্তি এক সময় একটি কথা বলিবে এবং অপর সময় অন্য একটি কথা বলিবে, তাহা সমর্থন করা যায় না — চূড়ান্ত স্বীকৃতির নীতি ইহার অধিক কিছু বুঝায় না। অপরদিকে দোবারা দোষের নীতিটির মূলকথা হইল, কোন ব্যক্তিকে একই বিষয়ে একাধিকবার বিচার করা যাইবে না *[এআইআর ১৯৪২ কল ১২]*। দোবারা দোষের নীতি দ্বারা পূর্ববর্তী রায়ের সত্যতা চূড়ান্তভাবে মান্য করা হয়। পক্ষান্তরে চূড়ান্ত স্বীকৃতির নীতি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে পরবর্তীতে যাহা সত্য হিসাবে বলিতে চায় তাহা পেশ করিতে বারণ করে। *[১৬৯ আইসি ৪৩]*

সাধারণভাবে দোবারা দোষ ঃ দোবারা দোষের আপত্তি অত্র ১১ ধারার বিধান ব্যতীতও আইনের সাধারণ মূলনীতিতেও উত্থাপন করা যায় *[১২ আর ১৯৪২ কল. ১৬৯ ডিবি]*। দোবারা দোষের নীতি আদালতের এখতিয়ার খর্ব করে না, কিন্তু উহা মোকদ্দমাকে বারিত করে, যাহার অজুহাত কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে পরিত্যাগও করিতে পারে *[এআইআর ১৯২৯ পিসি ১১]*। অত্র ধারার উদ্দেশ্যে "পূর্ববর্তী মোকদ্দমা" বলিতে পূর্বেকার নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমা বুঝায়, যদিও উহা কার্যতঃ পরবর্তীতে দায়েরকৃত হইয়া থাকে। *[এআইআর ১৯২৯ কল. ১৬৩]*

যদি কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা আদালত একবার নাকচ করেন এবং একইরূপ কারণসমূহের পুনরায় অন্য একটি আবেদন দায়ের করা হয়, তবে আদালত পরবর্তী আবেদনপত্রটিও খারিজ করিতে দ্বিধা করিবেন না, কিন্তু যেক্ষেত্রে পরবর্তী নূতন আবেদনপত্রটি পূর্বে বিদ্যমান ঘটনা ও অবস্থা হইতে ভিন্নতর কোন তথ্য ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দাখিল করা হইয়া থাকে এবং উহার নির্ভর করা হয়, তখন পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে ইহা আদালত বিবেচনা করিতে পারেন কিনা সেই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। *[এআইআর ১৯২৯ কল. ৪৯৬ ডিবি]*

জারি কার্যক্রমে আদালত কর্তৃক গুণাগুণের *(Merits)* উপর কোন সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইলে তাহা দোবারা দোষের শক্তি লাভ করিবে এবং আদালত তাহা পুনরায় বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না *[পিএলডি ১৯৬৩ লাহোর ৫৬৬ ; ৯ ডিএলআর ৩৯৯]*। জারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরোক্ষ দোবারা দোষের নীতি প্রয়োগকালে ইহা অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তাহার বিপক্ষে উত্থাপিত দাবির প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে অবহিত ছিল এবং উক্ত দাবির বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাহার সুযোগও ছিল। *[পিএলডি ১৯৬৬ (এসসি) ৩৭৫]*

দোবারা দোষের নীতি যেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে ঃ দোবারা দোষের নীতিটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে বলিয়া ধরিতে হইবে ; যথা ঃ

১। যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আদেশটি পরবর্তী মোকদ্দমার সময় বলবত নাই। *[১৮ ডিএলআর (এসসি) ৩৪৫]*

২। যেক্ষেত্রে উহা যোগাযোগী বা প্রতারণামূলে প্রাপ্ত। *[এআইআর ১৯১৬ মাদ. ৮৮৬]*

৩। যেক্ষেত্রে উহা দোবারা দোষের মূলনীতির অপরিহার্য শর্তগুলি পূরণ করে না। *[এআইআর ১৯২৪ মাদ. ১৮৯ ডিবি]*

৪। যেই ক্ষেত্রে তামাদির প্রশ্ন নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু আবেদনপত্রটি ত্রুটির জন্য খারিজ (dismissed for default)। *[এআইআর ১৯২১ মাদ. ২৪৮]*

৫। যেক্ষেত্রে মোকদ্দমাটি গুণাগুণের উপর নিষ্পত্তি হয় নাই। পক্ষান্তরে অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটির জন্য খারিজ হয়। *[পিএলডি ১৯৭০ ঢাকা ২৩৩]*

৬। মোকদ্দমাটির না চালানোর জন্য খারিজ হয়। *[এআইআর ১৯৩৪ কল. ৬৬৪]*

৭। পুনরায় দায়ের করার শর্তে উঠাইয়া নেওয়া হইলে। *[এআইআর ১৯৩২ নাগ. ১ ডিবি]*

৮। প্রাথমিক কারণে আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যাত হইলে। *[এআইআর ১৯৩৭ কল. ২২৬]*

যদি ডিক্রি সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র কোন মোকদ্দমার পর্যায়ভুক্ত নহে, উক্ত আবেদনপত্রের উপর আদালত গুণাগুণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে তাহা দোবারা দোষের শক্তিলাভ করিবে *[এআইআর ১৯১৫ কল. ৬৯৬ ডিবি]*। কিন্তু পরবর্তী আবেদনপত্রটিতে মূলতঃ ভিন্ন ধরনের সংশোধন প্রার্থনা করা হইলে তাহা বারিত হইবে না *[এআইআর ১৯২৭ রেং. ৫৭]*। কোন রায় পুনর্বিবেচনার *(Review)* জন্য আবেদনপত্র গুণাগুণের উপর খারিজ হইয়া থাকিলে দোবারা দোষের সাধারণ নীতিতে একইরূপ কারণসমূহের ডিক্রির প্রার্থনায় কোন মোকদ্দমা বারিত হইবে *[এআইআর ১৯২৪ লাহোর ৯৫৪]*। পরিচালনার মোকদ্দমায় প্রদত্ত আদেশও সকল পক্ষগণের উপর বাধ্যতামূলক এবং তাহা দোবারা দোষের শক্তি লাভ করে *[এআইআর ১৯২৩ পিসি ২৫৩]*। বিভাগীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে *(Departmental Proceedings)* দোবারা দোষের মূলনীতি প্রযোজ্য নহে *[পিএলডি ১৯৬৮ লাহোর ৭৮৬ ডিবি]*। কোন মোকদ্দমায় পক্ষগণের অসংযোগের অভিযোগ *(Plea of non-joinder)* উপযুক্ত সময়ে উত্থাপন করা উচিত থাকা সত্ত্বেও যদি তাহা না করা হইয়া থাকে, তবে পরবর্তী পরোক্ষ দোবারা দোষে উহা বারিত হইবে। *[এআইআর ১৯২৬ কল. ৫১১ ডিবি]*

তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্ব দাবি *(Jus Tertii)* ঃ দুই পক্ষের মধ্যে কোন স্বত্বের মোকদ্দমায় তৃতীয় কোন পক্ষের স্বত্ব সম্পর্কিত দাবি উপস্থাপন করাকে তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্ব দাবি (Jus Tertii) বলা হয়। যেমন, ক খ-এর বিরুদ্ধে স্বত্বের মোকদ্দমা করিল, কিন্তু খ, গ-এর স্বত্ব সম্পর্কে দাবি পেশ করিল। ইহাই *(Jus Tertii)*-এর অভিযোগ। এইরূপ তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক স্বত্ব দাবির অভিযোগের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ কর্তৃক পরবর্তী কোন মোকদ্দমায় বা তাহার নিজস্ব ব্যক্তিদের কোন মোকদ্দমার দোবারা দোষের বাধাস্বরূপ হইবে না। *[এআইআর ১৯২৭ মাদ. ৮৪৪]*

কোন ফৌজদারী আদালতের একইরূপ বিচার্য বিষয়ের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া আদালতের পরবর্তী মোকদ্দমায় চূড়ান্তরূপ নহে এবং দোবারা দোষের বাধা হইবে না। *[পিএলডি ১৯১৭ করাচি ১১৮]*

দোবারা দোষ (রেস জুডিকাটা)

সার-সংক্ষেপ

দোবারা দোষের পরিধি ও সাধারণ নীতি ঃ পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের নীতিমালা তখনই কার্যকরী হইবে যখন হাইকোর্ট ডিভিশন তাহার রীট ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শপথনামা ও দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে। সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া নহে, মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করে। এই বিষয়গুলি অবশ্য সরকারী কাজের সহিত সম্পৃক্ত। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৪২]*

যদি যুক্তি দেওয়া হয় যে, দোবারা দোষ নীতিটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারা যেই শর্তানুযায়ী অঙ্গীভূত করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী যদি প্রযোজ্য না হয় (পরবর্তী মামলাটি গ্রহণ করিবার আর্থিক এখতিয়ার পূর্ববর্তী আদালতের ছিল না) তখন বিকল্প হিসাবে দোবারা দোষের (রেস জুডিকাটার) অনুরূপ সাধারণ নীতিটি অনুসরণ করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত সাধারণ নীতিটি প্রয়োগের ফলে একই বিচার্য বিষয় লইয়া পরবর্তী মামলাটি গ্রহণ যোগ্য ছিল না।

উচ্চতর ক্ষমতাবলে বাতিল করা হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঃ দোবারা দোষের সাধারণ নীতি প্রার্থনা হইয়াছে তখন পূর্ববর্তী মামলাটি মূলতঃ মামলা হিসাবেই গণ্য ছিল না কিন্তু বিশেষ এখতিয়ারে পরিচালিত আদালতের যেমন রাজস্ব অথবা ভূমি দখল আদালতের কার্যবিবরণীতে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি অথবা একই মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

যখন পূর্ববর্তী আদালত মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া হয়, পরবর্তীতে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার বিধান দ্বারা আকর্ষিত হইয়া এই মামলাটি বিচারার্থে পরবর্তী আদালতে গ্রহণ করা হয়। সেখানে দোবারা দোষের নিষেধ প্রযোজ্য। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ২১]*

স্বামী কর্তৃক আনীত দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের পূর্ববর্তী মামলায় স্ত্রী কর্তৃক আনীত বিবাহবিচ্ছেদের বর্তমান মামলায় আচরণের নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা চলিবে না। আমরা এখানে এইরূপ একটি নিষ্ঠুর আচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট যাহার সম্পর্কে স্বীকৃত আইনে ব্যাপক ভাবার্থ প্রদান করা আছে। সেই জন্য আমরা মনে করিতে পারি না যে, এই মামলায় নিষ্ঠুর আচরণের বিষয়টির বিচার পূর্ববর্তী মামলায় ডিক্রির কারণে নিষিদ্ধ হইবে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ২১]*

পূর্ব-বিচারকৃত কোন সিদ্ধান্ত যদি দোবারা দোষে বারিত (রেস জুডিকাটা) হয়, তবে পরবর্তী কোন ও ভিন্ন মামলায় ঐ সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া উচ্চ আদালতের কোন সিদ্ধান্তের কারণে সিদ্ধান্তটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

পূর্ববর্তী একটি নজির ভিন্ন মত বা বাতিল হইলেও পূর্ববর্তী মামলার পক্ষসমূহের মধ্যে অধিকারের সিদ্ধান্তটি পরবর্তী মামলায় উভয় পক্ষের উপর কার্যকর থাকিবে এবং তাহা দোবারা দোষে বারিত (রেস জুডিকাটা) হিসাবে কাজ করিবে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ১৯৬]*

দোবারা দোষ (রেস জুডিকাটা) ও আর্থিক এখতিয়ার ঃ যদি পূর্ববর্তী আদালতের মামলা পরিচালনা করার আর্থিক এখতিয়ারের অভাব থাকে সেইক্ষেত্রে দোবারা দোষের নীতি প্রযোজ্য নহে।

পূর্ববর্তী মামলার কোন সিদ্ধান্ত এই ধারার আওতায় আনিতে হইলে যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দরকার তাহার একটি হইল, যে আদালত আগের মামলা পরিচালনা করিয়াছে তাহার পরবর্তী মামলা পরিচালনারও এখতিয়ার থাকিতেই হইবে।

বর্তমান ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মামলাটি ছিল স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার অথচ পরবর্তী মামলাটি ছিল স্বত্ব ও দখলের জন্য। নিষেধাজ্ঞার একটি মামলার সিদ্ধান্ত নিতে দখলী স্বত্ব অবশ্যই নির্ধারণ করিতে হইবে। এই প্রশ্নে বাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাহার মামলা নাকচ হইয়া যায়। কিন্তু দখলী স্বত্বের এই রায় পরবর্তী দখলী স্বত্ব ঘোষণার মামলায় দোবারা দোষ হিসাবে কার্যকরী নহে। এই সহজ কারণে যে স্বত্ব ও দখলের পরবর্তী মামলা আর্থিক এখতিয়ারের অভাবে বিজ্ঞ মুন্সেফ মামলা পরিচালনা করিতে পারেন না। এইক্ষেত্রে দোবারা দোষের নীতিটি ভুলক্রমে প্রয়োগ করা হইয়াছে। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ৮৩]*

রেস-জুডিকাটা এবং জারিকরণের কার্যবিবরণী ঃ ডিক্রি জারিকরণ, (E. B. S. A. T. Act) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই সিদ্ধান্তটি পরবর্তী সকল সময়ের জন্য দোবারা দোষ (রেস জুডিকাটা) নহে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া এই নিষেধ অমান্য করা চলে।

পরবর্তী মামলা ইত্যাদি বিষয় বিচারকার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত আদালত ঃ পূর্ববর্তী আদালত যেই মামলাটি নিষ্পত্তি করিয়াছেন, পরবর্তী মামলা গ্রহণের আর্থিক এখতিয়ার তাহার না থাকিলেও সেইক্ষেত্রে দোবারা দোষের নীতি প্রযোজ্য হইবে না।

পূর্ববর্তী আদালত বিষয়টি বিচার করিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি সিদ্ধান্ত দিয়াছিল, তদুপরি সার্বিকভাবে পরবর্তী মামলা বিচারের ও ইহার উপযুক্ত এখতিয়ার থাকা আবশ্যক ছিল। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের পূর্ববর্তী মামলাটি সীমিত আর্থিক এখতিয়ারের মুন্সেফ আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দশ হাজার টাকা মূল্যমানে বর্তমান মামলাটি মুন্সেফ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় উহা সাব-জজের আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল, বিজ্ঞ মুন্সেফ স্পষ্টতঃই বর্তমান মামলাটি পরিচালনায় অনুপযুক্ত ছিল। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ২১]*

রেস জুডিকাটা ঃ অনুরূপ পরবর্তী মামলা পরিচালনার যোগ্য একটি আদালত

ব্যাখ্যা ৪। দোবারা দোষে বারিত ঃ রেস জুডিকাটার নীতি এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১১ নিয়ম ১ এই উভয়ের ফলাফল এই যে, যদি উভয় মোকদ্দমায় বিষয়বস্তুসমূহ এইরূপভাবে গঠিত হইয়া থাকে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে উহারা যথেষ্ট সহায়ক তবে এক মামলা দ্বারা উহাদের নিষ্পত্তি করা যায়।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার ব্যাখ্যা ৪-এর অধীনে বারিত হয়, যদি দ্বিতীয় মামলার বিষয়বস্তুটি সরাসরি বা বাস্তবিকভাবে পূর্ববর্তী মামলার বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করা যায়। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৪১৮]*

জারিকরণের কার্যবিবরণী

যেই সমস্ত আপত্তি জারিকরণের কার্যবিবরণীতে গ্রহণ করা হয় নাই তাহা দোবারা দোষ দ্বারা তামাদি ঃ সংশোধনের আদেশটি এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল কিনা এইরূপ প্রশ্ন যখন উথাপিত হয় এবং সেইহেতু একটি শূন্যতা অন্তর্নিহিত (পরোক্ষ)-ভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যদিও প্রত্যক্ষভাবে নহে। মামলাটির পূর্ববর্তী ধাপগুলি দোবারা দোষ নীতি দ্বারা দৃশ্যতঃই বাধাগ্রস্ত। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১৫৭]*

১১ ধারার বিধানসমূহ হুবহু প্রযোজ্য না হইলে অন্তর্নিহিত দোবারা দোষের নীতি সঠিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যায়।

ইহা এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে, যদিও ১১ ধারার বিধানগুলি আক্ষরিকভাবে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে প্রযোজ্য না হইলেও দোবারা দোষের নীতিটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইবে। কারণ সুপরিচিত নীতিটির উদ্দেশ্য হইতেছে, প্রতিটি মামলাই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে হইবে আর এইরূপ ক্ষেত্রে ১১ ধারার সকল শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজনীয় নহে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৪২]*

পূর্ববর্তী রীট আবেদনে একটি বিশেষ প্রশ্ন উথাপিত হয় নাই। উহা পরবর্তীকালে পক্ষদের মধ্যে একটি মামলার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত দোবারা দোষে বারিত হইয়াছে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৪২]*

জারিকরণের মামলা ঃ অন্তর্নিহিত রেস-জুডিকাটা

রেস জুডিকাটা বা দোবারা দোষ ঃ একটি বিষয় সরাসরি ও বাস্তবিকভাবে উভয় মামলায় ও কার্যবিবরণীর বিষয়বস্তু বলিয়া কেবলমাত্র দেখানোই দোবারা দোষের নীতি পরিচালনা আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট কিনা। যখন কোন নথিপত্রের এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখানো যায় না যে উভয় পক্ষ একই শিরোনামের অধীনে মামলা পরিচালনা করিতেছে। *[৪১ ডিএলআর ১৫৪]*

রীট আবেদনের কার্যবিবরণীতে, দোবারা দোষে রেস জুডিকাটার নিষেধ প্রযোজ্য। এই সাধারণ নীতিতে সে প্রতিটি মামলারই একটি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। *[৪২ ডিএলআর ১২৬]*

আদালত মামলার প্রাথমিক কোন পর্বে একটি বিষয়ের উপর এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফেলিলে পরবর্তী কোন পর্বে পক্ষগণকে সেই বিষয় পুনরুত্থাপন করিবার সুযোগ প্রদান করিবে না। *[৪২ ডিএলআর ৪১৬]*

১৯৪৮ সনের ১৩ আইনের ৫(১-ক) ধারা অধীনে দোবারা দোষের নিষেধাজ্ঞাটি নোটিস প্রদানের বিষয়টিকেও বারিত করে। *[৪০ ডিএলআর ৫৫৪]*

যদি বিরুদ্ধ রায়টি প্রকৃতপক্ষে মামলাটিরই সিদ্ধান্ত হয় এবং যদি ইহাই ডিক্রির মৌলিক অংশ হয়, তবে ইহা দোবারা দোষ হিসাবে গণ্য হইবে যদি প্রাসঙ্গিকভাবে করা হয়। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ৫৬]*

রেস জুডিকাটা বা দোবারা দোষ কি ঃ একটি খারিজকৃত মামলার বিচারের একটি বিরুদ্ধ রায়, বিশেষতঃ যখন মামলার রায়টি মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এবং এই রায়টির বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন আদালতে অভিযোগ আনা যায়, তখন উহা দোবারা দোষে বারিত হয়। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ৫৬]*

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, একটি সিদ্ধান্ত সহ-বিবাদীদের বিরুদ্ধে ও দোবারা দোষ হইতে পারে যদি তাহাদের মধ্যে বিবাদ থাকে। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ৫৬]*

ব্যাখ্যা ৫। দোবারা দোষ ঃ অন্তর্নিহিত রেস জুডিকাটা দুইটি মামলা ; প্রথমটি ছিল, স্বত্ব ঘোষণার এবং দ্বিতীয়টি ছিল, স্বত্ব ঘোষণা ও দখল পুনরুদ্ধারে মামলা। দ্বিতীয় মামলাটি ১১ ধারার ব্যাখ্যা ৫ দ্বারা বারিত হইবে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ৫৭]*

প্রাথমিক বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত ঃ রেস জুডিকাটা সংক্রান্ত প্রশ্ন এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মামলা প্রাথমিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং অগ্রক্রয়াধিকারী বিপক্ষের সহ-অংশীদারদের পদমর্যাদা সম্বন্ধীয়

বিষয়গুলির উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। তাই যখন একটি বিচার্য বিষয় উত্থাপন করা হয় কিন্তু সেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় না তখন ইহা দোবারা দোষ হিসাবে গণ্য করা যায় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ম) ঃ দোবারা দোষ বর্তমান মামলাটিতে বাদী তাহার নিজের অংশ নির্ধারণের বিষয়টি উত্থাপন করে নাই যেমনটি প্রাথমিক ডিক্রির ক্ষেত্রে হইয়াছিল। কিন্তু এখন জালিয়াতির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদানের সমস্ত শেয়ারের প্রকৃত বিলিব্যবস্থাটির উপর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। '*Rule of finality*' (চূড়ান্ততার নিয়ম) প্রার্থনা এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

দোবারা দোষের নীতিটির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র নূতন রায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা নহে। তাহা ব্যতীত একটি নূতন তদন্তেও বাধা দেওয়া। যাহাতে একই ব্যক্তিকে এক প্রশ্নে বিভিন্ন মামলায় বারবার হয়রানি করা না যায়। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

একটি প্রশ্ন গুণাগুণের উপর *Writ Petition*-এ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যাহা পরবর্তী মোকদ্দমায় একই পক্ষগণের মধ্যে দোবারা দোষের কারণে পুনঃ উত্থাপন করিতে পারে না। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ২৪৯]*

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার এবং বন্টনের মোকদ্দমার প্রার্থীত প্রতিকার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এবং একটি হইতে অপরটি পৃথক ও পরিচ্ছন্ন, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার ফলাফল পরবর্তী বন্টনের মোকদ্দমায় দোবারানীতি কার্যকর হইবে না, যাহাতে পক্ষগণের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে। *[১৫ বিএলডি (এইচডি) ৩২৫]*

যখন দুই মোকদ্দমার কার্যকারণ ও বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন একটি মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত অপর মোকদ্দমাতে রেসজুডিকাটা (দোবারা) হইতে পারে না। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৯৬]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার বিধান আকৃষ্ট করিতে অবশ্যই পূর্বোক্ত মোকদ্দমার বিচার্য বিষয়সমূহ এবং পরবর্তী মোকদ্দমার বিচার্য বিষয়সমূহ এক হইতে হইবে, মোকদ্দমাগুলি একই পক্ষগণের মধ্যে এবং একই ঘটনার বিষয়ে হইতে হইবে এবং পূর্বোক্ত মোকদ্দমাটি অবশ্যই চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইতে হইবে। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৫৪৯]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১(ডি) ঃ দোবারা প্রশ্ন আরজি পাঠে সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় না এবং মোকদ্দমা বিচারকালে নেওয়া উচিত। *[২০ বিএলডি (এডি) ৮২]*

দোবারা মতবাদ বিশেষ ধরনের স্বীকৃতি, ইহা আইনে প্রতিবন্ধক যে, একই মোকদ্দমার পক্ষগণকে পরবর্তীকালে একই প্রশ্ন পুনঃমামলা করিতে দেওয়া উচিত নহে, এমনকি যদিও ভুল হইয়া থাকে। যদি ইহা ভুল হয়, অবশ্যই আপীলের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রতিবাদ করিতে পারে। সমগ্র দোবারা মতবাদই আইনের নীতিভিত্তিক বিবেচ্য। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ৩৪৭]*

উভয় মোকদ্দমার পক্ষগণ ও বিষয়বস্তু এক এবং বিচার্য বাদীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পূর্বোক্ত মামলাতে দেওয়া লিখিত বর্ণনার বিবৃত বিবরণ এবং পরবর্তী মামলার আরজির বস্তুগত ঘটনাবলী এক এবং বিচার্য বিষয়টি পূর্বোক্ত মামলায় উঠানো হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় আলোচনায় পূর্বোক্ত মোকদ্দমায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং বিচার আদালতের ডিক্রি এই আদালত কর্তৃক যথারীতি বলবত করা হইয়াছে এবং তদবস্থায় মোকদ্দমাটি দোবারা দোষে বারিত। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ১৭৯]*

ধারা ১১ ঃ রেস জুজিকাটা ঃ রেসজুডিকাটার মূলনীতি সম্পর্কে সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নাই। রেস জুডিকাটা সংক্রান্ত মূলনীতি দেওয়ানী কার্যবিধিতে পাওয়া যায় যাহা দেওয়ানী প্রকৃতির বিরোধ সংক্রান্ত রীট আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এই মূলনীতি রীট সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না তার সারমর্ম ব্যতিরেকে।

[এম সেলিম উদ্দিন, এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বনাম বাংলাদেশ ; ৫৭ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ১৭১]

ধারা ১১ ঃ বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভ্রমাত্মকভাবে রেস জুডিকাটা নীতির উপর আকৃষ্ট হইয়াছেন। কেননা, যদিও বর্তমান মোকদ্দমাটি একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা কিন্তু যে আপীলটি ভূমি আপীল বোর্ডে বিচারাধীন আছে তা দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা নহে। *[গোলাম হোসাইন সিকদার বনাম ডেপুটি কমিশনার ; ৫৭ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৫৯৮]*

ধারা

১২। পুনরায় মামলা করার বাধা ঃ

যখন কোন বিধি অনুসারে কোন বিশেষ কারণে বাদী কর্তৃক পুনরায় মামলা দায়ের করা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন যে আদালতের প্রতি এই আইন প্রযোজ্য, সেইরূপ কোন আদালতে তিনি সেই একই কারণে পুনরায় মামলা দায়ের করিতে পারিবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কতিপয় ক্ষেত্রে মামলা করাতে আইনগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে ; সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মামলা করা যায় না। দেওয়ানী কার্যবিধির দ্বিতীয় আদেশের ২ নিয়মে বলা হইয়াছে, সমগ্র দাবি মামলার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা যদি না করা হয় তবে দাবির কোন অংশ লইয়া পরবর্তীতে মামলা করা যাইবে না। নবম আদেশের ৯ নিয়মে বলা হইয়াছে, বাদীর ত্রুটির দরুন তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে পুনরায় মামলা চলিবে না। দ্বাবিংশ আদেশের ৯ নিয়মে বলা হইয়াছে, ঐ আদেশ অনুসারে কোন মামলা খারিজ হইলে বা নষ্ট হইয়া গেলে একই কারণে পুনরায় মামলা করা যাইবে না। ত্রয়োবিংশ আদেশের ১ নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালতের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বাদী যদি মামলা প্রত্যাহার করে তবে সে পুনরায় মামলা করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

এখতিয়ারবিহীন আদেশ ঃ কোন ব্যক্তি প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা কিংবা আদালতের এখতিয়ারহীনতার কারণে আদালতের রায়, ডিক্রি অথবা আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিতে চাহিলে, তাহাকে রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদানকারী আদালতের নিকট আবেদন করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন নূতন মামলা চলিবে না। সুতরাং সাংবিধানিক অধিক্ষেত্রে প্রদত্ত হাইকোর্টের কোন আদেশকে দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না।

[পিএলডি ১৯৮৩ (এসসি) ৪৬]

ধারা

১৩। বিদেশী রায় কখন চূড়ান্ত নহে ঃ

কোন বিদেশী আদালত কোন বিষয় বিচার করিলে এবং তাহা একই পক্ষসমূহ অথবা তাহাদের সূত্রে এক বা একাধিক স্বত্ব দাবিকারীর মধ্যে একই বিষয় সম্পর্কিত মামলা হইলে বিদেশী আদালতের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ; তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এইরূপ রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না ঃ

(ক) যে আদালত রায় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার যথাযথ এখতিয়ার না থাকিলে ;

(খ) মামলার গুণাগুণের ভিত্তিতে রায় দেওয়া না হইলে ;

(গ) আন্তর্জাতিক আইনের ভুল ব্যাখ্যা অথবা মামলাটির প্রতি প্রযোজ্য বাংলাদেশী আইন অস্বীকার করিয়া রায় প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া কার্যক্রম হইতে প্রতীয়মান হইলে ;

(ঘ) যে মামলায় রায় প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে অনুসৃত পদ্ধতি ও কার্যক্রম ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হইলে ;

(ঙ) প্রবঞ্চনা মারফত রায় সংগ্রহ করা হইলে ;

(চ) বাংলাদেশী আইনের বিরোধী কোন দাবি রায়ে স্বীকার করা হইলে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী রায় কখন চূড়ান্ত নহে তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। এই কার্যবিধির ২ ধারায় বিদেশী আদালত এবং বিদেশী রায় সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। 'বিদেশী আদালত' বলিতে এমন আদালত বুঝায়, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত, বাংলাদেশে যাহার কোন কর্তৃত্ব নাই এবং যাহা সরকার স্থাপন করেন নাই বা বহাল রাখেন নাই। বিদেশী রায় বলিতে বিদেশী আদালতের রায় বুঝায়।

সাধারণতঃ বিদেশী রায়ের পক্ষদের মধ্যে যেই সমস্ত বিষয় একবার বিচারের নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই সমস্ত বিষয়ে পুনরায় পক্ষদের অথবা তাহাদের স্থলবর্তীদের মধ্যে মামলা চলে না, রেস জুডিকাটা দোষ বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এই বিধিতে তাহার ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিদেশী রায়ের বলবতযোগ্যতা ঃ বিদেশী রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত সম্মতিমূলক ডিক্রি প্রদান করিলে উহা বলবতযোগ্য। *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ৩০৫]*

বিদেশী রায়ের চ্যালেঞ্জ ঃ কোন বিদেশী রায়ের চূড়ান্ততা বা নির্ভরযোগ্যতা কোন প্রশ্ন ১৩ ধারার আওতায় হাইকোর্টে উথাপন করা যায়। এই ধারার "কোন বিষয়" ধারণাটি আইন ও তথ্য সংক্রান্ত উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য।

[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১২৯]

বিদেশী রায় কখন চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয় নেওয়া যায় না ঃ কোন বিদেশী রায় এখতিয়ারবিহীন কোন আদালত কর্তৃক কিংবা আন্তর্জাতিক আইনের কোন আপাতঃ ভুল মতবাদের উপর প্রদত্ত হইলে সেই বিদেশী রায়কে চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় না। একইভাবে সাধারণ সুবিচারের নীতিমালা কিংবা দেশে প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন বা অস্বীকৃতিমূলক কোন বিদেশী রায়ও চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (এসসি) ৩৩৪]*

পারস্পরিক চুক্তি ঃ যেই দেশে বিদেশী রায় অনুসরণ করা হইবে সেই দেশের সহিত বিদেশের কোন পারস্পরিক চুক্তি না থাকিলে ঐ বিদেশী রায় দেশী আদালতে কার্যকরী করা যায় না। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি থাকিলেই কেবল এইরূপ ডিক্রি কার্যকরী হইবে। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ২৭২]*

বিদেশী রোয়েদাদনামা ঃ কোন সার্বভৌম দেশের রায় ঐ সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া ঐ দেশের সমস্ত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পালিত বা কার্যকরী হইতে বাধ্য। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় ঐ রায় অন্যান্য দেশেও কার্যকরী হইতে পারে। তবে তাহার জন্য এই রায়ের অবশ্যই চূড়ান্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে, কোন দেশের আইনের সহিত ইহার কোনরূপ বৈসাদৃশ্য বা সংঘর্ষ থাকিতে পারে না। *[এআইআর ১৯৬৪ এসসি ৫৩৮]*

গুণাগুণের ভিত্তিতে রায় প্রদান ঃ বিদেশী রায় অবশ্যই মামলার গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক প্রদত্ত হইতে হইবে *[৭৪ আইএ ২০৩]*। ইংল্যাণ্ডের আদালত বিবাদীর প্রশ্নাবলীর উত্তরদানে ব্যর্থতার পরেও রায় প্রদান করিলে উহাকে মামলার গুণাগুণের উপর প্রদত্ত রায় বলা যায় না *[৩৯ এম ৯৫]*। একটি একতরফা ডিক্রিও গুণাগুণভিত্তিক প্রদত্ত হইতে পারে যদি কিনা উহা কিছু সাক্ষ্য সন্নিবেশিত করা হয়। *[এ ১৯৫৯ করাচি ২০৩]*

ধারা ১৩ এবং ৪৪-ক ঃ বিদেশী কোন ফার্মের (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান)-এর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি কার্যকরী করিবার বিষয়ে বিধিনিষেধের ওজর — এইরূপ যুক্তি প্রদান করা হইয়াছে যে, আদালত কর্তৃক কখনো নিষ্ফল ডিক্রি জারি করা উচিত নহে। কেননা বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে কোন পারস্পরিক একরারনামা নাই।

সিদ্ধান্ত ঃ এই সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩ ও ৪৪ (ক)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৩ ধারা বিদেশী রায়ের সম্পর্কে সেই পর্যন্ত চূড়ান্ত বিধান প্রদান করে যেই পর্যন্ত এদেশের আদালতগুলো সংশ্লিষ্ট। ৪৪-ক ধারায় যুক্তরাজ্যের এবং অন্যান্য পারস্পরিক এলাকাগুলির আদালত দ্বারা জারিকৃত ডিক্রি কার্যকরী করা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ধারা দুইটি এক সঙ্গে পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় যে, এই দেশের পৌর আদালতগুলির মামলা গ্রহণ করিতে এবং ডিক্রি প্রদান করিতে কোন প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না, যদিও ডিক্রিগুলো যুক্তরাজ্য ব্যতীত অন্য যেকোন বিদেশী রাষ্ট্রের কার্যকরী করার জন্য প্রদান করা হইয়া থাকে। ৪৪-ক ধারা এই বিধান দেয় যে, এদেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশের রাষ্ট্রটির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি (Agreement) অবশ্যই থাকিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান মামলার নথিপত্রে এমন কিছু নাই এবং কোন পক্ষই আমাদের সম্মুখে এমন কিছু তুলিয়া ধরিতে পারে নাই যাহাতে দেখা যায় যে, এখানে একটি পারস্পরিক চুক্তি আছে অথবা নাই। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তিটির আমরা কোন সারবত্তা দেখিতে পাই না।

এই মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া যথেষ্ট যে, বিচারকারী আদালতের এই মামলা পরিচালনার এখতিয়ার আছে। *[২৯ ডিএলআর (১৯৭৭) ২৭২]*

ধারা

১৪। বিদেশী রায় সম্পর্কে অনুমান ঃ

কোন আদালতে বিদেশী রায়ের সহিমোহরকৃত নকল বলিয়া কথিত কোন দলিল পেশ করা হইলে এবং বিপরীত কোন প্রমাণ নথিতে না পাওয়া গেলে আদালত ধরিয়া লইবেন যে, রায়টি উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতই প্রদান করিয়াছেন ; তবে সংশ্লিষ্ট আদালতের এই ব্যাপারে এখতিয়ার ছিল না বলিয়া প্রমাণ করা হইলে অনুমানটি বাতিল করা যাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী রায় সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়াই নিয়ম ; বিপরীত কিছু প্রমাণ হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। বাংলাদেশের আদালত বিদেশী রায়ের গুণাগুণ বিচার করিতে পারে না। বিদেশী রায় ও ডিক্রির সহিমোহরকৃত নকল দাখিল করিয়া বিদেশী রায় ও ডিক্রি প্রমাণ করিবার বিধান এই বিধিতে রহিয়াছে। সহিমোহরকৃত নকল দাখিল হইলে বাংলাদেশের আদালত ধরিয়া লইবেন যে ঐ রায় ডিক্রি উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন বিদেশী আদালত কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছিল। সাক্ষ্য আইনের বিচার অনুযায়ী বিদেশী রায় ও ডিক্রি সম্পর্কে এই জাতীয় অনুমান খণ্ডনযোগ্য।

আদালতের যোগ্যতার অনুমান ঃ বিদেশী কোন ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের রায়কে সাধারণভাবে উহা যোগ্য আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে। অতএব এই রায়ের কোন যথার্থতা প্রতিপাদন সাপেক্ষে আদালতে দাখিল করা হইলে উহাকে যোগ্য আদালতের রায়ের মর্যাদা দেওয়া হইবে এবং ইহা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাইতে পারে *[এআইআর ১৯৪২ বোম্বে ৩৯৯]*। কিন্তু এইরূপ রায়ের গ্রহণযোগ্যতা একটি কারণে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ; যেমন, রায় প্রদানকারী আদালতের এইরূপ রায় প্রদানের এখতিয়ার ছিল না। *[পিএলডি ১৯৫৭ (ডব্লিউপি) করাচি ৯৩৩]*

সুতরাং এই প্রমাণ করিয়া মামলার পক্ষ আদালতের এখতিয়ার মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারে ; যেমন, (১) যেই দেশে রায় ঘোষিত হইয়াছে সে দেশের সে বাসিন্দা ছিল না, অথবা (২) যেই সময় মামলা দায়ের করা হইয়াছে সেই সময় সে ঐ দেশে ছিল না অথবা (৩) সে ঐ আদালতের নিকট ঐ মামলা দায়ের করে নাই।

[পিএলডি ১৯৫৭ (ডব্লিউপি) করাচি ৯৩৩]

মামলার স্থান

ধারা

১৫। যেই আদালতে মামলা দায়ের করিতে হইবে ঃ

প্রত্যেক মামলা উহা বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন নিম্নতম পর্যায়ের আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোন আদালতে দেওয়ানী মামলা দাখিল করিতে হইবে, সেই বিষয়ে এই ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশে দেওয়ানী মামলা বিচার করিবার জন্য তিন পর্যায়ের আদালত আছে। এইগুলি হইতেছে ঃ (১) জেলা জজের আদালত, (২) সাব-জজের আদালত এবং (৩) সহকারী-জজের আদালত।

জেলা জজ এবং সাব-জজ যেকোন মূল্যের মামলার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু জেলা জজ উচ্চ পর্যায়ের বিচারক, সেইহেতু তাহার আদালতে মামলা দাখিল না হইয়া সাব-জজের আদালতে মামলা দায়ের হয়। একটি বিশেষ অংশের অর্থ পর্যন্ত যে মামলার দাবি, তাহা সাব-জজ এবং সহকারী জজ বিচার করিতে পারেন ; কিন্তু যেহেতু সাব-জজ উচ্চ পর্যায়ের বিচারক সেইহেতু এই মূল্যের মামলা তাহার আদালতে দাখিল না করিয়া সহকারী জজের আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দবির সাবেতের বাড়িতে ভাড়া থাকে। ভাড়া বাবদ সাবেত দবিরের নিকট চার হাজার টাকা পায়। দবির টাকা না দেওয়ায় সাবেত মামলা করিতে চায়। সে কোন্ আদালতে মামলা করিবে ? এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, সে নিম্নতম পর্যায়ের আদালতে মামলা করিবে। এইক্ষেত্রে যদিও জেলা জজ, সাব-জজ এবং সহকারী জজ ঐ চার হাজার টাকার মামলা বিচার করিতে পারেন, তবুও মামলাটি সহকারী জজের আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

এই ধারায় আর্থিক এখতিয়ারের কথা বলা হইয়াছে। স্বত্বের মামলায় বা জমির দখল উদ্ধারের মামলায় সম্পত্তির মূল্য আদালতের এখতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কিছু কিছু মামলা আছে যাহাতে চূড়ান্তভাবে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে ; সেই সমস্ত মামলায় বাদী নিজেই মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে এবং এই মূল্য নির্ধারণ যতই খেয়ালী হউক না কেন আদালত এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবেন না।

এখতিয়ার এবং কোর্ট ফি-এর জন্য মূল্যায়ন ঃ কোর্ট ফি-এর জন্য এবং এখতিয়ারের জন্য সাধারণতঃ একই মূল্যায়ন হইয়া থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রে কোর্ট-ফি-এর জন্য যে মূল্যায়ন তাহা এখতিয়ারের জন্য মামলার মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রণ করে না। জমিতে শুধুমাত্র স্বত্ব ঘোষণার মামলায় একটি নির্দিষ্ট কোর্ট ফি দিতে হয়। কিন্তু আদালতের এখতিয়ারের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট জমির মূল্য আরজিতে বলিতে হয়।

বাটোয়ারার মামলা ঃ বাটোয়ারার মামলায় যে শরীক এজমালি সম্পত্তি হইতে তাহার অংশ বাহির করিয়া লইবার জন্য মামলা করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি তাহার অংশের মূল্য দ্বারা মামলার মূল্যায়ন করিবেন এবং কোন্ আদালতে মামলা হইবে তাহা ঐ মূল্যায়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫ ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে, উচ্চ আদালতকে নিম্ন আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার বিচার করা হইতে বিরত রাখা। ধারাটি প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে, অধিক্ষেত্র নহে *[৬ মাদ. ১৯১ (ডিবি)]*। মামলা কোন্ আদালতে সর্ব প্রথম দায়ের করিবে উহার একটি মূলনীতি প্রদান করাই এই ধারার উদ্দেশ্য *[এআইআর ১৯২৮ লাহোর ২৯৭]*। যখন উচ্চ এবং নিম্ন দুইটি আদালতই একটি মামলা গ্রহণ করিবার সমসাময়িক ক্ষমতা রাখে, তখন যেই আদালত নিম্নস্তরের উহাকেই মামলাটি গ্রহণ করিতে হইবে *[১৪ ডিএলআর ৭৮০]*। অন্যথায় অনেক ক্ষেত্রে এই বিধিতে বর্ণিত আপীলের শর্তাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে এবং উচ্চ আদালতের ঝামেলা বাড়িবে।

[১০ ডিএলআর ৬৩২]

আদালতের বিচার ক্ষমতা নির্ণয় ঃ কেবলমাত্র যোগ্য আদালতেই কোন মামলা দায়ের করা চলে। আদালতের কোন মামলা বিচার করিবার যোগ্যতা আছে কিনা তাহা আরজিতে বর্ণিত দাবি ও প্রতিকারের ভিত্তিতেই নির্ণীত হইবে।

[পিএলডি ১৯৫৯ (ডব্লিউপি) করাচি ১০৪]

কিন্তু বাদী আরজিতে মিথ্যা বর্ণনা দিয়া কোন আদালতকে বিচার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে না *[পিএলডি ১৯৫৪ লাহোর ৭৪৫]*। আদালতের বিচার ক্ষমতা মামলা দায়ের করিবার পূর্বে ঘটিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়, মামলা দায়ের করিবার পরে যে প্রতিরক্ষামূলক জবাব দেওয়া হয় উহার ভিত্তিতে নহে।
[এআইআর ১৯৬৫ এলাহাবাদ ৩৭৯ (এফবি)]

যে আদালতের কোন মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে উহার ঐ মামলা সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে *[২৭ ইণ্ড এপিপি ২১৬ পিসি]*। কোন আদালতের কোন মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে কি নাই উহা বিচারকারী আদালত এবং আপীল আদালত উভয়ের নিকটই চ্যালেঞ্জ করা যায়।
[৮ ডিএলআর ১০০]

যে সম্পত্তির জন্য মামলা করা হইয়াছে উহার মূল আদালতের এখতিয়ারের চাইতে বেশি ছিল এই মর্মে উত্থাপিত কোন আপত্তিতে এই বলিয়া এক তরফা ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না, যে আদালত তাহার অধিক্ষেত্রের বাইরে এই ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বরং ইহা তাহার এখতিয়ারের আওতায় ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোন পরবর্তী মামলার দ্বারা উত্থাপন করা যায় না।
[পিএলডি (১৯৬০) ডব্লিউপি (করাচি) ১৫৫]

মামলার সন্তোষজনক মূল্য নির্ধারণ যেখানে অসম্ভব ঃ যেখানে প্রার্থিত প্রতিকারের যথার্থ মূল্যবান টাকার অংকে নিরূপণ করিবার কোন বৈষয়িক মানদণ্ড পাওয়া যাইতেছে না সেইখানে বাদীকেই তাহার ইচ্ছানুযায়ী ঐ মূল্যমান নির্ধারণের বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বাদী কর্তৃক এই নিরূপিত মূল্যকে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আদালতের নাই, সে নিরূপণ যতই খেয়ালখুশীমত বা স্বেচ্ছাচারী হউক। *[৬ ডিএলআর ৪৬৬]*

কিন্তু প্রধান প্রতিকার হইতে নিঃসৃত যদি কোন আনুষঙ্গিক প্রতিকারের মূল্যায়ন সম্ভবপর হয় তাহা হইলে উহাই আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। যেমন, দত্তক গ্রহণে বৈধতার ঘোষণা চাহিয়া যদি কোন মামলা করা হয় এবং সেই মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার যদি দত্তক পুত্রের স্বত্বাধিকারী কোন সম্পত্তিকে সংশ্লিষ্ট করে, তাহা হইলে ঐ সম্পত্তির বাজার মূল্যই আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে। *[এআইআর ১৯২৭ মদ্রাজ ৫৬৩]*

একইভাবে, কোন দলিলের বাতিলকরণ বা রেজিস্ট্রেশন চাহিয়া মামলা করিলে ঐ দলিল দ্বারা প্রভাবিত স্বার্থ অনুযায়ীই এখতিয়ার নির্ধারিত হইবে। *[এআইআর ১৯২৪ মদ্রাজ ৮৪]*

হাইকোর্ট কর্তৃক রিভিশন অস্বীকার ঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৫৩-খ ধারার আওতায় কোন রিভিশন জেলা আদালতে দাখিল না করিয়া হাইকোর্টে করা হইলে হাইকোর্ট ঐরূপ রিভিশনের আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইবে। ইহার নীতি হইতেছে, কোন বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা যখন সমসাময়িকভাবে দুইটি আদালতেরই রহিয়াছে, তখন বিষয়টি নিম্নস্তরের আদালতেরই প্রথম দাখিল করিতে হইবে। *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ৬৩২]*

মামলার বেঠিক মূল্যায়ন ঃ বাদীকে যেইক্ষেত্রে মামলার মূল্য নিরূপণের সুযোগ দেওয়া হয় সেইক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্যই উহা তাহার জ্ঞান মতে সঠিক ও সরলভাবে নিরূপণ করিতে হইবে। আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া সে তাহার ইচ্ছামত কোন আদালতে মামলাটি দায়ের করিবার নিমিত্তে খেয়ালখুশীমত মামলার মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে না। *[এআইআর ১৯৩২ এলাহাবাদ ৪১ (ডিবি)]*

আরজিতে মিথ্যা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করিলে আদালত বাদীকে তাহার মূল্যায়ন যে সত্য তাহা প্রমাণ করিতে বলিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৪২ এলাহাবাদ ৬৫২]*

এখতিয়ার ও কোর্ট ফি-র জন্য মূল্য নিরূপণ ঃ বিপরীতভাবে অন্য কোন ব্যতিক্রম বিধি প্রণীত হইয়া না থাকিলে কোর্ট ফি এবং এখতিয়ারের জন্য মামলার একই রকম মূল্য হইবে *[১২ ডিএলআর ৩২৯]*। কিন্তু কোর্ট ফি-এর জন্য নিরূপণযোগ্য মূল্য আবশ্যকীয়ভাবে মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য নাও নির্ধারণ করিতে পারে *[এআইআর ১৯৪০ ক্যাল ৩৭৫ ডিবি]*। যেমন, রেহেন মুক্তির মামলা রেহেনগ্রহীতাকে প্রদেয় টাকার দ্বারাই আদায়ের এখতিয়ার নির্ধারিত হয়, রেহেন সম্পত্তির মূল্যানুসারে নহে *[পিএলডি ১০৪৭ (পিসি) ৩২২]*। একইভাবে, সম্পত্তির শুধু স্বত্বাধিকার ঘোষণার মামলায় সম্পত্তির মূল্যই আদালতের এখতিয়ার নির্ণয় করে। *[৪৬ ইন্ডিয়া এপিপি ২৪]*

মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি ঃ আদালতের এখতিয়ার নির্ণয়ের আরজির বর্ণনাকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৫৯ করাচি ৭৪০]*

জারি কার্যক্রম ঃ ডিক্রি জারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে না। সুতরাং জারির জন্য কোন দরখাস্ত জেলা আদালতে দায়ের করা হইলে উহা জেলা আদালত নিজে অথবা যোগ্য কোন অধঃস্তন আদালতে স্থানান্তরের মাধ্যমে কার্যকরী করিতে পারেন। জেলা আদালত ডিক্রিটি জারির জন্য কোন যোগ্য অধঃস্তন আদালতে স্থানান্তর না করা পর্যন্ত ডিক্রিদার জেলা আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতে উক্ত ডিক্রি জারির জন্য দরখাস্ত করিতে পারে না।
[এআইআর ১৯৬৩ মনিপুর ৪৫]

প্রধান নৌসেনাপতির দফতরের *(Admiralty)* এখতিয়ারে আনীত মামলা কখন বহালযোগ্য নহে। যেহেতু বাদী পক্ষ কোন মালামালের এবং কোন বহন পত্রের মালিক, গ্রহীতা বা অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নহে, এবং যেহেতু বিবাদী কর্তৃক জাহাজে বাদীর কোন মালামালের ক্ষতিসাধন করা হয় নাই ; *Admiralty Act*-এর ৬ ধারা অনুযায়ী বীমা প্রতিষ্ঠানটির *Admiralty* আদালতের এখতিয়ার প্রার্থনা করার কোন স্থিতাধিকার নাই। তাই যদি অন্য কোন বিধি-নিষেধ না থাকে তাহা হইলে আরজিটি বাদীকে অন্য কোন উপযুক্ত আদালতে পেশ করিবার স্বাধীনতা দিয়া ফেরত প্রদান করা যাইতে পারে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

১৬। যেখানে বিষয়বস্তু অবস্থিত, সেখানে মামলা দায়ের করিতে হইবে ঃ

আইনের নির্ধারিত আর্থিক ও অন্যান্য এখতিয়ার সাপেক্ষে নিম্নলিখিত মামলাগুলি সেই আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত অথবা নিম্নের 'গ' উপধারা বর্ণিত মামলার ক্ষেত্রে যেস্থানে মামলার কারণ পূর্ণ বা আংশিকভাবে উদ্ভূত ঃ

১। খাজনা বা মুনাফাসহ বা ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মামলা ;

২। স্থাবর সম্পত্তি বাটোয়ারার মামলা ;

৩। স্থাবর সম্পত্তির রেহেন বা চার্জ সম্পর্কিত দায় পরিশোধ, বিক্রয় প্রভৃতির মামলা ;

৪। স্থাবর সম্পত্তিতে অন্য কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার নির্ণয়ের মামলা ;

৫। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা ; এবং

৬। ক্রোককৃত বা আটক অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মামলা।

তবে **শর্ত** থাকে যে, বিবাদীর দখলী কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন প্রকার প্রতিকারের মামলার ক্ষেত্রে প্রার্থিত প্রতিকার যদি কেবলমাত্র বিবাদীর ব্যক্তিগত স্বীকৃতির ফলেই পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে যেই আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে বিবাদী স্বেচ্ছায় প্রকৃতপক্ষে বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে, অথবা যেই আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে সম্পত্তিটি অবস্থিত অথবা (গ) উপধারায় বর্ণিত মামলার ক্ষেত্রে যেই স্থানে মামলার কারণ পূর্ণ বা আংশিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে সেই আদালতে মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় 'সম্পত্তি' বলিতে বাংলাদেশে অবস্থিত সম্পত্তি বুঝায়।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার কোন্ এলাকার আদালতে দেওয়ানী মামলা দাখিল করিতে হইবে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। ১৫ ধারায় আদালতসমূহের আর্থিক অধিকারভিত্তিক এখতিয়ারের কথা বলা হইয়াছে। আর এই ধারায় বলা হইয়াছে, স্থানভিত্তিক এখতিয়ারের কথা। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। দবির বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা সাবেত তাহার একখানি জমি অন্যায়ভাবে দখল করিয়া লইয়াছে। দবির এ জমিখানি উদ্ধার করিবার জন্য দেওয়ানী মামলা করিতে চায়। দবির কোন্ স্থানে কোন আদালতে এই মামলা করিবে ? যে এলাকায় দবিরের জমি অবস্থিত সেই এলাকার আদালতে মামলা করিবে। জমির মূল্য বেশি হইলে সহকারী জজের আদালতে মামলা দাখিল না করিয়া সাব-জজ আদালতে দাখিল করিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের, বাটোয়ারার, রেহেন পরিশোধের, অন্য প্রকার স্বত্ব নির্ণয়ের এবং ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা সাধারণতঃ ঐ সম্পত্তিটি যেখানে অবস্থিত সেই এলাকার আদালতে হইতে হইবে। ক্রোকাবদ্ধ বা আটক অস্থাবর সম্পত্তির মামলা ঐভাবে যে এলাকার আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমারেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অবস্থিত সেই আদালতে করিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত সেখানে যেমন করা যায় তেমনি বিবাদীর ঠিকানার আদালতেও করা যায়।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ স্থাবর সম্পত্তি বা উহাতে নিহিত স্বার্থ বা অধিকারের পুনরুদ্ধার কিংবা আটক বা ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য ঐ সমস্ত সম্পত্তি যে সমস্ত আদালতের আওতাভুক্ত রহিয়াছে সেই সমস্ত আদালতে মামলা করিতে হইবে। *[১২ ইণ্ডিয়া (এপিপি) ২১৫ (পিসি)]*

এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে, সম্পত্তি সম্পর্কে আদালতের আঞ্চলিক সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া *[২৩ বোম্বে. ২২ (ডিবি)]* যাহাতে ঐ সীমানার বাহিরে অবস্থিত সম্পত্তির কোন অধিকার বা স্বত্ব উহারা নির্ধারণ করিতে না পারে। একটি বিষয়ের উপর যাহাতে একাধিক আদালত বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারেন, ১৬ ধারা ইহারই একটি পন্থা।

এই ধারার আওতায় বাংলাদেশী কোন আদালত বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকার ও স্বার্থ-সংক্রান্ত কোন বিষয় নির্ধারণ করিবার যোগ্য নহে। *[পিএলডি ১৯৫৮ (ডব্লিউপি) লাহোর ৬৯০ (ডি)]*

তবে প্রাসঙ্গিকভাবে উত্থাপিত কোন প্রশ্ন লইয়া এই সমস্ত আদালত বিবেচনা করিতে পারে যদিও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উহাদের আঞ্চলিক সীমানার বাহিরে অবস্থিত। *[৫ ক্যাল. ১৯২৩ ডিবি]*

পরিশেষে, স্মরণ রাখা দরকার যে, ১২০ ধারাবলে ১৬, ১৭ ও ২০ ধারা হাইকোর্টের আদিম দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ্য হইবে না। *[পিএলডি ১৯৬৪ করাচি ১১]*

স্থাবর সম্পত্তি ঃ স্থাবর সম্পত্তির সংজ্ঞা এই বিধিতে প্রণীত হয় নাই। *General Clauses Act*-এ উহা সংজ্ঞায়িত হইয়াছে। এই আইনে *(General Clauses Act)* স্থাবর সম্পত্তি বলিতে — (১) ভূমি, (২) ভূমিলব্ধ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, (৩) ভূমির সহিত সংযুক্ত কোন জিনিস অথবা (৪) ভূমির সহিত স্থানীয়ভাবে সংযুক্ত কোন জিনিসের সহিত অন্য কিছু।

১। ভূমি ঃ ভূমি বলিতে পানি বা মৎস্য স্বীকারের অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে *[১৯ কলিকাতা ৫৪৪ এফ. বি]*। সুতরাং কোন হ্রদে কোন একটি বিশেষ সময়ের জন্য মাছ ধরিবার অধিকারও স্থাবর সম্পত্তির পর্যায়ে পড়ে। *[পিএলডি ১৯৫৬ এসসি (ইণ্ডিয়া) ৪৯]*

২। ভূমিলব্ধ সুবিধাদি ঃ ভূমিলব্ধ সুবিধাদির মধ্যে রহিয়াছে ফেরী পারাপারের অধিকার *[৩৫ অল ১৫৬]*, হাটের অধিকার *[৩৬ কলিকাতা ৬৬৫ ডিবি]*, মালিকানার অধিকার *[৯ অল. ৫৯১]* সুখাধিকার *[৪ ইণ্ডিয়া ক্যাস. ১১৬ (ক্যাল)]* ইত্যাদি।

৩। রেহেন ঃ রেহেন বলিতে স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত কোন স্বার্থকে বুঝায়। অতএব স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত স্বার্থকেও স্থাবর সম্পত্তিই বুঝাবে *[এআইআর ১৯২৭ লাহোর ৩৭৩]*। একইভাবে ন্যায়পর রেহেনমুক্তিও স্থাবর সম্পত্তি। *[২২ ক্যাল. ৩৩ (ডিবি)]*

৪। ভূমির সহিত সংযুক্ত জিনিস ঃ ভূমির সহিত কোন জিনিস এমনভাবে যদি সংযুক্ত হয় যাহা সাধারণভাবে ভূমি হইতে পৃথক করা যায় না তবে উহাও স্থাবর সম্পত্তি। এইভাবে ভূমির উপর দণ্ডায়মান বৃক্ষকে স্থাবর সম্পত্তি বলা হয় *[১২ মাদ্রাজ ২০ এফবি]*। দালানের সহিত সংযুক্ত দরজা, জানালাও স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পড়ে *[১৩ মাদ্রাজ ৫১৮ বিডি]*। কোন সম্পত্তি স্থাবর কিনা তাহা ঐ সম্পত্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে *[৫ বোম্বে ৩২২ ডিবি]*। কখনও কখনও আইনের অধিকারকেও অধিকারের প্রকৃতি ছাড়াই, স্থাবর সম্পত্তি বলে। *[ইণ্ডিয়া (এপিপি) ৩৪ পিসি]*

উপধারা ক ঃ এই উপধারাতে যেই স্থাবর সম্পত্তি স্বত্ব বিতর্কিত সেইখানে সেই সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের কথা বলা হইয়াছে *[এআইআর ১৯৪১ বোম্বে ২৪৭ (ডিবি)]*। তবে ইহার জন্য সম্পত্তিটি অবশ্য বাংলাদেশের ভিতরে থাকিতে হইবে। যদি এই সমস্ত সম্পত্তি বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত হয় এবং একাধিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয় তাহা হইলে যেকোন আদালতের যাহার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে ঐ সম্পত্তির অবস্থান রহিয়াছে, অধীনে ঐ সম্পত্তির মামলা করা যায় (ধারা ১৭), *[এআইআর ১৯৫৪ মাদ্রাজ ১৫৬]*। কিন্তু কোন ডিক্রি নাকচের জন্য মামলা করিলে তাহা ঐ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকটই করিতে হইবে, যদিও ডিক্রিতে উল্লেখিত সম্পত্তির অবস্থান অন্য কোন আদালতের অধীনে রহিয়াছে *[৫ সিডব্লিউএন ৫৫৯ (ডিবি)]*। ডিক্রি নাকচ করিবার পর আবার সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করিলে উহা যেই আদালতের এখতিয়ারে সম্পত্তি রহিয়াছে আদালতের নিকট করিতে হইবে। *[৮ বোম্বে এলআর ৫১৬]*

উপধারা খ ঃ কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বাটোয়ারার মামলা করিতে হইলে উহা এখতিয়ারপূর্ণ আদালতের নিকটই করিতে হইবে অর্থাৎ যেই আদালতের আঞ্চলিক সীমানায় সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই আদালতের নিকট করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫২ বোম্বে ৩৬৫ ডিবি]*

উপধারা গ ঃ স্থাবর সম্পত্তির রেহেন সম্পর্কিত কোন মামলা করিতে হইলে ইহাও যেই আদালতের আঞ্চলিক সীমানায় সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই আদালতে দায়ের করিতে হইবে। *[৩ ইণ্ডিয়া (এপিপি) (পিসি)]*

উপধারা ঘ ঃ এই উপধারার আওতায় যদি পক্ষদ্বয় বিদেশী বাসিন্দাও হয় তথাপিও কোন মামলা যেই আদালতের আঞ্চলিক সীমানায় ঐ মামলার বিষয়বস্তু রহিয়াছে সেই আদালতে করিতে হইবে।

[এআইআর ১৯৪১ বোম্বে ২৪৭]

এই উপধারার প্রযোজ্যতার জন্য মামলাটিকে অবশ্যই স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত স্বার্থ বা অধিকার সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। পরোক্ষভাবে হইলেও কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকারকে স্পর্শ করিলে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে। *[এআইআর ১৯২৩ মাদ্রাজ ১০৯]*

যেই মামলাসমূহ এই উপধারার আওতায় আসিবে না

১। একটি অসিয়তে জাল করা হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণামূলক মামলা। *[এআইআর ১৯২৩ মদ্রাজ ১০৯ (ডিবি)]*

২। কোন দত্তক গ্রহণ অবৈধ এই মর্মে ঘোষণা।

৩। চাওয়া *[৩০ মদ্রাজ এল ডব্লিউ ৯১ ডিবি]* ইত্যাদি।

সালিশী ঃ যেখানে আদালত হইতে সালিশের নিকট স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত কোন অধিকার বা স্বার্থের নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়, সেখানে আদালত কোনক্রমেই রোয়েদাদনামা দাখিল করিতে পারিবে না যদি না ঐ সম্পত্তি উক্ত আদালতের আঞ্চলিক সীমার বাহিরে থাকে। *[এআইআর ১৯৩৮ লাহোর ২২৬]*

উপধারা ঙ ঃ স্থাবর সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এই ধরনের দেওয়ানী জাতের ভুলের ক্ষেত্রে এই উপধারা প্রয়োগ করে। যেমন, অনধিকার প্রবেশ, উৎপীড়ন ইত্যাদি। এই প্রকার মামলাতেও যেই আদালতের সীমানায় বিষয়বস্তু রহিয়াছে সেই আদালতের নিকট মামলা করিতে হইবে। *[২০ ক্যাল. ৬৮৯ (ডিবি)]*

বিদেশী আদালত কর্তৃক ক্রোক ঃ বিদেশী কোন আদালতের আওতায় কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ হইয়া থাকিলে দেশী আদালতের ঐ ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির উপর কোন এখতিয়ার থাকিবে না।

[১৪ ইণ্ডিয়া ক্যাস ২৭৯ (ডিবি) মদ্রাজ]

সুনির্দিষ্ট সম্পাদন ঃ বিক্রেতা কর্তৃক আনীত সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদন মামলায় ক্রেতাকে জমি কিনতে বাধ্য করা প্রকৃতপক্ষে ১৬-ঘ ধারার আওতায় আসিবে এবং ক্রেতা কর্তৃক কোন মামলা এই ধারার অনুবিধির অন্তর্গত।

[এআইআর ১৯৫০ মদ্রাজ ২৭২]

বিক্রিত জমির অপরিশোধিত ক্রয় মূল্য আদায় করিবার কোন মামলা ১৬-ঘ ধারার আওতায় পড়িবে না *[১০ ইণ্ডিয়া. ক্যাস. ২৬৭ ডিবি]* । বরং উহা ২০ ধারার আওতায় পড়িবে। *[এআইআর ১৯৬১ পাঞ্জাব ১৪৩]*

ধারা ১৬-ঘ এবং ১৭ ঃ ধারা ১৬-ঘ একটি সাধারণ বিধান যাহা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন অধিকার বা স্বার্থ নির্ধারণের সহিত সম্পর্কিত। ১৭ ধারাটি ১৬ ধারার অনুবিধির শর্তের একই প্রকৃতির। *[৪১ ডিএলআর ৫০০]*

১৬-ঘ ধারা প্রয়োগের জন্য মামলাটি অবশ্যই স্থায়ীভাবে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার নির্ধারণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে হইতে ইহার দেওয়ানী কার্যবিধির ১৬ ও ১৭ ধারা যত দূর সংশ্লিষ্ট সেই বিষয়ে বিচারপতি কৃষ্ণ নান নিম্নোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"এই যুক্তি দেখানো হইয়াছে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৬ উপবিধি *(CL)* (ঘ) ধারা এই মামলায় প্রযোজ্য এবং এই ধারাগুলি গোদাবরি আদালতকে এখতিয়ার দিয়াছে যেহেতু ইচ্ছা পত্রে *(Will)* অন্তর্ভুক্ত কতগুলি স্থাবর সম্পত্তি এই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। যদিও কৃষ্ণ আদালতেরও এখতিয়ার রহিয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ৫০০]*

ধারা ১৬-ঘ ৯৪, ১৫১ এবং আদেশ ৩৮ নিয়ম ১ ঃ বিবাদীকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা ঃ স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার নির্ধারণের মামলাটিতে কোন অধঃস্তন আদালত কর্তৃক বিবাদীর প্রতি গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আদেশ দেবার এখতিয়ার (ক্ষমতা) নাই, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত ইহার সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেও এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

১৭। বিভিন্ন আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত সম্পত্তির মামলা ঃ

বিভিন্ন আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বা উহাতে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা উক্ত সম্পত্তির অংশবিশেষ যে আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত, সেইরূপ যেকোন আদালতে দায়ের করা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিষয়বস্তুর মূল্যের ব্যাপারে এইরূপ আদালত সমগ্র দাবিটিই বিচারের জন্য গ্রহণের অধিকারী থাকিবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার বিধান মোতাবেক বিভিন্ন আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত অংশবিশেষ যে আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত সেই এলাকার আদালতে দায়ের করা যাইতে পারে। তবে, এই প্রকার মামলায় বিষয়বস্তুর মূল্যের ব্যাপারে উক্ত আদালতের সমগ্র দাবিটির উপর আর্থিক এখতিয়ার থাকিতে হইবে।

প্রযোজ্যতার পরিধি এবং উদ্দেশ্য ঃ মামলাকারীর সুবিধার জন্য এবং মামলার আধিক্য নিবারণ করাই এই ধারার একমাত্র উদ্দেশ্য *[১৬ অল. ৩৫৯ (ডিবি)]*। ১৬ ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির বাহিরে এই ধারার বিধানাবলী কার্যকরী হইবে না *[এআইআর ১৯৪২ ক্যাল. ৬৯]*। এই ধারা শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সম্পত্তি এবং যেইক্ষেত্রে এই বিধি *(Code)* প্রয়োগ হইবে। সেইখানেই কার্যকরী হইবে। *[এআইআর ১৯৪১ লাহোর ৩৪৭]*

কোন মামলা করিতে গিয়া যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি একাধিক আদালতের আঞ্চলিক সীমানায় অবস্থিত তাহা হইলে এইরূপ মামলা ঐ সমস্ত আদালতের যেকোন একটিতে করা যাইবে এবং ঐ আদালত তাহার আঞ্চলিক সীমানার বাহিরে যেই সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন *[এআইআর ১৯৫২ নাগ. ৩০৩ এফবি]*। তবে একই সময় একাধিক আদালতের ঐ মামলা চলিতে পারিবে না। ইহা ১০ ধারার পরিপন্থী।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মামলার ক্ষেত্রে একই সম্পত্তি একাধিক জেলায় অবস্থিত, না বিভিন্ন সম্পত্তি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত এই প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

আদালত ঃ এই ধারার আওতায় 'আদালত' বলিতে যেই সমস্ত আদালতে এই বিধি *(Code)* প্রয়োগ করিবে তাহাকেই বুঝানো হইয়াছে *[এআইআর ১৯৩০ পিসি ১৮৮]*। কোন রেহেনে যখন কিছু কিছু সম্পত্তি আদালতের এমন ধরনের এখতিয়ারের আওতায় পড়ে যেখানে এই বিধি প্রয়োগ হয় না, সেখানে আদালত ঐ রেহেনে রেহেনকৃত সম্পত্তি বিক্রির মামলা বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারেন না। *[এআইআর ১৯৩০ পিসি ১৮৮]*

হাইকোর্ট ঃ ১৭ ধারার বিধানাবলী ১২০ ধারাবলে হাইকোর্টের আদিম এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ চলিবে না। *[পিএলডি ১৯৬৪ করাচি ১১]*

এখতিয়ারের মধ্যে সম্পত্তির অস্তিত্ব ঃ এই ধারাবলে একটি মামলা কেবল তখনই কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে যখন ঐ আদালতের অধীনে মামলার সম্পত্তির অন্ততঃ কিছুটার অস্তিত্ব রহিয়াছে। *[এআইআর ১৯৩৮ বোম্বে ১২১]*

কোন রেহেননামাতে যদি রেহেনী সম্পত্তির অস্তিত্ব যে এলাকার আদালতে রেহেন সম্পত্তি বিক্রির জন্য মামলা করিয়াছে সেই এলাকাতে উল্লেখ না থাকিয়া বরং অন্য একটি এলাকাতে উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে যে এলাকার সম্পত্তিটির অবস্থান বা অস্তিত্ব নাই সেই এলাকার আদালত ঐরূপ মামলা (রেহেনী সম্পত্তির বিক্রির মামলা) গ্রহণ করিতে কিংবা উহার উপর ডিক্রি প্রদান করিতে পারে না। *[৪১ ইণ্ডিয়া (এপিপি) ১১০]*

মামলার কারণ ঃ এই ধারার শর্তাবলী কেবল তখনই কার্যকরী হইবে যখন বিভিন্ন আদালতের অধীনে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে মামলার উদ্ভবের একটিমাত্র কারণ রহিয়াছে। মামলার উদ্ভবের একাধিক কারণ থাকিলে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না। *[পিএলডি ১৯৫২ ঢাকা ৮৯]*

তবে বাদী ১ আদেশের ৩ নিয়ম এবং ২ আদেশের ৩ নিয়মের অধীনে মামলার কারণের একত্রিকরণের সুযোগ লইয়া এই ধারার সুবিধা ভোগ করিতে পারে। কিন্তু এই একত্রিকরণ যদি বিভিন্নতার কারণে অনুকূল মনে না হয় তাহা হইলে যেই সমস্ত আদালতের আওতায় সম্পত্তিটির অবস্থান রহিয়াছে তাহার কোনটিই ঐ মামলার বিচার করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৪০ অল. ২০৫ ডিবি]*

পৃথক পৃথক মামলা বারিত নহে ঃ ১৭ ধারার বিধানাবলী বাদীকে পৃথক পৃথক মামলা করিতে বারণ করে না। মামলার একাধিক কারণ থাকিলেও বাদীকে যে একটিমাত্র মামলাই করিতে হইবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। একটি সম্পত্তি একাধিক জেলার আওতায় এই ভিত্তিতে মামলা করিবার ক্ষেত্রে বাদীকে দুইটি পছন্দ প্রদান করা হইয়াছে ; যেমন ঃ

(১) সেই সমস্ত দাবি একত্রিত করিয়া একটিমাত্র মামলা করিতে পারে, অথবা

(২) একই কারণ প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন আদালতে অর্থাৎ যেই যেই আদালতের আওতায় সম্পত্তির অবস্থান রহিয়াছে উহার প্রত্যেকটিতে মামলা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটি মামলার কার্যক্রম অন্যটির জন্য প্রতিবন্ধকতা হইবে না। *[এআইআর ১৯১৭ মাদ্রাজ ৩৫৯ (ডিবি)]*

জারি কার্যক্রম ঃ যখন আদালত সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোন মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার অর্জন করে যেই সম্পত্তির আংশিকমাত্র তাহার আওতাধীন এবং বাকী সম্পত্তি অন্য আদালতের অধিক্ষেত্রাধীন, তখন প্রথমোক্ত আদালত তাহার এখতিয়ার ডিক্রি জারি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিতে পারে *[এআইআর ১৯২৫ পাটনা ১৩৯ (ডিবি]*। কারণ ডিক্রি জারি প্রকৃতপক্ষে মামলারই চলমানতা *[১৯০২ পাঞ্জাব. রি. নং ৮ পি. ৩০ ডিবি]*। অতএব এইরূপ আদালতের ডিক্রিতে বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া ফেলিতে পারেন যদিও কিছু কিছু সম্পত্তি অন্যভাবে তাহার বিক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ছিল। ৩৯ ধারার আওতায় আদালত কোন ডিক্রি জারি করিবার জন্য অন্য আদালতেও প্রেরণ করিতে পারেন। *[এআইআর ১৯২৫ পাটনা ১৩৯ (ডিবি)]*

এখানে আরও স্মরণ রাখা দরকার যে, ডিক্রিতে উল্লিখিত সম্পত্তির কিছু অংশও যদি জারিকারক আদালতের আওতাভুক্ত থাকে তাহা হইলে ঐ আদালত স্থানান্তরিত বা প্রেরিত ডিক্রি জারি করিতে পারে না */১৭ ক্যাল. ৬৯৯ (ডিবি)/*। যেই আদালতের আওতায় সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি রহিয়াছে সেই আদালতই সংশ্লিষ্ট ডিক্রিটি কার্যকরী করিতে পারেন। */এআইআর ১৯৩০ নাগ. ১৮৯/*

ভিন্ন ভিন্ন আদালতের আওতাধীন সম্পত্তি ঃ যখন কোন একটি সম্পত্তি কোন একটি আদালতের এখতিয়ারের ভিতরে এবং অপর একটি সম্পত্তি অপর একটি আদালতের এখতিয়ারের ভিতরে, তখন ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যেকোন একটি আদালত মামলা গ্রহণ করিতে ও উহার প্রতিকার প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু দেশের বাহিরে কোন সম্পত্তি সম্পর্কে এইরূপ করিতে পারে না। */১৮ বি. ৯৮৯/*

ধারা

১৮। একাধিক আদালতের এখতিয়ার অনির্দিষ্ট হইলে যেখানে মামলা দায়ের করিতে হইবে ঃ

(১) কোন স্থাবর সম্পত্তি দুই বা ততোধিক আদালতের কোনটির এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তার অভিযোগ থাকিলে এইরূপ আদালতের মধ্যে যেকোন একটি যদি মনে করেন যে, উক্তরূপ অনিশ্চয়তা রহিয়াছে, তাহা হইলে এই মর্মে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির যেকোন মামলা গ্রহণ ও বিচার করিতে পারেন এবং এইরূপ মামলার ডিক্রির সেইরূপ কার্যকারিতা থাকিবে, আদালতের নিজস্ব এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত হইলে যেইরূপ কার্যকারিতা থাকিত।

তবে শর্ত থাকে যে, মামলাটির প্রকৃতি ও দাবির মূল্য এমন হইতে হইবে, যাহার উপর আদালত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে সক্ষম।

(২) যেইক্ষেত্রে উপধারা অনুসারে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং আপীল বা রিভিশন আদালতে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, যেই স্থানে সম্পত্তিটি অবস্থিত, সেই স্থানে কোন প্রকার ডিক্রি বা আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার আদালতের নাই, তাহা হইলে আপীল বা রিভিশন আদালত যদি মনে করেন যে, মামলা দায়েরের সময় আদালতের এখতিয়ারের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং ফলে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হইয়াছে ; তাহা হইলে আপত্তিটি গ্রাহ্য করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার বিধান মোতাবেক কোন অস্থাবর সম্পত্তি দুই বা ততোধিক আদালতের কোনটির আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হইলে, এইরূপ আদালতের মধ্যে যেকোন একটি আদালত যদি মনে করেন যে, উক্তরূপ অনিশ্চয়তা রহিয়াছে, তাহা হইলে এই মর্মে মামলার নথিতে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে যেকোন মামলা গ্রহণ ও বিচার করিতে পারিবেন এবং এই প্রকার বিচারের রায় ও ডিক্রি আইনতঃ কার্যকর হইবে। তবে মামলাটির প্রকৃতি ও দাবির মূল্য আদালতের এখতিয়ারের আওতাধীন হইতে হইবে।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ নদী-সংক্রান্ত কোন কারণে সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিতকরণে আদালতে উদ্ভূত সমস্যা এড়াইবার জন্যই এই ধারাটি সংযোজিত হইয়াছে। এই ধারার মৌলনীতি জারি কার্যক্রমের বেলায়ও প্রযোজ্য। */এআইআর ১৯২০ মদ্রাজ ৫০৫/*

অনিশ্চয়তার অভিযোগ ঃ বিভিন্ন কারণে সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিতকরণে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইতে পারে। কোন বিশেষ জেলায় সীমানা নির্ধারণ করিয়া যদি কোন বিজ্ঞপ্তি ইশতেহার না থাকে তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তি ঐ জেলার ভিতরে কি না তাহা নিশ্চিত করা খুবই কঠিন। */২৪ কল. ৪৪৯ ডিবি/*

তবে এইরূপ সীমানা চিহ্নিত না থাকিলেও যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ আদালতের কোন সিদ্ধান্ত থাকে তাহা হইলে বিচারকারী আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধিত হইবে। */১৮ সাউথ ডব্লিউআর ১৮২ পিসি/*

ধারা

১৯। ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের মামলা ঃ

ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি এক আদালতের এখতিয়ার স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে ক্ষতিসাধন করা হইলে এবং বিবাদী অপর আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে বসবাস করিলে বা ব্যবসায়

করিলে বা লাভজনক কাজ করিলে, বাদী দুই আদালতের যেকোন একটিতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারেন।

উদাহরণ

(ক) ক চট্টগ্রামে বাস করে ; ঢাকায় গমন করিয়া সে খ-কে মারে। খ ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে ক-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারে।

(খ) ক যশোরে বাস করিয়া খ-এর বিরুদ্ধে ঢাকায় মানহানির বিবৃতি প্রকাশ করে। খ ক-এর বিরুদ্ধে ঢাকা বা যশোরে মানহানির মামলা করিতে পারে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি এক আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে ক্ষতিসাধন করা হইলে এবং বিবাদী অপর আদালতের আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে বসবাস করিলে বা লাভজনক কাজ করিলে বাদী দুই আদালতের যেকোন একটিতে এই ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারেন।

ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি ঃ ১৯ ধারা অনুযায়ী ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির কেবল মামলাযোগ্য ক্ষতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য *[২৫ বোম্বে ১০৯]*। অস্থাবর সম্পত্তির বৈধ ক্রোক কোনক্রমেই ব্যক্তির উপর অনধিকার প্রবেশ বা ক্ষতির সমতুল্য হইতে পারে না। কিন্তু বিবাদী যেখানে বাদীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক করিয়া রাখে, সেই আটক স্থলে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে হইবে। *[৩ লো বার রুল (এলবিআর) ১৬৪]*

সংবাদপত্রের মাধ্যমে সম্মানহানি ঃ কোন সংবাদপত্রে কাহারও মানহানিমূলক কোন বক্তব্য ছাপা হইলে উক্ত সংবাদপত্রটির প্রকাশনা ও বিতরণ স্থল উভয় স্থানেই ক্ষতিপূরণের মামলা করা যায়। *[পিএলজে ১৯৮১ করাচি ৪৮০]*

এই ধারার প্রযোজ্যতা ঃ এই ধারাটি শুধু ক্ষতিপূরণের মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোথাও নহে। নিষেধাজ্ঞার মামলা এই ধারার আওতাবহির্ভূত। *[১৯ বোম্বে ৫৫৭]*

১৯ ধারাকে কখনই ২০ ধারার ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না। ইহা সত্য যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯ ধারার শর্তাবলী, ২০ ধারার শর্তকে অতিক্রম করিতে পারে কিন্তু ১৯ ধারা হইতেছে ২০ ধারার বিস্তার বা সম্প্রসারণ *[এআইআর ১৯৬১ মহীশূর ১৮৮]*। এই ধারার অনুমান ইহাই যে, সেই স্থানেই মামলার কারণও উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং ইহা ২০-গ ধারার বক্তব্য। *[এআইআর ১৯৬১ মহীশূর ১৮৮]*

সরকার ও বৈধ সত্তা ঃ 'বিবাদী বসবাস করে' ধারণাটি কিন্তু কোন বৈধ সত্তার *(Legalentity)* ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কোন ক্ষতির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ী হইলে ঐ ক্ষতি যেখানে সাধিত হইয়াছে সেইখানে মামলা দায়ের করিতে হইবে, মন্ত্রী যেখানে থাকেন সে এলাকার আদালতের নহে। *[এআইআর ১৯২৭ মাদ্রাজ ৬৩৯]*

ধারা

২০। অন্যান্য মামলা, যেখানে বিবাদী বাস করে কিংবা নালিশের কারণ উদ্ভব হয়, সেখানে দাখিল করিতে হইবে ঃ

উপরে বর্ণিত সীমাসাপেক্ষে প্রত্যেকটি মামলা এমন আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে —

(ক) বিবাদী বা একাধিক বিবাদী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকে মামলা দায়ের করার সময় স্বেচ্ছায় ও প্রকৃতভাবে বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে ; অথবা

(খ) একাধিক বিবাদী থাকিলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজন মামলা দায়েরের সময় স্বেচ্ছায় ও প্রকৃতভাবে বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে ; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে অথবা যেই সকল বিবাদী এলাকার বাহিরে বাস করে, তাহাদের এই মামলা দায়েরের ব্যাপারে রাজী হইতে হইবে, অথবা

(গ) মামলার কারণ সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ উদ্ভব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ ১। কোন ব্যক্তি এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস ও অপর একটি স্থানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিলে এবং তাহার অস্থায়ী বাসস্থানের এলাকায় কোন মামলার উদ্ভব হইলে, তিনি উভয় স্থানে বসবাস করিবেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

২। কোন সওদাগরী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে উহার প্রধান অফিসের এলাকায় ব্যবসা করে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে অথবা অপর কোন স্থানে মামলার কারণ উদ্ভব হইলে ও তথায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন অফিস থাকিলে উহা তথায় ব্যবসা করে বলিয়াও ধরিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক ঢাকায় এবং খ চট্টগ্রামে ব্যবসা করে। খ তাহার ঢাকাস্থ এজেন্টের মারফত ক-এর নিকট হইতে মাল খরিদ করে এবং রেল কর্তৃপক্ষের হাতে মাল ডেলিভারী দিতে অনুরোধ করে। তদনুসারে ক ঢাকায় রেল কর্তৃপক্ষের নিকট মাল ডেলিভারী দেয়। মালের দামের জন্য ক, খ-এর বিরুদ্ধে ঢাকায় মামলা দায়ের করিতে পারে, যেহেতু সেখানে মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে ; অথবা চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করিতে পারে, যেহেতু খ সেখানে ব্যবসা করে।

(খ) ক কক্সবাজারে, খ ঢাকায় এবং গ চট্টগ্রামে বসবাস করে। ক, খ ও গ এক সঙ্গে খুলনায় উপস্থিত থাকাকালে খ ও গ যৌথভাবে একটি চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য প্রমিসরি নোটে স্বাক্ষর করিয়া উহা ক-কে প্রদান করে। ক এই ব্যাপারে খ ও গ-এর বিরুদ্ধে খুলনায় মামলা দায়ের করিতে পারে, যেহেতু সেখানে মামলার কারণ উদ্ভব হয়, অথবা সে খ-এর বাসস্থান ঢাকায় কিংবা গ-এর বাসস্থান চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাদীর মধ্যে যে ব্যক্তি মামলা দায়েরের স্থানে বাসবাস করে না, সে আপত্তি করিলে আদালতের অনুমতি ব্যতীত মামলার কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ১৫ হইতে ১৭ ধারায় কোন্ প্রকৃতির মামলা কোন্ কোন্ এলাকায় এবং শ্রেণীর আদালতে দাখিল করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ১৫ ধারায় আর্থিক এখতিয়ারের কথা বলা হইয়াছে এবং ১৬ ধারায় স্থানিক এখতিয়ারের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত ধারায় বর্ণিত মামলা ব্যতীত অন্য প্রকার মামলা কোন্ এলাকার আদালতে দাখিল করিতে হইবে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। এই সমস্ত মামলা এমন আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যে আদালতের আঞ্চলিক সীমারেখার মধ্যে ঃ

(ক) বিবাদী বা একাধিক বিবাদী থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকে মামলা দায়ের করার সময় বসবাস করে বা লাভজনক কাজ করে ; অথবা

(খ) একাধিক বিবাদী থাকিলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজন মামলা দায়েরের সময় বসবাস করে ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে।

তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা যেই সকল বিবাদী এলাকার বাহিরে বাস করে তাহাদের মামলা দায়েরের ব্যাপারে সম্মতি থাকিতে হইবে ; অথবা

মামলার কারণ সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ উদ্ভব হইতে হইবে।

বসবাস ঃ বাংলাদেশের বাহিরে নালিশের কারণ উদ্ভব হইলেও বিবাদী যদি বাংলাদেশে বসবাস করে তাহা হইলে সেই বিবাদীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আদালতে মামলা করা যায়। ইংলণ্ডে ফার্ম গঠন করিয়া এবং সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া পরবর্তী একজন অংশীদার বাংলাদেশে আসেন। ফার্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

ব্যবসা ঃ এই ধারায় 'ব্যবসা' অভিব্যক্তিটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। মাজারের খাদেমকে ব্যবসায়ী বলা যায় না। জমিদারী ব্যবসাকেও ব্যবসা বলা যায় না। সরকার যদি ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে তবে তাহাকেও ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ী বলা যায় না। তবে ব্যবসায়ী হইতে হইলে তাহার যে একটি অফিস থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিজে উপস্থিত না থাকিয়াও শুধুমাত্র এজেন্ট দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা যায় এবং ঐ ব্যক্তিকে ব্যবসায়ী ধরা হয়।

নালিশের কারণ ঃ 'নালিশের কারণ' বলিতে সেই সমস্ত তথ্য বুঝায় যাহা বাদী তাহার দাবি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রমাণ করিতে বাধ্য। বিবাদী কি বলিল তাহা নালিশের কারণ নহে।

মূলনীতি ঃ এই ধারার মূলনীতি ইহাই যে, যাহাতে ন্যায়বিচার যথাসম্ভব মানুষের কাছাকাছি আনা যায় এবং বিবাদীকে যাহাতে অযথা অতিরিক্ত পথাতিক্রম ও খরচ না করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজেই তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। *[এআইআর ১৯৫৬ পাঞ্জাব ১৮৮]*

একাধিক বাসস্থল ঃ একজন মানুষ একই সময়ে একাধিক নিবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পারে। কখনো এইখানে কখনো সেইখানে। এইরূপ অবস্থাতে দুইটি নিবাসকেই বিবাদীর আবাসস্থল গণ্য করা যাইবে *[পিএলআর ১৯৫৯ ঢাকা ৩২৫]*। তবে, এইক্ষেত্রে বিবাদীর দুইটি নিবাসেই বাস করিবার ইচ্ছা ছিল কিনা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। এই ইচ্ছার অনুপস্থিতিতে সে এক স্থানে বাস করিলে অন্য স্থানেও বাস করে বলিয়া ধরা যাইবে না। *[এআইআর ১৯৫৩ আজমীর ৮]*

বাসস্থানহীন মানুষ ঃ কোন মানুষের স্থায়ী বাসস্থান না থাকিলে সে যখন যেখানে বসবাস করে সেই জায়গার আদালতেই সংশ্লিষ্ট মামলা করিতে পারে *[২৫ বোম্বে ১৬৬ ডিবি]*। যেমন, একজন অফিসার বার্মা হইতে লন্ডন যাত্রা করিল এবং ইহার কোন জায়গাতেই তাহার বাড়ি নাই। পথিমধ্যে সে মাদ্রাজে কয়েকদিন যাত্রা বিরতি করিল। সিদ্ধান্ত এই যে, মাদ্রাজকেই অফিসারের বাসস্থল ধরিতে হইবে। *[৮ মাদ্রাজ ২০৫]*

কারাবদ্ধ মানুষ ঃ একজন কারাবরণকারী যদিও প্রকৃতপক্ষে কারাবাসে বসবাস করিতেছে তথাপিও ইহাকে তাহার বাসস্থান বলা যায় না। বরং তাহার পারিবারিক অন্যান্য সদস্যরা সেইখানে থাকে উহার সন্নিকটস্থ আদালতেরই মামলা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। *[এআইআর ১৯৫৪ ট্রাভ কো. ১৫১]*

মোকদ্দমার কারণ ঃ মোকদ্দমার কারণ *(cuase of action)* বলিতে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদীকে মোকদ্দমায় বর্ণনা করিতে হয়, এবং মোকদ্দমার সফলতার জন্য যাহা প্রমাণ করা আবশ্যক, তাহাকে বুঝায়। অন্য কথায়, মোকদ্দমা এমন প্রত্যেকটি প্রকৃত ঘটনা, যেইগুলির প্রতিবাদ করা হইলে বাদীকে আদালতের রায়ে তাহার অধিকারকে সমর্থন করিবার জন্য প্রমাণ করিতে হয় *[(১৮৭৩) ৮ (সিপি) ১০১]*। প্রত্যেকটি বিষয় যাহা প্রমাণিত না হইলে বিবাদী অবিলম্বে রায় পাওয়ার অধিকারী হয় সেইগুলি মোকদ্দমার কারণে *[(১৮৮৮) ২২ কিউবিডি ১২৮]* নালিশের কারণ বলিতে একটি আঁটি অপরিহার্য তথ্যকে বুঝায় যাহা বাদীকে তাহার মোকদ্দমায় সফল হওয়ার পূর্বে প্রমাণ করা আবশ্যক। *[৯ ডিএলআর (১৯৫৭) ১৯৭]*

যে আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে বিবাদী বসবাস করে এবং সম্পত্তি অবস্থিত, সেইরূপ নিম্নতম পর্যায়ের আদালতে মোকদ্দমার দায়ের করিতে হইবে *[১৪ ডিএলআর (১৯৬২) ৭৮০]*। এইরূপে চুক্তিভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণের দাবিতে আনীত মোকদ্দমায় বাদীকে চুক্তি গঠনের প্রকৃত ঘটনা ও উহা লংঘনের প্রকৃত ঘটনা প্রমাণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে চুক্তি গঠন ও ইহার লংঘন "মোকদ্দমার কারণ" হিসাবে গণ্য হয়। এক আঁটি অপরিহার্য তথ্য, যাহা বাদীকে মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার জন্য প্রমাণ করিতে হয়, তাহাকে মোকদ্দমার কারণ বলা হয়। *[২৯ বোম্বে (১৯৫৭) ১৯৭]*

এই ধারার আওতায় ব্যবসা বলিতে কি বুঝায় ঃ ব্যবসা শব্দটির ২০ ধারার আওতায় একটু ভিন্ন অর্থ রহিয়াছে এইখানে ব্যবসা বলিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যবসাকেই বুঝায় *[পিএলডি ১৯৫৯ লাহোর ৪৫৩]*। একজন সরকারী অফিসের কেরানী ঐ অফিসে ব্যবসা করিতেছেন ইহা বলা যায় না। *[১৪ কল ২৫৬ ডিবি]*

একজন বিদেশীর বিরুদ্ধে এখতিয়ার ঃ অন্যান্য সকল শর্তসমূহ পূরণ করা হইলে এই ধারার বিধানাবলীতে একজন বিদেশীর বিরুদ্ধে মামলা করিবার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। একজন বিদেশীর মামলার কারণসমূহ যদি কোন আদালতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে উদ্ভব হয় এবং সে যদি আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে বসবাস করে তবে আদালত উক্ত মামলা বিচার করিতে বাধ্য থাকিবেন। *[১৯৫৯ (১১) ডিএলআর ৪৫]*

কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এজেন্টের মাধ্যমে অন্য দেশে পরিচালিত হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানকে যে দেশে ব্যবসা পরিচালিত হইতেছে সেই দেশের আদালতে পক্ষ করিয়া মামলা করা যায় *[(১৯৫৫) ৭ ডিএলআর ২৩৩]*। তবে যেই দেশের আদালতে মামলা দায়ের করা হইতেছে সেই দেশে মামলার কারণ উত্থাপিত হইতে হইবে। *[১২ ডিএলআর (এসসি) ৪৭]*

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ঃ ২০-খ ধারার আওতায় কোন বিবাদী আদালতের এখতিয়ার প্রশ্নে আপত্তি না জানাইয়া মৌনতা অবলম্বন করিলে সে ঐ আদালতের এখতিয়ার মানিয়া লইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে। *[(১৯৫০) ২ ডিএলআর ৩৮৫]*

মামলার কারণ ও সংশোধন ঃ ২০-গ ধারার আওতায় সংশোধনের মাধ্যমে কোন মামলার কারণ যাহার মামলা রুজুকালীন সময়ে অস্তিত্ব ছিল না কিংবা যাহা মামলার বিষয়বস্তুর সহিত সম্পৃক্ত নহে, তাহা আরজিতে প্রবর্তন করা যাইবে না। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৫৭৭]*

মামলা রুজুর প্রাথমিক আদালত ঃ মামলা সর্বদাই যোগ্য এখতিয়ারসম্পন্ন অধঃস্তন আদালতে দায়ের করিতে হইবে। তবে ইহার জন্য বিবাদীকে ঐ আদালতের স্থানীয় সীমানায় বাস করিতে হইবে। *[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ৭৮০]*

সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলা ঃ সরকারের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার ক্ষেত্রে ২০ ধারার শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে। *[২১ পিএলডি (লাহোর) ৪৫৩]*

মামলার কারণ ঃ ইহার প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা ঃ মামলার কার্যকরণ হইল বিচার্য বিষয়সমূহের একটি সামগ্রিক বিন্যাস, যাহা মামলায় বলবতযোগ্য দাবিকে উত্থাপন করে। ইহা এমন একটি বিষয়সমূহ নিয়ে গঠিত যাহা বাদীকে সফলতা অর্জনে এবং তাহাকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার দিবার জন্য প্রমাণ করিতে হইবে। স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটি মামলায় বাদীগণ যখন তর্কিত সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার এবং দখল অস্বীকার করে তখন কি

বাদীগণের বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা করিবার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে ? বাদীর মামলাটি মামলার ক্ষেত্রে একটি জুয়া খেলা প্রকাশ পাইয়াছে। *[৩০ ডিএলআর (১৯৭৮) ২১৫]*

ধারা ২০-ক (গঃ) মামলার স্থান ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৭ আদেশে যেখানে মামলার স্থান সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাই, তাহা নিয়ম ৭ এই নির্দেশ দেয় যে, নিয়ম ১ হইতে ৬ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে নির্দেশিত সীমানা ব্যতীত এই নির্দেশের অধীন মামলাগুলির কার্যবিবরণী যেই সমস্ত মামলা সাধারণভাবে দাখিল করা হইয়াছে সেইগুলির কার্যবিবরণীর মতই হইবে। সুতরাং রায় সম্পর্কিত এই বিবৃতির পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না যে, ধারা ২০ উপধারা (ক) যাহা আদালতগুলিকে স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে বসবাসকারী বা ব্যবসা পরিচালনাকারী বিবাদীগণের মামলা পরিচালনের অধিকার দেয় তাহা বিধির ৩৭ আদেশের অধীন মামলাগুলি পরিচালনায় প্রযোজ্য নহে। *[১৯৭৩ (২৫) ডিএলআর ১৩৪]*

ধারা ২০ এবং আদেশ ২(২) ঃ প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণ বাদীকে বিশ্লেষণের জন্য প্রমাণ দিতে হইবে যেন বাদীর অভিযোগ অন্যখাতে প্রবাহিত না হয়, আদালতের ন্যায় সিদ্ধান্ত পাইতে বাদীর অধিকারের স্বার্থেই এই অধিকার সমর্থনযোগ্য। *[৪৭ ডিএলআর (এডি) ১৩৪]*

ধারা ২০ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১০ ঃ একটি মামলা দাখিল করিবার জন্য আদালত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে 'মামলার কারণ' একটি উপাদান। যদিও বিবাদী আদালতটির এখতিয়ারের মধ্যে বসবাস করে না অথবা সেখানে ব্যবসায়ের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করিয়া ব্যবসা করে না। উপস্থিত মামলার বিচার্য বিষয়ের কিছু অংশ ঢাকাতে সংঘটিত হইয়াছিল এবং যে চুক্তিটি হইতে দাবিটি তৈয়ার হইয়াছিল তাহা ঢাকাতে সম্পাদিত হয় এবং দাবিটি ঢাকাতেই অস্বীকার করা হইয়াছিল এবং সেইজন্য ঢাকার দেওয়ানী আদালত এবং মামলা পরিচালনার এখতিয়ার যোগ্য। *[৪২ ডিএলআর ৫৩০]*

ধারা ২০-গ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ এখতিয়ার ঃ যখন একটি আদালত একটি মামলার আরজি বাতিল করে বা বাতিল করিতে অস্বীকার করে তখন আদালতটিতে ন্যস্ত এখতিয়ারের ব্যবহার করিয়াই উহা করা হয়। এমনকি যখন দেওয়ানী আইনের ৬ আদেশের ১১ নিয়মের প্রয়োগ প্রার্থনা করা হয় তখনও আদালতের মামলাটি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা পরীক্ষা করার অধিকার আছে। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

ধারা ২০-গ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ মামলার কারণ অপ্রকাশের হেতু কোন আরজি বাতিলের আবেদনে আদালত বাদীর মামলাটিকে কয়েকটি অংশে খণ্ডিত করার প্রয়োজন পড়ে না, যদি 'মামলার কারণের' একটি অংশ ইহার এখতিয়ারের মধ্যে উত্থাপিত হয়। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

ধারা

২১। এখতিয়ার সম্পর্কে আপত্তি ঃ

প্রথম পর্যায়ের আদালতে প্রথম সুযোগে এবং বিরোধভুক্ত প্রশ্ন নির্ধারণের সময় বা তৎপূর্বে আপত্তি উত্থাপন করা না হইলে এবং পরিণামে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত না হইলে কোন আপীল বা পুনরীক্ষণ আদালত মামলা দায়েরের স্থান সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সাধারণভাবে যে আদালতে এখতিয়ারবিহীন তাহার সিদ্ধান্ত মূল্যহীন। ইহার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। স্থানিক এলাকার ভুলের জন্য আদালতের রায় তাহার বাধ্যকরতা হারায় না। যে মামলা এক সহকারী জজ আদালতের আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে, কিন্তু ভুলবশতঃ পার্শ্ববর্তী অন্য সহকারী জজ আদালতে কোন পক্ষের বিনা আপত্তিতে বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যায়, সেই মামলার রায় এই প্রকার অনিয়মের জন্য অকার্যকর হইবে না। কারণ, এই জাতীয় অনিয়ম এখতিয়ারের ক্ষেত্রে অনিয়ম, অর্থাৎ নিয়ম-বিরোধী মাত্র, আইন বিরোধী নহে।

এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ২১ ধারায় বলা আছে, মামলার স্থান সম্পর্কে (অর্থাৎ ১৫-২০ ধারার বিষয়ে) পক্ষদের কোন আপত্তি তাহা মামলার প্রথম দিকে অথবা বিচার্য বিষয় নির্ধারণের সময় উত্থাপন করিতে হইবে। অন্যথায় আপীল আদালত যাহা পুনরীক্ষণ আদালত এই জাতীয় আপত্তি আমলে আনিবেন না। যদি মামলার স্থান সম্পর্কিত অনিয়মের কারণে পরিণামে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া থাকে তবেই কেবল আপীল আদালত বা পুনরীক্ষণ আদালত এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারিবেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মামলার স্থান বিষয়ে ১৫ হইতে ২০ ধারা পর্যন্ত যেই সমস্ত বিধান রহিয়াছে সেইগুলি আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে নির্দেশমূলক আচরণবিধি।

এই আচরণ বিধিবহির্ভূত কোন কাজ হইলে পক্ষগণ যদি যথাসময়ে এখতিয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না করে তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে, পক্ষগণ বিচারকারী আদালতের এখতিয়ার মানিয়া লইয়াছে। যেহেতু এই

জাতীয় অনিয়ম এখতিয়ারের প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনিয়ম। অতএব এই জাতীয় অনিয়মের দরুন পরিণামে ন্যায়বিচার ব্যাহত না হইয়া থাকিলে আপীল আদালত শুধুমাত্র এই জাতীয় অনিয়মের জন্য নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিবেন না।

এখতিয়ার সম্পর্কে আপত্তি ঃ এখতিয়ার সম্পর্কে কোন আপত্তি বিচারকারী আদালতে উত্থাপিত না হইলে উহা হাইকোর্টে উত্থাপন করা যাইবে না। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ১৪]*

আপীল পর্যায়ে এখতিয়ারের প্রশ্ন ঃ *Suits Valuation Act*-এর ১১ ধারাসহ দেওয়ানী কার্যবিধির ২১ ও ৯৯ ধারার উদ্দেশ্য একই। মামলার গুণাগুণ নির্ভর করে কোন রায় উচ্চ আদালতে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল কারণে পাল্টানো উচিত নহে। তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং মামলার গুণগত কোন ক্ষতি না করিয়া উক্তরূপ করা যাইতে পারে। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ১০০]*

বিচারকারী আদালতের বিচার করিবার এখতিয়ার ছিল না এইরূপ আপত্তি আপীল আদালতে উত্থাপন করা যাইতে পারে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর (পিসি) ৬৮৬]*

জারি কার্যক্রম ঃ ডিক্রি জারিকারক কোন আদালত সাধারণতঃ ডিক্রির বাহিরে কোন কাজ করিতে পারে না। তবে ডিক্রিটি যদি এখতিয়ারবহির্ভূত কোন আদালতের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে জারিকারী আদালত ঐ ডিক্রি জারি না করিয়াও পারিবেন *[পিএলডি ১৯৬৪ লাহোর ১৪৪]*। এই আদালত একটি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে উক্ত ডিক্রির বাতিলতা এবং জারির অনুপযোগিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। *[পিএলডি ১৯৬৬ করাচি ৩০৮]*

আরজি ফেরতদান ঃ আদালত কোন মামলা দায়ের করিবার পর উক্ত মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার তাহার নাই। এইরূপ প্রমাণিত হইলে মামলাটি ৭ আদেশের ১০ নিয়মের আওতায় অন্য আদালতে স্থানান্তরিত হইবে। *[এআইআর ১৯৪০ লাহোর ১৭১]*

তবে মামলাটি ডিক্রি প্রদান করিবার পর ঐরূপ স্থানান্তর আর করা যাইবে না। *[১১ এন এলআর ১৩ ডিবি]*

যদি বিচারকারী আদালতে এখতিয়ার সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত না হয়, পরবর্তীতে হাইকোর্ট ডিভিশনে এই সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ করা যাইবে না *[১৯৮০ (৩৫) ডিএলআর ১৪]*। এখতিয়ার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন আপীলে।

ধারা

২২। যেই মামলা একাধিক আদালতে দায়ের করা যায় সেই মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা ঃ

যখন কোন মামলা দুই বা ততোধিক আদালতের যেকোন একটিতে দায়ের করা চলে এবং মামলাটি তন্মধ্যে একটি আদালতে দায়ের করা হয়, তখন বিবাদী অপরপক্ষকে নোটিস দিয়া প্রথম সুযোগে ও বিরোধভুক্ত প্রশ্ন নির্ধারণের পূর্বে মামলাটি অপর একটি আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করিতে পারে এবং আদালত এইরূপ আবেদনপত্র পাওয়ার পর অপর পক্ষের আপত্তি, যদি থাকে, তবে শ্রবণ করিয়া কোন্ আদালতে মামলার বিচার হইবে, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যখন কোন মামলা দুই বা ততোধিক আদালতের যেকোন একটিতে দায়ের করা চলে এবং মামলাটি তন্মধ্যে একটি আদালতে দায়ের করা হয়, তখন বিবাদী অপর পক্ষকে নোটিস দিয়া বিচার্য বিষয় নির্ধারণের সময় অথবা পূর্বে মামলাটি অপর একটি আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করিতে পারে এবং আদালতের এইরূপ আবেদন পাওয়ার পর উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া কোন্ আদালতে মামলার বিচার হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

মামলা কখন স্থানান্তর করিতে হইবে ঃ ২২ ধারার ভাষা আদেশাত্মক। মামলা স্থানান্তরের আবেদন প্রথম সুযোগে এবং তর্কভুক্ত প্রশ্ন নির্ধারণের পূর্বে করিতে হইবে। *[৮৮ আইসি ৫৩১, ১৯২৫ লাহোর ১৭৫]* মামলা স্থানান্তরের জন্য আদালতের পক্ষপাতিত্ব ও পক্ষদ্বয়ের সুবিধার ভারসাম্য একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে *[১৫ সিএলজে ১৬২]*। তবে শুধু বিবাদীর সুবিধা-অসুবিধাই এখানে একমাত্র বিচার্য বিষয় নহে। যখন বাদী-বিবাদী সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য বিবেচনাপূর্বক স্থানান্তরের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি সন্নিবেশিত হয় কেবলমাত্র তখনই মামলার স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। *[২২ ডিএলআর ২০৪]*

সাধারণভাবে স্থানান্তরের আবেদন দরখাস্তের মাধ্যমে করা যাইবে এবং একটি শপথনামার মাধ্যমে ঐ স্থানান্তরের কারণসমূহ তুলিয়া ধরিতে হইবে *[৯ ক্যাল. ৯৮০]*। একাধিক মামলা স্থানান্তরের জন্য একাধিক দরখাস্ত করিতে হইবে। *[২ এনডব্লিউপি (এইচসিআর) ১৪৭]*

স্থানান্তরের নোটিস ঃ মামলা স্থানান্তর করিবার জন্য দরখাস্তকারী তাহার প্রতিপক্ষকে নোটিস প্রদান করিবে এবং এই নোটিস বলিতে আবেদনের পূর্বে প্রদত্ত নোটিসকে বুঝায় *[এআইআর ১৯২৮ লাহোর ১৮৩]*। প্রতিপক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়া কিংবা তাহার কোনভাবে ক্ষতি হইতে পারে এমনভাবে মামলা স্থানান্তর করা যাইবে না *[এআইআর ১৯৩৫ অল ৯৭৯]*। আবেদন করিবার পূর্বে নোটিসে না দিয়া আবেদেনের সাথে ও ঐরূপ নোটিস দেওয়া যাইতে পারে। তবে একদম নোটিস প্রদান ব্যতীত কোন মামলা স্থানান্তরের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইবে। একইভাবে দরখাস্তকারী শুধু বাদীকে নোটিস দিয়া সহ-বিবাদীদের (যদি থাকে) না দিলেও ঐরূপ স্থানান্তর দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। *[এআইআর ১৯৫৩ অল. ৭৫০]*

পক্ষগণের উপস্থিতিতে কোন দরখাস্ত করা হইলে উহা এই ধারার আওতায় নোটিস প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে। *[২ সিএলআর ৩৫২]*

ধারা

২৩। কোন আদালতে আবেদন করিতে হইবে ঃ

(১) যখন এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক আদালত একই আপীল আদালতের অধীন হয়, তখন সেই আদালতে ২২ ধারা অনুসারে দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) এইরূপ আদালতগুলি একাধিক আপীল আদালতের অধীন হইলে, দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগে পেশ করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যখন এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক আদালত একই আপীল-আদালতের অধীন হয়, তখন সেই আপীল আদালতে ২২ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। এইরূপ আদালতগুলি একাধিক আপীল আদালতের অধীন হইলে, দরখাস্ত হাইকোর্ট ডিভিশনে পেশ করিতে হইবে। এই কার্যবিধির ১৬ ধারা অনুযায়ী কতিপয় মামলা বাদী তাহার ইচ্ছানুযায়ী একাধিক আদালতের যেকোন একটিতে দাখিল করিতে পারে। এই অবস্থায় বিবাদী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া অন্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে স্থানান্তরের জন্য বর্ণিত উপায়ে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

ধারার উদ্দেশ্য ও আওতা ঃ হাইকোর্ট বিভাগ ও জেলা জজের আদালতকে অধঃস্তন আদালত হইতে বিচারাধীন মোকদ্দমা, আপীল বা অন্যান্য কার্যক্রম স্থানান্তর বা প্রত্যাহার করিবার সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করাই অত্র ধারার উদ্দেশ্য। জেলা জজ আদালত বা হাইকোর্ট বিভাগ মোকদ্দমার যেকোন স্তর হইতে ইহাকে স্থানান্তর করিতে পারেন। আদালত পক্ষগণের যেকোন একজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্তরূপ স্থানান্তরের বা প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। অন্যান্য কার্যক্রম বলিতে জারি অথবা বিবিধ কার্যক্রম বুঝায়। যখন কোন পক্ষ যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন আদালত হইতে নিরপেক্ষ বিচার না পাওয়ার আশংকা করে, তখন জেলা কোর্ট মোকদ্দমা স্থানান্তর করিতে পারেন। যদি আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হন, তবে নোটিস প্রদান না করিলেও চলে। কিন্তু পক্ষগণের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আদালত অগ্রসর হইলে অপর পক্ষকে নোটিস প্রদান করা অপরিহার্য। যেই আদালতে মোকদ্দমা, আপীল বা কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়, সেই আদালতকে উহা বিচার করার জন্য আর্থিক এখতিয়ারসম্পন্ন হইতে হইবে, কিন্তু ইহাকে ভৌগোলিক এখতিয়ারসম্পন্ন না হইলেও চলিবে *[৫৪ এলাহাবাদ ১৯৩২, ৮২৪]*। ২৪ ধারা জেলা জজও হাইকোর্ট বিভাগের উপর সুবিবেচনার বিশাল ক্ষমতা প্রদান করে কিন্তু সুবিবেচনার ক্ষমতা অবশ্যই ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োগ করিতে হইবে। *[২০ ডিএলআর ৮৬৭]*

বলিষ্ঠ সঙ্গত কারণের উপর এবং যে আদালতে সকল প্রমাণ, প্রাপ্তিসাক্ষ্য হইবে, সেই আদালতে স্থানান্তরের আদেশ হওয়া উচিত *[৬৯ আইসি ২৩৯]*। কেবলমাত্র পক্ষগণের সুবিধার অজুহাত স্থানান্তরের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হইবে না *[৪১ এবি ৮১]*। সুবিধার ভারসাম্য এবং আদালতের পক্ষপাতিত্বের অজুহাত স্থানান্তরের জন্য যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে *[১৫ সিএলজে ১৬২]*। বিচারক অন্য একটি মোকদ্দমার আইন বা তথ্য বিষয়ক বিভিন্ন একটি প্রশ্ন নিষ্পত্তি করিয়াছেন এই কারণের উপর স্থানান্তরের আদেশ হইবে না *[১৯৩৮ নাগ. ১২৬]*। স্থানান্তরের জন্য আবেদনপত্র ১৪১ ধারা অনুসারে একটি মূল কার্যক্রম *[১৯৪৯ মাদ্রাজ ২৮৩]*। মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি সুষ্ঠু বিচার পাইবে না বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে আশংকা প্রকাশ করিলে তাহা স্থানান্তরের জন্য একটি ভাল কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[১৪২৩ লাহোর ৫৬৪]*। বিবাহবিচ্ছেদের মোকদ্দমায় (*Suit for Dissolution*) এই ধারার প্রয়োগ চলে না *[৪৬ সি ডব্লিউ এন ৭৯০]*। অধঃস্তন আদালতের ফাইল হইতে জেলা জজ আংশিক শ্রুত (*Part heard*) মোকদ্দমা স্থানান্তর করিতে পারেন *[১০ সিডব্লিউএন]*। উকিলের বিরুদ্ধে প্রতিকূল ধারণা (*Prejudice*) স্থানান্তরের জন্য সঙ্গত কারণ নহে। *[৯১ আইসি ৫৫৯]*

বিভিন্ন হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালতে মামলা স্থানান্তর ঃ হাইকোর্ট তাহার অধঃস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা ২২ ও ২৩ ধারার আওতায় স্থানান্তর করিতে পারেন *[এআইআর ১৯২৭ বোম্বে ৭৯ (ডিবি)]*। ইহা ব্যতীতও হাইকোর্ট ইহার নিজস্ব আদিম দেওয়ানী দিকের আওতায় বিচারাধীন কোন অধঃস্তন আদালতেও স্থানান্তর করিতে পারে। *[এআইআর ১৯৩৪ র‍্যাং ২৬৫ (ডিবি)]*

ধারা

২৪। স্থানান্তর ও প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা ঃ

(১) মামলার যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে, সকল পক্ষকে নোটিস দিয়া এবং তাহাদের কাহারও কোন বক্তব্য শুনাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা শ্রবণ করিয়া অথবা কোন নোটিস না দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাইকোর্ট বিভাগ বা জেলা কোর্ট যে কোন সময় —

(ক) উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম উহার অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারে ; অথবা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন আদালত হইতে কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম প্রত্যাহার করিতে পারেন, এবং

(১) উহার বিচার বা নিষ্পত্তি করিতে পারেন, অথবা

(২) অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তর করিতে পারেন, অথবা

(৩) যেই আদালত হইতে ইহা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, পুনরায় সেই আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) কোন মামলা (১) উপধারা অনুসারে স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত হইয়া থাকিলে, পরে যে আদালতে উহার বিচার করা হয়, সেই আদালত স্থানান্তরের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে উহার পুনর্বিচার করিতে পারেন বা যে পর্যায়ে উহা স্থানান্তর বা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই পর্যায় হইতে বিচার শুরু করিতে পারেন।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ও সহকারী জজের আদালতকে জেলা কোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) স্বল্প এখতিয়ার আদালত হইতে স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত মামলার বিচারকারী আদালতকে উক্ত মামলার ব্যাপারে স্বল্প এখতিয়ার আদালত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ মামলার যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে সকল পক্ষকে নোটিস দিয়া এবং তাহাদের কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা শ্রবণ করিয়া অথবা কোন নোটিস না দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাইকোর্ট বা জেলা জজ আদালত যেকোন সময় —

(ক) উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম উহার অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারেন ; অথবা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন আদালত হইতে কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম প্রত্যাহার করিতে পারেন এবং উহার বিচার বা নিষ্পত্তি করিতে পারেন, অথবা অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারেন, অথবা যে আদালত হইতে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, পুনরায় সেই আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

এই বিধান অনুযায়ী কোন মামলা স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত হইয়া থাকিলে পরে যে আদালতে উহার বিচার হয়, সেই আদালত স্থানান্তরের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে উহার বিচার পুনর্বিচার করিতে পারেন বা যে পর্যায়ে উহা স্থানান্তর বা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল সে পর্যায় হইতে বিচার শুরু করিতে পারেন। এই ধারার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ও সহকারী জজের আদালতকে জেলা জজের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

সহকারী জজের আদালত এবং অন্যান্য নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে যেই সমস্ত আপীল দায়ের হয়, সেইগুলি জেলা জজ আদালত প্রায় প্রতিনিয়ত অন্যান্য অধীনস্থ ক্ষমতাসম্পন্ন আপীল আদালতে বিচারের নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করে থাকেন এবং প্রয়োজনবোধে এইগুলি প্রত্যাহার করিয়া অন্য আপীল আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করেন। এই ব্যতীত পক্ষদের কোন আপত্তি থাকিলেও আপত্তিকারী পক্ষ মামলা স্থানান্তরের জন্য জেলা জাজ আদালতে এই ধারানুযায়ী দরখাস্ত দিতে পারে।

পক্ষগণের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলা স্থানান্তরের আদেশ ঃ জেলা কোর্ট বা হাইকোর্ট বিভাগ আপন উদ্যোগে বা পক্ষগণের দরখাস্তমূলে মামলা বা আপীল এক আদালত হইতে প্রত্যাহার করিয়া অন্য আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। পক্ষগণ যেই সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া স্থানান্তর প্রার্থনা করিতে পারেন সেইগুলি সংখ্যায় একাধিক। উভয় পক্ষের সুবিধা হয় এইরূপ কারণ উত্থাপন করিয়া মামলা স্থানান্তর চাওয়া যায়। এই পক্ষের সুবিধা হইলে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হয় না। এমন অবস্থা হইতে পারে যে, দুইটি আদালতে পৃথকভাবে দুইটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে এবং ঐ দুইটি মামলার বিরোধভুক্ত প্রশ্ন বা বিচার্য বিষয় একই প্রকৃতির।

এইক্ষেত্রে একটি মামলা স্থানান্তর করিয়া একই আদালতে বিচার করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যায়। কোন পক্ষের মনে যদি এইরূপ আশংকা জাগ্রত হয় যে, যে আদালতে তাহার মামলা বিচারাধীন আছে সেই আদালতের বিচারক পক্ষাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, তবে সে তাহার মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করিতে পারে। জেলা কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট বিভাগ যদি সেই আবেদন বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দিহান হন তাহা হইলে তাহার মামলাটি স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারেন।

মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা ঃ এক আদালত হইতে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা কেবল জেলা আদালতের। ২৪ ধারার আওতায় একজন সাব-জজ এইরূপ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

[৪ পিএলডি (ঢাকা) ১৯০]

এই ধারায় শুধু বিচারাধীন মামলা স্থানান্তরের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে একজন জেলা অধঃস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ নাকচ করিয়াও একটি মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তর করিতে পারে। *[৫৫ সিডব্লিউএন (৩ ডিআর) ১৩]*

স্থানান্তর আদেশ আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ আদালত আবেদনকারীর প্রদর্শিত কারণসমূহে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া কোন মামলার স্থানান্তর বা প্রত্যাহার আদেশ প্রদান করিতে পারেন। তবে ইহার জন্য দরখাস্তকারীকে অবশ্যই এইরূপ স্থানান্তরে যে উভয় পক্ষের যথেষ্ট সুবিধা হইবে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৩০৬]

আপীল ও রিভিশন ঃ সংক্ষিপ্ত আদালত ইহার এখতিয়ার নাই এমন কোন মামলাতে ডিক্রি প্রদান করিলে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না। *[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর ৩০]*

জেলা জজ কর্তৃক ২৪ ধারার আওতায় প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিভিশন করা যাইবে। তবে ইহার জন্য প্রতিপক্ষকে জেলা জজের সামনে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর ৮৬৭]

স্থানান্তরের ভিত্তি ঃ মামলা স্থানান্তরের জন্য প্রদর্শিত যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে যাহা আদালতের সম্মুখে সম্পাদিত হইবে যেখানে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে। *[৬৯ আইসি ২৩৯]*

একটি মামলা বিচার করিবার পর আদালত যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার এইরূপ মামলা বিচার করিবার এখতিয়ার ছিল না এবং পরে ঐ মামলাটি যোগ্য আদালতের নিকট ফেরত পাঠায়, তখন হাইকোর্ট ঐ মামলাটি পূর্বতন আদালত দ্বারাই নিষ্পত্তি হইবার আদেশ দিতে পারেন। *[১৯২৩ এ ২৪৯]*

কৌঁসুলির কোন প্রকার ক্ষতি প্রদর্শন মামলা স্থানান্তরের যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না। *[৯১ আইসি ৫৫৯]*

বিচারক অন্য একটি মোকদ্দমায় আইনগত এবং তথ্যগত একই ধরনের প্রশ্ন নির্বাচন করিয়াছেন, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন মামলার স্থানান্তর চাওয়া যাইবে না *[১৯৩৮ নাগ. ১২৬]*। তবে একই আদালত কর্তৃক সাদৃশ্যপূর্ণ একটি মামলাতে আইনের কোন প্রশ্নের বিপরীত সিদ্ধান্তের কারণ দেখাইয়া মামলা স্থানান্তরের দরখাস্ত করা যাইতে পারে *[১৯৩০ লাহোর ১৭৯]*। মামলাকারী যদি এইরূপ সন্দেহ পোষণ করে যে, এই আদালতে সে সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইবে তবে উক্ত মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তর করা যাইতে পারে। *[৫৩ সিডব্লিউএন ৭৭০]*

২৪ (১) (খ) (আ) ধারার আওতায় আদালত কোন মামলার বিচার করিতে চাহিলে উহাকে আর্থিক ও আঞ্চলিক উভয় প্রকার এখতিয়ারের অধিকারী হইতে হইবে। *[১৯৩১ এএলজে ১০৬১]*

কখন জেলা জজ মামলা স্থানান্তর করিতে পারে না ঃ ২৪ ধারা সাধারণভাবে কোন মামলা একটি যোগ্য আদালত হইতে অন্য একটি যোগ্য আদালতে স্থানান্তরের বিষয় আলোচনা করে। কিন্তু মূল আদালতের যেখানে ঐ

মামলা বিচার করিবার এখতিয়ার নাই সেখানে ঐরূপ মামলা জেলা জজ অন্য কোথাও স্থানান্তর করিতে পারেন না।
[১৯৩০ লাহোর ১৯৫]

স্থানান্তর ও প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা

(১) স্থানান্তরের আবেদন ১৪১ ধারার আওতায় মামলার মূল কার্যক্রম বলিয়া পরিগণিত হইবে।
[১৯৪৯ মাদ্রাজ ২৪৩]

(২) এই ধারা বিবাহবিচ্ছেদের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। *[৪৬ সিডব্লিউএন ৭৯০]*

(৩) যেকোন সময় মামলাটি স্থানান্তর করা যাইতে পারে যেমন অধঃস্তন আদালত কর্তৃক মামলাটি আংশিকভাবে শ্রুত হইবার পর। *[১০ সিডব্লিউএন ১২]*

মোকদ্দমা বদলির জন্য আবেদনকারীকেই প্রধানতঃ যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থাপন ও প্রমাণ করতে হয়। বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হবে তথ্যভিত্তিক, মনগড়া নহে। সম্পূর্ণভাবেই ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিতে হইবে। *[নূরুল হক সরকার বনাম জনতা ব্যাংক এবং অন্যান্য ; ৫৮ ডিএলআর (হাঃবি) ৫৮৯]*

ধারা

২৪-ক। মামলা ইত্যাদি স্থানান্তর করায় পক্ষগণের উপস্থিতি ঃ

(১) কোন এক পক্ষের আবেদনে ২৪ ধারার (১) উপধারার অধীনে কোন মামলা, আপীল বা অন্য কার্যক্রম স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত হইলে, অথবা ২২ ধারার অধীনে কোন মামলা স্থানান্তরিত হইলে, ঐ স্থানের বা প্রত্যাহারের আদেশ প্রদানকারী আদালত যদি নিজেই এই মামলা বা কার্যক্রমের বিচার নিষ্পত্তি করেন, তবে ইহার নিজের সম্মুখেই নতুবা যে আদালতে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার সম্মুখে পক্ষগণের উপস্থিতির জন্য অবশ্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন পক্ষের আবেদন ব্যতিরেকে কোন মামলা আপীল বা অন্য কার্যক্রম এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষগণকে অবশ্যই যে আদালত হইতে মামলা, আপীল বা কার্যক্রমটি স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালতে উপস্থিতির জন্য পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই উপস্থিত হইতে হইবে, এবং অনুরূপ আদালত তখন এইরূপ পক্ষগণকে স্থানান্তরের আদেশটি অবশ্যই অবহিত করাইবেন এবং পক্ষগণকে ঐদিনই অথবা অন্য আদালতটির অবস্থানের দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুক্তিসঙ্গত অনুরূপ দ্রুততর তারিখে যে আদালতে মামলা, আপীল বা কার্যক্রমটি স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ২২ ও ২৪ ধারায় মামলা স্থানান্তরের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মামলা স্থানান্তর হইবার পর ত্বরিৎ নিষ্পত্তির ব্যাপারে যাহাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় সেইজন্য পক্ষগণকে জানাইবার বিধান এই ধারায় দেওয়া হইয়াছে। কোন পক্ষে দরখাস্তমূলক স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হইয়া থাকিলে স্থানান্তরের আদেশের সময় পক্ষবৃন্দকে পরবর্তী তারিখ জানাইয়া দিতে হইবে। যেই সমস্ত স্থানান্তরের আদেশ পক্ষগণের দরখাস্তমূলে হয় নাই সেই সমস্ত মামলার পক্ষগণ স্থানান্তরের আদেশের আগে যে আদালতে মামলা বিচারাধীন ছিল সেই আদালতে উপস্থিত হইবেন এবং সেই আদালত হইতে পরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশ গ্রহণ করিবেন।

পক্ষগণের আবেদনক্রমে মামলা হস্তান্তর ঃ ২২ ধারা বা ২৪(১) ধারার আওতায় কোন পক্ষের আবেদনক্রমে একটি মামলা স্থানান্তরিত করা হইলে প্রতিপক্ষকে নোটিস প্রদান করা একান্ত অপরিহার্য।
[এআইআর ১৯৫৮ পাটনা ৯]

ধারা ২৪ ঃ হাইকোর্ট ডিভিশন, দেওয়ানী কার্যবিধির ২৪ ধারা অনুযায়ী একটি আপীল বদলি করার ক্ষমতাযুক্ত আদালত। *[৪০ ডিএলআর ৪১৩]*

"জেলা জজ" উক্তিটির অর্থ জেনারেল Clause Act-এর বিধান ঃ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের একটি সিদ্ধান্ত হইতে তাহার নিকট আনীত একটি আপীল বদলি করার পূর্ণ স্বাধীনতা জেলা আদালতের আছে।
[৪২ ডিএলআর ২১]

Election Commissioner-এর সিদ্ধান্ত হইতে আনীত একটি অমীমাংসিত আপীল ধারা ২৯ (৪)-এর উল্লেখ অনুযায়ী, জেলা জজের হস্তান্তর করিবার যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে। *[৪২ ডিএলআর ২১]*

ধারা ২৪ এবং ১১৫ স্থানান্তরের এবং প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা ঃ মামলা স্থানান্তর করিবার নির্দেশ প্রদান করিবার আগে পক্ষগণকে সেই বিষয়ে নোটিস প্রদান বিজ্ঞ জেলা জজ নোটিস প্রদান না করিয়া মামলা স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিয়া আইনগত ত্রুটি করিয়াছিলেন।

ধারা ১১৫ ঃ আদালতের একটি সুবিবেচনামূলক অধিকার ঃ একটি সাধারণ আদেশ প্রদানের মাধ্যমে পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা আদালত হইতে আপীলটি ঢাকার জেলা আদালতে প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান দ্বারা বর্তমান দরখাস্তকারী কোন কষ্ট বা পক্ষপাতের শিকার হন নাই। —কোন প্রকার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই।
[৪২ ডিএলআর ২৮৩]

ধারা ২৪(১) ঃ 'জেলা জজ' ২৪ ধারার অধীনে আনীত একটি মামলা স্থানান্তর অথবা প্রত্যাহার করার ক্ষমতাযুক্ত। *[৪২ ডিএলআর ২১]*

ধারা ২৪(১) (খ) ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ২৪ (i) (খ) ধারার অধীনে মামলা প্রত্যাহার এবং স্থানান্তরের যে ক্ষমতা হাইকোর্ট ডিভিশনকে প্রদান করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন। *[৪০ ডিএলআর ৪১৩]*

ধারা ২৪(২) ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ২৪ ধারার উপধারা (২) উল্লেখ করে যে, ২৪ ধারার জন্য অতিরিক্ত এবং সহকারী জজকে জেলা জজের অধীনস্থ বিবেচনা করিতে হইবে। ১৮৮৭ সালের দেওয়ানী আদালতের বিধান-এর ২২ ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, মুন্সেফ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রি বা আদেশ হইতে কোন আপীল জেলা জজের আদালতে মুলতবী থাকিলে জেলা আদালত তাহা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন যেকোন সাব জজের নিকট উহা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। *[৪২ ডিএলআর ২১]*

ধারা ২৪ এই ধারায় বর্ণিত জেলা আদালতের ক্ষমতা কিছুটা প্রশাসনিক ধরনের এবং সুবিবেচনামূলক। উপযুক্ত ক্ষেত্রে জেলা আদালত এমনকি *suo motu* এই ক্ষমতাটি ন্যায়ের খাতিরে ব্যবহার করিতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মামলা স্থানান্তরের আদেশ প্রদানে কোন অবৈধতা নাই। বিশেষতঃ যখন আদালত দুইটি একই জায়গায় অবস্থিত। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

যদিও মামলার তফসিলে এমন কিছু জমি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা আদালতের স্থানিক এখতিয়ারবর্হির্ভূত, তথাপি যেহেতু মামলাটি একটি উপযুক্ত আদালত হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে তাই বর্তমান আদালতটির এখতিয়ারের কোন অভাব নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

২৫। বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মামলা দায়ের সম্পর্কিত

ধারা

২৬। মামলা দায়ের ঃ

প্রত্যেক মামলা আরজি পেশ করিয়া বা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে দায়ের করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ মামলা কিভাবে আদালতে দায়ের করিতে হয়, তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। আদালতে আরজি দাখিল করিয়া মামলা রুজু করিতে হয়। যে তারিখে আরজি দাখিল করা হয় সেই তারিখে মামলা শুরু হয়। আদালতে মামলাকে রেজিস্টারভুক্ত করা হয়। কিন্তু রেজিস্টারভুক্তির সহিত মামলার শুরু হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই।

যে আদালতের এখতিয়ার নাই, সেই আদালতে যদি আরজি দাখিল করা হয়, তবে তাহার দ্বারা মামলা শুরু হইয়াছে বলা যাইবে না।

মামলা রুজুকরণ ঃ প্রত্যেকটি মামলাই যোগ্য আদালতে আরজি উপস্থাপনের মাধ্যমে শুরু করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬০ মাদ্রাজ ৫৬৮]*। ভুলবশতঃ কোন উচ্চ আদালতে একটি মামলা দায়ের করিবার পর উহা অধঃস্তন যোগ্য আদালতে স্থানান্তরিত করা হইলে মামলাটি বিচারযোগ্যই থাকিবে *[এআইআর ১৯৪১ মাদ্রাজ ৭১১ ডিবি]*। মামলার আরজি দাখিলের দিন হইতেই মামলা রুজুর দিন ধরা হয়, মামলাটি রেজিস্ট্রেশন দিন হইতে নহে।
[এআইআর ১৯৫২ অন্ধ্র প্রদেশ ১২]

যে কার্যক্রম আরজি দাখিলের মাধ্যমে শুরু হয় না তাহাকে কোনভাবেই মামলা বলা যায় না যদিও এইরূপ কার্যক্রম রায় কিংবা ডিক্রির মাধ্যমে শেষ হইয়াছে। *[এআইআর ১৯৬২ এমপি ৩২০]*

আরজি ঃ বাদী মামলার কারণ বর্ণনা করিয়া তাহার প্রার্থিত দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আদালতে যে স্মৃতিলিপি প্রেরণ করে তাহাকে আরজি বলে *[এআইআর ১৯২১ সিন্ধু ১৬৬]*। পারস্পরিক দায়শোধ সম্বলিত লিখিত জবাবকেও আরজি বলা হয়। *[১৫ মাদ্রাজ ২৯ ডিবি]*

নির্বাচন-সংক্রান্ত বিবাদগুলি বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত —

উল্লেখিত বিধি ও নিয়মে পরিচালিত বিষয়গুলিতে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার পরোক্ষভাবে বারিত। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের মত একটি বিশেষ বিচারালয় যেইগুলির নির্বাচনী মামলা বা বিবাদগুলি পরিচালনার স্বতন্ত্র এখতিয়ার থাকে তাহা গঠনে মনে হয় সংসদের এই উদ্দেশ্য থাকে যে পরাজিত প্রার্থী নির্বাচনকে অভিযুক্ত করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে যে মামলা আনেন তিনি সেখানে একটি সুগঠিত নির্বাচনী দরখাস্তে নির্বাচন-পূর্ব বিবাদগুলি, যেইগুলি নির্বাচনের ফলাফলকে অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সেইগুলির বিবেচনা দৃঢ়ভাবে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হন। *[৪১ ডিএলআর ১৯৭]*

সমন ও আবিষ্কার

ধারা

২৭। বিবাদীর প্রতি সমন ঃ

মামলা যথাযথভাবে দায়ের হইলে বিবাদীকে হাজির হইয়া দাবির জবাব দেওয়ার জন্য সমন দেওয়া যাইতে পারে এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করা যাইতে পারে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ মামলা আইন মোতাবেক রুজু হইয়া যাইবার পর বিবাদীকে সমন দিতে হয়। আদালতে আরজি দাখিল হইবার পর আদালত উহা পরীক্ষা করেন। আদালত যদি দেখিতে পান যে, আরজিতে বর্ণিত মামলা বিচার করিবার অধিকার তাহার আছে এবং আরজি ঠিকমত দাখিল হইয়াছে তাহা হইলে তিনি মামলাটি রেজিস্টারভুক্ত করিতে আদেশ দেন। অতঃপর বিবাদীর উপর সমন ইস্যু করিতে হয়। সমন জারির পদ্ধতি ৫ আদেশের ১ নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে।

সমন ঃ আরজি নিবন্ধিত হইবার পর আদালত অবশ্যই বিবাদীকে প্রথম তফসিলের পরিশিষ্ট খ-এর ১ অথবা ২ ফরম অনুসারে আদালতে হাজির হইয়া বাদীর উত্থাপিত দাবির জবাব দিবার জন্য সমন জারি করিবেন *[১০ ডিএলআর (এসসি) ১৪৪]*। কোন ছুটির দিনে সমন প্রদত্ত হইলে উহা বৈধ হইবে এবং এইরূপ সমন আইনের দৃষ্টিতে সমন বলিয়া পরিগণিত হইবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ এমপি ২৬১]*

নিঃস্ব ব্যক্তির মামলার সমন ঃ বাদী নিঃস্ব ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত হইবার পর এবং মামলাটি নিবন্ধিত হইবার পর বিবাদী বা বিবাদীকে ২৭ ধারা এবং ৫ আদেশের ১ নিয়মের আওতায় যথারীতি সমন প্রদান করিতে হইবে। এই সমন ব্যতীত বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন একতরফা ডিক্রি প্রদান করা হইলে উহা অবৈধ হইবে। *[১০ ডিএলআর (এসসি) ১৪৪]*

ধারা

২৮। বাতিল করা হইয়াছে।

২৯। বিদেশী সমন জারি ঃ

বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালতের সমন এবং অন্যান্য পরোয়ানা বাংলাদেশের আদালতসমূহে প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং উহা বাংলাদেশী আদালতের সমন বলিয়া ধরিয়া লইয়া জারি করা যাইতে পারে।

তবে **শর্ত** থাকে যে, সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া এইরূপ আদালতের প্রতি এই ধারার ব্যবস্থাসমূহ প্রযোজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী সমন বা পরোয়ানা কিভাবে জারি করিতে হয় তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। সরকার কোন্ কোন্ দেশের সমন বাংলাদেশের আদালত জারি করিবে তাহা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এই সমস্ত দেশের সমন ও পরোয়ানা বাংলাদেশে আসিলে এইগুলি বাংলাদেশের আদালতের সমন ও পরোয়ানা যেভাবে জারি হয় সেইভাবেই জারি হইবে। এই ধারাটি ৫ আদেশের ২১ ও ২৩ নিয়মের সহিত সদৃশ।

ধারা

৩০। আবিষ্কার এবং ঐ শ্রেণীর জন্য কিছু করাইবার আদেশ দিবার ক্ষমতা ঃ

নির্ধারিত শর্ত এবং সীমাসাপেক্ষে আদালতে যেকোন সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে —

(ক) প্রশ্নাবলী সরবরাহ ও জবাব দান, দলিল ও তথ্য স্বীকার এবং সাক্ষ্য হিসাবে পেশযোগ্য দলিল বা অন্য কোন বস্তু আবিষ্কার, পরিদর্শন, পেশ, অন্তরীণ বা প্রত্যর্পণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত আদেশ দিতে পারেন ;

(খ) সাক্ষ্য দান বা দলিল পেশ বা উপরোক্ত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাহার হাজির হওয়া প্রয়োজন, তাহার প্রতি সমন প্রদান করিতে পারেন।

(গ) কোন তথ্য এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণের আদেশ দিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ চূড়ান্ত শুনানির জন্য কোন মামলা প্রস্তুত হওয়ার আগে আদালত কিছু বিশেষ আদেশ দিবার অধিকার রাখেন। আদালত এই নির্দেশ দিতে পারেন যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লিখিত প্রশ্ন প্রদান করিবে এবং অন্য পক্ষ সেই প্রশ্নের জবাব দিবে। আদালত পক্ষগণকে দাবি এবং প্রতিদাবির কিছু অংশ তাহারা স্বীকার করে কিনা তাহা জানাইতে নির্দেশ দিতে পারেন। সমনের মাধ্যমে আদালত সাক্ষ্য দিবার জন্য বা দলিল দাখিল করিবার জন্য যেকোন লোককে আহবান করিতে পারেন। এফিডেভিটের মাধ্যমে কোন তথ্যকে প্রমাণ করিবার জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ৩০ আদেশ ১৬ নিয়ম ১ ঃ ন্যায়ের খাতিরে যদি প্রয়োজন হয় উল্লেখিত সাক্ষিগণের উপর দ্বিতীয় বার সমন জারিতে কোন নিষেধ নাই। তবে যদি এই সমন প্রদান প্রকৃত না হয় তাহা হইলে আদালত এই সমন জারির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

৩১। সাক্ষীর প্রতি সমন ঃ

সাক্ষ্য দান, দলিল পেশ বা অন্য কোন বস্তু হাজির করিবার সমনের ক্ষেত্রে ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ পূর্বের ধারায় বলা হইয়াছে, সাক্ষ্য দিবার জন্য বা দলিল অথবা অন্য কোন বস্তু দাখিল করিবার জন্য আদালত যেকোন ব্যক্তির উপর সমন জারি করিতে পারেন। এই ধারায় বলা হইয়াছে, ২৭ এবং ২৯ ধারার বিধান এ সময়ের উপর প্রযোজ্য হইবে। ২৮ ধারা বাতিল হইয়া গিয়াছে।

ধারা

৩২। সমন অমান্যের দণ্ড ঃ

যাহার প্রতি ৩০ ধারা অনুসারে সমন দেওয়া হইয়াছে, আদালত তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন, এবং এই উদ্দেশ্যে —

(ক) গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করিতে পারেন ;

(খ) তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন ;

(গ) তাহাকে অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা করিতে পারেন ;

(ঘ) তাহার হাজিরার জন্য তাহাকে জামানত দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন এবং জামানত না দিলে তাহাকে দেওয়ানী কারাগারে প্রেরণ করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ৩০ ধারার বিধানমতে, যে সমন জারি করা হয়, সেই সমন যদি কেউ অমান্য করে তাহা হইলে আদালত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ধারার আওতায় আদালত কোন সাক্ষীর উপস্থিতি বাধ্য করিবার জন্য তাহাকে গ্রেফতার করিতে, তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উহা বিক্রি করিতে, তাহাকে জরিমানা করিতে কিংবা তাহার হাজিরার জন্য জামানত দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৬০ লাহোর ৯০]*

গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি না করিয়া আদালত কোন সাক্ষীকে ১৬ আদেশের ১২ নিয়মের আওতায় জরিমানা করিতে পারেন না *[পিএলডি ১৯৬০ লাহোর ৯০]*। কিন্তু ক্রোক ইশতেহার জারি না করিয়া কোন সাক্ষীকে জরিমানা করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৫১ অল. ৪১৫ ডিবি]*

এই ধারায় যেই সমনের কথা বলা হইয়াছে তাহা ২৭ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত সমনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৪২৫]*

রায় ও ডিক্রি

ধারা

৩৩। রায় ও ডিক্রি ঃ

মামলার শুনানির পর আদালত রায় ঘোষণা করিবেনই এবং রায়ের ভিত্তিতে ডিক্রি প্রদান করা হইবেই।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় রায় এবং ডিক্রির কথা বলা হইয়াছে। মামলার শুনানি শেষ হইবার পর আদালত তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন ; আইনের ভাষায় ইহাকে রায় বলে। রায়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিক্রি প্রণয়ন করিতে হইবে। মামলার ইহাই শেষ পর্যায়। তাহার পরে আসে ডিক্রি জারির কথা ; সেই বিষয় পরে আসিতেছে।

কখন রায় ঘোষণা করিতে হইবে ঃ পক্ষগণকে উপযুক্ত শুনানির সুযোগ প্রদান করিবার পরই কেবল মামলার রায় ঘোষণা করা যায়। বিচারক মামলার পক্ষগণকে তাহাদের মামলা বিচারকের সম্মুখে বর্ণনা করিবার সুযোগ না দিলে ঐ মামলার রায়ের কোন মর্যাদা থাকিবে না। *[এআইআর ১৯৫৯ অযোধ্যা প্রদেশ. ২১২ ডিবি]*

রায় ও ডিক্রি ঃ সাধারণতঃ মামলার রায় প্রদত্ত হইবার সাথে সাথে একটি ডিক্রিও প্রদান করিতে হইবে। এই ডিক্রি প্রদান করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আদালতের মামলার পক্ষগণকে ইহার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। *[এআইআর ১৯৬১ এসসি ৮৩২]*

ডিক্রি প্রস্তুত করিবার পূর্বশর্ত হিসাবে আদালত কোর্ট ফি পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারেন না। *[এআইআর ১৯৩২ পাটনা ২২৮ ডিবি]*

ডিক্রি বলিতে এখানে কেবল প্রতিটি মামলায় একটি ডিক্রিই প্রদান করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। একটি মামলায় কয়েকটি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সেখানে প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য আলাদা ডিক্রি প্রদত্ত হইতে পারে। *[এআইআর ১৯৪০ লাহোর ১]*

দুইটি মামলায় একটি সাধারণ রায় ঘোষণা করা হইলে সেখানেও দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ডিক্রি থাকিতে হইবে। বিচারক আপন দায়িত্বেই এইরূপ করিবেন। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। *[এআইআর ১৯৬৫ মনিপুর ২৪]*

সুদ

ধারা

৩৪। সুদ ঃ

(১) ডিক্রিটি টাকা পরিশোধ সম্পর্কিত হইলে, আদালত নির্ধারিত মূল টাকার উপর মামলা দায়েরের তারিখ হইতে ডিক্রির তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য আদালতের মতানুসারে সঙ্গত হারে সুদ প্রদানের আদেশ

দিতে পারেন ; ইহা ব্যতীত মামলা দায়েরের পূর্ববর্তী কোন সময়ের জন্য এবং ডিক্রির তারিখ হইতে টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্যও আদালতের মতানুসারে সঙ্গত হারে সুদ প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।

(২) কোন ডিক্রিতে মামলা দায়েরের পূর্ববর্তী কোন সময় অথবা ডিক্রির তারিখ হইতে টাকা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ প্রদান সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকিলে আদালত এইরূপ সুদ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ; এইজন্য কোন পৃথক মামলা দায়ের করা যাইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় সুদের বিধান নেওয়া হইয়াছে। বাদী মামলা রুজু করিবার পূর্বের প্রাপ্য সুদ দাবি করিতে পারে, আদালত এই দাবি মঞ্জুর করিতে পারেন। যেইদিন মামলা রুজু হইল এবং যেইদিন মামলার ডিক্রি হইল, এই দুইটি দিনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আদালত সুদ মঞ্জুর করিতে পারেন। যেইদিন ডিক্রি হইল এবং যেইদিন প্রাপ্য টাকা আদায় করা হইল, এই দিনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্যও আদালত সুদ মঞ্জুর করিতে পারেন।

বাদী যে সুদ দাবি করিবেন তাহার ভিত্তি থাকা চাই। সুদের পরিমাণ কত হইবে তাহা সাধারণভাবে পক্ষগণের চুক্তির উপর নির্ভরশীল। তবে প্রদেয় সুদের হার খুব বেশি হইলে আদালত *Usurious Loans Act, 1918* অনুযায়ী তাহা কমাইয়া দিতে পারেন। *Negotiable Instrument Act*-এর ৮০ ধারা, *Succession Act*-এর ৩৫১ হইতে ৩৫৩ ধারা, *Trust Act*-এর ২৩ ধারা এবং *Sales of Goods Act*-এর ৬১ ধারায় সুদের বিধান রহিয়াছে। ১৮৩৯ সালের *Interest Act*-এর সুদের বিধান রহিয়াছে। প্রসঙ্গত এই বিধির ৩৪ আদেশ বিবেচ্য।

ডিক্রিতে যদি সুদের উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, আদালত সুদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ এই ধারার অধীনে আদালত তিন ধরনের সুদ মঞ্জুর করিতে পারেন। যথা ঃ

(১) মামলা রুজুর দিন হইতে ডিক্রি প্রদানের দিন পর্যন্ত সময়ের উপর সুদ, ইহা সম্পূর্ণরূপে সংসদীয় আইনের ক্ষমতাবলে প্রদেয় যাহা আদালত পরিশোধ করিতে নির্দেশ দিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৪৬৮]*

(২) মামলা রুজুর পূর্ববর্তীকালীন সময়ের উপর সুদ ; ইহা মৌলিক আইনের ক্ষমতাবলে এবং ইহা এই ধারার পরিধির বাহিরে *[এআইআর ১৯৩৮ পিসি ৬৭]* এবং

(৩) ডিক্রি পাস করিবার পর হইতে টাকা পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের সুদ ; ইহা বাদীর ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করা হয়। *[এআইআর ১৯৩৮ লাহোর ৩৫২]*

এই ধারার আওতায় সুদ অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার মত কোন দাবি বা প্রতিকারের অঙ্গ নহে। *[৩৩ কল. ১২৩২ ডিবি]*

আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ এই ধারার আওতায় আদালতকে যেই তিনটি বিশেষ ধরনের সুদ প্রদানের আদেশ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপেই আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা *[এআইআর ১৯৬১ এসসি ৯৭০]*। আদালত মামলা শুরুর দিন হইতে একদম ডিক্রি প্রদান পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সুদ প্রদান করিবার নির্দেশ দিতে পারেন *[এআইআর ১৯৬২ মাদ ৮০১ ডিবি]*। এই ধরনের ক্ষমতা আদালত বৈচারিক নীতি মোতাবেক সম্পাদন করিলে উহা এমনকি আপীলেও হস্তক্ষেপিত হইবে না *[এআইআর ১৯৪৫ পিসি ৬১]*। নিম্ন আদালত যেখানে সুদের প্রশ্নটি একেবারেই বিবেচনা করেন নাই সেখানে আপীল আদালত উক্ত সুদ মঞ্জুর করিতে পারিবেন। *[এআইআর ১৯৩৬ লাহোর ৬৬৮]*

সুদ প্রদানে চুক্তি ঃ সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট হার বা *Rate* থাকিলে, সেই হারই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে ঐ হার যত বেশিই হউক না কেন। *[এআইআর ১৯২০ কল. ৮৮১]*

মামলা পূর্ববর্তী সময়ের সুদ ঃ ৩৪ ধারা প্রকৃতপক্ষে মামলা পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সুদ প্রদান করিবার বিধান ধারণ করে না বরং ইহাতে মামলা চলাকালীন সময়ের এবং ডিক্রি পরবর্তী সময়ের জন্য সুদ প্রদান করিবার বিধান রহিয়াছে। *[৩২ সিএলজে ৫৩৯]*

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, যেখানে ডিক্রিতে সুদের হারের কথা থাকে না সেখানে ডিক্রি জারিকারী আদালত ঐ হার *(Rate)* নির্ধারণ করিতে পারেন। *[১৯৫১ মাদ. ৪০৯]*

সালিশী আদালত ঃ ১৯৪৮ সনের ১৩ আইনের অধীনে আরবিট্রেটর যেহেতু কোন আদালত নহেন, সেইহেতু সুদ প্রদান করিতে পারেন না *[২৭ ডিএলআর (১৯৭৫) ৬৪১]*। চুক্তির মধ্যে যাহা আছে তাহা দ্বারা

আদালত বাধ্য নহেন, সুদ ধার্য করিবার বিষয়টি পুরোপুরি আদালতের সুবিবেচনার মধ্যে নিহিত। আদালত যেইরূপ হারে সুদ ধার্য করা সংগত মনে করেন সেইরূপ হারে সুদ ধার্য করিতে আদালত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। *[৪ বিএলডি ১৯৮৪ এডি ২৪২]*

আদালত নিজের বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া সুদ মঞ্জুর করিবার স্বাধীনতা রাখে, যাহা চুক্তিতে উল্লেখিত ও নির্ধারিত হার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ১]*

মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে ঋণ নেওয়ার তারিখ হইতে এবং মামলা পরিচালনার সময়ের সুদ নামঞ্জুর হইয়াছে। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ১]*

মামলার তারিখ হইতে ডিক্রির তারিখ পর্যন্ত এবং পরে তাহা আদায়ের সময় পর্যন্ত সুদ প্রদান আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে। বর্তমান মামলায় আপীল ডিভিশন শুধু মামলার তারিখ হইতে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত নহে, এর পূর্ববর্তী সময়েরও সুদ নামঞ্জুর করিয়াছিল। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ১]*

সুদ প্রদান সম্পূর্ণ একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা, যাহাতে আদালতের সুবিবেচনাই চরম। *[৪১ ডিএলআর ২৯৮]*

বিচারকারী আদালতে আবেদনকৃত এই সুবিধা ডিক্রি দ্বারা মঞ্জুর করিয়াছিল যে, আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা পনের (১৫%) সুদ ধার্য করিয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ২৯৮]*

ডিক্রি ঃ নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান মামলায় আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সুদ মঞ্জুরী — মামলার তারিখ হইতে সুদ মঞ্জুর করা হইয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ২৯৮]*

মামলার তারিখ হইতে সুদ মঞ্জুর দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩৪ ধারা অন্তর্ভুক্ত, যে ধারায় আদালতকে নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান মামলায় সুদ প্রদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে। আর দুই ধরনের সুদ যা আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৪ ধারার অধীন মামলায় মঞ্জুর করিতে পারে সেইগুলি হইল মামলা রুজু করিবার পূর্ববর্তী সময়ের সুদ। ইহা অবশ্যই স্বতন্ত্র *(Substantive Law)* আইন এবং এই ধারাটির আওতাবহির্ভূত এবং পরবর্তীটি হইল দেয় পরিশোধের সময় পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ যাহা আদালত ডিক্রি প্রদানের পর মঞ্জুর করিতে পারে। বিধির ৩৪ (২) ধারা অবশ্য উল্লেখ করে যে, ডিক্রি প্রদানের তারিখ হইতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অথবা অন্য কোন পূর্ববর্তী তারিখ পর্যন্ত মোট দেয়ের অতিরিক্ত সুদও মঞ্জুর করিতে পারে। তাই আমাদের মনে হয় যে, মামলা দায়েরের তারিখ হইতে সুদের বিষয়টির অবস্থান অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির এবং বিষয়টি ৩৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত যাহা আদালত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান সময়ের সুদের বিষয় সম্পূর্ণভাবে আদালতের বিবেচনাধীন করিয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ২৯৮]*

ধারা ৩৪ (১) এবং (অঅ)— নিষ্পত্তির আপেক্ষমান সময়ের (মামলায়) সুদ আদায় ঃ ডিক্রি সুদ প্রদানের বিষয়ে নিরব— উপধারা (১) বিভিন্ন পর্বে যেখানে আদালত কর্তৃক সুদ মঞ্জুর হইতে পারে সেই বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ডিক্রি দ্বারা সুদ মঞ্জুর না হইলে কোন দাবি করা যায় না।

আপীলকারী এই যুক্তি প্রদান করে যে, "মামলায় দাবিকৃত কোন সুবিধা যাহা ডিক্রি দ্বারা মঞ্জুর হয় নাই তাহা এই ধারার মতে নামঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, যেমনটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার ৫ ব্যাখ্যায় বিধিবদ্ধ আছে। এই যুক্তিটি এই মামলায় গ্রাহ্য নহে যেহেতু বাদী অবিসন্ধানীভাবে মামলা দাখিলের তারিখ হইতে সুদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে আবেদন করিয়াছে যে সুদ আদালতের মতানুসারে তাহার প্রাপ্য। *[৪২ ডিএলআর ৯ (এডি) ১০৭]*

ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত ম্যানি সুটের *(Money Suit)* মামলাটিতে বিবাদী কর্তৃক দাবি স্বীকৃতির পর ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, যে পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যে পরিশোধ হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া, বিচারে সাব্যস্ত দেনাদারকে ডিক্রিকৃত প্রদেয় অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। আপীলকারীদের (সাব্যস্ত দেনাদার) স্বীকৃতি কেবল মূল অর্থের (আসলের) বিষয়েই সীমাবদ্ধ এবং ডিক্রিতে এইরূপ কোন ইঙ্গিত নাই যে, আদায়ের সময় পর্যন্ত আসলের উপর অতিরিক্ত অথবা কোন সুদ ব্যাংক এর প্রাপ্য। ডিক্রির শর্তাবলী অতিরিক্ত সুদ বা যেকোন সুদের ব্যাপারে নিরব। তাই ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, আদালত এইরূপ কোন সুদ নামঞ্জুর করিয়াছে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৯৪]*

খরচাদি

ধারা

৩৫। খরচাদি ঃ

(১) নির্ধারিত সীমা শর্তাবলী ও বর্তমানে বলবত আইন সাপেক্ষে মামলার ব্যয় ও আনুষঙ্গিক খরচ সম্পর্কিত নির্দেশ আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং কাহাকে, কোন্ সম্পত্তি হইতে ও কি

পরিমাণে খরচ প্রদান করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে নির্দেশ প্রদানের ব্যাপারে আদালতের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। আদালতের সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের এখতিয়ারে নাই বলিয়া এই ক্ষমতা প্রয়োগে কোন বাধা সৃষ্টি হইবে না।

(২) যখন আদালত নির্দেশ দেন যে, মামলার ফলকে খরচ অনুসরণ করিবে না, তখন আদালতকে লিখিতভাবে উহার কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

(৩) আদালত মামলার খরচের উপর অনধিক শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে সুদ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন এবং ইহা খরচের সহিত যুক্ত হইয়া খরচের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বলা হইয়াছে, মামলার শেষে মামলা চালাইতে পক্ষগণের যে খরচ হইয়াছে উহার পাওনাদার আদালত আপন বিবেচনামূলে নির্ধারণ করিবেন। মামলা করিতে অনেক খরচ, কোর্ট-ফি'র খরচ ; সমনের খরচ, পরোয়ানার খরচ, উকিলের খরচ, এমন বহু খরচ, পক্ষগণকে বহন করিতে হয়। সাধারণতঃ যে পক্ষ মামলায় জয়লাভ করে, সেই পক্ষ মামলার খরচ পায় ; আদালত সেই প্রকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তবে ইহা আজ আর গোপন নাই যে, আদালতে এমন অনেক খরচ করিতে হয়, যাহা মামলায় জিতিয়াও পাওয়া সম্ভব নহে। আদালতের নির্দেশ উকিলের ফি বাবত যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থ দিয়া কোন ভাল উকিল নিয়োগ সম্ভব নহে।

খরচ কে পাইবে তাহা আদালত তাহার আদেশের মাধ্যমে বলিয়া দেন। কিন্তু আদালত নিজের খেয়াল-খুশিমত চলেন না ; এই ব্যাপারে উচ্চ আদালতসমূহের কিছু নজির রহিয়াছে।

প্রধান নীতি হইতেছে, যে পক্ষ জিতবে, সেই পক্ষ খরচ পাইবে। বাদী জিতিয়া গেলে আদালত কখনও বিবাদীকে খরচ পাইবার হকদার নির্দেশ করেন না। তবে তথ্যগত কারণ নহে, আইনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিরসনের কারণে যে পক্ষ জিতিয়া যায় আদালত তাহাকে খরচ নাও দিতে পারেন।

এই ধারায় বলা হইয়াছে, অন্যান্য আইন সাপেক্ষে এই ধারার নির্দেশ বলবত রহিবে, এই কার্যবিধির যেই সমস্ত আদেশ এই ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেইগুলি হইতেছে ১২ আদেশের ২ নিয়ম, ২১ আদেশের ৭২ (৩) নিয়ম, ২৩ আদেশের ১ (৩) নিয়ম, ২৪ আদেশের ৪ নিয়ম, ৩২ আদেশের ৪ ও ৫ নিয়ম, ৩৩ আদেশের ১০, ১১ ও ১৬ নিয়ম এবং ৩৫ আদেশের ৩ নিয়ম।

মামলায় যে ব্যক্তি পক্ষ নহে তাহার বিরুদ্ধে খরচের আদেশ দেওয়া যায় না।

উদ্দেশ্য ঃ মামলায় ব্যয়িত অর্থের ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার স্বার্থেই এই ধারা দেওয়ানী কার্যবিধিতে সংযোজিত হইয়াছে। *[এআইআর ১৯২১ কল. ১৮৫]*

খরচ প্রদানের আদেশ দান একচ্ছত্রভাবে আদালতের ইচ্ছাধীন এখতিয়ার *[এআইআর ১৯৫৯ মাদ. ১২]*। তবে এই ইচ্ছা আবার আইন কর্তৃক আরোপিত অন্য কোন শর্ত বা সীমাবদ্ধতার অধীন। *[এআইআর ১৯৩৭ মাদ. ১৪৫]*

খরচের জন্য আলাদা মামলা ঃ মামলায় যদি খরচ প্রদানের নির্দেশ না দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পৃথক মামলা করিয়া ঐ খরচ আদায় করিবার জন্য আদালতে আবেদন করা যাইবে না। *[৫৩ সিডব্লিউএন (আইডিআর) ৯৯]*

হাইকোর্টের ডিক্রিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যে, বাদী বিচারকারী আদালতে ব্যয়িত অর্থের সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ করিতে পারিবে কিনা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের প্রশ্নে হাইকোর্টের ব্যাখ্যা করিয়া দেখিতে হইবে। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ৬১৫]*

আনুষঙ্গিক খরচ ঃ এই ধারার আওতায় আনুষঙ্গিক খরচ বলিতে মামলা রুজু-পূর্ব খরচকে বুঝায়। তবে এইরূপ খরচ আবশ্যকীয়ভাবে মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে *[৪০ কল. ডব্লিউ বি ৭৬২]*। সুতরাং খরচ বলিতে শুধু মামলার খরচই বুঝায় না বরং মামলা চলাকালীন সময়ে মামলার জন্য কৃত বা মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট সব ধরনের আবেদনকেও বুঝায়। এইজন্যই মামলার খরচ বলিতে আনুষঙ্গিক খরচকেও ধরা হয়। *[এআইআর ১৯৬১ পাট. ৩৬]*

আইনগত জটিলতা ঃ আইনের কোন জটিল বিষয় জড়িত থাকিলে *[১১ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৭ ডিবি]* এবং উভয় পক্ষই যেখানে ঐ ইস্যু উত্থাপন করিবার অধিকারী সেখানে আদালত কাহাকেও খরচ প্রদানের আদেশ দিবেন না। *[এআইআর ১৯৬০ বোম্বে ৫৩২ ডিবি]*

কে খরচ পাইবার অধিকারী ঃ সাধারণতঃ মামলায় কৃতকার্য পক্ষ মামলার খরচ পাইবে। তবে সে কোন অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হইলে আর ঐ খরচ পাইবে না। *[এআইআর ১৯৫৭ এসসি ৫৭৭]*

ধারা

[1] [৩৫-ক। মিথ্যা বা বিব্রতকর দাবি কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণমূলক খরচ ঃ

(১) যদি কোন মামলা কিংবা জারির কর্মপদ্ধতি সমেত অন্য কার্যক্রমে, কিন্তু আপীলে নহে, কোন পক্ষ দাবিতে কিংবা জবাবে এই জন্য আপত্তি প্রদান করে যে, দাবি কিংবা জবাব, অথবা উহার কোন পার্ট, মিথ্যা বা বিরক্তিকর, এবং তৎপরবর্তীতে উক্তরূপ দাবি কিংবা জবাবকে মিথ্যা অথবা বিরক্তিকর হিসাবে ধারণা প্রদান করার কারণ লিপিবদ্ধ করার পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে আপত্তিকারীকে খরচা প্রদান করার আদেশ দিবে, যাহা আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের পরিসীমা অতিক্রান্ত না করিয়া বিশ হাজার টাকা অবধি হইবে।

(২) অত্র ধারার আওতাধীন তাহাতে বর্ণিত কারণে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করা হইলে সেই দাবি কিংবা জবাব সম্পর্কে তাহাকে ফৌজদারী দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে না।

(৩) মিথ্যা কিংবা বিরক্তিকর দাবি অথবা জবাবের নিমিত্তে উক্ত ধারার আওতাধীন মঞ্জুরীকৃত খরচার পরিমাণ পরবর্তী খেসারত অথবা ক্ষতিপূরণের মামলার উক্তরূপ দাবি অথবা জবাব সম্পর্কে বিবেচনায় রাখিতে হইবে।]

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় ক্ষতিপূরণমূলক খরচ আদেশের কথা বলা হইয়াছে। আদালত যদি দেখিতে পান যে, একটি বিশেষ পক্ষ এমন দাবি করিয়াছে বা দাবির উত্তরে এমন জবাব দিয়াছে যে, উহা তাহার জ্ঞানমতে মিথ্যা এবং বিরক্তিকর, তাহা হইলে অপর পক্ষের আপত্তিমূলে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, আপত্তিকারীকে অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণ দিবে।

আমাদের দেশে মিথ্যা মামলা একেবারে বিরল নহে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুই বিঘা জমি" কবিতাটি এইরূপ মিথ্যা মামলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উদ্দেশ্য ঃ ৩৫ ধারার আওতায় যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব না হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাহাতে প্রতিকারহীন অবস্থায় ফিরিয়া না যায় তাহার জন্যই ৩৫-ক প্রবর্তিত হইয়াছে *[এআইআর ১৯৫৩ মাদ. ৫৮৩]*। ক্ষতিপূরণমূলক খরচ কেবল তখনই দেওয়া হইবে যখন কোন উত্থাপিত দাবি মিথ্যা ও বিরক্তিকর বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং উক্ত দাবি উত্থাপনকালে উত্থাপনকারীর জামানতে মিথ্যা ও বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

[এআইআর ১৯৩৬ অযোধ্যা ৬৭ (ডিবি)]

এই ধারাবলে যে খরচ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয় তাহা একান্তভাবেই ক্ষতিপূরণমূলক, কোনভাবেই দণ্ড নহে *[আইএলআর ১৯৪৯ অল. ১৩৫]*। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মামলাতে যে পরিমাণ খরচ হইয়াছে উহার ক্ষতিপূরণের জন্যই খরচ প্রদান করা হয়, প্রতিপক্ষকে দণ্ড দিবার জন্য উহা করা হয় না। তাহা ব্যতীত এই ধারার আওতায় ক্ষতিপূরণমূলক খরচ প্রদানের আদেশ দান আদালতের বাধ্যতামূলক নহে, ইচ্ছাধীন ক্ষমতা মাত্র। আদালত ইচ্ছা করিলে উহা অস্বীকারও করিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৪৬ কল. ১৬৩]*

ধারা ৩৫ ও ৩৫-ক ঃ মামলার পক্ষ নহে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও খরচ প্রদানের আদেশ দেওয়া যায়। তবে ইহার জন্য তাহার শুনানি গ্রহণ করিতে হইবে। এই শুনানি অবশ্যই মামলা কিংবা মামলার কার্যক্রমের মধ্যে হইতে হইবে, মামলা নিষ্পত্তির পর হইলে চলিবে না। অর্থাৎ আগন্তুককেও শুনানির সুযোগ দিয়া তাহার বিরুদ্ধে খরচ প্রদানের আদেশ দান করা যায়। *[৩৫ ডিএলআর (এডি) ৭২]*

৩৫-ক ধারার আওতায় নাবালকের পরবর্তী বন্ধুর বিরুদ্ধেও যেকোন আদেশ প্রদান করা যায়।

[১২৮ আইসি ২২৫]

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০নং আইন)-এর ২ ধারাবলে ধারা ৩৫-ক সংশোধিত।

আপীল ঃ ক্ষতিপূরণমূলক খরচ প্রদান করিয়া যে আদেশ দেওয়া হয় তাহা আপীলযোগ্য আদেশ *[পিএলডি ১৯৬৬ এজে এন্ড কে ১০ ডিবি]*। কিন্তু ক্ষতিপূরণমূলক খরচ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া আদালত যে আদেশ দেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫৪ নাগ. ১৯২]*

ধারা ৩৫-ক ক্ষতিপূরণ ব্যয় মূল্য ঃ বর্তমান রীট আবেদনটি কেবলমাত্র তুচ্ছ নহে, বিরক্তিকরও বটে এবং ৫ নং বিবাদীকে হয়রানি করার জন্যই দাখিল করা হইয়াছে। সেইহেতু আবেদনকারী তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণমূলক ব্যয় দিতে বাধ্য। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

[2] [৩৫-খ। অন্তর্বর্তী বিষয়গুলি সম্বন্ধে আনীত দরখাস্ত, প্রভৃতিতে বিলম্বের নিমিত্তে খরচ ঃ

(১) কোন মামলা কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়কালের ভিতর দরখাস্ত কিংবা লিখিতভাবে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে অনূর্ধ্ব দুই হাজার টাকা উক্ত পক্ষকে খরচ প্রদান না করিলে সেই দরখাস্ত কিংবা লিখিত আপত্তি শুনানির নিমিত্তে গ্রহণকৃত হইবে না।

(২) যদি লিখিত জবাব পেশের পরবর্তীতে মামলার কোন পক্ষ কোন বিষয়ে দরখাস্ত পেশ করেন, যাহা আদালতের মতানুযায়ী পূর্বেই পেশ করিতে পারিতেন কিংবা পেশ করা সমীচীন ছিল এবং তাহাতে মূল মামলার কার্যক্রমে দেরি হইবার সম্ভাবনা আছে, তদকারণে আদালত দরখাস্ত নিবে কিন্তু তাহা শুনানি এবং নিষ্পত্তি করিবে না, যদি না সেই পক্ষ আদালত যেইরূপ নির্দিষ্ট এবং নির্দেশ করিবে এবং সেইরূপে অপর পক্ষকে অনূর্ধ্ব তিন হাজার টাকা খরচ দিবে, এবং উক্ত খরচ দিতে না পারিলে দরখাস্ত তাৎক্ষনিকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।]

---

২. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে ধারা ৩৫-খ সন্নিবেশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

জারি

সাধারণ

ধারা

৩৬। আদেশের উপর প্রযোজ্যতা ঃ

ডিক্রি জারি সম্পর্কে এই আইনের বিধানসমূহ যথাসম্ভব আদেশ জারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বলা হইয়াছে, ডিক্রি জারির বেলায় বিধির যেই সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হয়, আদেশ জারির বেলায়ও সেই সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে। আদেশ কাহাকে বলে তাহা এই কার্যবিধির ২(১৪) ধারায় বলা হইয়াছে, ডিক্রি বলিতে বুঝায় তাহা এই কার্যবিধির ২ (২) ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

নীতি ঃ যেই নীতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা হইল, প্রত্যেক আদালতেরই ইহা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশাবলী কার্যকরী করিবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রহিয়াছে *[এআইআর ১৯২১ পাট. ১৫২]* ধারাটি প্রকাশ্যভাবে ডিক্রি জারির সমস্ত শর্তাবলীকে আদেশ জারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করিয়াছে। *[১৩ ডিএলআর ১০৫]*

৩৬ ধারা ঃ ২ (১৪) ধারার আওতায় সমস্ত আদেশের বেলায় প্রযোজ্য *[এআইআর ১৯৩৬ লাহোর ৬৯৬ ডিবি]* এমনকি যেই সমস্ত আদেশের কথা বিধিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই এমন সমস্ত আদেশের ক্ষেত্রে এই ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৩৯ বোম্ব. ৪৫২]*

ধারা ৩৬ ঃ যদি স্বীকৃতির উপর একটি রায় প্রদান করা হয় তখন ডিক্রি তৈরি নিষ্প্রয়োজন এবং বাদী রায় অনুসরণ করিয়া আদায় বলবত করিতে পারে। *[৩৭ ডিএলআর ২১৫]*

ধারা

৩৭। ডিক্রিদানকারী আদালতের সংজ্ঞা ঃ

"যেই আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন" বলিতে বা অনুরূপ কোন বাক্য, ডিক্রি জারির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুতে বিপরীত কিছু না থাকিলে নিম্নলিখিত আদালত বুঝাইবে ঃ

(ক) জারিযোগ্য ডিক্রি আপীল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইলে মূল আদালত ; এবং

(খ) মূল আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে বা তাহার এখতিয়ার রহিত হইয়া গিয়া থাকিলে, ডিক্রি জারির আবেদন করার সময় যে আদালতের সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের এখতিয়ার থাকিত সেই আদালত।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় কোন আদালত ডিক্রি জারি করিবার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে তাহা বলা হইয়াছে। যে আদালতে মামলা দাখিল হয় তাহাকে মূল আদালত বলে। সাধারণতঃ মূল আদালতই ডিক্রি জারি করেন। মূল আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল হইলে আপীল আদালতের প্রদত্ত ডিক্রি মূল আদালত জারি করেন। মূল আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে যেই আদালতে ঐ সময়ে মামলা দাখিল করা যায় সেই আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারিবেন।

ফরিদপুরে ভাঙ্গার মুন্সেফ ডিক্রি দিলেন ; কিছুদিন পর ঐ কোর্ট উঠিয়া গেল এবং ঐ কোর্টের এলাকাকে গোপালগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই অবস্থায় গোপালগঞ্জের মুন্সেফ আদালতে ঐ ডিক্রি জারি দিতে হইবে।

কোন্ আদালত ডিক্রি জারি করিবেন ঃ বিচারকারী আদালতই ডিক্রি জারি করিবেন। এই ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল হইলেও উক্ত আপীল আদালতের ডিক্রিও মূল আদালতকেই জারি করিতে হইবে। সুপ্রীম কোর্টে কোন আপীল করা হইলে সেক্ষেত্রেও মূল আদালতই ডিক্রি জারি করিবেন। *[এআইআর ১৯১৪ মাদ. ২২২]*

মূল আদালতের বিলুপ্তি ঃ একটি মূল আদালত বিলুপ্ত হইবার পর আবার উহা পুনরুজ্জীবিত হইলে ঐ আদালত বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে *[এআইআর ১৯৫৩ অল. ২০১]*। একটি আদালতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্তির সময় ডিক্রি প্রদান করিল এবং কিছুদিন পরে আবার ক্ষমতা তুলিয়া নেওয়া হইল। এইরূপ অবস্থায় ঐ আদালত বিলুপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। *[এআইআর ১৯১৯ পাট ২৩৭]*

যেই সকল আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারেন

ধারা

৩৮। ডিক্রি জারিকারক আদালত ঃ

যেই আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন, সেই আদালত অথবা যেই আদালতে উহা জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে, সেই আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যেই আদালত ডিক্রি দিয়াছেন সেই আদালত ঐ ডিক্রি জারি করিতে পারেন। যে আদালতে উহা জারির জন্য ডিক্রি প্রেরিত হয়, সেই আদালতও উহা করিতে পারেন।

মামলার বিষয়বস্তু যে আদালতের অধিক্ষেত্রের বাহিরে সেই আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারেন না।

ডিক্রিতে যেই আদেশ আছে জারিকারক আদালত সেই আদেশের বহির্ভূত কিছু করিতে পারেন না। ডিক্রির আদেশ স্পষ্ট হইলে এই নীতি প্রযোজ্য হয়। তবে ডিক্রির মধ্যে যদি এমন অস্পষ্টতা থাকে যে তাহা জারির সময় ব্যাখ্যা করিবার অপেক্ষা রাখে তাহা হইলে জারিকারক আদালত সেই ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কার্যবিধির ৬৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

যেই আদালত ডিক্রি কার্যকরী করেন, সেই আদালত উক্ত ডিক্রি অতিক্রম করিতে পারেন না *(Can not go behind the decree)*। ডিক্রিটি যে অবস্থায় আছে, উহা উক্ত ডিক্রি জারির জন্য সেই অবস্থায়ই গ্রহণ করিবেন *[(১৯৫৬) ৩০ সিডব্লিউএন ৮৬]*। ডিক্রির বৈধতা সম্পর্কে জারিকারক কোন আপত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না *[(১৯৪৫) ২৪ পাটনা ৭৪১]*। কোন ডিক্রি আপীল বা রিভিশন আদালত কর্তৃক রদ ও রহিত না হওয়া পর্যন্ত যদিও উহা আইনানুগ না হয়, তবু পক্ষগণের উপর উহা বাধ্যতামূলক হিসাবে গণ্য হয় *[২৩ আইএ ৩২, ৩৫]*। একই কারণে জারিকারক আদালত ডিক্রি জারির সময় উক্ত ডিক্রির শর্তাবলী কোনরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে পারেন না *[(১৯২২) ৪৪ এলাহাবাদ ৩৫০]*। এমনকি পক্ষগণের সম্পত্তি থাকিলেও আদালত তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন না *[(১৮৮১) ৩ এলাহাবাদ ৫৮৫]*। ১৯৩৩ সনে প্রিভি-কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর ইহাই স্থায়ী আইনের নীতিতে পরিণত হইয়াছে যে, সহজাত এখতিয়ারবিহীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি জারির অযোগ্য *[৩৭ সিডব্লিউএন ৪০১, ৪০৫]*। কারণ, আইনের ইহাও একটি মৌলিক নীতি যে, এখতিয়ারবিহীন আদালত কোন ডিক্রি প্রদান করিলে তাহা অসাড়। কোন ডিক্রি কোন আদালত কর্তৃক এখতিয়ারসম্পন্ন কি এখতিয়ারবিহীন অবস্থায় প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা উক্ত ডিক্রি জারিকারক আদালতের রহিয়াছে *[১৯৪২ এল. ২৩৭]*। ইহা স্বীকৃত যে, জারিকারক আদালত ভৌগোলিক ও আর্থিক এখতিয়ারের অজুহাত ব্যতীত ডিক্রি অতিক্রম করিতে পারে না এবং অত্যন্ত কঠোর সীমাবদ্ধতায় জারিকারক আদালত ভৌগোলিক ও আর্থিক এখতিয়ারের অজুহাত ব্যতীত ডিক্রি অতিক্রম করিতে পারে না এবং অত্যন্ত কঠোর সীমাবদ্ধতায় জারিকারক আদালত বৈধতার প্রশ্ন বা ডিক্রির অন্য কিছু সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারেন। *[৩৪ ডিএলআর (১৯৮২) ৩২৫]*

ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রিটি জারি করিবার জন্য এমন সময়ও অন্য আদালতের নিকট পাঠাইতে পারেন যখন সাব্যস্ত দেনাদার আর ঐ আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে বাস করে না। তবে তাহার সম্পত্তি শেষোক্ত আদালতের আওতায় থাকিতে হইবে। *[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ৮২৪]*

একাধিক আদালত কর্তৃক ডিক্রি জারি ঃ একই সময়ে একটি ডিক্রি একাধিক আদালতে জারি করা অবৈধ হবে না। *[৩৯ সিডব্লিউএন ১৬৫]*

তবে একাধিক আদালতে জারিকরণের জন্য কোন ডিক্রি অন্য কোন আদালতে স্থানান্তর করা হইলে উহার সাব্যস্ত দেনাদারকে নোটিস ও শুনানি গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে *[৩৯ সিডব্লিউএন ১৬৫]*। ব্যতিক্রমী অবস্থায় একই ডিক্রি একাধিক আদালতে জারি করা বৈধ নহে। *[২৭ এম ৩২১]*

ডিক্রি স্থানান্তর ঃ জারির জন্য অন্য আদালতের কোন ডিক্রির স্থানান্তরের আদেশকে ডিক্রি জারির আদেশ বলা যায় না এবং সেইহেতু তামাদি আইনের ক্ষেত্রে ইহা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে না। *[১৯৩৫ পাট. ৪৮৫]*

ডিক্রি স্থানান্তরের আদেশ একটি দাফতরিক কাজ এবং নাবালকের জন্য অভিভাক নিয়োগ না করিয়া একতরফাভাবে উক্ত আদেশ প্রদান করা যায়। *[১৯৩৫ এমডব্লিউএন ১৯০৩]*

ডিক্রির স্থানান্তর চাহিয়া যে আবেদন করা হয় উহা কোন নির্দিষ্ট ফরমে করিবার দরকার নাই। *[১৯৩৭ অল ৩৯৭]*

ধারা ৩৮ এবং ৩৯ ঃ বাংলাদেশে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের উচ্চ আদালত কর্তৃক পাসকৃত কোন ডিক্রির প্রত্যায়িত প্রতিলিপি গ্রহণের এবং অনুমোদনের কোন প্রয়োগ পদ্ধতি দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৮ ও ৩৯ ধারায় নাই। *[৪২ ডিএলআর ৩১১]*

ধারা

৩৯। ডিক্রি স্থানান্তরকরণ ঃ

(১) ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রিদারী আদালত উহা জারি করার জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অন্য কোন আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন ঃ

(ক) যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছে, তিনি যদি উক্ত অন্য আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে স্বেচ্ছায় বসবাস করেন বা ব্যবসা করেন বা ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক কাজ করেন, অথবা

(খ) যে আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন, তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে ডিক্রির দাবি পূরণের জন্য উক্ত ব্যক্তির পর্যাপ্ত সম্পত্তি না থাকিলে এবং উক্ত অন্য আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে তাহার আরও সম্পত্তি থাকিলে, অথবা

(গ) ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার বাহিরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরের নির্দেশ থাকিলে, অথবা

(ঘ) ডিক্রি প্রদানকারী আদালত যদি অন্য কোন কারণে উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জারি করার জন্য ডিক্রিটি অন্য আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) ডিক্রি প্রদানকারী আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন ডিক্রি জারির জন্য উহা উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন কোন অধঃস্তন আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় জারির জন্য এক আদালত হইতে অন্য আদালতে ডিক্রি স্থানান্তর করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। বিবাদী যদি অন্য আদালতের এলাকায় বাস করে বা তাহার সম্পত্তি যদি অন্য আদালতের এলাকায় থাকে বা অন্য কোন কারণে ডিক্রি স্থানান্তর করিবার আদেশ দেওয়া যায়।

আগেই বলা হইয়াছে, সাধারণভাবে ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রি জারি করিয়া থাকেন। যে আদালত ডিক্রি দেন সেই আদালত উহা জারি করেন। সেই আদালত বলিতে পূর্ববর্তী আদালতও বুঝায়। তবে ডিক্রিদার কতিপয় ক্ষেত্রে ডিক্রি স্থানান্তরের আবেদন করিতে পারে। যদি দেখা যায় যে, বিবাদী অন্য আদালতের এলাকায় বসবাস করিতেছে বা অন্য এলাকার আদালতে তাহার সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা হইলে ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ঐ এলাকার আদালতে জারির জন্য স্থানান্তর করা যায়।

এই ধারার আওতায় একটি ডিক্রি তখনই স্থানান্তর করা সম্ভব যখন ডিক্রি স্থানান্তরকারী ও স্থানান্তরগ্রহীতা উভয় আদালতই এই বিধির শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং স্থানান্তরগ্রহীতা আদালতের যখন ঐ স্থানান্তরিত ডিক্রি জারি করিবার আর্থিক এখতিয়ার রহিয়াছে *[এআইআর ১৯৫৫ আসাম ১২ ডিবি]*। স্থানান্তরগ্রহীতা আদালতের কোন ডিক্রি সম্পূর্ণভাবে জারি করিবার ক্ষমতা না থাকিলে উহা তাহার এখতিয়ার অনুযায়ী অংশতঃ জারি করিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৪৬ সিন্ধু ১০৩]*

মনে রাখা দরকার যে, বাতিল কোন ডিক্রি স্থানান্তর করা যায় না। *[এআইআর ১৯৬২ এসসি ১৭৩৭]*

এই ধারার আওতায় ডিক্রি স্থানান্তর করা যায় কিন্তু চলমান কোন জারি কার্যক্রম স্থানান্তর করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫৮ অন্ধ্রপ্রদেশ ৭৬৩ ডিবি]*

ডিক্রি জারির স্থানান্তর আদেশকে বিচারিক আদেশ বলা হয়। *[এআইআর ১৯৫৫ বোম্ব ৯৩ ডিবি]*

ধারা

৪০। বাতিল করা হইয়াছে।

ধারা

৪১। জারির সংবাদ ঃ

যেই আদালতের নিকট কোন ডিক্রি জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে, সেই আদালত ডিক্রি প্রদানকারী আদালতকে ডিক্রি জারি হওয়ার বিষয় অথবা জারি না হইলে উহার কারণ ও পরিস্থিতি অবহিত করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যেই আদালতে জারির জন্য ডিক্রি প্রেরিত হয় সেই আদালত ডিক্রি জারি করিয়া এবং জারি করিতে ব্যর্থ হইলে উহার কারণ জানাইয়া ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট সংবাদ পাঠাইবেন। ইহাই এই ধারার বিষয়বস্তু।

যেইদিন জারির জন্য ডিক্রি পাওয়া যায় এবং যেইদিন ডিক্রি জারি হইবার বা না হইবার খবর প্রেরণ করা হয় এই দুই দিনকার মধ্যবর্তী সময় ডিক্রিগ্রহণকারী আদালতের এখতিয়ার বিস্তৃত থাকে ; ইহার পরে নহে।

যেই আদালতের নিকট কোন ডিক্রি জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে সেই আদালত জারি কার্যক্রমের অবস্থা জানাইয়া প্রেরণকারী আদালতকে অব্যাহতিপত্র বা প্রত্যায়নপত্র প্রেরণ করিবেন। *[৯ সিএলজে ২৩৯ ডিবি]*

প্রত্যায়নের ফলাফল ঃ ডিক্রি গ্রহণকারী আদালত ৪১ ধারার আওতায় প্রত্যায়নপত্র প্রেরণ না করা পর্যন্ত উহার ঐ ডিক্রি জারি করিবার ক্ষমতা থাকে *[এআইআর ১৯৫৭ অন্ধ্র প্রদেশ ৪০৩]*। এই ধারায় প্রত্যায়নের ফলাফল এই যে, ডিক্রি গ্রহণকারী আদালতের ডিক্রি জারি করার এখতিয়ার আছে কিনা ? তাহা নির্ধারণ করা।

[এআইআর ১৯৫৫ আসাম ১২ (ডিবি)]

প্রত্যায়ন পত্রের ফরম ঃ প্রত্যায়ন পত্র প্রেরণ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট ফরমের দরকার নাই। জারি মামলাটি নিষ্ফল বলিয়া খারিজ করা হইয়াছে — ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতকে এই সংবাদটুকু প্রেরণ করাই এই ধারার আওতায় যথেষ্ট। *[এআইআর ১৯৪৬ পাট. ৩৬৫]*

ধারা

৪২। স্থানান্তরিত ডিক্রি জারিকারক আদালতের ক্ষমতা ঃ

(১) জারি করার জন্য কোন ডিক্রি যে আদালতের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই আদালত উহা জারি করিবার ব্যাপারে উক্ত ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতের ন্যায় সমান ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ডিক্রি অবহেলা করিলে বা উহা জারির ব্যাপারে বাধা দিলে সে উক্ত আদালত কর্তৃক, ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতে যেইভাবে দণ্ডনীয় হইত সেইভাবে দণ্ডনীয় হইবে। এই ডিক্রি জারির ব্যাপারে আদালত কোন আদেশ দিলে তাহা আপীলের ক্ষেত্রে সেই বিধিসাপেক্ষে হইবে, ডিক্রিটি আদালতের নিজস্ব হইলে যেই বিধিসাপেক্ষ হইত।

(২) পূর্বোক্ত বিধিসমূহের সাধারণ অর্থকে ব্যাহত না করিয়া, যে আদালতে কোন ডিক্রি জারি করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে সেই আদালতের অবশ্যই নিম্নোক্ত ক্ষমতাসমূহ থাকিবে ঃ

(ক) যদি প্রয়োজন হয় তবে অন্য আদালতে ৩৯ ধারার অধীনে ডিক্রিটি স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা ;

(খ) কোন মৃত সাব্যস্ত করিবার দেনাদারের বৈধ প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে ৫০ ধারার (১) উপধারার অধীনে জারির কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা ;

(গ) কেরানীগত বা গাণিতিক ভুল সংশোধন করিবার জন্য ১৫২ ধারার অধীনে ক্ষমতা ;

(ঘ) কোন ডিক্রির স্বত্ব নিয়োগ স্বীকার করিবার ২১ আদেশ-এর রুল অধীনস্থ ক্ষমতা ;

(ঙ) কোন ফার্মের বিরুদ্ধে জারি কার্যক্রম ফার্মের অংশীদাররূপে এখনও পরিচিত নহে এমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ডিক্রিদারকে অনুমতি মঞ্জুরের ২১ আদেশের ৫০ নিয়মের অধীনে ক্ষমতা ;

(চ) অন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির ক্রোকের বিজ্ঞপ্তি দান করিবার জন্য ২১ আদেশের ৫৩(১) নিয়মের (খ) দফার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় জারির জন্য স্থানান্তরিত ডিক্রির জারিকারক আদালতের ক্ষমতা বিবৃত হইয়াছে। মূল আদালতের যেই ক্ষমতা গ্রহীতা আদালতেরও সেই ক্ষমতা। ইহাতে বাধা সৃষ্টি করিলে গ্রহীতা আদালত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। অন্য যেই সমস্ত ক্ষমতা গ্রহীতা আদালতের আছে তাহা ৩৯, ৫০ ও ১৫২ ধারার ক্ষমতা, ২১ আদেশের ১৬, ৫০ ও ৫৩ নিয়মের ক্ষমতা।

যেই আদালতের নিকট ডিক্রি জারির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে সেই আদালত ডিক্রির বৈধতা সংক্রান্ত উত্থাপিত কোন আপত্তি শুনানির জন্য গ্রহণ করিতে পারেন না। *[১৯৩০ লাহোর ১৪৩]*

ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতের যেখানে সাব্যস্ত দেনাদারের উত্থাপিত তামাদি আইন সম্পর্কিত প্রশ্ন নিষ্পত্তি না করিয়া ডিক্রিটি স্থানান্তর করেন, ডিক্রিগ্রহণকারী আদালত সেখানে ঐরূপ প্রশ্ন আলোচনা করিতে পারেন না। *[৫৪ সিডব্লিউএন ৮১৫]*

আপীল ঃ জারি কার্যক্রমে কোন আপীলযোগ্য আদেশ প্রদান করা হইলে উহার বিরুদ্ধে একইভাবে আপীল চলিবে যেন ঐ ডিক্রিগ্রহণকারী আদালতই প্রদান করিয়াছে। হাইকোর্টের কোন ডিক্রি কোন অধঃস্তন আদালতের জারির জন্য স্থানান্তর করা হইলে, জারিকারক আদালতের কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে উহা জেলা জজের আদালতেই করিতে হইবে, হাইকোর্টে নহে। *[এআইআর ১৯৫৬ মাদ. ৩৯০ ডিবি]*

ধারা

৪৩। বৃটিশ আদালতের ডিক্রি জারি ঃ

বাংলাদেশের যেই এলাকায় ডিক্রি জারি সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য নহে সেই এলাকার কোন দেওয়ানী আদালত কোন ডিক্রি দিলে এবং উহা সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে জারি করা না গেলে, উহা বাংলাদেশের অন্য কোন আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে অত্র অংশে বর্ণিত পদ্ধতিতে জারি করা যাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বাংলাদেশের যেই এলাকায় এই কার্যবিধি প্রযোজ্য নহে, সেই এলাকায় দেওয়ানী আদালত বাংলাদেশের অন্য আদালতে জারির জন্য ডিক্রি প্রেরণ করিতে পারেন এবং সেই ডিক্রি এই বিধি অনুযায়ী জারি হইবে।

ধারা

৪৪। বাতিল করা হইয়াছে।

ধারা

৪৪-ক। বৃটিশ বা অন্য দেশীয় ডিক্রি ঃ

(১) বৃটেন বা অপর কোন সহযোগিতাকারী দেশের কোন উর্ধ্বতন আদালতের ডিক্রির সহিমোহরকৃত নকল বাংলাদেশের কোন জেলা আদালতে পেশ করা হইলে তাহা উক্ত জেলা আদালতের নিজস্ব ডিক্রি হিসাবে জারি করা হইতে পারে।

(২) এই সহিমোহরকৃত ডিক্রির নকলের সহিত ডিক্রিপ্রদানকারী আদালতের একটি সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে। ডিক্রিতে বর্ণিত দাবির কোন অংশ পরিশোধ করা হইলে বা আপোস-মীমাংসা করা হইলে সার্টিফিকেটে উহার বিস্তারিত বিবরণ থাকিবে এবং এইরূপ সার্টিফিকেট এই ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই ধারা অনুসারে ডিক্রি জারিকারক জেলা আদালতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ডিক্রির সহিমোহরকৃত নকল পেশ করার সময় হইতে ৪৭ ধারার ব্যবস্থাসমূহ প্রযোজ্য হইবে এবং আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক যদি প্রমাণ করা যে, ডিক্রিটি ১৩ ধারার (ক) হইতে (চ) শাখা পর্যন্ত ব্যতিক্রমের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত তাহা হইলে জেলা আদালত উহা জারি করিতে অস্বীকার করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ ১। [1][বিলুপ্ত]

২। "সহযোগিতাকারী" বলিতে [যেকোন] দেশকে বুঝায়, সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া যাহাকে সহযোগিতাকারী দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উক্ত দেশের উর্ধ্বতন আদালত বলিতে সেই আদালত বুঝায়, যেই আদালতের বিষয় উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। "উর্ধ্বতন আদালতের ডিক্রি" বলিতে উক্ত আদালতের এমন কোন রায় বা ডিক্রি বুঝায়, যাহাতে কোন অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (কোন কর বা অনুরূপ কোন দায়, অথবা কোন জরিমানা নহে) এবং

(ক) [2][বিলুপ্ত]

(খ) কোনক্রমেই সালিসী রোয়েদাদ বুঝাইবে না (এইরূপ রোয়েদাদ ডিক্রি বা রায় হিসাবে জারিযোগ্য হইলেও না)।

ধারা ৪৪-ক (১)। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ধারা ৪৪-ক (১) উল্লেখকৃত 'জেলা আদালত' বলিতে কেবল জেলা জজের আদালতকে বুঝায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে ৪৪-ক (১১) ধারার অধীনে জারিকৃত ডিক্রির প্রত্যায়িত অনুলিপির কপি জেলা জজের আদালতেই দাখিল করিতে হইবে। *[৪২ ডিএলআর ৯১১]*

ধারা ৪৫ ও ৪৭ ঃ ১৯৪৩ সনের XL VII অনুযায়ী বাতিল করা হইয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় যুক্তরাজ্য বা বাংলাদেশের সহিত অন্য যে সমস্ত দেশের চুক্তি আছে সেই সমস্ত দেশের ডিক্রি জারির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বিদেশী আদালতে ডিক্রি পাস হইয়া থাকিলে এবং সেই ডিক্রি বাংলাদেশের জারি করিতে হইলে ডিক্রিদার নিম্নবর্ণিত পন্থার যেকোন একটি অবলম্বন করিতে পারেন ঃ

(ক) তিনি ৩৯ ধারা মতে, ঐ ডিক্রি যে আদালতে পাস হইয়াছে সেই আদালত হইতে বাংলাদেশের আদালতে স্থানান্তর করাইতে পারেন।

(খ) এই ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

এই ধারা অনুযায়ী বিদেশী ডিক্রি বাংলাদেশে জারি করিতে হইলে ডিক্রির প্রত্যায়িত অনুলিপির সহিত মূল আদালতের একটি সার্টিফিকেট থাকিবে এবং সেই সার্টিফিকেট ডিক্রির কোন অংশ পরিশোধিত হইয়াছে কিনা উহার বর্ণনা থাকিবে।

বিদেশী আদালত হইতে ডিক্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের যেকোন আদালতে ডিক্রি দাখিল করিয়া সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণের আবেদন করিতে পারেন। যেই আদালতে এইরূপ দরখাস্ত দাখিল করা হয় সেই আদালত প্রাথমিক বিষয় বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট আদালতে জারির জন্য উহা প্রেরণ করিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৫২ কল.৫০৮]*

এই ধারার শর্তাবলী রোয়েদাদের উপর প্রদত্ত কোন ডিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। *[পিএলডি ১৯৮২ কল. ১০৪]*

ধারা ৪৪(ক) (১) ঃ বিলাতের হাইকোর্টের ডিক্রি বাংলাদেশের যেকোন জেলা কোর্টে কার্যকর করা যাইবে যেমন ইহা এই জেলা আদালতেরই ডিক্রি। কিন্তু শালিসী রোয়েদাদ যদি ডিক্রি অথবা রায় হিসাবে কার্যকর করা হইয়া থাকে তবে তাহা ডিক্রির সংজ্ঞা হইতে বাদ যাইবে এবং কার্যকর যোগ্য নহে বলিয়া। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ২৪৯]*

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।
২. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারা বলে বিলুপ্ত।

ধারা

৪৫। বাতিল করা হইয়াছে।

৪৬। ডিক্রি জারির অনুরোধ ঃ

(১) ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রিপ্রদানকারী আদালত উপযুক্ত মনে করিলে অন্য কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে ডিক্রিটি জারি করিবার অনুরোধ করিতে পারেন এবং এইরূপ আদালত ডিক্রি জারি করিতে এবং অনুরোধপত্রে নির্ধারিত দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন।

(২) যেই আদালতকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে, সেই আদালত ডিক্রি জারির ব্যাপারে সম্পত্তি ক্রোকের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পত্তি ক্রোক করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রিদানকারী আদালত সময় বাড়াইয়া না দিলে, অথবা যেই আদালতকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে, সেই আদালতের নিকট ডিক্রি হস্তান্তর করা না হইলে এবং ডিক্রিদার সম্পত্তি বিক্রয়ের আবেদন না করিলে অনুরোধলিপি অনুসারে কোন ক্রোক দুই মাসের অধিককাল বলবত থাকিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এমন অবস্থা হইতে পারে যে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের এলাকায় যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়াছে সেই দেনাদারের কোন সম্পত্তি নাই। যেই আদালতের এলাকায় দেনাদারের সম্পত্তি আছে সেই আদালতে ডিক্রি জারি দেওয়া যায়। দেনাদার যদি তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলে তবে ডিক্রিদারের ডিক্রি জারি করিয়া টাকা আদায় সম্ভব হয় না। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ডিক্রিদারকে রক্ষা করিবার জন্য এই ধারায় একটি ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ও আদালতকে দেনাদারের সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

ডিক্রি জারির অনুরোধ ঃ ডিক্রিগ্রহণকারী আদালত (যে আদালতে ডিক্রি জারির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে) ডিক্রি জারির অনুরোধ বা প্রিসেপ্ট ইস্যু করিতে পারেন না এবং ৪৬ ধারার পরিধি ৪২ ধারা কর্তৃক মোটেই সম্প্রসারিত করা হয় নাই। *[১৯২৬ সিন্ধু ১৫৭]*

প্রিসেপ্ট ইস্যুকারী আদালত নিজে কোন সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে না। জারির জন্য আবেদন না করা পর্যন্ত প্রিসেপ্টগ্রহণকারী আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারেন না। *[১৯৩৩ এএলজে ৯০২]*

ডিক্রি জারির জন্য অন্য কোন আদালতে স্থানান্তরিত হইবার পরও ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রিটির জন্য প্রিসেপ্ট ইস্যু করিতে পারেন। *[৩১ সিডব্লিউএন ৬৫৩]*

আপীল ঃ প্রিসেপ্ট বা ডিক্রি জারির অনুরোধ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫২ মাদ. ৮২৬]*

জারিকারক আদালত যেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন

ধারা

৪৭। বাতিল করা হইয়াছে।

ডিক্রি জারির সময়ের মেয়াদ

ধারা

৪৮। কতিপয় ক্ষেত্রে তামাদি ঃ

(১) কোন ডিক্রি, ইনজাংশনের ডিক্রি নহে, জারির জন্য আবেদন করা হইয়া থাকিলে, উহা জারির জন্য নিম্নলিখিত তারিখ হইতে বার বৎসর পর পেশকৃত নূতন আবেদন অনুসারে জারির জন্য আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

(ক) যেই ডিক্রি জারির আবেদন করা হইয়াছে, উহার তারিখ ; অথবা

(খ) কোন ডিক্রি বা পরবর্তীকালীন আদেশে আবেদনকারীর প্রার্থনামতে, কোন নির্ধারিত তারিখে বা কিস্তিতে টাকা পরিশোধ বা সম্পত্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইলে, উহা লংঘনের তারিখ।

(২) এই ধারার কোন বিধান —

(ক) আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বার বৎসরের মধ্যে ডিক্রি জারি দেওয়ার ব্যাপারে সাব্যস্ত দেনাদার প্রতারণা বা প্রয়োগ দ্বারা ডিক্রি জারি ব্যাহত করিয়া থাকিলে উক্ত বার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পেশকৃত আবেদন মোতাবেক ডিক্রি জারির আদেশ দান আদালতকে বিরত করিবে না ; অথবা

(খ) ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের ১৮৩ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ বা অন্য কোনরূপ প্রভাবিত করিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় ডিক্রি জারি দিবার শেষ সময়সীমা বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময়সীমা বার বৎসর।

একই ডিক্রি একাধিকবার জারি দেওয়া যায়, অর্থাৎ ডিক্রিদার ডিক্রি যত খুশী ততবার দরখাস্ত দিয়া জারির আবেদন করিতে পারে এবং আদালত সেই জারির আবেদন নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকার রাখেন না ঃ

(ক) দরখাস্তটি দোবারা দোষে *(Res Judicata)* বারিত হইলে আদালত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন ;

(খ) দরখাস্তটি তামাদি আইনের ১৮২ ধারা অনুযায়ী বারিত হইলে আদালত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন ;

(খ) দরখাস্তটি তামাদি আইনের ১৮২ ধারা অনুযায়ী বারিত হইলে আদালত উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। তামাদি আইনের ১৮২ ধারায় বলা হইয়াছে, ডিক্রির তিন বৎসরের মধ্যে জারির প্রথম দরখাস্তটি করিতেই হইবে। ইহার পর শেষ দরখাস্তটি শেষ আদেশের তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। এইভাবে একের পর এক দরখাস্ত করিয়া ডিক্রি জারি দেওয়া যায়।

(গ) এই ধারা বার বৎসর পর্যন্ত ডিক্রি জারির শেষ সীমা নির্ধারণ করিয়াছে।

ডিক্রি জারির পরিণতি ঃ ডিক্রি জারির দরখাস্ত আদালত গ্রহণ করিতে পারেন এবং গ্রহণ করিয়া ডিক্রির নির্দেশ মোতাবেক ডিক্রিদারকে তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়া দিতে পারেন। আদালত ডিক্রি জারির দরখাস্ত খারিজ করিয়া দিতে পারেন। তামাদিতে বারিত হইলে বা দোবারা দোষে বারিত হইলে আদালত এইরূপ খারিজের আদেশ দেন। ডিক্রিদার জারির দরখাস্ত প্রত্যাহার করিতে পারেন।

সময় গণনা ঃ কোন্ সময় হইতে মেয়াদ গণনা করিতে হইবে তাহা এই ধারায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত অন্য সমস্ত ডিক্রির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে। ডিক্রির তারিখ বলিতে আপীলের সিদ্ধান্তের তারিখ বুঝায়।

প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ ঃ দেনাদার যদি প্রতারণা বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ডিক্রিদারকে ডিক্রি জারি দিতে বিরত রাখে তাহা হইলে ডিক্রিদারের উপর এই বার বৎসরের মেয়াদ বলবত থাকিবে না।

ডিক্রি ঃ ৮৭ ধারার কিংবা সমিতি আইনের ৮৮ ধারার আওতায় গৃহীত কোন রোয়েদাদ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সেই হিসাবে জারিও করা যাইবে। তামাদি আইনের ১৮২ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। অর্থাৎ ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে জারি করা যাইতে পারে। তবে শর্ত এই যে, ডিক্রি প্রদান করিবার পর তিন বৎসর পর পর উহা জারির জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং ডিক্রিটি এখনও জীবন্ত বা জারিযোগ্য। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ৬১৭]*

যখন কোন ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হইয়া থাকে এবং উক্ত আপীল ত্রুটির জন্য বা না চালানোর জন্য খারিজ হইলে দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৮ ধারা অনুসারে ডিক্রি জারির উদ্দেশ্যে "তামাদির" মেয়াদ বিচারকারী আদালত কর্তৃক যে তারিখে ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে শুরু হইবে এবং কোন অবস্থাতেই আপীল না চালানোর জন্য আপীল আদালত কর্তৃক খারিজের আদেশের তারিখ হইতে তামাদির মেয়াদ শুরু হইবে না।

[(১৯৭৫) ডিএলআর ৭৩]

প্রতারণা ঃ প্রতারণার ক্ষেত্রে এই ধারায় বর্ণিত ডিক্রি জারির বার বৎসর মেয়াদ আদালতের ইচ্ছাতে ঐ সময়ের পরেও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। *[১৭ ডিএলআর (এসসি) ৪৩৩]*

ধারা ৪৮ ঃ ডিক্রি জারিকরণের ক্ষেত্রে যেখানে একটি আপীল গ্রহণ করা হয় এবং কোন ত্রুটির কারণে অথবা মোকদ্দমা পরিচালনা না হওয়ার কারণে মামলা খারিজ হয়, সেখানে ডিক্রি কার্যকরী করার তামাদি দিন ধার্য হয় আইনের ৪৮ ধারা অনুসরণ করিয়া বিচার আদালতের ডিক্রির দিন হইতে মোকদ্দমা পরিচালনা না করিবার কারণে আপীল বাতিল হওয়ার তারিখ হইতে নহে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৭৩]*

ইহা ভালভাবে স্থিরকৃত হইয়াছে যে, দেওয়ানী আদালতের ৪৮-ক ধারায় উপধারা ক ও খ-তে উল্লেখিত *Terminus guo* থেকে বার বৎসর গণনা করিতে হইবে। যদিও বার বৎসর সময়কাল নির্ধারিত হইয়াছে যাহা সময় বহির্ভূতকাল বলিয়াও আখ্যায়িত হইয়াছে। এইক্ষেত্রে তামাদি আইনের অধীনে ডিক্রিটি জীবিত রাখিতে হইবে এবং তামাদি আইনের ১৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জারিকরণের জন্য প্রথম আবেদন ডিক্রি জারির তিন বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। শেষ আবেদনের উপর চূড়ান্ত আদেশটি জারি করিবার তিন বৎসরের মধ্যেই প্রত্যেক পরবর্তী আবেদন করিতে হইবে। *[৩৬ ডিএলআর (এডি) ৫]*

জারি দরখাস্ত প্রথমতঃ তামাদি আইনের ১৮২ ধারার সন্তুষ্টি মতে নির্ধারিত যথাসম্ভম কম সময়ের মেয়াদের মধ্যে এবং তদবস্থায় দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৮ ধারার বিধান মতে নির্ধারিত বেশি মেয়াদ সময়ের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে। যদি জারি দরখাস্ত উক্ত দুইটি আইনের বিধান দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে তাহা টিকিবে না।

[৪৮ ডিএলআর (এডি) ১৪১]

হস্তান্তরসূত্রে প্রাপক ব্যক্তি ও বৈধ প্রতিনিধি

ধারা

৪৯। হস্তান্তরসূত্রে প্রাপক ব্যক্তি ঃ

মূল ডিক্রিদারের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত দেনাদার যেই সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিতেন, ডিক্রি হস্তান্তরসূত্রে প্রাপক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও সেই সমস্ত অধিকার (যদি কিছু থাকে) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রির হস্তান্তরগ্রহীতা দেনাদারের সকল অধিকার বজায় রাখিতে বাধ্য। ইহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। ডিক্রির হস্তান্তরগ্রহীতা যেই অবস্থায় ডিক্রি লাভ করে, হস্তান্তরের পর হইতে সেই অবস্থা স্থির থাকে।

দবির সাবেতের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকার একটি ডিক্রি পায়। সাবেত দবিরের বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকার একটি ডিক্রি পায়। দবির তাহার ডিক্রি ইমরানের নিকট বিক্রয় করে। ইমরান সাবেতের বিরুদ্ধে দুই হাজার টাকার বেশি দাবিতে ডিক্রি জারি দিতে পারে না।

এই ধারার মূলনীতি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৩২ ধারার সহিত সদৃশ। ৪৯ ধারা মূলতঃ হস্তান্তরসূত্রে প্রাপক ডিক্রিদারের *(Transferee of decree)* বেলায় প্রযোজ্য এবং ইহা সম্পত্তির হস্তান্তরগ্রহীতা পর্যন্ত প্রসারিত।

[এআইআর ১৯৪৩ অযোধ্যা ৩৫৪]

ডিক্রি ন্যায়পরতার অধীন কিনা এই প্রশ্ন জারিকারক আদালতই বিবেচনা করিবেন।

[এআইআর ১৯৩৭ কল. ৫৭০ ডিবি]

পাল্টা ডিক্রি ঃ পাল্টা দাবি কিংবা পাল্টা ডিক্রি হস্তান্তরসূত্রে প্রাপ্ত ডিক্রিদারদের বিরুদ্ধে মিটমাট করাই হইতেছে, ন্যায়পরতা *[এআইআর ১৯৩৭ অল. ৩৫১ ডিবি]*। কিন্তু যে ডিক্রি মিটমাট *(set off)* চাওয়া হয়, তাহা অবশ্য ডিক্রি জারিকারক আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

ধারা

৫০। বৈধ প্রতিনিধি ঃ

(১) ডিক্রি মোতাবেক দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার পূর্বেই যদি সাব্যস্ত দেনাদারের মৃত্যু হয়, তবে ডিক্রিদার মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধিগণের উপর ডিক্রি জারির জন্য ডিক্রিদানকারী আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপ বৈধ প্রতিনিধির উপর ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে বৈধ প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যেই অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিলিবণ্টন করেন নাই, উহার আনুপাতিক দেনার জন্য তিনি দায়ী হইবেন ; তাহার দায়িত্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ডিক্রি জারিকারক আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে উপযুক্ত হিসাবে দাখিলের জন্য উক্ত বৈধ প্রতিনিধিকে বাধ্য করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বলা হইয়াছে, ডিক্রির দেনা শোধ হওয়ার পূর্বে দেনাদারের মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিশ বা প্রতিনিধি ঐ দেনার দায়ে দায়ী থাকিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি চলিবে। তবে ওয়ারিশ বা প্রতিনিধির দায়িত্ব সেই পরিমাণ হইবে যেই পরিমাণ সম্পত্তি তাহার মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে হইবে।

সাব্যস্ত দেনাদারের মৃত্যু ঃ নিলাম বিক্রির পূর্বে সাব্যস্ত দেনাদারের মৃত্যু হইলে মৃতের উত্তরাধিকারীদের নথিতে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া নিলাম বিক্রি সম্পাদিত হইলে উক্ত বিক্রয় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। *[৫ ডিএলআর ৪৩]*

যেই আদালতে ডিক্রি জারির জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালতের সাব্যস্ত দেনাদারের উত্তরাধিকারীদেরকে প্রতিস্থাপিত করার এখতিয়ার নাই। *[১০ ডিএলআর ২৭৭]*

ভুল প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি ঃ ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত কোন প্রতিনিধিকে আদালত বৈধ করিয়া জারি কার্যসম্পাদনের নির্দেশ দিলে এখতিয়ারের অভাবে ঐ আদেশকে বাতিল বলা যায় না। *এআইআর ১৯৪৭ বোম্ব ১৬৪]*

ডিক্রি জারির পদ্ধতি

ধারা

৫১। ডিক্রি জারি করার ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা ঃ

নির্ধারিত শর্ত ও নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে আদালত ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে নিম্নবর্ণিত যেকোন উপায়ে ডিক্রি জারির আদেশ দান করিতে পারেন ঃ

(ক) ডিক্রিতে আদিষ্ট সম্পত্তি অর্পণের দ্বারা ;

(খ) কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় অথবা বিনা ক্রোকে নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা ;

(গ) দেনাদারকে গ্রেফতার ও কারাগারে আটক করিয়া ;

(ঘ) রিসিভার নিয়োগ করিয়া ; অথবা

(ঙ) ডিক্রিকৃত প্রতিকারের প্রকৃতির প্রয়োজনানুসারে অন্য কোন পন্থায়।

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রিটি যদি অর্থ পরিশোধের জন্য হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে দেনাদারকে আটকের আদেশ দেওয়ার পূর্বে দেনাদারকে কেন কারাগারে সোপর্দ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে এবং তৎপর আদালত যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, লিখিতভাবে তাহা উল্লেখ করিয়া অনুরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন ঃ

(ক) দেনাদার ডিক্রি জারিতে বাধাদান বা উহা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে —

১। আত্মগোপন করিতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে পারে ; অথবা

২। যেই মামলায় ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দায়ের হইবার পর তাহার সম্পত্তির কোন অংশ অসদুপায়ে হস্তান্তরিত, বিনষ্ট বা অপসারিত করিয়াছে বা তাহার সম্পত্তি লইয়া অন্য কোনরূপ অবিশ্বস্ততার কাজ করিয়াছে ; অথবা

(খ) ডিক্রির তারিখে ও তৎপর ডিক্রির টাকা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধে সঙ্গতি সাব্যস্ত দেনাদারের ছিল বা আছে, অথচ সে টাকা পরিশোধে অবহেলা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছে বা করিতেছে ; অথবা

(গ) যেই টাকার জন্য ডিক্রি হইয়াছে, তজ্জন্য সাব্যস্ত দেনাদারের দায়িত্ব পরোক্ষ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ (খ) অনুচ্ছেদের বর্ণিত দেনাদারের সঙ্গতি নির্ধারণকালে দেনাদারের সেই সম্পত্তি বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন বা আইনের ন্যায় প্রযোজ্য অপর কোন রীতি অনুসারে ডিক্রি জারির দরুন ক্রোক হইতে অব্যাহতি লাভের যোগ্য, তাহা হিসাবে ধরা চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কি কি পদ্ধতিতে ডিক্রিদারকে ডিক্রি জারির মাধ্যমে প্রতিকার দেওয়া যায়, তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। কিভাবে ডিক্রিদার তাহার পাওনা আদায় করিবে, তাহা নির্বাচনের ভার ডিক্রিদারের উপর। ডিক্রিদার যেইভাবে ডিক্রির অর্থ আদায় করিতে চাহে, আদালত সেইভাবেই তাহাকে করিতে দিবেন এবং আদালত তাহার উপর কোন সীমা বা শর্ত আরোপ করিবেন না।

আলোচ্য ধারায় ডিক্রি জারিকারক আদালতের ডিক্রি জারির বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। অত্র বিধির ২০ আদেশের ৩০ নিয়মের অধীনে জারিকারক আদালত রায়ের দেনাদারের ব্যক্তি ও সম্পত্তি উভয়টির বিরুদ্ধে যুগপৎ জারি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারেন। দেওয়ানী কার্যবিধির ৫১ ধারার (গ) দফার অধীনে সাধারণভাবে ডিক্রি জারির ব্যাপারে যেইক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে, কেবল সেইক্ষেত্রে আদালত রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন। এইরূপ নিয়োগ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্যও হইতে পারে *[২৭ ডিএলআর]*। স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির উপকারার্থে রিসিভার নিয়োগ করা হয়। অন্যান্য ডিক্রিদারকে তাহাদের ডিক্রি জারিতে একই সম্পত্তির উপর নিয়োগের জন্য পুনরায় আবেদন করার দরকার নাই। *[৪৬ মাদ. ৫০৬ এফবি]*

রিসিভার নিয়োগ ঃ ৫১ ধারা কিভাবে একটি ডিক্রি জারি করিতে হইবে তাহার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছে। ডিক্রি জারির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রিসিভার নিয়োগ হইতেছে মাত্র একটি পদ্ধতি। তবে ইহা ডিক্রিদারকে রিসিভার নিয়োগের জন্য আবেদন করিবার কোন অধিকার প্রদান করে না।

[৩৫ সিডব্লিউএন (১০৬৬) ১৯৩১ অযোধ্যা ৩০৭]

রিসিভার নিয়োগ বলিতে ডিক্রি জারি বুঝায় না বরং ইহা মাত্র একটি ন্যায়পর প্রতিকার এবং হাইকোর্ট তাহার সাধারণ আদিম এখতিয়ারের বাহিরে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তির দেখাশুনার জন্য রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন।

[৩৪ সিডব্লিউএন ২৫৮]

একটি বৈধ জারি রিসিভার নিয়োগের প্রার্থনা করিবার পূর্বেই যেই সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হইতে হইবে এমন কোন আবশ্যকতা নাই। *[১৯৪৯ কল. ৬৩]*

যে সম্পত্তি ক্রোক করা হয় নাই ইহার জন্যও রিসিভার নিয়োগ করা যাইতে পারে। *[৫৪ সিডব্লিউএন ৮৪০]*

প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কোন রিসিভার নিয়োগ করিবার দরকার নাই। *[১৯৫২ এসসি ২২৭]*

রিসিভার সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নিয়োজিত হয়। অতএব অন্য কোন ডিক্রিদারকে (যদি থাকে) আবার ঐ সম্পত্তির জন্য অন্য রিসিভার নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। *[১৩০ মাদ. ৪]*

ধারা

৫২। বৈধ প্রতিনিধির উপর ডিক্রি বলবত ঃ

(১) কোন মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে যখন কোন ডিক্রি দেওয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে টাকা পরিশোধের জন্য যদি সেই ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অনুরূপ যেকোন সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা সেই ডিক্রি জারি করা যাইতে পারে।

(২) যেইক্ষেত্রে সাব্যস্ত দেনাদারের দখলে অনুরূপ কোন সম্পত্তি না থাকে, এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার দখলে আসিয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, উহার যথাযথ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া যদি সে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে অসমর্থ হয়, তবে অনুরূপ সম্পত্তির অনুপাতে তাহারই উপর ডিক্রি জারি করা হইবে, যেন ডিক্রিটি ব্যক্তিগতভাবে তাহারই বিরুদ্ধে হইয়াছিল।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় একটি বিশেষ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। ৫০ ধারায় বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়া থাকিলে এবং ডিক্রিটি পূর্ণভাবে পরিশোধিত হইবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহার বৈধ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া যাইবে। বর্তমান ধারায় বলা হইয়াছে, তাহার দেনা আদায়ের জন্য তাহার বৈধ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়া থাকিলে তাহার সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় করা যাইবে।

বৈধ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি বলবত ঃ বৈধ প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে মৃতের সম্পত্তির দখলে আছে কিনা তাহা জারি কার্যক্রমেই নিষ্পন্ন হইতে হইবে, মামলায় নহে। *[১৯৩১ নাগ. ১৭৩]*

মৃত দেনাদারের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলা এই মর্মে খারিজ করা যাইবে না যে, মৃতের সম্পত্তির কোন অংশও বিবাদীর দখলে নাই। *[৮৯ আইসি ২৩৬]*

বৈধ প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব ঃ একজন বৈধ প্রতিনিধির হাতে মৃতের যে পরিমাণ সম্পত্তি রহিয়াছে সেই পরিমাণ সে দায়ী থাকিবে। তাহা ব্যতীত ঐ সম্পত্তি আবার প্রতিনিধি কর্তৃক স্থানান্তরিত হইলে চলিবে না। *[এআইআর ১৯৩২ বোম্ব ৫২২]*

এই ধারার আওতায় ডিক্রি বলিতে অর্থ পরিশোধের ডিক্রি বুঝায়, যেই ডিক্রি মৃতের সম্পত্তির উপর চার্জ সৃষ্টি করে সেই ডিক্রিকে বুঝায় না। *[এআইআর ১৯৪৬ অযোধ্যা ১]*

ধারা

৫৩। পৈতৃক সম্পত্তির দায় ঃ

উপরে বর্ণিত ৫০ ও ৫২ ধারার উদ্দেশ্যে মৃত পূর্বপুরুষের কোন সম্পত্তি যখন পুত্র বা অপর কোন ওয়ারিশের হাতে আসে এবং হিন্দু আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধের দায়িত্ব যদি সেই সম্পত্তির উপর বর্তাইয়া থাকে এবং সেই দেনা বাবদ যদি ডিক্রি প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে উক্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে পুত্র বা অপর ওয়ারিশের হস্তগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় হিন্দু আইনের অধীনে পুত্র প্রভৃতির দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে।

প্রযোজ্যতা ঃ এই ধারা পিতার বাটোয়ারা-পূর্ব দায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। *[১৯৩৭ মাদ. ৬১০ এফবি]*

পিতার মৃত্যুর পর এই ধারা কার্যকরী হইবে পূর্বে নহে। *[এআইআর ১৯৫২ এসসি ১৭০]*

মৃতের সম্পত্তি ঃ এই ধারার আওতায় সম্পত্তি খুব সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে সম্পত্তি বলিতে পুত্র কিংবা অন্যান্য বংশধরদের নিজেদের স্বপার্জিত সম্পত্তিকে বুঝায় না। *[এআইআর ১৯৫২ এসসি ১৭০]*

ডিক্রি ঃ এই ধারা মূলতঃ যেখানে মৃতের সম্পত্তি হইতে তাহার ঋণ পরিশোধের ডিক্রি জারি করিতে চাওয়া হয় সেখানে প্রয়োগ করা যাইবে *[১৯৫৮-১ অযোধ্যা ডব্লিউআর ৩১৩]*। ডিক্রি বলিতে শুধু মৃতের বিরুদ্ধে অর্থ পরিশোধের ডিক্রিই বুঝায় না বরং সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রিকেও বুঝায়। *[এআইআর ১৯২৪ মাদ. ৫৭১ ডিবি]*

ধারা

৫৪। সম্পত্তি বাটোয়ারা বা অংশ পৃথকীকরণ ঃ

যেইক্ষেত্রে সরকারী রাজস্ব প্রদানের প্রয়োজনে কোন অবিভক্ত সম্পত্তি বাটোয়ারের জন্য অথবা অনুরূপ কোন সম্পত্তির কোন অংশের পৃথক দখলের জন্য ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর অথবা

কালেক্টর কর্তৃক মনোনীত অধঃস্তন কোন গেজেটেড পদের কর্মচারী উক্ত সম্পত্তির বাটোয়ারা বা অংশের পৃথকীকরণ সম্পন্ন করিবেন এবং অনুরূপ সম্পত্তির বাটোয়ারার অংশ পৃথকীকরণ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত আইন (যদি থাকে) অনুসারে তিনি উহা সম্পন্ন করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় রাজস্ব প্রদানের নিমিত্ত এজমালী সম্পত্তি বাটোয়ার ডিক্রি জারির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

'সম্পত্তি' *(estate)* শব্দটি এখানে অত্যন্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে *[১০ সি ৪৩৫]*। ৫৪ ধারা এজমালী সম্পত্তির বাটোয়ারা সংক্রান্ত অথবা ঐ সম্পত্তিতে কোন পৃথক অংশের দখল ইত্যাদি সম্পর্কিত ডিক্রি লইয়া আলোচনা করে মাত্র, কোন একটি বিশেষ মৌজার বাটোয়ারা লইয়া নহে। *[৩৪ সিডব্লিউএন ৮৯৫]*

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক বাটোয়ার ডিক্রি ঃ দেওয়ানী আদালত রাজস্ব দিতে হয় এমন কোন জমির বাটোয়ারা ডিক্রি প্রদান করিলে উহাতে ২০ আদেশের ১৮ নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে *[১৯৪৫ অযোধ্যা ১ ডিবি]*। বাটোয়ারার জন্য যেই সমস্ত সম্পত্তিতে বাদীর স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে উহার সমস্ত অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। *[৩৪ মাদ. ২৬৯]*

যেই অংশীদাররা নিজেদের সম্পত্তির বাটোয়ারা চাহিতেছে না তাহাদের পক্ষে কোন ডিক্রিও প্রদান করা যাইবে না।

গ্রেফতার ও আটক

ধারা

৫৫। গ্রেফতার ও আটক ঃ

(১) ডিক্রি জারির জন্য সাব্যস্ত দেনাদারকে যেকোন সময় গ্রেফতার করা যাইতে পারে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাকে আদালতে হাজির করিতে হইবে ; এবং তাহাকে আটক রাখার আদেশদানকারী আদালত যে জেলায় অবস্থিত, সেই জেলার দেওয়ানী কয়েদে তাহাকে আটক রাখা যাইতে পারিবে, অথবা দেওয়ানী কয়েদে উপযুক্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা নাই, সেইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে তাহাকে আটক রাখা যাইবে।

তবে প্রথমতঃ **শর্ত** থাকে যে, এই ধারা অনুসারে কাহাকেও গ্রেফতারের জন্য সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করা চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ **শর্ত** থাকে যে, কোন বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা চলিবে না, যদি না উহা সাব্যস্ত দেনাদারের দখলকৃত বাসগৃহের হয় এবং সে উহাতে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে বা কোনভাবে বাধা প্রদান করে ; কিন্তু গ্রেফতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের যদি যথারীতি কোন বাসগৃহে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন, তবে গৃহের কোন কক্ষে দেনাদারকে পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি সংগত কারণে বিশ্বাস করিলে সে কক্ষের দরজা ভাঙ্গিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ **শর্ত** থাকে যে, যদি কক্ষটি এমন কোন মহিলার দখলে থাকে, যিনি সাব্যস্ত দেনাদার নহেন এবং যিনি দেশাচার অনুযায়ী সর্বসমক্ষে বাহির হন না, তবে গ্রেফতারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার উক্ত মহিলাকে তথা হইতে সরিয়া যাওয়ার নোটিস দিবেন এবং মহিলার সরিয়া যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেওয়ার পর গ্রেফতার কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসার উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ **শর্ত** থাকে যে, যেই ডিক্রি জারির জন্য গ্রেফতার করা হইবে, তাহা যদি টাকার ডিক্রি হয় এবং সাব্যস্ত দেনাদার যদি ডিক্রির টাকা ও গ্রেফতারের খরচের টাকা উক্ত গ্রেফতারকারী অফিসারকে প্রদান করে, তবে অফিসার অবিলম্বে তাহাকে মুক্তি দিবেন।

(২) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারেন যে, কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করিলে জনসাধারণের বিপদ বা অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে, তবে ডিক্রি জারির জন্য অনুরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে হইলে সরকার কর্তৃক এই সম্পর্কের নির্ধারিত পদ্ধতি অন্যভাবে গ্রেফতার করা চলিবে না।

(৩) টাকা পরিশোধের ডিক্রি জারির জন্য সাব্যস্ত দেনাদারকে গ্রেফতার করিয়া আদালতে হাজির করা হইলে, আদালত তাহাকে জানাইবেন যে, সে দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করিতে পারিবে এবং সে যদি অনুরূপ আবেদনের ব্যাপারে কোন অসাধু উপায় অবলম্বন না করে এবং বর্তমানে প্রচলিত দেউলিয়া আইনের বিধানসমূহ মানিয়া চলে, তবে তাহাকে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৪) যদি সাব্যস্ত দেনাদার দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, এক মাসের মধ্যে সে অনুরূপ আবেদন পেশ করিবে এবং যেই ডিক্রি জারির জন্য তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তৎসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে আহবান করা হইলে সে হাজির হইবে — এই মর্মে জামানত যদি দাখিল করে, তবে আদালত তাহাকে মুক্তিদান করিবেন ; অতঃপর যদি সে যথাসময়ে উপরোক্ত আবেদন পেশ না করে এবং হাজির না হয়, তবে আদালত তাহার জামানতের টাকা আদায়ের নির্দেশ অথবা ডিক্রি জারির জন্য তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে সোপর্দ করার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় দেনাদারকে গ্রেফতার ও আটকের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। এই ধারার প্রয়োগ সাম্প্রতিককালে একেবারে নাই বলিলেই চলে। দেনাদারের আটকের বিরুদ্ধে নানাবিধ বাধা-নিষেধ রহিয়াছে এবং তাহাদের আটক হইতে মুক্তির জন্য অনেক সুবিধাজনক শর্তাদি আছে। এই সমস্ত কারণেই এই ধারার ব্যবহার একেবারেই নাই বলিলেই চলে।

অত্র ৫৫ ধারার বিধানসমূহ আদেশব্যঞ্জক *[১৯২১ অত্র ৫৫ (৪) ধারার কল ৬২]*। নির্ধারিত এক মাসের মেয়াদ আদালত কর্তৃক বৃদ্ধি করা যাইবে না *[৯৫ আইসি ৪৪৪]*। আদালত জামিনদার ও রায়ের দেনাদার উভয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন না।
[১৯২৩ লাহোর ৪৭৯]

অর্থ ডিক্রি ঃ একটি অর্থ ডিক্রি আবশ্যকীয়ভাবে দেনাদারকে আটক করিয়া কার্যকরী করা যায় না। যেমন, নাবালক, মহিলা কিংবা বৈধ প্রতিনিধি।
[৬৫ আইসি ৫৩]

ডিক্রি ঃ সাব্যস্ত দেনাদারের বিরুদ্ধে ; অথবা এই ধারার আওতায় জামিনদারের বিরুদ্ধে কোন আদেশের বিরুদ্ধে ডিক্রির মতই আপীল করা যাইবে।
[৭ বোম্বে ৩০১ ডিবি]

ধারা

৫৬। অর্থের ডিক্রি জারিতে মহিলাকে গ্রেফতারের বিধি-নিষেধ ঃ

এই খণ্ডের সমুদয় বিধান সত্ত্বেও আদালত টাকা পরিশোধের ডিক্রি জারির জন্য কোন মহিলাকে গ্রেফতার বা দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখার আদেশ দিতে পারিবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় মহিলাকে গ্রেফতার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ধারা

৫৭। খোরপোষ ভাতা ঃ

সরকার সাব্যস্ত দেনাদারের খোরপোষের জন্য তাহার সামাজিক মর্যাদা, জাতি, গোত্র ইত্যাদি বিবেচনায় মাসিক ভাতার হার নির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত ২১ আদেশের ৩৯ নিয়ম মিলাইয়া পড়িতে হয়।

ধারা

৫৮। আটক ও মুক্তি ঃ

(১) ডিক্রি জারির জন্য দেওয়ানী কয়েদে আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্নরূপভাবে আটক রাখা হইবে ঃ

(ক) ডিক্রির টাকার অংশ পঞ্চাশ টাকার উর্ধ্বে হইলে ছয় মাসের জন্য, এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সপ্তাহের জন্য।

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উক্ত ছয় মাস বা ছয় সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্বেই আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া যাইবে, যদি —

১। পরোয়ানায় উল্লিখিত টাকা সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী কয়েদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট দেওয়া হয় ; অথবা

২। অন্যভাবে ডিক্রি দাবি সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় ; অথবা

৩। যাহার আবেদনক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছে, তিনি অনুরোধ করেন ; অথবা

৪। যাহার আবেদনক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছে, তিনি খোরপোষ ও ভাতা দেওয়া বন্ধ করেন।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, আদালতের আদেশ ব্যতীত উপরোক্ত (দুই) বা (তিন) অনুচ্ছেদ অনুসারে কাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কি পরিমাণ টাকার জন্য কতকাল মেয়াদে আটক রাখা হইবে তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু।

একই ধারার আওতায় আদালত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে আটকাদেশ রহিয়াছে তাহা ছয় মাস কিংবা ছয় সপ্তাহের চাইতে কমাইতে পারেন না *[৫ সিডব্লিউএন ১৪৫]*। কারাভোগের ক্ষেত্রে দেনাদার ৬৮ আদেশের ৪ নিয়ম অনুসারে রায়ের পূর্বে যদি কারাভোগের ক্ষেত্রে দেনাদার ৬৮ আদেশের ৪ নিয়ম অনুসারে রায়ের পূর্বে যদি কারাভোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা ডিক্রি পরবর্তী কারাভোগের ক্ষেত্রে বিবেচিত হইবে। *[৭ বি ৪৩১]*

খোরপোষ না দিবার ফলে মুক্তকৃত কোন দেনাদারকে ঐ একই ডিক্রি জারি করিবার জন্য আটক করা যাইতে পারে। *[২৬ এ ৩১৭]*

ধারা

৫৯। অসুস্থতার দরুন মুক্তি ঃ

(১) কোন সাব্যস্ত দেনাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু হইবার পর যেকোন সময় উক্ত ব্যক্তির গুরুতর অসুস্থতার অজুহাতে আদালত উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) সাব্যস্ত দেনাদারকে গ্রেফতারের পর আদালত যদি মনে করেন যে, স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় সেই ব্যক্তিকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখা চলে না, তবে আদালত তাহার মুক্তি দিতে পারিবেন।

(৩) দেওয়ানী কয়েদে আটক কোন সাব্যস্ত দেনাদার নিম্নলিখিত উপায়েও মুক্তি পাইতে পারে ঃ

(ক) কোন সংক্রামক ব্যাধির অজুহাতে সরকার তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন ; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তির গুরুতর অসুস্থতার অজুহাতে সোপর্দকারী আদালত বা উহা যেই আদালতের অধঃস্তন তদ্রূপ কোন আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন।

(৪) এই ধারা অনুসারে মুক্তিপ্রাপ্ত সাব্যস্ত দেনাদারকে পুনরায় গ্রেফতার করা যাইতে পারে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখার মোট মেয়াদ ৫৮ ধারায় উল্লিখিত মেয়াদের অধিক হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ অসুস্থতার কারণে দেনাদারকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে দেওয়া ও গ্রেফতার হইলে তাহাকে মুক্তি দিবার বিধান এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

কারাগারে দেনাদার সাংঘাতিক কোন রোগে আক্রান্ত হইলে আদালত নৈতিক দায়িত্ব হেতু তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ দিবেন *[১৯৩৪ লাহোর ৮০৭]*। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিতে আদালতের ব্যবহৃত ইচ্ছাক্ষমতা সাধারণভাবে আপীলে হস্তক্ষেপিত হইবে না। *[১৯৩৩ লাহোর ৪০৭]*

ধারা

৬০। ডিক্রি জারির জন্য সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় ঃ

(১) নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি ডিক্রি জারি দিয়া ক্রোক ও বিক্রয় করা যাইবে ঃ

জমি, বাসগৃহ বা অন্য দালানকোঠা, মাল-পত্র, নগদ টাকা, ব্যাংক নোট, চেক, বিল-অব-এক্সচেঞ্জ, হুণ্ডি, প্রমিসরি নোট, গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি, বণ্ড বা অন্যবিধ সিকিউরিটি, দেনা, কোম্পানীর শেয়ার এবং অতঃপর উল্লিখিত জিনিসগুলি ব্যতীত সাব্যস্ত দেনাদারের অপর সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি কিংবা এইরূপ সম্পত্তি যাহার কিংবা যাহা হইতে প্রাপ্ত আয় সাব্যস্ত দেনাদারের নিজের প্রয়োজনে ব্যয়ের অধিকারে রহিয়াছে, অনুরূপ সম্পত্তি উক্ত দেনাদারের নিজ নামেই থাকুক বা তাহার জিম্মাদার হিসাবে অন্য নামে থাকুক।

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নলিখিত জিনিসগুলি অনুরূপভাবে ক্রোক ও বিক্রয় করা চলিবে না ঃ

(ক) দেনাদার, তাহার স্ত্রী এবং সন্তানগণের আবশ্যকীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি, রান্নার বাসন-পত্রাদি, বিছানা-পত্র এবং এমন গহনাপত্র, যাহা ধর্মীয় বিধান অনুসারে কোন মহিলার পক্ষে খুলিয়া ফেলা সম্ভব নহে ;

(খ) কারিগরের হাতিয়ার-পত্র এবং দেনাদার যদি চাষী হয়, তবে তাহার চাষের হাতিয়ার, গো-মহিষাদি ও বীজ যাহা আদালতের মতে তাহার জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজন এবং এমন কৃষিজাত দ্রব্যের বা এমন শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রব্যের অংশবিশেষ, যাহা নিম্নবর্ণিত বিধানে দায়মুক্ত বলিয়া ঘোষিত ;

(গ) চাষীর বাসগৃহ ও অন্যান্য গৃহ (উহার সরঞ্জাম, ভূমি, উহার সহিত সংযুক্ত অন্য ভূমি, যাহা ব্যতীত উক্ত গৃহ ভোগদখল করা সম্ভব নহে, তাহাসহ) ;

(ঘ) হিসাবের খাতাপত্র ;

(ঙ) ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়েরের অধিকার মাত্র ;

(চ) ব্যক্তিগত সেবার কোন অধিকার মাত্র ;

(ছ) সরকারী পেনশনভোগীদের প্রাপ্য জলপানি ভাতা বা এককালীন সাহায্য অথবা সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে দেয় চাকুরিয়া পরিবারের পেনশন তহবিল হইতে প্রাপ্য সাহায্য এবং রাজনৈতিক পেনশন ;

(জ) নগদ টাকায় বা তৎপরিবর্তে অন্য কিছু দ্বারা পরিশোধযোগ্য মঞ্জুরী ও গৃহ ভৃত্যের পারিশ্রমিক ;

(ঝ) কাহারও বেতনের প্রথম একশত টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার অর্ধেক ; তবে সরকারী চাকুরিয়া, রেলের চাকুরিয়া বা কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়ার বেতনের যেই অংশ ক্রোকযোগ্য এবং মাঝে মাঝে বা একযোগে মোট ২৪ মাস যাবত ক্রোক রহিয়াছে তাহা পরবর্তী বার মাস ক্রোক হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং উক্তরূপ ক্রোক যদি একই ডিক্রির দরুন হইয়া থাকে ; তবে সেই ডিক্রির দরুন ক্রোক হইতে উহা চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি পাইবে ;

(ঞ) যাহাদের উপর ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনী আইন, ১৯৬১ সালের নৌ-বাহিনী অধ্যাদেশ বা ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন প্রযোজ্য, তাহাদের বেতন ও ভাতা ;

(ট) ১৯২৫ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের আওতাধীনে জমা দেওয়া যে সকল অর্থ উক্ত ফাণ্ড আইন অনুসারে ক্রোকের যোগ্য নহে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তৎসমুদয় অর্থ ;

(ঠ) সরকারী চাকুরিয়া, রেলের চাকুরিয়া বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়ার প্রাপ্য যেই ভাতা তাহার পারিশ্রমিকের অংশ হিসাবে গণ্য এবং উপযুক্ত সরকার কর্তৃক গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার দ্বারা যাহা ক্রোক হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তাহা এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন চাকুরিয়ার জীবন ধারণের জন্য তাহাকে যেই ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা ;

(ড) ওয়ারিশসূত্রে যেই সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বা অন্যবিধ ভবিষ্যত অধিকার বা স্বার্থ ;

(ঢ) ভবিষ্যতে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্তির অধিকার ;

(ণ) বাংলাদেশের কোন আইন অনুসারে ডিক্রি জারির দরুন ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ভাতা ; এবং

(ত) যেইক্ষেত্রে কোন সাব্যস্ত দেনাদার ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী থাকে, সেইক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন অনুসারে বকেয়া ভূমিরাজস্ব পরিশোধের জন্য নিলাম বিক্রয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি।

ব্যাখ্যা ঃ ১। উপরের (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ), (ঠ) ও (ণ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত জিনিসগুলি পাওনা হওয়ার পূর্বে বা পরে ক্রোক ও বিক্রয় হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং সরকারী চাকুরিয়া, রেলের চাকুরিয়া ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়া ব্যতীত অন্যান্যদের বেতনের যেই অংশ ক্রোকযোগ্য, তাহা কার্যতঃ পাওনা না হওয়া পর্যন্ত ক্রোক হইতে অব্যাহতি পাইবে।

২। উপরের (জ) ও (ঝ) অনুচ্ছেদের "বেতন" বলিতে বুঝাইবে (ঠ) অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম ব্যতীত চাকুরিয়ার কার্যে নিযুক্ত বা ছুটিতে থাকাকালে প্রাপ্য মোট মাসিক পারিশ্রমিক।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোন্ কোন্ সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়যোগ্য এবং কোন্ সম্পত্তি বিক্রয়যোগ্য নহে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। এই ধারা কেবলমাত্র অর্থ আদায়ের ডিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সেই কারণে রেহেন ডিক্রি জারিতে সম্পত্তি ক্রোক দেওয়া আবশ্যক নহে।

দেনাদার বা দায়িকের যেই সম্পত্তি ডিক্রিদার ক্রোক করিতে চাহেন সেই সম্পত্তি এই ধারা অনুযায়ী ক্রোকযোগ্য হইলে আদালত তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না। আদালত ডিক্রিদারকে বলিতে পারেন না, আপনি দেনাদারের গরু ক্রোক না করিয়া মহিষ ক্রোক করুন।

বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি ঃ যেই সম্পত্তি বিক্রয়যোগ্য নহে তাহা ক্রোক করা যায় না। যেই সম্পত্তির উপর দেনাদারের হস্তান্তরের অধিকার নাই বা যেই সম্পত্তির হস্তান্তর আইনে নিষিদ্ধ, সেই সম্পত্তি ক্রোকযোগ্য নহে।

ক্রোকের উদ্দেশ্য পরিণতিতে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিক্রির টাকা হাসিল বা আদায় করা। এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধান 'আদেশ' আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

অত্র ধারার পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক। যেই সমস্ত সম্পত্তি ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে ক্রোকযোগ্য ও যেই সমস্ত সম্পত্তি ক্রোকযোগ্য নহে, তাহার পূর্ণ তালিকা অত্র ধারায় বিবৃত হইয়াছে *[এআইআর ১৯৩৩ পেশ. ১০৯ ডিবি]*। কোন স্থানীয় ও বিশেষ আইনে অত্র ধারা অনুসারে ডিক্রি জারিতে ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি ক্রোকের অযোগ্য হইলে তাহা প্রভাবিত করে না *[পিএলডি ১৯৬৯ লাহোর ৪৬১]*। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক জন্মানো ফসল তাহার ফসল নহে এবং ক্রোক করা যাইবে না। *[৬৯ আইপি ৫২০]*

সম্পত্তি ঃ সম্পত্তির অধিকার বা ক্ষমতাও ক্রোক করা যায়। *[৫৪ সিডব্লিউএন ৩২২]*

দালানের দরজা জানালা কোন পৃথক সম্পত্তি নহে এবং তাই দালান ক্রোক না করিয়া এইগুলি আলাদাভাবে ক্রোক করা যায় না। *[১১ সি ১৬৪]*

ভবিষ্যতে পরিশোধ্য কোন ঋণের টাকাও ক্রোক করা যায়। *[১৯৩৬ নাগ ২১৮]*

বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি ও কৃষিবিদ ঃ এই ধারায় বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি বলিতে আদালতের আদেশে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি বুঝায়, পক্ষগণের ইচ্ছাতে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি নহে। কৃষিবিদ বলিতে যিনি ভূমি কর্ষণ করেন এবং কৃষিই যাহার একমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় তাহাকেই বুঝায়। *[২০ সিডব্লিউএন ৮৬৪]*

একজন ব্যক্তি তাহাকে কৃষিবিদ হিসাবে প্রমাণ করিতে চাহিলে সে কৃষিকার্যের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে বা মুখ্যতঃ তাহার জীবিকা নির্বাহ করিতেছে বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। *[১০৫ আইসি ৭৯৫]*

সরকারী কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য ভাতা ঃ বেতন বলিতে সর্বসাকুল্যে প্রাপ্ত বেতনকে বুঝায় *[১৯৪৩ লাহোর ৬০]*। বকেয়া বেতনের টাকা ক্রোক করা যায় *[১৯৫২ এসসি ২৭৭]*। নিয়মিত সেনাবাহিনীর একজন অফিসারের বেতন ক্রোক করা যায় না *[৩৭ বি ২৬]* কিন্তু ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনীর একজন অফিসারের বেতন ক্রোক করা যায়। একজন সরকারী চাকুরিজীবির বেতন উহা পাওনা হইবার পূর্বে বা পরে ক্রোক করা যায়।
[১৯৪৭ এফসি ২৩]

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ চাঁদা দানকারীর অবসর নিবার পরও ক্রোক করা যায় না তবে ইহা প্রকৃতপক্ষে তাহাকে পরিশোধিত হইবার পর ক্রোক করা যায়। *[৯২১ আইসি ৬৭৩]*

ধারা

৬১। কৃষিজাত দ্রব্যের আংশিক অব্যাহতি ঃ

সরকার সরকারী গেজেটে একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, কৃষিজাত দ্রব্যের যেই অংশ বা কোন শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রব্য, সাব্যস্ত দেনাদার চাষী হইলে চাষের দ্বারা উৎপন্ন আগামী ফসল না উঠা পর্যন্ত উক্ত দেনাদার ও তাহার পরিবারের খোরাকী বাবদ প্রয়োজন হইবে, তাহা ডিক্রি জারির জন্য ক্রোক ও বিক্রয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার ব্যবহার এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৮ আদেশের ১২ নিয়মে বলা হইয়াছে, কৃষকের দখলস্থিত কৃষিজাত দ্রব্য ক্রোকযোগ্য হইবে না।

ধারা

৬২। বাসগৃহের সম্পত্তি আটক ঃ

(১) এই আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন পরোয়ানা জারিকারক কোন ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি আটক করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকিলে সূর্যাস্তের পর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে কোন বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন বাসগৃহ সাব্যস্ত দেনাদারের দখলে না থাকিলে এবং সে উহাতে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার বা বাধা প্রদান না করিলে উক্ত বাসগৃহের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা চলিবে না ; কিন্তু উক্ত আদিষ্ট ব্যক্তি যথারীতি গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকিলে যেই কক্ষে অনুরূপ কোন সম্পত্তি রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয়, সেই কক্ষের দরজা ভাঙ্গিতে পারিবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে বাসগৃহের কোন কক্ষে কোন মহিলা রহিয়াছেন এবং প্রচলিত দেশাচার অনুযায়ী তিনি সর্বসমক্ষে বাহির হন না, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে কক্ষটি হইতে সরিয়া যাওয়ার জন্য নোটিস দিবেন ; এবং মহিলার সরিয়া যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দানের পর উক্ত সম্পত্তি আটক করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন ; তবে সেই সঙ্গে তাঁহাকে এই বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য এবং এমন সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে উক্ত সম্পত্তি গোপনে অপসারিত না হয়।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বাংলাদেশের নাগরিকের বাসগৃহ আইনের দৃষ্টিতে অতি পবিত্র।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের ঃ

(ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

এই ধারায় দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জারিকারককে ভিতরে লইয়া মাল ক্রোক করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ নহে।

বাসগৃহ ঃ বাসগৃহ বলিতে দেনাদার যেখানে বাস করে সেই স্থানকে বুঝায়। দোকান কিংবা গুদামঘরকে বাসগৃহ বলা যায় না। *[৮ বোম্বে এইচসিআর (এসি) ১২৭ ডিবি]*

ক্ষতিপূরণ ঃ দেনাদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করিবার জন্য বেলিফ যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির গৃহের দরজা খুলিয়া অনুপ্রবেশ করে তাহা হইলে উক্ত অনুপ্রবেশ অনধিকার প্রবেশের শামিল। তবে শর্ত এই যে, তৃতীয় পক্ষের গৃহে দেনাদারকে কিংবা তাহার অর্জিত কোন জিনিস পাওয়া যায় নাই।

[৭ বোম্বে এইচসিআর (Crows Case) ৮৩ ডিবি]

এটাসমেন্ট ক্রেডিটরের অবৈধ ক্রোকের দরুন সাধিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত ক্রেডিটরের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবে। এই প্রসঙ্গে ক্রোক সৎ উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ভ্রান্তি ব্যতীত করা হইলেও উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। *[এআইআর ১৯২৯ লাহোর ২০০]*

ধারা

৬৩। কতিপয় আদালতের ডিক্রি জারির দরুন ক্রোক সম্পত্তি ঃ

(১) কোন আদালতের জিম্মায় গচ্ছিত নহে, এইরূপ সম্পত্তি একাধিক আদালতের ডিক্রি জারিতে ক্রোক হইয়া থাকিলে উক্ত আদালতগুলির মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের, সেই আদালত উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ বা হস্তগত করিয়া উহার উপর আনীত সকল দাবি-দাওয়া মিটাইবেন বা উহা ক্রোক সম্পর্কিত আপত্তি বিবেচনা করিবেন ; কিন্তু যেইক্ষেত্রে আদালতগুলির পর্যায়গত কোন তারতম্য থাকিবে না, সেইক্ষেত্রে যেই আদালত কর্তৃক সর্বপ্রথম উক্ত সম্পত্তি ক্রোক হয়, সেই আদালত উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিবেন।

(২) এই ধারার কোন বিধান অনুরূপ কোন ডিক্রি জারিকারক আদালত কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম বাতিল করিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ একাধিক ব্যক্তির একাধিক লোকের নিকট একাধিক দেনা থাকিতে পারে এবং সেই সমস্ত দেনার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে একাধিক আদালতের অর্থের ডিক্রি পাইতে পারেন। একাধিক ঐ প্রকার ডিক্রি দানকারী আদালত একই সম্পত্তি ক্রোক দিতে পারে। এই ধারায় ঐ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তাহা বলা হইয়াছে।

এক সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় লইয়া বিভিন্ন আদালতের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যই এই ধারার প্রবর্তন। *[এআইআর ১৯৫৭ মাদ. ১৫৯]*

আদালত বলিতে এই ধারার আওতায় আদালতে এই বিধির শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে সেই আদালতকেই বুঝাইবে। সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রারকে এই ক্ষেত্রে আদালত বলা যাইবে না যদিও ইহার ক্রোকাদেশ দেওয়ানী আদালতের ক্রোকাদেশের মত সমান গুরুত্বসম্পন্ন। *[এআইআর ১৯৬৫ (২১) ডিবি]*

এই ধারার শর্তাবলী রাজস্ব আদালত ও স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের ক্রোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। *[এআইআর ১৯২১ অল ১৪৩ ; ১৯ বোম্বে ১২৭ ডিবি]*

সম্পত্তি বলিতে ৬৩ ধারার আওতায় স্থাবর সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। অতএব স্থাবর সম্পত্তির ক্রোককেই এই ধারায় বুঝানো হইয়াছে। *[৭ মাদ. ৪৭ ডিবি]*

ধারা

৬৪। ক্রোকের পর সম্পত্তির বেসরকারী হস্তান্তর বাতিল গণ্য হইবে ঃ

কোন সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে বেসরকারী হস্তান্তর বা দখলার্পণ বা উহাতে নিহিত কোনরূপ স্বার্থের হস্তান্তর এবং ক্রোকের বিপরীতে উক্ত সম্পত্তি হইতে সাব্যস্ত দেনাদারকে কোন দেনা, লভ্যাংশ বা অনুরূপ অর্থ প্রদান, ক্রোকসংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে ক্রোক-সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া বলিতে সম্পত্তি আনুপাতিক হারে বণ্টনের দাবি বুঝাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারাটি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ক্রোক দ্বারা ডিক্রিদারের অনুকূলে যে ফায়দার উদ্ভব হয় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ হইবার পর তাহা হস্তান্তরযোগ্য থাকে না। সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ হওয়ার পর উহা বিক্রয় করিবার অধিকার নিষিদ্ধ না হইলে ডিক্রিদার টাকা আদায়ের ব্যাপারে বিপদে পড়িয়া যাইত।

ক্রোক ঃ ক্রোক কিভাবে করা হয় তাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ২১ আদেশের ৫৪ নিয়মে বলা হইয়াছে। ক্রোক যদি আইনানুগ না হয় তাহা হইলে এই ধারা প্রযোজ্য হয় না। আবার বিধিমত ক্রোকাবদ্ধ হইবার পর সম্পত্তি যদি ক্রোকমুক্ত হয় তবে সেই সময়কার বিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। তবে জানিয়া রাখা দরকার যে, ক্রোক দ্বারা ডিক্রিদার মহাজন খাতকের ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির উপর কোন স্বত্ব অর্জন করে না। ক্রোক দ্বারা শুধুমাত্র দেনাদারের হস্তান্তরের অধিকার নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি হস্তান্তর ঃ সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ থাকার ফলে উহা হস্তান্তরিত হইলে ঐ হস্তান্তর দ্বারা ডিক্রিদারের স্বার্থে বিপন্ন হইবে না ; বর্তমান ধারার ইহাই বক্তব্য। সুতরাং ডিক্রিদারের অধিকার ক্ষুণ্ন করা ব্যতীত ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির হস্তান্তরগ্রহীতা তাহার ক্রয়ের দ্বারা অন্য সকল প্রকার অধিকার লাভ করিবে।

ক্রোক থাকা অবস্থায় সম্পত্তির হস্তান্তর ঃ ক্রোক থাকা অবস্থায় সম্পত্তির কোন ধরনের ব্যক্তিগত হস্তান্তর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। পরবর্তীতে ক্রোকাদেশ বাতিলকরণের মাধ্যমে ঐ হস্তান্তর বৈধ করা যায় না।

[১৮ ডিএলআর ৩৯৩]

ক্রোক কোন অধিকার সৃষ্টি করে না ঃ ক্রোক রেহেন বা চার্জের মত কোন অধিকার সৃষ্টি করে না এবং একজন এটাসিং ক্রেডিটরকে কোনভাবে নিরাপদ ক্রেডিটর বলা যায় না। *[১১ ডিএলআর ৪৫৯]*

উদ্দেশ্য ঃ ক্রোককালীন সময়ে ক্রোক সম্পত্তির ব্যক্তিগত হস্তান্তর বন্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের অক্ষত অধিকার নিশ্চিত করা এবং ডিক্রিদারের উপর যেকোন ধরনের প্রতারণা নিবারণ করাই অত্র ধারার উদ্দেশ্য।

[এআইআর ১৯১৭ কল. ৫৬১]

একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় ; যেমন, 'ক'-এর বিরুদ্ধে 'খ' পাঁচ হাজার টাকার জন্য মোকদ্দমা করে। 'ক'-এর শুধুমাত্র পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তি নাই। 'ক'-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের হওয়া সত্ত্বেও 'ক' উক্ত বাড়ি বিক্রয় করিতে বা বন্ধ রাখিতে পারে যদিও উক্ত মোকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি হইয়া থাকে, কিংবা বাড়িটি যদি ডিক্রি জারির জন্য ক্রোক করা হইয়া থাকে তবে ক্রোকের পরে উক্ত বাড়ির বিক্রয় বা হস্তান্তর ক্রোকের দাবির মোকাবেলায় পণ্ড বলিয়া গণ্য হইবে। ক্রোক সম্পত্তির ব্যক্তিগত হস্তান্তর যেকোন দাবি-দাওয়া মোকাবেলায় পণ্ড বলিয়া বাতিল নহে, ইহা শুধুমাত্র ক্রোকের দাবি মোকাবেলায় পণ্ড বলিয়া গণ্য হয় *[পিএলডি ১৯৬১ ঢাকা]*। ক্রেতার উপর বাধ্যবাধক কোন চুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত হস্তান্তরকে ৬৪ ধারার বিধান প্রভাবিত করিবে না *[১১ ডিএলআর ৯০]*। ক্রোক বিদ্যমান থাকাকালীন কোন হস্তান্তর দেওয়ানী কার্যবিধির ৬৪ ধারা অনুসারে পণ্ড *(void)*। পরবর্তীকালে ক্রোক শেষ হইয়া গেলেও উহা বৈধ হয় না।

[১৪ ডিএলআর ১১২]

ধারা ৬৪ ঃ সাব্যস্ত দেনাদারের ক্রোককৃত সম্পত্তিতে দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষগণের প্রকৃত অধিকারের বিষয় দেওয়ানী কার্যবিধির ৬৪ ধারায় উল্লেখ আছে। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২১ নিয়ম ৫৮-এর অধীনে আনীত একটি আবেদনের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ৬৪ ধারায় দেওয়া শর্তাবলী পূর্ণ করিতে হইবে। যদি আদালত দাবিদার বা আপত্তিকারীর অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যেইগুলি দেওয়ানী কার্যবিধির ৬৪ ধারা অনুযায়ী নহে সেইক্ষেত্রে এই আদালত ন্যায়ের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবে এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা ব্যবহার করিয়া (রিভিশন) সংশোধনমূলক এখতিয়ার ব্যবহার করিবে। ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৪ নিয়ম ৮-এর বিশেষভাবে দেওয়া নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোকাদেশের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীর দাবিটি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়া নিম্ন আদালত ২৬-০৫-৭২ তারিখে রায় প্রদান করিয়া বিচার্য বিষয়ে বস্তুগত নিয়ম বর্হিভূত কাজ করিয়াছে। *[২৮ ডিএলআর ১০৬]*

ধারা ৬৪ এবং আদেশ ২১ নিয়ম ৬৪ ঃ পেশাধারী আচরণ ও শিষ্টাচারের অনুশাসন ঃ একজন এডভোকেট মামলায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি অথবা আয়/সুবিধার উপর মক্কেলের প্রতিকূল কোন ব্যক্তিগত আগ্রহ অর্জন করিবেন না।"

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একজন মক্কেলের মামলাধীন সম্পত্তিতে সব সময় মালিকানা স্বার্থ থাকে না। তাহার দখলি স্বত্বও থাকিতে পারে।

পরবর্তীতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য আলোচনায় আপীলকারীর বিভিন্ন কৈফিয়ত পুরাপুরি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পেশাধারী ও অন্যান্য অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত এডভোকেটকে বাগদণ্ড প্রদান একটি মৃদু শাস্তি বিশেষ। আইন ব্যবসা হইতে সাময়িক বরখাস্ত একটি উচ্চতর ধরনের দণ্ডাদেশ। কিন্তু ইহা কার্যতঃ একটি মাঝারি ধরনের শাস্তি। অপরাধী এডভোকেটকে আইন ব্যবসা হইতে বহিষ্কার করিয়া চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

এমন কোন কারণ দেখা যাইতেছে না যেইজন্য মধ্যবর্তী শাস্তিটিকে এমন মৃদু শাস্তির স্তরে পেশ করা উচিত। ব্যাংক হইতে আইনগত নোটিস প্রাপ্তির মুহূর্ত হইতে এই পর্যন্ত তাহার (আপীলকারীর) আচরণ অবজ্ঞাপূর্ণ, আপত্তিমূলক ও স্বধ্যমান রহিয়াছে। তাহার কোন দুঃখ, অনুশোচনা বা অনুতাপ নাই। ধ্বংসাত্মক আত্মপক্ষ সমর্থনের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অপরাধের গুরুত্ব লাঘবের এমন কোন অবস্থা শাস্তি লাঘবের জন্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং আপীল নাকচ করা হইল। *[৪০ ডিএলআর ১৭০]*

বিক্রয়

ধারা

৬৫। খরিদ্দারের স্বত্ব ঃ

ডিক্রি জারিতে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকিলে এবং অনুরূপ বিক্রয় চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হইয়া গেলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা বিক্রয়ের তারিখ হইতে খরিদ্দারের উপর বর্তাইবে ; বিক্রয় চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার তারিখ হইতে নহে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রি জারিতে আদালতের মাধ্যমে সম্পত্তিতে খরিদ্দারের স্বত্ব কোন্ সময়ে উদ্ভব হইবে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে।

সাধারণতঃ সম্পত্তি যেই তারিখে নিলামে খরিদ করা হয় সেই তারিখে ঐ খরিদ চূড়ান্ত হয় না এবং চূড়ান্ত না হইলে খরিদ্দারের অনুকূলে স্বত্ব বর্তায় না। কিন্তু তবুও নিলামে খরিদের ঐ তারিখটি বড়ই মূল্যবান। কিছুদিন পর নিলামটি যখন চূড়ান্ত হয় তখন ঐ সম্পত্তির উপর খরিদের দিন হইতে খরিদ্দারের স্বত্ব জন্মে।

খরিদ যেইদিন চূড়ান্ত হয় সেইদিনে খরিদের তারিখ হইতে খরিদ্দার স্বত্ব লাভ করে। খরিদ্দার বয়নামা না পাইয়া থাকিলেও তাহাতে কিছু আসে -যায় না। এমনকি খরিদ্দার দখল গ্রহণ না করিলেও তাহা দ্বারা স্বত্ব ক্ষুণ্ন হয় না।

অত্র বিধির ২১ আদেশের ৯২ নিয়মের অধীনে নিলাম বিক্রয় চূড়ান্ত হয়। উক্ত আদেশের ৯৪ নিয়মের অধীনে নিলাম বিক্রয়ের সনদ্র প্রদান করা হয়। আবার ৮৯ ও ৯০ নিয়মের অধীনে নিলাম বিক্রয় রদ করা যায়। অত্র ধারা অনুসারে ক্রোক সম্পত্তির স্বত্ব নিলাম খরিদ্দারের উপর বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার তারিখের পূর্বেই কার্যকর হয়। অর্থাৎ বিক্রয়ের তারিখ হইতেই নিলাম খরিদ্দারের উপর জমির স্বত্ব বর্তাইবে। বিক্রয়ের তারিখ হইতে কমপক্ষে ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হইলে বিক্রয় চূড়ান্ত হয় না। উক্ত মেয়াদের মধ্যে রায়ের দেনাদার নিলাম বিক্রয় পরিচালনায় অনিয়ম ইত্যাদির কারণ দর্শাইয়া বিক্রয় রদ করার জন্য আবেদন করিতে পারেন। আদালত উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিয়া নিলাম বিক্রয় বহাল রাখিলে বা এইরূপ কোন রদের আবেদন না করিলে বিক্রয়ের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন পরে উক্ত নিলাম বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু খরিদ্দারের স্বত্ব নিলাম বিক্রয়ের তারিখ হইতেই বর্তাইবে *[১৪ ডিএলআর ৩৯৩]* এবং বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার তারিখের পরে বিক্রয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান *[এআইআর ১৯৩২ পাট]*। কিংবা ক্রেতার দখল গ্রহণ না করা ক্রেতার পরিপূর্ণ স্বত্ব আগে হইতে কার্যকর হওয়াতে কোন বাধা নাই।

বিক্রয়ের মাধ্যমে কখন স্বত্ব অর্পিত হয় ঃ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবার পর বিক্রয়ের তারিখ হইতে বিক্রিত সম্পত্তির স্বত্ব ক্রেতার নিকট অর্পিত হয়। *[১৬ সিডব্লিউএন ৯৮৫ পিসি]*

কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিলাম সম্পত্তির ক্রয় বৈধ হইবে, এমনকি যদি ডিক্রিটি বাতিল করা হইয়াছে। *[১৪ সিএলজে ৩০০]*

ডিক্রি জারিতে বিক্রিত কোন স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব বিক্রয়ের তারিখ হইতেই ক্রেতার নিকট অর্পিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অতএব উক্ত বিক্রয়ের তারিখে হইতে সম্পত্তির কোন ধরনের ক্ষতি বা ধ্বংস ক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। *[৮৮ আইসি ৬৯৩]*

ধারা

৬৬। নিলাম খরিদ্দারের বিরুদ্ধে মামলা ঃ

(১) কোন খরিদ সম্পর্কে যথারীতি আদালতের সার্টিফিকেট পাইয়া থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে এই অজুহাতে কোন মামলা করা চলিবে না যে, বাদীর তরফ হইতে অথবা বাদী যাহার সূত্রে দাবিদার, এইরূপ কাহারও তরফ হইতে উক্ত খরিদ করা হইয়াছে।

(২) তবে যদি এই মর্মে একটি ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করা হয় যে, উক্তরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রতারণার সাহায্যে বা প্রকৃত খরিদ্দারের অনুমতি ব্যতীত সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে এই ধারার কোন কোন বিধান অনুসারে তাহা ব্যাহত হইবে না ; অথবা সম্পত্তিটি বাহ্যতঃ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট নিলাম বিক্রয় হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মালিকের নিকট হইতে কোন তৃতীয় পক্ষের পাওনা পরিশোধের জন্য উক্ত তৃতীয় পক্ষ উক্ত সম্পত্তির উপর কোনরূপ আইনগত কার্যক্রম অবলম্বন করিতে চাহিলে এই ধারার কোন বিধান ব্যাহত করিবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বেনামী খরিদের বিষয় বলা হইয়াছে। যাহার নামে সম্পত্তি খরিদ করা হইবে, সম্পত্তি তাহারই ধরিয়া নেওয়া হইবে। বর্তমানে আরও কঠিন আইন বলবত হইয়াছে।

এই ধারার আওতায় পালনীয় সতর্কতা ঃ ৬৬ ধারার শর্তাবলী ন্যায়পর নীতির বিরুদ্ধে বলিয়া অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং ইহার পরিসর বৈধ সীমাবদ্ধতার বাহিরে বর্ধিত করা যাইবে না।

[১৬ ডিএলআর ১২৫]

বেনামী খরিদ ঃ আদালত কর্তৃক পরিচালিত নিলাম বিক্রয়ের বেনামী খরিদ নিরুৎসাহিত করাই অত্র ধারার উদ্দেশ্য, কিন্তু অত্র ধারার ফলে উক্তরূপ বেনামী খরিদ বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না *[৫৬ আইএ ৩৩৩]*। অত্র ধারার বিধান অনুসারে কোন আদালতের সার্টিফিকেটধারী নিলাম খরিদ্দারের বিরুদ্ধে এই অজুহাতে কোন মোকদ্দমা চলিবে না যে, উক্ত নিলাম বেনামীতে খরিদ করা হইয়াছে। উক্ত নিলাম খরিদ্দার অত্র ধারার আলোকে প্রকৃত খরিদ্দার হিসাবেই গণ্য হইবে। অত্র ধারা দখলের মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। *[(১৯৪৫) কল. ৪৫৮]*

ইহা কোন সার্টিফিকেটধারী ক্রেতার সহিত বিক্রয়ের সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রতিকার চুক্তির মামলাকে বাধাগ্রস্ত করিবে না *[২৪ সিডব্লিউএন ৬৯৯ পিসি]*। তাহা ব্যতীত এই ধারা আইনগতভাবে কোন সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিকে মামলা করা হইতে বিরত রাখিবে না *[৩৮ সিডব্লিউএন ৪৯৪]*। প্রতারণা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারা কোন সমস্যা নহে।

[১৮ সিডব্লিউএন ১২৮]

ধারা

৬৭। নিলাম বিক্রয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়নে সরকারের ক্ষমতা ঃ

(১) টাকা পরিশোধের ডিক্রি জারিতে সম্পত্তির কোন শ্রেণীর স্বত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে সরকার যদি মনে করেন যে, উক্ত স্বত্ব অনিশ্চিত বা অনির্ধারিত হওয়ার দরুন উহা মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব, তবে সরকার কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে উক্ত শ্রেণীর স্বত্ব বিক্রয়ের উপর শর্ত আরোপিত করিয়া রুল প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন বিশেষ এলাকায় এই আইন বলবত হওয়ার তারিখে ডিক্রি জারিতে সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে কোন বিশেষ বিধি বলবত ছিল, সেইক্ষেত্রে সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে উক্ত বিধি বলবত থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন অথবা তাহা সংশোধন করিতে পারেন। তবে উপধারা অনুসারে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেই বিধি বলবত রাখা বা সংশোধন করা হইবে অনুরূপ প্রত্যেক বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট বিধির বলবত বা সংশোধনের বিবরণ থাকিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমার কথা বলা হইয়াছে। এই ধারার বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না।

বিক্রয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া সরকার যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা দেশের মধ্যেই প্রয়োগ করা যাইবে। যেখানে ডিক্রিটি জারির জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে সেখানে উক্ত বিধি প্রযোজ্য হইবে না।
[এ ১৯৪১ এম ৪৫]

উপধারা (২)-এর আওতায় এই মর্মে যদি গেজেট প্রকাশিত না হয় যে, পুরাতন বিধি এখনও বলবত রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত বিধি প্রয়োগ করা যাইবে না।
[এ ১৯২১, ২২৩]

স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রি জারি করিবার জন্য কালেক্টরকে ক্ষমতা প্রদান

ধারা

৬৮। ডিক্রি জারির জন্য কালেক্টরের নিকট হস্তান্তর ঃ

সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, কোন বিশেষ এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের ডিক্রি বা অনুরূপ কোন বিশেষ শ্রেণীর ডিক্রি অথবা স্থাবর সম্পত্তির বিশেষ কোন ধরনের স্বত্ব নিলাম বিক্রয়ের ডিক্রি জারি করার জন্য কালেক্টরের নিকট অবশ্যই হস্তান্তরিত করা হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ স্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করার জন্য সরকার কালেক্টরকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। আমাদের দেশে এই ধারার ব্যবহার খুব বিরল।

প্রযোজ্যতা ও পরিধি ঃ এই ধারা যে ডিক্রির মাধ্যমে শুধু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে উহার কথাই বলা হইয়াছে। শুধুমাত্র অর্থ পরিশোধের কোন কোন ডিক্রিকে কালেক্টরের নিকট পাঠানো যায় না *[এআইআর ১৯২৫ অযোধ্যা ২১৮]*। ৬৮ ধারার শর্তাবলী শুধু দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির বেলায়ই প্রযোজ্য হইবে, রাজস্ব আদালতের ডিক্রির বেলায় নহে।
[এআইআর ১৯৪২ অল. ২৫৭]

কালেক্টর ডিক্রি জারির জন্য ডিক্রিতে বর্ণিত শর্তাবলীর বাহিরে যাইতে পারেন না।
[এআইআর ১৯৩৬ বোম্বে ২২৭]

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি ফেরত চাওয়া ঃ ইচ্ছা করিলে দেওয়ানী আদালত কলেক্টরের নিকট হইতে ডিক্রিটি ফেরত চাহিতে পারেন। কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়ানী আদালত স্থগিত করিয়া রাখিলেই তিনি আর ডিক্রি জারি বা বিক্রয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন না।
[এআইআর ১৯৪০ নাগ. ৩৭২]

আপীল ঃ জারি কার্যক্রমে কালেক্টর প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলে না।
[৭ বিএলআর ৬৮-২ ডিডি]

ধারা

৬৯। তৃতীয় তফসিলের বিধান প্রয়োগ ঃ

পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে যেই সমস্ত ডিক্রি জারি করিবার জন্য হস্তান্তরিত হইবে, তদ্রূপ সমুদয় ক্ষেত্রে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রি জারির অধিকার হস্তান্তর হইবার পর কালেক্টর এই কার্যবিধির তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কাজ করিবেন। আমাদের দেশে এই ধারার প্রয়োগ বিরল।

ধারা

৭০। কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি ঃ

(১) সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য উপরোক্ত বিধানগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন ঃ

(ক) আদালতের নিকট হইতে কালেক্টরের নিকট ডিক্রি প্রেরণ, উক্ত ডিক্রি জারির ব্যাপারে কালেক্টর ও তাঁহার অধঃস্তন ব্যক্তিদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ এবং কালেক্টরের নিকট হইতে উক্ত ডিক্রি পুনরায় আদালতের নিকট প্রেরণ ;

(খ) ডিক্রি কালেক্টরের নিকট হস্তান্তরিত না হইলে তাহা জারির ব্যাপারে আদালত যেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তৎসমুদয় বা তন্মধ্যে যেকোন ক্ষমতা কালেক্টর বা তাঁহার কোন গেজেটেড অধঃস্তন ব্যক্তির উপর অর্পণ ;

(গ) ডিক্রি কালেক্টরের নিকট হস্তান্তরিত না হইলে এই আইন বা বর্তমানে প্রচলিত অপর কোন আইনবলে আদালত যেই সমস্ত আদেশ দান করিতে পারিতেন বা অনুরূপ আদেশ সম্পর্কে আপীল বা রিভিশন হইলে আপীল আদালতে বা রিভিশন আদালত যেই আদেশ দান করিতে পারিতেন, অনুরূপ আদেশ যাহাতে কালেক্টর বা তাঁহার কোন গেজেটেড অধঃস্তন ব্যক্তি দান করিতে পারেন এবং তৎসম্পর্কে আপীল হইলে উর্ধ্বতন কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যাহাতে আপীল আদালতের অনুরূপ আদেশ দান করিতে পারেন সেই সকল বিষয়।

(২) উপরের (১) উপধারা অনুসারে কালেক্টর বা তাঁহার কোন গেজেটেড অধঃস্তন ব্যক্তির উপর বা কোন উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের উপর যেই ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে, কোন আদালত অথবা সেই আদালতের ডিক্রি বা রিভিশন এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারা অনুযায়ী সরকার রুল প্রণয়নের অধিকারী হইয়াছেন। যেই ডিক্রি কালেক্টরের নিকট জারির জন্য হস্তান্তর হইয়াছে সেই ডিক্রি জারির কার্যবিধি সরকার রুলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

কালেক্টর ও দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার ঃ এই ধারার অধীনে সরকার ৬৮ ও ৬৯ ধারার শর্তাবলীর সহিত সঙ্গতিসাপেক্ষে কালেক্টরের নিকট স্থানান্তরিত ডিক্রি জারি করিবার পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। তবে কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োগিত ক্ষমতা দেওয়ানী আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

[এআইআর ১৯১৯ নাগ. ১৯]

কালেক্টরের বিক্রি রদের মামলা ঃ ডিক্রি জারির উপায় হিসাবে কালেক্টর কর্তৃক সম্পাদিত কোন বিক্রয়ের রদ চাহিয়া মামলা করিলে তাহা গ্রহণযোগ্য হবে না *[এআইআর ১৯২৬ অযোধ্যা ৬১২]*। তবে প্রতারণার ভিত্তিতে, যেখানে প্রতারণা ২১ আদেশের ৯০ নিয়মের আওতায় পড়ে না, উক্ত মামলা করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯২৫ অল. ১৪৬]*

আপীল ও রিভিশন ঃ কালেক্টরের কোন আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আপীল কিংবা রিভিশন চলে না।

[এআইআর ১৯৩৬ বোম্বে ২২৭]

ধারা

৭১। কালেক্টর বিচারক হিসাবে কার্যতঃ গণ্য ঃ

৬৮ ধারা অনুসারে কালেক্টরের নিকট হস্তান্তরিত ডিক্রি জারি করার সময় কালেক্টর ও তাঁহার অধঃস্তন ব্যক্তিগণ বিচারক হিসাবে কার্য করিতেছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ৬৮ ধারা অনুযায়ী যেই ডিক্রি কালেক্টরের নিকট জারির জন্য হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই ডিক্রি জারির ব্যাপারে কার্যরত থাকার সময় কালেক্টর এবং তাহার অধঃস্তন কর্মচারিগণ বিচারকরূপে কাজ করিতেছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

পরিধি ঃ ৭১ ধারা কালেক্টরের ক্ষমতার অত্যাবশ্যকীয় প্রকৃতির কোন প্রকার পরিবর্তন করে না। ইহা কালেক্টর এবং তাহার অধঃস্তন ব্যক্তিগণকে বিচারক ব্যক্তির সমান ক্ষমতা অর্পণ নিশ্চিত করে। *[এআইআর ১৯৩৬ বোম্বে ২২৭]*

ধারা

৭২। যেইক্ষেত্রে জমি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় স্থগিত রাখার জন্য আদালত কালেক্টরকে ক্ষমতা দিতে পারেন ঃ

(১) যেখানে ৬৮ ধারা অনুসারে কোন ঘোষণা বলবত নাই, অনুরূপ কোন এলাকায় কোন ভূ-সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ যদি ক্রোক হইয়া থাকে এবং কালেক্টর যদি আদালতকে অবগত করান যে, উক্ত ভূ-সম্পত্তি বা উহার অংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা আপত্তিজনক এবং উক্ত সম্পত্তি বা উহার অংশ অস্থায়ীভাবে হস্তান্তর করিয়া ডিক্রির টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব, তবে আদালত উক্ত ভূ-সম্পত্তি বা উহার অংশ নিলামে বিক্রয় না করিয়া কালেক্টরের সুপারিশমত পন্থায় টাকা সংগ্রহের আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ ক্ষেত্রে ৬৯ হইতে ৭১ ধারার বিধানসমূহ ও তদনুসারে প্রণীত বিধিসমূহ যথাসম্ভব প্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোন জমি বিক্রয় করা আপত্তিজনক মনে হইলে কালেক্টরগণ আদালতকে জানাইবেন এবং আদালত অবহিত হইয়া কালেক্টরের সুপারিশমত পন্থায় ডিক্রি পরিশোধের আদেশ দিতে পারেন।

এই ধারা প্রয়োগ করিবার পূর্বে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে তাহা প্রকৃতপক্ষে দেওয়ানী আদালতের বিক্রয় করিবার কিংবা বিক্রয় করিতে আদেশ দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে কিনা। ৬৮ ধারার আওতায় কোন ঘোষণা বলবত থাকিলে ৭২ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না। *[এআইআর ১৯৩৮ অল. ২৯০]*

সম্পত্তি বিলিবণ্টন

ধারা

৭৩। নিলাম বিক্রয়লব্ধ অর্থ ডিক্রিদারগণের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হইবে ঃ

(১) সম্পত্তি যখন আদালতের হস্তগত থাকে এবং উক্ত সম্পত্তি আদালতের হস্তগত হওয়ার পূর্বে একাধিক ব্যক্তি একই দেনাদারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত টাকা পরিশোধের ডিক্রি জারির জন্য আবেদন করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত ডিক্রির টাকা যদি আদায় না হইয়া থাকে, তবে আদালতের হস্তগত সেই সম্পত্তি আনুষঙ্গিক খরচ বাদে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোন সম্পত্তি বন্ধক অথবা দায়যুক্ত থাকা সাপেক্ষে নিলাম বিক্রয় হইলে বন্ধকদার বা সংশ্লিষ্ট পাওনাদার নিলাম বিক্রয়লব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থের অংশ পাইবে না ;

(খ) ডিক্রি জারির দরুন বিক্রয়যোগ্য কোন সম্পত্তির উপর যদি কোন বন্ধক বা দায় থাকিয়া থাকে, তবে আদালত উক্ত বন্ধকদার বা পাওনাদারের অনুমতিক্রমে এইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন যে, উক্ত সম্পত্তি বন্ধক বা দায়মুক্ত সম্পত্তিরূপে নিলামে বিক্রয় করা হউক এবং অনুরূপভাবে বিক্রিত সম্পত্তির উপর বন্ধকদার বা পাওনদারের যে স্বত্ব ছিল, বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহাকে অনুরূপ স্বত্বদান করা হউক ;

(গ) কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর আরোপিত দায় পরিশোধের জন্য প্রদত্ত ডিক্রি জারির দরুন সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নরূপভাবে ব্যয় করা হইবে ঃ

প্রথমত, নিলামের খরচ পরিশোধ ;

দ্বিতীয়ত, ডিক্রির টাকা পরিশোধ ;

তৃতীয়ত, পরবর্তীকালীন দায় (যদি থাকে) উহার ও উহার সুদ পরিশোধ ; এবং

চতুর্থত, দেনাদারের বিরুদ্ধে টাকা পরিশোধের ডিক্রি জারির জন্য যেই সমস্ত ডিক্রিদার পূর্বাহ্নেই আদালতে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে বন্টন।

(২) এই ধারা অনুসারে আনুপাতিক হারে বন্টনযোগ্য কোন সম্পত্তি যদি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়া থাকে, যেই ব্যক্তির উহা পাইবার অধিকার নাই, তবে উহা পাইবার অধিকারসম্পন্ন কোন ব্যক্তি সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার কোন বিধান কোন সরকারের অধিকারকে প্রভাবিত করিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ একাধিক ডিক্রিদারের মধ্যে সম্পত্তি বিলিবন্টনের ব্যবস্থা এই ধারায় করা হইয়াছে। এই ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে, সকল ডিক্রিদারকে একই শ্রেণীতে স্থাপন। কোন ডিক্রিদার আগে সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ পাইয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া সকল ডিক্রিদারের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া আদালত যথাবিহিত আদেশ দিতে পারেন। তবে এই ধারা তখনই প্রযোজ্য যখন দেনাদারের সম্পত্তি আদালতের অধিকারে আসিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই ধারা সেইক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেইক্ষেত্রে দেনাদার একজন কিন্তু ডিক্রিদার অনেক।

সম্পত্তি (*assets*) বলিতে কি বুঝায় ঃ ৭৩ ধারার আওতায় সম্পত্তি বলিতে শুধু টাকাতেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ টাকা ব্যতীত কোন জিনিসই জরুরী ভিত্তিতে বন্টন করা যায় না। *[১১ ডিএলআর ৩২৬]*

এই ধারার উদ্দেশ্য ঃ সকল ডিক্রিদারকে একই রকম বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার প্রাধান্য ব্যতিরেকে সম্পত্তির ন্যায়পরভিত্তিক বন্টনই এই ধারার মূল উদ্দেশ্য। *[এআইআর ১৯৫১ আজমীর ৫৮]*

সম্পত্তির বন্টন লাভ করিবার জন্য আবেদন ঃ সম্পত্তির আনুপাতিক বন্টন লাভ করিবার জন্য ডিক্রিদারকে আদালত কর্তৃক ঐ সম্পত্তি প্রাপ্তির পূর্বেই আবেদন করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫৬ হায়দরাবাদ ৬৫ ডিবি]*

সম্পত্তির ফেরত দান ঃ প্রাপক ডিক্রিদারকে আনুপাতিক বন্টন প্রদান না করিয়া অন্য কাহাকেও উহা প্রদান করা হইলে প্রাপক ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবে। সুতরাং ঐ সম্পত্তির ফেরত দান আইনগত দাবি করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৬০ বোম্বে ২৩০ ডিবি]*

ডিক্রি জারিতে বাধা প্রদান

ধারা

৭৪। ডিক্রি জারিতে বাধা প্রদান ঃ

যদি আদালত স্বীয় সন্তুষ্টি মোতাবেক অবগত হন যে, স্থাবর সম্পত্তি দখল দানের জন্য প্রদত্ত ডিক্রিদার অথবা ডিক্রি জারির দরুন বিক্রিত সম্পত্তির খরিদ্দার উক্ত সম্পত্তির দখল নেওয়ার সময় দেনাদার কর্তৃক বা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উক্তরূপ বাধাদানের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না, তবে আদালত উক্ত ডিক্রিদার বা খরিদ্দারের আবেদনক্রমে উক্ত দেনাদার বা অপর ব্যক্তিকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত মেয়াদে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখার আদেশ দান করিতে পারিবেন এবং ডিক্রিদার বা খরিদ্দারকে উক্ত সম্পত্তির দখলে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রিদার বা ডিক্রি জারিতে ক্রেতা সম্পত্তি নেওয়ার সময় দেনাদার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলে আদালতও ঐ দেনাদারকে ত্রিশ দিনের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারেন এবং ডিক্রিদার বা খরিদ্দারকে দখল দেওয়াতে পারেন। শুধু দেনাদার নহে, তাহার পক্ষে অন্য যে কেহ এইরূপ বাধা প্রদান করিবে তাহাকে আদালত কারাদণ্ড দিতে পারেন। সেই ব্যক্তি মামলায় পক্ষ না হইয়া থাকিলেও সে কারাদণ্ডের যোগ্য হয়।

তবে সঙ্গত কারণ থাকিলে দেনাদার বা অপর কোন ব্যক্তি দখল প্রদানে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

অত্র ধারার মর্মানুসারে রায়ের দেনাদার বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বাধা দান করিতে পারে। তবে রায়ের দেনাদারের পক্ষে ডিক্রিদারকে দখল গ্রহণে বাধাদানকারী কোন মোকদ্দমার নাও হইতে পারে *[২ সিডব্লিউএন ৩১১ ডিবি]*। অত্র ধারায় "দখল" বলিতে শুধু সরজমিনের দখলই (*Physical possession*) বুঝায় না। ইহাতে ভাড়াটিয়ার দখলের মত পরোক্ষ দখলও (*Constructive possession*) অন্তর্ভুক্ত *[৩৩ কল ৫৮৭ ডিবি]*। বাটোয়ারার জন্য প্রদত্ত কোন ডিক্রিও অত্র ধারার মর্মানুসারে দখলের ডিক্রি। *[১৬ মাদ. ১২৭ ডিবি]*

তৃতীয় খণ্ড

আনুষঙ্গিক কার্যক্রম

কমিশন

ধারা

৭৫। আদালত কর্তৃক কমিশন নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ঃ

নির্ধারিত শর্তাবলী ও সীমাসাপেক্ষে আদালত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন ঃ

(ক) কোন ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণের জন্য ;
(খ) স্থানীয় তদন্ত করার জন্য ;
(গ) হিসাব পরীক্ষা বা সংশোধনের জন্য ;
(ঘ) বাটোয়ারা করার জন্য।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই বিধি ২৬ আদেশে কমিশনে বর্ণিত হইয়াছে, আদালত নিজে না করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যকে দিয়া কতিপয় কাজ করাইয়া লইতে পারেন। আইনের ভাষায় ইহাকে কমিশন বলে। আদালত কক্ষে বিচারক নিজে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারেন ; আবার ক্ষেত্রবিশেষে কমিশন দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়াইতে পারেন। স্থানীয় তদন্ত করিবার জন্য আদালত কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন। হিসাব-নিকাশ বা বাটোয়ারা করিবার জন্য আদালত কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন। এই চারি প্রকার কাজের বাহিরে অন্য কোন কাজে আদালত কমিশন নিয়োগ করিতে পারে না।

কমিশন শুধু একজনকে দেওয়া যায়, দুইজনকে নহে। কোন একটি বিশেষ কাজ করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা যায়, সমগ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করিবার জন্য আদালত কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন না। আদালতের পক্ষে স্থানীয় তদন্ত করা বাঞ্ছনীয় নহে, তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ বুঝিবার জন্য তর্কিত স্থান আদালত দেখিতে পারেন।

ধারা

৭৬। বাতিল করা হইয়াছে।

৭৭। অনুরোধপত্র ঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নহে এমন স্থানে বসবাসকারী সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য আদালত কমিশন নিয়োজিত করিবার পরিবর্তে অনুরোধপত্র পাঠাইতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেশের সমস্ত দেওয়ানী আদালত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য হিসাবে জবানবন্দী গ্রহণের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু সাক্ষী যদি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন, সেই অবস্থায় বিদেশের আদালতে কমিশন প্রেরণ করিতে হয়।

৭৭ ধারা (৭৫ ধারার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে) আদালতের পরিবর্তে কোন ব্যক্তিকে অনুরোধপত্র ইস্যু করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। এই ক্ষমতা দুই দেশের মধ্যে কোন পারস্পরিক চুক্তির অধীন নহে। *[এ ১৯৭১ এসসি ৬১]*

ধারা

৭৮। বিদেশী আদালত কর্তৃক প্রেরিত কমিশন ঃ

নির্ধারিত শর্তাবলী ও সীমাসাপেক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য জবানবন্দী গ্রহণ ও কমিশন ফেরত পাঠান-সংক্রান্ত বিধানসমূহ নিম্নলিখিত আদালত কর্তৃক বা উহার নির্দেশক্রমে নিয়োজিত কমিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে অবস্থিত এবং সরকারের ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত বা চালু রাখা হইয়াছে, এইরূপ কোন আদালত, অথবা

(খ) বাংলাদেশের বাহিরের কোন রাজ্য বা দেশের কোন আদালত।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী আদালত বাংলাদেশের আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিতে পারেন। আমাদের দেশের আদালত কমিশন প্রেরণ করিলে যেভাবে ঐ কাজ নিষ্পন্ন করা হয়, বিদেশী আদালত পাঠাইলেও সেইভাবে ঐ কাজ নিষ্পত্তি করা হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে মামলা

সরকার বা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বা তাহাদের বিরুদ্ধে পদাধিকারবলে মামলা

ধারা

৭৯। সরকার কর্তৃক বা তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা ঃ

সরকার কর্তৃক বা তাঁহার বিরুদ্ধে মামলায় বাদী বা বিবাদী হিসাবে যেই কর্তৃত্বের নাম উল্লেখ করিতে হইবে তাহা হইতেছে, বাংলাদেশ।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে একজন অপরজনের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করিতে পারেন ; ঠিক তেমনিভাবে যেকোন ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। আবার বাংলাদেশ সরকার যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশ সরকার দেওয়ানী মামলায় বাদী এবং বিবাদী উভয়ই হইতে পারেন।

সরকারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইলে যে আদালতের স্থানীয় সীমানার এখতিয়ারের মধ্যে মোকদ্দমার কারণ উদ্ভব হয়, সেই আদালতেই দায়ের করিতে হইবে। অত্র বিধির ১৬, ১৯ এবং ২০ ধারা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এমনকি লেটার পেটেন্টস-এর ১২ অনুচ্ছেদে-এর বিধান ও সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে *[(১৯১৩) ৪০ কল. ৩০৪]*। যেক্ষেত্রে বাদী কোন মোকদ্দমায় বিবাদীর নাম ভুল বর্ণনা করে, কিন্তু বিষয়বস্তুতে বিবাদীর নাম থাকে, তবে তাহা কেরানীগত ভুল *(Clerical mistake)* মাত্র যাহা যেকোন সময় সংশোধন করা যায়।

ধারা ৭৯ এবং আদেশ ২৭ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৭৯ ও আদেশ ২৭-এর বিধানগুলি অনুযায়ী এইরূপ সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা রুজু করিবার জন্য বাংলাদেশ সরকারই উপযুক্ত পক্ষ। ১৯৬৯ সনের ১নং (অর্ডিন্যান্স) অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু সম্পত্তির ডেপুটি ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কের অফিসটি (যাহা পাকিস্তান প্রতিরক্ষা নিয়মের সৃষ্টি) বিলুপ্ত হইয়াছে। বাদী নিজেকে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ১৯৬১ সনের ২৪ ডিসেম্বর একতরফা ডিক্রি *(exparte)* প্রতারণামূলক বলিয়া ঘোষণায় দাবি করিয়াছে এবং দাবি করিয়াছে যে, মামলার বিষয়বস্তুটি শত্রু সম্পত্তির ডেপুটি তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত আছে। কিন্তু যেহেতু মামলাটি সরকার কর্তৃক রুজু হয় নাই সেইজন্য মামলাটি গ্রহণযোগ্য হয় নাই। *[৩৯ ডিএলআর ১৭২]*

ধারা

৮০। নোটিস ঃ

(১) পদাধিকারবলে কৃত বলিয়া গণ্য কোন কার্যের দরুন সরকারী কর্মচারীর বা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে নিম্নলিখিত অফিসে প্রদত্ত বা রক্ষিত লিখিত নোটিস দেওয়ার পর দুই মাস অতিক্রম না হইলে মামলা করা চলিবে না ঃ

(ক) সরকারের বিরুদ্ধে, রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত, মামলা করিতে হইলে সরকারের কোন সচিবের অফিসে অথবা জেলার কালেক্টরের অফিসে এবং

(খ) রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে ; এবং

কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে তাঁহাকে বা তাঁহার অফিসে নোটিস দিতে হইবে এবং রেল-সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অনুরূপ নোটিসে মামলার কারণ, বাদীর নাম বর্ণনা ও ঠিকানা এবং বাদী যে প্রতিকার দাবি করে, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে ; এবং অনুরূপ নোটিস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি না দিয়া বা উক্ত দুই মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই কোন মামলা দায়ের করা হয় অথবা যেইক্ষেত্রে আরজিতে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের বিষয় উল্লেখ না থাকে সেইক্ষেত্রে মামলা দায়েরের দুই মাস সময়ের মধ্যে যদি মামলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় পৌঁছা যায় বা সরকার বা সরকারী কর্মচারী বাদীর দাবি স্বীকার করেন তবে বাদী কোন খরচ পাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত কোন মামলা দায়ের হইলে আদালত জবাব দাখিলের জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় প্রদান করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সরকারী কাজের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করিতে হইলে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করিতে হইলে প্রথমে নোটিস দিতে হয়। নোটিস প্রদানের তারিখ হইতে দুই মাস অতিক্রম করিবার পর মামলা রুজু করিতে হয়। মামলাটি সরকারের বিরুদ্ধে হইলে সরকারের নিকট কিংবা জেলার কালেক্টরের নিকট হইতে নোটিস দিতে হয়। রেলের বিষয় হইলে জেনারেল ম্যানেজারের নিকট নোটিস দিতে হয়।

সরকার বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে নোটিস দেওয়ার এই বিধান দেওয়া হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, সরকারকে বা সরকারী কর্মচারীকে পূর্বাহ্নে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া। সরকার ও সরকারী কর্মচারী যদি মনে করেন যে, বাদীর দাবি মানিয়া নেওয়া উচিত তাহা হইলে তাঁহারা মামলায় লড়িতে চাহিবে না।

সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত কাজের বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

অত্র ধারা অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে যাবতীয় মোকদ্দমাই নোটিস প্রদান আবশ্যক *[এআইআর ১৯১৪ মাদ. ৫০২]*। এমনকি সরকার বা সরকারী কর্মকর্তা যেক্ষেত্রে কেবল মোকাবেলা বিবাদী, সেইক্ষেত্রেও নোটিস প্রদান করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬৩ ঢাকা ১১৫]*। এই ধারাটি রেজিস্ট্রেশন আইনের ৭৭ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে *[এআইআর ১৯৪০ অল ১০৮]*। অত্র বিধির ২১ আদেশের ৬৩ নিয়ম অনুসারে দায়েরকৃত মোকদ্দমায় অত্র ধারা অনুসারে নোটিস প্রদানের প্রয়োজন নাই *[এআইআর ১৯৪২ কল. ১৮০]*। সরকারী কর্মকর্তা কেবল সরকারী পদাধিকারবলে কোন কাজ করিলেই তাহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমায় নোটিস প্রয়োজন *[এআইআর ১৯৩৪ পিসি ৯৬]*। কিন্তু সরকারী পদাধিকারবলে কাজ না করিলে সরকারী কর্মকর্তাকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিলেও অত্র ধারা অনুসারে নোটিস প্রদান করিতে হইবে না। *[এআইআর ১৯৪৩ বোম্বে ১৩৮]*

আরজি সংশোধন ঃ সরকারের বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার আরজি সংশোধন করা হইলে উহা সরকারকে নোটিস দিয়া জানাইতে হইবে। তবে মামলার প্রকৃত পরিবর্তন না করিয়া কোন সংশোধন করা হইলে তাহার জন্য নূতন নোটিস প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। *[৮ ডিএলআর ৬৭২]*

যে সংশোধনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই কিংবা যে সংশোধন বিবাদী স্বেচ্ছায় মানিয়া লইয়াছে ইহার জন্যও কোন নূতন নোটিস দিবার প্রয়োজন নাই। *[৩ ডিএলআর ৮৬-এ]*

নোটিসের বিষয়বস্তু ঃ নোটিসের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে বাদীর নাম, ঠিকানা ও বাসস্থানের উল্লেখ থাকিতে হইবে। ৮০ ধারার শর্তাবলী বাধ্যতামূলক এবং কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে। *[৩ ডিএলআর ৩৩৭ পিসি]*

নোটিসের অব্যাহতি ঃ বিবাদী আরজি সংশোধনের সময় নোটিস প্রদানের আপত্তি না জানাইয়া মামলার একদম শেষ পর্যায়ে আপত্তি জানাইলে আদালত উহা গ্রহণ করিবেন না। সেইক্ষেত্রে বিবাদী ঐরূপ নোটিস অ-প্রদানের আপত্তি হইতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে। *[৫ ডিএলআর ২৪৫]*

গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিনা নোটিসে মামলা ঃ নোটিস বিলির অভাব মামলা নাকচের একটি ভিত্তি হইতে পারে না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা ৮০ ঃ আরজিতে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে পরিদৃষ্ট হয় যে, ৮০ ধারায় প্রযোজ্য নোটিস প্রদান করা হইয়াছিল। ইহাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, লিখিত বর্ণনা দাখিলের জন্য বাধ্যতামূলক তিন মাস সময় আবেদনকারীকে প্রদান করা হয় নাই। এই কারণে অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেলের বক্তব্যের গুরুত্ব রহিয়াছে এবং মোকদ্দমাটি বিচারিক আদালতে রিমান্ডে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই নির্দেশ দিয়ে প্রতিবাদীকে লিখিত বর্ণনা দাখিলের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে এবং বিচারিক আদালত আইনসঙ্গতভাবেই অগ্রসর হবেন।

[সচিব, খাদ্য মন্ত্রণামলয় বনাম মোঃ সিরাজুদ্দিন আহমদ ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ৬৮]

ধারা

৮১। গ্রেফতার ও ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি ঃ

পদাধিকারবলে কৃত কার্যের দরুন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়া থাকিলে —

(ক) বিবাদীকে গ্রেফতার করা চলিবে না এবং ডিক্রি জারি ব্যতীত অন্য কারণে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করা চলিবে না ; এবং

(খ) যদি আদালত মনে করেন যে, উক্ত কর্মচারী তাঁহার কর্তব্যকার্যে অনুপস্থিত থাকিলে জনসাধারণের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তবে আদালত তাঁহাকে ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সরকারী কর্মচারী গ্রেফতার ও ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি পাইবার বিধান এই ধারায় বিধৃত। সরকারী কর্মচারী তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনকালে তাহার পদাধিকারবলে যে কাজ করেন, সেই কাজের বিরুদ্ধে মামলা করা চলে। এই মামলায় মাত্র একটি বাধা আছে এবং তাহা হইতেছে, নোটিস প্রদান। কিন্তু কোন অবস্থাতে দেওয়ানী আদালত সরকারী কর্মচারীর পদাধিকারবলে কৃত কাজের জন্য তাঁহাকে গ্রেফতারের আদেশ দিতে পারেন না।

ধারা

৮২। ডিক্রি জারি ঃ

(১) সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উপরোক্তরূপে কোন কার্যের দায়ে কোন ডিক্রি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে ঐ ডিক্রির নির্দেশ কত দিনের মধ্যে পালন করিতে হইবে, ডিক্রিতে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ডিক্রির নির্দেশ পালন করা না হয়, তবে আদালত বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ আদেশের জন্য সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।

(২) সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণের তারিখ হইতে তিন মাস পর্যন্ত উক্ত ডিক্রির নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে ডিক্রি জারির নির্দেশ প্রদত্ত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রি দিতে হইলে, ডিক্রির মধ্যে ডিক্রি পালনের সময় নির্দেশ করিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে ডিক্রির নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে উহা সরকারকে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উহা প্রেরণের তারিখ হইতে তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর ডিক্রি জারি দেওয়া যাইবে।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ প্রকৃত ডিক্রি জারির কার্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে সরকার কিংবা কোন সরকারী অফিসারকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রির পাওনা মিটাইয়া ফেলিবার সুযোগ প্রদান করাই এই ধারার উদ্দেশ্য।

[এআইআর ১৯৪২ কল. ৫৬৯]

ডিক্রি জারির সময় ঃ ৮৬ ধারার বিশেষ শর্ত বলে বিবাদীকে কত সময়ের মধ্যে ডিক্রির পাওনা মিটাইয়া দিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬৫ ঢাকা ৪১৭]*। আদালত যদি ঐরূপ সময় নির্ধারিত করিয়া না দেন তাহা হইলে দেনাদার আদালতকে উক্ত সময় নির্ধারণ করিয়া দিবার জন্য আবেদন জানাইতে পারে।

[পিএলডি ১৯৬৫ ঢাকা ৪১৭]

বিদেশী নাগরিক কর্তৃক এবং বিদেশী রাজ্যের শাসনকর্তা রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা ঃ একটি রীট মামলায় রায় কার্যকর করার বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির ৮২ ধারা প্রযোজ্য নহে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৮২ ধারার অধীনে দেখা যায় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ৮২ ধারার দফা দুইটি ডিক্রি কার্যকর করার সহায়ক এবং সেইহেতু বিচারের দাবি জোরদার করিবার ক্ষেত্রে এবং এই আদালতের রীট মামলায় আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৮২ ধারাটি সেহেতু এই মামলায় প্রযোজ্য নহে।

[৪১ ডিএলআর ৯০]

ধারা

৮৩। বিদেশী নাগরিক কখন মামলা করিতে পারেন ঃ

(১) বাংলাদেশে বসবাসকারী বিদেশী দুশমন সরকারের অনুমতিক্রমে এবং বিদেশী বন্ধু আদালতে এই দেশী নাগরিকের ন্যায়ই মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কোন বিদেশী দুশমন বাংলাদেশে বসবাসকারী হইলে সরকারের অনুমতি ব্যতীত অথবা বিদেশে বসবাস করিলে এইরূপ কোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কেহ এমন কোন দেশে বসবাস করে যেই দেশের সরকার বাংলাদেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত বা সামরিক অভিযানে রত এবং সেই ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের কোন সচিবের সহিযুক্ত লাইসেন্স ব্যতীত সেই দেশে ব্যবসা করে, তবে সেই ব্যক্তি (২) উপধারার উদ্দেশ্যে বিদেশে বসবাসকারী বিদেশী দুশমন গণ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশীগণ আমাদের দেশে কিভাবে মামলা করিতে পারে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। বন্ধু হইলে বাংলাদেশের নাগরিকের মত এবং দুশমন হইলে সরকারের অনুমতিক্রমে তাহারা মামলা করিতে পারে।

বিদেশী দুশমন ঃ বাদী বিদেশী দুশমন কিনা ইহা আপত্তি করা না হইলেও আদালত উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৬৬ ডব্লিউপি করাচি ১৬০ ডিবি]*

দুশমন প্রতিষ্ঠান ঃ কোন দুশমন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সহিত ঐ দেশের যুদ্ধ শুরু হইবার পর আর বাংলাদেশের আদালতে মামলা করিতে পারে না *[এনএলআর ১৯৭৯ সিভ ১৭৯]*। আদালত ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারে না। *[পিএলডি ১৯৭৩ করাচি ২১০]*

ধারা

৮৪। বিদেশী রাষ্ট্র কখন মামলা করিতে পারে ঃ

(১) বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের যেকোন আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত রাষ্ট্র সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা কোন কর্মচারীর পদাধিকার সংক্রান্ত কোন ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করা হয়।

(২) সরকার কোন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন কিনা, তৎসম্পর্কে প্রত্যেক আদালত বিচারকরূপে অবহিত হইবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী রাষ্ট্রের মামলা করার বিধান এই ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। বিদেশী রাষ্ট্র যদি বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হয় তবে তখনই কেবল ঐ রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারে। কোন বিদেশী রাষ্ট্র স্বীকৃত কিনা আদালত নিজেই দেখিয়া লইবেন। উহার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

ধারা

৮৫। বিদেশী শাসনকর্তার পক্ষে মামলা পরিচালনা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ঃ

(১) কোন বিদেশী শাসনকর্তার অনুরোধক্রমে বা সরকারের মতে, উক্ত শাসনকর্তার তরফ হইতে কাজ করার যোগ্য কোন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে, বাদী বা বিবাদী হিসাবে উক্ত শাসনকর্তার পক্ষে মামলা পরিচালনার

জন্য সরকারের আদেশবলে বিশেষভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি উক্ত শাসনকর্তার স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি উক্ত শাসনকর্তার পক্ষে আদালতে হাজির হইতে, অত্র আইনের বিধানমতে আবেদন করিতে বা অন্যান্য কার্য সমাধান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারা অনুসারে কোন নির্দিষ্ট মামলার জন্য, কতিপয় নির্দিষ্ট মামলায় অথবা প্রয়োজন হইলে সকল মামলায় উক্ত শাসকের পক্ষে বাদী বা বিবাদী হিসাবে মামলা পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) এই ধারা অনুসারে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি আদালতে হাজির হওয়ার জন্য, আবেদন পেশ করার জন্য বা অন্যবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য অপর কাহাকেও এইরূপভাবে ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন, যেন তিনি স্বয়ং মামলার পক্ষ।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী রাষ্ট্র প্রতিনিধির মাধ্যমে দেওয়ানী মামলা করিতে পারে, ইহাই এই ধারার বিধান।

ধারা

৮৬। শাসনকর্তার বিরুদ্ধে মামলা ঃ

(১) সরকারের কোন সচিবের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট সম্বলিত অনুমতিক্রমে কোন বিদেশী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা চলিবে, কিন্তু অনুরূপ অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ কাহারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চলিবে না।

(২) কোন নির্দিষ্ট মামলা সম্পর্কে বা নির্দিষ্ট কতিপয় মামলা সম্পর্কে অথবা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা বিভিন্ন শ্রেণীর সকল মামলা সম্পর্কে উক্তরূপে অনুমতি প্রদত্ত হইতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন শাসনকর্তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা কোন্ আদালতে দায়ের করা হইবে তাহা অনুমতিপত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ; কিন্তু উক্ত শাসনকর্তা, নিম্নলিখিত কোন কার্য করিয়াছেন বলিয়া অনুমতিদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে না করেন, তবে অনুমতি প্রদত্ত হইবে না ঃ

(ক) মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি আদালতে কোন মামলা দায়ের করিয়াছেন ; অথবা

(খ) তিনি নিজে অথবা কাহারও দ্বারা সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় ব্যবসা করিতেছেন ; অথবা

(গ) অনুরূপ এলাকায় অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তি তাঁহার দখলে রহিয়াছে এবং সেই সম্পত্তি অথবা সেই সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য কোন অর্থের দরুন তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইবে।

(৩) এই আইনবলে কোন শাসনকর্তাকে গ্রেফতার করা যাইবে না ; এবং উপরে বর্ণিত পন্থায় সার্টিফিকেট সম্বলিত সরকারের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ কোন রাষ্ট্রদূতের কোন সম্পত্তির উপর ডিক্রি জারি করা চলিবে না।

(৪) কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা হিসাবে কোন ব্যক্তি এই ধারায় বর্ণিত অনুমতি ব্যতীতই যেই শাসনকর্তার অধীনে সেই ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি দখল করিতেছে বা দখল করে বলিয়া দাবি করিতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী রাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারে, ঠিক তেমনি বিদেশীদের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশের আদালতে মামলা করা যায়। তবে ঐরূপ মামলা করিতে সরকারের অনুমতি সম্বলিত সার্টিফিকেট লাগিবে। সাধারণভাবে এই অনুমতি দেওয়া হয় না। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেওয়া হয় তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে।

ধারা

৮৬-ক। কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যক্রম চলিবে না, নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত ঃ

(১) (ক) তিনি ব্যক্তিগতভাবে, মিশনের কাজে প্রেরক রাষ্ট্রের পক্ষে নহে, বাংলাদেশস্থ কোন ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইলে, তৎসম্পর্কে ;

(খ) কূটনৈতিক প্রতিনিধি, প্রেরক রাষ্ট্রের পক্ষে নহে, ব্যক্তিগতভাবে একজিকিউটর, প্রশাসক, ওয়ারিশ বা উইলগ্রহীতারূপে উত্তরাধিকার সম্পর্কে ;

(গ) সরকারী কাজের বহির্ভূত কূটনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক কৃত পেশাগত বা ব্যবসায়গত কার্যাদি সম্পর্কে।

(২) কূটনৈতিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি জারিমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না। তবে (১) উপধারা (ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদের অধীনে বিষয়গুলি পড়িলে এবং ডিক্রি জারি দ্বারা তাহার দেহগত এবং বাসস্থানগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হইলে ডিক্রি জারি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) যদি কূটনৈতিক প্রতিনিধি আদালতে কোন কার্যক্রম শুরু করেন এবং তাহার দাবির জবাবে যদি প্রতিদাবি প্রদত্ত হয় তাহা হইলে তিনি আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে নিরাপত্তা দাবি করিতে পারিবেন না।

(৪) কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে প্রদত্ত (১) এবং (২) উপধারার অধীনে প্রাপ্তব্য, নিরাপত্তা প্রেরক রাষ্ট্র প্রত্যাহার করিতে পারেন। তবে সেই প্রত্যাহার প্রকাশ্য হইতে হইবে।

(৫) কার্যক্রমের বিষয়ে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হইলে তাহা জারির বিষয়ে নিরাপত্তা প্রত্যাহার বলিয়া গণ্য হইবে না ; তজ্জন্য পৃথক প্রত্যাহার প্রয়োজন হইবে।

(৬) এই ধারায় কূটনৈতিক প্রতিনিধি বলিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বাংলাদেশে অবস্থিত সেই দেশের মিশন প্রধান এবং কূটনৈতিক মর্যাদাপ্রাপ্ত মিশনের কর্মচারী বুঝাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কূটনৈতিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান এই ধারায় বিধৃত। ব্যক্তিগতভাবে কোন মামলায় জড়াইয়া না পড়িলে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পত্তি প্রভৃতির মালিক দখলকার না হইলে কিংবা কোন ব্যবসায় প্রভৃতিতে লিপ্ত না থাকিলে কূটনৈতিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দেওয়া হয় না।

ধারা

৮৭। বিদেশী কোন শাসনকর্তা কর্তৃক বা তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইলে তাঁহার রাষ্ট্রের নামে মামলা দায়ের করিতে হইবে ঃ

তবে, উপরের ধারায় বর্ণিত অনুমতি প্রদানকালে সরকার এইরূপ নির্দেশ দান করিতে পারিবেন যে, উক্ত শাসনকর্তার বিরুদ্ধে মামলা তাঁহার এজেন্ট অথবা অন্য কাহারও দায়ের করা চলিবে।

যোগদানকারী ও অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের শাসকের বিরুদ্ধে মামলা

ধারা

৮৭-ক। বাতিল করা হইয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিদেশী শাসনকর্তা মামলা করিতে চাহিলে তাহার রাষ্ট্রের নামে উহা করিতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে হইলে একইভাবে তাহার রাষ্ট্রের নামে উহা করিতে হইবে।

ইন্টারপ্লিডার একাধিক দাবিদারের বিরুদ্ধে মামলা

ধারা

৮৮। ইন্টারপ্লিডার মামলা কখন দায়ের করা চলে ঃ

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট একই পাওনা টাকা বা কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দাবি করে এবং যাহার নিকট দাবি করা হয়, উক্ত সম্পত্তির উপর তাঁহার খরচের দাবি ব্যতীত অন্য কোন দাবি-দাওয়া না থাকে এবং যদি তিনি প্রকৃত মালিকের নিকট উক্ত সম্পত্তি বা অর্থ অর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে সেই সম্পত্তি বা অর্থ কাহার নিকট অর্পণ করিতে হইবে, সেই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং নিজের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উক্তরূপ দাবিদারগণের সকলের বিরুদ্ধে ইন্টারপ্লিডার মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

তবে উক্ত দাবিদারগণের অধিকার যাহা দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে, এমন কোন মামলা যদি বিচারাধীন থাকিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ইন্টারপ্লিডার মামলা দায়ের করা চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয়

এই ধারায় ইন্টারপ্লিডার মামলার কথা বলা হইয়াছে। ইন্টারপ্লিডার মামলা বলিতে এমন এক ধরনের মামলাকে বুঝায় যেইখানে সত্যিকারের বিবাদ বিবাদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বাদী সেই বিষয়ের উপর বাস্তবে কোন আগ্রহই প্রকাশ করে না। অর্থাৎ এই মামলাটির সংজ্ঞামতে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 'প্লিড' করে। বিবাদীগণ ঋণ বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে তাহাদের দাবি সম্পর্কে 'ইন্টারপ্লিডার' করে যাহার উপর বাদীর কোন আগ্রহ নাই এবং যাহা সত্যিকারের দাবিদারদের নিকট অর্পণ বা প্রদান করিতে প্রস্তুত।

একাধিক দাবিদারের বিরুদ্ধে মামলা বলিতে কি বুঝায় এবং কে এই প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে এই ধারায় বলা আছে, যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট একই পাওনা টাকা বা কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দাবি করে এবং যাহার নিকট দাবি করা হয়, তাহার যদি উক্ত সম্পত্তির উপর খরচের দাবি ব্যতীত অন্য কোন দাবি-দাওয়া না থাকে এবং সে যদি প্রকৃত মালিকের নিকট উক্ত সম্পত্তি বা অর্থ অর্পণ করিতে হইবে, সেই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং নিজের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উক্তরূপ দাবিদারগণের সকলের বিরুদ্ধে *Interpleader Suit* দায়ের করিতে পারিবে। উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন *Interpleader Suit* দায়ের করিতে পারে এবং এইভাবে যেই মামলা দায়ের হয় তাহাকে *Interpleader Suit* বলা হয়।

এই প্রকার মামলা দায়েরের পদ্ধতি

এই জাতীয় মামলার পদ্ধতিগত বিষয় বিবৃত আছে এই আইনের ৩৫ আদেশের ১-৬ বিধিতে। এই বিধিগুলির সারমর্ম এই, *Interpleader Suit* জাতীয় সকল মামলার আরজিতে অন্যান্য বিষয় বিবৃত করা ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) মামলাটির বিষয়বস্তুতে বাদীর খরচের দাবি ব্যতীত অপর কোন স্বার্থই নিহিত নাই ;

(খ) বিবাদীগণ পৃথকভাবে তাহাদের দাবি উত্থাপন করিয়াছে ; এবং

(গ) বাদী ও কোন বিবাদীর মধ্যে কোনরূপ যোগসাজশ হয় নাই।

যেইক্ষেত্রে *Interpleader* মামলার অন্যতম বিবাদী মামলার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বাদীর বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে *Interpleader* মামলার বিচারকারী আদালত অপর মামলার বিচারকারী আদালতকে বিষয়টি অবগত করিলে, অপর মামলার বিচারকারী আদালত উহার বিচার স্থগিত রাখিবেন।

অতঃপর আদালত সাধারণ পদ্ধতিতে সকল বিবাদীর উপর সমন দিয়া বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিবেন এবং বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেন। সঙ্গত মনে করিলে আদালত প্রথম শুনানিতে এই প্রকার আদেশ দিতে পারিবেন যে, মামলার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বিবাদীর প্রতি সমস্ত দায় হইতে বাদীকে মুক্তি দেওয়া হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে বাদীর অনুকূলে খরচের ডিক্রি দিয়া তাহাকে মামলার পক্ষ হইতে খারিজ করা যাইতে পারে।

দাবির প্রকৃতি

বিবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অবশ্যই বাদীর নিকট হইতে টাকা বা সম্পত্তি দাবি করিবে এবং তাহাদের দাবি একই টাকা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত হইতে হইবে। তবে প্রত্যেক বিবাদীকেই যে মামলার সমস্ত বিষয়বস্তু দাবি করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। *[মাদ্রাজ এইচসিআর ৩৬০ ডিবি]*

মামলার ফলাফল

এই মামলায় সহ-বিবাদীদের মধ্যে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত রেস জুডিকাটা বা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত হিসাবে কাজ করিবে।
[এআইআর ১৯২৪ অযোধ্যা ১৫৫]

কখন ইন্টারপ্লিডার মামলা গ্রহণ করা হইবে না

বাদী যদি বিবদমান বিবাদীদের মধ্যে কে ঐ টাকা বা সম্পত্তির অধিকারী তাহা কোনভাবে বুঝিতে পারে তাহা হইলে আদালত ইন্টারপ্লিডার মামলা গ্রহণ করিবেন না। *[এআইআর ১৯৫২ মাদ্রাজ ৫৬৪]*

পঞ্চম খণ্ড

বিশেষ কার্যক্রম

[1][বিকল্প বিবাদের উপর সিদ্ধান্ত]

ধারা

৮৯। বাতিল করা হইয়াছে।

[2][৮৯-ক। মধ্যস্থতা ঃ

(১) অর্থঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪ নং আইন)-এর আওতাধীন ব্যতীত লিখিত জবাব পেশের পর সকল প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদী নিজ দায়িত্বে কিংবা তাহাদের নিজ নিজ আইনজীবী দ্বারা হাজির হইলে আদালত মামলার বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুনানি বন্ধ রাখিয়া মধ্যস্থতা করিতে পারিবে, বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পক্ষসমূহের নিযুক্ত আইনজীবী কিংবা আইনজীবিদের নিকট বা আইনজীবী নিযুক্ত না থাকিলে পক্ষ বা পক্ষগণের নিকট মামলার বিরোধ অথবা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়টি পাঠাইতে পারিবে, বা ১০ উপ-ধারানুযায়ী জেলা জজ কর্তৃক প্রণয়নকৃত প্যানেলের কোন মধ্যস্থতাকারীর নিকট পাঠাইতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মধ্যস্থতা দ্বারা মামলায় আওতাভুক্ত বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছা পোষণ করিলে সেই অনুযায়ী মামলার প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষসমূহ আবেদন কিংবা শুনানির মাধ্যমে আদালতে ভাষ্য দিলে, আদালত সেইরূপ মধ্যস্থতা করিবে, কিংবা উক্ত ধারার আওতাধীনে প্রয়াস গ্রহণ করিবে।

(২) (১) উপ-ধারানুযায়ী বিষয়টি আইনজীবিগণ দ্বারা প্রেরণ করা হইয়া থাকিলে, আইনজীবিগণ তাহাদের নিজ নিজ মক্কেলের সহিত যুক্তিপরামর্শ অনুযায়ী উভয়ের সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়া অপর কোন আইনজীবী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, যেই ব্যক্তি পক্ষসমূহ দ্বারা নিযুক্ত নহেন, কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কোন জজ, কিংবা ১০ উপধারার আওতাধীনে জেলা জজের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত প্যানেল হইতে মধ্যস্থতাকারী কিংবা তাহারা যেই ব্যক্তিকে নিষ্পত্তির নিরিখে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কার্যধারা পালন করিতে যোগ্য ভাবেন, সেই ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মধ্যস্থতাকারী হিসাবে একের অধিক ব্যক্তির নিযুক্তি নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত করিয়া কোন কিছুই অত্র উপ-ধারায় বর্ণিত হয় নাই ভাবিতে হইবে।

তবে আরো শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে উপনীত কোন ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(৩) (১) উপধারার আওতাধীন বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহের বিষয়টি মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হইলে আদালত আইনজীবিদের ও মধ্যস্থতাকারীদের ফি কত হইবে অথবা মধ্যস্থতাকারী এবং পক্ষগণ কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিবে তাহা নির্ণয় করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবী তাহাদের মক্কেল ও মধ্যস্থতাকারী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ফি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষে উন্নতি নির্ণয় করিবে ; যখন কোর্ট মধ্যস্থতা করিবে, তখন ইহার অনুসৃত নীতি নির্ধারণ করিবে এবং মধ্যস্থতার লক্ষে কোন প্রকার ফি চার্জ করিবে না।

(৪) (১) উপধারানুযায়ী রেফারেন্স গ্রহণের তারিখ হইতে দশ দিনের ভিতর পক্ষসমূহ লিখিতরূপে কোর্টকে জানাইবে, তাহারা মধ্যস্থতার ভিত্তিতে মামলার বর্ণিত বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ সুরাহা নিশ্চিত করিবে কি না ও কাহাকেও তাহারা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্তি দিয়াছেন, অপারগতা প্রতীয়মান হইলে

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০ নং আইন)-এর ২ ধারাবলে ধারা প্রতিস্থাপিত।
২. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে ধারা সংযোজিত।

উপধারা ১-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রহণকৃত রেফারেন্স বাতিল বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে এবং কোর্ট মামলার হেতুভাষণের উদ্দেশ্যে আগাইবে ও মধ্যস্থতা দ্বারা মামলায় বর্ণিত বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ সুরাহার বিষয়ে ঐকমত্য হইয়া এবং উপরোল্লিখিত মধ্যস্থতার নিযুক্তি সম্পর্কে পক্ষসমূহ কোর্টকে জানাইবেন, কোর্টকে জানানোর ৬০ (ষাট) দিনের ভিতর মধ্যস্থতা সম্পাদন করিতে হইবে যদি না কোর্ট নিজ উদ্যোগে কিংবা পক্ষগণের যৌথ আবেদনে অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি সময় বাড়ায়।

(৫) মধ্যস্থতা কার্যে পক্ষসমূহের গোপনীয় অবস্থা প্রকাশ না করিয়া মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতা কার্যের অবস্থার একটি প্রতিলিপি আইনজীবি দ্বারা কোর্টকে পেশ করিবেন ; এবং ফলাফল যদি মামলায় বর্ণিত বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহের আপোস-রফা হয়, তাহা হইলে মীমাংসার শর্তসমূহ চুক্তির অবকাঠামোতে প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহার উপর পক্ষসমূহের ও সাক্ষী হিসাবে আইনজীবিগণের এবং মধ্যস্থতাকারী দস্তখত বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ থাকিবে, এবং তারপর কোর্ট অত্র কার্যবিধির ২৩ আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী অনুযায়ী আদেশ কিংবা ডিক্রি অনুমোদন করিবে।

(৬) কোর্ট নিজে মধ্যস্থতা করিলে ৫ উপধারায় উল্লিখিত প্রক্রিয়ার মতই একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে এবং আদেশ প্রদান করিবে।

(৭) মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছাতে অপারগ হইলে, উপধারা ৯-এর শর্তানুযায়ী কোর্ট মামলার শুনানির সেই স্তর হইতে আগাইবেন, মধ্যস্থতার সিদ্ধান্তের বা উপধারা ১-এর আওতাধীনে মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে পাঠানোর আগে মামলা যেই স্তরে ছিল এবং অত্র কার্যবিধির সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ী অগ্রসর হইবে যাহাতে মধ্যস্থতার লক্ষে রেফারেন্স গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

(৮) অত্র ধারার অধীনে মধ্যস্থতা অবশ্যই গোপন থাকিবে এবং পক্ষগণের তাহাদের আইনজীবিদের প্রতিনিধিগণের বা মধ্যস্থতাকারীর কোন যোগাযোগ, পেশকৃত সাক্ষ্য, স্বীকৃতি, প্রদানকৃত বিবরণাদি কিংবা মন্তব্য ও কথোপকথন বিশেষ সুবিধা বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং একই মামলার কিংবা অপর কোন কার্যপ্রণালী পরবর্তী শুনানিতে উল্লেখ করা যাইবে না এবং সাক্ষ্যে তাহা গ্রহণকৃত হইবে না।

(৯) কোর্ট দ্বারা মধ্যস্থতার গ্রহণকৃত পদক্ষেপ মামলায় বিদ্যমান বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ সুরাহায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে উক্ত কোর্ট মামলাটির হেতুভাষণ শুনিবে না, যদি মধ্যস্থতার রেফারেন্স গ্রহণকারী জজ অত্র কোর্টের বিচারক হন, এবং তদক্ষেত্রে মামলাটি সঠিক এখতিয়ারবান অপর কোন কোর্ট কর্তৃক শ্রুত হইবে।

(১০) অত্র ধারার উদ্দেশ্যে জেলা বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট-এর সাথে পরামর্শ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত জজ, বিরোধ সুরাহায় প্রশিক্ষিত বলিয়া জানা কোন ব্যক্তি এবং প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে নিযুক্ত নহেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ যাঁহারা অত্র উদ্দেশ্যে সঠিক বলিয়া গণ্য, তাহাদের সহিত মিলিতভাবে জেলা জজ মধ্যস্থতাকারীগণের একটি ফর্দ প্রস্তুত করিবে (সময়ে সময়ে তাহা হালনাগাদ সম্পন্ন করিতে হইবে) এবং তাঁহার প্রশাসনিক এখতিয়ারের অধীন সমস্ত সিভিল কোর্টকে ফর্দের বিষয়টি তিনি জানাইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোর্টে কোন মামলার কোন পক্ষ দ্বারা কোন সময় কোন ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে পক্ষসমূহের ভিতর তিনি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে না।

(১১) অত্র ধারানুযায়ী সুরাহার প্রেক্ষিতে কোর্ট কোন আদেশ কিংবা ডিক্রি দিলে তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপীল কিংবা রিভিশন করা যাইবে না।

(১২) কোর্ট ফি আইন, ১৮৭০ (১৮৭০ সনের ৭নং আইন)-এ যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোন মামলার বিরোধ বা বিরোধসমূহ অত্র ধারার আওতাধীনে মীমাংসায় নিষ্পত্তি হইলে পক্ষসমূহের মাধ্যমে আরজি কিংবা জবাবে প্রদানকৃত কোর্ট ফি ফেরত দিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া কোর্ট একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে এবং সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ থেকে ষাট দিনের ভিতর পক্ষগণ তাহা ফেরত পাইবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

(১৩) অত্র কার্যবিধির ২৩ আদেশের আওতাধীনে মামলা তুলিয়া নেওয়া, সমন্বয়করণ এবং আপোস-রফা করার পক্ষগণের বাসনাকে অত্র ধারার অন্যভাবে সংকুচিত করিয়াছেন ধরিয়া কোন কিছুই ধরিয়া নেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা ॥ ১। অত্র ধারার অধীনে "মধ্যস্থতা" বলিতে বুঝাইবে নমনীয়তা, অনানুষ্ঠানিক, অবাধ্যতামূলক, গোপনীয়তা, অ-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং সমঝোতামূলক বিরোধ আপোস-রফার প্রক্রিয়া যাহা দ্বারা মধ্যস্থতাকারী রফার কোন শর্ত ইঙ্গিত না করিয়া অথবা এতদসম্পর্কে আদেশ প্রদান না করিয়া পক্ষসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির সুযোগ সৃষ্টি করিবে।

২। অত্র ধারার অধীন "মীমাংসা" অন্তর্ভুক্ত করিবে মামলার বিরোধসমূহের আংশিক মীমাংসাও।]

ধারা

[৩]৮৯-খ। সালিশী ঃ

(১) মামলার বিরোধ কিংবা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষে সালিসের নিকট পাঠাইবে এই কারণে মামলার পক্ষগণ কার্যপদ্ধতির যেকোন পর্যায়ে মামলাটি তুলিয়া নেওয়ার জন্য আদালতের সমীপে দরখাস্ত পেশ করিলে আদালত আবেদন অনুমোদন করিবে এবং মামলা তুলিয়া নেওয়ার অনুমতি প্রদান করিবে এবং তৎপরবর্তীতে যতদূর প্রযোজ্য, সালিসী আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ আইন) অনুযায়ী বিরোধ বা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে সালিস কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকতায় রূপ না নিলে কিংবা সালিসের রোয়েদাদ প্রদানকৃত না হইলে অত্র উপধারার আওতাধীন তুলিয়া নেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত মামলার পক্ষগণ পুনঃ দাখিলের অধিকার অর্জন করিবে।

(২) (১) উপধারানুযায়ী পেশকৃত আবেদন সালিসী আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ আইন)-এর ধারা ৯-এর আওতাধীনে সালিসের সম্মতি বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে।]

ধারা

[৪]৮৯-গ। আপীলে মধ্যস্থতা ঃ

(১) আপীল আদালতে আপীলে মধ্যস্থতা করিতে পারেন কিংবা কোন আপীলের তর্কিত বিষয় বা বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আপীলটিকে মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন, যদি আপীলটির আদেশ এক চল্লিশ *(XLI)*-এর অধীন এবং আদি মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এমন পক্ষগণের মধ্যে কিংবা এইরূপ আদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পক্ষগণের স্থলাভিষিক্ত কোন পক্ষের মধ্যকার আদি আপীল হইয়া থাকে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে মধ্যস্থতাকরণের ক্ষেত্রে আপীল আদালত প্রয়োজনীয় মনে করিলে যতদূর সম্ভব ৮৯-ক ধারার বিধানসমূহকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন *(mutatis mutandis)* সাপেক্ষে অনুসরণ করিবে।]

বিশেষ ক্ষেত্রে মামলা

ধারা

৯০। মোকদ্দমা মতামতের জন্য আদালতের ক্ষমতা ঃ

যখন কোন ব্যক্তি আদালতের মতামত গ্রহণের জন্য কোন মামলা সম্পর্কে বিবৃতিদানে সম্মত থাকে, তখন আদালত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেই মামলার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

---

৩. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৪০নং আইন) এর ৩ ধারা বলে ধারা সংযোজিত।
৪. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ (২০০৩ সালের ৮নং আইন) এর ২ ধারা বলে ধারা সংযোজিত।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত ৩৬ আদেশ মিলাইয়া পড়িতে হয়।

এই ধারায় বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে অভিমত দিতে পারেন। নির্ধারিত পদ্ধতি ৩৬ আদেশে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধারা বিচারের সময় সাক্ষী লইতে কোন বাধা নাই।

পরিধি ঃ ৯০ ধারা এবং ৩৬ আদেশের বিশেষ শর্তাবলী প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানি আইনের ১৫৩ ধারার আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রমের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না। *[এআইআর ১৯৫০ ইষ্ট পাঞ্জাব ১১১]*

সাক্ষ্য গ্রহণ ঃ এই ধারার অধীনে কোন কার্যক্রমের সাক্ষ্য গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। আদালত ১৮ আদেশের শর্তাবলী পালন না করিয়া এবং পক্ষগণকে সাক্ষ্য প্রদান দ্বারা তাহাদের মামলার ঘটনা প্রমাণের সুযোগ না দিয়া কোন মামলা খারিজ করিলে তাহা বৈধ হইবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ মহীশূর ১৮৫]*

মামলার পুনঃউন্মুক্তকরণ ঃ যখন একটি বিশেষ মামলা পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে স্থির করা হয় তখন উহা আবার একই সম্মতিক্রমে পুনরায় আরম্ভ করা যায়। *[৪৩ বোম্বে ২৮১]*

ধারা

৯১। জনক্ষতিকর কার্য ঃ

(১) জনক্ষতিকর কার্যের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ রকমের ক্ষতি না হইয়া থাকিলেও, এটর্নি জেনারেল অথবা এটর্নি জেনারেলের লিখিত অনুমতিক্রমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি মামলা দায়ের করিয়া কোন ঘোষণা, ইনজাংশন বা পরিস্থিতি বিবেচনায় অন্য কোন প্রতিকার দাবি করিতে পারেন।

(২) অত্র ধারার বিধানসমূহের বাহিরে যদি কোন মামলা দায়ের করার ব্যাপারে কাহারও কোন অধিকার থাকিয়া থাকে, তবে এতদ্বারা তাহা কোনরূপেই সীমাবদ্ধ বা প্রভাবিত হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যেইখানে কোন গণ-উপদ্রব বা জনক্ষতিকর কার্য অনুষ্ঠিত হয় বা অনুষ্ঠিত হইবার আশংকা হয় সেইখানে এটর্নি জেনারেল কিংবা তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা বা অন্য প্রতিকারের জন্য মামলা করিতে পারেন।

গণ-উপদ্রব বা জনক্ষতিকর কার্য ঃ যেই কাজ আইন দ্বারা সমর্থিত নহে সেই কাজ করিয়া জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি করাকেই জনক্ষতিকর কাজ বা গণ-উপদ্রব বলে।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ এই ধারার বিধানাবলীর বাহিরে যদি কাহারও কোনভাবে মামলা করার অধিকার থাকে তবে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ মহীশূর ১৮৫]*

কোন ব্যক্তিবিশেষ গণউপদ্রবের ফলে বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হইলে দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমাও দায়ের করিতে পারে *[(১৯৬৪) ১ কল. ৫৩৩]*। যদি বেশি সংখ্যক ব্যক্তিবিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে ১ আদেশ ৪ নিয়মের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে। *[এআইআর ১৯২৫ ক্যাল. ১২২৩]*

বর্তমান ধারার অধীনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জনক্ষতিকর কার্য বন্ধ করিবার আদেশ চাহিয়া আদালতে মামলা করা যাইবে যদিও ঐ কার্য দ্বারা তেমন বিশেষ কোন ধরনের ক্ষতি সাধিত হয় নাই। *[২৬ এম. ৪৯৪]*

জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাস্তার কোন অংশে দালানকোঠা নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে জনক্ষতিকর কার্যের আওতায় পড়ে। কারণ জনসাধারণের ঐ পূর্ণ রাস্তাটি ব্যবহার করিবার অধিকার রহিয়াছে। *[২০ এম. ৪৩৩]*

ধারা ৯১(১) ঃ যদি জনগণের কোন সদস্য জনগণের প্রতি বিরক্তিকর ক্ষতিজনক বা উপদ্রবজনক ঘটনার জন্য দেওয়ানী মামলা করিতে চাহে, ইহা তাহার প্রতি বাধ্যকর। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯১(১) ধারার বিধান মতে এটর্নি জেনারেল হইতে অনুমতি নিতে হইবে, যদি তাহার প্রতি নির্দিষ্ট ক্ষতির অবর্তমান থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য প্রতিকার চাইতে অনুমতির প্রয়োজন নাই। ইহাই বাদীর জন্য যথেষ্ট, যদি তিনি দেখাইতে পারেন যে, বিবাদী জমি বা দালান বেআইনীভাবে ব্যবহারের ফলে তাহার বিরক্তি ঘটিয়াছে বা তাহার আরাম-আয়েশে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ২৫৫]*

ধারা

৯২। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ঃ

(১) কোন ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থাপিত কোন ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা বিনষ্ট হইয়া থাকিলে, অথবা অনুরূপ কোন ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এটর্নি জেনারেল নিজে অথবা তাঁহার লিখিত অনুমতিক্রমে উক্ত ট্রাষ্টের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কমহের সহিত সংশ্লিষ্ট হউক বা না হউক, মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। মূল দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন প্রধান আদালতে অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অপর কোন আদালতে, যাহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় ট্রাষ্টের বিষয়বস্তু অবস্থিত, অনুরূপ মামলা দায়ের করা চলিবে এবং অনুরূপ মামলায় নিম্নলিখিত কোন ব্যাপারে ডিক্রি দাবি করা চলিবে ঃ

(ক) কোন ট্রাষ্টি অপসারণ ;
(খ) নূতন ট্রাষ্টি নিয়োগ ;
(গ) কোন ট্রাষ্টির উপর কোন সম্পত্তি ন্যস্তকরণ ;
(ঘ) হিসাব দাখিল ও তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দান ;
(ঙ) ট্রাষ্টের অন্তর্গত কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টভুক্ত সম্পত্তির কিরূপ অংশ বরাদ্দ করা চলিবে, তৎসম্পর্কে ঘোষণা ;
(চ) ট্রাষ্টভুক্ত সম্পত্তি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে ভাড়া দেওয়া, বিক্রয় করা, বন্ধক রাখা বা বিনিময় করার ক্ষমতা প্রদান ;
(ছ) কোন পরিকল্পনার কার্য সম্পাদন ; অথবা
(জ) মামলার ধরন বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্য কোনরূপ প্রতিকার।

(২) ১৮৬৩ সালের রিলিজিয়াস এনডাওমেন্ট আইনের বিধানে বর্ণিত পন্থায় না হইলে (১) উপধারায় নির্দিষ্ট কোন প্রতিকার দাবি করিয়া উক্তরূপে কোন ট্রাষ্টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না, যদি উহা উক্ত উপধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বাংলাদেশে বেশ কিছু গণট্রাষ্ট আছে। যখন কোন সম্পত্তি গণকল্যাণে উৎসর্গ করা হয় তখন গণট্রাষ্টের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত ট্রাষ্ট সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য বা নিজের আত্মীয়ের জন্য যে ট্রাষ্ট করা হয় উহাকে গণট্রাষ্ট বলা যায় না।

গণট্রাষ্ট সৃষ্টির জন্য কোন লিখিত দলিলের প্রয়োজন নাই। মুখের কথায় বা দলিলের মাধ্যমে ট্রাষ্ট সৃষ্টি করা যায়।

গণট্রাষ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচ্যুতি বা বিশৃংখলা দেখা আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। গণট্রাষ্টের যদি ট্রাষ্টি না থাকেন তাহা হইলে আদালত ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে পারেন ; কিংবা ট্রাষ্টি তাহার কার্যে অবহেলা করিতে থাকিলে আদালত নূতন ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে পারেন। আদালত অলস ও দুর্নীতিপরায়ণ ট্রাষ্টিকে অপসারণ করিতে পারেন।

তবে এই সমস্ত প্রশ্নে সরাসরি মামলা করা যায় না। এটর্নি জেনারেল নিজে বা তাঁহার লিখিত অনুমতিতে ট্রাষ্টের সহিত স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

আদালতে মামলা করিয়া ট্রাষ্টির অপসারণ দাবি করা যায়। কি কি কারণে ট্রাষ্টিকে অপসারণ করা যায় তাহা ট্রাষ্টের শর্তের উপর নির্ভরশীল। যেই উদ্দেশ্যে ট্রাষ্ট সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা যদি ট্রাষ্টির তত্ত্বাবধানে সাধিত না হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ ট্রাষ্টিকে অপসারণ করিবার কারণ ঘটে। আদালত এর জন্য ট্রাষ্টিকে অপসারণ করিয়া ট্রাষ্টের পরিবর্তে সঙ্গত কারণে অন্য ট্রাষ্টি নিয়োগ করিতে পারেন। আদালত ট্রাষ্টির হাতে যেকোন সম্পত্তি ন্যস্ত করিতে পারেন এবং তাহাকে হিসাব-নিকাশ দিবার নির্দেশ দিতে পারেন। ট্রাষ্টের অর্থ কোন খাতে কি পরিমাণ কোনভাবে ব্যবহৃত হইবে এতদবিষয়ে আদালত নির্দেশ দিতে পারেন। ট্রাষ্ট সম্পত্তি ভাড়া, বিক্রয়, বন্ধক বা বিনিময় করার আদেশ দিবার অধিকার আদালতের আছে। যেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য আদালত স্কীম প্রণয়ন করিতে এবং সেই স্কীম অনুযায়ী ট্রাষ্ট সম্পত্তি পরিচালনা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারার উদ্দেশ্য ও আওতা ঃ জোন জিম্মায় (trust) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক যাহাতে বেপরোয়া হয়রানিমূলক অনির্দিষ্ট সংখ্যক মোকদ্দমা অছির বিরুদ্ধে আনয়ন করা না যায়, উহা নিশ্চিত করার জন্যই অত্র ধারার সৃষ্টি *[(১৯০৯) ৩২ মাদ্রাজ ১৩]*। অত্র ধারা প্রয়োগের তিনটি পূর্বশর্ত আছে ; যথা ঃ

(১) মোকদ্দমাটি জন-দাতব্য বা ধর্মীয় জিম্মা সম্পর্কিত হইতে হইবে ;

(২) জিম্মা লংঘনের অভিযোগ বা জিম্মা পরিচালনার জন্য আদালতের নির্দেশনার প্রয়োজন থাকিতে হইবে এবং

(৩) অত্র ধারায় উল্লেখিত প্রতিকারসমূহের যেকোনটির প্রার্থনা থাকিতে হইবে।

জনজিম্মা *(Public Trust)* উপযুক্ত পরিচালনার ব্যাপারে অত্র ধারায় আদালতকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আদালত অছি নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারেন, পরিকল্পনা *(scheme)* তৈয়ার করিয়া জিম্মায় উপযুক্ত পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৫৫ লাহোর ২৪২]*

প্রকৃতপক্ষে গণট্রাস্টে জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধিত্ব মামলা কবিরার জন্য সংযোজিত হইয়াছে। *[২৭ ডিএলআর (এসসি) ১৩৮]*

এই ধারার মৌলিক শর্তাবলীর সহিত সঙ্গতি না রাখিয়া যে ট্রাস্টের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য এই ধারার আওতায় মামলা করা যাইবে না যদিও ঐ ট্রাস্টের পশ্চাতে কিছু দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির উদ্দেশ্যে নিহিত রহিয়াছে। *[৪ ডিএলআর ১৭৩]*

মামলা প্রত্যাহার ঃ ৯২ ধারার শর্তাধীনে এটর্নি জেনারেল কর্তৃক দায়েরকৃত কোন মামলা মিটমাট বা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে আদালত ঐরূপ মিটমাট ট্রাস্টের জন্য কতখানি কল্যাণকর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। *[৮ ডিএলআর ১১]*

সেবায়েত কর্তৃক মূর্তি হস্তান্তর ঃ সেবায়েত কর্তৃক হস্তান্তরিত কোন মূর্তির উপর অধিকার বা স্বত্ব আছে কিনা ইহার ঘোষণা চাহিয়া যে মামলা করা হয় তাহা এই ধারা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে কিনা। *[৩৬ ডিএলআর ৪৭]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ৮২ ধারার উদ্দেশ্য ছিল সরকারী দাতব্য ট্রাস্টগুলিতে জনসাধারণের অধিকার বজায় রাখিয়া জনগণের উপকারার্থে আনীত প্রতিনিধিত্বমূলক মামলাগুলি শাসন করা। *[২৭ ডিএলআর (এসসি) ১৩৮]*

একটি প্রতিমার পক্ষে প্রতিমার সম্পত্তির বিষয়ে সেবায়েত কর্তৃত্ব হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অধিকার ও স্বত্ব ঘোষণায় একটি মামলায় দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারা দ্বারা বাধাগ্রস্ত নহে এবং এমনকি একজন সাধারণ উপাসকও হস্তান্তরের বিরুদ্ধে মামলা আনিতে পারে। *[১৯৮৪ (৩৬) ডিএলআর ৪৭]*

ধারা ৯২ ও ৯৩ ঃ সরকারের পূর্বের মঞ্জুরী বাধ্যতামূলক। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯৩ ধারায় অবশ্য পূরণীয় শর্ত অনুযায়ী বর্তমান মামলা রুজু করার মঞ্জুরী প্রদান করিবার পূর্বে ডেপুটি কমিশনার সরকারের কোন মঞ্জুরী গ্রহণ করেন নাই। সেইহেতু মামলাটি গ্রহণযোগ্য হইবে না। *[১৯৮৪ (৩৬) ডিএলআর ৪৭]*

ধারা

৯৩। এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ

৯১ ও ৯২ ধারায় এটর্নি জেনারেলের উপর যেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষমতা পূর্বাহ্নে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কালেক্টর অথবা সরকার কর্তৃক এই ব্যাপারে নিযুক্ত অপর কোন অফিসারও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বলা হইয়াছে, আদালতে জনক্ষতিকর কার্যের ক্ষেত্রে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গণট্রাস্টের সুপরিচালনার প্রশ্নে এটর্নি জেনারেল যেই ক্ষমতা রাখেন তাহা সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কালেক্টর প্রয়োগ করিতে পারেন। সরকার অন্য কোন কর্মকর্তাকেও এই কাজের ভার দিতে পারেন।

অপর অফিসার নিয়োগ ঃ এটর্নি জেনারেল বর্তমান থাকিলে সরকারকে আবশ্যকীয়ভাবে অন্য কোন অফিসার নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই *[এআইআর ১৯৫৫ রাজ ১৬৬]*। সরকার কোন অফিসারকে নিয়োগ করা মানে এই নহে যে, পরবর্তীতে কালেক্টরের কিংবা অন্য কোন বিশেষ মামলাতে অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য আর নিয়োগ করা যাইবে না। *[এআইআর ১৯৩১ পিসি ১২১]*

ষষ্ঠ খণ্ড

অতিরিক্ত কার্যক্রম

ধারা

৯৪। অতিরিক্ত ঃ

বিচারের উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য আদালতে যদি এইরূপ বিধান করা হয়, তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ

(ক) বিবাদীকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা জারি করা এবং আদালতে তাহার হাজিরার নিশ্চয়তার জন্য কেন জামানত দিবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে আদালতে আনয়ন করা, এবং যদি সে জামানত বিষয়ক কোন আদেশ অমান্য করে, তবে তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখা ;

(খ) বিবাদীর কোন সম্পত্তি আদালতে হাজির করিয়া তাহা আদালতের এখতিয়ার প্রদানের জন্য জামানত তলব করা, অথবা কোন সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া ;

(গ) অস্থায়ী ইনজাংশন মঞ্জুর করা এবং কেউ তাহা অমান্য করিলে অপরাধী ব্যক্তিকে দেওয়ানী কয়েদে সোপর্দ করা এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া ;

(ঘ) কোন সম্পত্তির তত্তাবধায়ক *(Receiver)* নিয়োগ করা এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করা ;

(ঙ) আদালতের মতে, ন্যায্য ও সুবিধাজনক অপর কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিচারের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখার জন্য এবং ন্যায়বিচার যাহাতে ব্যাহত না হয় তজ্জন্য আদালত কিছু কিছু কঠোর আদেশ দিতে পারেন। বিবাদীকে গ্রেফতার করিবার, জামানত দিবার, নিষেধাজ্ঞা জারি করিবার এবং রিসিভার নিয়োগ করিবার ক্ষমতা আদালতের আছেই। অধিকন্তু অন্য যেকোন ন্যায্য আদেশও আদালত দিতে পারেন। আদালত সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশও দিতে পারেন।

অতিরিক্ত কার্যক্রম ঃ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের ৪৯ আদেশের ১ নিয়মের চাইতে এই ধারার আওতায় বেশি ক্ষমতা নাই *[৯২ আইসি ৬১৫]* এবং দরখাস্তকারীকে তাহার যে প্রতিকার পাইবার অধিকার রহিয়াছে এই মর্মে একটি প্রাথমিক মামলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। *[৩২ সিডব্লিউএন ৬৭৫]*

ধারা ৯৪ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৯৪ ধারা অথবা আদেশ ৩৯, নিয়ম ১-এর অধীনে আনীত নির্বাচনী আবেদনে আদালতের নিষেধাজ্ঞার একটি আদেশ দেওয়া যায় না।

ইহা উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের ৪৫ নিয়মে নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিকার বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিকার দুইটি ঘোষণামূলক। ৪৫ নিয়মে প্রকাশিত প্রতিকার অর্জন করিতে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ নিয়ম ১-এর অধীনে একটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ অপ্রয়োজনীয়। আবার নির্বাচনী আবেদনের বিষয়বস্তু বজায় রাখিতে একটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ অথবা উক্ত বিধির ধারা ৯৪-এর অধীনে আনীত নির্বাচনী আবেদনের ক্ষেত্রে একটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে ইহা ২৭ *ডিএলআর ৩৮৮*-তে প্রকাশিত সিদ্ধান্তে সুরক্ষিত হইয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ৪৪]*

বিবাদীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ঃ যেহেতু মামলাটি স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার ধার্য করিবার জন্য সাব-জজের বিবাদীকে গ্রেফতারের আদেশ প্রদান করার কোন এখতিয়ার ছিল না। এইরূপ আদেশ আদালতের সহজাত এখতিয়ার ব্যবহার করিয়াও পাস করা যায় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা

৯৫। অপর্যাপ্ত কারণে গ্রেফতার, ক্রোক বা ইনজাংশনের দরুন ক্ষতিপূরণ ঃ

(১) কোন মোকদ্দমায় পূর্ববর্তী ধারা অনুসারে গ্রেফতার, ক্রোক অথবা অস্থায়ী ইনজাংশন জারি করা হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে —

(ক) যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গ্রেফতার, ক্রোক অথবা ইনজাংশন অপর্যাপ্ত কারণে করা হইয়াছে ; অথবা

(খ) যদি বাদীপক্ষ মোকদ্দমায় হারিয়া যায় এবং আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করার কোন সঙ্গত বা সম্ভাব্য কারণ ছিল না। তবে বিবাদীর আবেদনক্রমে আদালত বিবাদীর ব্যয় ও ক্ষতিপূরণের জন্য বাদীর বিরুদ্ধে অনধিক [দশ হাজার][১] টাকা খেসারত দানের আদেশ দিতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে আদালতের আর্দিষ্ট উক্ত খেসারতের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের অধিক হইবে না।

(২) অনুরূপ আবেদন মোতাবেক খেসারতের আদেশ দেওয়া হইলে তৎপর উল্লিখিত রূপ গ্রেফতার, ক্রোক বা ইনজাংশনের দরুন ক্ষতিপূরণের জন্য আর কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হইয়াছে বা তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে কিংবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে কিংবা তাহার বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে অথচ এই গ্রেফতার, ক্রোক ও নিষেধাজ্ঞার আদেশের প্রার্থনা অপর্যাপ্ত পরিমাণে করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালত বিবাদীদিগকে দরখাস্ত পাইবার পর আদেশ দিতে পারেন যে, বাদী বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

বিশেষ ক্ষতি ঃ অপর্যাপ্ত কারণে কোন গ্রেফতার বা ক্রোকের জন্য বিবাদীকে সাধারণতঃ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তবে বিবাদী যদি ঐরূপ গ্রেফতার বা ক্রোকের জন্য কোন প্রকার আর্থিক বা সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত তাহাকে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দিবেন না। অর্থাৎ এই ধারার আওতায় বিবাদীকে ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বিশেষ ক্ষতি প্রমাণ করিতে হইবে। *[৭ পিএলআর (ঢাকা) ১৪৫]*

অবৈধ গ্রেফতারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ এই ধারা ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নিয়মিত মামলাকে বারণ করে না। ধারাটি সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক *[৩২ এম ১৭০]* কিন্তু নিয়মিত মামলার বেলায় অসৎ উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে হইবে। *[[illegible] এম ৫৭৮]*

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন ২০০৩ (২০০৩ সনের ৪০ আইন)-এর ৫ ধারাবলে "এক হাজার" শব্দসমূহের পরিবর্তে "দশ হাজার" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

সপ্তম খণ্ড

আপীল

মূল ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল

ধারা

৯৬। মূল ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল ঃ

(১) এই আইনের কোন কোন অংশে অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে স্পষ্টতঃ অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, মূল এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল উক্ত আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল শ্রবণের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতে দায়ের করা চলিবে।

(২) একতরফা মূল ডিক্রির বিরুদ্ধেও আপীল করা যাইতে পারে।

(৩) বিবদমান পক্ষদ্বয়ের সম্মতিক্রমে আদালত কোন ডিক্রি দান করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বিচারক তাঁহার সম্মুখে আনীত প্রশ্নের বিচার করেন। এই বিচারকর্মটি নিষ্পন্ন করিতে যাইয়া তাঁহাকে মৌখিক এবং দলিলী সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিতে হয় এবং আইন ব্যাখ্যা করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভুল হইতে পারে ; সেইজন্য আইন আপীলের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তবে এখানে পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে, আপীলের অধিকার মৌলিক নহে ; আইন দ্বারা ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই ধারা আপীলের অধিকার প্রদান করিয়াছে। আদিম এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া আদালত যেই ডিক্রি দিবেন উহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। ডিক্রি একতরফা হইলেও আপীল চলিবে। কিন্তু সম্মতিমূলক হইলে চলিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আপীল কে করিতে পারে ? ডিক্রির দ্বারা যাহার স্বার্থ আহত হয় তিনি আপীল করিতে পারেন। ঐ ব্যক্তি মারা গেলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ আপীল করিতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে যিনি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন তিনিও আপীল করিতে পারেন। নিলাম খরিদ্দার নিলাম রদ হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন।

আপীল বলিতে কোন মোকদ্দমার অধঃস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের যথার্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা অধঃস্তন আদালত হইতে উর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তর করাকে বুঝায় *[পিএলডি ১৯৬৪ ঢাকা ১৭৭]*। **ইহা এমন একটি আইনগত অধিকার, যাহা দ্বারা অধঃস্তন আদালতের প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করা যায় *[এআইআর ১৯৩২ পিসি ১৫৬]*। কোন আপীল কেবলমাত্র মূল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা এবং ইহা মোকদ্দমারই একটি স্তর।** *[পিএলডি ১৯৬৪ করাচি ৫৮৭]*

আপীলের অধিকার কোন মোকদ্দমায় স্বাভাবিক বা সহজাত অধিকার নহে *[৩৬ এআইআর ১৯৭ পিসি]*। ইহা কোন সংবিধিবদ্ধ আইনের ক্ষমতাশালী কোন নিয়মাবলী দ্বারা প্রকাশ্যভাবে প্রদত্ত না হইলে বিদ্যমান থাকে না এবং এই অধিকার অনুমান করিয়াও লওয়া যায় না। *[এআইআর ১৯১৬ ক্যাল. ৩৬]*

মোকদ্দমার বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য আপীলের ফোরাম (Forum) নির্ধারণ করে, অর্থাৎ কোন্ আদালতে আপীল দায়ের করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করে।

যেই নিয়ম অনুসারে নিম্নের ব্যক্তিগণ আপীল দায়ের করিতে পারে

(১) মোকদ্দমায় যেই পক্ষ ডিক্রি দ্বারা বিপরীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় *[৭৩ সিএলজে ৪৭৫]* বা যদি মারা গিয়া থাকে, তবে তাহার বৈধ প্রতিনিধিগণ। *[৭ বিএলআর ১৪৯]*

(২) উক্ত পক্ষের স্বার্থের হস্তান্তরগ্রহীতা, যদি তাহার নাম রেকর্ডে আনয়ন করা হইয়া থাকে। *[২ বোম্বে ২৪৮, ২৫০]*

(৩) প্রতারণার অজুহাতে নিলাম বিক্রয় রদের কোন আদেশ জারি কার্যক্রম প্রদান করা হইয়া থাকিলে, নিলাম খরিদ্দার সেই আদেশ হইতে আপীল দায়ের করিতে পারে।

তবে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমায় পক্ষ না হইলে অত্র ধারা অনুসারে আপীলের অধিকারী হইবে না।

ডিক্রিদার যে পরিমাণ টাকা দাবি করেন, ডিক্রি দ্বারা যদি উহার চাইতে কম পরিমাণ বিনিময় করা হয়, তবে সে উক্ত ক্ষুদ্র অংক গ্রহণ করিতে পারে এবং অবশিষ্টাংশের জন্য আপীল দায়ের করিতে পারে। যে পরিমাণ ডিক্রি দ্বারা তাহাকে প্রদান করা হয় তাহা সে অনুমোদন *(approbate)* করিতে পারে এবং তাহাকে যেই পরিমাণ প্রদান করা না হয় ডিক্রির সে পরিমাণ সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। *[(১৯৩০) ৫৭ ক্যাল. ৩৮৬]*

ডিক্রির বিরুদ্ধেই কেবল আপীল করা যায় ঃ এই ধারার আওতায় ডিক্রি বলিতে কোন মামলায় প্রদত্ত ডিক্রিকে বুঝায়। সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ৩৪(৬) ধারার অধীন কোন কার্যক্রম দরখাস্তের মাধ্যমে শুরু করা হয়, আরজির মাধ্যমে হয়। ফলে ৩৪ (৬) ধারার অধীন কোন আদেশকে কোন মামলার আদেশ বলা যায় না। অতএব জেলা জজের আদালতের অভিযুক্ত আদেশটির আপীল করা যাইবে না। *[৮ ডিএলআর ৮০]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ঃ কোন আপীল আদালতে প্রথমবারের মত রেস জুডিকাটা বা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্তের ওজর তোলা যায়।

বিবাদীর আপীলের অধিকার ঃ বিবাদী ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে ঐ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে। বিবাদীকে এই আপীল অস্বীকার করা মানে তাহাকে প্রতিকারহীন অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া। *[৫ ডিএলআর ৩৪৬]*

সম্মতিমূলক ডিক্রি ঃ এখতিয়ারবিহীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতিমূলক ডিক্রির বিরুদ্ধেও আপীল করা যায়। *[১৯৫৪ পিএলআর (লাহোর) ৭৭৬]*

আগন্তুকের আপীল ঃ কোন ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা যদি কোন আগন্তুকও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সেও আপীল করিতে পারিবে। ৯৬ বা ১০৪ ধারার কোন বিধানই তাহাকে এইরূপ আপীল করিতে বারণ করিবে না। *[২১ ডিএলআর (এসসি) ৫০]*

ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ যেকোন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে আপীল পেশ করিবার উপযুক্ত দেওয়ানী কার্যবিধির ৯৬ ধারা ইহা নির্দিষ্ট করে না যে, কেবলমাত্র যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রি পাস করা হইয়াছে অথবা যাহার বিরুদ্ধে ত্রাণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহারাই আপীল করিতে পারিবে। যেকোন ব্যক্তি যদি দেখাইতে পারে যে, সে এই ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছে সে ইহার বিরুদ্ধে আপীল আনিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মামলাটির সার্বিক পরিস্থিতির দিকে এবং পাসকৃত ডিক্রির সারাংশের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

একজন বিবাদীর আপীল করিবার অধিকার আছে, মামলাটি তাহার বিরুদ্ধে নাকচ হওয়া সত্ত্বেও যদিও সে ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়। *[৩৮ ডিএলআর ৪১]*

ধারা ৯৬(৩) এবং আদেশ ২ নিয়ম ২(২) ঃ সম্মত ডিক্রি-সীমা ও প্রতিবন্ধক ঃ বাদী পক্ষ মামলায় যেই সমস্ত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিল সেই সমস্ত ছাড়িতে চাহে ও সংশোধন করিয়া তাহাদের প্রার্থনা শুধু তাহারই ধারদাতার *(loan)*-এর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণায় সীমিত করে। বাদী পক্ষের সহিত বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবাদীরা এই সংশোধনের কোন প্রতিবাদ করে না বা কোন যুক্তি প্রদর্শন করে না। যেহেতু বাদী পক্ষ তাহাদের সকল প্রতিকারের দাবি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তামাদি হওয়া থেকে মামলাটি রক্ষা করিতে চাহিয়াছে এবং নিজের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করিতে চাহিয়াছে, সেইহেতু তাহারা প্রতিবন্ধ নীতি দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারা সেই সমস্ত প্রতিকারের দাবি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছে সেইগুলির পক্ষে আর কোন যুক্তি দেখাইতে পারিবে না। যেইহেতু তাহারা পক্ষগণের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্মতির ভিত্তিতে ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়াছে সেইহেতু এইরূপে সম্মত ডিক্রির উপর কোন আপীল আনিবার অনুমতি পায় নাই। একই নীতিতে বিবাদী ও হাইকোর্ট ডিভিশনের রায় হইতে কোন আপীল আনার জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৩৪]*

অমীমাংসিত মামলা-আপীলের উপর বাধার প্রশ্ন ঃ অমীমাংসিত মামলার মতবাদ মামলার অনিশ্চিত অবস্থায় তৈরি বিচ্ছিন্নতাবোধকে বাতিল করে না। কিন্তু কেবল ইহা হইবে যে, এই বিচ্ছিন্নতা মামলায় অন্য পক্ষদের অধিকারগুলি ব্যাহত করিবে না। ইহার অর্থ এই যেই নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান মামলায় ক্রেতা মামলার ফলাফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। বর্তমান মামলায় আবেদনকারী অভিযোগ করে যে সে মামলাভুক্ত জমি ক্রয় করিয়াছিল এবং মামলায় পাসকৃত ডিক্রি তাহার স্বার্থহানি করিয়াছে। আবেদনকারীকে আপীলের অনুমতি না দিয়া জেলা জজ আইনগত ভুল করিয়াছেন। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আপীল করিবার অধিকারযুক্ত ব্যক্তি ঃ নিম্ন আপীল আদালত একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসে যে আপীলকারী কোন এক নীরোদের নিকট হইতে জমিটি ক্রয় করিয়াছিল যাহার ভূমিতে বিক্রয় স্বার্থ ছিল না। সেহেতু সে একতরফা ডিক্রি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। নীরোদের আপীলকারীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য জমিটিতে কোন বিদ্যমান স্বার্থ না থাকায় এবং আপীলকারী মামলার কোন পক্ষ না হওয়ায় তাহার আপীল করার কোন স্থিতিধিকার নাই।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]

ধারা

৯৭। যেইক্ষেত্রে প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল হয় নাই, সেইক্ষেত্রে চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল ঃ

এই বিধি বলবত হইবার পর প্রদত্ত কোন প্রাথমিক ডিক্রির ফলে কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়াও সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল না করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পক্ষ চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল হইলে উহার ন্যায্যতা অস্বীকার করিবার অধিকার পাইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোন কোন মামলায় প্রথমে প্রাথমিক ডিক্রি হয় এবং সবশেষে চূড়ান্ত ডিক্রির দ্বারা মামলা নিষ্পত্তি করা হয় ? হিসাবের মামলায় এবং বাটোয়ারার মামলায় এই দুই রকম ডিক্রি হইয়া থাকে। প্রাথমিক ডিক্রিকে আক্রমণ করা যায় না।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। মামলার রায় হইবার পর তদনুসারে ডিক্রি লিপিবদ্ধ করা হয়। ডিক্রি লিপিবদ্ধ হইবার পরেই শুধু ঐ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, তাহার পূর্বে নহে।

পরিধি ঃ চূড়ান্ত ডিক্রির কোন আপীলে প্রাথমিক ডিক্রির শুদ্ধতা এই ধারার শর্ত মোতাবেক পরীক্ষা করা যাইবে না *[পিএলজে ১৯৮৩ লাহোর ১৩২]*। ৯৭ ধারার শর্তাবলী প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ইহাই যে, প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহার ঐ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিয়া সমাধান চাহিতে হইবে। প্রাথমিক ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল না করা মানে ঐ ডিক্রি যথার্থই ছিল এবং বাদী তাহা চ্যালেঞ্জ ব্যতীতই মানিয়া লইয়াছে এবং ঐরূপ ডিক্রিতে আইনগত বা তথ্যগত কোনরূপ ভুলই ছিল না। *[এআইআর ১৯৬১ এসসি ৭৯০]*

তবে প্রাথমিক ডিক্রির কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে ; ইহা আপীলযোগ্য আদেশ।

[এআইআর (এসসি) ১৩২৫]

এইক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখতিয়ারবিহীন কোন আদালত প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করিলে আইনের দৃষ্টিতে উহা ডিক্রি বলিয়া পরিগণিত হয় না। অতএব এইরূপ প্রাথমিক ডিক্রির শুদ্ধতা চূড়ান্ত ডিক্রির আপীলে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে। *[১৯৫৪ পিএল লাহোর ৭৭৬]*

ধারা

৯৮। যেইক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক বিচারক আপীল শ্রবণ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক বিচারক লইয়া গঠিত বেঞ্চে আপীলের শুনানি হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিচারকগণের অথবা তাঁহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে আপীলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২) যেই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, তাহা রদবদল অথবা বাতিল করার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণ যদি একমত হইতে না পারেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রিই অনুমোদিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই আদালতে দুইজনের অধিক বিচারক আছেন, সেই আদালতের দুইজন বিচারক লইয়া যদি বেঞ্চ গঠিত হয়, এবং উক্ত দুইজন বিচারকের মধ্যে কোন একটি আইনের প্রশ্নে যদি মতভেদ উপস্থিত হয়, সেইক্ষেত্রে তাঁহারা সংশ্লিষ্ট আইনের প্রশ্নটির বিষয় উল্লেখ করিলে, কেবল আপীলের সেই সংশ্লিষ্ট অংশটি উক্ত আদালতের অপর একজন বা একাধিক বিচারক শ্রবণ করিবেন এবং উভয় দফায় আপীল শ্রবণকারী বিচারকগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে উক্ত প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) এই ধারায় বর্ণিত কোন বিধান হাইকোর্ট বিভাগের লেটারস প্যাটেন্ট বিধানের কোন পরিবর্তন সাধন করিয়াছে বা অন্য কোনভাবে উহাকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সুপ্রীম কোর্টে অনেক দেওয়ানী মামলার আপীল একজন বিচারক না শুনিয়া দুই বা ততোধিক বিচারক শ্রবণ করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারাসনকে বেঞ্চ বলে। একজন বিচারক লইয়াও বেঞ্চ গঠিত হইতে পারে। আবার দুই বা তাহার বেশি বিচারক লইয়াও বেঞ্চ গঠিত হইতে পারে।

যেখানে বিচারক দুই বা তাহার বেশি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে রায় দেওয়া হয়। দুইজন বিচারকের মধ্যে আইনের প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা শুনানির জন্য সুপ্রীম কোর্টের অপর একজন বা একাধিক বিচারকের নিকট প্রেরিত হয়।

যেই ডিক্রি এবং রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়, সেই ডিক্রি এবং রায়কে প্রাথমিকভাবে সঠিক ধরা হয়। আপীল শ্রবণকারী সেই বিচারকগণ অবশ্য সেই ডিক্রি এবং রায় রদ করিতে পারেন।

যখন দুইজন বিচারক লইয়া গঠিত বেঞ্চ একটি ডিক্রির আংশিক রদের ব্যাপারে একমত হন, কিন্তু বাকী অংশের ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করেন, তখন যে অংশের জন্য তাঁহারা একমত হন, সেই অংশ রদ হইবে এবং বাকী অংশ বহাল হইবে *[(১৯২৮) ৫১ মদ্রাজ ২৯]*। আইনগত প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিলেই তৃতীয় বিচারকের নিকট উল্লেখ করা যাইবে। *[(১৯৩২) ৬০ আইএ ১১৬]*

৯৮ ধারায় শুধু আইনগত পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে, অপরপক্ষে লেটার্স পেটেন্ট-এর ৩৬ ধারায় আইনগত এবং তথ্যগত উভয় বিষয়েই পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। *[১৬ ডিএলআর ৭৭]*

আইনের প্রসঙ্গ ঃ আইনের বিষয়ে বিচারকের মধ্যে কোনরূপ মতদ্বৈততা সৃষ্টি হইলে ঐরূপ বিষয়টি অন্য বিচারকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তাহারা শুধু প্রেরিত বিশেষ বিষয়টির উপর যুক্তিতর্ক শুনিবেন, সমস্ত আপীলের উপর নহে। *[পিএলডি ১৯৮২ এসসি ৩১৫]*

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিতে এখানে যাহারা মূল আপীলটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং যাহাদের নিকট আইনের বিষয়টি প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের সম্মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই বুঝায়। *[পিএলডি ১৯৮২ এস ৩১৫]*

ধারা ৯৮ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ৪ ঃ এমনকি তৃতীয় পক্ষও আপীল দায়ের করিতে পারে যদি সে ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ৪৪৪]*

ধারা

৯৯। মামলায় কোন ক্ষতি বা আদালতের এখতিয়ার ব্যাহত না হইয়া থাকিলে ভুল, বিচ্যুতি বা অনিয়মের দরুন কোন ডিক্রি বাতিল বা রদবদল করা চলিবে না ঃ

মামলার পক্ষ বা বিষয়বস্তু-সংক্রান্ত কোন ভুলের দরুন অথবা কার্যক্রমের কোন ভুল, বিচ্যুতি বা নিয়মের দরুন মামলার কোন ক্ষতি বা আদালতের এখতিয়ার ব্যাহত না হইয়া থাকিলে আপীলে কোন ডিক্রি বাতিল বা বহুলাংশে রদবদল করা চলিবে না অথবা মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করা চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ মামলার কার্যক্রমে ভুল, বিচ্যুতি বা অনিয়মের কোন কিছু দেখা গেলেই আপীল আদালত সেই মামলার ডিক্রি রদ করিয়া দিবেন না। পক্ষ সংযোজনে বা মামলার কারণ সংযোজনে ভুল দেখা গেলে সেই কারণেও এই মামলার ডিক্রি রদ করিয়া দেওয়া হয় না। তবে যদি দেখা যায় যে, মামলার গুণাগুণ বা আদালতের এখতিয়ার ঐ সমস্ত ভ্রান্তির জন্য প্রভাবিত হইয়াছে তাহা হইলে ডিক্রি রদ করা যাইবে বা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করা যাইবে।

পক্ষ সংযোজন বা নালিশের কারণ সংযোজনের বিষয়গুলি এই বিধির ১ আদেশে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আদালতের এখতিয়ারের বিষয়টি ২১ ধারায় আলোচিত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ঃ ন্যায়বিচার অগ্রসর করাই অত্র ধারার উদ্দেশ্য। *[(১৯৩৭) ৬৪ আইএ ২৫০]*

আপীল আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ ঃ আপীল আদালত টেকনিক্যাল কারণের জন্য কোন রায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। *Suits Valuation Act*-এর ১১ ধারাসহ এই বিধির ২১ ও ৯৯ ধারার উদ্দেশ্য একটিই যে,

গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়া মামলার যে রায় ঘোষিত হইয়াছে তাহা আদালতের এখতিয়ার সংক্রান্ত কোন আপত্তি উত্থাপিত না হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উল্টানো যাইবে না।
[৮ ডিএলআর ১০০]

মিস্-জয়েন্ডার সম্বন্ধে আপত্তি ঃ মিস্-জয়েন্ডার বা ভ্রান্তভাবে মামলায় পক্ষ সংযোজনের জন্য আনীত কোন আপত্তি সাধারণতঃ আপীল আদালত শ্রবণ করিবেন না। তবে এইরূপ শ্রবণের অনুপস্থিতি যদি কোনভাবে আদালতের এখতিয়ার বা মামলার গুণাগুণের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে তাহা হইলে আদালত ঐ আপত্তি ন্যায়বিচারের স্বার্থে শ্রবণ করিবেন।
[১ পিএলআর (ঢাকা) ৫১৮]

নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ ঃ নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করিবার সময় যদি কোন পদ্ধতিগত আদেশ না দেওয়া হইয়া থাকে তাহার জন্য নাবালকের বিপক্ষে গৃহীত কোন কার্যক্রম অবৈধ হইবে না যদি নথিপত্র হইতে ঐরূপ নিয়োগ পরিষ্কারভাবে ধারণা করা যায়। অভিভাবক নিয়োগের এইরূপ ত্রুটি ৯৯ ধারার আওতায় প্রতিকারযোগ্য।
[১৩ ডিএলআর ৬৭৬]

ধারা ৯৯ ঃ শুধুমাত্র দস্তখত বা সীল না থাকার কারণে কোন অবস্থাতেই মোকদ্দমার মূল বিষয়বস্তুর উপর কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বা আদালতের এখতিয়ারকেও ক্ষুণ্ন করে না। এই ধরনের বর্জন শুধুমাত্র গলদ বা কার্যক্রমের ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা যায় এবং তাহা এমন কোন ধরনের বেআইনী কার্যক্রম নহে যখন দেওয়ানী কার্যবিধির আইনের ৯৯ ধারা এই ধরনের টেকনিক্যাল বিষয় প্রতিরোধ করে। প্রদর্শনী সনাক্তকরণের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ না করা এবং প্রদর্শনীর তালিকা প্রস্তুত না করা আদালতের কার্যক্রমকে বিনষ্ট করে না।
[আরশাদ আলী সিকদার বনাম গৌরাঙ্গ চন্দ্র সীল ; ৫৭ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৬৩৫]

আপীল আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল

ধারা

১০০। বাতিল করা হইয়াছে।

১০১। বাতিল করা হইয়াছে।

১০২। বাতিল করা হইয়াছে।

১০৩। বাতিল করা হইয়াছে। *[১৯৭৮ সনের ৪৯ আইন দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে।]*

১০৪। যেই সমস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে ঃ

(১) নিম্নলিখিত আদেশগুলির বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে এবং অত্র আইনের কোন অংশে অথবা বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনে স্পষ্টতঃ অনুরূপ বিধান না থাকিলে অপর কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে না।

(ক—চ) বাতিল করা হইয়াছে।

(চচ) ৩৫-ক ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ ;

(ছ) ৯৫ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ ;

(জ) অত্র আইনের যেকোন বিধান অনুসারে কাহারও জরিমানা অথবা কাহাকেও গ্রেফতারের বা দেওয়ানী কয়েদে আটক করিবার জন্য প্রদত্ত আদেশ ; কিন্তু কোন ডিক্রি জারির উদ্দেশ্যে ; অনুরূপ গ্রেফতার বা আটকের আদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(ঝ) যেই সমস্ত বিধির *(Rules)* বিরুদ্ধে আপীলের স্পষ্ট অনুমতি রহিয়াছে, তদ্রূপ বিধি অনুসারে প্রদত্ত আদেশ ; অবশ্য (চ-চ) দফায় বর্ণিত কোন আদেশের বিরুদ্ধেও কোন আপীল চলিবে না, যদি না তাহার অজুহাত এই হয় যে, কোন আদেশ না দেওয়া অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া উচিত ছিল।

(২) অত্র ধারা অনুসারে আনীত আপীলে প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোন্ কোন্ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে তাহা এই ধারায় বলা হইয়াছে। যেই সমস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে তাহার পূর্ণ তালিকা এই বিধির ৪৩ আদেশের ১ নিয়মে পাওয়া যায়।

সময় বৃদ্ধির আবেদন ঃ সময় বৃদ্ধি চাহিয়া দাখিলকৃত কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে। */১৬ ডিএলআর ১৮২/*

এই ধারার উদ্দেশ্য ঃ এই ধারার উদ্দেশ্য হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্টে-এর অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রদত্ত আপীলের অধিকার হরণ করা নহে বরং ১৫ অনুচ্ছেদ যেখানে প্রযোজ্য নহে সেখানে আরও আপীলের অধিকার প্রদান করা */২৩ সিএলজে ৪৪৩, ৪৪৯-৪৫০/*। লেটার্স পেটেন্ট-এর আওতায় আপীল গ্রহণ আদালতের এই বিধির ৪ ধারার অধীনে একটি এখতিয়ার যাহা ১০৪ ধারার শর্তবলে হরণ করা যাইবে না। */এ ১৯৪০ বি ২১৬/*

ধারা ১০৪ ও ১০৫ ঃ যদি কোন পক্ষ একটি অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে বা পুনর্বিচার চায়, সেই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায় কিনা যখন ডিক্রি হইতে কোন আপীল গ্রহণ করা হয় — যদি একটি পক্ষকে একটি আদেশের বিপক্ষে দুইবার অভিযোগ আনিতে দেওয়া হয় তাহাতে কিছু অনিয়ম উত্থাপিত হইতে পারে এবং সেইহেতু এই সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার অনুমতি দেওয়া যায় না যদি সেইগুলি উচ্চতর আদালতে আপীল বা পুনর্বিচার বা উভয়ভাবে অভিযোগ করা হয়। */৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৬৩/*

ধারা

১০৫। অন্যান্য আদেশ ঃ

(১) স্পষ্টতঃ অনুরূপ বিধান না থাকিলে কোন আদালত কর্তৃক উহার মৌলিক এখতিয়ার বা আপীল এখতিয়ার প্রয়োগে প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না ; কিন্তু কোন ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিবার সময় কোন আদেশে নিহিত ভুল-ত্রুটি বা অনিয়ম দ্বারা যদি মামলার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হইয়া থাকে, তবে আপীলের আরজিতে উক্ত ভুল-ত্রুটি বা অনিয়মকে আপত্তির অজুহাতরূপে দর্শানো যাইবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত কোন বিধান লংঘন না করিয়াও যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ অত্র আইন প্রযুক্ত হইবার পর প্রদত্ত আপীলযোগ্য কোন পুনর্বিচার আদেশে অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উহার বিরুদ্ধে আপীল না করে, পরবর্তীকালে সেই পক্ষ অনুরূপ আদেশের যথার্থতা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সাধারণভাবে মামলা বা আপীল চলাকালীন বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে সীমিত কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত আপীল করা চলে না। কিন্তু বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের মধ্যে যদি ভুল-ভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও অনিয়ম দেখা যায় তাহা হইলে সেই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, বিচ্যুতি এবং অনিয়মগুলি আপীল করিবার সময় আপীলের আরজি বা দরখাস্তে লিখিতভাবে তোলা যায়।

১০৫(১) ধারার প্রথম অংশ ইহাই ব্যক্ত করে যে, ১০৪ ধারা এবং ৪৩ আদেশের ১ নিয়ম দ্বারা প্রকাশ্যভাবে নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না। ১০৫(১) ধারার দ্বিতীয় অংশের আওতায় কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে চাহিলে কোন আদেশে কৃত কোন ভুল-ত্রুটি বা অনিয়ম আপীলে আপত্তি হিসাবে উত্থাপন করিতে পারিবে। (১) উপধারার দ্বিতীয় অংশ ইহা বুঝাইতেছে যদিও একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ আপীলযোগ্য নহে তবুও চূড়ান্ত ডিক্রি হইতে দায়েরকৃত কোন আপীলে আদেশের শুদ্ধতা চ্যালেঞ্জ করা যাইবে। */১৯৫৬ ক্যাল ১৯৭১/*

ধারা

১০৬। কোন আদালতে আপীলের শুনানি হইবে ঃ

যখন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমিত দেওয়া হয়, তখন যেই মামলায় উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই মামলার ডিক্রির বিরুদ্ধে যেই আদালতে আপীল করা চলিত, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধেও সেই আদালতে আপীল করা চলিবে ; অথবা যেইক্ষেত্রে কোন আদালত (হাইকোর্ট বিভাগ নহে) কর্তৃক উহার আপীল এখতিয়ার প্রয়োগকালে উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপীল করা চলিবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত ১৬ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হইবে। ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যায়, তাহা ৯৬ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। যেই আদালতে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা যায় সেই আদালতে আদেশের বিরুদ্ধেও আপীল করা যায়।

আপীল সম্পর্কে সাধারণ বিধান

ধারা

১০৭। আপীল-আদালতের ক্ষমতা ঃ

(১) যেই সমস্ত শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারে, তৎসাপেক্ষে আপীল আদালতের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাগুলি থাকিবে ঃ

(ক) মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা ;

(খ) মামলা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করা ;

(গ) ইস্যু গঠন ও সেইগুলি বিচারের জন্য প্রেরণ করা ;

(ঘ) অতিরিক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা অথবা গ্রহণের নির্দেশ দান করা।

(২) অত্র আইনবলে কোন মৌলিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের উপর তথাকার মামলার ব্যাপারে সেইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত ও কর্তব্য আরোপিত হইয়া থাকে, উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে আপীল-আদালতের উপরও এইরূপ ক্ষমতা এবং প্রায় এইরূপ কর্তব্য বর্তাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আপীল আদালতের ক্ষমতা যদিও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তবুও ঐ বিষয়গুলির প্রকৃতি আপীল আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়াছে। এই বিধির ৪১ আদেশের ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ এবং ৩৩ নিয়ম এই ধারার সহিত সংযুক্ত।

আপীল স্তরে মামলা প্রত্যাহার ঃ ১০৭ ধারার আওতায় আপীলকারী আপীল স্তরেও তাহার মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন অর্থাৎ আদালত আপীলের সময়ও কোন মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারেন। *[১২ ডিএলআর ৫৯৭]*

বিচারের জন্য মামলা প্রেরণ ঃ পুনর্বিচারের জন্য মামলা এমনভাবে প্রেরণ করা যাইবে না যাহাতে মামলার কোন ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াও যখন মামলাকারী উহার সংশোধনের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না তখন ঐরূপ কারণে সে পরবর্তীতে মামলার রিমাণ্ড দাবি করিতে পারিবে না। *[৩৬ ডিএলআর ৪১]*

ধারা ১০৭ (১) (খ) ঃ কি করিবার অনুমতি দিতে পারে না ঃ আদেশ ৪১ নিয়ম ২৭-এর ব্যাখ্যা অনুসারে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০৭ উপধারা (১) (খ)-এর উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ ইহা নহে যে নিম্ন আদালতে অসফল একজন মামলাকারীকে তাহার মামলার দুর্বল অংশগুলি মেরামত করিয়া ও বাদ দেওয়া বিষয়গুলি সংযোজন করিয়া আপীল আদালতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২২০]*

ধারা ১০৭-খ ঃ মামলা পুনঃ প্রেরণ ঃ এইরূপ অবস্থায় মামলা পুনঃ প্রেরণ করার অনুমতি দেওয়া যায় না যখন ইহার ফলে মামলাটির প্রকৃতি ও চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। যখন কোন পক্ষ তাহার মামলার দোষ-ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয় — এইরূপ পক্ষ পুনঃ প্রেরণের দাবি করিতে পারে না, যখন সে দেখে যে তাহার নিজের কর্মধারার ফলে সে মামলার অধিকার হারাইয়াছে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৪১]*

বাটোয়ারা মামলায় বাদী এই ত্রুটি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও দরকারি পক্ষগুলিকে মামলার পক্ষভুক্ত করে নাই। ১৬ বৎসর পরে সে আরজির সংশোধন দাবি করিতে পারে না।

ধারা ১০৭ (২) ঃ অন্তর্বর্তী আদেশ ও মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল পেশ এইরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ আপীল আদালত দ্বারা পাস করা হইলেও আইনের চোখে কোন ব্যতিক্রম হয় না। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ৩৯৮]*

ধারা ১০৭ ও ১১৫ ঃ পুনঃ প্রেরণ ঃ অতিরিক্ত কোন সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ ব্যতীত হাইকোর্ট ডিভিশনের পুনঃবিচার আদালত হইয়াও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মামলাটি আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচারকারী আদালতে

প্রেরণ ন্যায্য হয় নাই। কারণ যেহেতু লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং আদালতটি মামলাভুক্ত বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ারও উপযুক্ত ছিল। যেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মনঃস্থির করিতে পারবে না তখন ইহার পুনর্বিচারের আদেশ পাস করা সমীচীন নহে।

এইক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন নিজের মনঃস্থির করিবে এবং নিজের মতানুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। আইনানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপীলটি হাইকোর্ট ডিভিশনে পুনঃ প্রেরণ করা হইল।

[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]

শুনানির জন্য পুনঃ প্রেরণ ঃ জেলা জজ মেয়াদের প্রশ্নে আপীল নিষ্পত্তির সময় লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য আলোচনায় ও কখন এবং কিভাবে বিপরীত পক্ষ মামলাভুক্ত জমি দখল করে সে সম্বন্ধে ৩ ও ৪ নং বাদী পক্ষের সাক্ষীর বিবৃতি টুকিয়া রাখিতে ব্যর্থ হন। সেইহেতু তাহার রায় নাকচ করা হইল এবং কেবল লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মেয়াদের প্রশ্নে আপীলটি শুনানির জন্য পুনঃ প্রেরণ করা হইল। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

পুনঃ প্রেরণের পর মামলার আবার শুনানি মূল বিচার চালু রাখা ঃ পুনঃ প্রেরণের পর শুনানিতে বিবাদীতে অংশগ্রহণের ব্যর্থ হওয়ায় নিম্ন আদালতের দো-তরফা *(contested)* ডিক্রি পাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি হইতে তাহাদের নূতন মামলার পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করিবার জন্য বিবাদীগণকে সুযোগ দানের জন্য মামলাটি পুনঃ প্রেরণ করা উচিত এই দাবির কোন সদগুণ নাই। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১০৭ ও আদেশ ৪১ নিয়ম ৫ ঃ নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান আপীলের উপর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান জেলা জজের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রায় প্রশ্নাতীত। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১০৭ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ২৩ — ২৫ ঃ অপ্রয়োজনীয় রিমান্ডের আদেশ অনুৎসাহিত করা হইয়াছে, যেহেতু অগ্রবর্তীর পরিবর্তে ইহা বিচারকার্য গৌণ করায় এবং নতুন শুনানির আর্থিক ক্ষতি, মানসিক দুশ্চিন্তা এবং অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি করে। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৩৬৮]*

ধারা ১০৭ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ৩১ ঃ যখন নিম্ন আপীল আদালত বিচারকারী আদালতের ন্যায় সঠিক রায় না লিখার কারণে সম-অপরাধী হয়, যদিও সম্মতিমূলক লিখা উভয় রায়ে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে তথাপি উভয় আদালতের রায় রদ করিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার জন্য বিচার আদালতে পুনঃ বিচারের নিমিত্ত মোকদ্দমাটি রিমান্ডে প্রেরণ করা হইল। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ৬১৩]*

ধারা ১০৭ আদেশ ১ নিয়ম ১০ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ২৩ ঃ মোকদ্দমাটি বহুপূর্বে দায়ের করা হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিবাদীপক্ষ তাহাদের লিখিত বর্ণনাতে শরীক আলেকজানের ওয়ারিশদের নাম উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু বাদীপক্ষ তাহাদের ওয়ারিশদিগকে মোকদ্দমা পক্ষভুক্ত করার কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। তদ্রূপ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাদী এখন মোকদ্দমা রিমান্ডে প্রেরণের প্রার্থনা করার সুযোগ পাইতে পারে না।

[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ৩০৭]

ধারা ১০৭ ঃ হাইকোর্ট বিভাগের রায় দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত হাইকোর্ট বিভাগ এই ধারণা পোষণ করে যে মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ এডভোকেট কমিশনারের প্রদত্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই ফলে ধারণা করা যায় যে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রিপোর্টটি গৃহীত হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের এই ধারণা বা পর্যালোচনা আইনগতভাবে সঠিক নহে। বিশেষতঃ এডভোকেট কমিশনার মহোদয়কে তার প্রদত্ত রিপোর্ট সম্পর্কে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বিষয়টি মোকদ্দমার সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আপীল মোকদ্দমা স্বাভাবিকভাবে দেওয়ানী কার্যবিধির ১০৭ ধারার বিধানমতে আপীল আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে যে পক্ষের কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এডভোকেট কমিশনারের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে সেই পক্ষকে এডভোকেট কমিশনারের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে। ব্যর্থতায় অনুরূপক্ষেত্রে আপীলের নিষ্পত্তি হবে রেকর্ডে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে। *[ফতেহ আলী বনাম জয়গুন্নেছা এবং অন্যান্য ; ১৫ বিএলডি (এডি) ৩৬১]*

ধারা

১০৮। আপীল আদালতে ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের কার্যবিধি ঃ

মূল ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল-সংক্রান্ত এই খণ্ডের বিধানসমূহ যথাসম্ভব নিম্নোক্ত আপীলের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে ঃ

(ক) আপীল আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল, এবং

(খ) এই আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ, অথবা যেকোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনে স্বতন্ত্র কোন পদ্ধতির বিধান নাই, তদ্রূপ আইনবলে প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আদিম এখতিয়ারের আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে যেই আপীল হয়, উহাকে প্রথম আপীল বা শুধু আপীল বলা হয়। আপীল আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধেও দ্বিতীয় আপীল হইতে পারে। দ্বিতীয় আপীলের কার্যক্রমও এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিধির ৪২ ও ৪৩ আদেশ এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

আপীল বিভাগের নিকট আপীল

ধারা

১০৯। কখন সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল চলিবে ঃ

দেশের আদালতসমূহের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট সময়ে সময়ে যেই সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিবেন, তৎসাপেক্ষে এবং এই আইনের বিধানসাপেক্ষে আপীল বিভাগের নিকট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আপীল করা চলিবে ঃ

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ অথবা চূড়ান্ত আপীল এখতিয়ারসম্পন্ন অপর কোন আদালতে আপীলের প্রদত্ত ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে ;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উহার মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগকালে প্রদত্ত ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে ; এবং

(গ) কোন মামলা আপীল বিভাগের নিকট আপীলের যোগ্য বলিয়া এই আইনের বিধান মোতাবেক সুপারিশ করা হইলে তদ্রূপ মামলায় প্রদত্ত কোন ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আপীল বিভাগে কি কি বিষয়ে আপীল করা যায় তাহাই এই ধারার বিষয়বস্তু। বাংলাদেশ সংবিধানের নির্দেশমতে বাংলাদেশে একটিমাত্র সুপ্রীম কোর্ট আছে। এই সুপ্রীম কোর্টের দুইটি বিভাগ আছে ; যেমন, (১) হাইকোর্ট বিভাগ এবং (২) আপীল বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি এবং চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে।

১০৯ ধারা ও রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ঃ অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে ৬৯ ও ৭০ ধারার আওতায় আনীত কোন আবেদনে হাইকোর্ট ইহার রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে গিয়া যদি কোন আদেশ প্রদান করেন তবে সেই আদেশের ১০৯-গ ধারার অধীনে অবশ্যই 'ডিক্রি' বা 'আদেশ' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সুতরাং ১০৯ ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেটের মঞ্জুরী পাইবার জন্য কোন আদেশ যে একেবারে 'চূড়ান্ত আদেশ' হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। *[১১ ডিএলআর (এসসি) ৩৬৯]*

১১৫ ধারার আওতায় হাইকোর্টের কোন আদেশ এই ধারার (ক) উপধারায় আসিবে না বরং (গ) উপধারা রিভিশনের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার ক্ষেত্র সংরক্ষণ করে। *[৮ ডিএলআর ৩২০]*

সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার অনুমতি ঃ চলমান কোন জারি কার্যক্রমে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত নহে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার জন্য কোন অনুমতি দেওয়া যায় না। *[৮ ডিএলআর ৩৫৭]*

আয়কর বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে আপীল ঃ আয়কর আইনের অধীনে কোন আপীল কেবল তখনই সুপ্রীম কোর্টে করা যাইবে যখন হাইকোর্ট রায় প্রদান করিয়াছেন আয়কর আইনের ৬৬ ধারার আওতায় ইহা আপীলযোগ্য বলিয়া প্রত্যায়ন করিয়াছে। অন্যথায় যেখানে বিষয়বস্তুর মূল্য দশ হাজার টাকা ইহার বেশি সেখানে কোন আপীল চলিবে না। *[১০ ডিএলআর (এসসি) ৩৫]*

ধারা

১১০। বিষয়বস্তুর মূল্য ঃ

১০৯ ধারার (ক) ও (খ) অংশে বর্ণিত মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য প্রথম আদালতে বিশ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে এবং সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলেও বিরোধভুক্ত বিষয়বস্তুর মূল্য অবশ্যই ইহার সমপরিমাণ বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে ; অথবা

সংশ্লিষ্ট রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ্যই অনুরূপ পরিমাণ অর্থের দাবি বা অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি জড়িত থাকিতে হইবে ; এবং

যেই রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে, তাহা দ্বারা যদি অধঃস্তন আদালতের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হইয়া থাকে, তবে আপীলে অবশ্যই আইনগত একটি বড় প্রশ্ন নিহিত থাকিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আগের ধারায় বলা হইয়াছে, হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি এবং চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে। এই ধারায় বলা হইতেছে, মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য বিশ হাজার টাকা বা তাহার উর্ধ্বে হইলেই তবে আপীল বিভাগে আপীল চলিবে। এই ধারায় আরও বলা হইয়াছে, হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা ডিক্রি যদি অধঃস্তন আদালতের রায়কে অনুমোদন করিয়া থাকে, তবে সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, ঐ মামলায় গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে।

অধঃস্তন আদিম আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগ যদি বিচার্য বিষয়সমূহের উপর একই মত পোষণ করেন তবে ঐ ঐকমত্যভিত্তিক রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে আপীল বিভাগে আপীল গৃহীত হইবার কথা নহে, তবে, গুরুতর আইনের প্রশ্ন উঠিলে আপীল বিভাগে আপীল চলে।

এই ধারার শর্তাবলী ঃ আপীলের জন্য এই ধারার আওতায় দুইটি শর্ত পূরণের কথা বলা হইয়াছে। যেমন, (১) বিষয়বস্তুর মূল্য প্রথম আদালতে বিশ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে এবং (২) সংশ্লিষ্ট রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ্যই অনুরূপ পরিমাণের অর্থের দাবি বা অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি জড়িত থাকিতে হইবে। *[৮ ডিএলআর ৪২৫]*

মৌলিক আইনগত প্রশ্ন ঃ যেখানে কোন বিশেষ বিষয়ে, আইনের মৌলিক নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে প্রশ্ন শুধু ঐ নীতিটি কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে কিনা সেখানে এই ধারার আওতায় আইনের কোন মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এমন কথা বলা যাইবে না। *[৬ ডিএলআর ১২২]*

কিছু বাস্তব আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে ঃ এই মর্মে সাধারণ প্রত্যায়ন, (একটি মামলায়) যেখানে উভয় নিম্ন আদালতের সহগামী রায় পেশ করা হয় নাই — এই সত্ত্বেও কোর্ট উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপীল গ্রহণ করিতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ইহা সত্য যে, যেখানে সমর্থনকারীর রায় আছে সেখানে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১০ ধারায় আপীল "কিছু বাস্তব আইনের প্রশ্ন" জড়িত থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে হাইকোর্টের একটি প্রত্যায়ন অবশ্যই মঞ্জুর করিতে হইবে। কিন্তু এমনকি যথাযথভাবে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রত্যায়ন মঞ্জুর না হইলেও সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতাবিহীন হইবে না।

আইনের বাস্তব প্রশ্নাদি জড়িত থাকিলে এবং মামলার ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি ন্যায্য হইলে সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ ছাড় মঞ্জুর করিতে পারে যাহা প্রিভি কাউন্সিলের জুড়িশিয়াল কমিটি নিজেই পারে।

যে পর্যন্ত এই আদালত (যথা, বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট) সংশ্লিষ্ট আছে, ইহাও যেখানে প্রত্যায়ন যথাযথ ছিল না সেখানে বিশেষ ছাড় দেওয়ার অধিকার ব্যবহার করিয়াছে। গোলাম হাসান বনাম সরফরাজ খান মামলাটিও সেইরূপ যেখানে হাইকোর্ট প্রদত্ত প্রত্যায়নে সমর্থনকারী রায়ের একটি মামলায় এই উল্লেখ বাদ পড়িয়াছে যেই মূল্য নির্ধারণ পরীক্ষার সাথে আপীলটির সহিত আইনের বাস্তব প্রশ্নও জড়িত আছে। এই আদালত মন্তব্য করে সে যাহা হউক, এখন যেহেতু বিষয়টি আমাদের সামনে আছে, আমরা আপীলটি গ্রহণের প্রস্তাব করি এবং গুণাগুণের উপর বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করিতে চাই" এবং কার্যতঃ তাহাই করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, এইক্ষেত্রে এই আদালতের বিশেষ ছাড় মঞ্জুর করার এখতিয়ার আছে বিশেষতঃ যেখানে আইনের বাস্তব প্রশ্ন আছে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর (এসি) ১০৪]*

ধারা

১১১। কতিপয় আপীল সম্পর্কে বিধি-নিষেধ ঃ

১০৯ ধারায় বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আপীল করা চলিবে না ঃ

(ক) হাইকোর্টের একজন বিচারপতি প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে অথবা ডিভিশন আদালতের একজন বিচারপতি প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে অথবা কোন হাইকোর্ট বা ডিভিশন কোর্টের দুই বা ততোধিক সংখ্যক বিচারপতির রায়ের বিরুদ্ধে, যদি সেই বিচারপতিগণ মতভেদে সমভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কোন ভাগের সংখ্যাই তৎকালে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের মোট সংখ্যক বিচারপতিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ না হন, অথবা

(খ) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ হাইকোর্ট বিভাগে সকল ডিক্রি বা রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল চলে না। প্রথম বাধা হইতেছে, মামলার বিষয়বস্তুর মূল্যের বাধা, দ্বিতীয় এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

ধারা

১১১-ক। বাতিল করা হইয়াছে।

১১২। ব্যতিক্রম ঃ

(১) এই বিধিতে বর্ণিত কোন বিধানকে নিম্নরূপ বিবেচনা করা চলিবে না ঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ১০৩ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন বিধানের অধীনে প্রদত্ত আপীল বিভাগের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করা ; অথবা

(খ) আপীল বিভাগের নিকট আপীল দায়ের সম্পর্কে ও উহার আপীলে বিচার সম্পর্কে উক্ত আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও বর্তমানে প্রচলিত কোন বিধির উপর হস্তক্ষেপ।

(২) এই বিধির কোন বিধান ফৌজদারী বা এডমিরালটি বা ভাইস-এমডিমিরালটি এখতিয়ারভুক্ত কোন ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে না, অথবা "প্রাইম কোর্টের" আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আনীত আপীল প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আপীল বিভাগের কিছু নিজস্ব অধিকার আছে ; সেই অধিকার এই কার্যবিধি খর্ব করে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আপীল বিভাগকে যেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষমতা দেওয়ানী কার্যবিধি নষ্ট বা সীমায়িত করিতে পারে না।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ এই ধারা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার অধিকার সৃষ্টি করে না। বরং সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত যেই ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা এই বিধির বিধান দ্বারা সংকুচিত করা যাইবে না। ১১২ ধারার আওতায় আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা কোন আপীল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

[৪৩ সিডব্লিউএন ৭৩৩]

অষ্টম খণ্ড

রেফারেন্স, রিভিউ ও রিভিশন

অভিমত গ্রহণ, পুনর্বিচার ও পুনরীক্ষণ

ধারা

১১৩। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স (অভিমত গ্রহণ) ঃ

নিয়ম দ্বারা আরোপিত শর্ত ও নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে কোন আদালত কারণ উল্লেখপূর্বক কোন মামলা হাইকোর্ট বিভাগের অভিমত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন, এই হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত মামলা সম্পর্কে যথোপযুক্ত আদেশ দান করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত ৪৬ আদেশ মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেকোন আদালত হাইকোর্ট বিভাগের নিকট অভিমত চাহিয়া মামলা প্রেরণ করিতে পারেন। এই ধারার প্রয়োগ অতি বিরল।

কোন আদালত হাইকোর্টের মতামত চাহিয়া কেবল তখনই প্রার্থনা জানাইবে যখন ঐ অধঃস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে সন্দেহ পোষণ করিতেছেন। অধঃস্তন আদালত কোন মতামত গঠন করিয়া উহার উপর কাজ চালাইয়া গেলে আর উক্ত বিষয় হাইকোর্টে প্রেরণ করা যাইবে না। *[এ ১৯৫৯, এ ৬৫৯]*

যেক্ষেত্রে আইনের জটিল প্রশ্ন, যেমন সুপ্রীম কোর্টের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তবে নিম্ন আদালত বিষয়টি হাইকোর্টে ইহার মতামতের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ১৬৭ বিডি]*

ধারা

১১৪। রিভিউ (পুনর্বিচার) ঃ

উল্লেখিতরূপ শর্ত ও নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি যদি নিম্নবর্ণিত কোন হেতুবশতঃ অসন্তুষ্ট হয় ঃ

(ক) যেই ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে এই বিধিতে আপীল চলে, কিন্তু আপীল করা হয় নাই, তদ্রূপ কোন ডিক্রি বা আদেশহেতু ;

(খ) যেই ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে এই বিধিতে কোন আপীল চলে না, তদ্রূপ কোন ডিক্রি বা আদেশহেতু ; অথবা

(গ) কোন স্বল্প এখতিয়ার আদালতের রেফারেন্স অনুযায়ী গৃহীত আদালতের কোন সিদ্ধান্তহেতু।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি ডিক্রি বা আদেশ দানকারী আদালতের নিকট উহার রায় পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত তৎসম্পর্কে যথোপযুক্ত আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় রিভিউ-এর কথা বলা হইয়াছে। এই ধারার সহিত ৪৭ আদেশ মিলাইয়া পড়িতে হয়।

কোন আদালতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার দাবির অধিকার আপীলের অধিকারের মত একটি বাস্তব অধিকার এবং কেবল একটি কার্যপদ্ধতির বিষয় নহে। কোন আইন দ্বারা প্রদত্ত না হইলে পুনর্বিবেচনার অধিকার প্রয়োগযোগ্য নহে। *[পিএলডি ১৯৭০ এসসিআই]*

কোন রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই তাহার দ্বারা কোন অবহেলা সংঘটিত হয় নাই ইহা প্রমাণ করিতে হইবে, আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায়ের চূড়ান্ত রূপ অপরিবর্তিত থাকিবে। *[২২ ডিএলআর ২৬৭]*

এমন যদি হয় যে, উত্তরবাদীর অনুপস্থিতিতে কোন রীট দরখাস্তে রায় প্রদান করা হইল। আপীলকারীর অনুপস্থিতি আবার পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে পূর্ব প্রদত্ত রায় বাতিল করা হইল। এইরূপ পরিস্থিতিতে রিভিউ গ্রহণ করিয়া আদালত যে আদেশ প্রদান করিল আইনের দৃষ্টিতে তাহা বৈধ ছিল না। *[৩৩ ডিএলআর (এডি) ১১১]*

আপীল আদালতের আদেশের পুনর্বিচার ঃ আপীল আদালতের কোন আদেশ ডিক্রির বিরুদ্ধে রিভিউ চলিবে কিনা এই প্রশ্নে নিম্ন আপীল আদালত কিভাবে আপীলের ক্ষমতা প্রয়োগ করিল তাহা নিতান্তই অবান্তর। শুধু উক্ত আদেশ বা ডিক্রি এই বিধির আওতায় আপীলযোগ্য কিনা তাহা বিবেচনাপূর্বক এই ধারার শর্তাধীনে রিভিউ করিলেই যথেষ্ট হইবে। *[৩৫ ডিএলআর ৬]*

বিবাদীর অনুপস্থিতিতে রীট আবেদনে রায় প্রদান করা হয়। বাদীর অনুপস্থিত রীট আবেদন শুনানির জন্য পুনরীক্ষণ আবেদনে পূর্বের রায় বাতিল করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পুনরীক্ষণ অনুমোদন করিয়া রায় দান আইন। *[দুষ্ট (১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর (এডি) ১১১]*

আপীল আদেশ বা ডিক্রি পুনরীক্ষণ কখন প্রযোজ্য হইবে ঃ আপীল আদেশ বা ডিক্রি কখন প্রযোজ্য হইবে বা হইবে কিনা স্থির করিতে নিম্ন আপীল আদালত কিভাবে এখতিয়ার ব্যবহার করিয়াছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ নহে। দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১৪-ক ও খ কেবল একটি মাপকাঠি রাখিয়াছে। যে আদেশ বা ডিক্রির পুনরীক্ষণ চাওয়া হইয়াছে বিধির অধীনে তাহা আপীলযোগ্য কিনা। যদি ইহা আপীলযোগ্য হয় এবং আপীল পেশ করা না হয়, তখন মামলাটি ১১৪ ধারার দফা (ক)-এর অধীনে পড়িবে, উহা না হইলে দফা (খ)-এর অধীনে আসিবে।

বর্তমান ক্ষেত্রে এই বিধিতে আপীল আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপীলের কোন বিধান নাই। ইহা সরাসরি ১১৪ ধারার দফা (খ)-এর অধীনে পড়ে। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ৫]*

ধারা ১১৪ ও আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ ঃ পুনরীক্ষণ পরিধি ও সুযোগ আপীলের অধিকারের মত আদালতের কোন সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণ করার অধিকার একটি বাস্তব অধিকার এবং ইহা শুধু একটি পদ্ধতির ব্যাপার নহে।

ধারা

[১][১১৫। রিভিশন।

(১) কোন মামলায় কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ায় জেলা জজ আদালত বা অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত কর্তৃক ডিক্রি কিংবা আদেশ প্রদত্ত হইলে, বা যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ বা সহকারী জজ কর্তৃক ডিক্রি প্রদত্ত হইলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা চলে না ; সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদন হাইকোর্ট ডিভিশন তাহার নথি তলব করিতে পারিবেন ; এবং ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা সমাপন করাইয়া অত্র ডিক্রি বা আদেশে উক্ত আদালত আইন ভ্রান্তি করিয়াছে মর্মে দৃষ্টমান হইলে হাইকোর্ট ডিভিশন অত্র ডিক্রি কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ায় সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে।

(২) যেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না, কোন যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বা সহকারী জজ আদালত উক্তরূপ কোন আদেশ দান করিলে সংক্ষুব্ধ পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে জেলা জজ আদালত অত্র মামলা কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ায় নথি তলব করিতে পারিবেন ; এবং ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা অবসান করাইয়া অত্র আদেশে উক্ত আদালত আইনে ভ্রান্তি করিয়াছে মর্মে দৃষ্টমান হইলে জেলা জজ আদালত উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে এবং তাহা যেইরূপ যথার্থভাবে মামলা কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ায় সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) জেলা জজ রিভিশন মামলা হস্তান্তর করিলে উপধারা (২)-এর আওতাধীনে জেলা জজের সকল সর্বময় ক্ষমতা অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে থাকিবে।

(৪) ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার অবসান করাইয়া ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে প্রয়োজনীয় আইনের প্রশ্নে ভুলের যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন রিভিশনের অনুমতির অনুমোদন দেয়, তদক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) ব (৩)-এর আওতাধীনে প্রদানকৃত জেলা জজ কিংবা অতিরিক্ত জেলা জজের আদেশ পুনঃ বিবেচনার উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট ডিভিশনে আবেদন করা চলিবে, এবং হাইকোর্ট ডিভিশন তাহা যেইরূপ যথার্থভাবে মামলা কিংবা কর্মপ্রক্রিয়ায় সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে।

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৪০ আইন)-এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৫) অত্র ধারাটির প্রতিস্থাপন যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, উক্তরূপ প্রতিস্থাপনের পূর্বে ১১৫ ধারার অধীনে আরম্ভ হওয়া কিংবা ঝুলন্ত থাকা কর্ম প্রক্রিয়া সেইরূপে নিষ্পত্তি হইবে যেন ১১৫ ধারা প্রতিস্থাপিত হয় নাই।]

ভাষ্য

বিষয় ঃ অধঃস্তন আদালত যদি এমন কোন ভুল করেন যাহা দ্বারা সুবিচার ব্যাহত তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ নথি আনিয়া যেকোন আদেশ দিতে পারেন। জেলা জজের অধীনে যেই সমস্ত আদালত রহিয়াছে তাহাদের সিদ্ধান্তে এইরূপ ভুল প্রতীয়মান হইলে হাইকোর্ট বিভাগ ঐ মামলার নথি আনাইয়া যেকোন আদেশ দিতে পারেন।

পুনরীক্ষণ (রিভিশন)

১১৫ ধারাটি সীমিত পরিসরে ব্যবহার যোগ্য এবং যেই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যবিধি আপীল কিংবা রিভিশনের মাধ্যমে বিকল্প প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অবশ্য পরিহার্য। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ২৫২]*

১১৫ ধারার অধীনে একটি আদালত এমনকি স্বেচ্ছা উদ্যোগে *(Suo motu)* অধঃস্তন কোন আদালতের এখতিয়ারকে প্রভাবিত করিয়া কোন কার্যক্রমের অবৈধতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৫৫]*

১১৫ ধারার অধীনে অপর পক্ষকে নোটিস প্রদান যদিও আইনে বাধ্যতামূলক নহে, তথাপি সাধারণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাহা করা উচিত। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (স্বঃ কোঃ) ৭৫]*

১১৫ ধারায় উল্লেখিত রিভিশন এখতিয়ার মুখ্যতঃ নিম্ন আদালতসমূহের এখতিয়ার-সংক্রান্ত ভুল শোধরানোর জন্য প্রযোজ্য এবং উহা ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকে বুঝায় না। যতক্ষণ না উক্ত ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নিম্ন আদালত কর্তৃক খামখেয়ালীভাবে অথবা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রয়োগ করা হয়। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ২৪৪]*

ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া যাহা উদ্‌ঘাটিত হয় তাহা হাইকোর্টের রিভিশন ও আপীল উভয় ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর (এসসি) ২৬৮]*

অধঃস্তন আপীল আদালতে আনীত কোন আপীল যদি অযোগ্য বিবেচিত হয় তবে হাইকোর্ট দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার অধীনে উক্ত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ৩৩৭]*

সাব-জজ যদি জেলা জজ কর্তৃক হস্তান্তরিত কোন আপীলের নিষ্পত্তি করে তাহা হইলে সাব-জজের উক্ত রায়ের ভিত্তিতে কোন রিভিশনের আবেদন জেলা জজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং জেলা আদালতে আনীত যেই সমস্ত আপীল নিম্ন আদালতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হয়, সেই সমস্ত আপীলের ক্ষেত্রে অত্র কার্যবিধির ১১৫(২) ধারা প্রযোজ্য নহে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রিভিশন শুধুমাত্র হাইকোর্টের এখতিয়ারভুক্ত হইবে। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ১৪১]*

পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় উদ্যোগে উভয় প্রকারেই হাইকোর্ট বিভাগ তাহার ১১৫ ধারা ক্ষমতা দ্বারা রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে। সে নিম্ন আদালতের নিকট মামলার নথিপত্র চাহিয়া পাঠাইতে পারে এবং সেই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাহার নিকট উপযুক্ত ও সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারে।

শুনানির জন্য মামলা গ্রহণ করিবার পরে আপীলকারীর পক্ষে হাইকোর্টে কোন এডভোকেট উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও ঘটনা ও পরিপার্শ্বের যথাযথ বিবেচনার প্রেক্ষিতে যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা ছিল আইনসিদ্ধ। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ৮৮]*

আইনের চরম অপব্যাখ্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদির ক্ষেত্রে অবিবেচনা ১১৫ ধারার অধীনে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ আহবান। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারায় আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একটি মামলায় আদালত এমন যেকোন আদেশ প্রদান করিতে সক্ষম যাহা সে উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। উপরন্তু আরও বলা যায় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় বিধিবদ্ধ আইনসঙ্গত নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক আদালতের EXDIBITO বিচারিক কার্য করিবার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রকৃত এবং বাস্তব ন্যায়বিচার করা। ইহার জন্য আদালতই একমাত্র আদালতের পদ্ধতিসমূহ অমান্য করা হইতে রক্ষা করিতে পারে বা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। আদালতের এই কার্য করিবার ক্ষেত্রে মূলনীতি বা আদর্শ হইল, প্রত্যেক বিচারিক পদ্ধতিতেই ন্যায়বিচারকে

অগ্রসর করার ক্ষেত্রে ইহাকে এইরূপ গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ দেখানো হইয়া থাকে। আদালতের এই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাসমূহ যাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় বর্ণিত রহিয়াছে উহা এইরূপ যে, তাহা ন্যায়বিচারের শেষ অবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে অথবা উহা আদালতের কার্যক্রমকে অমান্য করা হইতে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৩২৫]*

কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে গিয়া আদালত স্বেচ্ছা উদ্যোগে তাহার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে না — যদি না তাহার জন্য কোন পক্ষ আনুষ্ঠানিক আবেদন করিয়া থাকে। অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের প্রয়োগ হইতে হইবে বিচার বিভাগীয় — অন্য কোন রকম নহে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর (এডি) ৫২]*

এইরূপ এখতিয়ারের প্রয়োগ বিচার বিভাগীয় নহে এবং সেইহেতু আইন সমর্থিত নহে ঃ

আদালতের অন্তর্নিহিত এখতিয়ার-সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইহা প্রয়োগ করা উচিত। আদালতের সুবিধা প্রত্যাশী ব্যক্তি কর্তৃক ইহা আহূত হইতে হইবে।

আদালত কর্তৃক যখন কোন ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তখন আদালতের উক্ত ডিক্রি বা রায়ের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ রহিত হইয়া যায়। তবে ব্যতিক্রম হইবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন আদালত স্ব-আদেশকেই আইনানুযায়ী পুনরীক্ষণ করে অথবা কারণিক ভুল সংশোধন করে।

খুব কম সময়েই ন্যায়বিচারের জন্য আদালতের বিশেষ এখতিয়ার ব্যবহার করা হয় এবং ইহা করা হয় শুধুমাত্র সেই সমস্ত আসন্ন দুর্ঘটনা বা ক্ষতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে যাহার জন্য কোন সংবিধিবদ্ধ প্রতিকার ব্যবস্থা নাই।

অসন্তুষ্ট পক্ষ কর্তৃক অনুসৃত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে যদি কোন নিম্ন আদালত শুনানি ব্যতিরেকে একতরফা মধ্যবর্তী ইনজাংশন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলিতে দেয় তবে হাইকোর্ট উহা রিভিশন এখতিয়ারবলে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ১৮]*

১১৫ ধারার অধীনে আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা স্বেচ্ছা উদ্যোগে কোনভাবেই হাইকোর্ট উহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া একটি মামলায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (সুপ্রীম কোর্ট) ৭৪]*

১১৫ ধারায় যদিও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের উপর নোটিস প্রদানের কথা বলা হয় নাই, প্রাকৃতিক আইন, এতদ্‌সত্ত্বেও দাবি করে যে, যখন এমন কোন আদেশ প্রদান করা হয়, যাহা অন্য কাহারও ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই ব্যক্তির প্রতি উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে নোটিস জারি করিতে হইবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩০]*

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ঃ ১১৫ ধারায় বর্ণিত মামলা যাহার নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে। এই কথার অর্থ অনুযায়ী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ও [যেমন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ কিংবা স্থানীয় তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগ] একটি সিদ্ধান্ত এবং সেই মত তাহা হাইকোর্টের রিভিশন এখতিয়ারভুক্ত হইয়া যায়। *[২৫ ডিএলআর ৪৬১]*

রিভিশন আবেদনের জন্য লিমিটেশন আইন কোন সময়সীমা বাধিয়া দেয় না। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৩৪২]*

ধারা ১১৫ এবং ৩৯ আদেশ ঃ নিয়ম ১ ঃ বিচার আদালত কর্তৃক মঞ্জুরকৃত একতরফা মধ্যবর্তী ইনজাংশনের কার্যকারিতা স্থগিতকরণের আবেদন যদি নিম্ন আপীল আদালত আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে সংক্ষিপ্তভাবে নাকচ করিয়া আদেশ প্রদান করে এবং সেই আদেশ যদি কোন কারণ অনুল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে অস্থায়ী ইনজাংশনের মূল আবেদনের শুনানির ব্যাপারে কোনরূপ সুযোগদানের পূর্বেই প্রদান করা হইয়া থাকে, তবে তাহা স্পষ্টতঃই একটি নিয়মবহির্ভূত আদেশ এবং এইরূপ আদেশ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার আওতাভুক্তই শুধু নহে, উপরন্তু এই ধারার অধীনে তাহা সংশোধিতও করা যাইবে।

আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি এই যে, অন্তর্বর্তীকালীন এবং অস্থায়ী আদেশের মাধ্যমে চূড়ান্ত আদেশের সারবত্তা মঞ্জুর করা যাইবে না। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ১৮]*

ধরা পড়ে না এবং রুল সম্পাদিত হয়, মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিতকরণের আদেশ বাতিল হয়। *[(১৯৮৩) ৩৩ ডিএলআর ৩৭২]*

ধারা ১১৫(১) ঃ বিবিধ আপীল নং ২০৩/৭৬-এ বিজ্ঞ অধীনস্থ জজ যে রায় ও আদেশ দিয়াছেন তাহার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ বর্তমান নিয়মটিকে ১১৫(১) ধারার অধীনস্থ একটি নিয়ম হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছে।

সম্পত্তি পুনঃহস্তান্তরের চুক্তি বিজ্ঞ অধীনস্থ জজের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং সেইহেতু পুনঃহস্তান্তরের দলিলের আইনগত কোন কার্যকারিতা নাই, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে তিনি বিবিধ মামলাটিকে অনুমোদন করেন।

এই মতবাদ স্পষ্টতঃ বেআইনী এবং রেকর্ড দৃষ্টে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ইহা আইনতঃ ভুল।
[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৩৪২]

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ যখন প্রার্থিত হয়, এই আদালত অবশ্যই আইনের মধ্য হইতে এবং ব্যাপারটিকে একটি দ্বিতীয় আপীল হিসাবে না শুনিয়া উহার রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। সুতরাং শুধুমাত্র আদালত কর্তৃক কোন অবৈধতা কিংবা নিয়ম লঙ্ঘন ঘটিলেই তখন তা দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারাবলে সংশোধন করা প্রয়োজন। আবেদনকারীর পক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট বলেন যে, নিম্ন আদালতসমূহ অবৈধভাবে আবেদনকারী ও ম্যানেজিং কমিটির সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

ধারা ১১৫(১) ঃ হাইকোর্ট এমনকি স্বেচ্ছা উদ্যোগেও ১১৫(১) ধারাবলে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে ঃ হাইকোর্ট কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা জজের আদেশ বাতিল হইলে নিম্ন আদালতের আদেশ পুনরধিষ্ঠিত হয়। এই যুক্তিকে আমরা একটি নিছক পারিভাষিক প্রশ্ন বলিয়া মনে করি। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার অধীনে হাইকোর্ট বিভাগ স্বেচ্ছা উদ্যোগেও রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।
[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ১]

নথি দৃষ্টে আইনগত ভুল

আবেদনকারী বিবাদীর মামলা ঃ বিবাদীকে (একজন মাসিক ভাড়াটিয়া) মামলাধীন এলাকা হইতে উৎখাতের জন্য বাদী ঢাকার তৃতীয় মুন্সেফ আদালতে একটি মামলা দায়ের করিয়াছিল (স্বত্ব মামলা নং ৪৭০, ১৯৭৮) মামলার শুনানি চলাকালে যখন বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, বাদী উক্ত সম্পত্তি তাহার কন্যাকে দান করিয়া দিয়াছে, এমতাবস্থায় বিবাদী আদালতে মামলাটি খারিজের আবেদন দাখিল করিল। যেহেতু উক্ত সম্পত্তিতে বাদীর কোন স্বত্ব নাই।

ইহা সত্যও হইতে পারে যে, বাদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রত্যায়নকালে, বাদী মামলাধীন সম্পত্তিটি যে তাহার কন্যাকে দান করিয়াছিল তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বাদী সাক্ষীদের জবানবন্দী যখন শেষ হইল, মুন্সেফ বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের (যদি থাকে) জবানবন্দী গ্রহণ এবং যুক্তিতর্ক শ্রবণের পরে মামলাটির নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। মামলাটি চলিবে কিনা এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বিচার আদালত কর্তৃক কয়েক দিনের মধ্যেই হইতে পারিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে রেকর্ডে দৃশ্যতঃ আইনগত কোন ভুল।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের প্রশ্নটি একটি তথ্যগত প্রশ্ন। কিন্তু প্রমাণাদি বা দলিলপত্রের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যদি এইরূপ সম্পর্কের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান হয়, তবে সেইটি একটি আইনের প্রশ্নে *(Question of Law)* পরিগণিত হইয়া যায়।
[৩৭ ডিএলআর ৭]

হাইকোর্টের রিভিশন এখতিয়ার ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার অধীনে এই রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে গেলে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবশ্যই হাইকোর্টে কোন আপীলের বিধান থাকা যাইবে না।
[৩৯ ডিএলআর ৩০৬]

প্রমাণাদির অশুদ্ধ পাঠ কিংবা ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেই সিদ্ধান্ত তাহা ১১৫ ধারার অধীনে রিভিশন দ্বারা বাতিল হইতে পারে। রিমান্ডের আদেশ এবং ডিক্রির মধ্যে ১১৫(১) ধারায় কোন পার্থক্য করা হয় নাই এবং হাইকোর্ট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত যেকোন আদেশ রিভিশন ক্ষমতাবলে প্রদান করিতে পারে। উল্লেখ্য আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হইতেছে, যদি কোন তথ্যের উদ্‌ঘাটন সাক্ষ্যের অপপাঠ কিংবা অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে হয়, কিংবা তাহা যদি সাক্ষ্যের বিপরীতরূপে প্রতীয়মান হয় তবে ১১৫ ধারার অধীনে রিভিশনের মাধ্যমে তাহা নাকচ করা যাইতে পারে।
[৩৯ ডিএলআর ২৮৭]

যেহেতু আপীল আদালত কর্তৃক এই প্রশ্নসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সেইহেতু এইগুলিকে পুনরোত্তলন করা যাইবে না, যদি না ইহা দেখানো হয় যে, তথ্যের উদ্‌ঘাটন সাক্ষ্যের মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে করা হয় নাই।
[৩৮ ডিএলআর (এডি) ৯৭]

তথ্যের আবিষ্কারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। বর্তমান মামলাটির সমস্যা হইল আপীলকারী আমির আলীর আইনসম্মত ভার্যার সন্তান কিনা। যদি না হইয়া থাকে তবে তাহার পুত্রত্বের দাবি সরাসরি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে আমির আলীর স্বীকৃতি কোন কাজে আসিবে না এবং উক্ত স্বীকৃতি কর্তৃক বৈধতা সম্পর্কিত ধারণাটি খণ্ডিত হইয়া যাইবে। মামলাটি আনীত হইয়াছে শুধুমাত্র এই ধারণাটি খণ্ডন করিবার জন্য। বিচার আদালত এবং নিম্ন আপীল আদালত যুগপৎ সিদ্ধান্ত দেয় যে, মনোয়ারা বেগম নামে আমির আলীর কোন পত্নী কখনই ছিল না ; এই নামে এক রমণীর সৃষ্টি করা হইয়াছিল শুধুমাত্র মামলার খাতিরে।
[৩৮ ডিএলআর (এডি) ১৩৩]

এখন দ্রষ্টব্য বিষয় হইল, ১১৫ ধারার অধীনে রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগকারী একটি আদালত এইরূপ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে কিনা, তথ্যের উদ্‌ঘাটন রিভিশন হইতে মুক্ত, যদি না এইটি প্রমাণিত হয় যে, এইরূপ উদ্‌ঘাটন সাক্ষ্যাদির চরম অপব্যাখ্যা বা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদির অবিবেচনার ফল, অথবা ইহা আইনের অপ-প্রয়োগ বা ভুল ধারণা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদির অপব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা অন্য কোনভাবে সাক্ষ্য বিরোধী হওয়ায় ইহা বিকৃত। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ১৩৩]*

শুধুমাত্র এখতিয়ারের নিয়ম বিরুদ্ধে প্রয়োগ বা অপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ১১৫ ধারার বিধানসমূহ কার্যকরী।

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট একটি সিদ্ধান্ত মামলার মাধ্যমে হাইকোর্টকে ১০০ ধারার অধীন দ্বিতীয় আপীলের পরিধি বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং পরবর্তীতে প্রিভি-কাউন্সিল কিছু সংখ্যক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১০০ ও ১১৫ ধারার মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া ধরে। ১১৫ ধারা শুধুমাত্র এখতিয়ারের নিয়ম বিরুদ্ধে প্রয়োগ বা অপ্রয়োগ অথবা ইহার বেআইনী গ্রহণ সম্পর্কে প্রযোজ্য। তথ্য অথবা আইনের সিদ্ধান্ত যাহাতে এখতিয়ারের প্রশ্ন জড়িত নহে তার জন্য এই ধারাটি প্রযোজ্য নহে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

প্রিভি-কাউন্সিলের রুলিং ঃ তথ্য এবং আইনের প্রশ্নে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ কোন হস্তক্ষেপ অর্জন করা হয় নাই। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

"রেকর্ডদৃষ্টে আপাতঃ প্রতীয়মান" বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ইহাই প্রকাশ করে যে, ভুলটি এমন যাহা সহজেই আবিষ্কার করা যায় অথবা অল্প কথায়ই উহা বোধগম্য হয়। রেকর্ড দেখিয়াই কোন ভুলকে আপাতঃ প্রতীয়মান বলা যাইবে না। যদি না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ না হয় এবং যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষা অথবা সওয়াল-জওয়াব-এর (যুক্তির) প্রয়োজন হয়। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

এখতিয়ার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ থাকলে প্রশাসনিক কার্যাদির উপর আদালতের এখতিয়ার প্রযোজ্য নহে কিন্তু আদালত দেখিতে পারে প্রশাসন মঞ্জুরকৃত কর্তৃত্বের পরিধির ভিতরে কাজ করিতেছে কিনা।

[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]

রাজস্ব কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের উপরে দেওয়ানী আদালত কোন রায় দিতে পারে না, যদি তাহারা তাহাদের এখতিয়ার মোতাবেক কাজ করিতে থাকে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

তথ্যের যুগপৎ উদ্‌ঘাটন বাদী পক্ষের মামলা সমর্থন করে যে, সলিমাবাদ হাট মঙ্গলবার ও শুক্রবার বসে—ইহাতে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

তথ্যের যুগপৎ উদ্‌ঘাটন হাইকোর্ট বাতিল করিয়া দেয় এবং সিদ্ধান্ত দেয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে কোনরূপ আপত্তি চলিবে না। — এই মত সমর্থন যোগ্য নহে।

হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনা ক্ষমতাবলে, "রেকর্ডদৃষ্টে ইহা আপাতঃ প্রতীয়মান হিসাবে প্রাপ্ত সত্য ঘটনা বাতিল করে। সমবর্তী রায়সমূহ পুনর্বিবেচনা ক্ষমতাবলে উলট-পালট হইয়া পড়ে। সমবর্তী রায়সমূহের নিয়মনীতি এমন অনমনীয় (কঠিন) নহে যে, ইহার ব্যতিক্রম হইতেই পারিবে না। কারণ যদি বিষয়টি কোন রায়ের অবিসংবাদিত দলিল-দস্তাবেজরূপে গৃহীত কোন রায়ের উপর ভিত্তিশীল হয় এবং ইহা নিম্ন আদালতের রায়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০১]*

হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নতম আদালতসমূহের যেকোন ভুল *(Suo motu)* স্বেচ্ছা উদ্যোগে সংশোধন করিতে পারে যাহা উহার গোচরীভূত হইয়াছে ঃ

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ যেকোন আইনগত ভুল, যাহা উহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছা উদ্যোগে সংশোধন করিতে পারে যেখানে বিতর্কিত কোন আদেশ হাইকোর্টের অধীনস্থ একটি আদালত প্রদান করিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে সেখানে কোন আপীল চলে না।

আলোচ্য মামলায় বাদীকে আরজি সংশোধন ব্যতিরেকেই তাহার সাক্ষ্যে নূতন তথ্য সংযোজন করিবার অনুমতি দিয়া যে আদেশ প্রদান করা হয় তাহা ছিল বেআইনী এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ষষ্ঠ আদেশ নিয়ম ৭-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আদেশটি বিজ্ঞ মুন্সেফ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং ১১৫ ধারাবলে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অত্র আদালত বিজ্ঞ মুন্সেফ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের আইনগত ভুল সংশোধন করিতে সক্ষম। অশ্বিনী কুমার ও অন্যান্য বঃ হ্যারীমোহন ও অন্যান্য *[৩৬ ডিএলআর (এডি) ১]* এই মামলাটিও উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

[ব্রজিত কুমার বনাম সুধীর কুমার চৌধুরী ; ৩৮ ডিএলআর ৩৯]

চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য মামলা করার সময়সীমা থাকে মামলা প্রত্যাখ্যান করার তারিখ হইতে তিন বৎসর ঃ হাইকোর্ট অবশ্যই সঠিক ও যোগ্য মামলায় নিম্ন আপীল আদালতের রায় বদলাইতে ক্ষমতাবান। রায় বদলাইতে আরও বেশি ক্ষমতাবান হয় যদি বিচার আদালতের রায়ের বিপরীতভাবে আপীল আদালতে রায় দেওয়া হয় এবং উহা বিচার আদালতের বক্তব্য মন্তব্য সঠিক ওজন না করিয়াই করা হয়।
[৩৮ ডিএলআর ২৪০]

নিম্ন আপীল আদালতে যদিও আপীলের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় নাই, তথাপি রিভিশন আদালত এই প্রশ্ন তুলিতে পারে। যেহেতু এইটি একটি আইনগত প্রশ্ন। রিভিশন আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে অবৈধ আদেশ প্রদানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। *[৪২ ডিএলআর ১৫৪]*

যতক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল না করা হয়, অথবা অন্য কোনভাবে ইহার সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হয়।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়-এর বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন আপীল দায়ের করা হইবে অথবা ইহার রায়কে কোন না কোনভাবে নিষ্পত্তি করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন তৃতীয় পক্ষ দরখাস্তকারীকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির পৃথক স্বত্ব সম্পর্কে দাবির পক্ষভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মামলা দায়ের বা কোন দরখাস্ত পরিচালনা করা হইতে বাধা প্রদান করা হইবে। *[৪২ ডিএলআর ২২৩]*

ফৌজদারী আদালতের দখলের রায় *(Finding of possession)* কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। *[৪০ ডিএলআর ২৭১]*

অত্র আদালত ইহার রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগকালে নিম্ন আদালত কর্তৃক আইনের ক্ষেত্রে একটি ভুল দৃষ্টিকোণ গ্রহণের ফলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছিল তাহা শুদ্ধ *(Cure)* করিতে পারেন। *[৪০ ডিএলআর ১৫৭]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার পরিধি শুধুমাত্র আইনের ক্ষেত্রে ভুল হইয়াছিল তাহাই রিভিশন/পুনর্বিচার-এর ক্ষেত্রে কোন ভিত্তি নহে। *[৪০ ডিএলআর ৪০৬]*

এমনকি যদি উক্ত বিতর্কিত ডিক্রিটি আইন-সংক্রান্ত ভুলের কারণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়, তাহার ফলে কোন ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে বলা যাইবে না। *[৪০ ডিএলআর ৪০৬]*

প্রকৃত ঘটনার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ঃ সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইবে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষ যাহা রিভিশনাল আদালতের পরিধি বহির্ভূত। *[৪২ ডিএলআর ২৮৯]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারানুযায়ী কোন পুনর্বিচার *(Revision)*-কে বজায় রাখা যাইবে যদি আরবিট্রেশন *(Arbitration)* আপীলেট ট্রাইব্যুনাল হইতে কোন রায় প্রকাশ পায়। বহির্দৃশ্য হইতে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারানুযায়ী কোন রিভিশন গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল *(Arbitration Appellate Tribunal)* অধ্যাদেশের ৩৪(৩) (৪) ধারার রেফারেন্স অনুযায়ী গঠিত হইবে এমন সদস্যদের দ্বারা যাহারা সরকার-এর এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন যাহারা জেলা জজ হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং *Arbitration Appellate Tribunal*-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[৪২ ডিএলআর ৬৬]*

একটি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল যেহেতু কোন দেওয়ানী আদালত নহে, তাই ইহা হাইকোর্ট বিভগের রিভিশনাল এখতিয়ার দ্বারা বাধ্য নহে।

পরিশেষে, যেহেতু ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল কোন দেওয়ানী আদালত নহে, সুতরাং ইহারা অবশ্যই হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল এখতিয়ার দ্বারা বাধ্য নহে। এই দৃষ্টিকোণটি ৩৮ ডিএলআর পৃষ্ঠা ২৬২-এর মাহমুদ হোসেন বনাম সাইদ আলী এবং অন্যান্য মামলা হইতে গৃহীত হয়। *[৪১ ডিএলআর ৪৪]*

হাইকোর্ট বিভাগ শুধুমাত্র ১১৫ ধারার শর্তসমূহ পালন করিয়াছে বলিয়াই তাহা হস্তক্ষেপে বাধ্য নহে। ন্যায় বিচারিক আদালতের এই ধরনের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আদালতের চাহিদা মোতাবেক আইনানুগভাবে প্রয়োগ করা হইবে। *[৪১ ডিএলআর ৩৩৬]*

কোর্ট অব আপীল কর্তৃক প্রকৃত ঘটনার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহার রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগ করিলে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। *[৪১ ডিএলআর ২০৬]*

যদি না আদালত তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোন আইনগত নীতির বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ততক্ষণ রিভিশনের ক্ষেত্রে পক্ষভুক্ত হইবার ক্ষমতা উন্মুক্ত থাকিবে।

আদালত পক্ষভুক্ত করিবার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে, যেই ক্ষমতাটি যতক্ষণ আদালত বিধিবহির্ভূতভাবে বা স্বেচ্ছাধীনভাবে প্রয়োগ করিবে ততক্ষণ উহাকে বাধা প্রদান করা যাইবে না যাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার

অধীন এবং যদি আদালতের উক্ত ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ অযথার্থ বা ভুলভাবেও হয় তাহার ফলেই পূর্ণ বিচারের পথ খোলা থাকে না যদি না উক্ত প্রদত্ত আদেশটি আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগটি আইনের নীতি বিরুদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত অথবা আদালত উহাকে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে। *[৪১ ডিএলআর ২২]*

তর্কিত ভূমির দখলের প্রশ্ন এবং কথিত নিলাম বিক্রয়ের পর ভাড়ার অর্থ প্রদান, যেহেতু আদালত কর্তৃক সমাধান করা হয় নাই। এইক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ৪৬৪]*

বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া আপীল আদালত সম্পর্কে ভুলবশতঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সেইক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হইবে। *[৪১ ডিএলআর ৪৪৭]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা হইতেছে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত বর্তমান দরখাস্তকারী কোন দুর্ভোগের শিকার হন নাই। তিনি ঢাকা জজ কোর্টের পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আপীল ফেরত প্রদানের সাধারণ আদেশ দ্বারা বা পূর্ব ধারণা দ্বারা আক্রান্ত হন নাই। কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তলব করা হয় নাই। *[৪২ ডিএলআর ২৮৩]*

ধারা ১১৫ এবং ১৫১ ঃ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ সে আদেশটি তামাদি আইন দ্বারা বারিত ছিল, উহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে কোন দরখাস্ত উত্থাপন করিতে ব্যর্থ হয়। সেক্ষেত্রে সে উক্ত অতিরিক্ত জেলা জজের নিকট দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে কোন দরখাস্ত দায়ের করিতে পারে।

অতিরিক্ত জেলা জজ উক্ত ব্যক্তির দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারানুযায়ী সৃষ্ট দরখাস্তটি অযথার্থভাবে বাতিল করিয়াছিল এই মর্মে, সে উক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত মূল আদেশ সম্পর্কে আপীল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। *[৩৯ ডিএলআর ২১]*

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ২১ নিয়ম ৬১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ২১ আদেশের ৬০ নিয়মানুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ যাহা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-এর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য নির্বাহী কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। উক্ত তর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীলকারী আসিলে তাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৩ আদেশের (১) ও (২) নিয়ম, যাহা ১৯৮৩ সালে সংশোধনী অনুযায়ী কোন দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি উক্ত আপীল না চলে তাহা হইলে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারানুযায়ী সেক্ষেত্রে উক্ত আদালতে রিভিশন চলিবে। *[৪০ ডিএলআর ৩৬]*

ধারা ১১৫(১) ঃ হাইকোর্টে কোন রিভিশনের দরখাস্ত দায়ের করিবার ক্ষেত্রে সময়সীমা ঃ এইক্ষেত্রে ঢাকা হাইকোর্টে রিভিশনের দরখাস্ত দায়েরের ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ মোতাবেক দরখাস্ত দায়েরের ৯০ দিন সময়সীমা বহুকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে এবং হাইকোর্ট বিভাগ ইহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন যথার্থ মামলার ক্ষেত্রে এই সময়সীমার পরও কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারেন যেইক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর পক্ষে কোন প্রকার উপেক্ষা বা অবহেলা ছিল না বা হয় নাই। *[৩৯ ডিএলআর (এডি) ২০৫]*

ধারা ১১৫ (১) এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ এবং আদেশ ৪৩ নিয়ম ১ ঃ কোন স্বত্ব ঘোষণার মামলার ক্ষেত্রে কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের ক্ষেত্রে সহকারী জজ উক্ত নিষেধাজ্ঞার উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বিবাদী নং ১—১৩-কে তাহাদের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিবেশক সমিতির অফিস কর্মচারী হিসাবে কার্যাবলী পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করেন। বিবাদী এইক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে দেওয়ানী রিভিশনের দরখাস্ত দায়ের করেন। কারণ তথায় দেওয়ানী আদালতের বন্ধের বিষয় ছিল।

বাদী এইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারা মোতাবেক ইন্সুরেন্স সম্পত্তিকে এই মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন যে তর্কিত আদেশ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪৩ (১) মোতাবেক প্রয়োগযোগ্য। মামলার সমস্ত ঘটনা এবং অবস্থা বিবেচনায় মাননীয় হাইকোর্ট-এর রায়ে বলা হয় যে, তর্কিত আদেশটি জেলা জজ আদালতে প্রয়োগযোগ্য বলিয়াই শুধুমাত্র উক্ত রিভিশনকে বাধা প্রদান করা যাইবে না। *[৪২ ডিএলআর ২২০]*

ধারা ১১৫ (১) এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ৪ ঃ সত্য ঘটনা গোপন করাই ২৩-১১-৮৮ তারিখে জারিকৃত আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিবার জন্য যথেষ্ট। *[৪১ ডিএলআর ২৬২]*

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ৩১ ঃ সত্য ঘটনা এবং দলিল-দস্তাবেজ উপেক্ষা করিয়া নিম্ন আদালতের সাব-জজের বিচারের রায়ের বক্তব্য "পিতাম্বর এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরাই জমির দখলে আছে"— উল্টান।

উপরন্তু বিজ্ঞ সাব-জজ কোন ভিত্তি ব্যতীতই ধরিয়া নিয়াছেন যে, "সামাদ আলীর রায়তি অধিকার বর্তমান ছিল।" যদিও গত শতকের শেষ হইতে বর্তমান শতাব্দির ১৯৯৩ পর্যন্ত সময়কালে উল্লিখিত (বর্ণিত) ক্রয় করা সম্পত্তি তাহার অথবা তাহার পূর্বপুরুষের দখলে ছিল বলিয়া কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। ইহাতে সামাদ আলী এবং

বাদীর দখলী স্বত্ব (ঐ বক্তব্য) ধরিয়া রাখা যায় না। উপরন্তু বিজ্ঞ সাব-জজ বিচার আদালতের বক্তব্য, বাদীর ৪ ও ৬ সাক্ষী সামাদ আলী উত্তরাধিকারী প্রমাণ না করিয়াই এক বাক্যে বলিয়াছেন, "বাদী পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা সামাদ আলীর উত্তরাধিকারী।"

এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত রিভিশন মামলায় (পুনশ্চ বিচারে) স্থান দেওয়া যায় না, যেহেতু ইহাই প্রধান শর্ত হিসাবে উত্থাপন করা হইয়াছে। আপীল গ্রহণযোগ্য। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ১৭৫]*

কয়েদখানায় পাঠান ঃ যখন পুনশ্চ পরীক্ষা করিবার জন্য আদালত কয়েদখানায় পাঠানোর আদেশ দিতে পারে না। উচ্চ আদালত বিচার আদালতে কয়েদখানায় পাঠানোর জন্য না পাঠাইয়াই মামলার সমাধান করিতে পারে। মৌখিক এবং দলিল-দস্তাবেজ সম্বলিত সাক্ষ্য-প্রমাণ রেকর্ডে থাকিলে উচ্চ আদালতের কয়েদখানা পাঠানোর আদেশের প্রয়োজন পড়ে না। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]*

যখন রেকর্ডে, সাক্ষ্য-প্রমাণে কোন প্রকার ভুল বর্ণনা গুণের যথোচিত বিচারের অভাব না থাকে, বিচার আদালত সহযোগী বিষয় সমাধানে এখতিয়ার বহির্ভূত হইলেও কার্যকরী করিতে পারে। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]*

সহযোগী বিষয়ের বক্তব্য যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়াই হইয়া থাকে, ইহা হস্তক্ষেপ করার জন্য খোলা থাকে (করা যাইতে পারে)। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

যেইখানে আপীল চলে সেইখানে রিভিশনের প্রয়োগ ঃ হাইকোর্ট বিভাগ যেখানে আপীল চলে সেখানে ব্যতিক্রমী পরিপন্থীসমূহ বিবেচনায় রেখে যদি রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগ করে, তবে তাহা যেই আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় সেই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন করা যাইবে কি-না এই প্রশ্ন নিরূপণে একটি সাধারণ সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না। আপীলের ব্যবস্থা জেলা আদালতেই থাকুক, আর হাইকোর্ট বিভাগেই থাকুক বর্তমান মামলাটি যেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা আছে সেই আদেশ হইতে উদ্ভূত হওয়ায়, রিভিশন গ্রহণযোগ্য নহে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

পুনঃপরীক্ষা ঃ ১৯৮৩ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা সংশোধন করিবার পর পুনঃপরীক্ষার ক্ষেত্র নিম্ন আদালতের কোন আদেশ পুনঃপরীক্ষা করা যাইবে না, যদি না আদালত এমন ভুল করিয়া থাকে যাহাতে বিচার বিভ্রান্তির অবতারণা করে।

বিবাদীর পক্ষ ইহাতে চেষ্টা করা মামলার আর্থিক মূল্য বিষয়ে ২নং মামলার শুনানির পর দরখাস্তকারিগণ যে আরজি পেশ করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র কালবিলম্ব করিবার চাতুরী মাত্র। যখন মামলার বিচারকার্য শুরু করা হইয়াছে এবং পূর্বের পেশকৃত আর্থিক মূল্য সহকারে অন্যান্য সমস্ত বাধা সৃষ্টি করে না বিধায় ইহা পুনঃপরীক্ষার আওতায় হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনবোধ করে না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

রিভিশন ক্ষমতা অনুপূরক হলফনামায় নূতন তথ্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এখতিয়ার অতিক্রম করিবার ওজর ঃ অনুপূরক হলফনামাটি বিস্তারিত তথ্যাদিসহ আপীল দাখিলের বিলম্বের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিল। হাইকোর্ট বিভাগ বিলম্বের যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পায় এবং বিলম্ব মার্জনার আবেদন জেলা জজ কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহা আদালতের রিভিশন ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে।

[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]

হাইকোর্ট বিভাগ সাক্ষ্যের পুনর্মূল্যমান ধারণের মাধ্যমে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে, এবং এইভাবে যেখানে প্রমাণ কিংবা দলিলপত্রাদির কোনরূপ অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি ঘটে নাই সেইখানে আইনগত একটি ভুলের সূচনা করিল। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

অপর পক্ষের উপর কোন রুল ইস্যু না করিয়াই রিভিশন আবেদনের প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিকার মঞ্জুর করা বৈধও নহে ন্যায্যও নহে। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

রিভিশন এখতিয়ার ঃ আপীল আদালত যেখানে এই তথ্য দেয় যে, মামলায় কোন সমন জারি করা হয় নাই, সেইখানে রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত উদ্‌ঘাটনের উপরে আপীলে বসা হাইকোর্ট বিভাগের কাজ নহে। আপীল আদালত উক্ত তথ্য প্রদানের সময় কোন আইনগত ভুল করিয়াছিল কিনা (যাহার ফলে সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছিল) শুধুমাত্র সেইটিই হাইকোর্টের দেখার বিষয়।

[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ঃ নিম্ন আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিয়াছিল এবং হাইকোর্ট বিভাগ তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কিসের প্রেক্ষিতে ইনজাংশন মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনা না করিয়াই হাইকোর্ট বিভাগের এইরূপ কাজ যথোপযুক্ত ছিল না। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

মামলার একতরফা শুনানির জন্য ধার্যকৃত নহে, এইরূপ একটি দিনে এততরফা ডিক্রি প্রদান করিয়া বিচার আদালত আইনের সুস্পষ্ট লজ্ঘন করিয়াছিল এবং ইহার ফলে উক্ত ডিক্রি বাতিল হইতে বাধ্য। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

নিম্ন আপীল আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষেত্রে রিভিশন আদালতকে ধীরগতিসম্পন্ন হইতে হইবে। হস্তক্ষেপ কাঙ্খিত হইতে পারে যদি নিম্ন আপীল আদালতের রায় সাক্ষ্য-প্রমাণাদির যথাযথ বিবেচনার প্রেক্ষিতে না হইয়া বরং শুধুমাত্র আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া হয়। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

আপীল আদালতের রায় যখন গ্রহণযোগ্য নহে ঃ যখন এই আদালত প্রাথমিক আদালতের কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে, তখন আইন ইহার উপর বিস্তারিত রায় প্রদানের একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ করে। সুতরাং আপীল আদালতের রায় অযত্ন সঞ্চিত ছিল বলিয়া তাহা ন্যায়বিচারকে ব্যাহত করিয়াছিল। তাই আপীলটিকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য আপীল আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

ধারা ১১৫ ও ১৫১ ঃ একটি রিভিশন বিষয়ের পুনরুত্থাপন ঃ রিভিশন মামলায় পুনঃশুনানি এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় পুনরীক্ষণের কোন বিধান অত্র কার্যবিধিতে নাই। আদালত গুণাগুণ বিচারে প্রদত্ত নিজ আদেশ বাতিল করিতে পারে না যদি তাহার এখতিয়ার না থাকে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

নিম্ন আদালতসমূহের যুগপৎ রায় ব্যাহত করার ক্ষেত্রে, যুগপৎ উদ্‌ঘাটন বাতিল করা এবং প্রতিবাদী ইনজাংশনের জন্য একটি মামলা উত্থাপন করিয়াছে — এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া হাইকোর্টের উপর বাধ্যতামূলক ছিল। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

পুনঃশুনানি মামলা খারিজের ডিক্রি বাদী ব্যতীত আর কেউ বাতিল করিতে পারে না। মামলার কোন পক্ষ নহে এমন কাহারও অনুরোধে যদি আদালত ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তবে অবশ্যই তাহা মামলায় গুণাগুণকে প্রভাবিত করিবে এবং বিবাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

রিভিশন মামলায় একতরফা নিষ্পত্তি যখন গ্রহণযোগ্য নহে। মামলার নথিপত্রাদি বরিশাল বেঞ্চ হইতে আদালতের স্থায়ী আসন কর্তৃক চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল এবং আবেদনকারীর অনুরোধক্রমে তাহা শুনানির জন্য ডাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অপরপক্ষকে শুনানি সম্পর্কে অবহিত করা ন্যায়বিচার সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নহে এবং 'রুল'টিকে শর্তহীন করে যেই একতরফা রায় প্রদান করা হইয়াছিল তা পুনরাহূত হইতে বাধ্য। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১১৫ ও আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ সমন জারি না করা সংক্রান্ত উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে রিভিশনে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না যদি না এইরূপ উদ্‌ঘাটন প্রমাণের ভিত্তিতে না হইয়া অযথা সত্য ভ্রষ্ট হয়। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

যেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের বিশেষ ও বস্তুগত বিষয়সমূহ বিচার-বিবেচনাতে নেওয়া হয় নাই সেক্ষেত্রে রিভিশন কোর্ট সাক্ষ্যের বস্তুগত বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত হস্তক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী। *[৪৮ ডিএলআর (এডি) ১৫৪]*

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একবার বিবাদী তাহার উপর সমন জারি অস্বীকার করিলে সঠিকভাবে সমন জারি সম্পর্কে প্রমাণের সমস্ত দায়িত্ব বাদীর উপর বর্তায় যিনি সমন সঠিকভাবে জারি হইয়াছে মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবেন। যখন হইতে সমন সঠিকভাবে জারি হয় নাই মর্মে আদালত সিদ্ধান্ত দিবেন তাহা অযৌক্তিক বা বিপরীত কিছু বলা যাইবে না, হাইকোর্ট বিভাগ এইক্ষেত্রে সাক্ষ্য সম্পর্কে তথা ঘটনাগত প্রশ্নে ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত রদ করিয়া আইনতঃ ভুল করিয়াছেন। *[৪৮ ডিএলআর (এডি) ১৫১]*

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ৪২ নিয়ম ১ ঃ হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল ক্ষমতা তদারকি ক্ষমতা যাহা হাইকোর্ট বিভাগ স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ করিতে পারেন। *[৪৯ ডিএলআর (এডি) ১৫১]*

হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনাল এখতিয়ার ক্ষমতাহীন নহে এবং ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে নিম্ন আদালত কোন বেআইনী কিছু করিলে তদ্রূপ বেআইনী সংশোধন করার ক্ষমতা হাইকোর্টের আছে যদিও মামলার কোন পক্ষ তদ্রূপ ত্রুটি সনাক্ত করে নাই। *[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ১৪৭]*

উপযুক্ত মোকদ্দমায় রিভিশনাল কোর্ট অতিরিক্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিতে পারেন। *[৫০ ডিএলআর (এডি) ১৭]*

উপযুক্ত মোকদ্দমায় রিভিশন কোর্ট অতিরিক্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিবেন। *[৫১ ডিএলআর (এডি) ১৫১]*

নিম্ন আপীল আদালত ঘটনার বিষয়ে সর্বশেষ আদালত। সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে উক্ত আদালত ঘটনার বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তাহা অত্র আদালতের উপর বাধ্যকর যদি না দেখা যায় যে, উক্ত আদালত কোন প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করেননি বা তা পড়তে বা বুঝতে ভুল করেছিলেন এবং ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে কোন বিচারক তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না। *[৫১ ডিএলআর (এডি) ১৪৭]*

নিম্ন আপীল আদালতের ঘটনা সম্পর্কে উপনীত সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার প্রয়োগ বাধ্যকর নহে। যদি উক্ত সিদ্ধান্ত ঘটনাগত উপযুক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য বিবেচনা না করায় বিকৃত হয়। *[১৭ বিএলডি (এডি) ৩৬]*

সাধারণতঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার দায়িত্ব পালনে রিভিশনাল আদালতকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয় নাই — নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সাক্ষ্য পুনঃ বিশ্লেষণক্রমে ঘটনা সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যদি না

নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা না করিয়া অথবা সাক্ষ্য গঠনে বিরাট ভুল নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল না করিয়া থাকে যাহা গুণাগুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *[১৯ বিএলডি (এডি) ১৫৬]*

ধারা ১১৫(১) এবং ১৫১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারা কেবলমাত্র আইনের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেই ভুল সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা ১৫১ ধারার সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উচিত নহে। *[২০ বিএলডি (এডি) ২৭৬]*

ধারা ১১৫ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ৩১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৪১ আদেশের ৩১ নিয়ম-এর বিধান মতে বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত হয় পরিবর্তন করিবে অথবা বলবত করিবে, ইহা আপীল আদালতের উপর বাধ্যকর যেহেতু ঘটনার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার শেষ আদালত আপীল আদালত এবং উভয় প্রকারের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচনাক্রমে তাহার নিজস্ব স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য, বিশেষতঃ যখন ইহা বিচারাদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ২৫৮]*

নিম্ন আদালতের আদেশ মন্দ এবং অনুপযুক্ত বলিয়া যুক্তি দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে হস্তক্ষেপের পূর্বে হাইকোর্ট বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, তাহাতে ফলিত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত দ্বারা ন্যায়বিচার নিষ্ফল হইয়াছে কিনা।
[১৮ বিএলডি (এডি) ১২১]

ধারা ১১৫ ঃ রায়ের কোন বিরুদ্ধ মতামতের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে মৌলিক সাক্ষ্যকে বিবেচনায় আনা যায় ভিত্তিতে বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রদান করা হচ্ছে।
[নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য বনাম এ. হক মুন্সী ; ৫৮ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৫৩৮]

ধারা ১১৫ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৩ বলে ১১৫(২) ধারা সংযোজন করা হয়েছে হাইকোর্ট বিভাগে অতিমাত্রায় রিভিশন মোকদ্দমার প্রভাব সঙ্কুচিত করতে বিশেষতঃ দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এবং প্রতিকার প্রার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে। কিন্তু এই ধরনের কার্যক্রমে আইন প্রণেতাগণ প্রকাশ্যে আইনের অন্যান্য বিধানগুলোর কোন সংস্কার করেন নাই। যেমন কার্যবিধির ৬ ধারা, সিভিল কোর্টস এ্যাক্ট-এর বিধানাবলী এবং স্যুট ভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত আইন। ফলে ১১৫(২) ধারা প্রবর্তনের পরও সেই সমস্ত আইনের বিধানসমূহ অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। সেইজন্য যদি না সুনির্দিষ্ট বিধান তার বিপরীতে সৃষ্টি না করা হয় তবে রিভিশনের এখতিয়ার নির্ণীত হইবে মোকদ্দমার বা কার্য্যক্রমের মূল্যমানের আওতায়।
[এ.এই.এম. খুরশেদ আলী বনাম মোঃ হাসেম আলী ; ৫৮ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ২১১]

ধারা ১১৫ ঃ হাইকোর্ট বিভাগ যখন এর রিভিশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করেন তখন তার এখতিয়ার সম্পূর্ণ বৈধ নিম্ন আদালতের রায় পাল্টাইতে যখন তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে ভ্রমাত্মক অনুসরণ বা মূল সাক্ষ্যের অবিবেচনায় যাহা বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা। *[হাবিবুল্লাহ বনাম শের আরী খান ; ৫৭ ডিএলআর (এডি) ৫৫]*

ধারা ১১৫ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার বিধানমতে রেকর্ড পর্যালোচনাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ রিভিশনাল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারেন। *[শুশোভন গুহ বনাম মাহবুবুল মান্নান চৌধুরী ; ৫৮ ডিএলআর (এইচসিডি) ১০০]*

ধারা ১১৫ ঃ আইনগতভাবে যথাযথ বাছাইক্রমে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আদালতকে আপীল সংক্রান্ত বিষয়ে আপীলের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে তাহার রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। যে আদালতের আপীলের এখতিয়ার আছে কেবলমাত্র সেই আদালতই আইন অনুসারে রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে আদালত আপীলের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না সেই আদালত রিভিশনের ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারেন না। আইন প্রণেতাগণের এইরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না। এইভাবে বিষয়টি সংঘাতমূলক ও বিরোধী তবে কার্যবিধির ব্যবস্থাপনায় এবং দেওয়ানী আদালত আইন, ১৮৮৭ এর আদেশের প্রেক্ষিতে জেলা জজকে রিভিশনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেখানে জেলা জজের আপীলের ক্ষমতা নাই।
[জোসনা আরা আমীন বনাম সুধাংশু বিমল ধর ; ১১ বিএলসি (হাঃবিঃ) ৯৮]

ধারা ১১৫ ঃ জেলা জজ কর্তৃক আইনের বিধান অনুসরণ না করেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করায় হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথভাবেই ডিক্রি বাতিল করেছেন এবং মোকদ্দমা রেকর্ড আইনগতভাবেই পুর্নবিচারের জন্য পাঠিয়েছেন প্রার্থী বি.এস.আর.এস. এর উপকারার্থে। আমরা বিস্মিত রেকর্ডভুক্ত করতে যে বি.এস.আর.এস. অপ্রয়োজনে এই আবেদনটি পেশ করেছেন যার পরিণতিতে মোকদ্দমায় আরো তিন বছর অতিরিক্ত সময়ক্ষেপন হয়েছে।
[বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) বনাম মনোয়ারা বেগম ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ১৯৫]

ধারা ১১৫ ঃ সঠিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আদালত ১৫১ ধারার বিধানমতে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। যেমন, বকেয়া কোর্ট ফি গ্রহণ করিতে পারেন এবং আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন পূর্বতন আদেশ বাতিল করিয়া যাহা আপীলের মেমোরেন্ডাম নাকচ করে।
[হাফেজ আব্দুস ছালাম বনাম সৈয়দ ফজলুল কাদের ; ৫৭ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৬৪০]

নবম খণ্ড

হাইকোর্ট বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ বিধান

ধারা

১১৬। হাইকোর্ট ডিভিশনে যেই খণ্ড প্রযোজ্য ঃ

এই খণ্ডে বর্ণিত বিধানসমূহ কেবল হাইকোর্ট বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই খণ্ডে যেই সমস্ত বিধান বিধৃত তাহা কেবলমাত্র হাইকোর্ট বিভাগের উপর প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকার বাহিরে হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ বসিতেছে। সমস্ত বেঞ্চে এই খণ্ডের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

ধারা

১১৭। এই বিধি হাইকোর্ট বিভাগে প্রযোজ্য ঃ

এই খণ্ড দশম খণ্ড বা বিধিসমূহে বর্ণিত বিধান ব্যতীত এই বিধির সমস্ত বিধান হাইকোর্ট বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত অত্র কার্যবিধির ১২০ এবং ২৯ ধারা মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

ধারা

১১৮। খরচ নির্ধারণের পূর্বে ডিক্রি জারি ঃ

কোন হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করেন যে, স্বীয় মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ারবলে প্রদত্ত কোন ডিক্রি সংশ্লিষ্ট মামলার ব্যয় নির্ধারণের পূর্বেই জারি করা প্রয়োজন, তবে হাইকোর্ট বিভাগ এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত ডিক্রির যেই অংশ মামলার ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই অপরাপর অংশ অবিলম্বে জারি করা হউক ; এবং

ডিক্রির যেই অংশ মামলার ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা মামলার ব্যয় নির্ধারিত হওয়ার অব্যবহিত পর জারি করা চলিবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রি হইয়া যাইবার পর মামলার খরচ নির্ধারণ করিবার পূর্বে সেই ডিক্রি জারি করিবার আদেশ দিবার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের আছে।

ধারা

১১৯। ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহে এমন ব্যক্তি আদালতে বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে না ঃ

অত্র বিধির কোন বিধানবলে কোন ব্যক্তি আদালতে উহার মৌখিক দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগকালে অপরের পক্ষে বক্তব্য পেশ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে না, অথবা আদালত উহার চার্টার অনুসারে ক্ষমতা প্রদান না করিলে কেউ অপরের পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা এডভোকেট সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ব্যাপারে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় বলা হইয়াছে, যাহার অধিকার নাই এমন ব্যক্তি আদালতকে কোন বিষয়ে আহবান করিতে বা সাক্ষী দিতে পারিবে না।

ধারা

১২০। হাইকোর্ট বিভাগের আদিম দেওয়ানী এখতিয়ারভুক্ত যেই সমস্ত ব্যাপারে এই বিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য নহে ঃ

(১) হাইকোর্ট বিভাগ উহার মৌলিক দেওয়ানী এখতিয়ার প্রয়োগকালে এই আইনের ১৬, ১৭ ও ২০ ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারার সহিত ৫৩ আদেশের ৩ নিয়ম মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

দশম খণ্ড

বিধিসমূহ

ধারা

১২১। প্রথম তফসিলের বিধিসমূহের প্রতিক্রিয়া ঃ

প্রথম তফসিলে বর্ণিত বিধিসমূহ এই খণ্ডের বিধান অনুসারে বাতিল বা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিধির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেওয়ানী কার্যবিধিতে সর্বসাকুল্যে ১৫৮টি ধারা এবং এই বিধির প্রথম তফসিলে ৫০টি আদেশ আছে। ধারাগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে, আদেশে তাহা বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে। আদেশগুলি ধারার মতই শক্তিশালী। তবে আদেশগুলি পরিবর্তনীয়।

ধারা

১২২। সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

সুপ্রীম কোর্ট সময়ে সময়ে পূর্বে প্রকাশনার পর তাহার প্রত্যেক বিভাগের কার্যপদ্ধতি ও অধঃস্তন দেওয়ানী আদালতসমূহের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে প্রণীত বিধিবলে প্রথম তফসিলের সমস্ত বা যেকোন বিধি বাতিল, সংশোধন বা সংযোজন করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আদেশ বাতিল, সংশোধন বা সংযোজন করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। তবে এই বিধির ধারাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরিপন্থী কিছু আদেশমালায় থাকিতে পারিবে না। শুধু তাই নহে, অন্য আইনের পরিপন্থী কোন বিধান এই আদেশমালায় করা যাইবে না।

ধারা

১২৩। নিয়ম কমিটির গঠন ঃ

(১) ১২২ ধারায় উল্লিখিত বিষয়ের উদ্দেশ্যে 'নিয়ম প্রণয়ন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(২) উক্তরূপ কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে ঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারপতি, যাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একজন জেলা বিচারক হিসাবে তিন বৎসর কাজ করিয়াছেন ;

(খ) উক্ত আদালতে আইন ব্যবসায়ে রত দুইজন এডভোকেট ;

(গ) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন কোন দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারক ;

(ঙ) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) প্রধান বিচারপতি কমিটির সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন এবং তন্মধ্যে একজনকে কমিটির প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবেন।

অবশ্য প্রধান বিচারপতি নিজেকেও যদি কমিটির একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন, তবে আর দুইজন বিচারপতি কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইবেন এবং সেইক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কমিটির প্রেসিডেন্ট হইবেন।

(৪) উক্তরূপ কোন কমিটির প্রত্যেক সদস্য কার্যকালের মেয়াদ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ; যখন কোন সদস্য অবসরগ্রহণ করিবেন, পদত্যাগ করিবেন, মারা যাইবেন অথবা কমিটির সদস্যরূপে কার্য করিতে অযোগ্য হইবেন, তখন প্রধান বিচারপতি তদস্থলে অপর একজনকে সদস্য নিয়োগ করিবেন।

(৫) প্রত্যেক কমিটির একজন সেক্রেটারী থাকিবেন ; তিনি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় 'নিয়ম কমিটি' গঠনের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। নিয়ম কমিটিতে সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারক, দুইজন এডভোকেট এবং অধঃস্তন আদালত হইতে একজন বিচারক থাকিবেন।

ধারা

১২৪। কমিটি সুপ্রীম কোর্টে রিপোর্ট করিবেন ঃ

বিধি প্রণয়নকারী কমিটি প্রথম তফসিলভুক্ত কোন বিধি বাতিল, সংশোধন বা সংযোজন করার অথবা নূতন বিধি প্রণয়ন করার প্রস্তাব করিলে সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে এবং ১২২ ধারা অনুসারে কোন বিধি প্রণয়ন করার পূর্বে হাইকোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ নিয়ম কমিটি নূতন নিয়ম প্রণয়ন বা পুরাতন নিয়ম পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই প্রতিবেদন বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

ধারা

১২৫। বাতিল করা হইয়াছে।

ধারা

১২৬। নিয়ম অনুমোদন সাপেক্ষ ঃ

উপরোক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত বিধান অনুসারে যেই সমস্ত নিয়ম প্রণীত হইবে, সেইগুলি প্রেসিডেন্টের পূর্ব-অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সুপ্রীম কোর্ট যেই রুল বা নিয়ম প্রণয়ন করিবেন তাহা পূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

ধারা

১২৭। নিয়ম প্রকাশনা ঃ

উক্তরূপে প্রণীত ও অনুমোদিত নিয়মসমূহ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশের তারিখ অথবা নির্ধারিত অপর কোন তারিখ হইতে তফসিলে বর্ণিত নিয়মসমূহের ন্যায়ই বলবত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সুপ্রীম কোর্ট রুল বা নিয়ম প্রণয়ন করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহা অনুমোদন করিবেন এবং সর্বশেষে তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর রুল বা নিয়ম কার্যকর হইবে।

ধারা

১২৮। যেই বিষয় সম্পর্কে অনুরূপ নিয়ম প্রণীত হইতে পারে ঃ

(১) উক্তরূপে প্রণীত নিয়মসমূহ এই বিধিবিধানসমূহের পরিপন্থী হইবে না, তবে এই বিধির বিধানসাপেক্ষে দেওয়ানী আদালতসমূহের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বিধান সম্বলিত হইতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং (১) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাহত না করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বা তন্মধ্যে যেকোন বিষয় সম্পর্কে উপরোক্ত পন্থায় নিয়ম প্রণয়ন করা যাইতে পারে ঃ

(ক) সাধারণভাবে অথবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ডাকযোগে বা অন্য কোন উপায়ে সমন, নোটিস বা অনুরূপ অন্য কিছু জারি করা এবং উহার প্রমাণ সম্পর্কে ;

(খ) ক্রোকী জীবজন্তু বা অন্যবিধ অস্থাবর সম্পত্তি প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, অনুরূপ জীবজন্তু বা অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে ;

(গ) পাল্টা দাবি উত্থাপন করিয়া মামলা করার পদ্ধতি এবং এখতিয়ার নির্ধারণকল্পে অনুরূপ মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ;

(ঘ) বিবাদী পক্ষ যেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষ নির্বিশেষে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি করিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ;

(ঙ) নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কে —

(i) যেইক্ষেত্রে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে পাওনা টাকা সুদসমেত বা সুদ ব্যতীত আদায়ের জন্য মামলা করিয়াছে, উক্ত টাকা যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চুক্তি অনুসারে পাওনা হইয়া থাকে ; অথবা

উক্ত টাকা যদি কোন নির্ধারিত অঙ্কের পাওনা বা দণ্ড ব্যতীত অন্যরূপ পাওনা হইয়া থাকে ; অথবা উক্ত টাকা যদি মূল খাতকের দেনার গ্যারান্টি হিসাবে পাওনা হইয়া থাকে ; অথবা ট্রাস্টের জন্য পাওনা হইয়া থাকে ; অথবা

(ii) যেইক্ষেত্রে জমিদার প্রজার নিকট হইতে বা প্রজার স্বত্বের স্বত্ববান অন্য কাহারও নিকট হইতে বাকি খাজনা বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার দাবিসহ বা ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করিয়াছেন, যদি উক্ত প্রজার স্বত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে অথবা উচ্ছেদের নোটিস দিয়া স্বত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে অথবা বকেয়া খাজনার দায়ে যদি সম্পত্তি বাজেয়াফতকরণের যোগ্য হইয়া থাকে।

(চ) সমন সৃষ্টি করার সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে ;

(ছ) বিভিন্ন মামলা, আপীল ও অন্যবিধ কার্যক্রমের একত্রিকরণ সম্পর্কে ;

(জ) আদালতের রেজিস্ট্রার বা অপর কোন কর্মচারীর উপর জুডিসিয়াল, আধা-জুডিসিয়াল বা নন - জুডিসিয়াল কোন কর্তব্য ন্যস্তকরণ সম্পর্কে ; এবং

(ঝ) দেওয়ানী আদালতের কার্য সম্পাদন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ফরম, রেজিস্টার, খাতাপত্র, কোন খাতাপত্র লেখা ও হিসাবপত্র সম্পর্কে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় কি কি বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন উহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে।

সুপ্রীম কোর্টের এবং অধঃস্তন আদালতসমূহের কার্যবিধি প্রণয়ন করিবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর দেওয়া হইয়াছে। এই কঠিন দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি নিয়ম কমিটি আছে। সেই কমিটি সুপ্রীম কোর্টের নিকট কার্যবিধির আদেশ ও নিয়মের পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য সুপারিশ করেন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট ঐ প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া নিয়ম প্রণয়ন করেন। অবশেষে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করিলে উহা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

ধারা

১২৯, ১৩০ ও ১৩১। বাদ দেওয়া হইয়াছে।

একাদশ খণ্ড

বিবিধ

ধারা

১৩২। কতিপয় মহিলার ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি ঃ

(১) দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে যেই সকল মহিলাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা উচিত নহে, সেই সমস্ত মহিলা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজিরা হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(২) এই বিধি অনুসারে কোন মহিলাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে যেখানে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই, সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী পরোয়ানা জারির ব্যাপারে গ্রেফতারের হাত হইতে উক্তরূপে কোন মহিলা এতদ্বারা অব্যাহতি পাইবেন না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ বাংলাদেশে এমন অনেক মহিলা আছেন যাহারা কঠোর পর্দা করিয়া থাকেন। তাহারা সাধারণতঃ পর-পুরুষের সম্মুখে বাহির হন না। এই সকল মহিলাকে এই বিধি আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়াছে। দেশের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতিকে সম্মান করাই এই ধারার উদ্দেশ্য।

এই ধারার আওতায় কোন পর্দানশীন মহিলাকে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হইতে যে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে আদালত তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না *[১৯২৮ কল. ৮১৪]*। তবে অব্যাহতির মানে এই নহে যে, সে আদালতে কখনও হাজিরা দিবে না। তাহাকে আদালতে ঠিকই হাজিরা দিতে হইবে তবে পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে তাহাকে আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যেমন রেজিস্টারের কামরায় বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে। *[৩৩ সিডব্লিউএন ৬৮১]*

যেখানে সে পর্দা বাদ দিয়াছে এবং একদা সে আদালতে জনসম্মুখে উপস্থিতও হইয়াছিল এমন ক্ষেত্রেও এই ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। *[১৯৪২ কল. ১৪৩]*

ধারা

১৩৩। অন্যান্য ব্যক্তির অব্যাহতি ঃ

(১) সরকারের মতে, কোন ব্যক্তি তাঁহার সামাজিক মর্যাদা বিধায় অব্যাহতি লাভের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইলে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি দান করিতে পারেন।

(২) সরকার সময়ে সময়ে অনুরূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং হাইকোর্টের উক্ত বিভাগে উক্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা রাখা হইবে, এবং হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন যেই যেই আদালতের এলাকাধীনে অনুরূপ ব্যক্তিগণ বসবাস করেন, সেই সেই আদালতেও তাহাদের একটি তালিকা রাখা হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে অনুরূপ সুবিধার অধিকারী কোন ব্যক্তি অব্যাহতি দাবি করে এবং পরে কমিশনের সাহায্যে তাহার জবানবন্দী গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় ; সেইক্ষেত্রে কমিশনের সমস্ত ব্যয় যদি মামলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ বহন না করে, তবে উক্ত ব্যক্তিকেই সেই ব্যয় বহন করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ পর্দানশীন মহিলা ব্যতীতও যেই সকল ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদায় খুব উচ্চ, তাহাদিগকে আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়। সরকার এই সকল ব্যক্তির নাম হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রেরণ করেন।

ধারা

১৩৪। ডিক্রি জারি ব্যতীত গ্রেফতার ঃ

এই বিধি অনুসারে গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তির প্রতিই এই বিধির ৫৫, ৫৭ এবং ৫৯ ধারার বিধানসমূহ যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ পূর্বের দুইটি ধারায় আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য কিছু ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি গ্রেফতার হইতে অব্যাহতি পাইবার যোগ্য নহে। ডিক্রি জারি ব্যতীতও অন্যভাবে এই কার্যবিধির অধীনে কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হইতে পারে। সকল ব্যক্তির জন্য এই বিধির ৫৫, ৫৭ এবং ৫৯ ধারা প্রযোজ্য হইবে।

ধারা

১৩৫। দেওয়ানী পরোয়ানাধীনে গ্রেফতার হইতে অব্যাহতি ঃ

(১) কোন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচার বিভাগীয় অপর কোন অফিসারকে আদালতে গমনের সময়, আদালতে সভাপতিত্ব করার সময় অথবা আদালত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় দেওয়ানী পরোয়ানাধীনে গ্রেফতার করা চলিবে না।

(২) এখতিয়ারসম্পন্ন অথবা এখতিয়ারসম্পন্ন বলিয়া সরলভাবে বিশ্বাস করেন, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনালে কোন বিষয় বিবেচনাধীন থাকাকালে উক্ত বিচার্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ, তাঁহাদের উকিল, মুখতার, রেভিনিউ, এজেন্ট, অনুমোদিত এজেন্ট এবং সমনপ্রাপ্ত সাক্ষিগণ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল সমীপে গমনকালে, হাজির থাকাকালে বা তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারিকৃত পরোয়ানা ব্যতীত অপর কোন দেওয়ানী পরোয়ানাধীনে গ্রেফতার হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(৩) যদি কোন সাব্যস্ত দেনাদারকে অবিলম্বে গ্রেফতারের আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা ডিক্রি জারির জন্য তাহাকে কেন কারাগারে সোপর্দ করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উপধারা (২) অনুসারে অব্যাহতি দাবি করিতে পারিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আদালতে যাইবার এবং আদালত হইতে ফিরিবার এবং আদালতের কাজ করিবার সময় কোন বিচারককে এই বিধির কোন ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করা যায় না। উকিল, মুখতার এবং সাক্ষীদের প্রতিও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

কোন ব্যক্তির জন্য নহে বরং বিচারকর্মের মর্যাদার জন্য আইনের এই বিধান রহিয়াছে।

এই ধারায় প্রদত্ত অব্যাহতি মূলতঃ কোন ব্যক্তির স্বার্থে নহে বরং আদালতের স্বার্থে *[১৪ বিএলআর (এপিপি) ১৩]* বিচার স্থানে যাওয়া-আসা করিতে যে যৌক্তিক সময়ের প্রয়োজন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ১৩৫ ধারার সুবিধা বলবত *[৪ মাদ এইচসি ১৪৫]*। তবে ঐরূপ আসা-যাওয়া করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণ পথ ব্যবহার করিতে হইবে। ইচ্ছা করিয়া বেশি সময় লাগাইবার জন্য তিনি কোন দীর্ঘ রুট ব্যবহার করিতে পারেন না।

[৩৩ বোম্বে এলআর ৪৪]

ধারা

১৩৫-ক। দেওয়ানী পরোয়ানায় আটক এবং গ্রেফতার হইতে সংসদ সদস্যদের অব্যাহতি ঃ

(১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী পরোয়ানাধীনে গ্রেফতার করা বা কারাগারে আটক রাখা যাইবে না ঃ

(ক) কোন আইনসভার সদস্যকে উক্ত আইনসভার অধিবেশন চলাকালে ;

(খ) অনুরূপ আইনসভার কোন কমিটির সদস্যকে উক্ত কমিটির বৈঠক চলাকালে ;

(গ) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এবং অনুরূপ অধিবেশন বা বৈঠকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে কারাগার হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত উপধারায় বর্ণিত বিধানসাপেক্ষে পুনরায় গ্রেফতার করা যাইবে এবং তিনি (১) উপধারা অনুসারে মুক্তি না পাইলে আরও যতদিন আটক থাকিতে হইত, ততদিন তাহাকে আটক রাখা যাইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ সংসদ সদস্য কিংবা সংসদের কমিটি সদস্যকে সংসদ চলাকালে বা সংসদের কমিটির কাজ চলাকালে গ্রেফতার বা আটক করা যায়।

ধারা

১৩৬। জেলার বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি ঃ

(১) ডিক্রি জারি ব্যতীত এই বিধির অপর কোন বিধান অনুসারে যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের বা কোন সম্পত্তি ক্রোকের জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তি যদি সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার বাহিরে অবস্থিত থাকে, তবে আদালত বিবেচনা করিলে গ্রেফতারী পরোয়ানা বা ক্রোকের আদেশনামার একটি নকল এবং তৎসহ গ্রেফতার বা ক্রোক, সংক্রান্ত সম্ভাব্য খরচের টাকা উক্ত ব্যক্তি বা সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত রহিয়াছে, তথাকার জেলা আদালতের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) উক্ত জেলা আদালত উক্ত নকল খরচের টাকা প্রাপ্তির পর উহার কোন কর্মচারী বা উহার অধঃস্তন কোন আদালত দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন, এবং যেই আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা বা ক্রোকের আদেশ জারি করিয়াছেন, সেই আদালতকে উক্তরূপ গ্রেফতার বা ক্রোকের বিষয় অবগত করিবেন।

(৩) এই ধারা অনুসারে গ্রেফতারকারী আদালত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পরোয়ানাকারী আদালতে প্রেরণ করিবেন, যদি না উক্ত ব্যক্তি আদালতে অসন্তোষজনক কারণ দর্শায় যে, কেন তাহাকে প্রেরণ করা হইবে না, অথবা যদি না উক্ত ব্যক্তি পরোয়ানাকারী আদালতে তাহার হাজিরার জন্য কিংবা উক্ত আদালত কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন ডিক্রির টাকা পরিশোধের জন্য উপযুক্ত জামানত দেয় ; এই দুই শর্তের যেকোনটি পূরণ করিলে গ্রেফতারকারী আদালত তাহাকে মুক্তিদান করিবেন।

(৪) বাতিল করা হইয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ আদালতের এলাকার বাহিরে গ্রেফতার এবং ক্রোক করিবার বিধান এই ধারায় বিবৃত হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে যে, যে আদালতে মামলা হইয়াছে সেই আদালতের বাহিরের এলাকার মানুষকে গ্রেফতার করার প্রয়োজন পড়ে। এমতাবস্থায় যেই আদালতে মামলা হইয়াছে সেই আদালত ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য যেই জেলা আদালতে উক্ত ব্যক্তি রহিয়াছে সেই জেলা আদালতে গ্রেফতার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। ক্রোকের বেলায়ও এই বিধান প্রযোজ্য। যেই জেলা আদালতের নিকট অনুরোধ প্রেরিত হয় সেই জেলা আদালত গ্রেফতার এবং ক্রোক করিবার অধিকার রাখেন।

১৩৬(১) ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে, মামলার একপক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ কার্যকরী করিবার জন্য অপর পক্ষকে বিচারকারী আদালতের এখতিয়ারের বাহিরে থাকিতে হইবে। *[৫৭ সি ১২৮০]*

হাইকোর্ট আদিম এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহার অধিক্ষেত্রের বাহিরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞা আদেশ অমান্য করিবার জন্য গ্রেফতার করিতে পারেন।

এই ধারার শর্তাবলী যথাযথভাবে পূরণ করা না হইলে উহা মাত্র একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার জন্য কোন ক্রোক অবৈধ হইবে না। *[এআইআর ১৯৫২ ট্র্যাভ কোং ১৫৯ এফবি]*

ধারা

১৩৭। অধঃস্তন আদালতের ভাষা ঃ

(১) এই বিধি বলবত হওয়ার সময় হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন কোন আদালতের ভাষা যাহা ছিল, সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাই উক্ত অধঃস্তন আদালতের ভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকিবে।

(২) আদালতের ভাষা কি হইবে এবং কোন বর্ণমালার সাহায্যে সেই আদালত সমীপে আবেদনপত্রাদি ও কোন ভাষায় আদালতের বিরবণী লিখিতে হইবে তাহা সরকার ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে অনুরূপ আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত ও অন্যকিছু লিখিতভাবে সম্পাদন করিবার জন্য এই বিধির বিধান রহিয়াছে, তাহা ইংরেজিতে লেখা যাইতে পারিবে, কিন্তু যদি মামলার কোন পক্ষ বা তাহার উকিল ইংরেজি না জানে, তবে তাহার অনুরোধক্রমে আদালতের ভাষায় উক্ত ইংরেজির অনুবাদ তাহাকে সরবরাহ করা হইবে ; এবং এইক্ষেত্রে অনুবাদের খরচ সম্পর্কে আদালত যথাবিহিত আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ অধঃস্তন আদালতের ভাষা কি হইবে তাহা এই ধারার বিষয়বস্তু। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হইয়াছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই ঘোষণার পর আদালতের ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া তর্ক থাকা উচিত নহে।

এই ধারার সহিত ১৮ আদেশের ৫, ৬ ও ৯ নিয়ম মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

দেখা যায় যে, আদালতের ভাষা বাংলাই হওয়া উচিত। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ইংরেজি কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করা যায়। ইংরেজি ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজনবোধে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় উহার অনুবাদ করার নির্দেশ আইন দিয়াছে।

নিম্ন আদালতের ভাষা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ কিনা ঃ এই বিষয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই যে বাংলা ভাষা প্রচলন আইনে এমন কোন অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতার প্রকাশ পায় নাই। আইন পরিষদও বিশেষ আইন সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন অর্থাৎ দেওয়ানী আইন বিষয়ে।

যদি আইন পরিষদ মনে করিতেন যে ৩(১) ধারা বিধির ১৩৭ ধারার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে। তাহা হইলে পরিষদ সেইরূপ নিম্ন আদালতে ইংরেজি ভাষা বর্জন, বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]

ধারা

১৩৮। সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ দিবার ক্ষমতা ঃ

(১) হাইকোর্ট বিভাগ সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিচারক বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিচারককে এই মর্মে নির্দেশ করিতে পারেন যে, যেই সমস্ত মামলার আপীল চলে, সেইক্ষেত্রে সাক্ষীর সাক্ষ্য ইংরেজি ভাষায় ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) কোন বিচারক যদি উপযুক্ত কারণে (১) উপধারায় বর্ণিত নির্দেশ পালন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি সেই কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রকাশ্য আদালতে ডিক্টেশন দিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করাইবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ হাইকোর্টের অধিকার আছে ইহা বলিবার যে, আপীলযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে এই বিধির ১৮ আদেশের ৭ নিয়ম বিবেচনা করিতে হইবে।

ধারা

১৩৯। এফিডেভিটের শপথ কে পরিচালনা করিবেন ঃ

এই বিধি মোতাবেক কোন এফিডেভিটের ক্ষেত্রে —

(ক) যেকোন আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা

(খ) যেকোন অফিসার বা অপর যেই ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগ এই কার্যের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন, অথবা

(গ) সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত অপর কোন আদালত যেই ব্যক্তিকে এই কার্যের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন, তিনি শপথ গ্রহণকারীর প্রতি শপথ পরিচালনা করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ শপথ করিয়া লিখিত কিছু প্রকাশ করার নাম এফিডেভিট। আদালতের বিভিন্ন কাজে এফিডেভিট ব্যবহার করা হয়। যিনি এফিডেভিট করেন তাহাকে শপথ দেওয়াইতে হয়। এই শপথ দেওয়ার অধিকার কাহার আছে তাহা এই ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

ধারা

১৪০। উদ্ধারকরণ প্রভৃতি বিষয়ে এসেসর ঃ

(১) কোন প্রধান বা উপপ্রধান নৌ-সেনাপতির দফতরে কোন উদ্ধারকার্য, নৌ-সংঘর্ষ, মাল সংরক্ষণের পুরস্কার বা গুণ টানিয়া নৌকা তীরবর্তী করার মজুরী সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে আদালত উহার মূল বা আপীল এখতিয়ার প্রয়োগকালে কোন পক্ষের অনুরোধক্রমে প্রয়োজন মনে করিলে আদালতকে সাহায্য করার যোগ্যতাসম্পন্ন দুইজন এসেসরের প্রতি যথাবিহিত সমন দিতে পারিবেন ; এবং তদ্রূপ ক্ষেত্রে উক্ত এসেসরগণ আদালতে উপস্থিত হইয়া আদালতে যথাবিহিত সাহায্য করিবেন।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক এসেসর তাহার উপস্থিতির জন্য আদালতের নির্দেশিত পক্ষের নিকট হইতে অথবা নির্ধারিত অন্য সূত্র হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফি পাইবেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় একটি বিশেষ বিষয়ে এসেসর নিয়োগের এবং তাহাদের খরচ প্রদানের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

ধারা

১৪১। বিবিধ কার্যক্রম ঃ

দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে এই বিধির বিধানসমূহ দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন সমস্ত আদালতের যাবতীয় কার্যক্রমের উপর যথাসম্ভব প্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে এই বিধিতে যেই সমস্ত বিধান প্রদত্ত হইয়াছে সেই সমস্ত বিধান সমস্ত দেওয়ানী এখতিয়ার সম্পর্কে আদালতের উপর প্রযুক্ত হয়। তবে ঐ সমস্ত আদালতের ডিক্রি জারিতে এই বিধান প্রযুক্ত হয় না। প্রবেট, গার্জিয়ানশীপ প্রভৃতি বিষয়ের বিচারকে দেওয়ানী এখতিয়ারযুক্ত বিচার বলা যায়।

এই ধারা জারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না *[(১৯১৪) ৪১ কল. ১, ৪-৫]*। এইজন্য মোকদ্দমা সম্পর্কে অত্র বিধিতে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি ডিক্রি জারির আবেদনপত্রের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের কার্যক্রম বলিতে অত্র ধারায় মোকদ্দমার মত মৌলিক বিষয়গুলির কথা বুঝানো হইয়াছে, যেমন ঃ প্রবেট কার্যক্রম, অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত কার্যক্রম ইত্যাদি *[১৯৩৭ বোম্বে ১৪৪]*। যেই সমস্ত কার্যক্রম স্বীয়সূত্রে উৎপত্তি না হইয়া অন্য কোন মোকদ্দমা হইতে বা অন্য কোন কার্যক্রম হইতে উহার সংশ্লিষ্টরূপে সৃষ্টি হয়, সেইগুলি অত্র ধারার আওতায় আসে না। যখন কোন বিশেষ আইন (বর্তমান মোকদ্দমায় বীমা আইন) তদন্ত ও কার্যক্রমের জন্য কোন কার্যপদ্ধতির যোগান না দেয়, তখন ১৪১ ধারায় নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে। *[২৩ ডিএলআর ৮১]*

পদ্ধতি ঃ ১৪১ ধারার ফলাফল এই যে, মামলার ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি আদিম প্রকৃতির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা যায় না। *[৫ ডিএলআর ২৬৯]*

আদালত কর্তৃক কোন আদেশ প্রদত্ত না হইলে এই ধারার কোন কার্যকারিতাই থাকিবে না।
[৬ ডিএলআর (ডব্লিউপিসি) ১০১]

১৪১ ধারায় সংযোজিত শর্তাবলী কেবলমাত্রই পদ্ধতিগত, ইহা কোন পাকা অধিকার, যেমন আপীল সৃষ্টি করে না। *[২০ ডিএলআর ১২২০]*

কার্যধারা ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানগুলি প্রয়োগ সাধ্য করিবার জন্য সেইগুলি যতদূর সম্ভব কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৮১]*

এই ধারায় "কার্যধারা" বলিতে কি বুঝায় ঃ বিচার বিভাগীয় সাধারণ মত এই যে, "কার্যধারা" যেভাবে ১৪১ ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে শব্দটিকে একটি মামলায় প্রকৃতির মূল বিষয়াদির সহিত সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে, যেমন সেইগুলি নিজেদের মধ্যে উৎপন্ন হয় না সেইরূপ কার্যধারা। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ১৬৮]*

ধারা ১৪১ দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানগুলির অধীন *(Executing proceedings)* নির্বাহী কার্যধারাসমূহ রীট কার্যধারার বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

এইভাবে এমনকি ইহা যদি সাময়িকভাবে মানিয়া নেওয়া হয় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারা রীট কার্য ধারায় প্রয়োগযোগ্য যদিও এই বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে কোন দ্বন্দ্ব নাই যে দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে ক্রোক মামলা পরিচালনার কার্যধারাগুলি রীট কার্যধারায় পাসকৃত রায় কার্যকর করার বেলায় প্রযোজ্য হইবে না। *[৪১ ডিএলআর ৯০]*

এমনকি যদি দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারাটি রীট কার্যধারায় প্রয়োগ করা হয়, ডিক্রি কার্যকর করা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেভাবে দেওয়ানী কার্যবিধিতে দেওয়া আছে সেইগুলি রীট কার্যধারায় প্রযোজ্য হয় না।

এই প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ইহা বলা যথেষ্ট যে, ঠাকুর প্রসাদ বনাম ফকিরুল্লাহ, *[আইএলআর ১৭ এলাহাবাদ ১০৬ পিসি]* মামলার সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা ভালভাবে স্থির হইয়াছে যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারায় উল্লিখিত কার্যধারাগুলি ক্রোক মামলা পরিচালনার কার্যধারাগুলি দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং এমনকি যদি দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারা রীট কার্যধারায় প্রয়োগ করা হয় তখন ডিক্রি কার্যকর করা সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধিতে যেই বিষয়গুলি দেওয়া আছে সেই বিষয়গুলি রীট কার্যধারায় প্রযোজ্য নহে। *[৪১ ডিএলআর ৯০]*

ধারা ১৪১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অধ্যাদেশের "১৪১ ধারাভুক্ত" "কার্যধারা" মূল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে। বিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এর অধীন বিবিধ মামলা ১৪১ ধারার অর্থে একটি কার্যধারা নহে। *[৪২ ডিএলআর ৩৯১]*

ধারা ১৪১ অগ্র-ক্রয়াধিকার কার্যধারার মত একটি মামলার প্রকৃতির মূল বিষয়ে দোবারা নীতি এই বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যায় যে, ঐরূপ কার্যধারায় পাস করা আদেশের ডিক্রির ফলাফল পাইবে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা ১৪১ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারার বিধান মতে, প্রশ্নাত্মক কার্যধারা অগ্রক্রয়াধিকার কার্যধারায় প্রযোজ্য। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

ধারা ১৪১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ৯ ঃ নিম্ন আদালত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কোন অবৈধতা করে নাই যে, আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এর অধীনে পরবর্তী প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য ছিল না। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

ধারা

১৪২। অর্ডার ও নোটিস লিখিত হইবে ঃ

এই বিধির বিধানমতে কোন ব্যক্তির প্রতি যাবতীয় নোটিস ও আদেশ লিখিতভাবে দিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই বিধিতে নানাবিধ আদেশ ও নোটিস দিবার বিধান রহিয়াছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে, এই সমস্ত নোটিস এবং আদেশ লিখিতভাবে দিতে হইবে।

ধারা

১৪৩। ডাকমাসুল ঃ

এই আইন মোতাবেক যেই সমস্ত নোটিস, সমন বা চিঠি ডাকে পাঠাইতে হইবে, সেইগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ডাক-টিকেটের খরচ ও রেজিস্ট্রি করার খরচ ঐগুলি প্রেরণের পূর্বেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ডাক-টিকিট ও রেজিস্ট্রি খরচ হইতে রেহাই দান করিতে পারেন অথবা উহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে কোর্ট ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ দেওয়ানী আদালতে যেই সমস্ত মামলার বিচার হয় সেই সমস্ত মামলার সমস্ত খরচ মামলার পক্ষগণকে বহন করিতে হয়। সরকার যেখানে নিজে বাদী বা বিবাদী সেখানে সরকার পক্ষ হিসাবে নিজের খরচ বহন করেন। তাহা ব্যতীত অন্য কোথাও সরকার খরচ বহন করেন না। বেশির ভাগ ফৌজদারী মামলায় সরকারই বাদী থাকেন ; সুতরাং সরকার সেই সমস্ত মামলার সকল খরচ বহন করেন। এই ধারায় বিশেষ করিয়া ডাক খরচের কথা বলা হইয়াছে।

ধারা

১৪৪। প্রত্যর্পণের দরখাস্ত ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন ডিক্রি পরিবর্তন বা রদ করা হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ বা অন্য কোনভাবে কোনরূপ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কোন পক্ষের আবেদনক্রমে প্রাথমিক আদালত এইরূপ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে উক্ত ডিক্রি যাহা আংশিক বা সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন বা রদ করা হইয়াছে, তাহা আদৌ প্রদত্ত না হইলে পক্ষগণ যেই অবস্থায় থাকিত, তাহাদিগকে সেই অবস্থায় পুনঃস্থাপন ক্ষতিপূরণ করা হয় ; এবং এই উদ্দেশ্যে খরচ পরিশোধ, সুদ পরিশোধ, ক্ষতিপূরণ ও অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা প্রদানের আদেশসহ ডিক্রি রদবদলের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আদালত যথোপযুক্ত আদেশ দান করিতে পারেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে আবেদন করিয়া প্রত্যর্পণ বা অন্যবিধ সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য কোন মামলা দায়ের করা চলিবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারায় প্রত্যর্পণের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। দবির একখানি স্বত্ব ঘোষণার এবং দখল পাইবার জন্য মামলা করিল। মুন্সেফের আদালতে দবির ডিক্রি পাইল এবং সেই ডিক্রি দিয়া জমিখানিতে দখল লইল। বিবাদী সাবেত সাব-জজ আদালতে আপীল করিল, সেই আপীলে দবিরের মামলা ডিসমিস হইল। অর্থাৎ ঐ জমিতে দবিরের কোন স্বত্ব নাই এবং সে দখল পাইবার উপযুক্ত নহে, এইরূপ ঘোষণা সাব-জজ দিলেন। এই অবস্থায় সাবেত এই ধারায় আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। সাবেত দরখাস্ত করিলে মুন্সেফ তাহাকে ঐ জমিখানি প্রত্যর্পণ করিবেন।

যেই ব্যক্তি আহত শুধু সেই ব্যক্তিই এই ধারায় দরখাস্ত করিতে পারে। প্রত্যর্পণের জন্য কোন মামলা করা যায় না।

পুনরুদ্ধার ঃ সাধারণভাবে "পুনরুদ্ধার" বলিতে কোন কিছু যাহা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদালতের পূর্বের কোন ভ্রমাত্মক রায় দ্বারা নেওয়া হইয়াছিল, ইহা তাহার নিকট প্রত্যপর্ণ করা বুঝায়। যখন আদালতের ভ্রমাত্মক রায় পরিবর্তন, রদবদল বাতিল করা হয়, তখনই পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন উঠে। ১৪৪ ধারার বক্তব্য হইল, যখন কোন ডিক্রি পরিবর্তন বা রদবদল হয়, তখনই উক্ত ধারার বিধান অনুসারে পুনরুদ্ধার করা যায়। ভ্রমাত্মক রায় না হইলে পক্ষগণ যে অবস্থায় দখল করিত, পুনরুদ্ধার দ্বারা সেই পুনঃস্থাপন করা হয় *[২৮ ডিএলআর (এডি) ১৩৩]*। আপীলের বাধা ১৪৪ ধারা অনুসারে কোন আদেশকে ডিক্রি হিসাবে গণ্য করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না বা স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে উহার প্রয়োগ ব্যাহত করিবে না। *[৩২ ডিএলআর (এডি) ২১২]*

আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ঃ আদালত কর্তৃক সম্পাদিত কোন ডিক্রি বাতিল করা হইলে, ১৪৪ ধারা নির্বিশেষে আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে উহার প্রত্যর্পণের আদেশ দিতে পারেন। *[১০ ডিএলআর ৬৪৫]*

প্রত্যর্পণের নীতি ঃ যেই নীতির উপর প্রত্যর্পণ প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতেছে, আদালতের ভ্রমাত্মক রায়, আদেশ কিংবা ডিক্রির ফলে যদি কেহ তাহার প্রাপ্য অধিকার বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে ডিক্রি বা আদেশ পরিবর্তন বা রদ হইবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট তাহার সম্পত্তি বা অধিকার প্রত্যার্পত করিতে হইবে। *[৩৪ ডিএলআর (এডি) ২০৮]*

কোন্ কোন্ আইনবলে প্রত্যর্পণ দাবি করা যাইবে ঃ আদালত ১৪৪ ধারা কিংবা ১৫১ ধারার বাহিরে কোন প্রত্যর্পণের আদেশ প্রদান করিতে পারেন না। ১৪৪ (২) ধারায় ইহাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, প্রত্যর্পণের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না। *[১২ ডিএলআর ১২১]*

আপীল ঃ ১৪৪ ধারায় আদালত ভ্রমাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও আপীল করা যাইবে *[৮ ডিএলআর ৫৯৩]*। ১৫১ ধারার আওতায়ও আদালত কোন প্রত্যর্পণের আদেশ প্রদান করিলে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে। *[৩৬ ডিএলআর ৫৪]*

১৪৪ ধারা ও রাষ্ট্রীয় ভূমি দখল আইনের ৯৬ ধারা ঃ রাষ্ট্রীয় ভূমি দখল আইনের ৯৬ ধারার আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রমে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক কোন আদেশ ডিক্রি না হইবার কারণে, সম্পত্তির প্রত্যর্পণ চাহিয়া ১৪৪ ধারার আওতায় কোন আবেদন করা যাইবে না।

প্রত্যর্পণের মৌলিক মূলগত নীতি ঃ প্রত্যর্পণের মূলনীতি হইতেছে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি দ্বারা তাহার কোন অধিকার বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় তখন সেই রায়, আদেশ বা ডিক্রি বাতিলের সময় সে তাহার অধিকার বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণের অধিকারী হইতে পারে এবং আদালতের কর্তব্য যাহাতে সুবিচার হয় তাহা দেখা। সেইরূপ প্রত্যর্পণ আরও বেশি দরকার যদি ভুল রায় বা আদেশ দ্বারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন হয়। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর (এডি) ২০৮]*

একটি ডিক্রি পরিবর্তন বা বাতিল হওয়ার ফলে প্রত্যর্পণের সাহায্যে বা অন্যভাবে লাভের অধিকারী কোন পক্ষ যখন প্রথম দৃষ্টান্ত আদালতে আবেদন পেশ করে তখন আদালতটি এভাবে প্রত্যর্পণ সাধন করিবে যাহাতে পরিবর্তিত বা বাতিলকৃত ডিক্রিটি না থাকিলে পক্ষগণ যে অবস্থান পাইত তাহারা সে অবস্থানে যাইতে পারে।

[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর (এডি) ২১২]

১৪৪(২) ধারায় প্রত্যর্পণ মূল্য ফেরত, সুদ প্রদান ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করে। ১৪৪ ধারার অধীনে লাভ মামলা দ্বারা পাওয়া যায় না।

প্রত্যর্পণের সময় আদালতকে মূল্য ফেরত, সুদ প্রদান ইত্যাদি, খেসারত এবং রায় পরিবর্তন ও বাতিলজনিত মধ্যবর্তী লাভ প্রদানের ক্ষমতাসহ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাও যে মামলা দ্বারা এই ধারার অধীন লাভ পাওয়া যায় না সেহেতু ১৪৪ (২) ধারা ইহা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে।

রায় পরিবর্তন বা বাতিল এই ধারণা বহন করে না যে উচ্চতর আদালত সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে এবং ইহা বিধির ভাষায় যেখানে সেইরূপ কোন নিয়ন্ত্রণকারী শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই তাহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। ইহার উদ্দেশ্য ও সক্রিয়তার সীমা ও ভাষা সীমিত করিবার কোন অকাট্য যুক্তি নাই। বিধির ১৪৪ ধারার অধীন একটি আদেশ ডিক্রি হিসাবে পরিচালনায় অথবা ছোট আদালতে ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপীলের নিষেধ একটি বাধা হইতে পারে না।

বিধির ১৪৪ ধারার অধীনে প্রথম দৃষ্টান্ত আদালতের উপর আরোপিত ক্ষমতার সুবিধা একটি ছোট আদালত পাইতে পারে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর (এডি) ২১২]*

প্রত্যর্পণ একটি ক্রোক মামলা পরিচালনার কার্যধারা বলিয়া ১৪৪ ধারায় উল্লেখ না থাকায় ইহা বুঝায় যে, প্রত্যর্পণ একটি স্বাধীন কার্যধারা।

১৪৪ ধারায় ক্রোক *(execution)* শব্দটি উল্লেখ সজ্ঞানে পরিহার করা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন একটি স্বতন্ত্র আবেদন যদিও ইহার উদ্দেশ্য পূর্বেকার পাসকৃত ডিক্রি পরে বাতিল হওয়ার ফলাফল উদ্ধার করা। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর (এডি) ১০১]*

এই মামলায় মীমাংসিত বিষয়গুলি হইল, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীন প্রত্যর্পণ একটি ক্রোক মামলা পরিচালনার কার্যধারা নহে এবং প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন একটি ক্রোক *(execution)* আবেদন নহে। কিন্তু ইহা একটি স্বাধীন আবেদন ১৪৪ ধারার অধীন একটি প্রত্যর্পণ আবেদন অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন তামাদি আইনের ১৮১ অনুচ্ছেদ।

১৪৪ ধারার অধীনে আবেদন করিবার অধিকার (আবেদনের অধিকার) যেভাবে ১৮১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে তাহা আপীল আদালতের (যেখানে আপীল পেশ করা হয়) শেষ ডিক্রির তারিখ হইতে সঞ্চিত হয়।

দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৫৮৩ ঃ ১৮৮২ সনের পুরাতন দেওয়ানী কার্যবিধি ৫৮৩ ধারার অধীনে মালিককে প্রত্যর্পণ। একটি ক্রোক মামলার *(execution proceedings)* ছিল। প্রত্যর্পণ, ১৪৪ ধারায় ব্যবহৃত এই শব্দটির অর্থ কি হয় —

মালিককে প্রত্যর্পণ বলিতে শুধু কোন আদালতের একটি ভ্রান্ত রায়ের ফলে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা কিছু ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ বুঝায়। এইরূপ প্রত্যর্পণের প্রশ্ন তখন দেখা দেয় যখন ভ্রান্ত রায়টি পরিবর্তন, উল্টাইয়া বা নকচ করা হয়। বিধির ১৪৪ ধারা, যাহা প্রত্যর্পণের বিধান দেয় তাহাতে বলা হইয়াছে, তদনিম্নে প্রত্যর্পণ তখন প্রাপ্য যখন একটি ডিক্রি পরিবর্তন করা বা ঘুরাইয়া দেওয়া হয়।

ভ্রান্ত রায়টি না হইলে পক্ষগণ যে অবস্থানে থাকিত প্রত্যর্পণ দ্বারা তাহাদিগকে সেই অবস্থানে আনা হয়।

[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর (এডি) ২০৪]

মালিককে প্রত্যর্পণ ও ১৫১ ধারার মধ্যে তফাৎ। একটি বাধ্যতামূলক অপরটি ইচ্ছার অধীন।
[(১৯৮২) ৩৮ ডিএলআর (এডি) ২০৪]

ডিক্রি উল্টাইয়া গেলে সম্পত্তি ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক, আপীল আদালত বিচারকারী আদালতের ডিক্রি, ডিক্রির দেনা কমাইয়া সংশোধন করিলে বিক্রি নাকচ করা যায় না বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা যায় না যদি না আদালতে নির্ণীত দেনাদার দেখাইতে পারে যে, যদি মূল ডিক্রি কম মূল্যের হইত তবে কম মূল্যটি মিটাইয়া সে সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া রক্ষা করিতে পারিত।

ধারা ১৪৪ ও ১৫১ ঃ প্রত্যর্পণের নীতি ঃ যখন একটি রায় উল্টাইয়া যায়। এই ভ্রান্ত রায়ের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা ভোগকারী পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সবকিছুর ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হইবে।

১৫১ ধারার অধীন এখতিয়ার ব্যবহার করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আপীলযোগ্য।

যেখানে আদালত দেওয়ানী কার্যবিধি এবং ১৫১ ধারায় কাজ করিবার সময় বিধির ১৪৪ ধারায় দেওয়া একই এখতিয়ার ব্যবহার করে কারণ এই ধারাটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য নহে তখন ১৫১ ধারার অধীনে এখতিয়ার ব্যবহার করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আপীলযোগ্য। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৫৪]*

ধারা ১৪৪ এবং ধারা ৯৬ এস. এ. টি আইন ঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ/অর্জন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারার অধীন একটি মামলায় দেওয়ানী আদালত পাসকৃত একটি আদেশ একটি মামলার ডিক্রি না হওয়ায় দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের প্রয়োগ অনুমোদিত হইবে না। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ৩৪১]*

কেবল আপীল পেশ করাই আপীলকৃত ডিক্রির স্থগিতকারী হিসাবে কাজ করিবে না। আপীল পেশ করা সত্ত্বেও ডিক্রি কার্যকর করা যাইবে। কিন্তু এইরূপ ডিক্রি কার্যকরী করা আপীলের ফলাফলের অধীন। আপীলে ডিক্রি উল্টাইয়া গেলে বিধির ১৪৪ ধারার বিধান মতে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা হইবে। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর (এডি) ১]*

ধারা ১৪৪ ঃ ১৪৪ ধারায় "পরিবর্তিত বা উল্টা" উক্তি এই ধারায় কোন বিশেষ আকারে বা কার্যধারায় অথবা কোন বিশেষ আদালত কর্তৃক প্রত্যর্পণের আদেশ দেওয়ার বিধান এই ধারায় নাই। *[৪০ ডিএলআর ৪৯৬]*

ধারা

১৪৫। জামিনদার কর্তৃক দায়িত্ব পালনের বাধ্যতা ঃ

কোন ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে জামিনদার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন ঃ

(ক) কোন ডিক্রি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে পালনের জন্য, অথবা

(খ) ডিক্রি জারির মাধ্যমে দখলকৃত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য, অথবা

(গ) কোন মামলায় বা তজ্জনিত কোন কার্যক্রমে আদালতের আদেশানুযায়ী কাহারও উপর আরোপিত টাকা পরিশোধ বা অন্যবিধ শর্ত পালনের জন্য।

তবে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই উক্ত ডিক্রি বা আদেশ, তৎকর্তৃক গৃহীত দায়িত্বের অনুপাতে এবং ডিক্রি জারি সম্পর্কে এই বিধির বিধান মোতাবেক জারি করা চলিবে এবং আপীল করিতে চাহিলে সেই ব্যক্তি এই বিধির ৪৭ ধারা অনুসারে পক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, জামিনদারকে এইভাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিতে হইলে আদালত যত দিনের নোটিস দেওয়া বিধেয় মনে করেন, তাহা দিতে হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ ডিক্রির জন্য খাতক বা দেনাদারের পক্ষে অন্য ব্যক্তি জামিনদার হইতে পারে।

আদালত কোন ব্যক্তিকে টাকা দিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন বা অন্য কোন কিছু করিবার আদেশও দিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি জামিন হইতে পারে না। আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির কোন কাজ করিবার জন্য কোন ব্যক্তি জামিন হইতে পারে। ডিক্রি জারিমূলে সম্পত্তি দখল নেওয়া হইয়া থাকিলে উহা প্রত্যর্পণের জন্যও জামিন হওয়া যায়। ঐ জামিনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি বা আদেশ জারি করা যায়। এই বিধির ৫৬ ধারায় গ্রেফতারকৃত দেনাদারের পক্ষে জামিন হইবার ব্যবস্থা আছে ; ২৫ আদেশের ১ নিয়মের, ৩৮ আদেশের ২ নিয়মে, ৩৮ আদেশের ৫ নিয়মে, ৪১ আদেশের ১০ নিয়মে এবং ৪৫ আদেশের ৭ নিয়মে জামিনের ব্যবস্থা আছে।

ধারা

১৪৬। প্রতিনিধি কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে কার্যক্রম ঃ

এই বিধিতে বা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন বিধিতে অন্যরূপ বিধান থাকিলে সেই সমস্ত ক্ষেত্র ব্যতীত যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম অবলম্বন বা দরখাস্ত দাখিল করা চলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অধিকারসূত্রে দাবিদার কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে অনুরূপ কার্যক্রম অবলম্বন বা দরখাস্ত দাখিল করা যাইতে পারে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যেই ব্যক্তি কোন ফায়দা লাভের অধিকারী হইয়াছে, সেই ব্যক্তির অধীনে দাবিদার ব্যক্তি ঐ ফায়দা পাইতে পারে। যাহার বিরুদ্ধে কোন দরখাস্ত করা যায় বা কার্যক্রম শুরু করা যায়, সেই ব্যক্তির অধীনে দাবিদার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ দরখাস্ত বা কার্যক্রম শুরু করা যায়।

ধারা ১৪৬ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ৯ ঃ প্রতিনিধিদের দ্বারা আনীত মামলাগুলি বাদীর মৃত্যুর পর তাহার অধীনে দাবিদার আপীল করিয়া একটি মামলা খারিজের আদেশ নাকচ করিবার আবেদন করিতে পারে। এই প্রেক্ষিতে সাব-জজের খারিজ নাকচ করিবার জন্য আপীলকারীদের মামলা গ্রহণযোগ্য নহে এই সিদ্ধান্ত ভুল।
[৪২ ডিএলআর ৪২৬]

ধারা ১৪৬ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রির আদেশ পূর্বে কি পরে বিবাদী মারা গিয়া থাকিলে মৃত বিবাদীর আইনানুগ প্রতিনিধি দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম মোতাবেক একতরফা ডিক্রি রদ চাহিয়া দরখাস্ত করিতে পারে। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ১৪০]*

ধারা

১৪৭। অক্ষম ব্যক্তির সম্মতি বা চুক্তি ঃ

সমস্ত মামলায় কোন অক্ষম ব্যক্তি পক্ষ থাকিলে, মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত তাহার অভিভাবক বা বান্ধব যদি আদালতের প্রকাশ্য অনুমতিক্রমে তাহার পক্ষে কোন বিষয়ে সম্মতি দান বা চুক্তি সম্পাদন করে, তবে উক্ত সম্মতি বা চুক্তি এইরূপে গ্রাহ্য করা হইবে, যেন উক্ত অক্ষম ব্যক্তি আদৌ অক্ষম নহে এবং সে নিজেই সম্মতি দান করিয়াছে বা চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ যাহারা নাবালক বা উন্মাদ বা অন্য কোন প্রকার অক্ষমতার শিকার, তাহারা আইনতঃ কোন সম্মতি দিবার অধিকারী নহে। তাহাদের পক্ষে আদালতের অনুমতিমূলে অভিভাবক সম্মতি দিলে উহা বৈধ হইবে।

ধারা

১৪৮। সময়ের মেয়াদ বৃদ্ধি ঃ

যেইক্ষেত্রে কিছু করিবার জন্য আদালত এই বিধির বিধানমতে সময় নির্ধারণ বা মঞ্জুর করেন, সেইক্ষেত্রে আদালত সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিলে উক্ত সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহা বর্ধিত করিতে পারেন।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই বিধির অধীন কোন বিষয়ে আদালত সময় মঞ্জুর করিয়া থাকিলে, পরবর্তীকালে আদালত সেই সময়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এই বিধির ৬ আদেশের ১৮ নিয়ম, ৭ আদেশের ১১ নিয়ম, ৮ আদেশের ৯ নিয়ম, ২১ আদেশের ১৭ নিয়ম, ২৫ আদেশের ২ নিয়ম এবং ৪১ আদেশের ১০ নিয়ম প্রাসঙ্গিক।

যেই মামলায় পক্ষগণের মধ্যে কোন চুক্তি হইতে উদ্ভূত একটি দায়িত্ব পালনের জন্য ডিক্রি দ্বারা কোন আদালত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেয় সেক্ষেত্রে ধারাটিতে অভিপ্রেত সময় বৃদ্ধি প্রযোজ্য নহে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ২৩২]*

যখন কোন ডিক্রিতে কোন কাজ করিবার কথা স্পষ্টভাবে অঙ্গীভূত থাকে সেক্ষেত্রে ১৪৮ ধারায় আদালত কর্তৃক দেওয়া সময়ের মধ্যে কোন কাজ করিবার অনুমতি প্রদানের যে বিধান আছে তাহা প্রযোজ্য নহে।
[৩৮ ডিএলআর (এডি) ২৬৫]

ধারা ১৪৮ ও ১৪৯ ঃ আপীল আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে আপীলের স্মারক অগ্রাহ্য করিবার আদেশের নজির হিসাবে কোন শর্ত দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪৯ ধারার অভিপ্রেত নহে। *[৪০ ডিএলআর ৩২৮]*

ধারা

১৪৯। কোর্ট ফি-র ঘাটতি পূরণের ক্ষমতা ঃ

বর্তমানে প্রচলিত বিধির বিধান অনুসারে কোন দলিলে প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি যেইক্ষেত্রে আংশিক বা সামগ্রিকভাবে দেওয়া হয় নাই, সেইক্ষেত্রে আদালত, তাহার সুবিবেচনায়, যেকোন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বকেয়া কোর্ট ফি দেয়ার অনুমতি দিতে পারেন ; এই পর্যায়ে যদি উক্ত বকেয়া কোর্ট ফি পরিশোধ করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট দলিল প্রারম্ভে কোর্ট ফি দেওয়া হইলে যেইরূপ গণ্য হইত, তদ্রূপই গণ্য হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ কোর্ট ফি দেওয়ার জন্য সময় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা এই ধারায় আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এই ধারার সহিত ৭ আদেশের ১১ নিয়ম মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

এই ধারা মামলার বাদীকে একটি বিশেষ সুবিধা দিয়াছে। দবির সাবেতের বিরুদ্ধে তাহার পাওনা টাকা আদায়ের মামলা করিল। ১১ পৌষ তারিখে মামলা না করিলে তাহার দাবি তামাদি হইয়া যাইত। সে ১১ পৌষ তারিখে মামলা করিল। কিন্তু যেখানে তাহার আরজিতে পাঁচশত টাকার কোর্ট ফি দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে সে ১১ পৌষ তারিখে মাত্র দুইশত টাকা কোর্ট ফি দিল। ১১ পৌষের মধ্যে সে সমস্ত কোর্ট ফি দেয় নাই, এই কারণে তাহার মামলা তামাদি হইল না। পরবর্তী সময় আদালতের আদেশমত বকেয়া কোর্ট ফি দিতে হইবে।

কোন মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বলিয়া দাবিকৃত কোন অংকের অর্থের কোর্ট ফি-র ঘাটতি প্রদানের আদেশ দেওয়া যায়। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৮০]*

ধারা

১৫০। আদালতের কার্য হস্তান্তর ঃ

বিপরীত কোন বিধান না থাকিলে যখন এক আদালতের কার্য অপর আদালতের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়, তখন এই বিধি অনুসারে হস্তান্তরকারী আদালতের উপর উক্ত বিষয়ে যেই ক্ষমতা ও কর্তব্য ন্যস্ত ছিল, সেই আদালতের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে, উহার উপরও অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্য আরোপিত হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এক আদালত হইতে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরিত হইতে পারে। এইভাবে স্থানান্তরিত হইলে নূতন আদালত পুরাতন আদালতের মতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

স্থানান্তরিত আদালত কর্তৃক পাসকৃত কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদেশ প্রদানের একই এখতিয়ার ১৫০ ধারার বিধান মতে স্থানান্তরিত আদালতের আছে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ১৫৩]*

ধারা

১৫১। আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে ঃ

ন্যায়বিচারের জন্য অথবা আদালতের পরোয়ানার অবমাননা প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দানের ব্যাপারে আদালতের যেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রহিয়াছে, এই বিধির কোন বিধান দ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ বা কোনভাবে প্রভাবিত হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারা আদালতকে একটি বিপুল ক্ষমতা দিয়াছে। ন্যায়বিচার করিবার জন্য বা আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য আদালত তাহার সহজাত ক্ষমতাবলে যেকোন আদেশ দিবার অধিকার রাখেন।

আইন সমস্ত অবস্থা মোকাবেলা করিবার পূর্ণ বিধান দিতে পারে না। আইন যেই সময় প্রণীত হয় সেই সময়ের পরিস্থিতি আইন প্রযুক্ত হইবার সময় বদলাইয়া যাইতে পারে ; আইন প্রযুক্ত হওয়ার সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে

পারে, যাহা আইনপ্রণেতাগণ আইন প্রণয়নের সময় ভাবিতেও পারেন নাই ; এই সমস্ত কারণে এই ধারায় বলা হইয়াছে, আদালত তাহার নিজস্ব বিবেচনায় সুবিচারের জন্য যেকোন আদেশ দিতে পারিবেন।

বিশ্লেষণ

অত্র বিধি প্রণয়নের এতদবিষয়ে আদালতের যেই সমস্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছিল বর্তমান ধারায় ঐগুলিরই স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। যদি বিদ্যমান সাধারণ নিয়মের কার্যপদ্ধতি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অবিচার সাধিত হয় এবং অন্য কোন প্রতিকার না থাকে, তবে ঐ সমস্ত অবিচার বা অন্যায় ন্যায়বিচারের খাতিরে ভঙ্গ করা যাইবে।

[এ ১৯২৩ এন ২১২]

'প্রকৃত এবং বাস্তব ন্যায়বিচার সাধনকালে অথবা আদালতের পরোয়ানার অপব্যবহার রোধে প্রত্যেক আদালতের ন্যায়বিচারের খাতিরে কাজ করিবার সহজাত ক্ষমতা রহিয়াছে'— এই সুপ্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির বিধানিক স্বীকৃতি দেওয়াই অত্র ধারার মূল উদ্দেশ্য। খামখেয়ালীভাবে অথবা ইচ্ছামত এই সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে না।

[৩ সিএলজে ২৯]

অত্র বিধি দ্বারা আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং পূর্ণতাদায়ক হইল, এই সহজাত ক্ষমতা। কিন্তু যদি অত্র বিধির অন্য কোন বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার সহিত এই সহজাত ক্ষমতার প্রয়োগ অসঙ্গতিপূর্ণ বা দ্বন্দ্বমুখর হয়, তাহা হইলে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে না।

অত্র বিধির ১৫১ ধারা কোন ক্ষমতা প্রদান করে না। বরং কেবল নির্দেশ করে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং আদালতের পরোয়ানার অপব্যবহার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আছে *[১৯৪৫ এএ ৩৭৭]*। ১৫১ ধারা কর্তৃক স্বীকৃত আদালতের এই সহজাত ক্ষমতা অত্রবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ কাজ করিতে প্রয়োগ করা যাইবে না। সুতরাং কোন রায় স্বাক্ষর করিবার পরে উহা পরিবর্তন করিবার বা উহাতে সংযোজন করিবার কোন সহজাত ক্ষমতা আদালতের নাই, কেননা তাহা হইলে উহা হইবে ২০ আদেশের ৩ নিয়মের বিধানসমূহের সরাসরি লংঘন।

[(১৯২৫) ৪ পাট. ১৮০]

যদি বিধিতে কোন সুস্পষ্ট বিধান থাকে যাহা মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির প্রয়োজন মিটাইতে পারে, তবে সেই বিধান অনুসরণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে আদালতের সহজাত এখতিয়ার আহবান করা যাইবে না *[১৯৩১ এএম ৭৯]*। যেক্ষেত্রে কেবলমাত্র অত্র সংহিতায় পরিষ্কার বিধান নাই সেইক্ষেত্রে সহজাত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যাইবে।

সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে নীতি ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে কোন আদেশ প্রদান করা হইলে তাহা আপীলের অধীন নহে।

[২০ ডিএলআর ৯৩৭]

যেইক্ষেত্রে আদালত এবং পক্ষসমূহের উপর প্রতারণা করা হয়, সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আদালত সহজাত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারেন। যেক্ষেত্রে আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ৯০ ধারায় কোন কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারেন না, সেইক্ষেত্রে আদালত ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে ১৫১ ধারা অনুসারে কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারেন।

[২৪ ডিএলআর ১১৩]

যখন প্রতিকার লাভের অন্য কোন উপায় বিদ্যমান থাকে, তখন ১৫১ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না। যেইক্ষেত্রে কেবল প্রতিকার লাভের অন্য কোন বিধান না থাকে, কেবল সেইক্ষেত্রেই ১৫১ ধারার সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে। প্রতিকার লাভের জন্য উহা বিকল্প নহে *[২২ ডিএলআর ৩৮৩]*। যখন কোন প্রদত্ত ডিক্রির বৈধ পৃথক মোকদ্দমার মাধ্যমে দোষারোপ *(Challange)* করা হয়, তখন উহার জারি ৩৯ আদেশের অধীনে নহে, বরং ১৫১ ধারার অধীনে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া স্থগিত করা যাইবে *[২৯ ডিএলআর (এসসি) ২৮২]*। যেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রাপ্তি সাধ্য, সেইক্ষেত্রে ১৫১ ধারা অনুসারে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে না। ভুলক্রমে অনুরূপ এখতিয়ার প্রয়োগ করা হইলে তাহা অপসারণ করা যাইবে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন আদালত নহেন এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে অনুরূপ সহজাত ক্ষমতা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের প্রাপ্তিসাধ্য *(available)* নহে।

[২৭ ডিএলআর ৩৮৮]

যদি বিকল্প প্রতিকার প্রাপ্তিসাধ্য হয়, তাহা হইলে অত্র বিধির ১৫১ ধারা অনুসারে কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নহে।

[২৮ ডিএলআর ২৫২]

যেইক্ষেত্রে আদালতের বা উহার কোন কর্মচারীর ভুলের কারণে কোন বিশেষ পক্ষের প্রতি অবিচার সাধিত হয়, সেইক্ষেত্রে আইনের নিষেধ সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের খাতিরে আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন *[২৭ ডিএলআর ২৩২]*।

অত্র ধারা অনুসারে আদালত মোকদ্দমার সম্পত্তি সম্পর্কে পক্ষগণের অবস্থান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাহাদের স্ব-স্ব অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করিতে পারেন।
[পিএলআর (১৯৪৯) লাহোর ২১৫]

মামলা পুনরুদ্ধারের জন্য নূতন দরখাস্ত ঃ ১৫১ ধারা আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা লইয়া আলোচনা করে এবং দরখাস্ত কিংবা দরখাস্তের কোন পদ্ধতি লইয়া ইহা আলোচনা করে না। অতএব অনুপস্থিতি হেতু মামলার খারিজাদেশের উপর ১৫১ ধারায় ঐ মামলা পুনরুদ্ধারের জন্য কৃত কোন আবেদন পরবর্তীতে একই মামলা পুনরুদ্ধারের জন্য কোন নূতন আবেদনকে বাধাগ্রস্ত করিবে না। *[১০ ডিএলআর ৬৪৫]*

১৫১ ধারা এবং ৪১ আদেশের ২৩ ও ২৫ নিয়ম ঃ কোন মামলা ৪১ আদেশের ২৩ ও ২৫ নিয়মের আওতায় না আসিলে, আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে ১৫১ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।
[১ ডিএলআর ৪৬৬]

আপীল ঃ ১৫১ ধারায় আদালত কাজ করিতেছেন বলিয়া স্পষ্টরূপে পরিগণিত হইলে ১৫১ ধারার আওতায় মামলা পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে কৃত কোন আবেদনের উপর যে আদেশ প্রদান করা হয় উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না। কিন্তু আদালত ১৪৪ ধারার আওতায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে, যদিও ভ্রমাত্মকভাবে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে। *[৮ ডিএলআর ৫৯৩]*

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঃ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৯ আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় আদালত কর্তৃক উহার ব্যাপারে ১৫১ ধারার আওতায় কোনরূপ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নহে।
[৭ ডিএলআর ৬০৬]

কিন্তু *National Bank of India vs. Yakub Mia* মামলাতে বলা হইয়াছে, ৩৯ আদেশ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিস্তারিত বিষয় আলোচিত হয় নাই বলিয়া উক্ত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবার জন্য আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। *[৭ ডিএলআর ৬০৬]*

কার্যক্রম স্থগিতকরণ ঃ কোন কার্যক্রম এই বিধির ১০ ধারায় না আসিলেও আদালত ইহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে ঐ কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারেন। *[২১ ডিএলআর ১৮৩]*

নূতন আইন প্রণয়ন ঃ 'নূতন আইন প্রণীত হইবার ফলে যদি মামলার পক্ষগণের বর্ণনা সংশোধন করিতে হয় তাহা হইলে ঐরূপ সংশোধনের ফলে আইনগত কোন নূতন দায়-দায়িত্ব আসিবে না। *[৩০ ডিএলআর ১৫৮]*

উত্তরাধিকারীর অন্তর্ভুক্তি ঃ আপীল শুনানির সময় যদি ইহা আবিষ্কৃত হয় যে, যাহাকে আপীলের পক্ষ করা হইয়াছিল সে প্রকৃতপক্ষে আপীল দায়েরের আগেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, তখন আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে মনে করিলে ঐ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আপীলে পক্ষ করিয়া নিতে পারেন। *[১২ ডিএলআর ৭৪৫]*

প্রতারণা ঃ আদালত এবং পক্ষগণের উপর প্রতারণা করা হইলে আদালত ১৫১ ধারাবলে উহার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। *[৩০ ডিএলআর (এসসি) ২২১]*

ঘটনার ভুল বর্ণনা প্রদান করিয়া কিংবা আদালতকে ভুল বুঝাইয়া যে আদেশ লাভ করা হয়, ৪৭ আদেশের ১ নিয়মের আওতায় ইহার রিভিউ করিবার প্রয়োজন নাই বরং এই ধারার আওতায় আদালত উক্তরূপ আদেশ বাতিল করিয়া দিতে পারেন। *[৩০ ডিএলআর (এসসি) ২২১]*

পুনর্বিচারের জন্য মামলা প্রদান ঃ ৪১ আদেশের ২৩ নিয়মের আওতায়ই যেকোন আপীল আদালত বিশেষ ক্ষেত্রে কোন মামলা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন তাহা নহে, আদালতও ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঐরূপ প্রেরণ আদেশ প্রদান করিতে পারেন *[৭ ডিএলআর ২৬]*। তবে পরাজিত মামলাকারীকে (যে একটি পূর্ণ বিচার অনুষ্ঠান হারাইয়াছে) শুধুমাত্র সুযোগ দিবার জন্য ১৫১ ধারার আওতায় কোন মামলা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করা যাইবে না। *[৬ ডিএলআর ৩৩]*

৪১ আদেশ শুধু ঐ আদেশের ২৩ ও ২৫ নিয়মের আওতায় একটি মামলা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করিবার অনুমতি দিয়াছে। এই নিয়মের আওতায় পড়ে না এমন কোন পুনর্বিচার প্রেরণ এই নিয়মে নিষেধ করা হয় নাই। অতএব এখানেও ঐ দুই নিয়ম ব্যতীতও ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত কোন মামলা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। *[৭ ডিএলআর ৪৬৬]*

১৪৪ ও ১৫১ ধারা ঃ ১৫১ ধারার আওতায় কোন প্রত্যর্পণ আদেশ যদি ১৪৪ ধারার শর্তাবলীর অধীন কোন প্রত্যর্পণ আদেশের অনুরূপ হয় তাহা হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। *[৫ পিএলআর (ঢাকা) ৪১১]*

আদালত ১৫১ কিংবা ১৪৪ উভয় ধারার অধীনেই প্রত্যর্পণ আদেশ প্রদান করিতে পারেন। ১৪৪ ধারায় আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যর্পণের জন্য কোন নূতন মোকদ্দমা করা যাইবে না। *[১২ ডিএলআর ১২১]*

কখন অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না ঃ অনুপস্থিতজনিত কারণ হেতু খারিজকৃত কোন আদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায় না। তবে শর্ত এই যে, ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। *[২ ডিএলআর ২০৩]*

১। রিভিশন ঃ ১৫১ ধারার আওতায় প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা না গেলে হাইকোর্টে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন করা যাইবে। *[৭ ডিএলআর ৫৭৫]*

২। আবেদন ঃ কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা সম্ভব হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি একই সাথে উক্ত আদেশের বাতিল চাহিয়া ১৫১ ধারার আওতায় কোন আবেদন করিতে পারে না। *[১ ডিএলআর ২৬]*

৩। সংবিধিবদ্ধ প্রতিকার ঃ সংবিধিবদ্ধ প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হইলে ১৫১ ধারার শর্তাবলী আরোপ করিয়া উহা আর লাভ করা যায় না। *[৮ ডিএলআর ৭১৯]*

৪। অন্যান্য প্রতিকার ঃ বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল বা রিভিশনমূলে কোন প্রতিকার আদায়ে সমর্থ হইলে আর ১৫১ ধারার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৫১ ধারা কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৫১ ধারা প্রকৃতপক্ষে মামলার কোন পক্ষকে কোন ধরনের বিকল্প প্রতিকার প্রদান করে না। পদ্ধতিগত নিয়মের অনুপস্থিতির কারণে যাহাতে কাহাকেও প্রতিকারবিহীন না যাইতে হয় উহা রক্ষা করাই এই ধারার মূল উদ্দেশ্য। অতএব এমনিতেই অন্যান্য বিধানের আওতায় যখন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার হইয়াছে যখন ১৫১ ধারার সুযোগ লাভ করা যাইবে না। তবে এই সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম রহিয়াছে। যেমন, অন্য বিধানে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিলেও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই ধারার আওতায়ও প্রতিকার পাইবে যদি কিনা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের ভুলের কারণে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া থাকে।

বিকল্প প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিলে ১৫১ ধারার শর্তাবলী প্রয়োগ করা চলিবে না। যেমন ঃ আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর অধীনে কোন একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা যায়। অতএব এইক্ষেত্রে ১৫১ ধারার আওতায় ঐ ডিক্রির জন্য আর কোন আবেদন করা যাইবে না। *[২ পিএলআর (ঢাকা) ২৮৭]*

অগ্রক্রয় মূল্য ঃ অগ্রক্রয় মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য সময় বৃদ্ধি চাহিয়া এই ধারায় কোন আবেদন করা যায় না। *[পিএলআর (লাহোর) ৭]*

আইনের প্রকাশ্য নির্দেশ ঃ ১৫১ ধারার দোহাই দিয়া আদালত আইনের কোন প্রকাশ্য নির্দেশকে অবেহলা করিতে পারে না। *[১১ ডিএলআর ৭]*

১৫১ ধারা ও স্বত্বাধিকারের মামলা ঃ ১৫১ ধারার অধীনে দাখিলকৃত আবেদনের পরিধি কোন স্বত্ব ঘোষণার ও দখলার্জনের মামলার পরিধির সহিত এক রকম নহে। ১৫১ ধারার আওতায় মঞ্জুরীকৃত কোন প্রতিকার স্বত্ব ঘোষণার কোন মামলাকে প্রতিহত বা বাধাগ্রস্ত করে না। *[৭ ডিএলআর ৫৭৫]*

অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রকৃতি ঃ ন্যায়বিচারের স্বার্থেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় *[২০ সিএলজে ৪৩৩]*। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনের কোন প্রকাশ্য ধারাকে লংঘন করা যাইবে না। *[১৯৫৪ এসসি ৩৪৯]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় যেই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালতের ও পক্ষগণের উপর জালিয়াতি করা হয় সেইক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার একটি আদালতের আছে। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১১৬]*

ইহা সত্য যে, বিধির ১০ ধারার অধীনে অর্থ বিষয়ক মামলার আবেদনকারীদের মামলায় কার্যধারা স্থগিত করিবার কোন প্রতিকার নাই। কিন্তু ন্যায়ের স্বার্থে ১৫১ ধারার সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আবেদনকারীদের অর্থ বিষয়ক মামলায় উক্ত কার্যধারা স্থগিত রাখিতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৩৩]*

কার্যকরীকরণ স্থগিতাদেশ ঃ কোন ডিক্রি কার্যকরী করিবার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ ইহার বৈধতা একটি ভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হইলে ৩৯ আদেশ নহে বরং দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে আদালতের সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগে মঞ্জুর করা যায় *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর (এসসি) ২৮২]*। যদি বিকল্প কোন প্রতিকার পাওয়া যায় অথবা বিধির মধ্যেই বিধান থাকে তখন বিধির ১৫১ ধারার অধীন আবেদন চলিবে না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ২৫২]*

একটি একতরফা খারিজ করা মামলায় বিপরীত পক্ষকে তিন দিনের মধ্যে দশ টাকা প্রদানের আদেশ দিয়া আদালত পুনরায়ন করিল। এই আদেশ দেওয়া হইল যে অন্যথায় মামলাটি খারিজ থাকিয়া যাইবে। এই আদেশটি

আবেদনকারীর আইনজীবিকে দেখানো হয় নাই এবং উনি ইহার বিষয়বস্তু জানিতেন না। তখন তারিখ শেষ হওয়ার পর আবেদনকারী আদালতের আদেশ অনবগতির কারণে মামলা পুনরায়নের জন্য আবেদন করে।

সিদ্ধান্ত ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা মতে, আদালত বা ইহার কর্মকর্তাদের খেলাপের কারণ থাকায় আবেদনকারী আবেদনকৃত প্রতিকারের অধিকারী। *[২৭ ডিএলআর ৩১১]*

প্রশ্ন হইল ডিক্রি স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরাঙ্কিত হওয়ার পর মৃত বাদীর জায়গায় উত্তরাধিকারীদের নাম প্রতিস্থাপিত করিয়া পাসকৃত ডিক্রির মামলার শিরোনাম ও ২২-১-৬৯ তারিখের আদেশ সংশোধন করিবার ক্ষমতা আদালতটির আছে কিনা।

বিজ্ঞ সাব-জজ ইহা লক্ষ্য করিয়া উহা করিয়াছেন যে, ইহা পেশকার এবং আদালতেরই একটি প্রকৃত ভুলের একটি ব্যাপার।

সিদ্ধান্ত ঃ এইক্ষেত্রে আদালতের নিজের একটি ভুল যাহা চরম অবিচার যাহা আদালতের পদ্ধতির অপব্যবহারের কারণ হইতে পারে তাহা সংশোধন করিবার জন্য আদালতের সহজাত অধিকার ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১২৮]*

একবার যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ১৫১ ধারার অধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিলে ন্যায়ের স্বার্থ নিশ্চিত করিবে যাহা আদালতের পদ্ধতি অপব্যবহার রোধ করিবে তখন আদালতকে কোডের কোন বিধান মতে, উক্ত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করিতে বাধা দেওয়া যায় না।

মামলার সম্পত্তিতে ভুলক্রমে একটি ভুল জমিখণ্ড সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আদালত এমনটি ডিক্রির পরে ও মামলা স্থগিত করিবার সময় ভুল সংশোধন করিতে পারে। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ৮১]*

নূতন আইন প্রণয়নের ফলে পক্ষগণের বিবরণের সংশোধন, যখন নূতন আইন নিষ্পন্নাধীন আইনগত প্রতিবিধান সংরক্ষণের বিধান দেয়, তখন পক্ষ সংযোজন বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং সংশোধন পক্ষ সংযোজনের কোন আইনগত ফলাফল অনিবার্য করিবে না। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৫৮]*

Ex. debits Justitiac (অধিকারবলে) নীতির উপর অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটিত নিজের ভুল সংশোধনের জন্য আদালতের সহজাত অধিকার ভারপ্রাপ্ত আইনজীবির রিপোর্ট পক্ষগণকে সাহাম *(sahams)* বন্টনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাব-জজের রায়ের আদেশ অংশের বাহিরে যায় নাই। প্রশ্ন হইল প্রাথমিক ডিক্রির প্রথাগত ত্রুটিগুলি যেইগুলি কেরানী-সংক্রান্ত ধরনের ভারপ্রাপ্ত আইনজীবির সম্পূর্ণ কাজ অকার্যকর করিবে কিনা।

সিদ্ধান্ত ঃ এইরূপক্ষেত্রে *(Ex. debtits Justitiac)* অধিকারবলে নীতি হিসাবে ব্যবস্থা নিতে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা অবলম্বন না করিবার কোন যুক্তি নাই। প্রিভি কাউন্সিলের জে বিহারাম বনাম কেদার নাথ *(Jai Beharam vs. Kedar Nath)* এআইআর ১৯২২ (পিসি) ২৬৯ মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদালতের সাধারণ এখতিয়ারে ন্যায়তঃ ও নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি কাজ করা সহজাত। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ৩৫]*

মামলার বিষয় হইল, বাদী কর্তৃক বিবাদীর নিকট বন্ধক একটি মোটর গাড়ি পুনরুদ্ধার করা। বাদীর মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত গাড়িটির একজন গ্রাহক নিযুক্ত করিবার আবেদন বিচারকারী আদালত নামঞ্জুর করিয়াছে। আদালত অবশ্য বিবাদীকে একত্রিশ টাকার জামানত নির্দেশ দিয়াছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিধির ১৫১ ধারায় বিচারকারী আদালতের ইহা করিবার ক্ষমতা আছে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এসি) ১০৩]*

মামলার অধিকন্তু কার্যধারা স্থগিতকরণ ঃ যেখানে মামলার অতিরিক্ত কার্যধারা স্থগিত করা দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার অধীনে সম্ভব নহে সেইক্ষেত্রে আদালত অবশ্য ন্যায়ের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা বলে ঐ কার্যধারা স্থগিত করিতে পারেন।

বাদীরা বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য একটি অর্থ বিষয়ক মামলা রুজু করে। বিবাদীর মামলাভুক্ত রায়তি জোত জমার উপর (৪) চার আনা শেয়ার দাবি করিয়া আপত্তি আনে। তাহারা অর্থ বিষয়ক মামলার অতিরিক্ত কার্যধারা একই আদালতে পূর্বে আনীত মামলাভুক্ত জোত-জমার ভাগ করিবার জন্য স্বত্বের মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত স্থগিত রাখিবার জন্য একটি আবেদন পেশ করে। উক্ত বিবাদীগণ দাবি করে যে, যেহেতু বাদীপক্ষ উক্ত জোত-জমার ষোল আনা অধিকারী নহে সেহেতু মামলাটি না করিলে বিবাদীগণকে অপূরণীয় ক্ষতি ও আঘাত সহ্য করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ইহা সত্য যে, বিধির ১০ ধারায় আবেদনকারীদের ইচ্ছানুসারে অর্থ বিষয়ক মামলা স্থগিত করিবার কোন প্রতিকার নাই। বিধির ১৫১ ধারার সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ন্যায়ের স্বার্থে আবেদনকারীদের উক্ত মামলা স্থগিত রাখিবার অনুমতি দেওয়া উচিত। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৩৩]*

১৫১ ধারা মতে, যেখানে আদালত বা পক্ষগণের উপর জালিয়াতি সংগঠিত হয় সেইক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপ করিবার সহজাত এখতিয়ার আছে। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১১৬]*

বিষয়বস্তু ভুল অর্থ গ্রহণ করিবার দরুন পাসকৃত আদেশ অথবা আদালতকে ভুল পথে পরিচালিত করিয়া পাওয়া আদেশ নাকচ বা খারিজ করিবার জন্য ১৫১ ধারার অধীনে আদালতের সহজাত-ক্ষমতা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ মতে ঐরূপ আদেশগুলি পুনরীক্ষণের কোন দরকার নাই। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসি) ২২১]*

যদি পক্ষটির উপর কোন প্রতারণা করা হয় যাহার ফলে আদালত বিপক্ষে পরিগণিত হইয়া কোন আদেশ পাস করে তখন ইহা আদালতকে প্রতারণা করা হয় এবং ১৫১ ধারাবলে আদালতে ঐরূপ একটি আদেশ বাতিল করিবার অধিকারী। আদালতটির নিজের কার্যধারা সংশোধনের সহজাত ক্ষমতা ছিল।

যখন কম সময়ে ও কম খরচে বিধির ১৫১ ধারার অধীনে একই প্রতিকার পাওয়া যায় সেইক্ষেত্রে বিলম্ব ও খরচ ঘটাইয়া একটি মামলা করিবার অন্য প্রতিকার একটি বিকল্প প্রতিকার বলিয়া গণ্য করা যায় না।
[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ১০৯]

একটি মামলায় বিকল্প প্রতিকার থাকিলে সেইক্ষেত্রে আদালতের দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত নহে। এই ক্ষমতাগুলি আদালতের পদ্ধতির অপব্যবহার রোধ করিবার ও ন্যায়ের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৩৩]*

যেখানে নির্দিষ্ট ত্রাণ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ১৫১ ধারার অধীন আদালতের সহজাত ক্ষমতা প্রার্থনা করা যায় না। এইরূপ এখতিয়ারের ভুল ব্যবহার অবশ্য অপসারণ করা যায়। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর (এসসি) ১৮৮]*

বিক্রয় বাতিল করিবার মামলায় ১৫১ ধারায় আশ্রয় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা আদেশ ২১ নিয়ম ৯০-এর বিশেষ বিধানগুলি প্রার্থনা করিতে হইবে।

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন আদালত নহে, এবং সেইহেতু ন্যায়ের স্বার্থে সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের প্রাপ্য নহে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৩৮৮]*

যদি বিকল্প প্রতিকার পাওয়া যায় বিধি হইতেই ইহার বিধান থাকে তখন ১৫১ ধারার অধীনে আবেদন প্রযোজ্য হইবে না *[২৮ ডিএলআর ২৫২]*। যাহার ফলে কোন বিশেষ মামলায় প্রযোজ্য স্পষ্ট আইনের বিধান অগ্রাহ্য হইয়া যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ১৫১ ধারার বিধানগুলি প্রাথনা করা যায় না। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ২৩২]*

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য একটি পক্ষকে আদালতের নির্দেশ এই শর্তে দেওয়া হইল যে যদি এই অর্থ কোন এক তারিখের মধ্যে জমা দেওয়া না হয় তাহা হইলে মামলা খারিজ হইয়া যাইবে। আদালতের সময় বৃদ্ধির কোন ক্ষমতা নাই। যেখানে ত্রুটি আদালতের ভুলক্রমে হয় সেখানে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।
[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৭৫]

বিধির ১৫১ ধারার অধীনে আনীত একটি আবেদনে সংবিধিতে দেওয়া একটি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এড়াইয়া যাইতে বা করিবার উদ্দেশ্যে একটি সহজাত ক্ষমতা প্রার্থনা করা যায় না। কারণ একটি ডিক্রি বাতিল করা সরাসরি এইরূপ নিষেধের অধীনে আসে।

এই প্রস্তাবনার একটি ব্যতিক্রম অবশ্য একটি মামলায় মানিয়া নেওয়া হইয়াছে যেখানে একটি পক্ষের ত্রুটি আদালত বা আদালতের কর্মচারীদের ভুলের কারণে হইয়াছে।

একটি ত্রুটিপূর্ণ মামলায় পাসকৃত আদেশ চূড়ান্ত হইলে ইহাকে বাতিল করা যায় না।
[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ২৫৫]

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ পড়তে হইবে আদেশ ৪৩ নিয়ম ১ (ঘ)-এর সঙ্গে। সেইক্ষেত্রে আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর অধীনে পেশকৃত একটি আবেদন নাকচ হওয়ার পর আপীলের সাহায্যে ত্রাণ পাওয়া যায় সেখানে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা প্রযোজ্য নহে। যেখানে আদালতের কর্মচারীদের ভুল হয় সেখানে ১৫১ ধারার আশ্রয় অবলম্বন করা যায়। যেহেতু দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর অধীনে আনীত কোন ব্যক্তির আবেদন ত্রুটির কারণে নামঞ্জুর হইলে আইন তাহাকে প্রতিকারের বিধান দিয়াছে সেইক্ষেত্রে বিধির ১৫১ ধারা প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি থাকিতে পারে যখন ত্রুটিটি আদালতের বা আদালতের অফিসারের ভুলক্রমে ঘটে তখন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে ভুল সংশোধনের জন্য ১৫১ ধারার বিধানগুলির সাহায্যে নিতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ১৫১ ধারার অধীনে আদালত নিজেই নিজের ভুল সংশোধন করিতে পারে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ৫৭]*

হাইকোর্টের পুনর্বিচার সিদ্ধান্ত ঃ ইহা সত্য যে, কোডের ১০ ধারার অধীনে অর্থ বিষয়ক মামলা স্থগিত রাখিবার কোন প্রতিকার আবেদনকারীদের জন্য নাই। কিন্তু ন্যায়ের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া উক্ত মামলার কার্যধারা স্থগিত রাখিতে আবেদনকারীদের অনুমতি দেওয়া উচিত।
[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৩৩]

উভয় পক্ষের সুবিধার প্রশ্নে একটি মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে। কিন্তু একটি মামলা এক এখতিয়ার হইতে অন্য এখতিয়ারে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কেবল এক পক্ষের কিছু সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার সুবিধা একটি ভাল সঙ্গত কারণ হিসাবে খুব কমই বিবেচিত হইয়াছে।

বাদী নিজের একটি পছন্দমত আদালত চাইতে পারে। কিন্তু পক্ষে কিছু অত্যন্ত শক্ত সঙ্গত কারণ উত্থাপন করিতে না পারিলে একটি মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত নহে।

মামলার পক্ষগণের সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবার সুবিধাদি ও খরচের ভারসাম্য মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য একটি ভাল সঙ্গত কারণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন উচ্চতর আদালত কর্তৃক মামলা স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা ব্যবহারের পূর্বে উক্ত পরিস্থিতি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

একটি পক্ষের সুবিধা নহে কিন্তু উভয় পক্ষের সুবিধার ভারসাম্যই একটি মামলা স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য বিচারের মান বা নীতি। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৩]*

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের অধীনে পেশকৃত একটি আপীল নিষ্পত্তির জন্য জেলা জজ দেওয়ানী কার্যবিধিতে দেওয়া কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন। *[৩৭ ডিএলআর ৭১]*

নিজের সহজাত ক্ষমতা গুণেই আদালত কেবল তখনই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবে যখন আবেদনকারী প্রমাণ করিতে পারিবে যে, আবেদনে প্রার্থিত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর না হইলে তাহাকে অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। *[৩৭ ডিএলআর ৮৩]*

বাদী মারা গেল, তৎকারণে মামলা ত্রুটির জন্য খারিজ হইল এইক্ষেত্রে আইনসঙ্গত প্রতিনিধির দ্বারা বিকল্পের আবেদন এবং বাদীর মৃত্যুর ঘটনা আদালতের নজরে আনা হইলে আদালত শুনানির তারিখ ঠিক করিতে পারে না। কারণ বাদী মামলায় যতদূর সম্পর্কিত সেখানে শুনানির জন্য কেহ উপস্থিত নাই। আদালত কর্তৃক তামাদি আইনের ১৭৬ অনুচ্ছেদের বিধান মতে মৃত বাদীর আইনসঙ্গত প্রতিনিধিগণকে বাদীর জায়গায় তাহাদের নাম ৯০ দিনের মধ্যে নথিভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত। বাদীর মৃত্যুর পর শুনানির জন্য আনা হইলে মুন্সেফের মামলা খারিজের আদেশ সম্পূর্ণ ভুল ধারণাকৃত। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা মতে, এই খারিজাদেশ তাহার নাকচ করা উচিত। *[৩৭ ডিএলআর ১৯৩]*

আদেশ ৪৩ নিয়ম ১(ঘ)-এর অধীনে অনুপস্থিতির জন্য মামলা খারিজের আদেশ একটি আপীলযোগ্য আদেশ হওয়ায় আদালতটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে হস্তক্ষেপ করিয়া একটি মামলা নবায়ন করিয়া নথিভুক্ত করার আদেশ পাস করিতে পারে না। *[৩৭ ডিএলআর ২৮৭]*

যেক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি মোচনের জন্য অন্যান্য প্রতিকার পাওয়া যায় সেইক্ষেত্রে ১৫১ ধারার অধীনে মামলায় কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না। *[৩৮ ডিএলআর ২৩১]*

যেখানে আদালত বা আদালতের অফিসারের ভুলের জন্য কোন পক্ষের ক্ষতিসাধন হয় সেখানে ভুল সংশোধনের জন্য ১৫১ ধারা প্রার্থনা করা যায়। *[৩৮ ডিএলআর ২৫৮]*

ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঃ ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় ব্যবহৃত এই উক্তি কোন মামলায় ন্যায়বিচার করিবার জন্য ব্যাপক ক্ষমতার সহজাত অধিকার আদালতের আছে, ইহা স্বীকার করিয়া নেয়। ইহা হইতে এইটি কোন মতে ধারণা করা যাইবে না যে, আদালত আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও নিয়মগুলি উপেক্ষা করিয়া কোন আদেশ দিতে পারে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ৭০]*

বাদীর মামলা সময়মত বিবাদীদের খরচ জমা দিবার জন্য আদালতের আদেশ অমান্য করিবার কারণে খারিজ হয় এবং বাদী খরচ জমা দিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় উক্ত আদেশ বাতিল করিবার জন্য একটি আবেদন পেশ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মামলা পুনরায়ন করা যায়। *[৪২ ডিএলআর ১৯]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯০ অধীনে ১৫১ ধারার অধীন নথিভুক্ত বিলম্ব মার্জনা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন রুজু করা হইল। ন্যায়ের স্বার্থে ইহা মঞ্জুর করিবার সহজাত অধিকার আদালতটির আছে। *[৩৯ ডিএলআর ৩৩৬]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ আরজি প্রত্যাখ্যাত মামলাটি পেশ করিবার সময় মামলার কারণ ছিল স্পষ্টভাবে এই সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া মামলা পেশ করা হইয়াছিল। আরজিটির দোষ-ত্রুটি ছিল না এবং

ইহা বলা যায় না যে, মামলা রুজু করিবার সময় মামলার রায়ের কারণ ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ফলে তাহা আর থাকে না। কারণ বিজ্ঞপ্তিটি মামলার জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি করে নাই। নথির পাতায় কোন সহজাত দোষ না থাকায় আদালতের সহজাত ক্ষমতায় আরজি বাতিল ও প্রয়োজন হয় না। *[৪২ ডিএলআর ৫০০]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রি ঃ সহকারী জজ একতরফা ডিক্রিটি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ হয় প্রাপ্ত কারণে নহে কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় প্রাপ্ত আদালতের সহজাত অধিকার অবলম্বন করিয়া বাতিল করেন। তিনি মামলাটির নিষ্পত্তি পরিচালনাকারী আইনের নির্দিষ্ট বিধানের অধীনে কাজ করার সময় সহজাত ক্ষমতার সাহায্য নিতে পারেন না। এমনকি যদিও বিজ্ঞ সহকারী জজ আপীলকারীর উপর সমন জারি সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই এবং সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনা করিয়া আপীলকারীর উপর সমন জারির প্রশ্নটি আবার নির্ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক বিজ্ঞ সহকারী জজের আদেশ সঠিকভাবেই রদ হইয়াছে আপীল নামঞ্জুর হইল। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ৭৪]*

আইন অর্থাৎ আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ যেখানে নির্দিষ্ট বিধান দিয়াছে সেখানে ১৫১ ধারার অধীনে সহজাত ক্ষমতা প্রার্থনা করা যায় না। সেখানে আদালত অনিচ্ছাকৃত ভুলবশতঃ কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত আদেশ পাস করে সেখানে ১৫১ ধারার অধীনে ত্রাণ পাওয়া যায়। আইনের স্পষ্ট বিধানগুলি আদালতের সহজাত ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যেই সমস্ত বিষয়ে বিধির স্পষ্ট বিধান দেয় সেই বিষয়ে বিধি স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি কোন পক্ষের মামলা তাহার গরহাজিরার জন্য নামঞ্জুর হয় তখন সে বিধিস্থ একতরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য দেওয়া কারণগুলির উপর তাহার মামলা দাঁড় করাইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ১৫১ ধারার অধীন সহজাত ক্ষমতা প্রার্থনা করা যায় না।
[৩৯ ডিএলআর ৬৮]

মূল মামলায়, যাহা হইতে দেওয়ানী পুনর্বিচারের মামলা হইয়াছে, তাহাতে মৃত ১নং বিবাদীর নাম কাটিয়া দিয়া তাহার উত্তরাধিকারীদের নাম পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার অধীন আবেদন প্রকৃত ভুলবশতঃ তাহাদের পক্ষভুক্ত করা হয় নাই।

সিদ্ধান্ত ঃ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য হাইকোর্ট দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় মৃত ১ নং (OP) বিবাদী উত্তরাধিকারিগণকে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়ানী পুনর্বিচারে যুক্ত করিতে পারে। *[৪১ ডিএলআর ১৪৩]*

আদালত যদি সন্তুষ্ট হইতে না পারে যে, ইহার উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা তখন আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করিবে না। *[৪০ ডিএলআর ৪৯৬]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ৬, ৭ ও ১০ ঃ যখন একতরফা শুনানি সমাপ্ত হয় তখন বিবাদীর শুনানির অধিকার থাকে না। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৭-এর অধীনে পূর্বের আবেদন দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে গ্রহণ করা যায় না। আপীলকারীর অসুস্থতার বিষয়ে আদালতের রায় দোবারা নীতি হিসাবে কাজ করে নাই এবং বিচারকারী আদালতকে আপীলকারীর আবেদন আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অধীনে বিবেচনা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং যদি আদালত লিখিত বিবৃতিটি নিজের বিবেচনা ব্যবহার করিয়া গ্রহণ করে তখন আদালতকে অবশ্যই ইহার কারণ জানাইতে হইবে, অন্যথায় উচ্চতর আদালতের এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে। বর্তমান মামলায় যুক্তিসহভাবে বিবেচনা ব্যবহার করা হইয়াছিল। *[৪০ ডিএলআর ১]*

বিবাদী কর্তৃক তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার ব্যর্থতার কারণে একটি মামলা একতরফা শুনানির জন্য নির্ধারণ একটি একতরফা কার্যধারা নহে *[১৯৫৫ ডিএলআর ১১ সংলগ্ন]*। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টে আপোসের অভাবে শুনানির জন্য নির্দেশিত মামলাগুলিকে আদেশ ৯ নিয়ম ৬-এর অধীনে মামলারূপে গ্রহণ করিয়াছিল।
[৪০ ডিএলআর ১]

আদেশ ৯ নিয়ম ৬ এবং আদেশ ১৭ নিয়ম ২-এর অধীনে একজন বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি অনুমতিযোগ্য। *[৪০ ডিএলআর ১]*

বিচারবুদ্ধি ব্যবহার ঃ রীট আবেদনে পক্ষগণের পরস্পর বিরোধী দাবি সকল হাইকোর্ট ডিভিশন যাহা পূর্বে স্থগিত রাখিবার আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিল পরে নাকচ করা উচিত এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ইহা নাকচ করিয়া দেয়। হাইকোর্ট ডিভিশন স্থগিত রাখিবার আদেশ নাকচ করিয়া ক্ষমতার কোন বিধি-বহির্ভূত ব্যবহার করে নাই।
[৪০ ডিএলআর (এডি) ২১৩]

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রি ঃ সহকারী জজ একতরফা ডিক্রিটি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর অধীনে প্রাপ্ত কারণগুলির উপর ভিত্তি করিয়া নহে, কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে আদালতের সহজাত ক্ষমতা অবলম্বন করিয়া বাতিল করিয়াছিলেন— মামলাটি নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণকারী আইনের নির্দিষ্ট বিধানের অধীনে কাজ করিবার সময় তিনি সহজাত ক্ষমতার সাহায্য নিতে পারেন না।
[৪২ ডিএলআর (এডি) ৭৪]

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ঃ নির্বাচনী আবেদন বিচার করিবার সহিত যতদূর সম্বন্ধযুক্ত একটি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ততদূর পর্যন্ত একটি দেওয়ানী আদালত, নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে শপথ গ্রহণ ও দায়িত্ব গ্রহণে বাধা দিয়া অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবার কোন এখতিয়ার ইহার নাই। কারণ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নির্বাচনী আবেদন বিচার করিবার সহিত সম্বন্ধ নহে। *[৪০ ডিএলআর ৫০০]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ১৯ ঃ জেলা জজের আদালত পারিবারিক আদালত কিনা অর্ডিন্যান্সের ১৭(১) ধারার অধীনে পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল "জেলা জজের আদালত" যে গ্রহণ করা হইবে। পরবর্তীটি একটি দেওয়ানী আদালত হওয়ায় ইহার কার্যধারায় দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে। ইহা মনে করিবার কোন উপায় নাই যে, অর্ডিন্যান্সে উল্লিখিত জেলা জজ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একটি পারিবারিক আদালত এবং পারিবারিক আদালতের রায় হইতে আনীত মামলায় *OVXLI*.-এর বিধানগুলি প্রযোজ্য নহে। *[৪২ ডিএলআর ৪৮৩]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর অধীন একটি বিবিধ মামলা না মঞ্জুরকারী পূর্ববর্তী আদেশ নাকচকারী একটি আদেশ বাতিল করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীন আবেদনের সমর্থন যোগ্যতা বজায় রাখিবার যোগ্যতা অনুপস্থিতির কারণে বিবিধ মামলাটি খারিজের একটি আদেশের ফল একতরফা ডিক্রি পাস বাতিল করিবার জন্য একটি আবেদন নাকচ করিবার সমান। ইহা গুণের ভিত্তিতে পাস করা একটি আদেশ নহে, কিন্তু একতরফা আদেশ উভয় ক্ষেত্রে আপীল গ্রহণযোগ্য। হাইকোর্ট ডিভিশনের এই মতামত সঠিক। ইহা বলা যায় না যে সকল পরিস্থিতিতেই দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার অধীনে আবেদন নিষিদ্ধ। যেহেতু বর্তমান মামলায় ১৫১ ধারার অধীনে আবেদনটি বিলম্বের জন্য কোন ব্যাখ্যা না দেখাইয়া অনুপস্থিতির কারণে বিবিধ মামলাটি খারিজের সাত দিন পরে পেশ করা হইয়াছিল, এইরূপ আবেদন আইন সমর্থিত নহে। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]*

প্রধান নৌ-সেনাপতির দফতরের এখতিয়ার প্রার্থনা করিবার স্থিতাধিকার ঃ কোন মালপত্রের চালান রসিদের কেবলমাত্র মালিক, অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা চালানগ্রহীতাই জাহাজের মালিক বা নাবিক দলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে। বাদী বীমা প্রতিষ্ঠান এই বিবরণের কোনটি পূরণ করিতে না পারায় তাহাদের প্রধান নৌ- সেনাপতির দফতরের এখতিয়ার প্রার্থনা করিবার কোন স্থিতাধিকার নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

যেখানে আদালত বা আদালতের অফিসারের কোন ভুল কোন নির্দিষ্ট পক্ষের কিছু ক্ষতিসাধন করে সেখানে এমনকি যদিও একটি বিকল্প প্রতিকারও থাকে তথাপি প্রয়োজনীয় একই ত্রাণ দানের জন্য বিধির ১৫১ ধারার অধীন ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

বিবাদীকে গ্রেফতারের পরোয়ানা যেহেতু মামলাটি অস্থায়ী সম্পত্তিতে অধিকার নির্ধারণের জন্য সাব-জজের বিবাদীকে গ্রেফতার করিবার আদেশ পাস করার এখতিয়ার ছিল না। আদালতের সহজাত এখতিয়ার ব্যবহার করিয়াও এইরূপ আদেশ পাস করা যাইত না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আপীল আদালত কর্তৃক পাসকৃত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সাব-জজের সহজাত ক্ষমতা প্রসারিত করা চলে না। বিধির ১৫১ ধারার অধীন সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া জেলা জজের পাসকৃত আদেশের পরিবর্তন করায় বা বিলম্ব ঘটানোর কোন এখতিয়ার সাব-জজের নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

সহজাত ক্ষমতা ঃ যেখানে আদালত নিজেই ভুল আদেশ পাস করে আদালত সেখানে নিজের সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ঐরূপ ভুল সংশোধন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ যদি আরজিতে প্রকাশিত বিষয়াদি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতে না পারে যে মামলাটি গ্রহণযোগ্য ছিল না তখন পরোক্ষ নিষেধের অজুহাত সাধারণতঃ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ধারণ করা উচিত। বিরল ক্ষেত্রে বিধির ১৫১ ধারা অবলম্বন করা যায়। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

সদৃশ শুনানি ঃ যেখানে দুইটি মামলার পক্ষগণ একই এবং মামলার বিষয়বস্তুও এক সেখানে সংঘর্ষশীল রায় এড়ানোর জন্য মামলাগুলির শুনানি একই নিষ্পন্নাধীন আদালতে হওয়া সব সময় সুবিধাজনক।

বিকল্প অন্যান্য প্রতিকার থাকা সত্ত্বেও আদালতের উপর জালিয়াতির ক্ষেত্রে আদালত বিষয়াদি সংশোধনের নিমিত্ত সহজাত ক্ষমতাদি ব্যবহার করিতে পারে।

ধারা ১৫১ ও ১১৫ ঃ পুনর্বিচারের বিষয় পুনরায় খোলা ঃ কোর্টে পুনর্বিচারের মামলা আবার শুনানি এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে হাইকোর্ট ডিভিশনের প্রদত্ত রায় পুনরীক্ষণের বিধান নাই। আদালতটির এখতিয়ার না থাকিলে আদালত গুণাগুণের ভিত্তিতে পাসকৃত নিজের আদেশ বাতিল করিতে পারে না। হাইকোর্ট ডিভিশনের

অধিকারে বিষয়টি পাইলে প্রার্থিত এইরূপ আদেশ ন্যায়বিচারের স্বার্থে পাস করা যায়। কিন্তু যখন গুণাগুণের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা হয় তখন ইহার এখতিয়ার ও ক্ষমতা শেষ হইয়া যায়। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

ধারা ১৫১ ও ১০ ঃ সদৃশ বিচার ঃ একাধিক মামলা একীভূত করিবার নীতি এই অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দেয় যে, একই পক্ষ দ্বারা আনীত বিভিন্ন মামলায় বিষয়বস্তুর অভিন্নতার সাদৃশ্য আদালত একভাবেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবে। একীভূত করিবার উদ্দেশ্য হইল, একই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যখন মামলার বিষয়বস্তু সরাসরি বা বাস্তবিকভাবে একই তখন তাহাদের মধ্যে মামলার সংখ্যাধিক্য এড়ানো। একীভূত করিবার নীতি দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার অভিপ্রায়ের সহিত সংঘর্ষ করে না অপর পক্ষে ইহা এই ধারায় রক্ষা ও উন্নতি বিধান করে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ২১ নিয়ম ৩৫, ৩৬, ৯৭, ১০০ ঃ উচ্ছেদের ডিক্রি তৃতীয় পক্ষের স্থিতাধিকার ঃ যখন ডিক্রিধারী বা নিলামক্রেতা দখলের জন্য আবেদন করে তখন নিয়ম ৩৫, ৩৬, ৯৫ এবং ৯৬ এবং আদেশ ২১-এর অধীনে একটি তৃতীয় পক্ষের অনুরোধে তাহার স্বত্ব বা দখলের বিষয়ে তদন্ত অভিপ্রেত নহে। যখন ডিক্রিধারীটি দখল নেওয়ার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন নিয়ম ৯৭-এর অধীনে আবেদন পছন্দ করিতে পারে। দখলকারী তৃতীয় পক্ষের অনুরোধে তদন্ত কেবল আদেশ ২১ নিয়ম ১০০-এর অধীনে অভিপ্রেত তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার পরে, আগে নহে। একটি আলাদা-মামলা দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা তৃতীয় পক্ষের আছে বলিয়া বিতর্কিত সম্পত্তির উপর তাহার স্বত্ব ও দখলের দাবির ন্যায় নির্ণয়ের জন্য সহজাত ক্ষমতা ব্যবহারের কোন উপায় ছিল না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

বাদীর অনুপস্থিতিতে আদেশ পাস হইয়া যাওয়ায় এবং বিচার আদালত কর্তৃক মামলার নথিপত্র বা দলিল বিবরণী কিছুদিন নিখোঁজ থাকায় বাদীর অজুহাত অগ্রাহ্য না হওয়ায় মামলাটি সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া পুনরায়ন অবৈধ নহে। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

এই ধারার অধীনে একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয় না। যদিও ইহা ক্ষেত্রবিশেষে হাইকোর্ট ডিভিশন দ্বারা পুনর্বিচারযোগ্য। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

জালিয়াতি মামলায় সম্পূর্ণ কার্যধারাকে অকার্যকর ত্রুটিপূর্ণ করে। জালিয়াতি নজরে আসা মাত্রই মামলাটি কবরস্থ করা আদালতটির কর্তব্য। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১৫১ ও আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ যদিও মামলা খারিজ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল এডমিরালটি কোর্ট *(Admiralty Court)* তাহা সহজাত ক্ষমতাবলে, মামলাটি যে আইনবিধি কোর্টে পেশ করিয়াছিল, তাহাকে ফেরত পাঠান, কিন্তু ইহা এডমিরালটি কোর্টের ক্ষমতাভুক্ত নহে বিধায় ইহা বাতিল করিতে পারে না। কারণ মোকদ্দমা বাতিল করিবার বিষয়টা এডমিরালটি কোর্টের নিয়মনীতিভুক্ত করা হয় নাই। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১৫১ ও ৪১ নিয়ম ১৯ ঃ সহজাত ক্ষমতাবলে কোন আদালত তামাদি আইনের কোন নীতি পরিবর্তন পরিবর্ধনের সূচনা করিতে পারে না। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

ধারা ১৫১ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ও ২ ঃ আদালত যথাযথ মোকদ্দমায় ক্ষুব্ধপক্ষের প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারিক্রমে স্থিতাবস্থা উদ্ধারের জন্য তাহার সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। *[৪৭ ডিএলআর (এডি) ৬]*

মোকদ্দমার ক্ষুব্ধপক্ষের নিকট বাস্তবিক আইনের অন্য কোন প্রতিকার খোলা না থাকিলে আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা মতে তাহার হস্ত যতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিতে হয় ততদূর সম্প্রসারিত করিয়া আদেশ দিতে পারিবেন। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ১৪১]*

শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালতের স্বীয় এখতিয়ারভুক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করা যাইবে না। কিন্তু আদালতের নিজস্ব ভুলের প্রেক্ষিতে ইহা ব্যবহার করা যাইবে। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ৫৭২]*

উপযুক্ত মোকদ্দমায় এমনকি ৩৯ আদেশের ১/২ নিয়ম মতে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারামতে আদালত তাহার নিজস্ব সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেন। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ২৬০]*

যখন আদালতের স্বাক্ষর ও আদালতের সীলমোহযুক্ত মামলা চূড়ান্ত ডিক্রি (নিষ্পত্তি) হইয়াছে তখন আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারাবলে ডিক্রির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৩৪৭]*

এমনকি আদালতের উপর ফ্রড প্র্যাকটিস করিয়া কোন মামলায় ডিক্রি পাস করাইয়া থাকিলেও উপযুক্ত মামলায় আদালত কর্মহীন হইয়া পড়িলেও রায় ঘোষণার পর ও ডিক্রি স্বাক্ষরের পরে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা মতে আদালতে নিজস্ব সহজাত ক্ষমতাবলে দরখাস্ত গ্রহণ করিতে পারেন। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৫৮৩]*

পক্ষের নিজস্ব কোন ত্রুটি নাথাকিলে পক্ষের ভোগান্তি সম্পর্কে আদালত নিশ্চুপ থাকিবেন না বরং দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় তাহার নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। *[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ৪৯৩]*

যখন নিম্ন আদালত সহজাত এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া তাহার নিজস্ব পুনর্বিবেচনার জন্য ন্যায়বিচারের স্বার্থে শুনানির সুযোগ মঞ্জুর করেন, তবে তাহা তাহার এখতিয়ারহীন না হওয়ায় উক্ত আদেশের প্রতি হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। *[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ১৫০]*

ডিক্রি প্রদানের পর এবং পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি হইলে পর জারি আদালতের করার জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। *[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ১৫০]*

যখন আদালত সন্তুষ্ট হইবেন যে, পক্ষটি আইন তাহার নিজ হাতে নিয়া মোকদ্দমা দায়েরের সময়কার স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছে, আদালত অবশ্যই অস্থায়ী বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করিয়া পক্ষকে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা বহাল করিতে বাধ্য করিবেন। *[১৫ বিএলডি (এইচডি) ১৮৫]*

যখন আদালতের উপর ফ্রড করিয়া ডিক্রি অথবা আদেশ হাসিল করা হইয়াছে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার বিধান মতে আদালতের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে তদ্রূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার দিতে। কিন্তু যেখানে ফ্রড মোকদ্দমার পক্ষের উপর করা হইয়াছে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারাতে তাহার জন্য কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষের উচিত হইবে তর্কিত ডিক্রি বা আদেশ রদ-রহিতের দাবিতে নিয়মিত মোকদ্দমা করা। কোন মোকদ্দমায় ফ্রড যদি আদালত ও পক্ষের উপর করা হইয়া থাকে তবে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারাবলে আদালত তাহার সহজাত ক্ষমতাবলে হস্তক্ষেপ করিবেন। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৫৯৬]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারা কেবলমাত্র আইনের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় যেই ভুল সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা ১৫১ ধারার সহিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উচিত নহে। *[২০ বিএলডি (এডি) ২৭৬]*

আইনে স্বীকৃত যে, ১৫১ ধারার সুযোগ দেওয়া যায় না যখন প্রতিকার পাওয়ার জন্য আইনে বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। যখন এমন কোন বিধান থাকে না প্রতিকার পাওয়ার জন্য, ১৫১ ধারার অধীনে আদালত তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রতিকার দিতে পারেন। ১৫১ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারা যায় — আদালত কর্তৃক, যখন আদালত সন্তুষ্টি হন যে, আদালতের প্রসেসের খারাপ প্রয়োগ বন্ধ করা অথবা যখন ন্যায়বিচারের দাবিতে ভ্রমাত্মক নালিশ পুনঃবিবেচনা করা আবশ্যক। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ১৪]*

আদালত তাহার সহজাত ক্ষমতাবলে, তাহার উপর ফ্রড করিয়া কোন আদেশ হাসিল করিলে, তাহা পুনঃ ডাকিতে পারেন। মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদনে এবং জারি মোকদ্দমা না থাকিলে কর্মহীন আদালত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারে না। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ২৮৫]*

ধারা

১৫২। রায়, ডিক্রি ও আদেশ সংশোধন ঃ

রায়, ডিক্রি বা আদেশ লিখিবার ভুল বা গাণিতিক ভুল থাকিলে অথবা ঘটনাক্রমে ঐগুলিতে কোন কথা বাদ পড়িয়া যাওয়ার দরুন ভুল হইয়া থাকিলে, যেকোন সময় তাহা আদালতের নিজ উদ্যোগে বা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে সংশোধন করা যাইতে পারে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ রায়, ডিক্রি বা আদেশের মধ্যে লিখিবার ভুল বা গণিতের ভুল হইতে পারে। এই সমস্ত ভুল বা বিচ্যুতি আদালত নিজেই কিংবা পক্ষগণের দরখাস্তমূলে যেকোন সময় সংশোধন করিতে পারেন।

যেইক্ষেত্রে ১৫১ ধারা অনুসারে প্রতিকার চাওয়া হয়, কিন্তু ১৫১ ধারা আকর্ষিত হয় না, সেইক্ষেত্রে আদালত ১৫২ ধারা অনুসারে ভুল সংশোধন প্রতিকার মঞ্জুর করিতে পারেন। আকস্মিক ফসকান বা বিচ্যুতির বা অসতর্কতার কারণে কোন ভুল হইলে তাহা আদালত কর্তৃক সংশোধন করা যাইবে। *[২৯ ডিএলআর ৮১]*

অত্র ধারার আলোকে আকস্মিক বিচ্যুতি হইতে কোন ভুল হইলে *[(১৯২৯) ১১ লাহোর এলজে ৩৭]* এবং আকস্মিক ফসকান হইতে কোন ভুল হইলে *[(১৯২৯) এএ ৩৩৭]* আদালত তাহা শুদ্ধ করিতে পারেন।

১৫২ ধারা অনুসারে কোন পক্ষও রায়, ডিক্রি বা আদেশ সংশোধনের জন্য আবেদন করিতে পারে। তবে এইরূপ আবেদন করিবার জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত নাই *[পিএলডি ১৯৬১ লাহোর ৫৭৯]*। অত্র ধারা অনুসারে সংশোধনের আদেশ ডিক্রি কিংবা আদেশ হিসাবে আপীলযোগ্য নহে। *[এআইআর ১৯৩৬ বোম্ব ৩৮৯]*

রায় স্বাক্ষরিত হইবার পর সংশোধন ঃ আপীলের স্মারকলিপিতে *Cause title*-এ কোন ভুল থাকিলে উহা আদালত ১৫৩ ধারার বিধান সত্ত্বেও মামলার রায় স্বাক্ষরিত হইবার পরেও সংশোধন করা যায়। ১৫২ ধারার ভাষা ব্যাপক অর্থবোধক। ইহা সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্তর্ভুক্ত করে যাহার উৎস ডিক্রি বা রায় ব্যতীত অন্য কোথায়ও হইতে পারে। *[২২ ডিএলআর ১৩০]*

১৫১ ও ১৫২ ধারা ঃ ১৫১ ধারার আওতায় প্রতিকার প্রার্থিত হইল কিন্তু প্রতিকার প্রদান সম্ভব না হইলে আদালত ১৫২ ধারার আওতায় কোন ভুল সংশোধন করিয়া বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে প্রতিকার প্রদান করিতে পারেন। *[২৯ ডিএলআর ৮১]*

ভুল বিচ্যুতি নির্ধারণের মানদন্ড ঃ রায়, ডিক্রি বা আদেশের কোন ভুল বা বিচ্যুতি নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত কিংবা দুর্ঘটনাপ্রসূত কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে, রায় বা ডিক্রির মধ্যে বিচারক যখন রায় বা ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন উহার মধ্যে তখনকার তাহার ইচ্ছার প্রতিফলন আছে কিনা ; যদি থাকে, তাহা হইলে ঐ রায় বা ডিক্রির ভুলকে কোনক্রমেই অনিচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাপ্রসূত ভুল বা বিচ্যুতি বলা যাইবে না *[২৮ ডিএলআর ৩৯২]*। ইচ্ছাকৃত কোন ভুল বা বিচ্যুতি আদালত সংশোধন করিতে পারে না। *[৫ ডিএলআর (এফসি) ৬৮]*

ডিক্রি সংশোধন ঃ নোটিস প্রদান না করিয়া কোন ডিক্রি সংশোধন করা উচিত নহে *[৩৯ সিডব্লিউএন ১২৯৫]*। কোন কারণে ন্যায়পর বিরোধী হইলে ডিক্রি সংশোধন করা ঠিক নহে।

জারি করিবার জন্য কোন ডিক্রি কোন আদালতে পাঠানো হইলে ঐ আদালতে ডিক্রির কোন ভুল সংশোধন করিতে পারে না যদিও উক্ত ভুল আপাতঃ লক্ষণীয় হয়। *[৬৫ আইসি ৭১০]*

কেবলমাত্র ডিক্রি প্রদানকারী আদালতই উহার ডিক্রি সংশোধন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সংশোধনের মাধ্যমে উহা রায়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে পারিবেন। *[১৯ সিডব্লিউএন ১২২৮]*

সম্পত্তির বর্ণনা সংশোধন ঃ দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির ভুল বর্ণনার উপর মামলা দায়ের হইয়া থাকিলে উক্ত ভুল আর সংশোধন করা যায় না *[১৬৪৮ মাদ. ১৩]*। তবে আরজিতে কোন ভুল থাকিলে উহা সংশোধনযোগ্য। *[১৯৫০ মাদ. ৭৫১]*

ডিক্রির সংশোধন দ্বিতীয় বার আপীল হওয়ার পর কোনও ব্যক্তি নিম্ন আদালতে জারিকৃত আদেশের সংশোধন করিবার প্রার্থনা ঃ সঠিক পন্থা হইবে নিম্ন আপীল আদালতে আদেশের সংশোধন না চাহিয়া উচ্চ আদালতে ত্রাণের জন্য আরজি (দরখাস্ত) পেশ করা। *[ডিএলআর ২৬৩]*

কোন ভুল ভ্রান্তি যদি হঠাৎ ঘটে বা করা হয় অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হইয়া থাকে উহা আদালত সংশোধন করিতে পারে। *[ডিএলআর ৮১]*

বিচারের রায়ে লেন-দেন সম্পর্কীয় কিছুই বলা হয় নাই, ডিক্রিতে অবশ্য লেন-দেনের বিবরণ দেওয়া ছিল, কিন্তু পক্ষগুলির যাহা চাহিদা উহা সেইরূপ নহে।

মামলাটির রিভিওর (পর্যালোচনা) প্রয়োজন হইবে। *[ডিএলআর ৩৪ (এডি) ৪২]*

বিচারের রায়, ডিক্রি বা আদেশের ভুলভ্রান্তি। হঠাৎ অথবা অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাতসারে করা হইয়াছে কিনা। প্রমাণ করিতে রায় দেওয়ার সময়ে বিচারকের ইচ্ছা কি ছিল যাচাই করিয়া যদি দেখা যায় রায়ের সহিত উহা সঙ্গতিপূর্ণ। তবে রায়ের ভুলভ্রান্তি, অনিচ্ছাকৃত বা অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে করা হইয়াছে বলা যাইবে না। *[ডিএলআর ৩৯২]*

প্রাথমিক ডিক্রি তৈরিতে কোন ভুল ঃ যাহার ফলশ্রুতিতে কোন সম্পত্তি মামলার বিচার্য সম্পত্তি হইতে বাদ রহিয়াছে এবং রায়ে উহা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, আইনের ১৫২ ধারা মতে উহা সংশোধনযোগ্য, যদিও প্রাথমিক রায় বহাল থাকিবে। *[৩৫ ডিএলআর (এডি) ১২৫]*

আদালত ডিক্রিকে বিচার রায়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিতে যেকোন সময় (অনির্দিষ্ট সময়কালে) দেওয়ানী আইনের ১৫২ ধারার সাহায্য নিতে পারে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ১২৫]*

বিধির ১৫২ ধারা ডিক্রির কারণিক ভুল অথবা গাণিতিক ভুল সংশোধন বিবেচনা করে। কিন্তু মূলগত কোন ঘটনা প্রকৃতির পরিবর্তন বা সংশোধনের অনুমতি দেয় না। *[৪৭ ডিএলআর (এডি) ৯]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫২ ধারার বিধান ১৫১ ধারার বিধানের অনুরূপ। ইহা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আদালত তাহার নিজস্ব ত্রুটি তাহার সহজাত ক্ষমতাবলে সংশোধন করিতে পারিবেন। *[৫০ ডিএলআর (এডি) ২১৩]*

ধারা

১৫৩। সংশোধন করিবার সাধারণ ক্ষমতা ঃ

আদালত যেকোন সময় এবং খরচ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত যেকোন শর্তাধীনে কোন মামলার কার্যক্রম সংক্রান্ত যেকোন ভুলক্রটি সংশোধন করিতে পারেন ; এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংশোধন মামলার সংশ্লিষ্ট প্রকৃত প্রশ্ন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে করা হইবে।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই বিধির ৬ আদেশের ১৭ নিয়ম আরজি এবং জবাব সংশোধনের বিধান দিয়াছে। আর এই ধারা রায়, ডিক্রি এবং আদেশ সংশোধনের বিধান দিয়াছে।

আইনগত নীতির অধীনে সংশোধন ক্ষমতা ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির আওতায় সংশোধন ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বৈধ নীতির অধীনে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। আদালত এমনভাবে ১৫৩ ধারার আওতায় কোন সংশোধন আদেশ দিতে পারেন না, যাহার ফলে পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত তর্কিত বিষয় পরিবর্তিত হইয়া অন্য একটি নূতন মোকদ্দমার জন্ম দিবে। *[৩ ডিএলআর (পিসি) ৩১০]*

বাদীর নাম সংশোধন ঃ বাদীর নাম যেকোন সময় সংশোধন করা যাইবে, উহার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রশ্ন আসে না। *[১৩ ডিএলআর ৪৮১]*

সম্পত্তির সঠিক বর্ণনা ঃ সম্পত্তি অন্য কোনভাবে সনাক্তযোগ্য হইলে উহার ভুল বর্ণনা খুব মারাত্মক নহে এবং আবেদনটি সংশোধনযোগ্য। *[১২ ডিএলআর ৬২৬]*

ভুলক্রমে মৃত ব্যক্তিকে মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা হইলে আদালতে তাহার স্থলবর্তী প্রতিনিধিগণকে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫৩ ধারার বিধানমতে পক্ষভুক্ত করার আদালতে ক্ষমতা আছে। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ১১৮]*

ধারা

১৫৪। আপীলের বর্তমান অধিকার ঃ

এই বিধি বলবত হওয়ার সময় কোন পক্ষে আপীলের অধিকার জন্মিয়া থাকিলে এই বিধির কোন বিধান দ্বারা তাহা প্রভাবিত হইবে না।

ভাষ্য

বিষয় ঃ এই ধারা আপীলের অধিকারকে বলবত রাখিয়াছে।

ধারা

১৫৫। কতিপয় আইন সংশোধন ঃ

চতুর্থ তফসিলে উল্লিখিত আইনসমূহ এতদ্বারা উক্ত তফসিলের চতুর্থ কলামের বর্ণনামত সংশোধিত হইল।

ভাষ্য

বিষয় ঃ চতুর্থ তফসিলে যাহা করা হইয়াছে তাহা এই ধারা অনুমোদন করিয়াছে।

ধারা

১৫৬। বাতিল করা হইয়াছে।

১৫৭। বাতিল করা হইয়াছে।

১৫৮। বাতিল করা হইয়াছে।

সার-সংক্ষপ

প্রাথমিক বিষয়াদি

দেওয়ানী কার্যবিধির উদ্দেশ্য ও গঠন প্রকৃতি

Object and Scheme of the Code of Civil Procedure

এই আইন ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইন নামে অভিহিত। ১৯০৯ সনের ১ জানুয়ারি হইতে এই আইন কার্যকর হয় এবং বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা একটি বিধিবদ্ধ আইন, কিন্তু অন্যান্য বিধিবদ্ধ আইন হইতে ইহার গঠন প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। অন্যান্য বিধিবদ্ধ আইনের ন্যায় এই আইনেও কতকগুলি ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারাগুলির সংখ্যা ১৫৫। ফৌজদারী কার্যবিধিতে ধারার মোট সংখ্যা ৫৬৫। কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধি ব্যতীত অন্য কোন বিধিবদ্ধ আইনে কোন আদেশ বা বিধির *(orders or rules)* উল্লেখ নাই। দেওয়ানী কার্যবিধিতে আদেশের সংখ্যা ৫০। কোন আদেশের অধীনে আবার বহুবিধি রহিয়াছে। কোন কোন আদেশের অধীনস্থ বিধির সংখ্যা শতাধিক।

১৯০৮ সনে এই আইন পাস হওয়ার পূর্বেও দেশে আইন আদালত ছিল। অতএব দেওয়ানী কার্যবিধিও ছিল। ১৯০৮ সনে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন পাস হওয়ার পূর্বে দেশে ১৮৮২ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি প্রচলিত ছিল। ১৮৮২ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে কোন আদেশ বা বিধি-এর উল্লেখ ছিল না তবে ধারার সংখ্যা ছিল ৬৫৩। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ১৮৮২ সালের বহু ধারার বিষয়বস্তু পরবর্তী আইনে আদেশগুলির আওতাধীন বিভিন্ন বিধির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সোজা কথায় বলা চলে, ১৮৮২ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিকে পুনর্বিন্যাস করিয়া ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে পদ্ধতিগত বিষয়ে সাধারণ নীতিগুলি কতকগুলি ধারায় এবং এই সমস্ত সাধারণ নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট আদেশের অধীন বিধিগুলিতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এইভাবে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি কতকগুলি ধারা ও আদেশের অন্তর্ভুক্ত বিধিতে বিভক্ত হইয়াছে। ধারায় বর্ণিত সাধারণ নীতিগুলি বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সকল দেওয়ানী মামলায় প্রয়োগের পদ্ধতি বিধিগুলিতে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে পদ্ধতিগত আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে সুবিধার জন্যই পুরাতন আইনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে সাজানো হইয়াছে। এই বিষয়ে কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। যেমন, সমন সম্পর্কিত সাধারণ নীতিগুলি লিপিবদ্ধ আছে ২৭ - ২৮ ধারায়। আর এই বিষয়ে যাবতীয় অন্যান্য নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে ৫ আদেশের ১ - ৩০ বিধিতে। অনুরূপভাবে *Interpleader suti* বিষয়ক সাধারণ নীতিগুলি লিপিবদ্ধ আছে ৮৮ ধারায় আর এই বিষয়ে অন্যান্য নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে ৩৫ আদেশের ১ - ৬ বিধিতে।

১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির মুখবন্ধে আছে *"Whereas it is expedient to consolidate and amended the laws relating to the procedure of the Courts of the Civil Judicature : It is hereby enacted as follows."* এই মুখবন্ধেই ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিকে এইভাবে পরিবেশনের কারণ ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে। এই আইনের প্রথম দিকে ১৫৫টি ধারা এবং তৎপর ৫০টি আদেশের অধীন বিধিগুলি সাজানো আছে। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ক্ষেত্রে ধারাগুলি হইতেও বিধিগুলি অধিক কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় অনুভূত হইবে। ধারাগুলি এই আইনের মূল অংশ। আইনসভা ব্যতীত এইগুলি পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নহে। কিন্তু প্রয়োজনবোধে বিধিগুলির সংশোধন করিবার ক্ষমতা অত্র আইনের ১২২ ধারাবলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে। ১২২ ধারাতে উল্লেখ আছে, সুপ্রীম কোর্ট সময়ে সময়ে স্বীয় কার্যপদ্ধতি ও অধঃস্তন দেওয়ানী আদালতসমূহের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ প্রণীত বিধিবলে যেকোন বিধি বাতিল, সংশোধন বা সংযোজন করিতে পারিবেন। ১২৩ ধারানুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট "বিধি প্রণয়ন কমিটি" গঠন করিয়া ১২২ ধারায় বর্ণিত কার্যাদি করিয়া থাকেন। বিধি-প্রণয়ন কমিটির গঠন পদ্ধতি এবং ইহার এখতিয়ার অত্র আইনের ১২৩-১২৮ ধারাতে বিবৃত আছে।

অত্র আইনে ব্যবহৃত কতিপয় সংজ্ঞা

শব্দগুলির ২ ধারাতে আছে এবং তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১। **ডিক্রি (Decree) ঃ** ডিক্রি বলিতে আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত এমন কোন বক্তব্যকে বুঝায়, যাহা কোন মামলায় তর্কিত সমস্ত বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে পক্ষসমূহের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে। ইহা প্রাথমিক বা চূড়ান্ত *(Preliminary or final)* হইতে পারে। আরজি বাতিল *(rejection of a plaint)*

এবং অত্র আইনের ৪৭ ধারা বা ১৪৪ ধারায় বর্ণিত কোন প্রশ্ন বিচারে নিষ্পত্তি হইলে তাহাও ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে তবে নিম্নলিখিতগুলি ডিক্রির অন্তর্ভুক্ত হইবে না ঃ

(ক) যেই সমস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায়,

(খ) আদালতের কোন নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার কারণে কোন মামলা খারিজের আদেশ *(Dismissal for default)*।

ব্যাখ্যা ঃ ডিক্রি তখনই প্রাথমিক হয়, যখন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে। আর মামলার বিষয়বস্তু যখন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হয়, তখনই ডিক্রি চূড়ান্ত হইয়া থাকে। ডিক্রি আংশিকভাবে প্রাথমিক এবং আংশিকভাবে চূড়ান্তও হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত ডিক্রি কি অবস্থাতে হইতে পারে তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার করা সঙ্গত মনে করি। ধরা যাক, রহিম কোন একটি সম্পত্তিতে তাহার চার আনা অংশে দাবি করিয়া দাবিকৃত চার আনা অংশে চিহ্নিত দখল পাওয়ার জন্য বাটোয়ারার মোকদ্দমা *(partition suit)* করিল। করিম এবং তাহার অপর দুই ভ্রাতা এই মোকদ্দমার বিবাদী। বিবাদীরা উপস্থিত হইয়া মামলায় এই বলিয়া জওয়াব *(Written statement)* দিল যে, রহিমের দাবির ভূমিতে চার আনা অংশ হইবে না, সে দুই আনা অংশের শরিক। অবস্থাধীনে বাটোয়ারার আদেশ দিবার পূর্বে রহিমের দাবির ভূমিতে কত অংশ তাহা প্রথমে নির্ধারণ করা দরকার। আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণে বিচারে বাদীর তিন আনা অংশ সাব্যস্ত করিয়া রায় দিলেন এবং তদনুযায়ী ডিক্রি প্রস্তুত হইল। ইহা প্রাথমিক ডিক্রি কিন্তু এই ডিক্রির পর আরও কিছু কাজ অর্থাৎ ডিক্রি অনুযায়ী তিন আনা অংশের ভূমির বাবত পৃথক ছাহাম (বণ্টিত অংশ) করিয়া বাদীকে তিন আনা ডিক্রিপ্রাপ্ত ভূমিতে চিহ্নিত দখল দেওয়ার কাজ। এই শেষের কাজটি যখন আইনের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমাধান করিয়া বাদীকে তাহার প্রাথমিক ডিক্রিপ্রাপ্ত তিন আনা অংশে চিহ্নিতভাবে পৃথক দখল দেওয়া হইবে তখন প্রাথমিক ডিক্রির রূপ নিবে অর্থাৎ চূড়ান্ত *(Final)* হইবে।

২। আদেশ (Order) ঃ আদেশ বলিতে দেওয়ানী আদালতের এমন কোন সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক প্রকাশকে বুঝায়, যাহা ডিক্রি নহে।

উদাহরণ

একটি তারিখে কোন একটি মামলার শুনানির *(Peremptory hearing)* দিন ধার্য হইল কিন্তু ঐ তারিখে বাদী অথবা বিবাদী কোন পক্ষই হাজির না হওয়ার কারণে উভয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলা ডিস্‌মিসের আদেশ হইল। ইহা আদালতের একটি আদেশ।

ডিক্রি এবং আদেশের মধ্যে পার্থক্য

উপরে ডিক্রি এবং আদেশ সম্পর্কে যাহা বলা হইল তাহা ব্যতীত ঃ

১। সমস্ত ডিক্রির বিরুদ্ধেই আপীল করা চলে কিন্তু আইনের পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না থাকিলে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে তাহা অত্র আইনের ১০৪ ধারা এবং ৪৩ অর্ডারের ১ রুলে বর্ণিত আছে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে আপীল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে পুনরায় উর্ধতন আদালতে দ্বিতীয় আপীলও চলে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিলেও দ্বিতীয় আপীলের কোন বিধান নাই।

৩। ডিক্রি দ্বারা একটি মামলায় পক্ষগণের মধ্যে উথাপিত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় কিন্তু কোন আদেশ দ্বারা তাহা হয় না।

উদাহরণ

নিঃস্ব ব্যক্তি হিসাবে *(as pauper)* কেহ যদি আদালতের মাধ্যমে প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার জন্য দরখাস্ত দেয় আর আদালত যদি সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে উহা আদালতের একটি আদেশ। অনুরূপভাবে দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে ইহাও একটি আদেশ। কিন্তু দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার পর উহা আরজি হিসাবে গৃহীত হইয়া মামলার পর আদালত নিঃস্ব বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার বিষয়ে যে রায় দিবেন এবং তদনুযায়ী আদালতের যেই দলিল প্রস্তুত হইবে উহা একটি ডিক্রি।

৩। রায় (Judgement) ঃ ডিক্রি বা আদেশের ভিত্তি হিসাবে বিচারক যে বিবৃতি দেন তাহাকে রায় বলা হয়। একটি ডিক্রি বা আদেশের সমর্থনে আদালত যেই সমস্ত যুক্তি এবং কারণাদির উপর নির্ভর করেন সেই সমস্ত যুক্তি ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিকে রায় বলা হয়।

রায় ও ডিক্রির বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু ঃ ডিক্রি দ্বারা বিবদমান পক্ষগণের মধ্যে উত্থাপিত বিচার্য বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ডিক্রির ভিত্তিমূলে থাকে রায়। একটি ডিক্রি পড়িয়া কোন মামলার কি ফলাফল হইল তাহা পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু কেন মামলাটি ডিক্রি অথবা ডিস্‌মিস্ হইল এই কেন প্রশ্নের উত্তর ডিক্রিতে পাওয়া যাইবে না। কোন মামলা বিচারে ডিস্‌মিস্ হইলে এই ডিস্‌মিস্ আদেশ অনুযায়ীও ডিক্রি প্রস্তুত করিতে হয়। যেমন রহিম করিমের বিরুদ্ধে তিনশত টাকার দাবিতে একটি মামলা দায়ের করিল। করিম মামলায় উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিল যে, তাহার নিকট রহিমের কোন পাওনা নাই এবং বিচারে আদালত তাহাই সাব্যস্ত করিয়া রায় দিলেন এবং রহিমের মামলাটি খরচসহ ডিস্‌মিস্ হইল। এই অবস্থাতেও মামলার রায় অনুযায়ী ডিক্রি প্রস্তুত করিতে হইবে। ডিক্রিতে পক্ষদের নাম থাকিবে। কি বাবত কে কাহার বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছিল তাহা থাকিবে এবং মামলার ফল কি হইল তাহাও থাকিবে। এই ক্ষেত্রে এই প্রকার ডিক্রি হইবে যে দু'তরফাসূত্রে রহিমের মামলা করিমের বিরুদ্ধে ডিস্‌মিস্ হয়। করিম রহিমের নিকট হইতে এই মামলায় আইনসঙ্গত খরচ পায় এবং কত খরচ বাবত পাইবে তাহাও এই ডিক্রিতে উল্লেখ থাকিবে। কিন্তু কেন রহিমের মামলাটি করিমের বিরুদ্ধে ডিস্‌মিস্ হইল তাহার কারণ ডিক্রিতে পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে যাবতীয় কারণাদি পাওয়া যাইবে মামলার রায়ে। অতএব একটি মামলা কিভাবে বিচারে নিষ্পত্তি হইল তাহা সম্যকরূপে জানিতে হইলে ঐ মামলার রায় ডিক্রি একত্রে পড়িয়া দেখা আবশ্যক।

কোন মামলার শুনানি সমাপ্ত হইবার পর আদালতকে তৎক্ষণাৎ অথবা পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে প্রকাশ্যভাবে মামলার রায় প্রদান করিতে হয়। কোন বিচারক রায় লিখিয়া তাহা ঘোষণা না করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়া গেলে তাঁহার পরবর্তী বিচারক উহা ঘোষণা করিতে পারিবেন। রায়, ডিক্রি বা আদেশ একবার আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত হইলে অতঃপর কেবলমাত্র ১৫২ ধারা অনুসারে বা রিভিউ করা ব্যতীত উহার কোন সংশোধন বা সংযোজন করা চলিবে না। আদালতের রায়ে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিচার্য বিষয়সমূহ, তৎসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ এবং এইগুলির সমর্থনে কারণসমূহের অবশ্যই উল্লেখ থাকিতে হইবে। যেই সমস্ত মামলায় বিভিন্ন বিচার্যবিষয় থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বিচার্য বিষয়ভিত্তিক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তবে অবস্থা যদি এমন হয় যে এক বা একাধিক বিচার্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা যায় তবে সকল বিচার্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত না লইয়াও মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা যায়। যেমন রহিম করিমের বিরুদ্ধে একটি মামলায় জওয়াব দিলে কয়েকটি বিচার্যবিষয় ধার্য হইল। তন্মধ্যে একটি বিচার্য বিষয় ছিল বাদীর মামলা তামাদি দোষে অচল। তামাদি বিষয়ে বাদীর মামলা অচল, এই বিষয়ে আদালত যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসেন তবে অন্যান্য বিচার্য বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে না আসিয়াও আদালত বাদীর মামলা ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন। তবে অধিকাংশ উর্ধ্বতন আদালত সকল বিচার্য বিষয়ের পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত লইয়া মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবার পক্ষপাতী।

ছোট মামলার আদালতের *(Small Cause Court)* রায়ে কেবলমাত্র বিচার্যবিষয়সমূহ ও তৎসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করিলেই চলিবে।

রায়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ডিক্রি প্রস্তুত হয়। ইহাতে মামলার নং, পক্ষগণের নাম ও পরিচয় এবং দাবির বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। যে প্রতিকার মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। মামলায় খরচের পরিমাণ এবং তাহা কি অনুপাতে কে বহন করিবে তাহাও উল্লেখ থাকিবে। কোন বিচারক রায় ঘোষণা করিবার পর এবং ডিক্রি প্রস্তুত হইবার পূর্বে যদি অন্যত্র বদলি হইয়া যান তবে তাঁহার পরবর্তী আদালত উক্ত রায় অনুসারে প্রণীত ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। মামলার বিষয় বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি হয় তবে সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য যাবতীয় তথ্যাদি অর্থাৎ সেটেলমেন্ট পরচার দাগ ও খতিয়ান নং ইত্যাদি ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

৪। ডিক্রিদার (Decree holder) **ঃ** ডিক্রিদার বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার সপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, অথবা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

একটি আদেশও কোন কোন সময় ডিক্রির সমমর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী *(Pre-emption)*-এর মোকদ্দমা একটি দরখাস্ত দ্বারা আরম্ভ হয় এবং উহা *Mis case*-রূপে আদালতে জমা হয় এবং নম্বর পড়ে। এই জাতীয় দরখাস্ত মূল দরখাস্ত *(original application)* বিধায় আরজির সমমর্যাদা সম্পন্ন। এই জাতীয় মামলার চূড়ান্ত আদেশ যদি প্রার্থীর অনুকূলে হয় তবে এই আদেশ জারি দিয়া প্রার্থী দাবির ভূমিতে দখল নিতে পারে। এইক্ষেত্রে যাহার সপক্ষে *Pre-emption*-এর আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে তাহাকেও ডিক্রিদার বলা যাইতে পারে।

৫। বিদেশী আদালত (Foreign Court) ঃ বিদেশী আদালত বলিতে এমন আদালতকে বুঝায় যাহা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত এবং যাহার উপর বাংলাদেশের কোন কর্তৃত্ব নাই এবং যাহা বাংলাদেশ সরকার স্থাপন করেন নাই বা বহাল রাখেন নাই।

৬। বিদেশী রায় (Foreign judgement) ঃ বিদেশী রায় বলিতে বিদেশী আদালতের রায়কে বুঝায়।

৭। জজ (Judge) ঃ জজ বা বিচারক বলিতে একটি আদালতে কার্যরত বিচারককে বুঝায়। এই অর্থে একজন মুনসেফও জজ। মুনসেফ জজ কোর্ট বা সাব-জজ কোর্টের জজ নহেন সত্য, তবে তিনিও আইনতঃ মুনসেফ কোর্টের জজ বা বিচারক।

৮। সরকারী উকিল (Government pleader) ঃ সরকারী উকিল বলিতে অত্র আইনে সরকারী উকিলের জন্য নির্ধারিত সমস্ত বা যেকোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারকে বুঝায়। সরকারী উকিলের নির্দেশ অনুসারে কার্যরত অন্য কোন উকিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৯। সরকারী কর্মচারী (Public officer) ঃ সরকারী কর্মচারী বলিতে সকল প্রকার জজ, সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ, বাংলাদেশ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণ এবং অন্যান্য যাবতীয় সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বেতনভোগী বা কমিশনভোগী কর্মচারিগণকে বুঝায়। আদালতের সমন জারি কাজে নিয়োজিত একজন পদাতিক বা পিয়নও সরকারী কর্মচারী।

১০। উকিল (Pleader) ঃ উকিল বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যাহা অপরের পক্ষে আদালতে হাজির হওয়ার ও যুক্তিতর্ক পেশ করার অধিকার আছে।

১১। বিচারের দেনাদার (Judgement debtor) ঃ বিচারের দেনাদার বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, অথবা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১২। বৈধ প্রতিনিধি (Legal representative) ঃ বৈধ প্রতিনিধি বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি আইনতঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনা করেন, যিনি প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করেন বা প্রতিনিধিরূপে যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরূপে কেহ কোন মামলায় পক্ষভুক্ত হইলে তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১৩। অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা (Mesne profit) ঃ বেআইনী দখলকার ব্যক্তি বেআইনী দখলকালীন বেদখলী সম্পত্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে যে মুনাফা অর্জন করিয়াছে বা সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগে যে মুনাফা অর্জন করিতে পারিত সুদসহ সেই মুনাফাকে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বলা হয়।

বেআইনী দখলকার ব্যক্তি বেআইনী দখলকালীন বেআইনী সম্পত্তির কোন উন্নতি সাধন করিয়া থাকিলে এবং সেই কারণে কোন মুনাফা হইয়া থাকিলে তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৪। অস্থাবর সম্পত্তি (Movable property) ঃ অস্থাবর সম্পত্তি বলিতে জমিতে অবস্থিত ফসলও বুঝায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, *General Clauses Act*-এর ৩(২৫) ধারানুযায়ী জমিতে অবস্থিত ফসল স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য। অতএব উপরের সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধির প্রয়োগক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংজ্ঞাকারে দেওয়া এই শব্দগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ অর্থবহ শব্দ দেওয়ানী আদালতে প্রচলিত আছে ; যেমন আরজি, জওয়াব, নালিশের কারণ, *Multifariousness*, অন্তর্বর্তীকালীন বিষয়, তথ্যগত বিচার্য বিষয়, আইনগত বিচার্যবিষয়, মোকাবেলা বিবাদী, প্রার্থী, প্রতিপক্ষ, আবশ্যকীয় পক্ষ, ছোট মামলার আদালত, *Representative suit, restitution, remand, civil jail, ad-interim injunction, mandatory injunction, compensatory costs* ইত্যাদি। এই বিশেষ ধরনের শব্দগুলির কি অর্থ ও তাৎপর্য তাহা পরে যথাস্থানে বিবৃত আছে।

আদালতসমূহের গঠনপ্রণালী ও পর্যায়ক্রম

Constitution and Subordination of Civil Courts

জেলা আদালত হাইকোর্টের অধঃস্তন এবং জেলা আদালতের নিম্ন পর্যায়ের সমস্ত দেওয়ানী আদালত ও ছোট মামলার আদালত *(small cause court)* হাইকোর্ট ও জেলা আদালতের অধঃস্তন।

ইহাই ৩ ধারার বক্তব্য। ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জেলা আদালত শুধুমাত্র হাইকোর্টের অধঃস্তন এবং কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু জেলা জজ আদালতের নিম্ন পর্যায়ের অন্যান্য আদালত যেমন সাব-জজ এবং মুনসেফ আদালত জেলা জজ আদালত এবং হাইকোর্ট এই উভয় আদালতের অধঃস্তন এবং কর্তৃত্বাধীন।

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। ইহা দুইটি ভাগে বিভক্ত; যেমন ঃ (১) হাইকোর্ট বিভাগ এবং (২) আপীল বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের উপর মৌলিক বিষয়াদি ও আপীল শুনানি এবং অধঃস্তন আদালতের তদারকি ও অন্যান্য এখতিয়ার রহিয়াছে। হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি ও নিষ্পত্তি করিবার এখ্তিয়ার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের। হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালতগুলি পর্যায়ক্রয়ে নিম্নরূপ ঃ

১। জেলা জজ আদালত (District Judge's Court) ঃ জেলার প্রধান আদালতের নাম জেলা জজ আদালত। তাঁহার উপর অত্র আইনের ২৪ ধারানুযায়ী বিচারাধীন কোন মামলা সেই জেলার এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তর বা প্রত্যাহার করিবার সাধারণ ক্ষমতা রহিয়াছে। তিনি প্রধানতঃ অধঃস্তন আদালতের আপীল শুনেন। কতকগুলি বিষয়ে তাহার মৌলিক অধিকার *(Original Jurisdiction)* রহিয়াছে। যেমন ঃ *Probate* ও *Letters of Administration* সংক্রান্ত বিষয়াদি, *Guardian and ward's Act* অনুযায়ী আনীত মামলা ইত্যাদি। জেলার অন্যান্য অধঃস্তন আদালতগুলির তদারকির ভার তাঁহার উপর। বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম তাহারই কর্তৃত্বাধীন সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জেলায় অতিরিক্ত জেলা জজ *(Additional District Judge)* থাকেন। উভয় জজের বিচার করিবার এখতিয়ার ও ক্ষমতা একই ধরনের কিন্তু বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব একা জেলা জজ আদালতের। অতএব জেলা জজ আদালতেই জেলা জজের এখতিয়ারভুক্ত যাবতীয় আপীল মামলা দায়ের হয়। জেলা জজ আদালত অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে যে সমস্ত মামলা স্থানান্তর *(transfer)* করেন সেইগুলির বিচার ও নিষ্পত্তি অতিরিক্ত জেলা জজ করেন।

২। সাব-জজ আদালত (Subordinate Judge's Court) ঃ এই আদালতের মৌলিক এখতিয়ার *(Original Jurisdiction)* এবং মুনসেফ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। কোন কোন জেলায় একাধিক সাব-জজ আদালত রহিয়াছে। কোন জেলা মুনসেফ আদালতের রায় ও ডিক্রির অসম্মতিতে যাবতীয় আপীল উক্ত জেলার জজ আদালতে দায়ের হয়। সাব-জজ আদালতের যেই সমস্ত আপীল বিচারের অধিকার আছে সেই সমস্ত আপীল প্রয়োজনবোধে জেলা জজ আদালত বিচারের জন্য উক্ত জেলার সাব-জজ আদালতে স্থানান্তর করিয়া থাকেন। যেই সমস্ত মামলা মুনসেফ আদালতের আর্থিক এখ্তিয়ার *(Pecuniary jurisdiction)* বহির্ভূত সেই সমস্ত মামলা সাব-জজ আদালতে দায়ের হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাব-জজ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার সীমাহীন। অর্থাৎ একটি জেলার কোন মামলার দাবির পরিমাণ যত অধিক হউক না কেন তাহা সেই জেলার সাব-জজ আদালতে দায়ের হইবে। কোন অবস্থাতেই জেলা জজ আদালতে দায়ের হইবে না।

৩। মুনসেফ আদালত (Munsif's Court) ঃ প্রত্যেক জেলা সদরে মহকুমা সদরে এবং কোন কোন স্থানে মহকুমা সদরের বাহিরেও এক বা একাধিক মুনসেফ্ আদালত রহিয়াছে। তাঁহাদের স্থানীয় এখতিয়ার *(Territorial Jurisdiction)* নির্দিষ্ট থাকে। বর্তমানে মুনসেফ্ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার *(Pecuniary Jurisdiction)* দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ তাহাদের দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা নেওয়ার অধিকার রহিয়াছে। ইহার উপরে দাবির পরিমাণ যত অধিক হউক না কেন স্থানীয় এলাকার সাব-জজ আদালতে মামলা দায়ের করিতে হয়। যেকোন ধরনের মামলাই হউক না কেন আদালতের আর্থিক এখতিয়ার এবং স্থানীয় এখতিয়ার নির্ণয়ের জন্য আরজিতে একটি বিবৃতি দিতে হয় এবং তদনুযায়ী কোন্ আদালতে মামলা দায়ের হইবে তাহা নির্ণয় হয়।

৪। ছোট মামলার আদালত (Small Cause Court) ঃ ছোট মামলার আদালত বলিতে পৃথক কোন আদালত নাই। সাধারণতঃ সহজ ও সাধারণ ধরনের মামলাগুলি যাহা ১৮৮৭ সালের *Small Cause Court Act*-এ বর্ণিত আছে সেইগুলি সংক্ষিপ্তভাবে এবং সহজ উপায়ে বিচারের জন্য কোন কোন অভিজ্ঞ মুনসেফ আদালত এবং সাব-জজ আদালত সরকার কর্তৃক উক্ত আইনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। উক্ত ক্ষমতাবলে ক্ষমতাসম্পন্ন মুনসেফ্ আদালত বা সাব-জজ আদালত যখন ঐ জাতীয় ছোট মামলার বিচার করেন তখন তাহাদের বলা হয় ছোট মামলার আদালত। আইনের ২০ আদেশের ৪ বিধি অনুযায়ী ছোট আদালতের রায়ে কেবলমাত্র বিচার্য বিষয়সমূহ ও তৎসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ থাকিলেই চলে, অন্যান্য রায়ের ন্যায় সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন যুক্তির *(reasons)* উল্লেখ না করিলেও চলে। সাক্ষীর জবানবন্দীর সার-সংক্ষেপ লিখিতে হয়, তাহাদের সমস্ত বক্তব্য না লিখিলেও দোষ

হয় না। এই জাতীয় মামলার রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না, তবে হাইকোর্ট-এ *Revision* করা চলে। সাধারণতঃ কেহ টাকা লইয়া চুক্তি অনুযায়ী সেই টাকা পরিশোধ না করিলে, বর্গা ফসলের মূল্য চুক্তি অনুযায়ী না দিলে, দোকানের বাকী আপোসে না দিলে ইত্যাদি জাতীয় সাধারণ মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য আইনে নির্ধারিত ছোট মামলার আদালতে দায়ের হয়।

অত্র আইনের কোন্ কোন্ ধারা, আদেশ ও বিধি *Small Cause Court Act* অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলায় প্রযোজ্য হইবে না তাহার বিবরণ অত্র আইনের ৭ ধারাতে বর্ণিত আছে।

উপরের বর্ণিত নিয়মে বাংলাদেশের দেওয়ানী মামলার কার্যক্রম ও বিচার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা
Suit of Civil Nature

দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা বলিতে কি বুঝায় এবং কি ধরনের মামলা দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত

যেই সমস্ত মামলা দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষভাবে নিষেধ আছে সেই সমস্ত মামলা ব্যতীত সমস্ত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা দেওয়ানী আদালত বিচার করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মামলায় যদি সম্পত্তি বা পদের অধিকার বিষয়ে প্রশ্ন উঠে তবে তাহা দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা হিসাবে গণ্য হইবে। এই অধিকার ধর্মীয় কার্য বা উৎসব সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইলেও তাহাতে এই মামলার দেওয়ানী প্রকৃতি নষ্ট হইবে না।

এই দুইটি সাধারণ বাক্য দ্বারা কি ধরনের মামলা দেওয়ানী আদালতে বিচারের আওতায় আসিবে তাহা ৯ ধারায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তির বৈধ অধিকারের উপর আঘাত আসে তখনই নালিশের কারণ উদ্ভব হয় আর তখনই সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। তর্কিত বিষয়টি যদি কেবলমাত্র কোন সামাজিক বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয় সম্পর্কিত হয় এবং উহার সহিত কাহারও কোন আইনগত অধিকারের বিষয় জড়িত না থাকে তবে সেই সমস্ত সামাজিক বা ধর্মীয় বিষয়ে উথাপিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কোন মামলা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যাইবে না। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তির আইনগত অধিকারের সহিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এমনভাবে জড়িত যে, সংশ্লিষ্ট সামাজিকও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে তর্কিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা ব্যতীত যেই ব্যক্তির আইনগত অধিকার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তবে এই জাতীয় মামলাও দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে আসিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, একটি মন্দিরের পূজারী কে হইবেন এই বিষয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের বিচারের জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নেওয়া যাইতে পারে। যদিও আদালতের এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসিতে এই মন্দিরের পূজা সম্পর্কিত নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কে পূজারী হইবেন তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। উপরের ব্যাখ্যায় আছে তর্কিত বিষয়টি যদি কোন পদের অধিকার সম্পর্কে হয় তবে তাহা অবশ্যই দেওয়ানী আদালতে বিচার্য হইবে। এইক্ষেত্রে পূজারী কে হইবেন এই পদের অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। অতএব তর্কিত বিষয়টি দেওয়ানী আদালতের বিচারের আওতাধীন।

কোন আইনগত বৈধ অধিকার বিপন্ন বা বিনষ্ট না হইলে যদি একজনের আচরণে অন্য জনের মানসিক অশান্তি বা আর্থিক লোকসান হয় তথাপি দেওয়ানী আদালতে মামলা চলে না। মোল্লা বাড়ির রহিম সাহেব তাহার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের সকলকে দাওয়াত দিয়াছেন এবং তাহাদের ভুড়ি-ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইচ্ছাকৃতভাবেই এই গ্রামের নব্য ধনী করিমদের বাড়ির কাহাকেও দাওয়াত দেওয়া হয় নাই। সম্ভ্রান্ত মোল্লা বাড়ির লোকজন কিছুটা ঈর্ষাবশতঃ এবং কিছুটা অন্যান্য কারণে করিমদের আমল দিতে ইচ্ছুক নহেন। স্বভাবতঃই এই বিষয়ে করিমরা ক্ষুব্ধ এবং তাহাদের ধারণা সামাজিকভাবে গ্রামে তাহাদের হেয় করার জন্যই মোল্লাবাড়ির লোকজন এই মানহানিকর ব্যবস্থা নিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া করিমদের মোল্লা বাড়ির রহিম সাহেবের বিরুদ্ধে কোন মানহানির মামলা চলিবে না। কারণ এই বিষয়ে রহিম সাহেবের কাজটি যতই অসমর্থনযোগ্য হউক না কেন ইহা দ্বারা করিমদের কোন আইনগত অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় নাই। করিম সাহেব তাহার মেয়ের বিবাহে গ্রামের কাহাদের দাওয়াত দিবেন ইহা তাহার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ইচ্ছাধীন। ইহাতে গ্রামের অন্য কোন ব্যক্তির যতই ক্ষোভের কারণ হউক না কেন আদালতে তাহার কিছু করণীয় নাই।

সামাজিক গ্রাম্য বিচারে কাহাকেও অন্যায়ভাবে এক ঘরে বা বয়কট করা হইলে এই প্রকার অস্বস্থিকর অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক নাগরিকেরই সম্মানে সমাজে বসবাস করিবার আইনগত অধিকার রহিয়াছে। অবস্থাধীনে কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে একঘরে বা বয়কট করা হয় তবে তাহার সামাজিক মর্যাদা এবং আইনগত অধিকারের উপর আঘাত করা হয়। তদবস্থায় ক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে যাইয়া *Specific Relief Act*-এর ১৪২ ধারানুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞাপনী ডিক্রির প্রার্থনা করিতে পারে যে তাহাকে অন্যায়ভাবে একঘরে বা বয়কট করা হইয়াছে। এই প্রকার মামলায় আদালত একঘরে বা বয়কট করার কারণ অনুসন্ধান সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত আদেশ দিতে পারেন।

একজনের কার্য দ্বারা অপর পক্ষের যতই আর্থিক ক্ষতি হউক না কেন তাহাতে যদি কোন আইনগত অধিকার *(Civil right)* ক্ষুণ্ন না হয় তবে দেওয়ানী মামলা চলিবে না। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হইল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশ পথের নিকট রাস্তার একপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন হইতেই একটি অতি সাধারণ চায়ের দোকান আছে। দোকানটি সাধারণ হইলেও ইহাতে বেচাকেনা খুবই ভাল। ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি ঐ প্রাচীন চায়ের দোকানটির নিকট আর একটি বেশ জমকাল আধুনিক চায়ের দোকান চালু করিয়া দিল। ফলে এই এলাকার সমস্ত গ্রাহক নূতন দোকানে ভীড় জমাইল। পূর্বের দোকানটি গ্রাহক অভাবে প্রায় অচল হইয়া পড়িল। বলাবাহুল্য, প্রতিবেশী নূতন দোকানীর কার্যতায় প্রথম দোকানীর অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হইতে লাগিল। ক্ষতির পরিমাণ যতই অসহনীয় হউক না কেন নূতন দোকানীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা চলিবে না। কারণ নূতন দোকানী পুরাতন দোকানীর কোন *Civil rights*-এর উপর হস্তক্ষেপ করে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, কোন প্রকার নাগরিক অধিকার বা মর্যাদার উপর আঘাত আসিলে প্রতিকারের জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নেওয়া যাইতে পারে যদি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন আইনে নিষেধ না থাকে। এখন কোথায় নিষেধ আছে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা দরকার। নিষেধগুলি বিভিন্ন আইনের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। যেমন অত্র আইনের ১১ ধারায় আছে, যেই সমস্ত বিচার্য বিষয় একবার পক্ষগণের মধ্যে বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত বিষয়ে সেই পক্ষগণ অথবা তাহাদের স্থলবর্তীদের মধ্যে বিচারের জন্য পুনরায় মামলা চলিবে না। অত্র আইনের ৪৭ ধারাতে আছে ডিক্রি জারি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যেই আদালতে ডিক্রি জারি দেওয়া হয় সেই আদালত বিচার করিবেন ডিক্রির পাওনা পরিশোধ অথবা ডিক্রি জারিসংক্রান্ত কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য পৃথক কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, আয়কর আইনের ৬৭ ধারাতে আছে সেই আইন অনুযায়ী আয়কর নির্ধারণ হইলে তাহা রদ বা সংশোধনের জন্য দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা চলিবে না ইত্যাদি। কোন নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত আসিলে দেওয়ানী আদালতে মামলা চলিবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। আপত্তি উত্থাপনকারীকে দেখাইতে হইবে কেন অথবা কোন আইনের কারণে দেওয়ানী আদালতে মামলা চলিবে না।

"দেওয়ানী আদালতে শুধু দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার হইবে" অথবা কি ধরনের মামলা দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপরে করা হইল।

মামলা স্থগিতকরণ
Stay of Suits

রেস সাবজুডিস্ বলিতে কি বুঝায় এবং কোন্ অবস্থায় দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা স্থগিত রাখা যায়

এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ১০ ধারাতে বলা আছে, বাংলাদেশের কোন আদালত এমন কোন মামলার বিচার চালাইয়া যাইবেন না, যাহার বিচার্য বিষয়বস্তু সরাসরিভাবে ও মূলতঃ পূর্বে দায়েরকৃত বাংলাদেশের অপর কোন আদালতে অথবা বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন অপর কোন আদালতে একই পক্ষগণের অথবা তাহাদের স্থলবর্তীদের মধ্যে বিচারাধীন রহিয়াছে। তবে বিদেশে এইরূপ কোন মামলা দায়ের থাকিলে তাহা বাংলাদেশে অবস্থিত কোন আদালতে একই কারণে পক্ষগণের মধ্যে অন্য কোন মামলার বিচারে বাধা সৃষ্টি করিবে না।

কোন অবস্থাতে বিচারাধীন কোন মামলা দেওয়ানী আদালতে স্থগিত রাখা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ প্রোক্ত ১০ ধারায় আছে। এই ধারার বক্তব্য *Res-Subjudice* নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। *Res-Subjudice* বলিতে বিচারাধীন কোন মামলার বিষয়বস্তুকে বুঝায়। পক্ষগণ যাহাতে অধিক মামলা-মোকদ্দমায় জড়াইয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং বিচার বিভ্রাট না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে এই ধারায় কোন্ কোন্ অবস্থাতে মামলা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। মূলতঃ একই বিচার্য বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে দুইটি পৃথক মামলার বিচার একই সময়ে এই ধারানুযায়ী চলিতে পারে না। পূর্বে দায়েরকৃত মামলাটি বিচার সাপেক্ষে পরবর্তী মামলার বিচারকার্য স্থগিত রাখিতে হইবে।

একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইল। করিম এবং রহিম দুই ভ্রাতা। করিম মারা গেলে আবদুল এই দাবি উত্থাপন করিল যে, সে করিমের পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। রহিম বেআইনীভাবে করিমের জমি দখল করিতেছে। আবদুল করিমের ত্যাজ্যবিত্তে নিজ স্বত্ব সাব্যস্তে রহিমকে উচ্ছেদপূর্বক খাস দখলের দাবিতে মামলা দায়ের করিল। রহিম এই মামলায় বিবাদীরূপে উপস্থিত হইয়া এই জওয়াব *(Written Statement)* দাখিল করিল যে সে করিমের ভ্রাতা এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী। আবদুল করিমের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নহে। সে করিমের পালিত পুত্র ছিল। অতএব করিমের মৃত্যুর পর আবদুল তাহার সম্পত্তি পায় নাই।

এই মামলা চলাকালীন রহিম আবদুলের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অপর একটি মামলা দায়ের করিল যে, আবদুল করিমের পুত্র নহে, পালিত পুত্র মাত্র। সে করিমের পুত্র এই মিথ্যা দাবি উত্থাপন করিয়া অথবা রহিমের মানসিক অশান্তির কারণ সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় আছে। অবস্থাধীনে আবদুল করিমের পুত্র নহে এই মর্মে *Specific Relief Act*-এর ১৪২ ধারানুযায়ী একটি বিজ্ঞাপনী ডিক্রির জন্য *(Declaratory suit)* রহিম আদালতে আবদুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিল।

এখানে স্পষ্টতঃই আবদুল করিমের পুত্র কিনা ইহাই উভয় মামলার মূল বিচার্যবিষয়। রহিমের পরবর্তী মামলার আরজির বিবরণ মূলতঃ পূর্বে দায়েরকৃত মামলায় তাহার জওয়াবেরই কথা। এই অবস্থায় পূর্বে দায়েরকৃত মামলার বিচার হইলে পরবর্তী দায়েরকৃত মামলার বিচারের প্রয়োজন হইবে না। অতএব ১০ ধারানুযায়ী পূর্বে দায়েরকৃত মামলার বিচার সাপেক্ষে পরবর্তী মামলা স্থগিত থাকিবে। তদন্যথায় উভয় মামলার বিচারকার্য সমান্তরালভাবে চলিলে পক্ষগণ যে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে শুধু তাহাই নহে, বিচার বিভ্রাট ঘটিবারও সমূহ সম্ভাবনা থাকিবে। তদবস্থায় একই বিচার্য বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বিভিন্ন মামলায় পরস্পর বিরোধী রায় ও ডিক্রি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক মামলায় আবদুল করিমের পুত্র সাব্যস্ত হইতে পারে। আবার অপর মামলায় সে করিমের পালিত পুত্র ইহাও সাব্যস্ত হইতে পারে।

একটি মামলার বিচারকার্যের স্থগিতাদেশ শুধু ১০ ধারায় বর্ণিত অবস্থাতে হইবে, অন্য কোন অবস্থাতে হইবে না, এমন কোন আইন নাই। ১৫১ ধারানুযায়ী আদালত তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে একটি মামলার বিচারকার্যের স্থগিতাদেশ দিতে পারেন। যেমন ধরা যাক, করিম রহিমের সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিয়াছে এই দাবিতে নিলাম খরিদা ভূমির খাসদখল পাওয়ার জন্য রহিমের বিরুদ্ধে মামলা করিল। রহিম মামলার সমন পাইয়া এই জবাব দিল যে, নিলাম প্রবঞ্চনামূলক। নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় গোপনে করা হইয়াছে। মামলার সমন পাওয়ার পূর্বে তথাকথিত নিলামের বিষয় সে কিছুই জানিত না। তদবস্থায় রহিম উক্ত নিলাম রদের জন্য একটি মামলা দায়ের করিল। এই অবস্থাতে আদালত পরবর্তী দায়েরকৃত নিলাম রদের মোকদ্দমার বিচার সাপেক্ষে পূর্বে দায়েরকৃত স্বত্বের মোকদ্দমাটি ১৫১ ধারানুযায়ী অবশ্য স্থগিত রাখিবেন। কারণ স্বত্বের মোকদ্দমার ভিত্তি নিলাম খরিদ। এই নিলামই যদি পরবর্তী মামলায় রদ হইয়া যায়, তবে স্বত্বের মোকদ্দমা চালাইবার আর কোন অবলম্বন থাকিবে না।

রেস জুডিকাটা (বিচারকৃত সিদ্ধান্ত)

Res-Judicata

রেস জুডিকাটার সংজ্ঞা ঃ কোন আদালত এমন কোন মামলা বা বিচার্য বিচার করিবেন না, যাহা সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে *(Directly and Substantially)* পূর্ববর্তী কোন মামলায় এই পক্ষগণ অথবা তাহাদের স্থলবর্তীগণের মধ্যে বিচারে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং পূর্বের মামলাটি এমন একটি আদালত কর্তৃক বিচারে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে আদালত পরবর্তী মামলাটিও বিচার করিতে এখতিয়ারসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ ১। "পূর্ববর্তী মামলা" বলিতে সেই মামলা বুঝাইবে ; যাহার বিচার তর্কিত মামলার পূর্বেই নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, উহা পূর্বে দায়ের হইয়াছিল কিনা সেই প্রশ্ন অবান্তর।

২। এই ধারার উদ্দেশ্য কোন আদালতের বিচার করার ক্ষমতা উহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি বাদ দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। পূর্ববর্তী মামলায় প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয়াদি একপক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত হইতে হইবে।

৪। পূর্ববর্তী মামলায় যে বিষয় আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত বা হওয়া উচিত ছিল তাহাও উক্ত মামলায় প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয় ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৫। আরজিতে যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে ডিক্রিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে মঞ্জুর করা না হইয়া থাকিলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৬। কতিপয় ব্যক্তি যখন কোন সাধারণ অধিকার বা সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিগত অধিকারের জন্য সরল বিশ্বাসে কোন মামলা করে তখন উক্ত স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল লোক মামলাকারীদের সূত্রে স্বত্ব দাবি করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইহাই ১১ ধারার বক্তব্য বা রেসজুডিকাটা।

রেস জুডিকাটার উপাদান বা শর্তাবলী
Elements or Conditions Constituting Resjudicata

একটি বিধিবদ্ধ আইনে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একটি ধারাতে ঐ বিষয়ে যাবতীয় আইন ও তথ্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে। কোন বিষয়ের উৎপাদন বা শর্তাবলী বলিতে সেই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদির বহির্ভূত কোন বিষয়কে বুঝায় না। অতএব রেস জুডিকাটা বিষয়ে যাবতীয় উপাদান ও শর্তাবলী উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাসহ ধারাতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দ্বারা রেস জুডিকাটা সম্বন্ধীয় আইন ও উপাদানগুলি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হইল।

উদাহরণ

এক খণ্ড জমির স্বত্ব লইয়া করিম ও রহিমের মধ্যে মামলা। রহিমের বক্তব্য যে, ঐ জমি তার পিতা আবদুলের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে দখলকার ছিল। করিম বেআইনীভাবে তাহাকে ঐ জমি হইতে বেদখল করিয়াছে। করিমের বক্তব্য সে ঐ জমি রহিমের পিতা আবদুলের নিকট হইতে কবালামূলে খরিদ করিয়া দখল করিতেছে। রহিম বাদী হইয়া মামলা দায়ের করিল। তাহাদের বক্তব্য তাহার পিতা করিমের বরাবরে ঐ জমির বাবত কোন কবালা সম্পাদন করিয়া দেয় নাই। করিম ঐ জমি বিষয়ে কোন কবালা দাখিল করিলে তাহা জাল দলিল। বিচারকালে করিম আসল দলিল হারাইয়া গিয়াছে অজুহাতে ইহার জাবেদা নকল *(Certified Copy)* দাখিল করিয়া মামলা চালাইয়া গেল। বিচারে আদালত করিমের কবলা খরিদের সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মামলা রহিমের পক্ষে ডিক্রি দিলেন। ডিক্রির কিছুদিন পর করিম মারা গেল। করিমের পুত্র গফুর আসল কবলা দলিলটি খুঁজিয়া পাইল এবং আসল দলিলবলে পুনরায় রহিমের বিরুদ্ধে পূর্বে হারিয়া যাওয়া জমির জন্য স্বত্ব সাব্যস্তে খাসদখলের মামলা করিল। এই অবস্থায় পরবর্তী মামলাটি রেসজুডিকাটা দোষে অচল হইবে। কারণ পূর্বের মামলায় কবলা দলিলমূলে দাবির ভূমিতে করিমের কোন স্বত্ব হইয়াছিল কিনা ইহাই মূলতঃ প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে বিচার্যবিষয় ছিল এবং বিচারে এই প্রশ্নটি করিমের বিপক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। পরবর্তী মামলায় করিমের পুত্র গফুরের দাবির সূত্র এবং পূর্ববর্তী মামলায় করিমের দাবির সূত্র এক বিধায় পরের মামলাটি রেস জুডিকাটা দোষজনিত কারণে চলিবে না।

পরের মামলায় দাবির সূত্র যদি ভিন্ন হয়, তবে রেস্ জুডিকাটা দোষ হইবে না ; যেমন ঃ

উদাহরণ

করিম তাহার বড় ছেলে আবদুলের নামে একটি জমি বেনামীতে খরিদ করিয়া দখল করে। কিছুদিন পর আবদুল পিতা হইতে পৃথক হইয়া উক্ত বেনামীতে খরিদা জমি নিজের দাবি করিয়া পিতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিল। বিচারে পুত্র পিতার বেনামদার সাব্যস্ত হইল এবং পুত্রের মামলাটি ডিস্‌মিস্ হইল। বড় ছেলের আচরণে পিতা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া ছোট ছেলের নামে ঐ জমিটি হেবা দলিলমূলে দান করিয়া দিয়া কিছুদিন পর মারা গেলে। তদবস্থায় বড় ছেলে ঐ জমির অর্ধেক পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে দাবিতে ছোট ভ্রাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিল। তাহার বক্তব্য তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় ছোট ভ্রাতা অন্যায় ও অবৈধ প্রতিপত্তিমূলে পিতার অজ্ঞান অবস্থায় ঐ দানপত্র দলিল হাসিল করিয়াছিল। অতএব দানপত্র দলিলমূলে ছোট ভ্রাতার দাবির ভূমিতে একার কোন স্বত্ব হয় নাই। এইক্ষেত্রে বড় ভ্রাতার পরবর্তী মামলাটি যদিও একই জমির জন্য তথাপি উহা রেস জুডিকাটা দোষে অচল হইবে না। কারণ উভয় মামলায় বড় ভ্রাতার দাবির সূত্র এক নহে। পূর্বের মামলায় সে নিজের নামে কবলা থাকার সুযোগে দাবির ভূমি খরিদসূত্রে মালিক দাবি করিয়া হারিয়া গেলেও পরবর্তী মামলায় পিতার মৃত্যুর পর একই উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করিতে রেস জুডিকাটা দোষ বাধা হইবে না। কারণ উভয় মামলায় বড় ছেলের দাবির সূত্র ভিন্ন এবং বিচার্য বিষয়ও পৃথক। পরবর্তী মামলায় আবদুল তাহার ছোট ভ্রাতার বিরুদ্ধে দাবির ভূমি সম্পর্কে যেই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন

করিয়াছিল সেইগুলি পূর্বের মামলায় উত্থাপিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না, এই সমস্ত বিষয় পূর্বের বিচারে নিষ্পত্তিও হয় নাই। অতএব আবদুলের পরবর্তী মামলা রেস জুডিকাটা দোষে অচল হইবে না।

একটি মামলায় এক বা একাধিক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মূল বিচার্যবিষয় থাকিতে পারে। ঐ মূল বিষয়গুলির বিচার প্রসঙ্গে আদালতকে অনেক সময় মূল বিচার্যবিষয়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কেও বিবেচনা এবং অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। এইভাবে আদালত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে যেই সমস্ত অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যদি পরবর্তী কোন মামলায় মূল বিচার্য বিষয় হইয়া পড়ে, তবে এই বিষয়ে পূর্বের মামলায় আদালত কর্তৃক যেকোন অভিমতই প্রকাশ হইয়া থাকুক না কেন, সেই কারণে পরবর্তী মামলা রেসজুডিকাটা দোষ হইবে না।

কোন একটি মামলা যদি সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে অথবা স্পষ্টতঃ আইনের অপব্যাখ্যা করিয়া বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং আপীল যদি ভুল রায় ও ডিক্রি সংশোধন করা না হয়, তবে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে নিষ্পত্তিকৃত বিচার্য বিষয়গুলিও পক্ষগণের মধ্যে পরবর্তী মামলায় রেস্‌জুডিকাটা হইবে। কোন বিচার্যবিষয় বিচারে নিষ্পত্তি হইলে তাহা আইনসঙ্গতভাবে না বেআইনীভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে, রেস জুডিকাটা প্রয়োগকালে এই প্রশ্ন অবান্তর। আদালতের বিচার সব সময় সঠিক হইবে এমন কোন কথা হইতে পারে না। অন্যায় বিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে আপীলের বিধান রহিয়াছে।

অবস্থা যদি এমন হয় যে, পূর্বের মামলাটি যে আদালতে বিচার হইয়াছে সেই আদালতের মামলা বিচারের কোন আইনগত এখতিয়ারই ছিল না, তবে এখতিয়ারবিহীন আদালতের বিচার ও রায় দ্বারা ঐ বিষয়ে পরবর্তী মামলায় *(Res judicata)* দোষ হইবে না। কারণ এখতিয়ারবিহীন আদালতের বিচার আইনের দৃষ্টিতে কোন বিচারই নহে, অতএব ইহার আইনগত কোন ফল নাই।

কোন একটি মামলার বিচার্য বিষয় পক্ষগণের মধ্যে একতরফা বিচার নিষ্পত্তি হইলেও সেই বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে পুনরায় মামলা করা চলিবে না। *Res judicata* দোষ হইবে। কারণ বিচার একতরফাই হউক আর দু'তরফাই হউক বিচার বিচারই। কোন মামলা শুনানির দিন উভয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে ডিস্‌মিস্ হইলে যদি নালিশের কারণ ইতিমধ্যে তামাদি না হইয়া থাকে তবে একই কারণে পুনরায় সেই বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে মামলা চলিবে। কারণ এইক্ষেত্রে পূর্বের মামলা বিচারে নিষ্পত্তি হয় নাই। আদালতের আদেশ অনুযায়ী মামলার দিন কোন পক্ষই উপস্থিত না হওয়ার কারণে পূর্বের মামলাটি ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল।

মামলার দিন বিবাদী সাক্ষীসহ হাজির কিন্তু বাদীপক্ষ অনুপস্থিত। এইক্ষেত্রেও বিবাদীর উপস্থিতিতে এবং বাদীর অনুপস্থিতিতে বাদীর মামলা ডিস্‌মিস্ হইবে। এইক্ষেত্রে একই কারণে বিবাদীর বিরুদ্ধে পুনরায় মামলা চলিবে না। *Res judicata* দোষে নহে, অন্য কারণে। অত্র আইনের ৯ আদেশের ৯ বিধি বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। তদবস্থায় বাদীকে ঐ আদেশের ঐ বিধি অনুযায়ী মামলা ডিস্‌মিসের আদেশ রদকরতঃ মূল মোকদ্দমা উত্থাপনের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া যদি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শুনানির দিন বাদী উপস্থিত না হওয়ার সন্তোষজনক কারণ ছিল, তবে আদালত ডিস্‌মিসের আদেশ রদ করিয়া মূল মোকদ্দমা, উত্থাপনকরতঃ তাহা বিচারের জন্য একটি তারিখ ধার্য করিবেন।

Res judicata নীতি যেকোন মূল মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা নহে। বিভিন্ন হাইকোর্টের এবং প্রিভি-কাউন্সিলের নজিরে আছে, এই নীতি *Execution Proceedings, Probate Proceedings, Insolvency Proceedings* এবং *Interlocutory Orders*-এর ক্ষেত্রেও বিশেষ অবস্থাতে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

গঠনমূলক মামলা (Constructive Res judicata)

কোন অবস্থায় *Constructive Res judicata* হইবে তাহা অত্র ধারার ৪নং ব্যাখ্যায় বলা আছে। তাহাতে বলা আছে, পূর্ববর্তী মামলায় যেই বিষয় আত্মপক্ষ সমর্থন বা বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত বা হওয়া উচিত ছিল, তাহাও উক্ত মামলায় প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয় ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। নিম্নে একটি সহজ উদাহরণ দ্বারা *Constructive Res judicata* কোন্ অবস্থায় হইবে তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইল।

উদাহরণ

আবদুল নিঃসন্তান। সে সফরালী নামে একটি ছেলেকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিত এবং সম্ভবতঃ তাহাকেই ভবিষ্যতে তাহার যাবতীয় বিষয়াদি দান করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু বিধি বাম হইল। হঠাৎ কলেরা

রোগে আক্রান্ত হইয়া আবদুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এই অবস্থায় সফরালী একটি *Stamp* সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আবদুলের যাবতীয় সম্পত্তি বিষয়ে একটি দানপত্র দলিল সৃষ্টি করিয়া ঐ দলিল মৃত্যুর তারিখের ৮/১০ দিন পূর্বে সম্পাদনের তারিখ দিয়া মৃত আবদুলের টিপসই নিল এবং মৃতের সৎকারের কিছুদিন পর ঐ দলিল আবদুলের ভ্রাতা ফজরালীর আপত্তি সত্ত্বেও রেজিস্ট্রি হইল। ফজরালী তাহার ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করিয়া মামলা করিলে সফরালী এই সম্পত্তি রেজিস্ট্রি দানপত্রমূলে দাবি করিয়া জবাব দিল। বিচারে দানপত্র দলিল জাল সাব্যস্তে সফরালী মামলায় হারিয়া গেল। এই মামলা এইভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার পর সফরালী আবার ফজরালীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া মামলা করিল যে আবদুল মারা যাওয়ার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বেই সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সফরালীকে মৌখিক দান করিয়া গিয়াছিল এবং তদবধি দানসূত্রে তাহার পালিত পুত্র হিসাবে সে সম্পত্তিতে দখলকার। ঐ সমস্ত উক্তিতে সফরালীর পরবর্তী মামলা চলিবে না। *Constructive Res judicata* দোষ হইবে। কারণ চৌদ্দ বৎসর পূর্বের মৌখিক দানের কথা নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং ফজরালীর স্বত্বের দাবিকে ঘায়েল করার জন্য পূর্বের মামলাতেই জবাবে বলিতে পারিত এবং বলা উচিত ছিল। পূর্বের মামলায় যে কথা বলা যাইত অথবা বলা উচিত ছিল, আইন ধরিয়া লইবে সেই সমস্ত কথা পূর্বের মামলায় স্পষ্টতঃ বলা না হইলেও বলা হইয়াছিল এবং তাহা স্পষ্টতঃ নিষ্পত্তি না হইলেও আইন ধরিয়া লইবে যে তাহা পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অতএব এই সমস্ত কথা পক্ষগণের মধ্যে পরবর্তী মামলায় আর বলা যাইবে না। *Constructive Res judicata* দোষ হইবে।

সহবাদী অথবা সহবিবাদীগণের মধ্যে Res judicata
Res judicata between Co-plaintiffs or Co-defendants

সাধারণতঃ একটি মামলায় দুই বা ততোধিক বিবদমান পক্ষ থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও মূল বিচার্য বিষয় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মূল বিচার্য বিষয় সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে বিবাদীদের মধ্যে উত্থাপিত বিচার্য বিষয়গুলিরও নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তদবস্থায় বিবাদীগণের মধ্যে উত্থাপিত যদি কোন বিচার্য বিষয় বিচারে নিষ্পত্তি হয়, তাহা বিবাদীগণ এবং তাহাদের স্থলবর্তীদের মধ্যে পরবর্তী মামলায় *Res judicata* হইবে। অনুরূপভাবে বাদীগণের মধ্যেও যদি কোন বিষয় বিচারে নিষ্পত্তি করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে এবং তদনুযায়ী সেই প্রশ্নের বিচারে নিষ্পত্তি হয়, তবে তাহাও বাদীগণ এবং তাহাদের স্থলবর্তীগণের মধ্যে পরবর্তী কোন মামলায় *Res judicata* হইবে। নিম্নে একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়গুলি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হইল।

উদাহরণ

করিম এবং রহিম দুই ভ্রাতা এবং তাহারা প্রত্যেকে দাবির ভূমির চার আনা অংশ দাবি করিয়া বাটোয়ারা মোকদ্দমা *(Partition suit)* দায়ের করিল। তাহাদের বক্তব্য মামলার চার জন বিবাদী অবশিষ্ট আট আনা অংশের ১। ২নং বিবাদী মামলায় উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিল রহিম ও করিমের প্রত্যেকের দাবি ভূমিতে দুই আনা অংশ ১। ২নং বিবাদীর প্রত্যেকের দাবির ভূমিতে চার আনা অংশ এবং অবশিষ্ট চার আনা অংশের মালিক ৩। ৪নং বিবাদীগণ। মামলাটি এমন এক ধরনের যাহাতে দাবিকৃত এজমালী ভূমিতে প্রত্যেক শরিকের কাহার কত অংশ সঠিকভাবে নির্ধারণ না করিয়া এককভাবে বাদীদের কাহার কত অংশ নির্ণয় করা যায় না। অবস্থাধীনে আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে দাবির এজমালী ভূমিতে বাদীদের এবং ১। ২নং বিবাদীদের প্রত্যেকের তিন আনা অংশ এবং ৩। ৪ অনুপস্থিত বিবাদীর প্রত্যেকের দুই আনা অংশ। এইভাবে বিচারে সাব্যস্ত বিষয়ে বিবাদীগণ পুনরায় তাহাদের মধ্যে কোন মামলা করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ১নং বিবাদী পুনরায় ২—৪নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়া কোন মামলা করিতে পারিবে না যে তাহার চার আনা অংশ এবং অবশিষ্ট ছয় আনা অংশ ২—৪নং বিবাদীর। তদবস্থায় পূর্বের মামলার রায় ও ডিক্রি *Resj udicata between the Co-difts* নীতির কারণে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অনুরূপভাবে পূর্বের মামলার রায় ও ডিক্রির পরে ১নং বাদী ২নং বাদীর বিরুদ্ধে পূর্বে উভয়ের ডিক্রি প্রাপ্ত ছয় আনা অংশের চারি আনা অংশ *Res judicata between the Co-plaintiffs* নীতি বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।

সহবিবাদীদের মধ্যে *Res judicata* নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে চারটি শর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন। যেমন ঃ

১। সহবিবাদীগণের মধ্যে বিচার্য বিষয় থাকিতে হইবে ;

২। বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার দিতে গেলে বিবাদীদের মধ্যে উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতে হইবে ;

৩। সহবিবাদীগণের মধ্যে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি অবশ্য চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইতে হইবে।

৪। বাদীর মামলায় সহবিবাদীগণ আবশ্যকীয় পক্ষ হইতে হইবে।

উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিলে এই সবগুলি শর্তের উপস্থিতি পাওয়া যাইবে। সহবাদীদের মধ্যে *Res judicata* নীতি প্রয়োগ করিতে গেলেও এই শর্তগুলির উপস্থিতি প্রয়োজন। অতএব দেখা যাইতেছে, যেই সমস্ত বিষয় বিবাদীর মধ্যে বিচার প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে কিন্তু বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার দিতে বিবাদীদের মধ্যকার সেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল না, অথচ আদালত প্রসঙ্গক্রমে রায়ে সেই সমস্ত বিষয়েও তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তবে আদালত সেই সমস্ত অভিমত বিবাদীদের মধ্যে পরবর্তী মামলায় *Res judicata* হইবে না।

Res judicata নীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য

Res judicata প্রধানতঃ দুইটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ যে বিষয় একবার পক্ষগণের মধ্যে বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়ে আবার মামলা চালাইয়া পক্ষদের হয়রানি হইতে বিরত রাখা। দ্বিতীয়তঃ নাগরিক জীবনে ন্যায়বিচার ও শান্তি অব্যাহত রাখা প্রত্যেক সরকারের একটি সাধারণ নীতি। *Res judicata* নীতি এই সাধারণ নীতির সহায়ক। *Res judicata* বাধা না হইলে অনেক ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমার কোনদিন শেষ হইত না এবং ইহাতে জনগণের, বিশেষত দুর্বল শ্রেণীর জনগণের শান্তি বিপন্ন হইত।

রেস জুডিকাটা ও প্রতিবন্ধের *(estoppel)* মধ্যে পার্থক্য

রেস জুডিকাটা একবার বিচারে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়কে পুনরায় বিচারের জন্য আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখে। পক্ষান্তরে প্রতিবন্ধসূত্রে একজনকে তাহার পূর্ব ঘোষণা, কার্য অথবা কর্মবিরতির বিপরীত কিছু প্রমাণ করিতে নিষেধ করে মাত্র। রেস জুডিকাটা নীতি জনস্বার্থ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অহেতুক একই বিষয়ে পক্ষদের মধ্যে মামলায় সমাজ দুর্বল হউক, মানুষের ভোগান্তি বাড়ুক, ইহা কোন দেশেরই কাম্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রতিবন্ধসূত্র ব্যক্তিস্বার্থ সম্বন্ধীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ তাহার কৃত অন্যায়ের সুযোগ নিতে পারে না, প্রতিবন্ধ সূত্রের ভিত্তি এই নীতির উপর। রেস জুডিকাটা দেওয়ানী কার্যবিধির বিষয়বস্তু, আর প্রতিবন্ধ সাক্ষ্য আইনের বিষয়বস্তু।

রেস জুডিকাটা-সোলে ডিক্রি

অনেক সময় মামলা চলাকালীন উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস হয়। মামলা কিভাবে নিষ্পত্তি হইবে উভয়পক্ষ ঠিক করিয়া আদালতে সোলেনামা দাখিল করে এবং তদনুযায়ী মামলা সোলে সূত্রে ডিক্রি অথবা ডিস্‌মিস্‌ হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, কোন বিষয় বিচারে নিষ্পত্তি হইলে সেই বিষয় বিচারের জন্য পুনরায় মামলা চলিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যেই বিষয় সোলেসূত্রে পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই বিষয়ে পরে মামলা হইলে রেস জুডিকাটা দোষ হইবে কিনা। আদালতের মাধ্যমে সোলেসূত্রে ডিক্রি অথবা ডিস্‌মিস্‌ও এক ধরনের বিচারে নিষ্পত্তি, অতএব রেস জুডিকাটা নীতি সোলেসূত্রে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

বিদেশী রায় সম্পর্কিত আইন

১। এই প্রসঙ্গে বিদেশী রায় বলিতে কি বুঝায় তাহা প্রথমেই জানা দরকার। অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত যেই সমস্ত আদালতের উপর বাংলাদেশের কোন কর্তৃত্ব নাই সেই সমস্ত আদালতকে বিদেশী আদালত বলে। আর বিদেশী রায় বলিতে বিদেশী আদালতের রায়কে বুঝায়।

২। রায় অনুযায়ী ডিক্রি হয় এবং সেই ডিক্রি জারিতে দিয়া প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। বাংলাদেশের কোন আদালতে করিম যদি রহিমের বিরুদ্ধে কোন টাকার ডিক্রি পায়, তবে সেই আদালতে ঐ ডিক্রি জারিতে দিয়া সে রহিমের স্থাবর অথবা অস্থাবর মালামাল ক্রোক করিয়া নিলামকরতঃ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু কোন বিদেশী ডিক্রি জারি দিয়া বাংলাদেশের কোন মালামাল ক্রোক করা যাইবে না। কারণ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানকার কোন নাগরিক বা বাংলাদেশের কোন বিষয়াদির উপর বিদেশী আদালতের কোন এখতিয়ার নাই। তদবস্থায় বিদেশী আদালতে প্রাপ্ত ডিক্রি বলে বাংলাদেশে আবার মামলা করিয়া ডিক্রি লইয়া এই ডিক্রি জারিতে দিয়া প্রার্থিত প্রতিকার নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হইবে। বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া গেল।

রহিম এবং করিম দুই বন্ধু উচ্চ শিক্ষার মানসে যুক্তরাজ্যে যাইয়া কিছুদিন পর করিম আর্থিক অসুবিধায় পড়িল। এই অবস্থায় করিম রহিমের নিকট হইতে দুইশত পাউণ্ড ধার নিল। যথাসময়ে টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় রহিম যুক্তরাজ্যের আদালতে করিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিল এবং বিচারে মামলা ডিক্রি হইল। ডিক্রি হওয়ার কিছুদিন পর উভয়ে দেশে ফিরিলে রহিম যুক্তরাজ্যের প্রাপ্ত ডিক্রি বাংলাদেশের কোন আদালতে জারি দিয়া করিমের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিবে না। রহিমকে ঐ রায় ও ডিক্রির বলে পুনরায় বাংলাদেশের উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিয়া ডিক্রি নিতে হইবে এবং বাংলাদেশের আদালতের ডিক্রি জারিতে দিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাজ্যে দায়েরকৃত মামলায় সমন পাইয়া করিম যদি সেখানকার আদালতে উপস্থিত হইয়া এই রকম জবাব দিত যে, তাহার উপর ঐ আদালতের কোন এখতিয়ার নাই, তবে বিদেশী আদালতে করিমের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলিত না। করিম যদি আদালতে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থী হয় অথবা সমন পাইয়া আদালতের এখতিয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না করে, তবেই কেবল করিমের বিরুদ্ধে মামলা চলিবে।

কথা উঠিতে পারে করিম যদি বিদেশী আদালতে উপস্থিত হইয়া ঐ আদালতের এখতিয়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে রহিমের টাকা আদায়ের কি উপায় হইবে। তদবস্থায় করিম যখনই দেশে ফিরিবে তখনই বাংলাদেশের আদালতে তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চলিবে। তামাদি আইনের ১৩ ধারার কারণে তামাদি দোষ হইবে না।

৩। বিদেশী রায়ে পক্ষদের মধ্যে যেই সমস্ত বিষয় একবার বিচারে নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই সমস্ত বিষয়ে পুনরায় পক্ষদের অথবা তাহাদের স্থলবর্তীদের মধ্যে মামলা চলিবে না। *Res judicata* দোষ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু অত্র আইনের ১৩ ধারানুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে বিদেশী রায় চূড়ান্ত গণ্য হইবে না অর্থাৎ *Res judicata* দোষ হইবে না ঃ

(ক) বিদেশী যেই আদালত রায় ঘোষণা করিয়াছেন, সেই আদালতের যথাযথ এখতিয়ার না থাকিলে ;

(খ) মামলার গুণাগুণের ভিত্তিতে রায় দেওয়া না হইয়া থাকিলে ;

(গ) আন্তর্জাতিক আইনের ভুল ব্যাখ্যা অথবা মামলাটির প্রতি প্রযোজ্য বাংলাদেশী আইন অস্বীকার করিয়া কোন রায় দেওয়া হইয়া থাকিলে ;

(ঘ) বিদেশী রায়টি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হইয়া থাকিলে *(opposed to natural justice)*।

(ঙ) প্রবঞ্চনার মাধ্যমে রায় সংগ্রহ করা হইয়া থাকিলে।

(চ) বাংলাদেশী আইনের বিরোধী কোন দাবির ভিত্তিতে কোন রায় হইয়া থাকিলে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিদেশী রায় ও ডিক্রির বলে বাংলাদেশে কোন মামলা দায়ের হইলে উপরোক্ত ছয়টি অথবা ইহাদের যেকোন একটি বিষয়ে জবাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া মামলা প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করিলে বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার হইবে। করিম রহিমের মামলায় বিদেশী আদালতে উপস্থিত হইয়া এই রকম লিখিত জবাব দিল যে, সে রহিমের নিকট হইতে কোন পাউণ্ড ধার নেয় নাই। বিদেশী আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণে এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, করিম দুইশত পাউণ্ড ধার লইয়াছিল এবং উহা পরিশোধ করা হয় নাই। অতএব মামলা ডিক্রি হইল। ঐ রায় ও ডিক্রির বলে রহিম পুনরায় বাংলাদেশের আদালতে মামলা করিলে করিম যদি পুনরায় জওয়াব দিয়া বলে যে, সে রহিমের নিকট হইতে কোন পাউণ্ড ধার নেয় নাই, তবে সেই বিষয়ে বাংলাদেশের আদালত পুনরায় বিচার করিবেন না। *Resjudicata* বাধা হইবে। বাংলাদেশের মামলায় উপরে উল্লিখিত ছয়টির যেকোন একটির কারণে বিদেশী রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে। *Res judicata* দোষ হইবে না। বাংলাদেশের মামলায় করিম যদি এই রকম জবাব দেয় যে, বিদেশে ডিক্রির পর সে ডিক্রির টাকা পরিশোধ করিয়াছে, তবে এই বিষয়ে সে বিচার প্রার্থী হইতে পারে। *Res judicata* দোষ হইবে না। কারণ ডিক্রির পর টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা তাহা বিদেশী রায়ে বিচার্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

৪। বিদেশী রায় ও ডিক্রির সহিমোহরকৃত নকল দলিল করিয়া বিদেশী রায় ডিক্রি প্রমাণ করিবার বিধান অত্র আইনের ১৪ ধারায় রহিয়াছে। সহিমোহরকৃত নকল দলিল হইলে বাংলাদেশের আদালত ধরিয়া লইবেন যে, ঐ রায় ও ডিক্রি উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন বিদেশী আদালত কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছিল। সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী বিদেশী রায় ও ডিক্রি সম্পর্কে এই জাতীয় অনুমান খণ্ডনযোগ্য অনুমান।

আদালতের এখতিয়ার

আঞ্চলিক ও আর্থিক এখ্তিয়ার

Jurisdiction of Civil Courts Territorial and Pecuniary Jurisdiction

আদালতের এখ্তিয়ার বলিতে কি বুঝায় (What is meant by Jurisdiction of Civil Court)

আইনসঙ্গতভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য আদালতের সৃষ্টি। কিন্তু এই বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে আদালতকে কতকগুলি আইনগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করিতে হয়। এই আইনগত সীমাবদ্ধতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ

প্রথমত, বিচার্য বিষয়বস্তুর উপর আদালতের এখতিয়ার আছে কিনা।

দ্বিতীয়ত, মামলাটি কোন্ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারভুক্ত, এবং

তৃতীয়ত, কোন আদালতের আর্থিক এখতিয়ারভুক্ত।

প্রথমোক্ত বিষয় প্রসঙ্গে অত্র আইনের ৯ ধারার মাপকাঠিতে বিবেচনা করিতে হইবে মামলার বিষয়বস্তু দেওয়ানী আদালতে বিচার্য বিষয় কিনা। অর্থাৎ মামলার বিষয়বস্তু দেওয়ানী প্রকৃতির কিনা। ৯ ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যখনই কোন ব্যক্তির আইনগত নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত আসে তখনই দেওয়ানী মামলার কারণের উদ্ভব হয়। অতএব মামলার বিষয়বস্তু দেওয়ানী প্রকৃতির হইলে মামলাটি দেওয়ানী আদালতের আওতাধীন আসিবে এবং সেই বিষয়ে বিচারের জন্য দেওয়ানী আদালতে মামলা করা যাইবে। কিন্তু আদালতের সংখ্যা দেশে অনেক। অতএব প্রশ্ন উঠে কোন আদালতে এই মামলার বিচারের জন্য যাইতে হইবে।

এই অবস্থায় আদালতের সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয় বিষয়টি আসিয়া যায়। তদবস্থায় বিবেচনা করিতে হয় মামলাটি কোন্ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের আওতাধীন। এই বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশাবলী অত্র আইনের ১৬—২০ ধারায় বিবৃত আছে। মামলার বিষয়বস্তু দেওয়ানী প্রকৃতির এবং ১৬—২০ ধারার নিয়মাবলী অনুযায়ী মামলাটি কোন্ আদালতের আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে পড়ে তাহাও ঠিক করা হইল। তথাপি আরও একটি অর্থাৎ তৃতীয় বিষয়টি আসিয়া যায়, ঐ আদালতের মামলাটি বিচার করিবার আর্থিক এখতিয়ার আছে কিনা। উপরে যাহা বলা হইল,তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার করা হইল। রাজশাহীর সদর মুন্সেফ আদালতের এলাকাধীন তিন বিঘা জমি হইতে রহিম বেআইনীভাবে করিম কর্তৃক বেদখল হইল। রহিমের স্বত্ব দখলীয় জমি ভোগদখলের সাধারণ নাগরিক অধিকার তাহার আছে। করিম রহিমকে তাহার এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করায় সে দেওয়ানী আদালতে মামলা করিতে পারে, কারণ মামলার বিষয়বস্তু দেওয়ানী প্রকৃতির। মামলা জমি সদর মুনসেফ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে। অতএব অত্র আইনের ১৬ ধারানুযায়ী সদর মুনসেফ আদালতে মামলা করিতে হইবে। তিন বিঘা জমির মূল্য যদি দশ হাজার টাকার মধ্যে হয় তবেই কেবল সদর মুনসেফ আদালতে এই মামলা চলিবে। কিন্তু তিন বিঘা জমির মূল্য যদি দশ হাজার টাকার উপরে হয়, তবে রাজশাহী জেলার সাব-জজ আদালতে এই মামলা দায়ের করিতে হইবে। কারণ মুনসেফ আদালতের আর্থিক ক্ষমতা বা এখতিয়ার দশ হাজার পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাব-জজের আর্থিক এখতিয়ার সীমাহীন। অতএব দশ হাজারের অধিক মূল্যের এই জাতীয় সকল মামলাই সাব-জজ আদালতে দাখিল করিতে হইবে। এই জাতীয় কোন মামলা সরাসরি জেলা জজ আদালতে দাখিল করা যাইবে না। কারণ অত্র আইনের ১৫ ধারাতে আছে, প্রত্যেকটি মামলা উহা বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন নিম্নতম আদালতে দায়ের করিতে হইবে। এইভাবে একটি মামলায় আদালতের এখতিয়ার নির্ণয় করিতে হইলে উপরে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে ঃ

প্রথমত, মামলার বিষয়টি দেওয়ানী প্রকৃতির কি না ;

দ্বিতীয়ত, মামলাটি কোন্ আদালতের আঞ্চলিক এলাকার আওতাধীন এবং

তৃতীয়ত, মামলাটি কোন্ আদালতের আর্থিক এখ্তিয়ারের আওতাধীন। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বলিতে সাধারণভাবে এই তিন অর্থেই মামলার বিষয়বস্তু বিবেচনা করিতে হইবে এবং মামলা কোথায় দায়ের হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

মামলায় আদালতের আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারণ

বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালতে প্রত্যেক মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে

Every suit shall be instituted in the Court of the lowest grade Competent to try it

আলোচ্য বিষয়টি অত্র আইনের ৯৫ ধারার বিষয়বস্তু। এই একটিমাত্র বাক্য দ্বারা ১৫ ধারার বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে। যখনই কোন দেওয়ানী মামলা দায়ের করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন —

প্রথমত, মামলাটি দেওয়ানী প্রকৃতির কিনা। মামলাটি দেওয়ানী প্রকৃতির হইলে,

দ্বিতীয়ত, ইহা কোন্ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের আওতাধীন। আঞ্চলিক এলাকা সাব্যস্থ হইলে,

তৃতীয়ত, মামলাটি কোন্ আদালতের আর্থিক এখ্তিয়ারের আওতাধীন। যদি মামলাটি একাধিক আর্থিক এখ্তিয়ারসম্পন্ন আদালতের এলাকাধীন হয়, তবে ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী মামলাটি বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

উদাহরণ

রাজশাহী জেলার সদর মুনসেফ আদালতের এলাকাধীন এক বিঘা জমি নিয়া মামলার কারণ দেখা দিয়াছে। এক বিঘা জমির মূল্য আট হাজার টাকা। অতএব আদালতের আর্থিক এখ্তিয়ার নির্ণয়ের জন্য *Suits Valuation Act* অনুযায়ী মামলার দাবিও আট হাজার টাকা হইবে। এই জমি যখন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত যখন এই মামলা করিবার সাধারণ এখতিয়ার রাজশাহী জেলার সাব-জজ আদালত এবং জেলা জজ আদালতেরও রহিয়াছে। মুনসেফ আদালতের মামলা বিচার করিবার আর্থিক ক্ষমতা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। অতএব এই মামলা বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালত সদর মুনসেফ আদালত। সুতরাং মামলাটি সদর মুনসেফ আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

মামলার দাবি যদি দশ হাজার টাকার অধিক হয়, তবে জেলার সাব-জজ আদালতে ইহা দাখিল করিতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাব-জজের আর্থিক ক্ষমতা সীমাহীন। অতএব দশ হাজারের উপর যেকোন দাবির মামলা বিচারের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালত জেলার সাব-জজ আদালত। সুতরাং এই জাতীয় মামলা সাব-জজ আদালতে দায়ের করিতে হইবে, জেলা জজ আদালতে করা যাইবে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মামলা সর্বনিম্ন আদালত অর্থাৎ মুনসেফ আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের মধ্যে, সেই মামলা যদি ভুলবশতঃ সাব-জজ আদালতে দায়ের হইয়া পক্ষগণের বিনা আপত্তিতে সাব-জজ কর্তৃক বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তবে সেই মামলার রায় ও ডিক্রি কি বাতিল গণ্য হইবে ? না, রায় ও ডিক্রি বাতিল গণ্য হইবে না। এই মামলা বিচার করিতে সাব-জজ এখতিয়ারবিহীন *(Want of Jurisdiction)* ছিলেন না। অতএব অন্য কোন কারণে বিচার ব্যাহত না হইলে শুধুমাত্র মুনসেফ আদালতের বিচার্য মামলা সাব-জজ আদালত বিচার করিয়াছেন, এই অনিয়মের জন্য আপীল আদালত সাব-জজ আদালতের রায় নাকচ করিবেন না। এই জাতীয় অনিয়ম এখতিয়ার প্রয়োগজনিত অনিয়ম *(irregular exercise or assumption of jurisdiction)* অতএব মার্জনীয়। এখতিয়ারবিহীনতার ন্যায় অমার্জনীয় দোষ নহে।

ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালতে মামলা দায়েরের বিধান রাখার কারণ। অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুনসেফ আদালতে অল্প দাবির মামলা এবং অপেক্ষাকৃত অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাব-জজ আদালতে অধিক দাবির মামলাগুলি বিচারের দায়িত্ব দেওয়া। ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালতে মামলা দায়েরের বিধান থাকায় সাধারণ দরিদ্র মামলাকারীগণ বিত্তমান মামলাকারীগণ দ্বারা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী উর্ধ্বতন আদালতে মামলা দায়ের করিয়া দরিদ্র মামলাকারীগণকে অযথা হয়রানি করিবার সুবিধা পায় না। উর্ধ্বতন আদালতগুলি সাধারণতঃ আপীল শুনানি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত থাকেন, তদবস্থায় মুনসেফ আদালতে দায়েরযোগ্য মামলাগুলিও সাব-জজ আদালতে দায়ের হইলে স্বাভাবিক কারণেই উর্ধ্বতন আদালতগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা বিষয়ে আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ

এই বিষয়ে অত্র আইনের ১৬ ধারায় বলা আছে, আইনের নির্ধারিত আর্থিক এখতিয়ার সাপেক্ষে নিম্নলিখিত মামলাগুলি সেই আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যে আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমারেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি অবস্থিত।

(ক) অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফাসহ বা ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মামলা।

উদাহরণ

রহিম করিমকে বেআইনীভাবে তাহার স্বল্প দখলীয় তিন বিঘা জমি হইতে এক বৎসর যাবত বেদখল রাখিয়াছে। এই তিন বিঘা জমি রাজশাহী সদর মুনসেফী আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমারেখার মধ্যে। এই অবস্থায় তিন বিঘা জমির মূল্য যদি দশ হাজারের মধ্যে থাকে তবে সদর মুনসেফ আদালতে জমি পুনরুদ্ধারের মামলা চলিবে। জমি পুনরুদ্ধারের মামলায় যদি এক বৎসর বেদখলী সময়ের মুনাফা এক হাজার

টাকা দাবি করা হয় আর তিন বিঘা জমির মূল্য যদি দশ হাজার টাকা দাবি করা হয়, তবে মামলার উভয় দাবির পরিমাণ এগার হাজার টাকা দাঁড়াইবে। তদবস্থায় মামলাটি রাজশাহী জেলা সাব-জজ আদালতে দায়ের করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে বাদী ইচ্ছা করিলে আরজিতে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার জন্য পরে পৃথক মামলা করিবার প্রার্থনা রাখিয়া জমি পুনরুদ্ধারের জন্য মুনসেফ আদালতে মামলা করিতে পারিবে। কারণ তদবস্থায় মামলার দাবির পরিমাণ দশ হাজার টাকা হইবে।

ব্যক্তির বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের মামলার স্থান

ব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি এক আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে ক্ষতিসাধন করা হইলে এবং বিবাদী অপর আদালতের আঞ্চলিক করিলে বা লাভজনক কাজ করিলে বাদী দুই আদালতের যেকোন একটিতে অত্র আইনের ১৯ ধারাবলে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারেন।

উদাহরণ

১। নিজাম রাজশাহীতে বাস করে। সে ঢাকা যাইয়া রহিমকে মারধর করিল। রহিম ঢাকা অথবা রাজশাহীতে নিজামের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবে।

২। শওকত রাজশাহীতে বাস করে। সে ঢাকা যাইয়া রজমানের বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দিল। রহমান শওকতের বিরুদ্ধে ঢাকায় অথবা রাজশাহীতে মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করিতে পারিবে।

অন্যান্য মামলার স্থান

১৫ ধারায় বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অন্যান্য মামলা অত্র আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী এমন আদালতে দায়ের করিতে হইবে, যে আদালতের আঞ্চলিক সীমারেখার মধ্যে ঃ

(ক) বিবাদী বা একাধিক বিবাদী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকে মামলা দায়ের করার সময় বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে, অথবা

(খ) একাধিক বিবাদী থাকিলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজন মামলা দায়েরের সময় বসবাস করে বা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে ;

তবে, এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা যেই সকল বিবাদী এলাকার বাহিরে বাস করে তাহাদের মামলা দায়েরের ব্যাপারে সম্মতি থাকিতে হইবে ; অথবা

মামলার কারণ *(Cause of action)* সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ উদ্ভব হইয়াছে।

উদাহরণ

১। আবদুল রাজশাহীতে, রহিম যশোরে এবং করিম খুলনায় বাস করে। তাহাদের চাকুরীস্থল কুষ্টিয়ায় থাকাকালীন রহিম ও করিম চাহিবামাত্র দেওয়ার অঙ্গীকারে যৌথভাবে আবদুলের বরাবরে হ্যাণ্ডনোট *(Promissory note)* দিয়া আবদুলের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা ধার নেয়। রহিম ও করিম কথামত ধার পরিশোধ না করায় মামলার প্রয়োজন হয়। কোথায় এই মামলা দায়ের হইবে ? উপরে ২০ ধারায় বর্ণিত আইন অনুযায়ী এই মামলা টাকা ধার নেওয়ার স্থান কুষ্টিয়াতে হইতে পারে। কোথায় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে চুক্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ না থাকিলে আইনতঃ ধরিয়া নেওয়া হইবে যেখান হইতে টাকা নেওয়া হইয়াছিল, সেইখানেই পরিশোধ করিতে হইবে। অতএব টাকা নেওয়া ও পরিশোধ করার স্থান কুষ্টিয়াতে নালিশের কারণ *(cause of action)* উদ্ভব হওয়ায় সেইখানে মামলা করা চলিবে। এই মামলা রহিমের বাসস্থান যশোরে অথবা করিমের বাসস্থান খুলনায়ও চলিতে পারে। যশোরে মামলা দায়ের হইলে খুলনার করিম যদি আপত্তি দেয়, অথবা খুলনায় দায়ের হইলে যশোরের রহিম যদি আপত্তি দেয়, তবে অনাবাসিক বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা চালাইতে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

২। শওকত সাহেব রাজশাহী জজ-কোর্টের এডভোকেট। তাঁহার গ্রামের বাড়ি নবাবগঞ্জ মুনসেফ আদালতের এলাকাধীন। গ্রামে যাইয়া তিনি প্রতিবেশী রহিমকে গ্রামের দুই বিঘা জমি বর্গা দিয়েছেন। বর্গা ফসল না দেওয়ায় তিনি বর্গা ফসলের মূল্য আদায়ের জন্য রাজশাহী সদর মুনসেফ আদালতে মামলা দায়ের করিলেন। এই মামলা চলিবে কি ? এই ক্ষেত্রে বর্গা চুক্তির সময় যদি কথা হইয়া থাকে যে, বর্গা ফসল অথবা তাহার মূল্য রহিম শওকত সাহেবকে তাঁহার রাজশাহী শহরস্থিত বাসায় বুঝাইবে তবে নালিশের কারণ অংশতঃ রাজশাহী সদর মুনসেফ আদালতের আঞ্চলিক এলাকায় উদ্ভব হওয়ায় সদর মুনসেফ আদালতে মামলা চলিবে। তদন্যথায় নবাবগঞ্জ মুনসেফ আদালতে এই মামলা দায়ের করিতে হইবে।

৩। জাবেদ রাজশাহীর ছেলে। পাবনার জাহানারাকে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া দাবি করে এবং এই মর্মে সে আদালত হইতে একটি বিজ্ঞাপনী ডিক্রির জন্য মামলা করিতে চায়। কোথায় এই মামলা দায়ের হইবে ? এই মামলা স্বামী অথবা স্ত্রীর বাসস্থান রাজশাহী অথবা পাবনা, যেকোন স্থানে হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি কথিত বিবাহের পর কোন সময় রাজশাহীতে জাবেদের সহিত স্বামী স্ত্রীরূপে বসবাস না করিয়া থাকে তবে নজিরে আছে এইরূপ মামলা অবশ্য বিবাদীর বাসস্থান পাবনায় হইতে হইবে।

এখতিয়ারবিহীনতা এবং এখতিয়ার প্রয়োগে নিয়মতার মধ্যে পার্থক্য ও ফলাফল

Distinction between want of Jurisdiction and Irregular Exercise or Assumption of Jurisdiction and Consequences thereof

যেই সমস্ত মামলা কোন আদালতের গ্রহণ করিবার বা বিচার করিবার আইনতঃ আদৌ কোন ক্ষমতা নাই সেই সমস্ত মামলা সম্পর্কে ক্ষমতা বর্জিত আদালতকে এখতিয়ারবিহীন *(Want of jurisdiction)* বলা যায়। যেমন, *Patents and Designs Act* অনুযায়ী কোন মামলা গ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষমতা একমাত্র জেলা জজ আদালতের। অনুরূপভাবে *Guardian and Wards Act* অনুযায়ী কোন মামলা গ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত একমাত্র জেলা জজ আদালত। এইরূপ আরও কতিপয় আইন অনুযায়ী কোন কোন বিশেষ ধরনের মামলা আছে যেগুলি কোন নির্দিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। অবস্থাধীনে *Patents and Designs Act* অনুযায়ী কোন মামলা জেলা জজ আদালতে দায়ের না হইয়া যদি ভুলবশতঃ সাব-জজ আদালতে দায়ের হয় এবং সাব-জজ কর্তৃক বিচারে নিষ্পত্তি হয়, তবে আইনের দৃষ্টিতে এই বিচার সম্পূর্ণ ফলহীন হইবে। কারণ সাব-জজ আদালতের এই জাতীয় মামলা গ্রহণ করিবার বা বিচার করিবার কোন অধিকার নাই। এখতিয়ারবিহীন আদালতে মামলা দায়ের ও বিচারের ফলাফল বিষয়ে ইহা একটি দৃষ্টান্ত। সাব-জজ আদালতে এই মামলা হইতে বিবাদীদের কোন আপত্তি ছিল না, অথবা বিবাদীদের তাহাতে সম্মতি থাকিলেও কোন কাজ হইবে না। কারণ বাদী বিবাদীর সম্মতি কোন মামলা বিষয়ে এখতিয়ারবিহীন আদালতকে এখতিয়ারসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না। আইনের দৃষ্টিতে এখতিয়ারবিহীন আদালতের বিচারে কোন বিচারই নহে; এই প্রকার বিচার সর্বাবস্থায় বাতিল।

অত্র আইনে "মামলার স্থান শিরোনামের" *(Place of suing heading)* আওতায় ১৫ হইতে ২০ ধারাকে রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত ধারায় কোন মামলা কোন আদালতে দায়ের ও বিচার হইবে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। বিচারকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য এই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ভুলবশতঃ বা অন্য কারণে যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রমে কোন কাজ হইয়া যায়, অর্থাৎ যে মামলা মুনসেফ আদালতে দায়ের হওয়ার কথা সেই মামলা যদি সাব-জজ আদালতে দায়ের হইয়া যায় এবং সাব-জজ কর্তৃক কোন পক্ষের বিনা আপত্তিতে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, অথবা যে মামলা এক মুনসেফ আদালতের আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে কিন্তু ভুলবশতঃ পার্শ্ববর্তী অন্য মুনসেফ আদালতের কোন পক্ষের বিনা আপত্তিতে বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তবে এই প্রকার অনিয়মের জন্য মামলার রায় বাতিল গণ্য হইবে না। কারণ এই জাতীয় অনিয়ম এখতিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনিয়ম *(Irregular exercise or assumption of jurisdiction)*।

আদালতের এখতিয়ার সম্বন্ধে আপত্তি ঃ এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ২১ ধারাতে বলা আছে, মামলার স্থান সম্পর্কে (অর্থাৎ ১৫-২০ ধারার বিষয়ে) পক্ষদের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা মামলার প্রথমদিকে অথবা বিচার্যবিষয় নির্ধারণের সময় উত্থাপন করিতে হইবে। তদন্যথায় আপীল আদালত বা *Revisional Court* এই জাতীয় আপত্তি আমলে আনিবেন না। যদি মামলার স্থান সম্পর্কিত অনিয়মতার কারণে পরিণামে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া থাকে তবেই কেবল আপীল আদালত বা *Revisional Court* এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারিবেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মামলার স্থান বিষয়ে ১৫ হইতে ২০ ধারা পর্যন্ত যেই সমস্ত বিধান রহিয়াছে সেইগুলি আদালতের এখতিয়ার বিষয় নির্দেশমূলক আচরণবিধি।

এই আচরণ বিধি-বহির্ভূত কোন কাজ হইলে পক্ষগণ যদি যথাসময়ে এখতিয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না করে তবে ধরিয়া লইতে হইবে পক্ষগণ বিচারকারী আদালতের এখতিয়ার মানিয়া লইয়াছে। যেহেতু এই জাতীয় অনিয়ম এখতিয়ারের প্রয়োগ ক্ষেত্রে অনিয়ম। অতএব জাতীয় অনিয়মের দরুন পরিণামে ন্যায়বিচার ব্যাহত না হইয়া থাকিলে আপীল আদালত শুধুমাত্র এই জাতীয় অনিয়মের জন্য নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিবেন না।

মামলা হস্তান্তর

Transfer of Suits

মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা ঃ এই বিষয়ে যাবতীয় নিয়মাবলী অত্র আইনের ২২ হইতে ২৪ ধারাতে বর্ণিত আছে। ২২ ধারাতে যাহা বলা আছে তাহার সারমর্ম এই যে, যখন কোন মামলা দুই বা ততোধিক আদালতের যেকোন একটিতে দায়ের করা চলে এবং মামলাটি তন্মধ্যে একটি আদালতে দায়ের করা হয়, তখন বিবাদী অপর পক্ষকে নোটিস দিয়া বিচার্য বিষয় নির্ধারণের সময় অথবা পূর্বে মামলাটি অপর একটি আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করিতে পারে এবং আদালতে এইরূপ আবেদন পাওয়ার পর উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া কোন আদালতে মামলা বিচার হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবেন। ২৩ ধারাতে বলা আছে, যখন এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক আদালত একই আপীল আদালতের অধীন হয়, তখন সেই আপীল আদালতে ২২ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

এইরূপ আদালতগুলি একাধিক আপীল আদালতের কিন্তু একই হাইকোর্টের অধীন হইল, দরখাস্ত হাইকোর্ট ডিভিশনে পেশ করিতে হইবে। অত্র আইনের ১৬ ধারানুযায়ী কতকগুলি মামলা বাদীর ইচ্ছানুযায়ী একাধিক আদালতের যেকোন একটিতে দাখিল করিতে পারে। তখন বিবাদী উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া অন্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের স্থানান্তরের জন্য বর্ণিত উপায়ে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

উদাহরণ

রহিম, করিম এবং অন্যান্য কতিপয় শরিকের বিরুদ্ধে একটি বাটোয়ারা মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছুক। বাটোয়ারা মামলার কতক জমি নাটোরের মুন্সেফ আদালতের এলাকাধীন এবং অবশিষ্ট জমি পার্শ্ববর্তী রাজশাহী সদর মুনসেফ আদালতের এলাকাধীন। এই মামলা নাটোর অথবা রাজশাহী সদর মুনসেফ আদালতের যেকোন একটিতে দায়ের হইতে পারে। রহিম তাহার ইচ্ছানুযায়ী বাটোয়ারা মামলাটি নাটোর মুনসেফ আদালতে দাখিল করিল। করিম এবং অন্যান্য শরিক বিবাদীদের ইচ্ছা মামলাটি সদর মুনসেফ আদালতে স্থানান্তরিত হউক, তদবস্থায় করিম রাজশাহী জেলা জজ আদালতে এই মর্মে দরখাস্ত দিতে পারে। নাটোর মুনসেফ আদালত রাজশাহী জেলা জজের অধীন হওয়ায় রাজশাহী জেলা জজ বাদী পক্ষকে নোটিস দিয়া উভয় রাজশাহী জেলা জজের অধীন হওয়ায় রাজশাহী জেলা জজ বাদী পক্ষকে নোটিস দিয়া উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবেন। কি অবস্থাতে এই জাতীয় মামলা স্থানান্তরের দরখাস্ত মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর হইবে তাহার কোন নির্দেশ অত্র আইনে নাই। অতএব এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জজ আদালতের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধার কথা শ্রবণ করিয়া আদালত যে আদেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন তাহাই দিবেন।

মামলা স্থানান্তর বা প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা ঃ এই বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অত্র আইনের ২৪ ধারাতে বর্ণিত আছে। তাহাতে বলা আছে, মামলার যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে সমস্ত পক্ষকে নোটিস দিয়া এবং তাহাদের কোন বক্তব্য থাকিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া অথবা কোন নোটিস না দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাইকোর্ট বা জেলা জজ আদালত যেকোন সময় ঃ

(ক) উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম *(other proceedings),* উহার অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারেন ; অথবা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন আদালত হইতে কোন মামলা, আপীল বা অপর কার্যক্রম প্রত্যাহার করিতে পারেন এবং উহার বিচার বা নিষ্পত্তি করিতে পারেন, অথবা অধীনস্থ কোন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারেন, অথবা যে আদালত হইতে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, পুনরায় সেই আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

প্রোক্ত বিধান অনুযায়ী কোন মামলা স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত হইয়া থাকিলে পরে যেই আদালতে উহার বিচার হয়, সেই আদালত স্থানান্তরের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে উহার পুনঃবিচার করিতে পারেন, বা যে পর্যায়ে উহা স্থানান্তর বা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই পর্যায় হইতে বিচার শুরু করিতে পারেন। এই ধারার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ও সহকারী জজের আদালতকে জেলা জজের অধীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

মুনসেফ আদালত এবং অন্যান্য নিম্ন আদালতের অসম্মতিতে জেলা জজ আদালতে যেই সমস্ত আপীল দায়ের হয়, সেইগুলি জেলা জজ আদালত প্রায় প্রতিনিয়ত অন্যান্য অধীনস্থ ক্ষমতাসম্পন্ন আপীল আদালতে বিচারে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজনবোধে এইগুলি প্রত্যাহার করিয়া অন্য আপীল আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত পক্ষদের কোন আপত্তি থাকিলেও আপত্তিকারী পক্ষ মামলা স্থানান্তরের জন্য জেলা-জজ আদালতে এই ধারানুযায়ী দরখাস্ত দিতে পারে।

উদাহরণ

করিম রহিমের বিরুদ্ধে নাটোর মুনসেফ আদালতে একটি মামলা দায়ের করিয়াছে এবং এই মামলা নাটোর মুনসেফ আদালতেই বিচার্য। মামলার শুনানি আরম্ভ হইয়াছে। বাদী পক্ষের কতক সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরাও হইয়াছে। বিবাদী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা হইতে বাকী। তদবস্থায় আদালতের আচরণে ও মন্তব্যে বিবাদী পক্ষের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে আদালত বাদীর পক্ষাশ্রিত হইয়া গিয়াছেন এবং তথায় বিচার হইলে বিবাদীর সুবিচার পাওয়ার আশা নাই। তদবস্থায় বিবাদী নাটোর আদালতে এই মর্মে দরখাস্ত দিতে পারে যে, সে জজ আদালতে এই মামলা অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত দিতে পারে যে, সে জজ আদালতে এই মামলা অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য দরখাস্ত দিবে এবং সেইজন্য তাহাকে যেন দশ দিনের সময় দেওয়া হয় এবং জজ আদালতের এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে যেন মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হয়।

আদালতের অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা

Inherent Powers of Court

অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায় ঃ এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ১৫১ ধারাতে বলা আছে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে অথবা আদালতের পরোয়ানার অবমাননা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আদেশ দানের ব্যাপারে আদালতের যেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রহিয়াছে, অত্র আইনের কোন বিধান দ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ বা কোনভাবে প্রভাবিত হইবে না।

বিচারকার্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনা করিয়া আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের সৃষ্টি। কি পদ্ধতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে সেই বিষয়ে সম্ভাব্য যাবতীয় বিধি দেওয়ানী কার্যবিধিতে আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, যাহা আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নকালে তাহাদের ধারণায় আসে নাই। অতএব সেই অবস্থাতে আদালতের কি করণীয় হইবে সেই বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বিধিও প্রণয়ন করা হয় নাই। অথচ সেই অবস্থাতেও ন্যায়বান আদালতকে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে যাহা তাঁহার নিকট সুবিবেচনা ও ন্যায়সঙ্গত মনে হইবে ; সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে বিচারকার্য চালাইয়া যাওয়ার ক্ষমতা আদালতকে এই ধারাতে দেওয়া হইয়াছে। বিচারের আসল উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। সমস্ত আদালতেরই ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করিবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রহিয়াছে। নানা বিধি প্রণয়নে, ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে আদালতের সেই সাধারণ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে আদালতের কার্যক্রম বিষয়ে কোন বিধি বা নির্দেশ নাই, সেখানে আদালত তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। আদালতের এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে অথবা আদালতের পরোয়ানার অবমাননা প্রতিরোধে প্রতিরোধ হইতে হইবে। ইহাই আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার তাৎপর্য।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আদালত তাঁহার অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ঃ এই প্রসঙ্গে ১৫১ ধারাতে উল্লেখ আছে, আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কেবলমাত্র ন্যায়বিচারের প্রয়োজন অথবা আদালতের পরোয়ানা অবমাননা প্রতিরোধে করা যাইবে, অন্যথায় নহে। ইহার অতিরিক্ত কোন নির্দেশ এই ধারাতে নাই। এই ধারার তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন হাইকোর্টের নজিরে উল্লেখ আছে, যেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারকার্য পরিচালনায় অত্র আইনের কোন বিধি প্রযোজ্য সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্য বিধি অনুযায়ী চলিতে হইবে। বিধির বিপরীতে কোন পদ্ধতি অবলম্বনের স্বাধীনতা আদালতের নাই। কারণ আদালত বিচারক হইলেও আইনের অধীন। যেইক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বিধান নাই, কেবল সেইক্ষেত্রে আদালত ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারিবেন। এই অবস্থাতেও আদালতকে আরও একটি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। তদবস্থায় আদালতকে ন্যায়পরায়ণতা নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ন্যায়পরায়ণতা সর্বদাই আইনকে অনুসরণ করে *(Equity follows the law)*। ইহা ন্যায়পরায়ণতার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। অতএব আদালত তদবস্থায় এমন কোন ব্যবস্থা নিতে পারিবেন না যাহা অত্র আইনে বর্ণিত বিধিগুলির পরিপন্থী। তাহাকে এমন ব্যবস্থা নিতে হইবে যাহা অত্র আইনে বর্ণিত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আদালতকে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারী হওয়ার বা খামখেয়ালীভাবে কোন কিছু করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

কোন অবস্থাতে আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে ব্যবস্থা নিতে পারিবেন তাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাইকোর্টের নজিরে আছে। আবার কোন অবস্থাতে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না, তাহার নির্দেশও বিভিন্ন হাইকোর্টের নজিরে আছে। নজিরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হইল। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে মামলা একতরফা ডিক্রি হইলে বিবাদী ৯ আদেশের ১৩ বিধি অনুযায়ী একতরফা ডিক্রি রদকরতঃ মূল মোকদ্দমা শুনিবার জন্য আবেদন করিতে পারে, কিন্তু বিবাদী প্রার্থী যদি এই আবেদন শুনানির দিন পুনরায় হাজির না হয় এবং তদবস্থায় তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়, তখন বিবাদী প্রার্থীর আদালতের এই আদেশ রদ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান অত্র আইনে নাই। অথচ ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে আদালতের এই প্রকার আবেদন শুনিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই অবস্থায় নজিরে আছে বিবাদী প্রার্থী তাহার পূর্বের আবেদন খারিজ হইয়া যাওয়ার আদেশ রদ করিবার জন্য ১৫১ ধারানুযায়ী দরখাস্ত দিতে পারিবে এবং এই প্রকার দরখাস্ত আদালত ১৫১ ধারানুযায়ী বিবেচনা করিতে পারিবেন। ৯ আদেশের ১৩ বিধি অনুযায়ী দরখাস্ত যেভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি হয় পরবর্তী ১৫১ ধারানুযায়ী দরখাস্তও সেইভাবেই শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে। অনুরূপভাবে ৯ আদেশের ৯ বিধি অনুযায়ী কোন দরখাস্ত বাদী প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে খারিজ হইলে বাদী প্রার্থীও এই আদেশ রদ করিবার জন্য ১৫১ ধারানুযায়ী দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং আদালত তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে এই প্রকার দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত আদেশ দিতে পারিবেন। এই ধারাবলে

আদালত ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে তাহার নিকট দায়েরকৃত কোন মামলা অন্য একটি মামলার বিচার সাপেক্ষে স্থগিত রাখিতে পারিবেন। এই ধারাবলে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে আদালত তাহার নিকট দায়েরকৃত কতিপয় মামলা একত্রে বিচার *(analogous trial)* করিতে পারিবেন এবং একটি রায় দ্বারা এইগুলি নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। একটি রায় হইলেও ভিন্ন মামলার ডিক্রি ভিন্ন হইতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এইভাবে কতিপয় মামলা একত্রে বিচার করিবার কোন বিধি অত্র আইনে নাই। পক্ষান্তরে, ১ আদেশের ২ বিধিতে এবং ২ আদেশের ৬ বিধিতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বা বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হইলে আদালতের ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ দিতে পারেন তাহার উল্লেখ আছে। এই নীতির অনুসারেই আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে ১৫১ ধারানুযায়ী কতিপয় পৃথক মামলা ও একত্রে বিচার করিতে পারিবেন। এইরূপ আরও বহুক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত শর্তাধীনে আদালত ১৫১ ধারানুযায়ী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

বিভিন্ন নজিরে উল্লেখ আছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। প্রবঞ্চনার কারণে আদালত সোলে ডিক্রি বা অন্য কোন ডিক্রি ১৫১ ধারানুযায়ী রদ করিতে পারিবেন না, কিন্তু প্রবঞ্চনার লক্ষ্য যদি আদালত হয় অর্থাৎ পক্ষগণের আচরণ দ্বারা প্রতারিত হয়, তবে আদালত এই প্রকার প্রতারিত অপসারণে ১৫১ ধারানুযায়ী যথাবিহিত আদেশ দিতে পারেন। আদালত নিজের অথবা তাহার পূর্ববর্তী কোন আদেশ বা রায় তাহা তথ্যগত বা আইনগত বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ বা অশুদ্ধ হউক না কেন ১৫১ ধারানুযায়ী সংশোধন করিয়া নূতন আদেশ বা রায় দেওয়া যাইবে না। কারণ এই জাতীয় ভুল সংশোধনের যথাবিহিত ব্যবস্থা অত্র আইনে রহিয়াছে। এখতিয়ার বহির্ভূত কোন বিচার্য বিষয় আদালতে উত্থাপিত হইলে আদালত সেই বিষয় নিষ্পত্তির জন্য ১৫১ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। এইরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রে আদালত ১৫১ ধারানুযায়ী তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না বলিয়া বিভিন্ন নজিরে উল্লেখ আছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত রায়, ডিক্রি ও আদেশে কেরানীর ভুল বা গাণিতিক ভুল শুদ্ধ করিতে ও বিচার কার্যক্রমের অন্যান্য ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন ঃ এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ১৫২ ধারাতে নির্দেশ আছে, রায়, ডিক্রি বা আদেশে কেরানী সংক্রান্ত ভুল *(Clerical mistake)* গণিত সংক্রান্ত ভুল *(arithmetical mistake)* থাকিলে, অথবা ঘটনাক্রমে অনবধানবশতঃ ঐগুলিতে কোন কথা বাদ পড়িয়া যাওয়ার দরুন ভুল হইয়া থাকিলে, যেকোন সময় তাহা আদালত নিজ উদ্যোগে বা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে সংশোধন করিতে পারিবেন। ১৫৩ ধারাতে বলা আছে আদালত যেকোন সময় এবং খরচ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত যেকোন শর্তাধীনে কোন মামলার কার্যক্রম সংক্রান্ত যেকোন ভুল-ত্রুটি সংশোধন মামলায় সংশ্লিষ্ট প্রকৃত প্রশ্ন নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে করা যাইবে।

উদাহরণ

১। একটি স্বত্ব সাব্যস্তে খাসদখলের মামলায় আদালত রায়ে যাবতীয় বিচার্য বিষয় বাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অতএব স্বাভাবিক নিয়মে এই মামলা বাদীর পক্ষে রায় ও ডিক্রি হওয়ার কথা, কিন্তু অনবধানবশতঃ আদালত রায়ের শেষে আদেশ অংশে মামলা দোতরফাসূত্রে ডিক্রি হইবে, না লিখিত ভুলবশতঃ ডিস্মিস্ হইবে লিখিলে এই জাতীয় *accidental slip* জাতীয় ভুল আদালত ১৫২ ধারার ক্ষমতাবলে সংশোধন করিয়া মামলা দোতরফাসূত্রে বাদীর পক্ষে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রির আদেশ দিতে পারিবেন।

২। ৫২৭ দাগের ভূমির জন্য একটি মামলায় বাদী পক্ষে রায় হইয়াছে। আরজির তফসিলে ৫২৭ দাগের ভূমি দাবির ভূমিরূপে উল্লেখিত আছে। রায় অনুযায়ী ডিক্রি লিখিবার সময় আদালতের কেরানী ভুলবশতঃ ৫২৭ দাগ স্থলে ২৫৭ দাগ লিখিয়া ডিক্রি প্রস্তুত করিলে, আদালত ঐ ভুল ডিক্রি যথানিয়মে দস্তখত করিবার পরও যখনই এই ভুল ধরা পড়িবে তখনই আদালত ১৫২ ধারানুযায়ী ঐ ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন। রায়ে বা ডিক্রিতে এই জাতীয় ভুল সংশোধনের জন্য ব্যয়বহুল রিভিউ বা আপীল করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৩। একটি ডিক্রি জারির দরখাস্তে ভুলবশতঃ ডিক্রিপ্রাপ্ত ভূমি অন্তর্ভুক্ত না করিয়া অন্য ভূমি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই জাতীয় ভুল ধরা পড়িলে আদালত ১৫৩ ধারানুযায়ী তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন। *Pleadings* সংশোধনের ব্যবস্থা অত্র আইনের ৬ আদেশের ১৭ বিধিতে আছে। *Pleadings* ব্যতীত মামলা পরিচালনার কার্যক্রমে অন্যান্য বিষয়েও অনেক সময় ভুল সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তদবস্থায় আদালত ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে ঐ সমস্ত ভুল ১৫৩ ধারানুযায়ী সংশোধন করিতে পারিবেন।

আদেশ সম্পর্কিত

আদেশ সম্পর্কিত

আদেশ ১

মামলার পক্ষ

নিয়ম

১। কাহারা মামলায় বাদীপক্ষের শামিল হইতে পারে ঃ

এই কার্য বা আদান-প্রদান অথবা একই শ্রেণীর কার্যাবলীর বা আদান-প্রদানসমূহের দরুন যাহারা একত্রে বা পৃথকভাবে বা একাদিক্রমে কোন প্রতিকার দাবি করিতে পারে, এবং যেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ পৃথকভাবে মামলা দায়ের করিলে বিধি বা তথ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, অনুরূপ সকলকে একই মামলায় বাদীপক্ষের শামিল করা যায়।

ভাষ্য

এই আদেশের ৯, ১০ এবং ১৩ বিধিসমূহে মোকদ্দমায় পক্ষসমূহের অপসংযোগ *(Misjoinder of parties)* সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই আদেশের ৯ বিধিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, কাহাকেও ভ্রান্তভাবে মামলার পক্ষ করা হইয়া থাকিলে অথবা পক্ষ হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলে তজ্জন্য মামলার কোন ক্ষতি হইবে না। অনুরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পক্ষগণের অধিকার ও স্বার্থ যতটুকু জড়িত তদনুসারে বিরোধভুক্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করিবেন।

তবে বাদীর আবেদন সম্পর্কে অপর পক্ষকে নোটিশ না দিয়া এবং বিধি অনুসারে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

এই আদেশের ১০ বিধি মোতাবেক যেইক্ষেত্রে একাধিক বাদী রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যদি একজন বা একাধিক বাদী হাজির হয় এবং অন্য কেহ হাজির না হয়, তবে বাদীদের মধ্যে যে বা যাহারা হাজির হইয়াছে, তাহাদের অনুরোধক্রমে সকল বাদী হাজির হইলে যেইভাবে বিচার হইত, সেইভাবে আদালত বিচার অনুষ্ঠানের অনুমতি দান করিতে পারেন।

এই আদেশের ১৩ বিধিতে বলা হইয়াছে, কোন মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা রদ করিবার জন্য বিবাদী ডিক্রি দানকারী আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

একই মামলায় যদি একের অধিক ব্যক্তি একত্রে বাদী হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে ঃ

(১) প্রতিকারের অধিকার একই কার্য বা আদান-প্রদান হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে।

(২) বিষয়টি এমন হইতে হইবে যে, বাদীগণ পৃথক মামলা দায়ের করিলেও তথ্যগত বা আইনগত বিচার্য বিষয় একই হইবে। মামলার বিষয়বস্তুর উপর প্রত্যেক বাদীর সম্পূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট থাকিবার প্রয়োজন নাই। এমনকি যখন বাদীগণ পৃথক প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং যেখানে প্রত্যেক মামলার অনুসন্ধান প্রায় এক, সেইখানেও অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচাইবার জন্য বাদীগণ সহবাদীতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এই নিয়ম এই মর্মে ঘোষণা দেয় না যে, যেকোন ব্যক্তি অবশ্যই মামলার বাদী হইবে, অথবা কোন ব্যক্তি মামলার প্রয়োজনীয় অথবা উপযুক্ত পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হইবে। অতএব, কোন ব্যক্তি যে ইতিমধ্যে উপদেষ্টা নিয়োগ, নথি প্রস্তুত এবং আদালতে দাবি উপস্থাপনের ঝামেলা পোহাইয়াছে, তাহাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন আদালত কোন মামলার বাদী হিসাবে সংযোজিত করিতে পারেন না। এইভাবে একটি হাউজিং সোসাইটির একজন উপ-লাইসেন্সধারী যাহাকে এক খণ্ড জমি বরাদ্দ করা হইয়াছে সে হাউজিং সোসাইটিকে পক্ষ না করিয়াও একজন অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে তাহাকে উৎখাত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারে, যেহেতু উক্ত বরাদ্দকৃত জমিতে তাহার পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে স্বত্ব আছে।

মামলার পক্ষ ঃ পক্ষদ্বয়ের সংযোজনের প্রশ্ন মূলতঃ পদ্ধতিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারার অধীনে পক্ষদ্বয়ের পক্ষভুক্তকরণের বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির প্রথম আদেশ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

[(১৯৭৬) ২৮ সিএলআর (এসসি) ৫]

যেইক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমায় একের অধিক বাদী থাকে, শুধু সেইক্ষেত্রে অত্র নিয়মের প্রয়োগ চলে। একই কার্য বা লেনদেন অথবা একই শ্রেণীর কার্য বা লেনদেন হইতে যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের

প্রতিকার লাভের অধিকার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত ঘটনা বা আইন সম্পর্কে একটি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তবে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে অত্র নিয়মের অধীনে একটিমাত্র মোকদ্দমায় বাদী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে। প্রত্যেক বাদীকে সমস্ত বিষয়বস্তুতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নাই। উপরে উল্লেখিত শর্তাদি পূর্ণ না হইলে তাহাদিগকে একই মোকদ্দমায় বাদী শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না এবং তাহারা প্রত্যেকে আলাদা মোকদ্দমা দায়ের করিবে *[এআইআর ১৯৪২ অল. ১২২]*। এই ধারার শর্ত পূরণ না হইলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে একটি মোকদ্দমায় বাদী শ্রেণীভুক্ত করিলে তাহা বাদী অপসংযোজনে *(misjoinder of plaintiff)* বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমায় এই ব্যাপারে আপত্তি মোকদ্দমার শীঘ্রতম সম্ভাব্য সুযোগের *(earliest possible opportunity)* সময় দাখিল করিতে হইবে। নতুবা এইরূপ আপত্তি পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ আপত্তি দাখিলের পরে যদি আদালতের নিকট বাদীর অপসংযোজন প্রতীয়মান হয়, তবে আদালত মোকদ্দমা খারিজ না করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিদের নাম কর্তনের জন্য আরজি সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিবেন। বাদীর অপসংযোজনের অভিযোগ কোন মোকদ্দমার জন্য সর্বনাশা নহে *[(১৮৭৯) ৪ ক্যাল. ৯৪৯]*। যেইক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন কার্য সম্পর্কে যৌথভাবে একই প্রতিকারের অধিকারী এবং তাহাদের একজন উক্ত প্রতিকার বলবত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতে চায়, তবে তাহার জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা হইল, সে অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও মোকদ্দমায় সহবাদী হইতে বলিবে। যদি তাহারা অস্বীকার করে, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৪২ ক্যাল. ২৫৯ ডিবি]*। কারণ আইনের সাধারণ নীতি হইল, কোন একটি প্রতিকার লাভে অনেক ব্যক্তি অধিকারী হইলে তাহাদিগকে হয় বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে মোকদ্দমায় শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। *[৩৫ আইএ ৭৩ (পিসি)]*

প্রথম তফসিল

আদেশ ১

মামলার পক্ষগণ

আদেশ ঃ ১। মামলায় পক্ষভুক্ত হইবার প্রশ্ন মূলতঃ মামলার কার্যপ্রণালীর একটি অপরিহার্য বিষয়।

পূর্ব বঙ্গের স্টেট একুইজেশন এণ্ড টেন্যান্সি এ্যাক্ট *(State Acquisition and Tenancey Act)*-এর ৯৬ ধারার অধীনে মামলার কার্যপ্রণালীতে পক্ষদের সংযুক্ত সম্বন্ধীয় শর্তসমূহ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১-এর শর্তসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৫]*

নিয়ম

২। পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ দানে আদালতের ক্ষমতা ঃ

যেইক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় ব্যক্তিকে বাদীপক্ষে শামিল করা হইলে মামলার বিচার অনুষ্ঠানে অসুবিধা বা বিলম্ব ঘটিতে পারে, সেইক্ষেত্রে আদালত বাদীগণকে স্ব-স্ব ব্যবস্থা গ্রহণের বা পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ বা অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দিতে পারেন।

ভাষ্য

বিচারাধীন কোন একাধিক বাদীযুক্ত মামলায় যদি দেওয়ানী কার্যবিধির ১ আদেশের ১ নিয়মে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ না করা হয় তাহা হইলে পৃথক বিচারের আদেশ দিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ১ আদেশের ২ নিয়মের অধীনে আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র সেইখানেই এই নিয়ম প্রযোজ্য যেই মামলায় বাদীগণকে সঠিকভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে কিন্তু হয়রানি বা সুবিধা লাভ বা বিলম্ব এড়াইবার জন্য পৃথক বিচার আবশ্যক। যেইখানে ভুলক্রমে বাদীগণকে সংযোজিত করা হইয়াছে সেইখানে এই বিধির কোন প্রয়োগ নাই। যখন কোন মামলা এই নিয়মের আওতাভুক্ত হয় তখন উহা এই যুক্তির ভিত্তিতে খারিজ করা যাইবে না যে, বাদীগণের সংযোজনের ফলে বিচারকার্যে হয়রানি বা বিলম্বের সৃষ্টির হইবে। এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আদেশ হইবে বাদীগণকে নির্বাচন করিতে দেওয়া হয় যে, কে মামলা চালাইয়া যাইবে এবং কে পৃথক মামলা দায়ের করিবে। যেইখানে একই বাদী একাধিক যোগ্যতাবলে বিভিন্ন সম্পত্তির দখল স্বত্বের জন্য মামলা করে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে এবং অছি ক্ষমতাবলে, সেইখানে আদালত পৃথক মামলার নির্দেশ দিতে পারেন।

নিয়ম।

৩। কাহাকে মামলায় বিবাদীপক্ষে শামিল করা যাইতে পারে ঃ

একই কার্য বা আদান-প্রদান অথবা একই শ্রেণীর কার্যাবলী বা আদান-প্রদানসমূহের দরুন যাহাদের বিরুদ্ধে একত্রে, পৃথকভাবে বা একাদিক্রমে কোন প্রতিকার দাবি করা যাইতে পারে এবং যেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা দায়ের করা হইলে বিধি বা তথ্য-সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, অনুরূপ সকলকেই একই মামলার বিবাদীপক্ষে শামিল করা যায়।

ভাষ্য

১ আদেশের ৩ নিয়মের উদ্দেশ্য হইল, যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে আদালত এবং মামলার পক্ষসমূহকে হয়রানির সম্মুখীন না করিয়া মামলার সংখ্যাধিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াইয়া যাওয়া। যদি সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে একই আইনগত ও তথ্যগত বিষয় উদ্ভূত হয় এবং পৃথক মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে এবং ইহা মামলার সংখ্যাধিক্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারে না তাহা হইলে প্রথম আদেশে প্রযোজ্য হইবে। দুই বা ততোধিক বিবাদীকে একত্রে সংযোজিত করিতে হইবে নিম্নবর্ণিত শর্ত দুইটি অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে ঃ

(১) তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকারের অধিকার একই কার্য বা আদান-প্রদান হইতে উদ্ভূত হইতে হইবে ;

(২) যদি বিবাদীগণের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করা হইত তাহা হইলে একই আইনগত ও তথ্যগত বিষয় উপস্থাপিত হইত। ইহাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু যোগসূত্র থাকিতে হইবে। যদি প্রত্যেক বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ পৃথক মামলা থাকে এবং প্রতিক্ষেত্রে মামলার বিষয়বস্তু যদি আলাদা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত শর্ত পূরণ হয় নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তি যাহাদিগকে বিবাদী হিসাবে সংযোগ করা হইয়াছে। যদি তাহাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা ষড়যন্ত্র না থাকে তাহা হইলে মামলাটি বিবিধ কারণে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই নিয়ম প্রয়োগের জন্য ইহা আবশ্যক নয় যে, সমস্ত বিবাদীই মামলায় যে সমস্ত প্রতিকার ও যোগাযোগ বর্ণিত হইয়াছে উহাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইবে অথবা সকল বিবাদীর দায়-দায়িত্ব সমান হইবে। অথবা সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলার কারণ একই হইবে। এমনকি সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি একই হয় এবং উহা যদি মামলার অবশিষ্ট বিষয়ের সাথে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহা হইলে উহা ১ আদেশের ৩ নিয়মের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট হইবে।

ট্রাস্টি কর্তৃক মামলা ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ট্রাস্টের ট্রাস্টিকে ট্রাস্টের নামে মোকদ্দমা করার বিধান দেওয়া হয় নাই। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩৩৭]*

ইজমেন্ট, উপ-ভাড়াটিয়া প্রয়োজনীয় পক্ষ ঃ বেআইনীভাবে ভূমিতে অবস্থানকারী ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করিয়া উপভাড়াটির অনুকূলে ডিক্রি কার্যকরী করিবার জন্য জমির মালিক ঐ সমস্ত বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা বাহুল্য কমাইবার জন্য একত্রে মামলা করিতে বাধ্য। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ১০২]*

টর্ট-সংক্রান্ত দায় যৌথ এবং পৃথক হইলে একজন ব্যক্তি বিবাদী হইতে পারে। টর্টের মামলায় অন্যায়কারীদের দায় যদি যৌথ এবং বিভিন্ন হয় তাহা হইলে যাহার বিরুদ্ধে অন্যায় করা হইয়াছে তিনি সকলের বিরুদ্ধে অথবা যেকোন একজনের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন।

[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৬২৯]

ন্যায়বিচারের স্বার্থে অথবা সংখ্যাবাহুল্য এড়াইবার জন্য মামলা চলাকালে পক্ষ অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ২৭২]*

যদি পক্ষগণ এবং আদালতকে বিব্রত করা ব্যতিরেকে সম্ভব হয়, তবে একাধিক ব্যক্তিকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোকদ্দমার বহুতা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করাই অত্র নিয়মের উদ্দেশ্য।

[এআইআর ১৯২৮ ক্যাল. ৯২ (ডিবি)]

আদেশ ১ নিয়ম ৩ ঃ ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং অধিক মামলা এড়াইতে মামলার কার্যধারা পক্ষসংযুক্ত করা যায়। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ২৭২]*

আদেশ ১ নিয়ম ৩ ঃ 'মোকাবেলা' *(Proforma)* শব্দের অর্থ কেবলমাত্র ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করা। 'মোকাবেলা' শব্দটির বহিঃপ্রকাশ দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় প্রকাশিত হয় নাই। শুধুমাত্র "বাদী এবং বিবাদী" হিসাবে শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উল্লেখিত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের মোকাবেলা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই।

[৪০ ডিএলআর ৩৪০]

মোকাবেলা বিবাদীগণ যদিও ডিক্রি মোকাবেলা বিবাদীদের অনুপস্থিতিতে প্রদান করা হয় তথাপি উহা তাহাদের উপর কার্যকরী হইবে। যদিও বাদী ও পিডিবি একজন মোকাবেলা বিবাদী। তথাপি তাহাদের মামলার বিষয়বস্তু এবং একে অপরের প্রতি যাহা দাবি করিয়াছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া শেষ পর্যন্ত মামলা পরিচালনা করিতে হয়। *[৪০ ডিএলআর ৩৪০]*

একটি মামলায় যদিও একটি পক্ষ মোকাবেলা হিসাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, উক্ত মামলায় সে লিখিত জবানবন্দীতে মামলায় বিচার্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিকূল দাবি উপস্থাপন করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পর তাহার উপস্থিতিতে সে ডিক্রি প্রদান করা হইয়া থাকে। উহা তাহার উপর আবশ্যকীয় হইবে। *[৪০ ডিএলআর ৩৪০]*

অপ্রতিদ্বন্দ্বি মোকাবেলা বিবাদীগণ যদি মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষভুক্ত হইতে না পারে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রতিকার প্রার্থনা করা না হয় তবে তাহাদের জন্য ডিক্রিটি আবশ্যকীয় হইবে না। একটি মানি মামলায় মোকাবেলা বিবাদীগণ যদিও কেবলমাত্র মোকাবেলা হিসাবে থাকে, তথাপি তাহাদের উপস্থিতিতে যে ডিক্রি প্রদান করা হয় তাহাদের উপর আবশ্যকীয়। *[৪০ ডিএলআর ৩৪০]*

আদেশ ১ নিয়ম ৩ ও ৪ ঃ ঘটনা এবং আইনের প্রশ্ন এক হওয়ায় সকল ব্যক্তি বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহাদের সকলের পক্ষে প্রতিকার দাবি করিতে পারে। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ৪৭]*

আদেশ ১ নিয়ম ৩ ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষ এবং সঠিকপক্ষ ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষ বুঝায় যাহার উপস্থিতি মোকদ্দমার বিচারে আইনসিদ্ধ, উক্ত পক্ষের অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা সঠিকভাবে গঠন হয় না এবং মোকদ্দমায় ফলপ্রসূ কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় মোকদ্দমা আইনতঃ ডিসমিস হইতে বাধ্য।

অপরদিকে সঠিক পক্ষ বলিতে বুঝায় মোকদ্দমা গঠনে যাহার উপস্থিতি প্রয়োজন নাই, তবে যাহার উপস্থিতি মোকদ্দমার বিতর্কিত বিষয়ে ফলপ্রসূ এর্ব চূড়ান্ত বিচারে কাম্য। প্রয়োজনীয় পক্ষের অভাবে মোকদ্দমা অবশ্যই ধ্বংস হইবে ; কিন্তু সঠিক পক্ষের অভাবে সব সময় মোকদ্দমা নষ্ট হয় না। *[১৫ বিএলডি (এডি) ৯৫ (১৯৯৫)]*

নিয়ম

৪। কোন পক্ষে একাধিক ব্যক্তি শামিল হইয়া থাকিলে আদালত তাহাদের একজন বা একাধিক জনের পক্ষে বা বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন ঃ

উপরোক্ত মামলাগুলির কোন সংশোধন বা করিয়া নিম্নরূপ রায় দেওয়া যাইতে পারে ঃ

(ক) বাদীগণের মধ্যে যে বা যাহারা প্রার্থিত প্রতিকারসমূহের মধ্যে যেইটি বা যেইগুলি পাইবার অধিকার বলিয়া আদালত সাব্যস্ত করেন, তাহাকে বা তাহাদিগকে সেই প্রতিকার দানের অনুকূলে ;

(খ) বিবাদীগণের মধ্যে যে বা যাহারা দায়ী সাব্যস্ত হয়, তাহাদের প্রতিকূলে দায়ের অনুপাত অনুসারে।

ভাষ্য

যেখানে একাধিক বাদী বা বিবাদী আছে এবং যাহাদের কয়েকজন সম্বন্ধে একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে রায় দেওয়া হইবে, সেই সমস্ত মামলা সম্বন্ধে এই নিয়ম বিধান প্রদান করে। ১ আদেশে ১ নিয়মের অধীনে যখন একাধিক বাদীকে একই মামলায় সংযোজিত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র প্রতিকার পাইতে পারে তখন এই নিয়মের অধীনে উক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে রায় দেওয়া যাইতে পারে এবং যখন ১ আদেশের ৩ নিয়মের অধীনে একাধিক বিবাদীকে একত্রে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন মাত্র দায়ী সাব্যস্ত হয় তখন কোন সংশোধন ব্যতীতই তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী রায় দেওয়া যাইতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী কোন সহ-অনধিকার প্রবেশকারী যাহার ডিক্রি ঘোষিত হইয়াছে, উহা তাহার ও বাদীর অর্থবহ ডিক্রি হিসাবে গ্রাহ্য হইবে যদিও অন্যান্য সহ-অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে মামলা বাদীর দোষে বাতিল হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একজন বা বহু বিবাদীর বিরুদ্ধে একাধিক ডিক্রি মামলা চলাকালে বা মামলার সমাপ্তিকালে ঘোষিত হইতে পারে।

কোন সহ-অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে পাসকৃত ডিক্রি তাহার বিরুদ্ধে ও বাদীর পক্ষে কার্যকরী হইবে। মামলার কার্যক্রমে ক্রটির জন্য যদি অপর সহ-অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা খারিজ হইয়া যায় তবুও এই বিধান কার্যকারী হইবে। *[এআইআর (১৯৬৫) অল. ৭৭]*

মামলা চলাকালে অথবা মামলা নিস্পত্তিকালে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য একই মামলায় একজন বিবাদী অথবা একাধিক বিবাদীর বিরুদ্ধে একাধিক ডিক্রি পাস করা যাইতে পারে। *[পিএলডি (১৯৭৮) করাচি ২৬৩]*

নিয়ম

৫। যেই সমস্ত প্রতিকার দাবি করা হয়, উহাদের সবগুলির সঙ্গেই বিবাদীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার প্রয়োজন নাই ঃ

বিবাদীগণের বিরুদ্ধে মামলায় যেই সমস্ত প্রতিকার দাবি করা হয়, তন্মধ্যে সবগুলিই প্রত্যেক বিবাদীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্য

কোন মামলা যদি অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়া সুসংগঠিত হয় তাহা হইলে কাম্য প্রতিকারে বিবাদীগণের স্বার্থ সমভাবে সংশ্লিষ্ট নহে বিধায় ভ্রান্তপক্ষ সংযোজনের অজুহাতে উহাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা যাইবে না অথবা এই অজুহাতেও অনুপযুক্ত ঘোষণা করা যাইবে না যে, কয়েকজন বিবাদীর বিরুদ্ধে যেই প্রতিকার দাবি করা হইয়াছে তাহা মূল দাবিকৃত প্রতিকারের অংশবিশেষ মাত্র। কোন এজেন্টের বিরুদ্ধে হিসাব-সংক্রান্ত মামলা এই কারণে ভ্রান্তপক্ষ সংযোজনের অজুহাতে খারিজ করা যাইবে না যে, বাদী একজনের বিরুদ্ধে এক সময়ের হিসাব দাবি করিয়াছে এবং অন্যান্যদের নিকট ভিন্ন সময়ের হিসাব দাবি করিয়াছে।

কোন মোকদ্দমা যদি অন্যভাবে ঠিকমত দায়ের হয় তবে উহা কেবলমাত্র বিবাদীগণ প্রতিকার দাবিকৃত মামলায় সমানভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহে এই কারণে ভুল পক্ষভুক্তির দোষে দুষ্ট হইবে না।

[৩১ বোম্বে ৫১৬ ; এআইআর ১৯৩৮ নাগ. ৪৬১]

নিয়ম

৬। একই চুক্তি অনুসারে দায়ী ব্যক্তিগণকে পক্ষ হিসাবে শামিল করা ঃ

বাদী ইচ্ছা করিলে একই চুক্তি প্রসঙ্গে পৃথকভাবে বা যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী সকল ব্যক্তিকে একই মামলায় পক্ষভুক্ত করিতে পারে। বিল অব এক্সচেঞ্জ, হুন্ডি ও প্রমিসরি নোটের সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

ভাষ্য

যদি যৌথ অঙ্গীকারকারীদের একজনের মৃত্যুর ফলে মৃত অঙ্গীকারকারীর উত্তরাধিকারী বা আইনানুগ প্রতিনিধিদের উপর দায়িত্ব না বর্তাইয়া জীবিত যৌথ অঙ্গীকারকারীদের উপর ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহা যুক্ত দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে। জীবদ্দশা যৌথ চুক্তির সীমানা নির্ধারক। অতএব, ক ও খ কর্তৃক যৌথ অঙ্গীকার চুক্তি আইনের ৪৩ ধারামতে একটি যুক্ত এবং বহুবিধ দায়িত্বের জন্ম দেয়। কিন্তু একজন মূল অঙ্গীকারগ্রহণকারীর মৃত্যুতে তাহার উত্তরাধিকারীরা একাধিক যৌথ অঙ্গীকারগ্রহণকারীতে পরিণত হয় না।

নিয়ম

৭। কাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে যখন বাদীর সন্দেহ থাকে ঃ

কাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে বাদীর সন্দেহ থাকিলে, কাহার বিরুদ্ধে কি পরিমাণ প্রতিকার দাবি করা যাইবে তাহাও যাহাতে নির্ধারণ করা যায়, সেইজন্য বাদী দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে বিবাদীপক্ষে শামিল করিয়া মামলা করিতে পারে।

ভাষ্য

কে দায়ী, এই প্রশ্নে যখন বাদী সন্দেহযুক্ত থাকে তখন এই নিয়মের অধীনে সে পর্যায়ক্রমিকভাবে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারে। ক খ-এর বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা দাবি করিয়া মামলা করিলে, যেই টাকা ক-এর এজেন্ট (প্রতিনিধি) গ-এর নিকট হইতে খ ধার লইয়াছে। খ ধার সংক্রান্ত ব্যাপারে অস্বীকার করিল, কিন্তু গ দাবি করিল যে, সে ধার প্রদান করিয়াছে। এই মামলায় ক গ-কে সহ-বিবাদী হিসাবে সংযুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিকল্প প্রতিকার দাবি করিতে পারে। কিন্তু যখন কোন বাদী পর্যায়ক্রমিক বিবাদীদের যেকোন একজনের বিরুদ্ধে ডিক্রি লাভ করে তখন তাহার আর অবশিষ্ট বিবাদীদের বিরুদ্ধে কোন দাবি থাকিতে পারে না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আপীলও সিদ্ধ নহে।

নিয়ম

৮। এক ব্যক্তি একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অপর সকলের পক্ষে মামলা দায়ের করিতে বা জবাব দিতে পারে ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন মামলার বহু সংখ্যক লোকের একরূপ স্বার্থ নিহিত থাকে, সেইক্ষেত্রে আদালতের অনুমতিক্রমে এক বা একাধিক ব্যক্তি স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে ও সকলের সুবিধার জন্য মামলা দায়ের করিতে বা অভিযোগের জবাব দিতে পারে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত বাদীর খরচে অনুরূপ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যক্তিগতভাবে নোটিস দিবেন, অথবা অনুরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হইলে বা অপর কোন কারণে আদালত তাহাতে অসুবিধা মনে করিলে সাধারণ্যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিস দিবেন।

(২) উপরোক্ত (১) উপবিধি অনুসারে যাহাদের তরফ হইতে বা যাহাদের সুবিধার জন্য অনুরূপ মামলা করা হয় বা জবাব দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে যে কেউ মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারে।

ভাষ্য

এই নিয়মটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলে পক্ষভুক্ত হইবে — এই বিধির একটি ব্যতিক্রম। এই নিয়মের সবচেয়ে বড় উপযোগিতা হইল, ইহা যুক্তি ও সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা অনেক খরচ ও ঝামেলা হইতে রেহাই দেয়, যাহা অন্য পরিস্থিতিতে অবশ্যই বহন করিতে হইত। নিয়মটির ভাষা অতি ব্যাপক এবং যদি ইহার উপাদানগুলি পূরণ করা হয় তাহা হইল ইহা যেকোন ধরনের মামলায় প্রয়োগ করা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই নিয়মে বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াই মাত্র একটি 'প্রতিনিধিত্বমূলক' মামলা আনয়ন করা যায়। এমনকি ইহা মামলার স্বভাবধর্মী দরখাস্তের বেলায়ও প্রয়োগ করা সম্ভব, যদিও 'প্রতিনিধিত্বমূলক' মোকদ্দমা শুধু ১ আদেশের ৮ নিয়মের অধীনেই গন্ডীবদ্ধ নহে।

এই নিয়মের অধীনে একই মামলা বাদী বিবাদী উভয়ের জন্যই 'প্রতিনিধিত্বমূলক' হইতে পারে। কিন্তু একটি 'প্রতিনিধিত্বমূলক' মোকদ্দমা দায়ের ও উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই নিয়মটি চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ নহে।

যখন কোন বিশেষ আইনের অধীনে কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্দেশ করা হয় তখন এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

এই নিয়ম রীট-পিটিশন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রেরগেটিভ রীটের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। কাজেই কোন একজন অথবা কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতাবলে মামলা দায়ের করিতে পারে না।
[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ৪৮৯]

আদেশ ১ নিয়ম ৮ ঃ স্বীকৃতভাবেই, উল্লেখ্য মোকদ্দমাটি একটি জনস্বার্থে মোকদ্দমা যা বাদী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আনয়ন করিয়াছেন। বিচারিক আদালত নির্দেশিত সূত্রগুলি অনুসরণ করিয়াই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দান করেন এবং সন্তোষজনকভাবেই তিনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ বিচার করিয়াছেন এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান দাখিলকৃত দলিলসমূহের সুস্পষ্ট বিবেচনায় যেই নিয়োগ দান করা হইয়াছে তাহা সার্কুলার, বিধি বিধান, দিক-নির্দেশনা, গণ নোটিস ইত্যাদির পরিপন্থী। অপরদিকে নিম্নতর আপীল আদালত তা বাতিল করিয়াছেন এবং অবমুক্ত করিয়াছেন যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে মানবিক বিষয়গুলোর বিবেচনায় এবং মোকদ্দমার *Mertit*, রুল প্রক্রিয়া, দিক-নির্দের্শনা বাজেট সম্পর্কীয় বিষয়াদি, প্রয়োজনীয় গণ নোটিস ইত্যাদি যাহা ব্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। আরও পরিদৃষ্ট হয় যে, এই নিয়োগসমূহ প্রদান করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে যাহার কোন ভিত্তি নাই এবং যেই সমস্ত দলিল দাখিল হইয়াছে তা বিবাদী পক্ষের মাধ্যমে।
[আবু আসলাম এডভোকেট রাজশাহী জেলা বার সমিতি বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ; ১১ বিএলসি (হা.বি.) ২৯৪]

প্রতিনিধি কর্তৃক মোকদ্দমা ঃ এই নিয়মের অধীনে কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে যেইক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে মামলার পক্ষ নহে। তাহার মৃত্যুর ফলে তাহার অধিকার তাহার ওয়ারিশগণের উপর বর্তায় না।
[(১৯৫৬/৮) ৮ ডিএলআর ৬০]

প্রতিনিধির মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হইল আদালত তাহাদিগকে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অনুমতি দিবে কিনা অথবা কোন অতিরিক্ত লোক যুক্ত করিবে কিনা এই মর্মে আদালতে আবেদন করা। আদালত অনুমতি দিলেই কেবল মামলার কার্যক্রম চলিতে থাকিবে। *[(১৯৫৬/৮) ৮ ডিএলআর ৬০]*

প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা ঃ ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে মামলা দায়েরকারী বাদী প্রতিনিধিত্বমূলক মামলার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।
[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৪৫৭]

যখন এই নিয়ম প্রভাবিত হয় তখন কেবলমাত্র, আদালতের সুস্পষ্ট অনুমতি সাপেক্ষে আদেশের বলেই মোকদ্দমা চলিবে।
[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৬১]

আদেশ ১ নিয়ম ৮ এবং আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ মামলার নোটিস এবং প্লিডিং সংশোধন ঃ আবেদনকারী এবং তাহার অনুসারীদের নামে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আবেদনকারীদের সমর্থনে নোটিস প্রদান করা হইলে এবং দাবিকৃত বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নামে নোটিস প্রদান করা না হইলে তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইবে। তবে তাহা সংশোধন করা যাইবে। *[(১৯৬৯) ২১ পিএলডি (করাচি) ৬৯২]*

দ্বন্দ্ব উদ্রেককারী সিদ্ধান্ত এবং মোকদ্দমার বহুতা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক মোকদ্দমার বিধান করাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। কোন মোকদ্দমার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকেই পক্ষ করা উচিত এই নীতির ব্যতিক্রম এই নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। *[(১৯৩২) ১৩ লাহোর ১৯৫]*

যেইক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমায় বহু সংখ্যক ব্যক্তির গোষ্ঠিস্বার্থ নিহিত আছে, সেইক্ষেত্রে সুবিধার জন্য প্রয়োজন তাহাদের কয়েকজনকে সকলের প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি দেওয়া হয় — এইজন্য যে, তাহাতে ঝামেলা ও ব্যয় কম হয়। *[(১৯৩৬) ৬০ বোম্বে ৬৩৫]*

লিখিত কুৎসার জন্য কোন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। *[(১৯১৬) ২ কে. বি. ২৪৩]*

লিখিত কুৎসার জন্য কোন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে অত্র নিয়ম প্রযোজ্য নহে। মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বেই আদালতের অনুমতি গ্রহণের উপযুক্ত সময়, কিন্তু মোকদ্দমা দায়েরের পরেও অনুমতি গ্রহণ করা চলে *[(১৯১৭) ৪৪ কল. ২৫৮]*। এমনকি আপীলের স্তরেও সংশোধনীর মাধ্যমে, যদি সংশোধনীর ফলে মোকদ্দমার প্রকৃতি বাস্তবিক পরিবর্তন না হয়, তবে আদালত অনুমতি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু তখনও সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিতে হইবে *[(১৯৪৭) এএম ২০৫]*। যখন ১ আদেশের ৮ নিয়মের বিধান আকর্ষিত হয়, তখন কেবল মোকদ্দমা দায়ের করিবার ব্যাপারে আদালতের প্রকাশ্য আদেশক্রমে অনুমতি হইলেই উহা দায়ের করা যাইবে।

[৩০ ডিএলআর (১৯৭৮) ১৬০]

আদেশ ১ নিয়ম ৮ ঃ বাদী বা প্রতিবাদীর ত্রুটি ঃ কোন স্বজাতীয়কৃত কোম্পানি, কোন করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করিবার সওয়াল-জওয়াব (উক্তি) বাদী বা প্রতিবাদী পক্ষের ত্রুটি কিনা ?

১ নং বিবাদী একটি স্বজাতীয়কৃত সংস্থা যাহা নূতন করিয়া বাংলাদেশ স্টীল মিলস্ করপোরেশন নামে একটি নূতন করপোরেশন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানি তাহার আইনগত ব্যবহারিক ব্যক্তিত্ব হারায় নাই। সে কোম্পানি ১৯৭২ সনের পি. ও. ২৭ অনুসারে ১নং বিবাদীকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহাকে বাদ রাখিয়া ইহার পক্ষে এবং বিপক্ষে মামলা করা যাইতে পারে।

অতএব, উল্লিখিত (আলোচ্য) ১ নং প্রতিবাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে উল্লিখিত মামলা, করপোরেশনকে মামলায় জড়িত না করিয়াই করা যাইতে পারে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ১ নিয়ম ৮ ঃ যখন আদেশ ১ নিয়ম ৮-এর বিধানাবলী আকৃষ্ট হয় তখন কেবলমাত্র মামলা রুজু করিতে আদালতের সুস্পষ্ট আদেশবলে মামলা চলিবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৬১]*

আদেশ ১ নিয়ম ৮ এবং আদেশ ৩৯ নিয়ম ১ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ৮-এর অন্তর্গত প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা ঃ অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা যাহা বিবাদীগণকে তাহাদের নির্মাণ কাজ হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিচারাধীন আদালত দ্বারা উহা অনুমোদিত হয় না এবং এই একই সিদ্ধান্ত নিম্ন আপীল আদালত সমর্থন করিয়া থাকে। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারার অধীনে রিভিশনাল আবেদনপত্র সংক্ষিপ্ত প্রত্যাখ্যান হইয়া থাকে হাইকোর্ট ডিভিশনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহ গ্রহণযোগ্য। *[বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ ৮-২৫]*

তৎসত্ত্বেও ঐ সমস্ত মামলায় বৈধ মধ্যস্থতার প্রয়োজন উদ্ভব নাও হইতে পারে যেখানে আদালতের বিচার ব্যবস্থার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে যদিও পরিচালকমণ্ডলীরা ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিরোধক, প্রতিকারযোগ্য এবং আরোগ্য করব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ৮০]*

আদেশ ১ নিয়ম ৮ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১ আদেশের ৮ নিয়ম-এর অধীন আদালতের অনুমতি লইয়া প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা দায়ের করা যায়। লিখিত অনুমতির অনুপস্থিতির কারণে দায়েরকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক মামলার কার্যক্রম আইনত রক্ষণীয় নহে। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ১২]*

নিয়ম

৯। ভ্রান্তভাবে মামলার পক্ষ শামিল করা বা কাহাকেও পক্ষ হইতে বাদ দেওয়া ঃ

কাহাকেও ভ্রান্তভাবে মামলায় পক্ষ করা হইয়া থাকিলে অথবা পক্ষ হইতে দেওয়া হইতে থাকিলে তজ্জন্য মামলার ক্ষতি হইবে না ; অনুরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পক্ষগণের অধিকার ও স্বার্থ যতটা জড়িত, তদনুসারে আদালত বিরোধভুক্ত প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন।

ভাষ্য

১ আদেশের ৯ নিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, আদালতের পদ্ধতি ও কাজকর্ম এমনভাবে পরিচালিত করা যাহাতে মামলার পক্ষগণ তাহাদের অধিকার ও স্বার্থভিত্তিক বিচার পায় এবং প্রকৃত পক্ষসমূহ মামলার সংযুক্তকরণে বাদীর ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট পরিণতি এড়াইয়া যাইতে পারে। এইভাবে সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা এমন একজন অফিসার কর্তৃক দায়ের করা হইল যে, ইহার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নহে, কিন্তু সরকারী উকিলের মাধ্যমে যথাযথ অনুমতিপ্রাপ্ত অফিসার মামলায় প্রতিযোগিতা করিল এইক্ষেত্রে সরকারের স্বার্থ ব্যাহত হয় নাই। এই মর্মে আদালতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, প্রাথমিক ভুলটুকু অপ্রাসঙ্গিক এবং মামলাটি সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু যখন কোন মামলা পদ্ধতিগত কারণে নহে, আইনগত ভিত্তিতে খারিজ হয় তখন এই নিয়মটি প্রযোজ্য নহে। যদি কোন আইন এই মর্মে ঘোষণা করে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার কামনা না করিলেও তাহাকে বিবাদী হিসাবে সংযুক্ত করিতে হইবে তবে তাহাকে বিবাদী হিসাবে সংযুক্তিতে ব্যর্থতা মামলার জন্য অকল্যাণকর হইবে।

পক্ষভুক্ত করা হয় নাই এমন পক্ষকে মামলায় ডিক্রির ফলশ্রুতি হিসাবে জারির কার্যক্রমের নোটিস প্রদান করা হইলে তাহার ফলাফল ঃ

কোন মামলা বা কার্যক্রমে কোন ব্যক্তিকে পক্ষ করা না হইলে এবং কেবলমাত্র জারির কার্যক্রমে নোটিস প্রদান করা হইলে সেক্ষেত্রে সে উক্ত মামলা বা কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হইতে বঞ্চিত হইবে না এবং সে উক্ত মামলা বা কার্যক্রমের ডিক্রি দ্বারা বাধ্য হইবে না। *[(১৯৫৭) ডিএলআর ২৯৪]*

সরকারকে পক্ষভুক্ত না করিবার ফলাফল সরকারকে পক্ষভুক্ত না করিবার জন্য মামলা ব্যর্থ হইবে না। সরকারকে পক্ষভুক্ত না করিয়াও মামলায় ডিক্রি প্রদান করা যাইতে পারে অথবা খারিজ করা যাইতে পারে।

[(১৯৫৫) ডিএলআর ৪৩৫]

বন্ধকী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই নিয়মের উদ্দেশ্য ৩৪ আদেশের ১ নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য না থাকিলে তাহা মারাত্মক দোষে দুষ্ট হইবে না। *[৫৪ সিডব্লিউএন (২ ডিআর) ২৮০]*

যদি কোন মোকদ্দমার প্রকৃতি এইরূপ হয় যে, আদালতের সামনে আনীত পক্ষের অধিকার ও স্বার্থসমূহ বেআইনীভাবে সংযুক্ত পক্ষ থাকা সত্ত্বেও বা বেআইনীভাবে পক্ষসমূহকে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা যায়, তবে ইহা মোকদ্দমার জন্য সর্বনাশকর হইবে না। যদি আদালত পক্ষগণের অধিকার ও স্বার্থসমূহ কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, এবং কোন কার্যকর ডিক্রি প্রদান করিতে সক্ষম না হন, তবে অত্র নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না *[২৫ কল. উইকলি নোটস ২৪৯)*। অনুরূপভাবে আবশ্যকীয় পক্ষের অবর্তমানে বাদীকে কোন ডিক্রি প্রদান করা যায় না। যেই পক্ষের অবর্তমানে আদালত কোন কার্যকর ডিক্রি প্রদান প্রদান করিতে পারেন না, সে-ই আবশ্যকীয় পক্ষ।

[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এডি)]

মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষ বাদ না গেলে ভুল পক্ষভুক্তির কারণে কোন মামলা ব্যর্থ হইবে না।

[১৯৫৪ পিএলআর (লাহোর) ৬১১]

আপীলের আংশিক অচলতা ঃ আপীল অচল হইয়া গেলে এই নিয়মের বিধান প্রযোজ্য হয় না।

প্রয়োজনীয় পক্ষের পক্ষভুক্তি না করা হইলে মামলা চলিতে পারে না। কোন পক্ষকে মামলার পক্ষভুক্ত করা না হইলে ঐ পক্ষের অধিকার যতখানি প্রভাবিত না করে ততখানি মামলা বৈধভাবে চলিতে পারে।

[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৫৭৬]

মামলার পক্ষদ্বয়ের ত্রুটি ঃ একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের মামলায় পরবর্তী প্রকৃত ক্রেতা মামলার বিরোধীয় সম্পত্তি তাহার স্ত্রী ও নাবালক সন্তানের নামে ক্রয় করে। এইক্ষেত্রে প্রকৃত ক্রেতাও তাহার সন্তানদের মামলার পক্ষ করা হয় কিন্তু তাহার স্ত্রীকে বাদ দেওয়া হয়।

যেহেতু ৩নং বিবাদী প্রকৃত ক্রেতা হিসাবে মামলার পক্ষ হয় কাজেই তাহার স্ত্রীকে মামলার পক্ষভুক্ত না হইলেও মামলাটি চলিতে পারে। *[(১৮৭০) ২২ ডিএলআর ১৪৬]*

বেনামদার যদি মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষ হয় ঃ বেনামদারের বিরুদ্ধে মামলার কোন প্রতিকার দাবি না করা হইলে, বেনামদার মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষ না হইয়া প্রকৃত পক্ষ *(Proper party)* এই অজুহাতে মামলাটি বাতিল হইবে।

[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ২৯৬]

ভুল নামে মামলা ঃ আরজির শিরোনামে বাদী নাম যদি সরল বিশ্বাসে ভুল প্রদত্ত হয় এবং আরজিতে অন্যভাবে দাবিকৃত প্রতিকার চাওয়া হয় তাহা হইলে ঐরূপ ভুল এবং উহা ৯ এবং ১০ নিয়ম অনুসারে সংশোধনযোগ্য। গুণাগুণ বিচার না করিয়া পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া মামলা খারিজ করা হইলে উহা সংশোধন করা যাইবে। *[(১৯৬৯) ২১ পিএলডি (করাচি) ৬৯৩ নিয়ম ৯ এবং ১০(২)]*

প্রয়োজনীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে বাদীর অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করা যায় না। কোন পক্ষ প্রয়োজনীয় এই প্রশ্নটি নির্ধারণ করা সহজ নহে। যেই পক্ষ মামলায় অত্যধিক গুরুত্ব পায় এবং যাহাকে ভিন্ন আদালত ফলপ্রদ প্রতিকার প্রদান করিতে পারে না সেই পক্ষই হইল প্রয়োজনীয় পক্ষ। ইহা ব্যতীত কোন পক্ষকে প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইতে হইলে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে ঃ

প্রথমত, যাহার বিরুদ্ধে মামলার বিষয়বস্তু জড়িত তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের অধিকার থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, মামলায় বিরোধীয় বিষয় ফলপ্রদ এবং চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এসি) ১২৯]

নিয়ম ৯ ও ১৩ ঃ প্রাথমিক সুযোগে পক্ষ অন্তর্ভুক্তি না করা কিংবা ভুল পক্ষভুক্তির আপত্তি উত্থাপন না করা হইলে ভুল পক্ষভুক্তি অথবা পক্ষভুক্তি না করিবার জন্য মামলা ত্রুটিযুক্ত হয় না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসি) ৫]*

বিচার্য বিষয় নির্ধারণের পূর্বেই মামলা চলিতে পারে কিনা এই আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে।

[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসি) ৫]

আদেশ ১ নিয়ম ৯ এবং নিয়ম ১০(২) ঃ একটি মামলায় আবশ্যকীয় পক্ষ ব্যতীত মামলার সক্রিয় বা কার্যোপযোগী ডিক্রি মঞ্জুর করা হয় না। পরীক্ষিত হওয়াকে আবশ্যকীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে বাদীর পক্ষে মামলায় কোন ডিক্রি প্রদান করা হয় না। প্রায়ই কোন পক্ষগণ প্রয়োজনীয় এই প্রশ্নটি সহজে নির্ধারণ করা যায় না। যে পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে পরিচিত তাহা হইল যখন আদালত একটি পক্ষের অনুপস্থিতিতে কোন সক্রিয় প্রতিকার মঞ্জুর করে না, তখন ঐ পক্ষটিই প্রয়োজনীয় পক্ষ।

অধিকন্তু একটি পক্ষকে প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইলে দুইটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে ঃ

প্রথমত, মামলার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু হইতে তাহার পক্ষে প্রতিকার পাইবার অধিকার থাকিতে হইবে এবং

দ্বিতীয়ত, তাহার উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় হইতে হইবে যাহার ফলে আদালত মামলার সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নের উপর সক্রিয় এবং সম্পূর্ণ রায় প্রদান করিতে পারে এবং উহা স্থির করিতে পারে।

[২৭ ডিএলআর (এসি) ১২৯]

আদেশ ১ নিয়ম ৯ এবং নিয়ম ১৩ ঃ পক্ষদের ভ্রান্তভুক্তি অথবা অসংযুক্তির কারণে একটি মামলা ত্রুটিপূর্ণ হইবে না। পক্ষদের ভ্রান্তভুক্তি অথবা অসংযুক্তির আপত্তিটি অবশ্যই পূর্ববর্তী সম্ভাব্য সুযোগ্য হিসাবে ধরিতে হইবে।

[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসি) ৫]

মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণের পূর্বেই আপত্তির সমর্থন মামলায় গ্রহণ করিতে হইবে।

আদেশ ১ নিয়ম ৯ এবং নিয়ম ১০(২) ঃ বিবেচনামূলক/বিচক্ষণতামূলক কার্যধারার প্রয়োগ ঃ আইনগত নীতিমালাসমূহ মান্য করা আইনের ধারাসমূহ হইতে উদ্ভূত নীতিমালাসমূহে পরিষ্কার অবমাননা বা অপব্যবহারের ফলে যেই বিরুদ্ধ রায় প্রদান করা হয় তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। *[৪২ ডিএলআর ৭২]*

আদেশ ১ নিয়ম ৯ ঃ আদালত বিতর্কিত বিষয়ে তথা উভয়পক্ষের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে নিষ্পত্তি করিতে গিয়া দেখেন যে, সরকার মোকদ্দমায় পক্ষ হিসাবে যোগদান করে নাই এবং শুধুমাত্র সরকার মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত না থাকায় মোকদ্দমা ব্যাহত বা ধ্বংস করা যায় না। *[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ৩৮৬]*

আদেশ ১ নিয়ম ৯ ঃ ভুক্তপক্ষ করা ও পক্ষ না করা ঃ ইহা আইনে স্থিরীকৃত যে, যৌথ সম্পত্তির যৌথ মালিকদের মধ্যে একজন একাই তাঁহার ও অন্যদের সম্পত্তিতে জবর-দখলকারের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আনয়ন করিতে পারেন। যেহেতু যৌথ সম্পত্তির ভাগবন্টন না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি সম্পত্তিতে তিনি তাহার অধিকার সংরক্ষণের অধিকারী। এইরূপ মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সকল শরীকগণকে মোকদ্দমায় পক্ষ করিতে ব্যর্থ হইলে জবর-দখলকার হইতে দখল উদ্ধার করিতে বাদীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। *[১৫ বিএলডি (এইচডি) ৯৫]*

নিয়ম

১০। ভুল বাদীর নামে মামলা ঃ

আদালত কোন পক্ষের নাম কাটিয়া দিতে বা সংযোজন করিতে পারেন। নূতন বিবাদীর নাম সংযোজন করিতে হইলে আরজি সংশোধন করা আবশ্যক ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে ভুল ব্যক্তিকে বাদী করিয়া মামলা দায়ের করা হইয়াছে, অথবা সঠিক ব্যক্তিকে বাদী করিয়া মামলা দায়ের করা হইয়াছে কিনা, সেই বিষয় যেইক্ষেত্রে সন্দেহ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত যদি মনে করেন যে, মামলা দায়ের করিতে যথার্থই ভুল করা হইয়াছে এবং মামলার নিষ্পত্তির জন্য বাদী পরিবর্তন বা নূতন বাদী সংযোজন দরকার, তবে উপযুক্ত শর্তে আদালত সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারেন।

(২) মামলার যেকোন পর্যায়ে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে বা বিনা আবেদনে, আদালত সঙ্গত মনে করিলে অযথা সেই ব্যক্তিকে মামলার বাদী বা বিবাদীপক্ষে শামিল করা হইয়াছে, তাহার নাম কাটিয়া দেওয়ার এবং প্রকৃতপক্ষে যেই ব্যক্তিকে বা বিবাদী পক্ষে শামিল করা প্রয়োজন, তাহার নাম অথবা মামলাটির সুষ্ঠু বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য আদালতে যেই ব্যক্তির হাজির হওয়া প্রয়োজন তাহার নাম সংযোজনের আদেশ দান করিতে পারেন।

(৩) এমন কোন ব্যক্তিকে বাদীপক্ষের শামিল করা যাইবে না, যাহার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য কোন অভিভাবক নাই অথবা কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন অপারগ বাদীর অভিভাবক করা যাইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে মামলায় কোন নূতন বিবাদীর নাম সংযোজন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত বিপরীত কোন আদেশ না দিলে আরজি প্রয়োজন মোতাবেক সংশোধন করিতে হইবে এবং সংশোধিত আরজি ও সমনের নকল নূতন বিবাদীর উপর জারি করিতে হইবে এবং আদালত সঙ্গত মনে করিলে মূল বিবাদীর উপরও জারি করিতে হইবে।

(৫) ১৮৭৭ সালের তামাদি আইনের ২২ ধারার বিধানসাপেক্ষ, যেই ব্যক্তিকে নূতন বিবাদীরূপে সংযোজন করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কার্যক্রম সমনপ্রাপ্তির তারিখ হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা চলিবে।

ভাষ্য

বিশেষ আইনের সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধি প্রযোজ্য যেইক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ আইনে কোন পদ্ধতি বর্ণিত নাই। যদি বিশেষ আইন ও দেওয়ানী কার্যবিধির মধ্যে কোন পদ্ধতি-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দেয় তাহা হইলে বিশেষ আইনই প্রযোজ্য হইবে। যদিও কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকিলে একটি ট্রাইব্যুনাল যেকোন একটি পদ্ধতিকে বাছিয়া লইতে পারেন যদি উহা আইনের শাসনের পরিপন্থী না হয় এবং বর্তমান আইনের সহিত কোন বিরোধ সৃষ্টি না করে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া একটি ট্রাইব্যুনাল যাহা যানবাহন আইনের অধীনে গঠিত, পরিবর্তন অনুমোদন করিতে পারে।

পক্ষভুক্তি ঃ কোন মামলায় একতরফা ডিক্রি প্রদত্ত হইলে, যেই সমস্ত পক্ষ মামলার পক্ষ হইবার অধিকারী সেই সমস্ত পক্ষ যদি তাহাদের মামলায় পক্ষভুক্তকরণ এবং একতরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য আবেদন করে তাহা হইলে আদালত তাহাদিগকে মামলা পক্ষভুক্ত করিবেন এবং একতরফা ডিক্রি বাতিলের সুযোগ দিবেন।
[৩৮ ডিএলআর (১৯৮৬)]

মামলায় জড়িত সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় নিষ্পত্তির জন্য কোন ব্যক্তিকে বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে সংযুক্ত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। *[৩৯ ডিএলআর (১৯৮৭)]*

লীজগ্রহীতা তাহার দখলভুক্ত লীজ সম্পত্তির বিষয়ে লীজদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিলে লীজগ্রহীতা ১০(২) নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে। *[৩৯ ডিএলআর (১৯৮৭)]*

মামলা চলে না এইরূপ ত্রুটির প্রতি নজর দিবার জন্য আদালত নিজ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে সহবাদী হিসাবে যোগ দেবার নির্দেশ দিতে পারে। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ৮৯]*

এই নিয়ম গোটা বিবাদী অথবা বিরুদ্ধ পক্ষকে বাদ দিয়া নূতন ধরনের বিবাদী অথবা বিরুদ্ধ পক্ষদের সংযোজনকে অনুমোদন করে না। *[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ২৬৯]*

প্রকৃত পক্ষ ঃ প্রকৃত পক্ষ *(Proper party)* এবং প্রয়োজনীয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য হইল, প্রকৃত পক্ষ হইল যেই পক্ষ যাহাদের উপস্থিতি সমস্ত বিরোধীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয় পক্ষ হইল

সেই পক্ষ যাহাদের অনুপস্থিতিতে আদৌ কোন ফলপ্রদ ডিক্রি পাস করা যায় না। এই পার্থক্য এই নিয়ম অনুমোদন করিয়াছে। *[(১৯৫৪) পিএলআর (লাহোর) ৬১১]*

মামলার সংখ্যাধিক্য এড়াইবার জন্য বিবাদীর সম্পত্তি ব্যতীতই বিবাদীকে বাদী এবং বাদী বিবাদী রূপান্তরিত হইতে পারে। *[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৭১২]*

সরকারী ভূমি পত্তনের বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পক্ষগণের অন্তর্ভুক্তি ঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বলে সরকার বিরোধীয় ভূমির মালিক হয় এবং মূলতঃ স্থানীয় রেভিনিউ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাদীর নিকট ইহা পত্তন বা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। আবেদনকারীর আপত্তির প্রেক্ষিতে আপীলেট রেভিনিউ কর্তৃপক্ষে বাদীর অনুকূলে প্রদত্ত বন্দোবস্ত বাতিল করিয়া দেয়। অতঃপর বাদী এই মর্মে মামলা দায়ের করে যে, তাহার অনুকূলে মূল যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়াছিল তাহা তাহাকে প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাকে উক্ত ভূমির লীজগ্রহীতা হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে।

যাহা হউক বাদীকে (যাহার অনুকূলে আপীলেট রেভিনিউ কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করে) মামলার পক্ষ করা হয় নাই। আবেদনকারী বিচার আদালতে *trial court* এই যুক্তিতে তাহাকে মামলার পক্ষ করিবার আবেদন করে যে, সে মামলার একজন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ। কিন্তু বিচার আদালত তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর রিভিশন আদালত বলে যে, আবেদনকারী ১ আদেশের ১০ নিয়মের অধীনে একজন প্রয়োজনীয় পক্ষ। কাজেই বিরোধীয় বিষয়ের প্রকৃত নিষ্পত্তির জন্য তাহাকে মামলায় পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

সর্বসাধারণের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ এবং সম্পত্তির স্বত্ব-সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তির চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণভাবে করা বাঞ্ছনীয়। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ২৪০]*

E. P. (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order, 1967-এর আওতায় লীজগ্রহীতা একে অপরের বিরুদ্ধে দাবিকৃত স্বত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পক্ষ নহে। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ১০৭]*

মামলা অচল হইবার পর পক্ষের অন্তর্ভুক্ত ঃ কোন বিশেষ মামলায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে মৃত ব্যক্তির যে সকল ওয়ারিশদের জন্য মামলা অচল হইয়া যায় তাহাদিগকে মামলার পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্তির অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ৫০০]*

মামলার পক্ষের মৃত্যুর ফলাফল ঃ কোন পক্ষের মৃত্যুর জন্য মামলা অচল হইলে তাহার জন্য আইনের চোখে মামলাটির কার্যক্রম সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য বা বাতিলযোগ্য হইয়া যায়। কাজেই যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়াছে তাহাকে প্রভাবিত করে এমন ডিক্রি বাতিলযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু কোন কার্যক্রমে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি কোন ডিক্রি অথবা আদেশ পাস করা হয় যাহা অচল হয় নাই অথবা এখনও বর্তমান আছে তাহা বাতিলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির অনুকূলে পাসকৃত ডিক্রি এবং আদেশ বাতিলযোগ্য না হইয়া অনিয়মিত হইতে পারে। কতিপয় পরিস্থিতিতে এইরূপ ডিক্রি উক্ত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধিদের স্বার্থে আদালত কর্তৃক আংশিক নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং এইক্ষেত্রে আইনগত প্রতিনিধিগণ প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত ডিক্রির কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১২৪]*

বাদী হিসাবে কোন ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন বা যুক্তকরণ ঃ এই নিয়মে বর্ণিত উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে বাদী হিসাবে প্রতিস্থাপন বা যুক্তকরণের আদেশ প্রদানের পূর্বে আদেশে উল্লেখ করিতে হইবে যে, আদালত এই প্রশ্নে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে এবং অবশ্যই এইরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে। *[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৩১৭]*

মামলার পক্ষভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান ঃ বিচার আদালত কর্তৃক মামলার পক্ষভুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে, উক্ত প্রত্যাখ্যাত আদেশের আপীল না করা হইলে এমনকি হাইকোর্টে রিভিশনের জন্য নূতনভাবে আবেদন করা যাইবে না। *[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর ৪৫৫]*

বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে কোন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি ঃ মামলার সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের পূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য যেকোন বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৩০৩]*

মামলার যেকোন পর্যায়ে পক্ষভুক্তিকরণ ঃ আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা আদালত নিজের ইচ্ছায় মামলার যেকোন পর্যায়ে মামলায় পক্ষভুক্তি করিতে পারে। এইক্ষেত্রে আদালত তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করিবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ২৪৪]*

মামলাভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর ঃ বিচারাধীন মামলাভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর 'লীজে পেণ্ডেস' নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় ; এবং এইরূপ হস্তান্তর আইনে বৈধ নহে। পরবর্তীতে এই ধরনের হস্তান্তরগ্রহীতা এই নিয়মের অধীনে মামলার পক্ষভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ৬৩]*

মামলা চলাকালে হস্তান্তরগ্রহীতার অবস্থা ঃ মামলা চলাকালে আবেদনকারী যিনি বিরোধীয় ভূমির হস্তান্তরগ্রহীতা তিনি "মামলাটির সুষ্ঠু বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য আদালতে যেই ব্যক্তির হাজির হওয়া প্রয়োজন" এইরূপ ব্যক্তির পর্যায়ে আসেন না। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ৬৩]*

সহ-অংশীদারের পক্ষভুক্তিকরণ ঃ সহ-অংশীদারকে নোটিস প্রদানের তারিখ হইতে অগ্রক্রয় কার্যক্রমের পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাহাকে নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নোটিস প্রদান করা হইলে সে আইনতঃ সহ-অংশীদার হিসাবে বিবেচিত হইবে না। *[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ২০৪]*

বিক্রয়টি প্রকৃতপক্ষে বেনামী লেনদেন এই মর্মে ঘোষণা চাহিয়া বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিলে সেইক্ষেত্রে বিক্রয়কারীকে মোকদ্দমার বহতা এড়াইবার জন্য পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা যায়। *[বিএলডি ২৮৮ (১৯৮৪)]*

মোকদ্দমায় প্রাসঙ্গিক যাবতীয় প্রশ্নের উপর আদালত যাহাতে সম্পূর্ণ রায় দিতে সমর্থ হয়, সেইজন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী হিসাবে যুক্ত করা যাইবে। *[৩৬ ডিএলআর (১৯৮৪) ৩০৩]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ যেহেতু দরখাস্তকারীর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে কোন প্রকার অধিকার ও স্বত্ব ছিল না তাহার পরিপ্রেক্ষিতে মাসিক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের জন্য মোকদ্দমায় তাহার পক্ষভুক্তির কারণ নাই বা উক্ত মোকদ্দমায় সে প্রয়োজনীয় কোন পক্ষ নহে।

[আব্দুর রহমান বনাম বেঙ্গল ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্য ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ১৮৫]

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ পরবর্তী হস্তান্তরকারীকে সংযোগ করায় বাদীপক্ষ কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বরঞ্চ উহা তাহাকে সাহায্য করিবে হোল্ডিংস দখল পাওয়ার ক্ষেত্রে।

[আকরাম হোসাইন বনাম সাহার খাতুন ; ৫৮ ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৩১৭]

আদেশ ১, নিয়ম ১০ ঃ একজন ইজারাগ্রহীতা পূর্ব পাকিস্তান (ভূমি ও গৃহ) প্রশাসন এবং নিষ্পত্তি আদেশ ১৯৬৭-এর অধীনে তাহার ইজারার অধিকারী বলিয়া তিনি, একটি মামলায় পক্ষগণ একে অপরের বিরুদ্ধে যে বিপরীত স্বত্ব দাবি করিতেছে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষ নহে।

বিপরীত পক্ষগণ শত্রু সম্পত্তি কর্তৃপক্ষ *(Enemy Property Authorities)*-এর অধীনে ইজারাগ্রহীতা শ্রেণীভুক্ত এবং শত্রু সম্পত্তি (Enemy Property) ভূমি ও গৃহ প্রশাসন ও নিষ্পত্তি আদেশ ১৯৬৬ -এর প্রশাসনিক এবং বিলি বন্দোবস্তের আদেশ *(Administration and Disposal Order, 1966)* এর ধারাসমূহ অনুসারে ইজারা অনুমোদন করা হইয়া থাকে। উল্লেখিত আদেশের প্যারা ৪-এ ইহা সুস্পষ্টভাবে আরোপ করা হইয়াছে যে, কোন ইজারা একটি সময়ের এক বৎসরের বেশি সময়ের জন্য অনুমোদন করা যাইবে না এবং ইজারাগ্রহীতা কোন মোকদ্দমায় ঐরূপ সম্পত্তিতে কোন ভোগ দখলের অধিকার অর্জন করিতে পারিবে না অথবা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরে অধিকার দখল করিয়া রাখিতে পারিবে না এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত সম্পত্তি হইতে ইজারাগ্রহীতা বিনা নোটিসে উচ্ছেদ হইতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকিবে। বিরুদ্ধ পক্ষদের যে ইজারা অনুমোদন করা হইয়াছিল তাহা ইজারাদানকারীর ইচ্ছা অনুসারে প্রতি বৎসরের শেষে পুনরারম্ভ অথবা শেষ করিয়া দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকিবে।

শত্রু সম্পত্তি কর্তৃপক্ষ (Enemy Property Authority) **ঃ** মামলার সহিত জড়িত প্রশ্নসমূহের কার্যকরী বিচারার্থে ইজারাগ্রহীতাদের উপস্থিতি কখনই আবশ্যকীয় নহে। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ১০৭]*

মামলা নিষ্পত্তির পর পক্ষদের সংযোজন ঃ একটি যথাযথ মামলায় সুবিচারের স্বার্থে যে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বাতিল করা হইয়াছে তাহার বৈধ প্রতিনিধিগণ উক্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হইবার অনুমতি পাইতে পারে।

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ একজন পক্ষের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া ঃ একজন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এতদূর বলা যায় যে, একজন পক্ষের মৃত্যুর কারণে মামলার কার্যপ্রণালী বাতিল হওয়ার উদ্দেশ্যে আইনের চোখে উক্ত কার্যপ্রণালীর নিষ্পত্তি অথবা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া বুঝায়। অতএব ঐ সমস্ত মোকদ্দমায় মঞ্জুরকৃত ডিগ্রীপ্রাপ্ত পক্ষের উপর প্রভাবান্বিত হইলে উহা আইনগতভাবে অকার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যে কার্যধারায় মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি বা আদেশ মঞ্জুর করা হয়, যাহা বাতিল হয় নাই এবং এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আইনগতভাবে অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষে একটি ডিক্রি বা আদেশ মঞ্জুর করা অনিয়মিত হইতে পারে কিন্তু আইনগত অকার্যকর হইবে না। এইরূপ স্থিরীকৃত অবস্থায় ঐরূপ ডিক্রি অনুরূপ ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধিদের স্বার্থে আংশিক ক্ষতিকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে এবং ঐ মোকদ্দমায় যদি উল্লেখিত বৈধ প্রতিনিধিগণ ইচ্ছা করে, তবে অনুরূপ ডিক্রি হইতে অব্যাহত নিষ্কৃতি পাইতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর নির্ভর করে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১২৪]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ পক্ষদের একত্রিকরণ মামলা রুজুর উত্তরকালীন বিষয়ের জ্ঞানবাদী তাহার দাবি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরজি সংশোধন করিতে পারে। */৪২ ডিএলআর ২৪৬/*

আদালতে উইলের সত্যতা প্রমাণের কার্যপ্রণালীতে একজন পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করিবার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১০-এর অধীনে একজন ব্যক্তি (বাদী) কর্তৃক একটি আবেদনপত্র খারিজ করিবার; উত্তরাধিকার আইনের ২৬৩ ধারাবলে আদালতে উইলের সত্যতা প্রমাণিকরণে অনুমোদন প্রত্যাহার করিবার জন্য তাহার অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে না। */৩৭ ডিএলআর ২৬৮/*

পক্ষদের সংযোজনের ফলে মোকদ্দমা ব্যাহত হইতে পারে, যাহা বাদী এবং ১ হইতে ৪নং অপর পক্ষদের মধ্যে সত্যতা বিচারের জন্য অপ্রয়োজনীয় বা যথাযথ নহে, যাহার ফলে বাদীর উপর অনাবশ্যক প্রভাব পড়িয়া থাকে। */৪২ ডিএলআর ৭২/*

বাদী এবং প্রকৃত বিবাদীগণের মধ্যে চুক্তিতে পক্ষ নহে এমন পক্ষদের জিজ্ঞাসা করা হয় মামলার কার্যপ্রণালীতে নতুবা এই পক্ষদের উপর আরোপিত কোন চুক্তি বা অধিকার লংঘন করা হয়।

সিদ্ধান্ত হয় যে, এই পক্ষগণ মামলার কার্যপ্রণালীতে সংযুক্ত হওয়ার হকদার নহেন। */৪২ ডিএলআর ৭২/*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ এবং আদেশ ২২ নিয়ম ১০ ঃ যখন বাদীদের মধ্যে কোন একজন মামলায় মীমাংসা করিবার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সম্মত না হয়, তখন আদালত বাদী হইতে আপত্তিকারীর নাম বাদ দিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১, নিয়ম ১০ বলে তাহাকে বিবাদী হিসাবে স্থলাভিষিক্ত করিবে এবং আদেশ ২২, নিয়ম ১০ অনুসারে তাহাকে চালাইয়া যাইতে অনুমতি দিবে — আদালতের বাহিরে সম্মতির উপর অবলম্বন না করিবার জন্য মুন্সেফের বাতিল আদেশ সমর্থনযোগ্য নহে। */৪২ ডিএলআর ২৩৪/*

যেখানে মামলায় একতরফা ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে এবং মামলার পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হওয়ার হকদার ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে পক্ষ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করিতে পারে এবং একতরফা ডিক্রি রদ করিতে একটি আবেদনপত্র পেশ করিতে পারে। আদালত তাহাদিগকে পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করিবে এবং তাহাদিগকে উক্ত একতরফা ডিক্রি রদ করিতে সুযোগ দিবে। */৩৮ ডিএলআর ১৭৩/*

১৯৮১ সনে ৩৩ ডিএলআর (এডি) ২৪৫-তে উল্লেখিত একটি মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হইতে আপীল আদালত বিরত থাকে যাহাতে বলা হইয়াছে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১০-এর শর্তসমূহ উত্তরাধিকারী আইন (১৯২৫ সনের ৩১ আইন)-এর ২৮৩ (১) ধারার অধীনে আদালত উইলের সত্যতা প্রমাণিকরণ কার্যধারায় প্রয়োগযোগ্য কিনা। */৪০ ডিএলআর ৩৭৩/*

জেলা প্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থাপিত কোন কার্যধারায় যখন পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় তখন উহা নিবৃত্ত করা হয়। তিনি "বিতর্ক"-এর মূল্য স্থির করেন না অথবা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১০-এর অধীনে একটি আবেদনপত্র অনুমোদন করা হইবে কিনা তাহা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১, নিয়ম ১০ বলে নিষ্পত্তি করেন না। */৪০ ডিএলআর ৩৭৩/*

যে সকল বাদীগণ মামলায় কার্যধারায় পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে তাহাদের মধ্যস্থতা হিসাবে মামলার কার্যধারায় পক্ষভুক্ত হইবার আবেদনপত্রটি উপস্থাপন করিবার অধিকার নাই। */৪০ ডিএলআর ১২০/*

আদেশ ১ নিয়ম ১০(১) (২) ঃ যেখানে একটি পক্ষ মামলায় সহ-বাদী হিসাবে সংযুক্ত হইতে প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং মামলায় বিতর্কিত সম্পত্তির স্বত্বের বিরুদ্ধে দাবি করিয়া থাকে, সেখানে তিনি সহ-বাদী হিসাবে সংযুক্ত হইতে অনুমতি পাইবেন না। তবে একটি মামলায় বাদী এবং বিবাদীর মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য যে বিচার্য বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে তাহার সক্রিয় এবং সম্পূর্ণ বিচারের লক্ষ্যে তাহাকে বিবাদী করা যায়। */৪০ ডিএলআর ৩১৭/*

একটি মামলায় পক্ষ সংযোজন */৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩০৮/* এ যে আইন অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহা অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহের সহিত একত্রে আলোচিত হইয়া থাকে এবং অনুসরণ করা হইয়া থাকে। একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, একটি মামলায় বিচার্য বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ এবং সফল নির্ধারণের জন্য একজন বাদী পক্ষ হিসাবে দরখাস্তকারী (যাহার) উপস্থিতি আবশ্যক।

একটি মামলার ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের উপর আদালত উহার বিচারগত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছে কিনা এবং কিভাবে আদালত উহার বিচারগত সতর্কতা অনুশীলন করিবে তাহা সিদ্ধান্তের আদেশের মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ আদেশ পালন করা যায় না। */৪০ ডিএলআর ৫২৮/*

একত্রিকরণের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে সংযুক্ত হইতে পারে। ইহার জন্য একটি মামলার সহিত জড়িত সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে স্থির করা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়। *[৩৯ ডিএলআর ৩৫২]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ (২) ঃ এই নিয়মে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করা হইয়াছে যে, একজন ইজারাগ্রহীতা যিনি ইজারাকৃত সম্পত্তির অধিকারী একজন আবশ্যকীয় পক্ষ, যখন উক্ত সম্পত্তির বিষযবস্তুর উপর ইজারাদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে। *[৩৯ ডিএলআর ৩৫২]*

আদালত মামলার তথ্যসমূহে বিচার শক্তি প্রয়োগ করিয়া আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) বলে আদেশ প্রদান করিয়াছে কিনা তাহাই বিবেচ্য। *[৩৯ ডিএলআর ৩২৫]*

সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ঘোষণামূলক মামলা হইতে এই মর্মে একজন পক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয় যে, বিচারকৃত ভূমি কায়েম করা হয় নাই এবং ভূমিটি অনাবাসিক। সরকারের মাধ্যমে ভূমিটি যে ব্যক্তির নিকট ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহার মামলায় অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকার আছে। বিশেষতঃ যখন বাদী দায়েরকৃত মামলায় তাহাকে পক্ষ করে। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩০৮]*

ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার আগ্রহ সব সময় এক নাও হইতে পারে। যেমন বলা হয় যে, ইজারাদাতার উপস্থিতি ইজারাগ্রহীতার আগ্রহ রক্ষা করিতে পারে।

তেমনিভাবে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইজারাদাতা অপেক্ষা ইজারাগ্রহীতার বিচার্য ভূমিতে তাহার স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অধিক কারণ অথবা জরুরী হইতে পারে। ইজারাদাতা এবং ইজারাগ্রহীতার আগ্রহ সমস্ত সময় এক নাও হইতে পারে। যেমন ধরা হয় যে, বিবাদী হিসাবে ইজারাদাতার উপস্থিতি একটি মামলায় পর্যাপ্ত এবং ইজারাগ্রহীতার উপস্থিতি অনাবশ্যক এবং ইহা ব্যতীতও কাজ চালানো যায়। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ৩০৮]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য মামলায় পক্ষ সংযোজন আবেদনপত্রে পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করিবার জন্য আবেদনকারীর দৃঢ়ভাবে সত্য বর্ণনায় তাহারা যে সম্পত্তির স্বত্বচ্যুত হইয়াছে উহাতে একটি স্বতন্ত্র স্বত্ব স্থির করিয়া বর্তমান মামলার কার্যধারার মধ্যে পক্ষ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য যেখানে প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয় যে, পক্ষদের মধ্যকার বিক্রয়ের চুক্তিটি কি প্রকৃতির এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া বাদীরা কি ডিক্রি পাইতে পারে। পক্ষ হিসাবে সংযোজনের জন্য দৃঢ়ভাবে বর্ণনা বর্তমান মামলা রূপান্তর করিতে পারে, স্বত্ব নির্ধারণ করিবার জন্য যাহা আইন দ্বারা অনুমোদিত নহে। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলায় চুক্তিটিতে বহিরাগতের স্বত্বের প্রশ্নের উপর বিচার করিবার অনুমোদন করা হইবে না। যাহারা পরবর্তীতে উক্ত মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ প্রজা উচ্ছেদের মামলায় পক্ষ হিসাবে সংযুক্তির জন্য প্রজাদের দাবি যদিও একজন উপ-প্রজা, প্রজা উচ্ছেদের মামলায় আবশ্যকীয় পক্ষ এবং উক্ত মামলায় সংযুক্তির জন্য আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রজাদের অধীনে একজন উপ-প্রজা, বিবাদী হিসাবে তাহার সংযুক্তির প্রশ্ন ততক্ষণ উত্থাপিত হয় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ একটি রিভিশন মামলায় প্রতিপক্ষকে অপর পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করিবার আদেশে যেহেতু কোন সঠিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয় নাই। অতএব ইহাকে স্বীয় বিচক্ষণতার প্রেক্ষিতে প্রকাশিত বিধায় গ্রহণযোগ্য নহে। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯২]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ এবং আদেশ ২২ নিয়ম ৯ ঃ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বিলুপ্ত হইয়াছে ঐ ব্যক্তির প্রতিনিধিগণ এবং উত্তরাধিকারিগণ পক্ষ হিসাবে সংযোজন হইবার অনুমতি পাইতে পারে। শর্ত থাকে যে, সেখানে পর্যাপ্ত কারণ থাকিবে উহার জন্য পক্ষদের অধিকারে প্রভাব আরোপিত করা বিচারকদের বিচক্ষণতার অন্তর্গত। *[৪৪ ডিএলআর (১৯৯২)]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ ইজারাদাতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলায় দখলদার ইজারাগ্রহীতাগণ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় পক্ষ। আবেদনকারিগণ কখনও উপরে উল্লেখিত কোন আরজিতে অথবা কোন কোন আরজিতে কখনই দৃঢ়তার সহিত বলে নাই যে, সরকার কর্তৃক ইজারার পুনরাবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা ইজারাগ্রহীতা হিসাবে চালাইয়া যাইতেছে এবং ১৯৮৭ সালে বর্তমানে মোকদ্দমা স্থাপন করিবার পরেও ভাড়া প্রদান করিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞ সহকারী জজ দেখিতে পান যে, আবেদনকারিগণ কেবল এক বৎসরের জন্য ইজারাগ্রহীতা হইয়াছেন, ১৩৮৯ বি এস এবং তাহার বর্তমান ইজারার দাবির সমর্থনে কোন কাগজাদি নাই। মামলায় পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মাধ্যমে আমরা ভাবিতে পারি না যে, আবেদনকারীদের রিভিশন আবেদন বাতিলের মধ্যে হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ সংগঠিত হইয়াছে। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ প্রজা উচ্ছেদের মামলার পক্ষের সংযোজন ঃ কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে যাহারা মামলার বিচার্য সম্পত্তির প্রত্যক্ষ অধিকারী এবং অন্যান্যরা প্রজা উচ্ছেদের মামলায় বা উপযুক্ত পক্ষ নহে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ (২) ঃ বিলম্বিত দরখাস্ত ঃ আদেশ ১-এর ১০(২) নিয়মে বিশেষভাবে বিধান রহিয়াছে যে, মোকদ্দমার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে যেকোন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে বাদী বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করার ক্ষমতা আদালতের আছে যাহার উপস্থিতি মোকদ্দমার কার্যকর ও সামগ্রিক নিস্পত্তির জন্য আদালত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন এবং যাহাতে মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্নে আদালত ফলপ্রসু ও চূড়ান্ত বিচার করিতে পারেন। *[আহমদ হোসাইন এবং অন্যান্য বনাম মোঃ শমসের আলী মণ্ডল এবং অন্যান্য ; ১৫ বিএলডি (হাঃ বিঃ) ১৮১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) ঃ সুনির্দিষ্ট চুক্তি সম্পাদনের মোকদ্দমায় তৃতীয় কোন পক্ষের স্বত্বের দাবির বিবেচনা করা যায় না এবং সেই কারণে আবেদনকারীর আবেদনে যে হেতুতার স্বত্ব বিদ্যমান আছে সেইরূপ কারণে তাকে বিবাদী হিসাবে উল্লেখ করার বিষয় আমাদের কোন প্রেরণা দেয় না এই ব্যাপারে কোন প্রকার বিবেচনার জন্য।

[জমির আহমদ এবং সিদ্দিক আহমদ সওদাগর এবং অন্যান্য ; ১৪ বিএলডি (এডি) ১৮১]

আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) ঃ মামলার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নাবলীর সম্পূর্ণ বিচার করিতে আদালতকে সমর্থ করিতে কোন ব্যক্তিকে মামলার বাদী অথবা বিবাদী হিসাবে সংযুক্ত করা যায়। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৩০৩]*

আবেদনক্রমে অথবা আদালতের ঐচ্ছিক ক্ষমতাবলে মামলার কার্যধারার যেকোন পর্যায়ে পক্ষদের সংযোজন করা যায়। অবাধ ক্ষমতার সুষ্ঠু অনুশীলন করা হয়। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ২৪৪]*

মামলায় ভূমির স্থানান্তর মুলতবী মামলার বিষয়বস্তু হওয়ায় সম্পত্তি পাইবার আগ্রহ মতবাদ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, এবং ইহার ফলে উক্ত স্থানান্তর আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নহে এবং ইহার ফলস্বরূপ উক্ত স্থানান্তরগ্রহীতা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১০(২)-এর অধীনে মামলার পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারে না। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ৬৩]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) এবং ধারা ১১৫(১) ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষ অন্তর্ভুক্তকরণ ঃ ক্রয়ের নিমিত্তে চুক্তি অনুসারে আংশিক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিয়া যেহেতু দরখাস্তকারী মামলার বিচার্য বিষয়ের দখলদার হইয়াছে, সেইহেতু ইহা বলা যায় না যে, তাহার বিচার্য সম্পত্তিতে কোন আকর্ষণ নাই। অনুরূপ দৃষ্টিতে দরখাস্তকারী একজন প্রয়োজনীয় পক্ষ। যাহার উপস্থিতিতে উপযুক্ত এবং সক্রিয় বিচারের জন্য মামলার সিদ্ধান্ত হইবে।

[৪২ ডিএলআর ২১৫]

আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) ঃ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সাপেক্ষে একটি মামলায় চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য চুক্তির পক্ষগণ প্রয়োজনীয় পক্ষ হইয়া থাকে। *[৪১ ডিএলআর ১৪৮]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০(২) ঃ একটি মুলতবী মামলার সময় একজন হস্তান্তরগ্রহীতা যিনি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকেন, তিনি প্রজা উচ্ছেদের মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষ নহে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০(৪) ঃ বিবাদী সংযোজিত হইলে আরজি সংশোধন করিতে হয়। আদালত ভিন্ন নির্দেশ না দিলে, সেইক্ষেত্রে আদেশ ১, নিয়ম ১০(৪)-এর অধীনে একজন বিবাদী সংযোজিত হয় সেইক্ষেত্রে প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ পদ্ধতিতে আরজি সংশোধিত হইবে।

একজন পক্ষের সংযোজনের অর্থ এই নহে যে, একটি মামলায় সংযুক্তি অথবা উপস্থিতি নূতন প্রতিক্রিয়া অথবা উহার চরিত্র পরিবর্তন করিবে, যদিও বিতর্কিত সম্পত্তিটির সহিত সমস্ত বিরোধিতা সংশ্লিষ্ট।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম-১০-এর অধীনে পক্ষদের সংযুক্তি অথবা পক্ষদের বাতিলকরণ আদালতের ঐচ্ছিক ক্ষমতাধীন, যতক্ষণ না রায়টি আইনের বিরুদ্ধে অথবা বিপথগামী হইয়া থাকে ততক্ষণ উহা হস্তক্ষেপ করিবে না।

আদেশ ১ নিয়ম ১০-এর অধীনে ক্ষমতা অনুশীলনের মধ্যে পক্ষদের সংযুক্তি অথবা পক্ষদের সংযুক্তি বাতিলকরণ আদালতের বিচক্ষণতা, যতক্ষণ না পর্যন্ত উহা প্রমাণিত হয় যে, রায়টি বিপথগামী অথবা স্পষ্টতঃ অন্যায় এবং আইনের বিরুদ্ধ ততক্ষণ উহা হস্তক্ষেপ করিবে না। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১০-এর অধীনে প্রদানকৃত রায় পুনর্বিচারপূর্বক সংশোধন হইবে না। ঐ সমস্ত কারণসমূহ ব্যতীত যদিও উহা ভ্রমপূর্ণ।

[৪১ ডিএলআর ২৩]

আদেশ ১ নিয়ম ১০(৪) ঃ বিবাদীর সংযুক্ত এবং সংশোধিত আরজি অনুপস্থিত ঃ ৩ নং বিবাদী পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত হইবার পর বাদী তাহার দ্বারা গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করিবার প্রশ্নের উপর আরজি সংশোধন করিবে না যাহা ৪নং বিচার্য বিষয় দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছে। অনুরূপ পরিবেশে সহকারী জজ ভুল করিবেন সংযুক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে পক্ষদের সাক্ষী পথ প্রদর্শন করিতে অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে এবং ইহার ফলে তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রি প্রদান করা হয় তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ বাটোয়ারা মামলায় তৃতীয় ব্যক্তিও সম্পত্তিতে বাদী এবং বিবাদীর বিরুদ্ধ দখলীয় স্বত্ব দাবি করিলে সে আবশ্যকীয় পক্ষ। বিশেষ ক্ষেত্রে এমনকি মোকদ্দমার প্রাথমিক ডিক্রির পরেও পক্ষ করা যাইতে পারে। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৬০]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ ঃ যেকোন ব্যক্তি বা আগন্তুক মোকদ্দমায় ন্যায়তঃ পক্ষ হইতে পারে যদি বিরোধে তাহার সরাসরি স্বার্থ জড়িত থাকে। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ১১৭]*

কোন প্রকার ভিত্তি ব্যতীত দরখাস্তকারী মনে এইরূপ আশংকা করিতে পারে না যে, বিক্রেতা বিবাদী মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে আগ্রহী নহে। সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া দরখাস্তকারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য দখলকান্তকারীগণকে মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ৩৪১]*

আদেশ ১ নিয়ম ১০ (২) ঃ নির্দিষ্ট চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় চুক্তিকারী পক্ষগণই একমাত্র আবশ্যকীয় পক্ষ। কোন প্রকার যুক্তি ব্যতীত তৃতীয় পক্ষ এইরূপ মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হইলে মোকদ্দমাটি স্বত্ব নির্ধারণের মোকদ্দমায় পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তাহা আইনে অনুমোদনযোগ্য নহে। *[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ৩৪১]*

বিবাদীগণ কর্তৃক পক্ষ দোষের আপত্তি করা হইলে এবং বাদী তাহাদেরকে মোকদ্দমায় পক্ষ করিতে ব্যর্থ হয়। তদবস্থায় বাদী তাহার নিজ দায়িত্বে করিবে এবং তজ্জন্য তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না। *[৫১ ডিএলআর (এইচডি) ৪৮৬]*

মোকদ্দমার ফলাফল দ্বারা মোকদ্দমার পক্ষগণ বাধ্য এবং মোকদ্দমাতে পক্ষ করা হয় নাই এমন ব্যক্তি নহে। মোকদ্দমার ডিক্রি অস্বীকার করিতে পারে যেই পক্ষ মোকদ্দমায় বাদ ছিল এবং অন্য কেহই নহে পক্ষদোষের কারণে। *[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ৫৩]*

পক্ষের অবস্থান পরিবর্তন ঃ মোকদ্দমার বাদীপক্ষ ১/২নং বিবাদী পক্ষ যাহারা মোকদ্দমায় মোকাবিলা বিবাদী ছিল মারা গেলে যখন মোকদ্দমা করার অধিকার জীবিত থাকে — পক্ষের অবস্থান পরিবর্তনক্রমে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে অধিকারী। মৃত বাদীর ওয়ারিশদের অস্তিত্ব মোকদ্দমায় কায়েম-মোকামের ও অবস্থান পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। *[১৫ বিএলডি (এডি) ৫২ (১৯৯৫)]*

বিচারাধীন মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হওয়ার দরখাস্ত অবশ্যই সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইতে হইবে। ইহা তখনই মঞ্জুর হইতে পারে, যখন আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে যে, মোকদ্দমার ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরখাস্তকারীর উপস্থিতি প্রয়োজন। বর্তমান মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ভিন্নরূপ বংশক্রমা উপস্থাপন করিয়াছে এবং মোকদ্দমা চলিতাবস্থায় জমি খরিদের দাবি করিয়া মামলাতে স্বার্থ আছে বলিয়া দাবি করায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত শুনানির পর্যায় দরখাস্তকারীকে পক্ষ করা যায় না। কারণ তাহাতে অহেতুক মোকদ্দমার কার্যক্রম দীর্ঘায়িত হইবে।

[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৩৯১]

আদেশ ১ নিয়ম ১০ (২) ঃ মোকদ্দমার যেকোন অবস্থায় কোন পক্ষকে মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করার ক্ষমতা আদালতের আছে যাহার উপস্থিতি আবশ্যক বলিয়া আদালত বিবেচনা করেন এবং যাহাতে মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্নে আদালত ফলপ্রসূ ও চূড়ান্ত বিচার করিতে পারেন। *[১৮ বিএলডি (এডি) ১৩]*

বর্তমান বাটোয়ারা মামলায় পক্ষগণের মধ্যকার অসংখ্য বিরোধ বা বহু মামলার ঝামেলা পরিহার করার জন্য এবং বিরোধীয় প্রশ্নে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বিচারের জন্য দরখাস্তকারীগণকে শ্রেণী পরিবর্তনক্রমে বাদী শ্রেণীভুক্ত করিতে আইনে কোন বাধা নাই। *[১৯ বিএলডি (এইচডি) ১৬৯]*

নির্দিষ্ট চুক্তিপ্রবলের মোকদ্দমায় আগন্তুক ব্যক্তির স্বত্বের প্রশ্নের বিচারের অনুমতি দেওয়া যায় না এবং তাহাকে ঐরূপ মোকদ্দমায় পক্ষ করা যায় না। *[১৯ বিএলডি (এইচডি) ৪৮৪]*

নিয়ম

১১। মামলা পরিচালনা ঃ

মামলা পরিচালনার দায়িত্ব আদালত যাহার উপর অর্পণ করা সঙ্গত মনে করিবেন, তাহারই উপর দায়িত্ব অর্পিত হইবে।

ভাষ্য

আদালতের মামলা পরিচালনা সহজতর করাই এই নিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য। আদালত যেকোন পক্ষ অথবা তাহার উকিলকে মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু আদালত একজন আগন্তুককে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিতে পারেন না। এমনকি আদালত একজন বিবাদীকে বাদীতে পরিবর্তন করিয়াও মামলা পরিচালনার ভার দিতে পারেন। আদালত যেকোন উকিলগণকে সকল বাদী বা বিবাদীর পক্ষে কাজ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন, যখন বিভিন্ন উকিল বিভিন্ন বাদী অথবা বিভিন্ন বিবাদী যাহারা যৌথভাবে একই জবাব প্রদান করিয়াছে তাহাদের পক্ষে কাজ করে।

এই নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তি বলিতে কি বুঝায় ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তি হইলেন তিনি যিনি মামলার পক্ষ এবং যিনি কোন আগন্তুক নহেন। এই নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তিকে আদালত ব্যক্তি হিসাবে সম্বোধন করার পূর্বে আদালতকে দেখিতে হইবে সেই ব্যক্তি মামলার পক্ষ কিনা। *[(১৯৬৮) ২০ ডিএলডি ৯০২]*

নিয়ম

১২। একাধিক বাদী বা বিবাদীর মধ্যে সকলের পক্ষে একজনের হাজিরা ঃ

(১) কোন মামলায় কতিপয় বাদী থাকিলে তন্মধ্যে যেকোন একজনকে বা একাধিকজনকে সকলে তাহাদের পক্ষে আদালতে হাজির হইয়া মামলার তদারক করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে কোন মামলায় কতিপয় বিবাদী থাকিলে, তন্মধ্যে যেকোন একজনকে বা একাধিকজনকে অপর সকলে তাহাদের পক্ষে আদালতে হাজির হইয়া মামলার তদারক করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং তাহা আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

ভাষ্য

যেই মামলায় একাধিক বাদী থাকে, সেই মামলায় সকলেই কাজ করে না, একজন বা দুইজন কাজ করে, ইহা বৈধ। বিবাদীর ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে একজনের কাজ দ্বারা অন্যকে দায়ী করিতে হইলে সেই অন্যের লিখিত সম্মতি থাকা প্রয়োজন।

নিয়ম

১৩। ভ্রান্তভাবে কাহাকেও মামলার পক্ষ শামিল করা হইলে বা কাহাকেও পক্ষ হইতে বাদ দেওয়া হইলে তৎসম্পর্কে আপত্তি ঃ

মামলায় কাহাকেও ভুলক্রমে পক্ষ করা হইয়া থাকিলে অথবা পক্ষ হইতে কাহাকেও বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলে তৎসংক্রান্ত আপত্তি সর্বাগ্রে প্রাপ্ত সুযোগে করিতে হইবে ; যেইক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হইবে, সেইক্ষেত্রে তাহা নির্ধারিত হইবার পূর্বেই বা নির্ধারণকালে উক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে ; অবশ্য আপত্তির কারণ যদি পরে উদ্ভূত হয়, তবে আপত্তিও পরে উত্থাপন করা যাইবে এবং যথাসময়ে উক্ত আপত্তি উত্থাপন না করা হইলে তাহা উত্থাপন করা হইবে না বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভাষ্য

প্রয়োজনীয় পক্ষ অসংযোজনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। ইহা মামলা, আপীল ও রেফারেন্সের ক্ষেত্রে, আরবিট্রেশনে অসংযোজনের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। কিন্তু ইহা কোনভাবে ১ আদেশের ১০ নিয়ম অনুযায়ী কোন পক্ষ সংযোজন বা বাদ দিবার আদালতের ক্ষমতা অথবা কোন বাদীর পক্ষ সংযোজনের ক্ষমতাকে খর্ব করে না।

যেই সমস্ত কারণ এই নিয়মে বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আপত্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না ; যেমন, মামলার কারণ বা বাদীর মামলা করিবার অধিকারের অভাব, যাহা সাক্ষী লইবার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পক্ষভুক্তি না-করণ বা ভুল পক্ষভুক্তির আপত্তি উত্থাপন না করা হইলে ধরা হইবে উহা এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী পক্ষগণের ত্রুটি সংক্রান্ত আপত্তি উত্থাপন করা না হইলে ধরা হইবে উহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট ঘটনা নির্ধারণ সংক্রান্ত আপত্তি যাহা ৮ আদেশের ২ নিয়মে বর্ণিত প্লিডিং সংক্রান্ত বিধানেও এইরূপ আপত্তি দেখা দেয়। প্রাথমিক পরিস্থিতিতে অগ্রক্রয় ক্রেতা রিভিশনাল কোর্টে ঐ আপত্তি দিতে পারিবে না। *[(১৯২৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৬]*

অগ্রক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারার অধীনের কার্যক্রমে এই নিয়ম কার্যকরী এবং পক্ষদ্বয়ের ত্রুটি সম্পর্কিত আপত্তি যাহা বিচারের পূর্বে উত্থাপন করা হয় নাই তাহা বিচার চলাকালে অথবা আপীলের পর্যায়ে উত্থাপন করা যাইবে না। ভুল পক্ষভুক্তির কারণে অথবা মামলার কারণে, ভ্রান্তির কারণে অথবা অন্য কোন ভুলের কারণে কিংবা ত্রুটি বা নিয়মের মামলার গুণাগুণ কিংবা আদালতের এখতিয়ার ব্যাহত না হইলে উক্ত বিধান অনুসারে কোন ডিক্রি উল্টানো কিংবা আংশিকভাবে ভিন্নরূপ করা অথবা আপীলের কোন মামলা রিমাণ্ডে পাঠানো যাইবে না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৬]*

মামলায় পক্ষভুক্তি না-করণের আপত্তি মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপন করিতে হইবে ঃ এই নিয়ম অনুসারে পক্ষভুক্তি না-করণ সংক্রান্ত কোন আপত্তি মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপন না হইলে তাহা কার্যকরী হইবে না। মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে এইরূপ আপত্তি না করা হইলে ধরা হইবে যে, উক্ত আপত্তি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা পরিষ্কার যে এই বিধান অনুসারে আপীলকারী মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে আপত্তি উত্থাপন না করিলে মামলার শুনানিকালে প্রথমবারের মত পক্ষভুক্তি না করণের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বাদী কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নের উত্তরে তাহারা প্রয়োজনীয় পক্ষের তালিকায় তাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত না হইলেও আপীলকারী মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে আপত্তি উত্থাপন না করিলেও মামলার শুনানিকালে প্রথমবারের মত পক্ষভুক্তি না-করণের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৫২]*

মামলার শেষ পর্যায়ে ভুল পক্ষভুক্তি বা পক্ষভুক্তি না-করণের আপত্তি উত্থাপন ঃ মামলার শেষ পর্যায়ে পক্ষ দোষের অভিযোগ আদালত সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, পক্ষের অপসংযোজনের কারণে ডিক্রি দিয়া দিলেও ফলবর্তী হইবে না, তবে ঐ অপসংযোজনের বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া আদালত ডিক্রি দিবেন না। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৫২]*

প্রয়োজনীয় পক্ষ বিরতির আপত্তি ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষ বিরতির আপত্তি মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপন করিতে হইবে। যদি পক্ষ অন্তর্ভুক্তি না-করণের এইরূপ আপত্তি উত্থাপন না করা হয় তবে ধরা হইবে প্রয়োজনীয় পক্ষ বিরতি-সংক্রান্ত আপত্তি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। *[৩১ ডিএলআর (এডি) ৪৪ ; (১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৮১]*

পক্ষভুক্তি না-করণ-সংক্রান্ত আপত্তি মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপন করা উচিত। যদি না করা হয় তাহা হইলে ইহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[(১৯৮৫) ৩১ ডিএলআর (এডি) ২১৮]*

ভুল ব্যক্তি কর্তৃক বা বিরুদ্ধে মামলা ঃ সরল বিশ্বাসে ভুলক্রমে ভুল ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করা হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাহা চলিতে পারে। *[(১৯২৩) এম ১৮০]*

আদেশ ১ নিয়ম ১৩ ঃ যদি পক্ষদের অ-সংযুক্তি অথবা ভ্রান্তভুক্তি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত না হয় তবে তাহা ভাসমান হিসাবে পরিচালিত হইবে — ত্রুটিপূর্ণ পক্ষ সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি পরিষ্কারভাবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১৩-এর শর্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। যে মতানুসারে উল্লেখিত আপত্তিটি পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। নির্দিষ্ট ঘটনার সহিত নিশ্চিতরূপে সংশ্লিষ্ট এই আপত্তিটি, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৮ নিয়ম ২-এ প্রচলিত মুলতবি নিয়মের সহিত ও দ্বন্দ্বে সম্পৃক্ত হইতে পারে। প্রথম দৃষ্টিতেই মামলার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অগ্রাধিকারী ক্রেতাকে রিভিশনাল আদালতে প্রথমবারের জন্য এই আপত্তিটি প্ররোচিত করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৬]*

ইস্ট বেঙ্গল স্টেট এ্যাকুইজিশন এণ্ড টেন্যান্সি এ্যাক্ট ঃ *East Bengal State Aquisition and Tenancy Act*-এর ৯৬ ধারার অধীনে একটি কার্যধারার মধ্যে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ নিয়ম ১৩-এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য এবং ভ্রান্তভুক্ত পক্ষ সম্পর্কিত আপত্তি, যাহা আদালতের বিচারের পূর্বে গ্রহণ বা উত্থাপন করা হয় নাই তাহা বিচার চলাকালে গ্রহণ করা যাইবে না অথবা আবেদনকালেও গ্রহণ করা যাইবে না।

উল্লেখিত ধারা অনুসারে কোন ডিক্রি উল্টান যাইবে না অথবা বাস্তবিক ভিন্নরূপ করা যাইবে না অথবা মামলায় পক্ষদের ভ্রান্তভুক্তির ফলে আপীল পুনঃপ্রেরণ করা যাইবে না অথবা একটি মামলায় যোগ্যতাকে বা আদালতের ক্ষমতাকে কারণসমূহের প্রতিক্রিয়া বা একটি মামলায় কোন প্রণালীর ভুল, ভ্রান্তি অথবা অনিয়ম প্রভাবান্বিত করে না।

পক্ষদের অ-সংযুক্তি সম্পর্কিত আপত্তি অবশ্যই প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষদের অ-সংযুক্তির প্রশ্ন দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১, নিয়ম ১৩-এর শর্তসমূহে উদাহরণ হিসাবে তৈরি করা যাইবে, যাহাতে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পক্ষদের অ-সংযুক্তি সম্পর্কিত আপত্তি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না যদি না উহা সম্ভাব্য সর্বাগ্র সুযোগ গ্রহণ করা না হয় এবং যখন উক্ত আপত্তি গ্রহণ করা না হয় তখন উহা বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

সুতরাং ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, উল্লেখিত শর্তসমূহের দৃষ্টিকোণ হইতে একটি মোকদ্দমার শুনানির সময় আবেদনকারিগণ প্রথমবারের জন্য পক্ষদের অ-সংযুক্তির প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অধিকারী নহে, যখন তাহারা সর্বাগ্রে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই জবাব দিবার জন্য এবং তাহাদের মাধ্যমে সরবরাহ করা প্রয়োজনীয় পক্ষদের তালিকায় তাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, যখন বাদীদের মাধ্যমে তাহাদের উপর জেরা বা প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহার উত্তর উপস্থাপনের সময়। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৫২]*

ঘটনা সত্ত্বেও একটি মামলার শেষ পর্যায়ে পক্ষদের অ-সংযুক্তি অথবা ভ্রান্ত ভুক্তির জবাব গ্রহণ করা যাইবে না। অধিকন্তু যদি ইহা দেখা যায় যে, উক্ত অ-সংযুক্তির ফলে একটি ডিক্রি নিষ্ফল হইয়া যাইবে। যাহা চূড়ান্ত পর্যায়ে পাস করা হয়, আদালত অনুরূপ ডিক্রি পাস করিবে না।

বিভক্তির মামলা পক্ষদের অ-সংযুক্তি। দুইজন ব্যক্তির পৃথক দুইটি শেয়ার রহিয়াছে তাহাদের দখলে, কিন্তু বিভক্তির মামলায় পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য সংযুক্ত সম্পত্তিতে কোন দলগত আকর্ষণ নাই সম্পূর্ণরূপে প্রদানকৃত বিভক্তি ডিক্রির নিষ্ফল প্রতিদান দেওয়ার দরকার নাই, কিন্তু কেবলমাত্র উল্লেখিত দুইটি নির্দিষ্ট প্লটের জন্য দরকার বিকল্পস্বরূপ সংযুক্ত পক্ষগণ চূড়ান্ত ডিক্রি প্রস্তুত করিবার সময় বিচারকৃত আদালতে তাহাদের সাহান-এর জন্য উপযুক্ত প্রার্থনা করিতে পারিবে।

প্রয়োজনীয় পক্ষ বাদ দেওয়া সম্পর্কিত আপত্তি সর্বাগ্র সুযোগে গ্রহণ করা উচিত এবং যদি অনুরূপ আপত্তি পক্ষদের অ-সংযুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা না হইলে, প্রয়োজনীয় পক্ষ বাদ দেওয়া সম্পর্কিত আপত্তি ত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। *[৩১ ডিএলআর (এডি) ৮৮]*

"প্রয়োজনীয় পক্ষ বাদ দেওয়া সম্পর্কিত যেকোন আপত্তি অবশ্যই সম্ভাব্য সর্বাগ্র সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং উক্ত আপত্তি যদি গ্রহণ করা না হইয়া থাকে তবে উহা ত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।"

[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৮১]

পক্ষদের অ-সংযুক্তি সম্পর্কিত আপত্তি সম্ভাব্য সর্বাগ্র সুযোগে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি গ্রহণ করা না হইয়া থাকে তবে উহা ত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[(১৯৮৫) ৩১ ডিএলআর (এডি) ২১৮]*

সার-সংক্ষেপ

মামলার পক্ষ ও নালিশের কারণ

দেওয়ানী আদালতের যেকোন মামলায় একাধিক পক্ষ থাকে। যে পক্ষ মামলা দায়ের করে তাহাকে মামলার বাদী বলা হয়। বাদী একজন বা একাধিক হইতে পারে। যাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় তাহাকে বিবাদী বলে। বাদীর ন্যায় একটি মামলায় একাধিক বিবাদী থাকিতে পারে। অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিবাদী ব্যতীত অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির মোকাবেলা মামলা বিচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। তদবস্থায় তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার চাওয়া হয় না কিন্তু তাহাদের মোকাবেলা বিবাদীরূপে *(Proforma defendant)* মামলায় পক্ষ করা হয়। যেমন রহিমরা তিন ভাই। তাহারা তাহাদের স্বত্ব দখলীয় ১ বিঘা জমি হইতে জাবেদ কর্তৃক বেদখল হইল। রহিম জমি উদ্ধারের জন্য মামলা করিতে আগ্রহী কিন্তু তাহাদের অন্য দুই ভাই মামলায় যাইতে অনিচ্ছুক। বেদখলীয় জমিতে রহিমের $\frac{১}{৩}$ অংশ। অতএব সে সমস্ত জমি দাবি করিতে পারে না। তদবস্থায় রহিম তাহার $\frac{১}{৩}$ অংশের জন্য মামলা করিলে এই মামলা তাহার অপর দুই ভ্রাতার মোকাবেলা হওয়া প্রয়োজন। কারণ বাদী রহিমের কথানুযায়ী তাহার অপর দুই ভ্রাতা জমির $\frac{২}{৩}$ অংশের মালিক। এইরূপ ক্ষেত্রে রহিমের অপর দুই ভ্রাতাকে মোকাবেলা বিবাদী করিয়া মামলা দায়ের করিবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। রহিমের দুই ভ্রাতা মামলায় মোকাবেলা বিবাদীরূপে পক্ষ হইয়া মামলা চলাকালে যদি ইতিমধ্যে তাহাদের দাবি তামাদি না হইয়া থাকে, তবে পূর্বের মত

পরিবর্তন করিয়া তাহারা তাহাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ ভূমির মূল্যের উপর কোর্ট ফি দিয়া এই মামলায় মোকাবেলা বিবাদী হইতে সহবাদী হইয়া মামলা চালাইতে পারিবে।

মোকাবেলা বিবাদীদের অনেক সময় *Proper parties*-ও বলা হয়। এই জাতীয় বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলায় কোন প্রতিকার চাওয়া হয় না সত্য কিন্তু মামলা কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য তাহাদের সাক্ষাতে মামলা বিচার হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ। দবির একটি জমি সাবেতের বেনামীতে খরিদ করিয়া দখলকার। দবির ঐ জমি হইতে রহিম কর্তৃক বেদখল হইলে দবির বাদী হইয়া রহিমের বিরুদ্ধে মামলা করিলে রহিম মূল বিবাদী হইবে। যেহেতু সাবেত দবিরের বেনামদার এবং জমির কবলা সাবেতের নামে, সেইহেতু এই মামলা সাবেতের সাক্ষাতে বিচার হওয়া প্রয়োজন। অতএব সাবেত এই মামলায় *Proper party* এবং সে মোকাবেলা বিবাদী হইবে। যাহাদের পক্ষ করা না হইলে কোন অবস্থাতেই একটি মামলা চলিতে পারে না তাহাদের বলা হয় আবশ্যকীয় পক্ষ *(Necessary parties)*। যেমন বাটোয়ারা মোকদ্দমায় বাটোয়ারা সংক্রান্ত ভূমির সকল শরিক আবশ্যকীয় পক্ষ। প্রজাস্বত্ব বা অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনে অগ্রক্রয়ের মামলায় সংশ্লিষ্ট জমার সকল মূল শরিক আবশ্যকীয় পক্ষ। মামলায় আবশ্যকীয় পক্ষদের যেকোন একজন পক্ষ না হইলে মামলা চলে না এবং সেই মামলা পরিণামে ডিস্‌মিস্ হয়।

কতকগুলি মামলা আদালতে আরজির পরিবর্তে দরখাস্ত দিয়া দায়ের হয়। যেমন, প্রজাস্বত্ব আইনে অথবা অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনে অগ্রক্রয়ের মামলা। এই জাতীয় মামলার বাদীকে বলা হয় প্রার্থী বা দরখাস্তকারী এবং বিবাদীকে বলা হয় প্রতিপক্ষ। মূল মোকদ্দমার ন্যায় এই জাতীয় মামলাতেও মোকাবেলা প্রতিপক্ষ থাকিতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ পরে আবার আইনসঙ্গত কারণে ও প্রয়োজনে মোকাবেলা প্রতিপক্ষ হইতে সহপ্রার্থী বা সহদরখাস্তকারী হইতে পারে। মূল মোকদ্দমা *(Original Suit)* জাতীয় মামলায় পক্ষদের বাদী এবং বিবাদী বলা হয় আর দরখাস্ত দিয়া দায়ের জাতীয় মামলার (miscase) পক্ষদের বলা হয় প্রার্থী বা দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষ।

নালিশের কারণ (Causes of action) ঃ যেই সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া বাদী একটি মামলায় তাহার পক্ষে আদালতের রায় পাইতে ইচ্ছা করে, সেই সমস্ত বিষয়ের সমষ্টিকে নালিশের কারণ বলা হয়। দাবির সমর্থনে মূল বিষয়গুলি নালিশের কারণ। মূল বিষয়গুলি প্রমাণ করিতে যেই সমস্ত সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে সেইগুলি নালিশের কারণ নহে।

উদাহরণ

রহিম একখণ্ড জমিতে দখলকার। এই জমি হইতে করিম কর্তৃক বেদখল হইয়া সে যদি আদালতে যাইয়া করিমের বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্তে খাস দখলের মামলা করিয়া করিমের নিকট হইতে জমি উদ্ধার করিতে চায়, তবে তাহাকে আরজিতে বলিতে হইবে কি স্বত্বে সে জমিতে দখলকার ছিল এবং কিভাবে ও কবে সে জমি হইতে বেদখল হইয়াছে। বাদীর এই মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে হইলে জমিতে তাহার স্বত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। বেদখলের পূর্বে বার বৎসরের মধ্যে জমিতে তাহার দখল ছিল, ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে। অতএব যেই সমস্ত বিষয় মামলায় প্রমাণ করিতে হইবে সেই সমস্ত বিষয়গুলি আরজিতে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। প্রার্থিত প্রতিকারের সমর্থনে ও ভিত্তিমূলে যেই সমস্ত মূল বিষয়গুলি রহিয়াছে তাহার সমস্তগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় নালিশের কারণ। কেউ জমি হইতে বেদখল হইয়াছে শুধুমাত্র এই কথা উল্লেখে জমি উদ্ধারের জন্য মামলা করিলে তাহার নালিশের কারণ আছে ইহা বলা যায় না। তাহার জমি উদ্ধারের আইনতঃ অধিকার আছে এবং এই অধিকারের ভিত্তি কি তাহা সুস্পষ্টভাবে আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে আদালত আরজি পাঠে অনুধাবন করিতে পারিবেন বাদীর নালিশের কারণ আছে কি না। যদি সুস্পষ্টভাবে নালিশের কারণ আরজিতে উল্লেখ না থাকে তবে আদালত ৭ আদেশের ১১ বিধি অনুযায়ী মামলা খারিজ করিবেন এবং অত্র আইনের ২ ধারানুযায়ী এই প্রকার আদেশ ডিক্রির সমতুল্য গণ্য হইবে এবং এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি একটি মামলায় বাদী পক্ষ হইতে পারিবে *(Who may be joined as Plaintiffs)* ঃ এই প্রসঙ্গে আইনসঙ্গত নিয়মাবলী অত্র আইনের ১ আদেশের ১ নিয়মে উল্লেখ আছে। তথায় বলা আছে যে, একই কার্য বা কার্যাবলী অথবা আদান-প্রদান বা আদান-প্রদানসমূহের দরুন যাহারা একত্রে, পৃথকভাবে বা পর্যায়ক্রমে কোন প্রতিকার দাবি করিতে পারে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিরা পৃথকভাবে মামলা দায়ের করিলে আইন ও তথ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, অনুরূপ সকলকে একই মামলার বাদী পক্ষভুক্ত করা যায়।

উদাহরণ

হরিপদ এই অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া যাওয়ার সময় তাহার বর্গাদার করিম ও রহিমের নিকট পাঁচ বিঘা জমি একটি কবলা দ্বারা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। করিমরা তিন ভাই এবং অন্য পরিবারের রহিমরাও তিন ভাই। এই ছয় ভাই একত্রে একটি কবলা দ্বারা জমি খরিদ করিয়াছিল। তাহাদের গ্রামের জাবেদ প্রতাপশালী ব্যক্তি।

সে কবলাদাতারূপে হরিপদের নাম ব্যবহারে একটি জাল দলিল সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন তারিখে করিম ও রহিমদের ঐ পাঁচ বিঘা জমি হইতে বেদখল করিলে করিম ও রহিমরা যদি ভিন্ন পরিবারের লোক যদিও তাহারা বিভিন্ন সময়ে জমি হইতে বেদখল হইয়াছে, তথাপি তাহারা সকলে একত্রে বাদী হইয়া জমি উদ্ধারের জন্য একটি মামলা করিতে পারিবে। কারণ, মামলার কারণ একই শ্রেণীর কার্যাবলী হইতে উদ্ভূত এবং করিমরা তিন ভাই ও রহিমরা তিন ভাই পৃথকভাবে তাহাদের অংশের জমির জন্য মামলা করিলে উভয় মামলাতেই আইন ও তথ্যগত বিষয়ে একই জাতীয় সাধারণ প্রশ্নের উদ্ভব হইত। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি উদাহরণ দিয়া কখন বিভিন্ন ব্যক্তি একই মামলায় বাদী হইতে পারে না তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইল।

উদাহরণ

হরিপদ এই অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া যাওয়ার ছয় মাস পূর্বে এক বিঘা জমি করিমের নিকট রেজিস্ট্রি কবালা দ্বারা বিক্রয় করে। অন্য এক বিঘা জমি গ্রামের প্রতাপশালী জাবেদের নিকট বিক্রির কথাবার্তা হয়, কতক টাকার লেন-দেনও হয় কিন্তু অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিতে টালবাহনা করায় হরিপদ এই এক বিঘা জমি রহিমের নিকট কবলা দ্বারা বিক্রয় করিয়া পরদিনই ভারতে চলিয়া যায়। এই অবস্থায় রহিমের কবলা রেজিস্ট্রি হয় নাই। হরিপদ, রহিম এবং তাহাদের সহযোগী করিমের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া জাবেদ একটি পুরাতন স্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া এক বৎসর পূর্বের তারিখ দিয়া তাহার বরাবরে উভয় জমির জন্য একটি কবালা দলিল সৃষ্টি করিল এবং কবালাদাতা হিসাবে হরিপদের দস্তখত জাল করিয়া এই কবলার অজুহাতে করিম ও রহিমকে উভয় জমি হইতে বেদখল করিলে তাহারা দুইজন একত্রে বাদী হইয়া তাহাদের জমি উদ্ধারের জন্য একটি মামলা করিতে পারিবে না। কারণ এইক্ষেত্রে মামলা এই শ্রেণীর কার্যাবলী হইতে উদ্ভূত নহে এবং রহিম তাহার এক বিঘা জমির জন্য পৃথক মামলা করিলে আইন ও তথ্যগত বিষয়ে যে ইসমস্ত প্রশ্নের উদ্ভব হইবে, সেই সমস্ত প্রশ্ন হইতে ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করিমের মামলায় উঠিবে। উভয় মামলায় একটি সাধারণ বিষয়ের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় রহিম ও করিমের একত্রে বাদী হইয়া একটি মামলা দায়ের করা চলিবে না। তাহাদের যাহার তাহার জমি উদ্ধারের জন্য পৃথক মামলা করিতে হইবে। এইভাবে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির পৃথক মামলা করা উচিত অথচ ১ আদেশের ১ নিয়মের নির্দেশ অমান্যে বিভিন্ন ব্যক্তি একত্রে একটি মামলা করে, তখন বলা হয় বাদী পক্ষের অপসংযোগ *(Misjoinder of plaintiffs)*।

বাদী পক্ষের অপসংযোগ হইলে বিবাদী পক্ষকে যথাসম্ভব মামলার প্রথম প্রথম সুযোগ জওয়াব *(Written statement)* দিয়া এই অপসংযোগের আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে, তদন্যথায় বিবাদীপক্ষ এই অপসংযোগ দোষ মানিয়া নিয়াছে বলিয়া আদালত ধরিয়া লইবেন। যদি বিবাদীপক্ষ যথাসময়ে বাদীপক্ষের অপসংযোগ দোষ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে এবং আদালত যদি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, যথার্থ বাদী পক্ষের অপসংযোগ দোষ হইয়াছে তবে এই আদেশের ২ বিধি অনুযায়ী আদালত ব্যবস্থা নিবেন। ২ নিয়মে বলা আছে, যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কতিপয় ব্যক্তিকে বাদীপক্ষে সামিল করা হইলে মামলার বিচার অনুষ্ঠানে অসুবিধা বা বিলম্ব ঘটিতে পারে, সেক্ষেত্রে আদালত বাদীগণকে স্ব-স্ব ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ বা পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ বা অবস্থানুযায়ী অন্য কোন উপযুক্ত আদেশ দিতে পারেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বাদীপক্ষের অপসংযোগ দোষ হইলে ইহা মামলা পরিচালনায় কোন মারাত্মক দোষ *(Fatal)* হইবে না। বিবাদীপক্ষ আপত্তি করিলে উপরের উদাহরণে করিম অথবা রহিমের ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের একটি মামলা বিচারের জন্য থাকিবে এবং অপর এক বিঘা জমির জন্য করিম অথবা রহিমের পৃথক মামলা দায়ের করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ৬ আদেশের ১৭ বিধি অনুযায়ী আরজি সংশোধন করিতে হইবে।

কোন কোন্ ব্যক্তিকে একটি মামলায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা যইবে *(Who may be joined as defendants)* ঃ এই বিষয়ে আইনগত নির্দেশ ১ আদেশের ৩ নিয়মে আছে। তথায় বলা আছে যে, একই কার্য বা কার্যাবলী অথবা আদান-প্রদান বা আদান-প্রদানসমূহের দরুন যাহাদের বিরুদ্ধে একত্রে, পৃথকভাবে বা পর্যায়ক্রমে কোন প্রতিকার দাবি করা যাইতে পারে এবং যেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মামলা দায়ের করা হইলে আইন ও তথ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, অনুরূপ সকলকেই একই মামলার বিবাদীর শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

উদাহরণ

পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া করিম দুই খণ্ড জমিতে দখলকার। রহিম ও তাহার অপর দুই ভ্রাতা এবং অন্য পরিবারের জাবেদ ও তাহার অপর দুই ভ্রাতা এই দুই খণ্ড জমি করিমের অপর শরিক হইতে খরিদসূত্রে দাবি করিয়া যৌথভাবে করিমের এক খণ্ড জমিতে হাল চাষ করিয়া এবং এই ঘটনার ছয় মাস পর অপর খণ্ড হইতে করিমের রোপা ধান কাটিয়া লইয়া বেদখল করিলে, করিম উভয় খণ্ড জমি উদ্ধারের জন্য রহিম ও

জাবেদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ৩ বিধি অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করিতে পারিবে। কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করা যাইবে না তাহার অপর একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

উদাহরণ

পৈত্রিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া করিম দুই খণ্ড জমিতে দখলকার। এক খণ্ড জমি রহিমের একটি কবালা দলিলের অন্তর্ভুক্ত এবং রহিমের পিতা ঐ জমি অন্যের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিল এই দাবিতে করিমকে বেদখল করিল। এই ঘটনার কিছুদিন পর জাবেদ করিমকে অপর এক খণ্ড জমি হইতে এই বলিয়া বেদখল করিল যে, এই জমি তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি এবং এইভাবে উক্ত জমি তাহার পৈত্রিক জমার অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহার খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। এই অবস্থাতে করিম উভয় জমি উদ্ধারের জন্য রহিম এবং নিয়মের জাবেদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করিলে প্রোক্ত ১ আদেশের ৩ নির্দেশ অমান্য করা হইবে এবং তাহাতে বিবাদীদের অপসংযোগ *(Misjoinder of defendants)* দোষ হইবে।

বাদী পক্ষের অপসংযোগের ন্যায় কোন মামলায় বিবাদী পক্ষের অপসংযোগ হইলে যথাসম্ভব মামলার প্রথম সুযোগে জবাবে এই অপসংযোগের আপত্তি উথাপন করিতে হইবে। তদন্যথায় বিবাদীপক্ষ এই অপসংযোগ দোষ মানিয়া লইয়াছে বলিয়া আদালত ধরিয়া লইবেন। যদি বিবাদী পক্ষের কেউ যথাসময়ে বিবাদী পক্ষের অপসংযোগ বিষয়ে আপত্তি উথাপন করে এবং আদালত যদি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, যথার্থই বিবাদী পক্ষের অপসংযোগ দোষ হইয়াছে তবে আদালত মামলা ডিস্‌মিস্ অথবা খারিজ করিবেন না। কারণ ১ আদেশের ৯ নিয়মে আছে পক্ষাভাব বা পক্ষের অপসংযোগ দোষে কোন মামলা অচল হইবে না। আদালত অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেন। তদবস্থায় আদালত যাহাদের কারণে মামলায় বিবাদী পক্ষের অপসংযোগ দোষ হইয়াছে তাহাদের মামলা হইতে বাদ দিয়া ৬ আদেশের ১৭ বিধি অনুযায়ী আরজি সংশোধনের আদেশ দিবেন, অথবা আদালত স্বেচ্ছায় ১ আদেশের ১০ (২) নিয়ম অনুযায়ী সেই সকল বিবাদীদের নাম আরজি হইতে কর্তন করিয়া (Striking out) অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিচার করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে, বিবাদী পক্ষের অপসংযোগ হইলেও মামলা পরিচালনায় ইহা মারাত্মক দোষ *(Fatal)* হইবে না।

নালিশের কারণ বিষয় অপসংযোগ *(Misjoinder of Causes of Action)* ঃ এই সমস্ত অপসংযোগ তিন ভাবে হইতে পারে। বাদী পক্ষের অপসংযোগের সহিত নালিশের কারণের অপসংযোগ ঘটিতে পারে। যেমন, রহিম ও করিম যদি জাবেদের বিরুদ্ধে একত্রে একটি মামলা করে এবং মামলার দাবি যদি এই রকম হয় যে, রহিমের জাবেদের নিকট বর্গা ফসলের মূল্য বাবদ একশত টাকা পাওনা আর করিমের জাবেদের নিকট দোকানের বাকী বাবদ একশত টাকা পাওনা, তবে বাদী পক্ষের অপসংযোগের সহিত নালিশের কারণেও অপসংযোগ হইয়াছে বলা চলে।

এইভাবে বিবাদী পক্ষের অপসংযোগের সহিত নালিশের কারণেও অপসংযোগ হইতে পারে। যেমন রহিম যদি করিম ও জাবেদের বিরুদ্ধে একত্রে একটি মামলা করে এবং মামলার দাবি যদি এই রকম হয় যে, রহিমের করিমের নিকট বর্গা ফসলের মূল্য বাবদ একশত টাকা পাওনা আর তাহার জাবেদের নিকট দোকানের বাকী দুইশত টাকা পাওনা, তবে বিবাদী পক্ষের অপসংযোগের সহিত নালিশের কারণেরও অপসংযোগ হইয়াছে বলিতে হইবে। এইভাবে যখন বিভিন্ন নালিশের কারণের সহিত বিভিন্ন ব্যক্তি সংযুক্ত থাকে অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা না করিয়া একত্রে একটি মামলা দায়ের করা হয়, তখন এই জাতীয় অনিয়মকে আদালতের আইনের ভাষায় *(Multifariousness)* দোষ বলা হয়।

ইহা ব্যতীত অন্য একভাবেও নালিশের কারণ বিষয়ে অপসংযোগ ঘটিতে পারে। এই জাতীয় অপসংযোগে বাদী এবং বিবাদীপক্ষ ঠিকই থকে কিন্তু বিভিন্ন নালিশের কারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবির জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়। যেমন, রহিম করিমের বিরুদ্ধে চার রকমের দাবি একত্রিত করিয়া একটি মামলা দায়ের করিল। ইহাতে বর্গা ফসলের মূল্য বাবদ একশত টাকা, দোকানের বাকী বাবদ একশত টাকা, কোন একটি চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতি পূরণ বাবদ তিনশত টাকা এবং গরু দিয়া জমির ফসল নষ্ট করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ টাকা, মোট পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার জন্য একটি মামলা করিলেও নালিশের কারণের অপসংযোগ দোষ হইবে। কিন্তু এই জাতীয় অপসংযোগের জন্য মামলা অচল হইবে না। কারণ ২ আদেশের ৩ বিধিতে এই জাতীয় বিভিন্ন দাবির মামলা একই পক্ষগণের মধ্যে একত্রে চালাইবার বিধান রহিয়াছে ; কিন্তু আদালত যদি মনে করেন যে, এই জাতীয় মামলা একত্রে চালাইলে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবে, তবে তিনি ২ আদেশের ৬ নিয়ম অনুযায়ী পৃথক দাবির জন্য পৃথক বিচারের অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা নিয়ে বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেন। পরবর্তী ৭ বিধিতে আছে নালিশের কারণ সম্পর্কিত অপসংযোগ বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি মামলার প্রথম সুযোগে বা বিচার্য বিষয় প্রণয়ন সময়ে নিতে হইবে, তদন্যথায় পক্ষগণ এই জাতীয় অপসংযোগ দোষ মানিয়া নিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে।

একই পক্ষগণের মধ্যে বিভিন্ন দাবির জন্য একটি মামলা করিবার বিধান থাকিলেও কোন জমির বাবদ খাস-দখলের মামলায় এই দাবির সহিত সংশ্লিষ্ট দাবি ও প্রতিকার ব্যতীত অপর কোন ভিন্ন প্রকৃতির দাবি একত্রে করা যাইবে না। যেমন, রহিম তাহার জমি হইতে করিম কর্তৃক বেদখল হইলে, রহিম করিমের বিরুদ্ধে ঐ জমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্তে খাস দখলের মামলা করিতে পারিবে এবং তৎসহ বেদখলী সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা দাবি করিতে পারিবে এবং নালিশের কারণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের জন্য একটি মামলা চলিবে, কিন্তু এই জাতীয় মামলার সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কোন দাবি একত্রে করিয়া আদালতের অনুমতি ব্যতীত একটি মামলা দায়ের করা যাইবে না। যেমন উপরে বর্ণিত মামলায় রহিম করিমের বিরুদ্ধে দোকানের বাকী বাবদ দুইশত টাকার দাবি জমিতে খাসদখলের মামলার সাথে একত্রে করিতে পারিবে না। ২ আদেশের ৪ নিয়ম বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।

মামলায় পক্ষাভাব ঃ ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে যাহাদের সাক্ষাতে একটি মামলার বিষয় হওয়া আবশ্যক তাহাদের কেউ যদি একটি মামলায় পক্ষভুক্ত না থাকে তবে এই মামলাতে পক্ষাভাব দোষ রহিয়াছে বলা চলে। তদবস্থায় আদালত সেইরূপ ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করিয়া আরজি সংশোধন করিয়া মামলা চালাইবার আদেশ দিতে পারেন অথবা আদালত স্বেচ্ছায় তাহাকে ১ আদেশের ১০(২) নিয়ম অনুযায়ী পক্ষভুক্ত করিয়া নিতে পারিবেন। তামাদি আইনের বিধান অনুযায়ী এইভাবে পক্ষভুক্ত পক্ষদের বিরুদ্ধে তাহারা যেইদিন মামলায় পক্ষভুক্ত হইবে সেইদিন হইতে তামাদিকাল গণনা শুরু হইবে।

প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা ঃ যেইক্ষেত্রে কোন মামলায় বহু সংখ্যক লোকের একইরূপ স্বার্থ নিহিত থাকে, সেইক্ষেত্রে আদালতের অনুমতিক্রমে এক বা একাধিক ব্যক্তি স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে ও সকলের সুবিধার জন্য মামলা দায়ের করিতে বা মামলায় জওয়াব দিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত বাদীর খরচের সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যক্তিগতভাবে নোটিস দিবেন অথবা এই প্রকার ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইলে এবং আদালত সুবিধাজনক মনে করিলে কোন স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ দেওয়ার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই প্রকার মামলাকে প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা বলা হয় এবং এই প্রসঙ্গে ১ আদেশের ৮ নিয়মে বিবৃত নিয়মাবলীর সারমর্ম উপরে বর্ণিত হইল।

আদেশ ২
মামলা গঠন

নিয়ম

১। মামলা গঠন ঃ

কোন মামলা যতদূর পারা যায় ততদূর এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে বিরোধভুক্ত বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং সেই বিষয় লইয়া ভবিষ্যতে আর কোন মামলা-মোকদ্দমা হইতে না পারে।

ভাষ্য

পক্ষ সংযোজন যাহাতে ঠিকভাবে করা হয় বা যথাযথ প্রতিকার দাবি করা হয় সেইজন্য এই নিয়মের মুখ্য আবশ্যকতা। এই নিয়ম যথাযথভাবে পালন না করিবার শাস্তি আংশিকভাবে ১১ ধারার ৪ ব্যাখ্যা এবং আংশিকভাবে ২ আদেশের ২ নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে, যেহেতু এই আইনগুলি ঐ বিষয়ে নূতন মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই নিয়মের উদ্দেশ্য ঃ একই কার্যাবলী সম্পর্কিত পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত বিরোধভুক্ত বিষয়গুলি যতদূর কার্যকরভাবে সম্ভব, ততদূর একই মোকদ্দমার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবার এবং মোকদ্দমার সংখ্যাধিক্য নিবারণ করাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। *[২ সিডব্লিউএন ২৩৭]*

এই নিয়মের বিধান লংঘন করা হইলে তজ্জন্য আংশিক দণ্ড ১১ ধারার ব্যাখ্যায় এবং আংশিক ২ আদেশের নিয়মে বর্ণিত আছে। কারণ ঐ সমস্ত বিধান ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে।
[এআইআর ১৯৩৪ বোম্বে ১১৪]

আদেশ ২ নিয়ম ১ ঃ মামলার গঠন ঃ প্রয়োজনীয় পক্ষদের উপস্থিতি ঃ একটি মামলা ঘোষণা করিবার জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর কর্তৃক প্রদানকৃত আদেশ রদ করা এবং একটি নির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশনার বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার জন্য, বোর্ড যথাযথ কর্তৃপক্ষ যিনি মামলায়

প্রয়োজনীয় পক্ষ। পক্ষ হিসাবে বোর্ডের অ-সংযুক্তির কারণে মামলাটি নষ্ট হইবে। ইহার ফলে মামলাটি যথাযথভাবে সৃষ্টি হইবে না এবং নিম্ন আদালত উক্ত বিষয়ে ডিক্রি প্রদানকালে অবৈধ কাজ সংঘটিত করিবে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

নিয়ম

২। সমগ্র দাবি মামলার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; আংশিক দাবি ত্যাগ করা ; একাধিক প্রতিকারের মধ্যে কোন একটি বাদ দিয়া মামলা করা ঃ

(১) প্রত্যেক মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাদী যেই পরিমাণ দাবি করিবার অধিকারী, তাহা সম্পূর্ণ দাবি করিতে হইবে। তবে মামলাটি কোন আদালতের এখতিয়ারভুক্ত রাখিবার জন্য তাহার দাবি আংশিক বর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে পারিবে।

(২) বাদী যদি তাহার দাবি উল্লেখ করিয়া মামলা না করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে দাবি আংশিক বর্জন করে, তবে পরে সেই দাবি বা দাবির সেই অংশের জন্য মামলা করা চলিবে না।

(৩) কোন ক্ষেত্রে বাদী মামলার একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে একাধিক প্রতিকার দাবি করিয়া মামলা করিতে পারিবে। তবে আদালতের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ প্রতিকারগুলির মধ্যে কোনটি দাবি না করিয়া থাকিলে পরে সেইরূপ কোন প্রতিকার দাবি করা চলিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই বিধির উদ্দেশ্যে কোন দায় বা উহা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত আনুষঙ্গিক জামানত এবং উক্ত দায়-সংক্রান্ত কোন পরবর্তী দাবি একই বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

ক বার্ষিক ১২০০ টাকা ভাড়ায় খ-কে একটি বাড়ি ভাড়া দেয়। ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে সম্পূর্ণ ভাড়া বাকি পড়ে। ১৯০৮ সালে ক কেবলমাত্র ১৯০৬ সালের ভাড়ার দাবিতে খ-এর বিরুদ্ধে মামলা করে। ১৯০৫ ও ১৯০৭ সালের ভাড়ার জন্য ক পরে খ-এর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারিবে না।

খণ্ডিতভাবে দাবি উত্থাপন ও মামলার সংখ্যাধিক্য প্রতিরোধই এই নিয়মের মূল উদ্দেশ্য। একজন বিবাদীর একটি এবং একই বিষয়ের উপর দুইবার বিচার করা যায় না— এই নিয়মটি এই বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে যদি কোন মামলার কারণ পূর্বের কোন মামলার কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী মামলাটি প্রতিবন্ধিত হইবে।

এই নিয়ম দাবি ও প্রতিকারের খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবন্ধক। 'যখন দাবি খণ্ডীকরণ করা হয় তখন উপনিয়ম (১) এবং যখন একাধিক পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রতিকার একই মামলায় দাবি করা যায় তখন উপনিয়ম (২) প্রযোজ্য হয়।' দাবি খণ্ডীকরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্য হইল, নূতন মামলার দাবি যেই কারণের উপর নির্ভরশীল তাহা প্রথম মামলার কারণ হইতে আলাদা।

এই নিয়মটি পদ্ধতিগত এবং ইহা অমান্য করা একটি বাহ্যিক ত্রুটি মাত্র। এই নিয়মটি বিবাদীদিগকে কোন অধিকার দেয় না। কিন্তু পক্ষগণ চুক্তিবলে এই নিয়মটি অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

এই নিয়মটি ডিক্রি জারির মামলা অথবা পুনর্বহালের দরখাস্ত অথবা সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলার, অথবা সালিসী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারামতে এই নিয়ম রিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নালিশের কারণের আংশিক রহিতকরণ এবং পরবর্তী মামলায় ইহার ফলাফল ঃ বাদীর দাবি বাতিল করিতে হইলে বিবাদী কর্তৃক আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, একই নালিশের কারণের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ববর্তী মামলা দায়ের করা হইয়াছিল এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবেই ইহার কোন অংশ বাদ দিয়াছিল এবং মামলার পক্ষগণও ছিল এক। *[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ১৭৫]*

দাবির আংশিক বর্জন ঃ বাদী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার দাবির আংশিক বর্জন করে তাহা হইলে সে পরবর্তীতে সেই দাবি বা দাবির সেই অংশের জন্য আর মামলা করিতে পারিবে না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ৬০৪]*

এই নিয়মের নীতির প্রয়োগযোগ্যতা যাচাই-এর পদ্ধতি

১। নূতন মামলার দাবি পূর্ববর্তী মামলার ভিত্তি ছিল কিনা।

২। নালিশের কারণ বলিতে সেই সমস্ত ঘটনাকে বুঝাইবে যাহা বাদীর অধিকার চ্যালেঞ্জ রায়ে তাহার অধিকার সমর্থনের জন্য প্রয়োজন হইবে।

৩। দুইটি দাবি সমর্থনের জন্য সাক্ষ্য যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে নালিশের কারণও ভিন্ন হইবে।

৪। দুইটি মামলার বিষয়বস্তু যদি মৌলিকভাবে এক হয় তাহা হইলে নালিশের কারণও এক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যাহাই করুক না কেন অথবা বাদী যে প্রতিকার ... করুক না কেন তাহার সহিত নালিশের কারণের কোন সম্পর্ক নাই। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ৮১]*

এই নিয়ম একই মামলার ভিন্ন ভিন্ন নালিশের কারণ যুক্ত করিতে চায় না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ১৩৯]*

নালিশের কারণ ঃ প্রথম নালিশের কারণ উদ্ভাবনকালে যদি দ্বিতীয় নালিশের কারণ উদ্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় নালিশের কারণে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাধা হইয়া দাঁড়ায় না। একই ভূমিতে দুইটি অনধিকার প্রবেশ ঘটে। কিন্তু প্রথম মামলা দায়েরকালে দ্বিতীয় অধিকার প্রবেশ ঘটে নাই। এইজন্য এই নিয়মে দ্বিতীয় মামলা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ৩]*

বন্ধক এবং লীজ একই লেনদেন কিনা ঃ একটি দলিলে একটি বাড়ি দখলসহ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধক দেওয়া হয়। মাস মাস ঐ বন্ধকী দিবার সুদ পরিশোধযোগ্য ছিল। একইভাবে বন্ধকদাতা বন্ধকী দেনা জারির কার্যক্রমের জন্য বন্ধকগ্রহীতার নিকট হইতে উক্ত বাড়ি একই পরিমাণ মূল্যে লীজ নেয়। পরবর্তীতে কিছুদিনের খাজনা বকেয়া হইলে বন্ধকগ্রহীতা তাহা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করে এবং ডিক্রি লাভ করে। পরবর্তীতে আরও অধিক খাজনা প্রাপ্য হইলে বন্ধকগ্রহীতা মূল অর্থ এবং উহার সুদ আদায়ের জন্য দ্বিতীয় মামলা দায়ের করে। বিবাদী যুক্তি দেখায় যেহেতু বাদী প্রথম মামলায় মূল অর্থ এবং তাহার দাবি করা হইতে বিরত রহিয়াছে কাজেই এই নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় মামলা বারিত।

আদালত রায় দেয় (ক) বন্ধক এবং খাজনা দাখিলের চুক্তি একই লেনদেনে হইলেও বন্ধকগ্রহীতার প্রতি দুইটি পৃথক দায় বর্তায় ; যেমন, কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি হইতে সুদ আদায় করা। কাজেই এই নিয়ম দ্বিতীয় মামলা বারিত করে নাই।

(খ) এই দেশে বন্ধক সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না। কাজেই বন্ধকগ্রহীতা সুদ আদায়ের জন্য মামলা করার অধিকারী হইবে এবং বন্ধক বজায় রাখিতে পারিবে। *[পিএলআর (১৯৬০) ১ ডব্লিউপি ৮১৬]*

দুইটি নালিশের কারণ পৃথক হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য কিনা ঃ ক মারা গেলে তাহার পুত্র খ মুসলিম আইন অনুসারে উদ্বৃত্তাংশের ভোগী হিসাবে মৃত ব্যক্তির শস্য, গবাদিপশু ও নগদ অর্থের $\frac{৩}{৪}$ অংশ উদ্ধারের জন্য ক-এর বিধবা স্ত্রী গ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। প্রশ্ন দেখা দেয়, এই নিয়ম অনুযায়ী খ-এর মামলা বারিত কিনা। কারণ খ ইতিপূর্বে মৃত বক্তির প্রাপ্য দেনা উদ্ধারের জন্য ঙ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যাহাতে গ-কেও বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হয়।

আদালত রায় দেয় যে, দুইটি নালিশের কারণ পৃথক। কাজেই এই নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় মামলাটি বারিত ছিল না। *[২ (১৯৫৩) পিএলআর (লাহোর) ৪১]*

বেআইনী এবং বাতিল এই অজুহাতে বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য পূর্ববর্তী মামলা দায়ের করা হইলে পরবর্তীতে এই দলিল বেআইনী এবং প্রতিদানবিহীন বলিয়া ঘোষণার মামলা এই নিয়ম অনুযায়ী বারিত কিনা ঃ এই নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, দুইটি আরজিতে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তিই উত্থাপন করিতে হইবে এবং এই নিয়মের বাধা তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন এই দুইটির প্রকৃতি প্রায় একইরূপ।

বাতিলের জন্য মোকদ্দমা উপযুক্ত না থাকিবার জন্য পূর্ববর্তী মামলা খারিজ হইতে পারিলেও ঘোষণার জন্য মোকদ্দমা অন্যভাবে উপযুক্ত হইলে এই নিয়ম অনুযায়ী বারিত হইবে না। বাদী প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহে এমন বিষয়ে মোকদ্দমা করিবার কারণে প্রতিকার পাইবার অধিকারী এমন মোকদ্দমা হইতে বঞ্চিত হইবে না। *[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১১৩]*

দাবি অন্তর্ভুক্তি না-করণ ঃ বাদী সরল বিশ্বাসে পূর্ববর্তী মামলায় কোন দাবি উত্থাপন না করিতে পারিলে পরবর্তী মামলায় তাহা উত্থাপন করা হইতে বঞ্চিত হইবে না। *[(১৯২৩) অল. ২৩০]*

এই নিয়মের ফল ঃ এই নিয়ম দাবিদারকে কোন প্রতিকার দিতে বাধা দিলেও বিবাদীর প্রতি কোন অধিকার বর্তায় না। *[১৯৩৩ অল. ২২৮]*

এই নিয়ম জারি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হয় না। *[১৯২৬ কল. ১০১৯]*

খাজনা বা মুনাফার অংশের জন্য মামলা দায়ের করা হইলে ইহা বাটোয়ারা মোকদ্দমাকে বারিত করে না। *[১৯৪৯ ইপি ২৪৩]*

বিবাদীকে এক এবং একই বিষয় লইয়া একাধিকবার বিরক্ত করা উচিত নহে এই মূলনীতির উপরই এই নিয়মের বিধান প্রতিষ্ঠিত। *[পিএলডি ১৯৫৯]*

এই নিয়ম কেবলমাত্র কার্যপদ্ধতি বিষয়ক এবং ইহার অপালন কেবলমাত্র এইটি রীতিসিদ্ধ ত্রুটি *(formal defects)*। *[পিএলডি ১৯৫৭ লাহোর ৯৭১]*

পক্ষগণ চুক্তি দ্বারা এই নিয়ম বিবেচনা না করিয়া বাতিল করিতে *(over ride)* পারে না। *[এআইআর ১৯১৪ লাহোর ১২১]*

নিয়ম

৩। মামলার কারণসমূহের একত্রিকরণ ঃ

(১) বিপরীত কোন বিধান না থাকিলে বাদী একই বিবাদী বা বাদীগণের বিরুদ্ধে কোন একটি মামলার কতিপয় কারণ একত্রিত করিতে পারে এবং যেইক্ষেত্রে কতিপয় বাদী একই বিবাদী বা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে মামলার কারণের সহিত যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট, সেইক্ষেত্রে তাহারা উক্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একটি মামলায় সমুদয় কারণ একত্রিত করিতে পারে।

(২) কোন মামলায় কতিপয় কারণ একত্রিত করা থাকিলে যেইক্ষেত্রে মামলা দায়ের করিবার তারিখে সমগ্র বিষয়বস্তুর মূল বা পরিমাণের উপর উক্ত মামলায় আদালতের এখতিয়ার নির্ভর করিবে।

ভাষ্য

এই নিয়মটি অবশ্যই ১ আদেশের ১ ও ৩ নিয়ম এবং ২ আদেশের ৪ ও ৫ নিয়মের সহিত একত্রে পড়িতে হইবে। ইহা আরজি ও জবাবের সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত এবং একজন বাদী সংলগ্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া এই নিয়মের অধীনে বিকল্প স্বত্ব দাবি করিতে পারে না যদিও সে অসংলগ্ন দাবির উপর স্বত্ব দাবি করিতে পারে। একজন বাদী এই বিষয়ের অধীনে বিভিন্ন "মামলার কারণ" একই বিবাদী বাদীগণের বিরুদ্ধে সংযুক্ত করিতে পারে। সে যদি যাহার মামলাটি ১ আদেশের ৩ নিয়মের আওতাভুক্ত করিতে পারে তবে বিভিন্ন "মামলার কারণ" বিভিন্ন বিবাদীর বিরুদ্ধে সংযুক্ত করিতে পারে, যখন আইন বা ঘটনার প্রশ্নটি সাধারণ হয় অথবা যেই কার্য বা যোগাযোগ হইতে প্রতিকারের দাবি উদ্ভূত হইয়াছে, এই নিয়মের শর্তাবলী যখন পূরণ করা হইয়াছে তখন পক্ষগণের সুবিধা বা অসুবিধার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

একই মামলায় একাধিক বিবাদীর সংযুক্তি ঃ কোন বাদী কেবলমাত্র একই বিবাদী বা বিবাদীদের বিরুদ্ধে একাধিক নালিশের কারণ যুক্ত করিতে পারে না বরং এই নিয়মের আওতায় পড়িলে একাধিক বিবাদীদের বিরুদ্ধে একাধিক নালিশের কারণ যুক্ত করিতে পারে। *[পিএলডি ১৯৮১ এসসি]*

যেখানে আইনের ও ঘটনার সাধারণ প্রশ্ন দেখা দেয়। *[পিএলডি ১৯৬০]*

এক অথবা একাধিক বিবাদী ঃ এই নিয়ম একক বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীকে একাধিক নালিশের কারণ যুক্তকরণের অধিকার প্রদান করিয়াছে। *[এআইআর ১৯৫৫ অল. ৪৫৫]*

একাধিক বাদী ঃ যেখানে দুই বা ততোধিক বাদী একই বিবাদীর বিরুদ্ধে দুই বা ততোধিক নালিশের কারণে যৌথভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট যেখানে সমস্ত নালিশের কারণকে একই মামলায় যুক্ত করা যাইতে পারে। *[৬ অল ৬৩৩ ডিবি]*

বাদীগণের এবং নালিশের কারণের ভুল পক্ষভুক্তি ঃ দুই বা ততোধিক বাদী একই মামলায় দুই বা ততোধিক নালিশের কারণকে যুক্ত করিতে পারে না যাহাতে তাহারা পৃথকভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তবে ১ আদেশের ১ নিয়মের আওতায় তাহা করিতে পারে। *[২৪ কল ৫৪০ ডিবি]*

আদেশ ২ নিয়ম ৩ ঃ অগ্রাধিকার স্টেট এ্যাকুজেশন এবং টেন্যান্সি এ্যাক্ট *(State Acquisition and Tenancy Act)* এবং ৯৬ (১) ধারার অধীনে একজন সহ-অংশীদার একটি আবেদনপত্র দাখিলের মাধ্যমে কার্যপ্রণালীতে বর্তমান অগ্রাধিকার প্রবর্তন করিবার জন্য উপযোগী, বিভিন্ন কাবালার মাধ্যমে ভূমিসমূহের হস্তান্তরের অগ্রাধিকারের মাধ্যমে, সেখানে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২ নিয়ম ৩-এর অধীনে দলবদ্ধ প্রতিক্রিয়া আছে এবং এই কারণে আদালত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আইনগতভাবে অগ্রাধিকারের প্রয়োজন হয় না।

বিক্রয়ের দিন সম্পর্কে অবগতি ঃ অগ্রাধিকারের অধীনে ভূমি বিক্রয়ের বিষয়ে একটি রায় আবেদনকারীর অবগতি হওয়ায় একটি বিষয় আবিষ্কৃত হয় এবং যতক্ষণ না রায়টি দুর্বলতার শিকার হয় বা বিপথগামী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্ট ডিভিশন, উহার রিভিশনাল ক্ষমতায় নিম্ন আপীল আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। *[৪২ ডিএলআর ২৫৩]*

নিয়ম

৪। স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে মাত্র কতিপয় দাবি একত্রিত করিতে হইবে ঃ

স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের মামলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে আদালতের বিনা-অনুমতিতে মামলার একাধিক কারণ একত্রিত করা যাইবে না ঃ

(ক) মামলায় যেই সম্পত্তি দাবি করা হইয়াছে, উহার বা উহার কোন অংশের দরুন বাকি খাজনা বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার দাবি ;

(খ) যেই চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ কেহ দখল করিতেছে, সেই চুক্তিভঙ্গের দরুন ক্ষতিপূরণের দাবি ; এবং

(গ) মামলার এই কারণের উপর নির্ভরশীল প্রতিকার সংক্রান্ত দাবি।

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পত্তি উদ্ধার অথবা সম্পত্তির উদ্ধার নিবারণ-সংক্রান্ত কোন মামলার কোন পক্ষ বন্ধকী সম্পত্তির দখল চাহিলে এই বিধি দ্বারা তাহা ব্যাহত হইবে না।

ভাষ্য

কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার মামলায়ই এই নিয়ম প্রযোজ্য। বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তির উপর প্রাপ্য টাকা ও ভাড়া আদায়ের মামলা অথবা বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের মামলা, অথবা বন্ধকী ডিক্রির অংশীদারিত্ব দাবির মামলা এই নিয়মের অধীনে সম্পত্তি উদ্ধারের মামলা নহে।

যখন একই "মামলার কারণের" উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক দাবি সংযোজন করা হয় অথবা যখন একাধিক দাবি সংযুক্ত হয় যেইগুলির সমস্তই স্থাবর সম্পত্তির উদ্ধার সংক্রান্ত, তখনই এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

প্রয়োগ যোগ্যতা ঃ এই নিয়ম কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের মোকদ্দমায় প্রযোজ্য হয়।
[৩০ কল ৩৬৯ ডিবি]

আদালতের অনুমতি ঃ একই মোকদ্দমায় একাধিক দাবি সংযুক্ত করিতে হইলে সেইক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন হইলে বাদী ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য আদালতে আবেদনও করিতে পারে আবার প্রতিটির জন্য পৃথক মামলাও করিতে পারে।
[৬ অল. ৩৫৮ ডিবি]

আদালতের অনুমতি সাধারণতঃ মামলা দায়েরের পূর্বে নিতে হইবে তবে উপযুক্ত মামলার ক্ষেত্রে পরেও নেওয়া যাইতে পারে।
[এআইআর ১৯৪১ বোম্বে ২৪৭]

অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা অথবা খাজনা ঃ মূলতঃ ক অনুচ্ছেদ অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা এবং দখলের দাবিকে পৃথক এবং ভিন্ন দাবি হিসাবে গণ্য করে না। প্রয়োজন হইলে ইহা দুইটিকে একত্র করিবার অনুমতি প্রদান করে।
[এআইআর ১৯৪৩ কল. ১]

চুক্তি ভঙ্গ ঃ লীজের সময়কাল অতিবাহিত হইবার পর বাড়ি সংলগ্ন ভূমি পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমায় খ অনুচ্ছেদের আওতায় খালি জায়গা দখল হস্তান্তরের চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা যুক্ত করা যাইবে।
[এআইআর ১৯৪৬ কল. ৩৫৭]

একই নালিশের কারণ ঃ গ অনুচ্ছেদ এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। ইহা ভুল হইবার সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য এবং এই নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য করিবার জন্য এই অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হইয়াছে।
[এআইআর ১৯১৪ লাহোর ১২১]

উভয়ের নালিশের কারণ এক হইলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য একই মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।
[৩১ ইণ্ডিয়া এপিপি ১৯]

নিয়ম

৫। এক্সিকিউটর, এডমিনিস্ট্রেটর বা উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দাবি উত্থাপন ঃ

কেউ কোন সম্পত্তির নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে মামলা করিলে বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা করা হইলে সেই মামলার কোন দাবি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে আনীত মামলার কোন দাবির সহিত একত্রিত করা চলিবে না ; তবে যদি শেষোক্ত দাবি উক্ত সম্পত্তি-সংক্রান্ত হয় অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট দাবির ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে অধিকারী বা দায়ী থাকিয়া থাকে, তবে তাহা প্রথমোক্ত দাবির সহিত একত্রিত করা চলিবে।

ভাষ্য

"উত্তরাধিকারী কর্তৃক দাবি" ইহার অর্থ সে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে দাবি করিতেছে অর্থাৎ সে যাহার উত্তরাধিকারী তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। আইনসভা কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক এবং উত্তরাধিকারিগণকে এই নিয়মের অধীনে বাছিয়া নেওয়ার কারণ হইল, তাহারা মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে স্বত্ব লাভ করিতেছে, অধিকন্তু তাহারা প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। যখন দুইটি দাবি বিকল্পভাবে করা হয় তখনও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

নিয়ম

৬। পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ দানে আদালতের ক্ষমতা ঃ

যদি আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মামলায় যেই সমস্ত কারণ একত্রিত করা হইয়াছে। একযোগে সেইগুলির বিচার ও নিষ্পত্তি করা অসুবিধাজনক, তবে আদালত সেইক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ অথবা যথোপযুক্ত অপর কোন আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

ইহা একটি বাঞ্ছনীয় ও সুবিধাজনক নিয়ম। যখন কোন দাবি একই মামলায় একাধিক "মামলার কারণ" যুক্ত করিতে পারে তখন এই নিয়মটি প্রযোজ্য হয়। "মামলার কারণের" ভ্রান্ত সংযোজনের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রযোজ্য নহে।

পৃথক বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ দানে আদালতের ক্ষমতা ঃ মামলার ভুল পক্ষভুক্তি না হইলে আদালত পৃথক বিচারের নির্দেশ দিতে পারে। *[১৯৫২ কল. ২২২]*

নালিশের কারণের তারিখ ঃ জবাবে বিবাদী কর্তৃক বাদীর স্বত্বের স্বীকৃতি প্রদান নালিশের কারণের সমাপ্তি ঘটায় না। *[২০ সিডব্লিউএন ৬৩৬]*

আরজিতে বাদীর সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। *[১৫ সিডব্লিউএন ৮৮২]*

বাদীর ভুল পক্ষভুক্তির ক্ষেত্রে তাহা সংশোধনের সুযোগ দিতে হইবে। *[১৯৪৮ অল. ৬০]*

একই দিন মামলা দায়ের করা হইলে কোন্‌টি প্রথমে বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ একই দিনে একই নালিশের কারণের উপর ভিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করা হইলে ২ নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। *[১৯৪৩ বোম্বে ১২]*

একই দিনে দুইটি মামলা দায়ের করা হইলে, যেই মামলাটি নম্বর পরে পড়িবে সেইটি পরে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। *[২ বিএলজে ২১০]*

নিয়ম

৭। ভ্রান্ত একত্রিকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি ঃ

ভ্রান্তভাবে মামলার কারণ একত্রিতকরণ সম্পর্কে সকল প্রকার আপত্তি সর্বাগ্রে প্রাপ্ত সুযোগ উত্থাপন করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নির্ধারণের পূর্বে বা তৎকালে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। তবে আপত্তির কারণ যদি পরে উদ্ভব হইয়া থাকে, তবে নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলিবে। অনুরূপ আপত্তি যথাসময়ে উত্থাপন করা না হইলে তাহা বর্জন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষ্য

যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে ভ্রান্ত সংযোজন-সংক্রান্ত আপত্তি পেশ করিতে হইবে। যখন মামলার বিচার্য বিষয় নিরূপিত হইয়া গিয়াছে অথবা আপীলের ক্ষেত্রে ইহা গ্রাহ্য হইবে না।

ভ্রান্ত সংযোজনের কারণে মামলা খারিজ করা যাইবে না। আদালত বাদীকে তাহার আরজি সংশোধন এবং একটি মামলার কারণের উপর তাহার দাবি স্থাপনের সুযোগ দিবেন। যদি কোন ডিক্রি ঘোষণা হইয়া যায় তাহা হইলে ভ্রান্ত সংযোজনের ত্রুটির কারণে ৯৯ ধারার অধীনে উহা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

নালিশের কারণ বিষয়ে অসংযোগ ঘটিলে ঃ নালিশের কারণের বিষয়ে অপসংযোগ ঘটিলে মোকদ্দমা খারিজ করা হইবে না। সেই অবস্থায় আদালত বাদীকে তাহার আরজি সংশোধনের সুযোগ দিবেন এবং কোন একটি কারণ সম্পর্কে দাবি লইয়া অগ্রসর হইবেন। *[এআইআর ১৯৪২ কল. ৬৯]*

যদি ডিক্রি প্রদান করা হইয়া থাকে তবে তাহা অপসংযোগের ত্রুটির দরুন ১৯ ধারা অনুসারে রদ করিবার প্রয়োজন নাই। *[এআইআর ১৯১৫ মাদ. ৩২০]*

যদি কোন অপসংযোগ-সংক্রান্ত আপত্তি উপযুক্ত সময়ে নেওয়া না হয় বা যদি নেওয়ার পরও বিচারকালে পীড়ন করা না হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। *[এআইআর ১৯২৭ বোম্বে ৪৭০]*

সার-সংক্ষেপ

মামলা গঠন ও মামলা দায়ের

মামলার গঠন বিষয়ে ২ আদেশের ১ নিয়মে বলা আছে, কোন মামলা এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে বিরোধভুক্ত বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং সেই বিষয় নিয়া ভবিষ্যতে আর কোন মামলা-মোকদ্দমা না হইতে পারে। এই আদেশের ২(১) নিয়মে প্রত্যেক মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাদী যে পরিমাণ দাবি করিবার অধিকারী, তাহা সম্পূর্ণ দাবি করিতে হইবে। তবে মামলাটি কোন আদালতের আর্থিক এখতিয়ারভুক্ত রাখিবার জন্য তাহার দাবি আংশিক বর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে পারিবে।

উদাহরণ

আহাদ রহিমের ভাড়াটিয়া। প্রতি মাসের ভাড়া এক হাজার টাকা হিসাবে ১ বৎসরের ভাড়া বার হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে। রহিমকে আহাদের বিরুদ্ধে ভাড়ার টাকা আদায়ের জন্য কোন মামলা করিতে হইলে মামলার সময় ভাড়া বাবদ সমস্ত বকেয়া ভাড়া মামলার দাবিভুক্ত করিতে হইবে। তবে এইক্ষেত্রে বাদী ইচ্ছা করিলে দুই হাজার টাকা দাবি পরিত্যাগ করিয়া মামলাটি মুনসেফ আদালতে দায়ের করিতে পারিবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মুনসেফ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার দশ হাজার টাকা পর্যন্ত। তদবস্থায় পরিত্যক্ত দুই হাজার টাকার জন্য আর পৃথক মামলা করা যাইবে না। কারণ ২ আদেশের ২(২) বিধিতে আছে বাদী যদি তাহার দাবি উল্লেখ করিয়া মামলা না করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে দাবির আংশিক বর্জন করে, তবে পরে সেই দাবি বা দাবির সেই অংশের জন্য আর মামলা করা যাইবে না। একই কারণে উপরের উদাহরণে প্রথম ছয় মাসের জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রি লইয়া পরবর্তী ৬ছয়মাসের ভাড়ার জন্য অপর একটি নালিশ করা যাইবে না। ২ আদেশের ২(২) নিয়ম বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ।

উদাহরণ

বাদীর নিকট হইতে বিবাদী এক হাজার টাকা কর্জ লইয়াছিল। সুদে-আসলে দুই হাজার টাকা পাওনা হইয়াছে। তদবস্থায় সুদ এক হাজার টাকা আদায়ের জন্য একটি মামলা করিয়া পরে আসলের জন্য অপর একটি মামলা করা যাইবে না। ২ আদেশের ২(২) নিয়ম বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি অপেক্ষাকৃত জটিল উদাহরণ ঃ রহিম করিমের বিরুদ্ধে দুইশত টাকার দাবিতে একটি মামলা দায়ের করিল। করিম জওয়াব দিয়া বলিল রহিমের নিকট তাহার এক হাজার দুইশত টাকা রহিমের প্রদত্ত হ্যাণ্ডনোট বলে পাওনা আছে। অতএব তাহার প্রাপ্য টাকা হইতে রহিমের দাবি দুইশত টাকা *set off* করতঃ রহিমের মামলা ডিস্‌মিস্‌ করা হউক। তদবস্থায় করিম এই মামলায় অবশিষ্ট এক হাজার টাকা পাল্টা দাবি না করিলে নজিরে আছে ২ আদেশের ২(২) নিয়মের কারণে উক্ত এক হাজার টাকার জন্য পরে আর পৃথক নালিশ করা যাইবে না।

২ আদেশের ২(৩) নিয়মে যাহা বলা আছে তাহার সারমর্ম এই যে, কোন ক্ষেত্রে বাদী একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে একাধিক প্রতিকার দাবি করিবার অধিকারী হইলে সেই সমস্ত বা তন্মধ্যে যেকোন একটি প্রতিকার দাবি করিয়া মামলা করিতে পারিবে। তবে আদালতের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ প্রতিকারগুলির মধ্যে কোন একটি দাবি না করিয়া থাকিলে, পরে সেইরূপ কোন প্রতিকার করা চলিবে না।

উদাহরণ

করিমের ১ বিঘা জমি আহাদের নিকট পাঁচ হাজার টাকা বিক্রয়ের কথাবার্তা সাব্যস্ত হইল এবং আহাদ মূল্যের মধ্যে দুই হাজার টাকা করিমকে দিল। করিম অবশিষ্ট টাকা নিয়া আহাদের বরাবরে কবলা করিয়া অস্বীকার করায় আহাদ আদালতে যাইয়া কবালা পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করিল। এই জাতীয় মামলায় সাধারণতঃ এইরূপ একটি বিকল্প প্রতিকারের প্রার্থনাও থাকে যে যদি কোন কারণবশতঃ বাদী কবলা পাওয়ার অধিকারী না হয়, তবে বিবাদীর বিরুদ্ধে যেন তাহার প্রদত্ত দুই হাজার টাকার ডিক্রি দেওয়া হয়। ভুলবশতঃ এইরূপ বিকল্প প্রতিকারের প্রার্থনা আরজিতে না থাকিলে বা মামলা চলাকালীন যেকোন সময়ে এইরূপ বিকল্প প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়া আরজি সংশোধন না করিলে অথবা এইরূপ প্রতিকারের জন্য পরে মামলা দায়ের

করা হইলে আদালত হইতে এইরূপ অনুমতি নেওয়া না থাকিলে, কোন কারণবশতঃ আদালত কর্তৃক কবলা পাওয়ার দাবি অগ্রাহ্য হইলে পরে আর এই টাকার জন্য এই বিধি কারণে কোন পৃথক মামলা করা যাইবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ ঃ রহিম তাহার জমি হইতে করিম কর্তৃক ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বেদখল হইলে সে ঐ জমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্তে খাসদখল পাওয়ার জন্য ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে মামলা করিল। এই মামলাতে রহিম বেদখলী সময়ের জন্য অর্থাৎ ১৯৮১ সালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বাবত যাহা পাওনা হয় তাহাও এই মামলাতে দাবিভুক্ত করিতে পারিবে। আবার আদালতের অনুমতি লইয়া অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার জন্য পরেও মামলা করা চলিবে, কিন্তু আদালতের অনুমতি প্রার্থনা খাসদখলের মামলার আরজিতে না থাকিলে ইহার জন্য পরে আর কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না। ২ আদেশের ২(৩) নিয়ম বাধা হইবে। আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে উপরের বিধিগুলির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

আদালতের নিকট বা আদালতের নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট আরজি দাখিল করিয়া প্রত্যেকটি মামলা দায়ের করিতে হয়। ৬ ও ৭ আদেশের বিধিগুলি অনুযায়ী আরজি প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক আদালতে দেওয়ানী মামলার রেজিস্টার নামে একটি খাতা থাকে। আদালতে দায়েরকৃত মূল মামলাগুলি এই রেজিস্টারে জমা হয় এবং ক্রমিক নং পড়ে *Miscellaneous Case (Mis Case)*-গুলির জন্য ভিন্ন রেজিস্টার থাকে। পক্ষদের নিজের মামলা নিজেদের দায়ের ও পরিচালনা করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। তবে পক্ষদের নিযুক্ত এডভোকেট দ্বারাই মামলা সাধারণতঃ দায়ের ও পরিচালিত হইয়া থাকে।

আদেশ ৩

স্বীকৃত প্রতিনিধি বা উকিল

নিয়ম

১। ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃত প্রতিনিধি বা উকিলের মারফতে হাজিরা ইত্যাদি ঃ

আদালতে হাজিরা দেওয়া, আবেদন করা বা আইন মোতাবেক অন্য যাহা করা মামলার কোন পক্ষের কর্তব্য, প্রত্যক্ষভাবে বিপরীত কোন বিধান না থাকিলে উক্ত কার্যগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, অথবা তাহার তরফ হইতে তাহার স্বীকৃত প্রতিনিধি বা উকিল প্রয়োজনীয় হাজিরা দিতে, আবেদন করিতে বা অন্য কাজ সম্পন্ন করিতে পারে।

তবে, আদালত নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের হাজিরা ব্যক্তিগতভাবেই দিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মটি পক্ষসমূহের উপস্থিতি-সংক্রান্ত শেষ কথা নহে, ইহা কেবল সাধারণ বিধিটুকুই বর্ণনা করে। দেওয়ানী কার্যবিধি কর্তৃক বর্ণিত পক্ষসমূহের উপস্থিতি-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি অথবা বলা হয় যে, প্রচলিত অন্যান্য বিধি প্রযোজ্য হইবে ইত্যাদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

মৌলিক অনুমতি ঃ ত্রুটিপূর্ণ স্বাক্ষর অথবা এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক আরজি আনয়ন যাহার "প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা পত্র" নাই, কিন্তু মামলা দায়ের করিবার মৌখিক অনুমতি আছে, তাহা হইলে ইহা আইনের পরিপন্থী কোন কাজ হইবে না এবং এই ত্রুটিপূর্ণ স্বাক্ষর বা আরজি আনয়নের কারণে আরজিটি অসিদ্ধ হইবে না।

প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতাপত্রের বৈধতা ঃ অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং আনয়নকৃত কোন দরখাস্ত বৈধ বলিয়া বিবেচ্য হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আদালত ইহার বৈধতা ধার্য করেন।

আপীল দায়ের কে করিতে পারে, দায়ের-সংক্রান্ত বিধান অমান্য করা হইলে তাহা মার্জনা করা হইবে কিনা ঃ একজন উকিল আপীলকারী বা আপীলকারীদের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি না লইয়াই তাহাদের পক্ষে আপীল দায়ের করে। আপীল সঠিকভাবে দায়ের করা হয় নাই এই অজুহাতে আপীল খারিজ করিয়া দেওয়া হয়। আপীলকারী দ্বিতীয়বার আপীল দায়ের করে।

রায়ে বলা হয়, ৪১ আদেশের ১ নিয়ম এবং ৩ আদেশের ১-এর ফল হইতেছে, কোন আপীল পক্ষ অথবা ইহার প্রতিনিধি অথবা সঠিকভাবে নিযুক্ত উকিল কর্তৃক দায়ের করিতে হইবে।

উপস্থাপন এমন কোন কাজ নহে যাহা উকিলের পক্ষে যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদন করা যাইতে পারে। যেমন ঃ

(i) উপস্থাপন-সংক্রান্ত বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যতা অনিয়মতা হিসাবে বিবেচিত হয়।

(ii) যিনি আপীল দায়ের করিয়াছেন তিনি আপীল দায়েরের পূর্বে পক্ষের নিকট হইতে সঠিকভাবে লিখিত কর্তৃত্ব নেন নাই এই অজুহাতে মূলতঃ আপীল খারিজ হইবে না।

(iii) এই সংক্রান্ত ত্রুটি মার্জনা করা হইবে কিনা তাহা প্রতিটি মামলার অবস্থার উপর নির্ভর করে। *[পিএলআর ১৯৬০ আইডব্লিউপি ৩৬৬]*

একটি মামলায় পক্ষগণের উপস্থিতির পদ্ধতি সম্পর্কে এই নিয়মটি সুসম্পূর্ণ নহে। ইহাতে কেবলমাত্র সাধারণ নীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। *[এআইআর ১৯৪১ নাগ ২০৫]*

হাজির হওয়া বা কাজ করিবার জন্য এই আইন দ্বারা বা অন্যান্য আইন দ্বারা প্রকাশ্যভাবে নির্ধারিত অন্যান্য পদ্ধতি এই নিয়মটি ব্যতিক্রম। *[এআইআর ১৯৪১ নাগ ২০৫]*

'হাজিরা দেওয়া' ও 'কাজ করা' বলিতে ওকালতি (pleading) বুঝায় না। *[পিএলডি ১৯৬৪ ঢাকা ৫৪৩]*

এক উকিল কর্তৃক অন্য উকিল নিয়োগ ঃ যদি কোন উকিলকে আদালতে কোন পক্ষের তরফে কাজ করিবার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, কিন্তু সে অন্য কোন উকিলকে ওকালতির জন্য নিয়োগ করে, তবে শেষোক্ত উকিল উক্ত মক্কেলের পক্ষে কাজ করিতে পারিবেন না। *[আইএলআর ২ কল. (১৯৫৩) ৩০৯]*

কোন স্বীকৃত প্রতিনিধি কোন পক্ষের তরফে হাজির হওয়ার ও কাজ করিবার অধিকারী না হইলে, আদালত আবেদনাদি শুনিবার নিমিত্ত দর্শন দানের অধিকারী নহে। *[১৬ ডিএলআর ২৫৫]*

পক্ষগণের ব্যক্তিগত হাজিরা ঃ কোন মোকদ্দমায় বা কার্যক্রমে কোন পক্ষের ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার অধিকার আছে। যদি সে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজিরা দেয় বা কাজ করে, তবে তাহা যথেষ্ট হইবে। *[এআইআর ১৯১৮ এলাহাবাদ ৩৩৩]*

উকিলের কাজ করিবার ক্ষমতা ঃ কোন উকিল কোন পক্ষ বা তাহার নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিতভাবে নিযুক্ত না হইলে আদালতে কোন পক্ষের তরফে কাজ করিতে পারে না। *[পিএলডি ১৯৬২ লাহোর ৮৩০]*

মোকদ্দমায় উপস্থিতি ঃ যেক্ষেত্রে নিযুক্ত উকিল শুনানির সময় অনুপস্থিত থাকে কিন্তু পক্ষ নিজে উপস্থিত থাকিয়া মোকদ্দমার শুনানি চালাইতে প্রস্তুত থাকিলে বা মুলতবীর জন্য দরখাস্ত দিলে তাহাকে উপস্থিত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। *[আইএলআর ১৯৪০ এলাহাবাদ ২২৯]*

কিন্তু যেক্ষেত্রে কোন পক্ষ আদালতে হাজির হয় নাই এবং নিযুক্ত উকিল প্রতিবেদন দেন যে, "কোন নির্দেশ নাই" এবং পক্ষ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই সেইক্ষেত্রে আদালতের কেবলমাত্র তাহার উপস্থিতিই মোকদ্দমায় উপস্থিতির জন্য যথেষ্ট হইবে না। *[এআইআর ১৯৩২ কল. ৪১৮ (ডিবি)]*

যেইক্ষেত্রে কোন উকিলকে কেবলমাত্র মুলতবীর প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেওয়া থাকে এবং উক্ত মুলতবীর প্রার্থনা আদালত কর্তৃক নাকচ করা হইলে যেই মোকদ্দমা হইতে প্রত্যাহৃত হয় সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তরফে কোন হাজিরা গণ্য করা যাইবে না। *[৩৬ কল. ৪০৩ (এফবি)]*

কিন্তু যেইক্ষেত্রে উকিল সাহেব "কোন নির্দেশ নাই" এই কথা না বলিয়া কেবলমাত্র তিনি মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত নহেন, এই মর্মে মুলতবীর প্রার্থনা করেন তবে উহাকে হাজির গণ্য করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৩৭ এলাহাবাদ ২৮৪ ডিবি]*

পক্ষের ব্যক্তিগত হাজিরা ঃ এই নিয়মের বিধান অনুসারে আদালত কোন পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন এবং সে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে মোকদ্দমা খারিজ করিতে পারেন বা ৯ আদেশের ১২ নিয়ম অনুসারে একতরফাভাবে অগ্রসর হইতে পারেন। *[এআইআর ১৯১৯ পাট. ৩৫ (ডিবি)]*

কিন্তু বিবাদীর অনুপস্থিতির জন্য বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন বাদ দিয়া দেওয়ার কোন ক্ষমতা আদালতের নাই।

আদেশ ৩ নিয়ম ১ ঃ ৩ আদেশের ১ রুলের *Proviso*-এর বিধান মতে আদালতের আদেশ যেকোন পক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে গ্রহণ করা ও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ৫ আদেশের ৩(২) উপধারা মতে আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে বাদীকে নির্দেশনা প্রদান করা কোন বিশেষ তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনে। উপরোক্ত আইনের বিধান মতে আদালত বিচার করবেন কোন পক্ষকে আদালতে উপস্থিত থাকা সম্পর্কে। *[এএনএমডব্লিউ নবী এবং অন্যান্য বনাম মোঃ বেলাই রায় এবং অন্যান্য ; ১৫ বিএলডি (এডি) ২৭]*

নিয়ম

২। স্বীকৃত প্রতিনিধি ঃ

পক্ষগণের তরফ হইতে নিম্নলিখিত স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা অন্য কার্য সম্পন্ন করিতে পারে ঃ

(ক) পক্ষগণের তরফ হইতে হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা অন্য কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য যাহাদের পাওয়ার-অব-এটর্নি আছে ;

(খ) সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাধীন বসবাস করে না, এইরূপ কোন পক্ষের তরফ হইতে হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা অন্য কোন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন প্রতিনিধি না থাকিলে, যেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যবসা পরিচালনা বা তদারক করে, উক্ত ব্যবসা-সংক্রান্ত মামলায় সেই ব্যক্তি।

ভাষ্য

একজন প্রতিনিধি যাহার প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতা আছে সে এই নিয়মের অধীন উপস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু বিবাদী উহার বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে। যখন তাহার প্রতিনিধিত্বের বৈধতার প্রশ্ন উঠিবে তখন সে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করিবে।

মামলা দায়েরের পূর্বে সম্পাদিত কোন "মুখতারনামা" মামলার চূড়ান্ত পর্যায়ে বৈধভাবে দাখিল করা যায়। কোন কোন সময় প্রতিনিধিকে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত লিখিত অনুমতিও "বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতাপত্র" হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

এমনকি একজন প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব এই নিয়মের অধীনে কাজ করিতে পারে। যখন কোন অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং "ক্ষমতাপত্র" যদি তাহাকে তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্তির ক্ষমতা দেয় তাহা হইলে নবনিযুক্ত প্রতিনিধি মূল প্রতিনিধির সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবে। অতএব, যখন কোন কর্মাধ্যক্ষ কোম্পানীর পক্ষে মামলা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেয় তখন মনে করিতে হইবে যে, সে কোম্পানীর পক্ষে মামলা করিতেছে।

একজন অনুমোদিত প্রতিনিধির শুনানি গ্রহণ এবং যুক্তিপ্রদর্শন বা সাক্ষীকে জেরা করিবার কোন অধিকার নাই। সম্পত্তি বন্ধক প্রদানে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি তাহার "প্রধানকে" কোন অর্থ-সংক্রান্ত ডিক্রির অবশিষ্টাংশের জন্য দায়বদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আইনের *(Oaths Act)* ৯ ধারা মতে দায়ী হইতে পারে।

কে প্রতিনিধিত্বের বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে ঃ প্রতিনিধির মামলা করিবার বৈধতার প্রশ্ন কেবল তাহার 'প্রধান'ই তুলিতে পারে। যখন অন্য পক্ষ তাহার বৈধতার প্রশ্নে আপত্তি জ্ঞাপন করে এবং আপত্তি সত্ত্বেও তাহার 'প্রধান' তাহাকে মামলা দায়ের করিবার বৈধতা স্বীকার করে, তখন ইহা অনুমোদন হিসাবে গ্রহণ করা হইবে এবং মামলাটি সিদ্ধভাবে দায়েরকৃত মামলা হিসাবে গ্রাহ্য হইবে।

কর্তৃত্বে ত্রুটি ঃ যেইখানে কর্তৃত্ব সিদ্ধভাবে ন্যস্ত সেইখানে বাহ্যিক কোন ত্রুটির কারণে প্রতিনিধির কার্যকে অসিদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না। এমনকি যদি "প্রতিনিধিত্বের ঘোষণাপত্রেও" ত্রুটি থাকে তাহা হইলে ইহা সর্বোচ্চ মামলার গঠনকে প্রভাবিত করিতে পারে এবং এই ত্রুটির কারণে ৯৯ ধারার অধীনে ডিক্রি পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে না।

এমনকি যদি কোন কাজ করিবার জন্য কোন অনুমতি না-ও থাকে তাহা হইলেও পরবর্তীতে উহা সমর্থন করিয়া "প্রধান" কর্তৃক অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

একজন প্রতিনিধি কতজন লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে ঃ ৩ আদেশের ১ ও ২ নিয়ম, একজন লোক যিনি উকিল নহে, তিনি কতজন লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন সেই ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

পাওয়ার-অব-এটর্নির শ্রেণীবিভাগ ঃ এই নিয়মে বর্ণিত "সাধারণ পাওয়ার-অব-এটর্নি" শব্দটিকে ইংরেজি ভাষায় সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং স্ট্যাম্প এ্যাক্ট-এর ৪৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত এক বা একাধিক লেনদেনের ধারণা ইহার শীর্ষে অবস্থান করিবে না।

সাধারণ এজেন্ট এমন ব্যক্তি হইতে পারেন যাহার কোন বিশেষ প্রকৃতির সমস্ত কাজ করিবার কর্তৃত্ব আছে। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনি যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার কাজ প্রত্যাশা করেন তাহা একটি লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তাহার উপর বর্তমানে ক্ষমতাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে সাধারণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। স্ট্যাম্প এ্যাক্ট অনুযায়ী এবং ধরনের লেনদেনের ক্ষমতা বিশেষ এবং বিশেষ ধরনের লেনদেনের জন্য সাধারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। *[পিএলআর ১৯৪০ আইডব্লিউপি ৫০৪]*

পূর্বাবস্থায় সেলসম্যান কোন নোটিস গ্রহণ করিলে এবং মালিক কর্তৃক তাহার স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হইলে তাহা বর্তমান অবস্থায় ও সেলসম্যানের নিকট জারি করা হইলে তাহা বৈধ নোটিস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর]

সেলসম্যান কোন নোটিস গ্রহণ করিলে তাহা ম্যানেজার কিংবা এজেন্টের প্রতি জারি করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না ঃ এই মোকদ্দমায় মনজুর আহমেদ একটি ফার্মের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি যেহেতু করদাতা ফার্মের মালিকের এজেন্ট ছিলেন কাজেই তাঁহার উপর নোটিস জারি করা উচিত ছিল। এই নিয়মের যে অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সেলসম্যান হাবিবুর রহমান জারিকৃত নোটিস গ্রহণের স্বীকৃত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয় নাই। *[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর (এসসি) ১৭০]*

প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দান ঃ পাওয়ার-অব-এটর্নিসহ কোন প্রতিনিধিকে এই নিয়ম অনুসারে হাজির হইতে ও কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে, কিন্তু বিবাদী তাহার অনুরূপ ক্ষমতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অধিকারী।

[এআইআর ১৯৩৬ লাহোর ৮৯৪]

প্রতিনিধির কাজ করার ক্ষমতা ঃ কোন প্রতিনিধির প্রতিনিধিও এই নিয়ম অনুসারে কাজ করিতে পারে। যেক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার পাওয়ার-অব-এটর্নিতে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাজসমূহ করিবার জন্য সে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে। সেইক্ষেত্রে তাহার নিযুক্ত প্রতিনিধি তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। *[পিএলডি ১৯৬৭ করাচি ৪২৪]*

আদেশ ৩ নিয়ম ১ ও ২ ঃ এই আদেশ ও নিয়মসমূহ আরজির উপর দস্তখত-সংক্রান্ত বিষয়ে আরোপিত হয় না কারণ ইহা আদালতের কোন কাজ নহে। একটি আরজি আদালতের বাহিরেও স্বাক্ষরিত হইতে পারে।

[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৪৪]

আদেশ ৩ নিয়ম ১ এব! ২-ক ঃ সাক্ষ্য আইনের ৮৫ ধারার বিধান মতে *Power of Attorney* ক্ষমতাপত্র বা আমমোক্তারনামা সম্পাদন হইবে, অন্যথায় ক্ষমতাপত্রধারী ব্যক্তি তাহার মুখ্য ব্যক্তি *(Principal)*-কে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩ নিয়ম ২-ক মতে আইনত প্রনিনিধিত্ব করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ২২৭]

আদেশ ৩ নিয়ম ২-ক ঃ আদেশ ৩ নিয়েম ২-ক-এর বিধান মতে পক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধি যাহার উপস্থিতি ও কার্য সমাধান বা আমমোক্তারনামা বা ক্ষমতাপত্রমূলে করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত আমমোক্তারনামা বা তাহার পক্ষের *(Principal)* প্রতিনিধিত্ব করিতে অনুমতি পাইবে না। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ৩৫]*

নিয়ম

৩। স্বীকৃত প্রতিনিধির প্রতি সমন ঃ

(১) আদালত কোন বিপরীত নির্দেশ না দিলে পক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধির উপর সমন ইত্যাদি জারি করিলে তাহা পক্ষের উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করার ন্যায়ই কার্যকরী হইবে।

(২) কোন মামলার পক্ষের সমনাদি জারি করিবার জন্য যেই সমস্ত বিধান রহিয়াছে, সেইগুলি পক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধির উপর সমন জারি করিবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম প্রতিনিধির জ্ঞানকে 'প্রধানের' জ্ঞান ধরিয়া নেয়। এই কারণে, কোন পক্ষের উকিলের উপর জারিকৃত সমনকে উক্ত পক্ষের উপর যথাযথ নোটিস হিসাবে গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু একজন ব্যক্তি যাহার 'প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতাপত্র' আছে সে ইচ্ছা করিলে তাহার 'প্রধানের' বিরুদ্ধে কৃত মামলার সমন প্রত্যাখ্যান করিতে পারে যদিও তাহাকে হাজির হইবার এবং মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিনিধির প্রতি সমন ঃ এই নিয়ম প্রতিনিধির জ্ঞানকে মালিকের জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করে *[২৫ অল]*। কাজেই পক্ষের জন্য উকিলের প্রতি সমন জারি করা হইলে তাহা পক্ষের জন্য পর্যাপ্ত অবগতি বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[পিএলডি ১৯৫৬]*

প্রতিনিধির অবহেলা ঃ প্রতিনিধি বা পরামর্শদাতার প্রতি সমন দেওয়া হইলে তিনি যদি পক্ষের সহিত এই ব্যাপারে যোগাযোগ করিতে অবহেলা প্রদর্শন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলার দরুন পক্ষ তাহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য হন সেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষ এই বলিয়া অব্যাহতি পাইবে না যে তাহারা কোন সংবাদ পায় নাই। *[পিএলডি ১৯৬০ লাহোর ৭৮৬]*

নিয়ম

৪। উকিল নিয়োগ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা পাওয়ার অব-এটর্নি অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র দ্বারা নিযুক্ত না হইলে কোন উকিল উক্ত ব্যক্তির তরফ হইতে কোন কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।

(২) উক্ত নিয়োগপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতের অনুমতিক্রমে মক্কেল বা উকিল কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিতপত্র আদালতে দাখিল করিয়া উক্ত নিয়োগ বাতিল করা না হয়, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কেল বা উকিলের মৃত্যু না হয় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতে মক্কেলের মামলার কার্যক্রম শেষ না হয়, ততক্ষণ উক্ত নিয়োগ বলবত থাকিবে।

(৩) উপরোক্ত (২) উপবিধির উদ্দেশ্যে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনপত্র আইনের ১৪৪ ও ১৫২ ধারা অনুসারে আবেদন, মামলার রায় বা কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল মামলা প্রসঙ্গে কোন দলিলের নকল নেওয়ার বা দাখিলকৃত দলিল ফেরত নেওয়ার আবেদন অথবা মামলা প্রসঙ্গে আদালতে জমা দেওয়া টাকা ফেরত নেওয়ার আবেদন সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) একটি সাধারণ আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ এইরূপ নির্দেশ দান করিতে পারেন যে, যেইক্ষেত্রে উকিল নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ, সেইক্ষেত্রে উকিল নিযুক্তির জন্য নিয়োগপত্রের উপর প্রদত্ত 'ব' কলম চিহ্ন উক্ত আদেশে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহিমোহরকৃত হইতে হইবে।

(৫) যেই উকিল কেবলমাত্র সাওয়াল-জবাব করিবার জন্য কোন পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত ও স্বাক্ষরিত একটি হাজিরার মেমোরেণ্ডাম আদালতে দাখিল না করিলে সাওয়াল-জওয়াব করিতে পারিবেন না ঃ

(ক) মামলার পক্ষগণের নাম,

(খ) যেই পক্ষে তিনি হাজির হইবেন, সেই পক্ষের নাম, এবং

(গ) যেই ব্যক্তি কর্তৃক তিনি হাজিরার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার নাম।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পক্ষের তরফে আদালতে কার্য সম্পাদনের জন্য যথাবিহিত পন্থায় নিযুক্ত কোন উকিল যদি সেই পক্ষের তরফে সাওয়াল-জওয়াব করিবার জন্য অপর কোন উকিল নিযুক্ত করেন, তবে শেষোক্ত উকিলের বেলায় অত্র উপবিধি প্রযুক্ত হইবে না।

ভাষ্য

এই নিয়ম একজন আইনজীবিকে তাহার পছন্দমত যেকোন ব্যাপারে আদালতে হাজির হইবার চূড়ান্ত এখতিয়ার দেয় না। ইহা আদালতের প্রথা ও বিভিন্ন শ্রেণীর আইনজীবিদের যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যদি ইহা আইনজীবিদের নিয়োগের পদ্ধতি বর্ণনা করে তথাপি এই নিয়ম মতে আইনজীবির নিয়োগ অবশ্যই সীমিত হইতে হইবে এবং তিনি অবশ্যই লিখিত দলিল অনুযায়ী কাজ করিবেন। একজন আইনজীবী যেকোন লোকের পক্ষে যেকোন আদালতে কাজ করিতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হন এবং এই নিযুক্তি অবশ্যই আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

নিযুক্তির পর উকিলের অধিকার ঃ এই নিয়ম উকিল কিভাবে নিযুক্ত হইবে এবং কত সময় পর্যন্ত এই নিযুক্তি বজায় থাকিবে তাহার বিধান বর্ণিত আছে। কোন আদালতে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে তিনি যদি ঐ আদালতে হাজির হইতে কিংবা ওকালতি করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি এই নিয়মের আওতায় উক্তরূপ অধিকার দাবি করিতে পারিবেন না। *[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ৭৬০]*

এজেন্টের ক্ষমতা ঃ স্বীকৃত এজেন্ট বা প্রতিনিধি পক্ষের অনুকূলে আদালতে হাজিরা দিতে পারে, আবেদন করিতে পারে ও কাজ করিতে পারে। কিন্তু শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। তবে সে উকিল নিয়োগ করিতে পারে। *[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ১৬০]*

পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী উকিলের ক্ষমতা কত সময় পর্যন্ত বজায় থাকে ঃ এই নিয়ম অনুসারে যে উকিল মামলার প্রথম পর্যায় হইতে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তিনি ঐ মামলার রিভিউ কার্যক্রম পর্যন্ত ঐ ক্ষমতা বজায় রাখিতে পারেন। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১৫৮]*

উকিলের অবগতির অর্থ পক্ষের অবগতি ঃ কোন পক্ষের জন্য তাহার উকিলের উপর পরোয়ানা জারি উক্ত পক্ষের অবগতির জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[পিএলআর ১৯৬৫ লাহোর ৫৫৫]*

উকিলের নিযুক্তি ঃ উকিল নিয়োগ অবশ্যই লিখিতভাবে হইতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৫৭ সিন্ধু ৬২]*

কোন উকিল যেকোন ব্যক্তির জন্য যেকোন আদালতে কাজ করিবার অধিকারী নহে, যদি না সে উক্ত কাজের জন্য যথাযথভাবে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং এইরূপ প্রত্যেক নিয়োগপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৬২ লাহোর ৮৩০]*

সরকারী উকিল ঃ সরকারের বিপক্ষে কোন মোকদ্দমায় সরকারী উকিল কেবলমাত্র আদালতকে ইহাই জানাইবেন যে, তিনি আদালতের সমক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন এবং তাহাকে কোন স্ট্যাম্পযুক্ত ওকালতনামা দাখিলের প্রয়োজন নাই। *[পিএলডি ১৯৬৯ করাচি ২১০]*

আদেশ ৩ নিয়ম ৪ (১) (৩) ঃ আইনজীবী পক্ষদের প্রতিনিধিত্ব করা, যেই সময় পর্যন্ত আইনগত অধিকার বলবত থাকে। একটি মামলার পুনর্বিচারের সময়ে একই আইনজীবী পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। দেওয়ানী কার্যবিধির নিয়ম ৪ উপনিয়ম ১-এর শর্ত অথবা আদেশ ৩-এর শর্ত অনুসারে একটি কার্যধারার প্রথম পর্যায়ে একজন আইনজীবী যিনি একটি পক্ষ সমর্থনে উপস্থিত হন তাহার আইনগত অধিকার একই নিয়মের উপনিয়ম ২-এর অধীনে কার্যধারা আপনা-আপনি শেষ হইয়া যাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকে এবং একই নিয়মের উপনিয়ম ৩ অনুসারে পুনরীক্ষণের আবেদন নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কার্যাধারা চলিতে থাকে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১৫৮]*

আদেশ ৩ নিয়ম ৪ (১) এবং ৭ নিয়ম ১১ ঃ আমমোক্তারনামা ত্রুটি এবং অযোগ্যতা ঃ যখন আমমোক্তারনামা নিষেধাজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়, উহা উকিলের উপরই বর্তায়, মামলা পরিচালনা করিবার উপর উহা নির্ভর করিবে না। অযোগ্যতার বিষয়টি আইনজীবির সহিত সম্পর্কিত যাহা আরজিত সহিত নহে। ত্রুটি নির্ণয়ের পরে কোর্ট একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য। বাদীর মাধ্যমে সে নিজেই উপস্থিত হইবে অথবা অন্য কোন স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা একই আইনজীবির মাধ্যমে। এস, এস, সি জজ ভুলক্রমে বিচার করিয়াছেন যে, আমমোক্তারনামায় ত্রুটির কারণে মামলার জন্য আইনগত গুরুত্বের দরকার নাই। মামলার জন্য আইনগত দৃষ্টিকোণই প্রধান। আরজি বাতিল হইতে পারে কেবল যখন সত্য বলিয়া প্রতিপাদনের উপর বাদীর আইনগত দৃষ্টি নাই বলিয়া দেখা যায়। আরজি বাতিল করা ব্যতীত আদালতের একটি প্রয়োজনীয় কার্য হইল বাদীর জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে দিন ধার্য করা। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৪৪]*

আদেশ ৩ ৪ নিয়ম ১, আদেশ ৬ নিয়ম ২, ১৪ এবং ১৫ আদেশ ৭ নিয়ম ১১ আরজি কে উপস্থাপন করিবে তাহা এই নিয়ম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে নাই। কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অথবা আমমোক্তারনামা অনুবলে তাহার মাধ্যমে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আরজি উপস্থাপন করার দরকার নাই। যদি একটি আরজি যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অথবা সত্যতা প্রমাণিত অথবা উপস্থাপন করা না হয় তবে সব সময় আদালতের নিজস্ব ক্ষমতা থাকে বাদীকে পরবর্তী সময়ে এইটি নির্ধারণ করিবার অনুমতি দেওয়ার। এইগুলি কার্যধারার বিষয়ের সহিত জড়িত কিছু প্রয়োগগত ত্রুটি যাহা যেকোন সময় সংশোধন করা যায়।

আদেশ ২ অথবা আদেশ ৬-এর শর্তসমূহের মতানুসারে যখন ত্রুটির সৃষ্টি হয় উহার সহিত আদেশ ৭ নিয়মে ১১ কখনই সংযুক্ত হয় না। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৪৪]*

নিয়ম

৫। উকিলের প্রতি সমন ঃ

কোন সমন যদি কোন পক্ষের উকিলের উপর জারি করা হয় অথবা উকিলের দফতরে বা বাসগৃহে প্রদান করা হয়, সেই সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যক্তিগত হাজিরার জন্য হউক বা না হউক, উহা যথারীতি জারি করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আদালতের কোন বিপরীত নির্দেশ না থাকিলে, উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার ন্যায়ই কার্যকরী হইবে।

ভাষ্য

যখন আদালত ঘোষণা করেন যে, সমন আইনজীবির উপর জারি হইবে তখন আইনজীবির উপর নোটিস বা সমন মক্কেলের উপরও জারি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে আইনজীবী সমন জারির সঠিক পদ্ধতির জন্য পীড়াপীড়ি নাও করিতে পারেন। যখন কোন পক্ষের আইনজীবির উপর সমন জারির জন্য পাঠানো হয় তখন তিনি উহা গ্রহণে আপত্তি জানাইবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইনজীবির নিয়োগ আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট, ততক্ষণ তাহার উপর জারিকৃত সমস্ত সমন কার্যকরী হইবে। যদিও আইনজীবী এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আর উক্ত পক্ষের জন্য কাজ করেন না। এই নিয়ম একটি পরিবর্তনশীল ধারণার জন্ম দেয়। অতএব, একজন আইনজীবী যিনি মূল বিচারে ছিলেন তাহার নিকট আপীলের নোটিস জারি করিবার পর তিনি যদি উহা তাহার মক্কেলকে না জানান, যদিও তিনি আপীলের জন্য দায়ী নহে, তাহা হইলে নোটিস মক্কেলের উপর জারি হয় নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

উকিলের জ্ঞাত হওয়াকে মক্কেলের জ্ঞাত হওয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে শুধুমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যেইগুলি তিনি মামলা সম্পর্কীয় ক্ষেত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন। যখন ইহা বিচ্ছিন্ন মামলা হইতে উদ্ভূত হয় তখন এই ধারণা প্রযোজ্য নহে। যখন কোন একতরফা ডিক্রির মাধ্যমে মামলা সমাপ্ত হয় তখন আইনজীবির উপর জারি মক্কেলের উপর জারি হিসাবে গ্রাহ্য হইবে না।

উকিলের প্রতি সমন কখন মক্কেলের প্রতি সমন বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ উকিলের উপর কোন পরোয়ানা বা নোটিস একমাত্র তখনই মক্কেলের উপর জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে কেবল যখন আদালত উকিলের উপর জারির নির্দেশ দিয়া থাকেন। *[৬৩ আইসি ৪৭ (ডিবি) পাট]*

উকিলের প্রতি সমন পক্ষের প্রতি সমন হিসাবে বিবেচিত হয় ঃ এই নিয়ম অনুসারে উকিলের প্রতি কোন সমন প্রদান করা হইলে ধরা হইবে তিনি যাহার অনুকূলে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তাহার সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তাহাকে জানানো হইয়াছে এবং পক্ষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করা হইলে যেইরূপ ফলপ্রদ হইত এইক্ষেত্রেও সেইরূপ সমস্ত বিষয়ে কার্যকরী হইবে।

এই নিয়মের বিধান ২৭ আদেশে বর্ণিত সরকারের পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলার বিশেষ বিধানকে বারিত করে না। এই বিধান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত উকিলকে ওকালতনামা দায়ের করা হইতে রেহাই প্রদান করে।

[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৯৯]

বিশেষ বিধান ঃ বিশেষ প্রকারের সমনের ক্ষেত্রে যদি কোন বিশেষ বিধান থাকে এবং এই নিয়ম যদি উক্ত বিধানের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে তাহা হইলে বিশেষ বিধান অগ্রাধিকার পাইবে।

[এআইআর (১৯৪২) মাদ. ৪০৩ (ডিবি)]

নিয়ম

৬। প্রতিনিধি সমন গ্রহণ করিবেন ঃ

লিখিতভাবে উকিল নিয়োগ করিয়া নিয়োগপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে ঃ

(১) দ্বিতীয় বিধিতে বর্ণিত স্বীকৃত প্রতিনিধি ব্যতীতও আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় বাস করে এইরূপ যেকোন ব্যক্তি সমন গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারে।

(২) উক্তরূপে নিযুক্তি 'বিশেষ' অথবা 'সাধারণ' হইতে পারে এবং লিখিত ও স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র দ্বারা এইরূপ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হইবে এবং উক্ত নিয়োগপত্র বা নিযুক্তি যদি 'সাধারণ' হয়, তবে নিয়োগপত্রের একটি সহিমোহরকৃত নকল আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মের অধীনে কেবল লিখিত দলিলের মাধ্যমেই প্রতিনিধি নিয়োগ করা যায়। কোন মৌখিক নিযুক্তি এই নিয়মের আওতাভুক্ত নহে এবং এই রকম কোন প্রতিনিধির উপর জারিকৃত সমন পক্ষের উপর জারি হয় নাই বলিয়া ধরা হইবে। অতএব যখন কোন প্রতিষ্ঠানের কেরানীর উপর আয়কর বিভাগ কর্তৃক সমন জারি হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানের সেলস্‌ম্যান প্রতিষ্ঠানের কোন নোটিস গ্রহণে সক্ষম নহে। ইহা এমনও হইতে পারে যে, এই জারি সম্পর্কে কর্মাধ্যক্ষ এমনকি একজন অংশীদারও জ্ঞাত ছিল কিন্তু নোটিস সঠিকভাবে জারি হইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন উথাপনে ইহা বাধা হইবে না, যদি নোটিস যথাযথভাবে জারি না হয়।

কোন্ প্রতিনিধি জারির সমন গ্রহণ করিতে পারে ঃ এই নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র লিখিত দলিল দ্বারা নিযুক্ত প্রতিনিধিই জারির পরোয়ানা গ্রহণ করিতে পারে এবং মৌখিকভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধি ইহা গ্রহণ করিলে তাহা পক্ষের উপর জারি বলিয়া গণ্য হইবে না। *[পিএলডি (১৯৫৭) লাহোর ২৭০]*

সার-সংক্ষেপ

স্বীকৃত প্রতিনিধি ও প্লিডার

স্বীকৃত প্রতিনিধি এবং উকিল সম্পর্কিত বিধানসমূহ দেওয়ানী কার্যবিধির ৩ আদেশ *(Order III)*-এ বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কিত নিয়মসমূহ নিম্নরূপ ঃ

নিয়ম ১ ঃ আদালতে হাজিরা দেওয়া, আবেদন করা বা আইন মোতাবেক অন্য যাহা করা মামলার কোন পক্ষের কর্তব্য, প্রত্যক্ষভাবে বিপরীত কোন বিধান না থাকিলে যাহা সংশ্লিষ্ট পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করিতে পারে অথবা তাহার তরফ হইতে তাহার স্বীকৃত প্রতিনিধি বা উকিল প্রয়োজনীয় হাজিরা দিতে আবেদন করিতে বা অন্য কাজ সম্পন্ন করিতে পারে।

তবে আদালত নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের হাজিরা ব্যক্তিগতভাবেই দিতে হইবে।

নিয়ম ২ ঃ পক্ষগণের তরফ হইতে নিম্নলিখিত স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা অন্য কাজ সম্পন্ন করিতে পারে ঃ

(ক) পক্ষগণের তরফ হইতে হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যাহাদের পাওয়ার-অব-এটর্নি আছে ;

(খ) সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাধীনে বসবাস করে না এইরূপ কোন পক্ষের তরফে হাজিরা দেওয়া, আবেদনপত্র দাখিল করা বা অন্য কোন কাজ সম্পন্ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোন প্রতিনিধি না থাকিলে যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যবসায় পরিচালনা বা তদারক করে, ঐ ব্যবসায় সংক্রান্ত মামলায় সেই ব্যক্তি।

নিয়ম ৩ ঃ (১) আদালত কোন বিপরীত নির্দেশ না দিলে পক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধির উপর সমন ইত্যাদি জারি করিলে তাহা পক্ষের উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার মতই কার্যকর হইবে।

(২) কোন মামলার পক্ষের সমনাদি জারির যেই বিধান রহিয়াছে, সেইগুলি পক্ষের স্বীকৃতি প্রতিনিধির সমন জারি করিবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

নিয়ম ৪ ঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা পাওয়ার-অব-এটর্নি অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র দ্বারা নিযুক্ত না হইলে কোন উকিল ঐ ব্যক্তির তরফ হইতে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।

(২) উক্তরূপ নিয়োগপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতের অনুমতিক্রমে মক্কেল বা উকিল কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত পত্র আদালতে দাখিল করিয়া উক্ত নিয়োগ বাতিল করা না হয়, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কেল বা উকিলের মৃত্যু না হয় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত আদালতে মক্কেলের মামলার কার্যক্রম শেষ না হয় ; ততক্ষণ উক্ত নিয়োগ বলবত থাকিবে।

(৩) উপরোক্ত (২) উপনিয়মের উদ্দেশ্যে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনপত্র আইনের ১৪৪ ও ১৫২ ধারা অনুসারে আবেদন মামলার রায় বা কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল মামলা প্রসঙ্গে কোন দলিলের নকল নেওয়ার বা দাখিলকৃত দলিল ফেরত নেওয়ার আবেদন অথবা মামলা প্রসঙ্গে আদালতে জমা দেওয়া টাকা ফেরত নেওয়ার আবেদন সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) একটি সাধারণ আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট নির্দেশ দিতে পারেন যে, যেইক্ষেত্রে উকিল নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ সেইক্ষেত্রে উকিল নিযুক্তির জন্য নিয়োগপত্রের উপর প্রদত্ত 'ব' কলম চিহ্ন ঐ আদেশে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহিমোহরকৃত হইতে হইবে।

(৫) যে উকিল কেবলমাত্র সওয়াল-জবাব করিবার জন্য কোন পক্ষ কর্তৃক নিযুক্তি হইয়াছেন, তিনি নিম্নলিখিত তথ্য-সম্বলিত ও স্বাক্ষরিত একটি হাজিরার মেমোরেণ্ডাম আদালতে দাখিল না করিলে সওয়াল-জবাব করিতে পারিবেন না ঃ

(ক) মামলার পক্ষগণের নাম ;
(খ) যে পক্ষে তিনি হাজির হইবেন, সে পক্ষের নাম ; এবং
(গ) যে ব্যক্তি কর্তৃক হাজিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার নাম।

তবে কোন পক্ষের তরফে আদালতে কাজ সম্পাদনের জন্য যথাবিহিত পন্থায় নিযুক্ত কোন উকিল যদি সে পক্ষের তরফে সওয়াল-জবাব করিবার জন্য অপর কোন উকিল নিযুক্ত করেন, তবে শেষোক্ত উকিলের বেলায় এই উপনিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।

নিয়ম ৫ ঃ কোন সমন যদি কোন পক্ষের উকিলের উপর জারি করা হয় অথবা উকিলের দফতরে বা বাসগৃহে প্রদান করা হয়, সে সমন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ব্যক্তিগত হাজিরার জন্য হউক বা না হউক তাহা যথারীতি জারি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং আদালতের কোন বিপরীত নির্দেশ না থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট ব্যক্তিগতভাবে জারির মতই কার্যকর হইবে।

নিয়ম ৬ ঃ (১) দ্বিতীয় নিয়মে বর্ণিত স্বীকৃত প্রতিনিধি ব্যতীতও আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় বাস করে, এইরূপ যেকোন ব্যক্তি সমন গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারে ;

(২) উক্তরূপ নিযুক্ত 'বিশেষ' অথবা 'সাধারণ' হইতে পারে এবং লিখিত ও স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র দ্বারা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে হইবে এবং ঐ নিয়োগপত্র বা নিযুক্তি যদি সাধারণ হয়, তবে নিয়োগপত্রের একটি সহিমোহরকৃত নকল আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

আদেশ 8

মামলা দায়ের

নিয়ম

১। আরজি দ্বারা মামলা রুজু করিতে হইবে ঃ

(১) আদালতের নিকট অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট আরজি দাখিল করিয়া মামলা দায়ের করিতে হইবে। আরজির সহিত, যত সংখ্যক বিবাদী আছে তাহাদের উপর জারি করিবার জন্য তত সংখ্যক আরজির সত্য অনুলিপি দিতে হইবে।

(১-ক) আরজি দাখিল করিবার সময় এবং অন্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমন প্রভৃতি ইস্যুর জন্য দরখাস্ত করিবার সময় সমন জারি করিবার খরচ বাবদ ধার্য কোর্ট ফি দিতে হইবে।

(১-খ) আরজির সহিত বাদী প্রত্যেক বিবাদীর জন্য একখানি সমনের অনুলিপি দাখিল করিবেন ; উহার সাথে পূর্ণ এবং শুদ্ধভাবে উপরে বিবাদীর ঠিকানা লিখিয়া একখানা খাম দাখিল করিবেন ; ঐ খামখানিতে রেজিস্ট্রি এবং প্রাপকের স্বীকৃতিমূলক করিবার জন্য স্ট্যাম্প লাগাইয়া দিতে হইবে।

(২) ৬ষ্ঠ ও ৭ম আদেশের বিধিসমূহ যতদূর প্রযোজ্য হয় তদনুসারে প্রত্যেকটি আরজি প্রণয়ন করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দরখাস্তের ক্ষেত্রে নহে। দায় পরিশোধরত কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবি আরজির মাধ্যমে করা হয় না, সেই কারণে ইহা কোন মামলা নহে। এই নিয়ম এই ধরনের দরখাস্তের বেলায় প্রযোজ্য নহে।

এই ধারাটি ১৯৮৩ সালে সংযোজিত হইয়াছে।

মামলা (Suit) ঃ এই নিয়ম মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দরখাস্তের ক্ষেত্রে নহে। *[এআইআর ১৯৩৩ পিসি ৬৩]*

আরজি দাখিল ঃ যেইদিন উপযুক্ত আদালতে আরজি দাখিল করা হয় সেইদিন হইল মামলা দায়েরের তারিখ। *[এআইআর ১৯৫৬ পাঞ্জাব ৩০]*

তামাদি আইনের স্বার্থে উক্ত উপস্থাপনের সময় দায়েরের সময় হিসাবে বিবেচিত হয়। *[এআইআর ১৯৩৪ বোম্বে ৯১ (ডিবি)]*

কর্তৃত্ববাহী ব্যক্তির নিকট আরজি দাখিল ঃ আরজি গ্রহণের জন্য কোন অফিসার নিযুক্ত না হইলে উহা একমাত্র উপযুক্ত আদালতে দায়ের করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৬৭ এজে এন্ড কে ৮২]*

কর্তৃত্বহীন ব্যক্তির নিকট আরজি দাখিল করিলে তাহা বৈধ দাখিল বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[এআইআর ১৯১৬ মাদ. ৩ (এফবি)]*

আরজি দাখিলের সময়কাল ঃ বিচারক কোন আরজি আদালতের ছুটিকালীন তাঁহার অফিস সময়ের বাহিরে বিচারকদের ক্লাবে অথবা নিজ বাসায় গ্রহণ করিতে পারেন। *[এআইআর (১৯২৪) মাদ. ৪৪৮]*

এইক্ষেত্রে বিচারক আরজি গ্রহণের অফিসার হিসাবে বিবেচিত হন। *[এআইআর (১৯২৪) মাদ. ৪৪৭]*

তবে আদালতের সময়কালের বাহিরে এইরূপ বিচারক কর্তৃক আরজি গ্রহণ বা খারিজ করা তাঁহার বিবেচনাধীন। *[এআইআর ১৯৬৬ এপি ৩৮৬]*

আরজি দাখিলের পদ্ধতি ঃ 'দাখিল' শব্দটি দ্বারা আরজি আদালতে অথবা ইহার অফিসারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে অথবা উকিলের মাধ্যমে দায়েরকে বুঝায়। *[এআইআর (১৯৬৩) পাঞ্জাব ১৬০]*

কাজেই কোন পিটিশন যদি পিটিশন বাক্সে ফেলা হয়, অথবা ডাকযোগে পাঠানো হয় অথবা অফিসারের অনুপস্থিতকালীন তাহার টেবিলে রাখা হয় অথবা বাদীর স্বীকৃত প্রতিনিধি নহে এমন কর্মচারীর নিকট অথবা মূল বাদীর ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মাধ্যমে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[এআইআর (১৯৩১) অল. ৫০৭]*

একাধিক বাদীর মধ্যে যেকোন একজন কর্তৃক আরজি দাখিল ঃ কোন মামলায় দুই বা ততোধিক বাদী থাকিলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজনের আরজি দাখিল করা হইলে তাহা নিঃসন্দেহে উপযুক্তভাবে দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[এআইআর (১৯৬০) বোম্ব ২৯২]*

এবং উক্ত মামলা যদি ঐ সকল বাদীদের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিতে দায়ের করা হয় তবে তাহা তাহাদের পক্ষের দায়ের হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[এআইআর ১৯৫১ পাট. ৩২৩ (ডিবি)]*

রাজস্ব আদালত ঃ আরজি দায়ের-সংক্রান্ত নিয়ম রাজস্ব আদালতেও প্রযোজ্য হইবে। কোন বিশেষ দিনে আরজি গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা আদালতের নাই। *[১১ এসব্লিউআর ৫৩৭]*

উপনিয়ম ঃ ৬ আদেশের ১৪ ও ১৫ নিয়ম অনুসারে কোন আরজি সহিযুক্ত ও সত্যপাঠ সম্পাদিত না হইলে কোন মামলা দাখিল হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু আদালত তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে দাখিল সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধনের অনুমতি দিতে পারে। মামলা দাখিলের পরবর্তী তারিখে যদি সহি-সংক্রান্ত, সত্যপাঠ সংক্রান্ত বা দাখিল-সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধন করা হয় তবুও আরজি দাখিলের তারিখ পরবর্তী তারিখে পরিবর্তিত হইবে না। ইহাতে যদি তামাদি সময় অতিবাহিত হয় তবুও। *[এআইআর ১৯৬০ বোম্বে ২৯২]*

নিয়ম

২। মামলার রেজিস্ট্রি বহি ঃ

প্রত্যেক আদালতে দেওয়ানী মামলার রেজিস্টার নামে একটি খাতা থাকিবে এবং প্রত্যেক মামলার বিবরণ উক্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর আদালতে আরজি গ্রহণের ক্রমানুসারে উক্ত খাতায় লিপিবদ্ধ বিবরণগুলির ক্রমিক সংখ্যা দিতে হইবে।

ভাষ্য

একই দিনে দায়েরকৃত দুই বা ততোধিক মামলা রেজিস্টার খাতায় যেইভাবে সারিবদ্ধ করা হইবে সেইভাবেই দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

আদেশ ৫

সমন দেওয়া ও জারি করা

সমন দেওয়া

নিয়ম

১। সমন ঃ

(১) যখন মামলা যথাবিহিতরূপে দায়ের হয়, তখন নির্ধারিত তারিখে বিবাদীকে হাজির হইয়া দাবির জবাব দানের জন্য সমন দেওয়া যাইতে পারে।

তবে **শর্ত** থাকে যে, আরজি দাখিল করিবার সময়েই যদি বিবাদী হাজির হইয়া বাদীর দাবি মানিয়া নেয়, তবে কোন সমন দিতে হইবে না।

(২) বিবাদীর উপর (১) উপনিয়ম অনুসারে সমন দেওয়া হইলে নিম্নবর্ণিত যেকোনভাবে বিবাদী হাজির হইতে পারিবে ঃ

(ক) ব্যক্তিগতভাবে, অথবা

(খ) মক্কেলের নির্দেশ প্রাপ্ত ও মামলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ উকিলের দ্বারা, অথবা

(গ) অনুরূপ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ কোন ব্যক্তির সমভিব্যহারে উকিল দ্বারা।

(৩) উপরোক্ত প্রত্যেকটি সমনে বিচারক অথবা তাঁহার নিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর ও আদালতের সীলমোহর থাকিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম অনুযায়ী বিবাদীকে অবশ্যই সমন পাঠাইতে হইবে। যদি বিবাদী হাজির হইয়া থাকে তবে সমন প্রেরণ অপ্রয়োজনীয়। যখন কোন বিবাদী নিঃসম্বল ব্যক্তি হিসাবে মামলা করিবার আবেদন করে তখনও আবেদনটি মামলা হিসাবে রেজিস্ট্রি হইবার পর তাহাকে সমন দিতে হইবে। একই সঙ্গে অভিভাবকের নিকট নোটিস প্রেরণ এবং নাবালক বিবাদীদের পক্ষে সমন পাঠাইতে এই নিয়ম কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

বিচারকের স্বাক্ষর ও আদালতের সীল ঃ প্রত্যেক সমন আদালতের বিচারক অথবা আদালতের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। যদি কোন সমনে বিচারকের স্বাক্ষর অথবা আদালতের সীল না থাকে তবে পক্ষকে উহার প্রদান দ্বারা কোন কার্যকরী জারি গণ্য হইবে না। *[পিএলডি (১৯৫২) লাহোর ৫২২]*

২৭ ধারা এবং ৫ আদেশের ১ নিয়ম অনুসারে পক্ষকে সমন না দিয়া কোন একতরফা ডিক্রি পাস করা হইলে তাহা বেআইনী হইবে। *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর (এসসি) ১৪৪]*

নিয়ম

২। সমনের সহিত সংযুক্ত নকল অথবা বিবৃতি ঃ

প্রত্যেক সমনের সহিত আরজির নকল, অথবা অনুমতি প্রদত্ত হইলে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠাইতে হইবে।

ভাষ্য

আরজি নকল ব্যতীত কোন সমন বৈধ নহে।

আরজির নকল ব্যতীত সমন ঃ এই নিয়মের ভাষা ইতিবাচক। কাজেই ইহার বিধান প্রতিপালন হইল, নির্দেশমূলক। ইহার বিধান প্রতিপালন না করা হইলে, আইনে অনিয়মের অধিক কিছু বিবেচিত হয় না। 'প্রত্যেক' এবং 'হইবে' নিঃসন্দেহে আদালতের অফিসারকে প্রত্যেক সমনের সহিত আরজি কপি সংযুক্তির কর্তব্য আরোপ করিয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম প্রতিপালন না করিবার জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা করে নাই। *[পিএলডি ১৯৮১ এসসি ৩৬৪]*

নিয়ম

৩। আদালত বিবাদীর বা বাদীকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দিতে পারেন ঃ

(১) আদালত যদি সঙ্গত কারণ মনে করে যে, বিবাদীর ব্যক্তিগত হাজিরার প্রয়োজন আছে, তবে সমনে নির্ধারিত তারিখে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হইবে।

(২) আদালত যদি মনে করেন যে, একই তারিখে বাদীরও ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার প্রয়োজন আছে, তবে আদালত বাদীর হাজিরার আদেশও দান করিবেন।

ভাষ্য

যখন এই নিয়মের অধীনে কোন পক্ষকে নির্দিষ্ট তারিখে ব্যক্তিগত হাজিরার জন্য আদেশ প্রদান করা হয় তখন সে পরবর্তী কোন নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে বাধ্য নহে। পরবর্তী কোন নির্ধারিত তারিখে হাজির হওয়ার জন্য নূতন আদেশ প্রদান করিতে হইবে। আদালত যদি নূতন আদেশ প্রদান না করিয়া ৯ আদেশের ১২ নিয়ম অনুসারে মামলা নিষ্পত্তি করেন, তাহা হইলে আদালতের এই কাজ বৈধ ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যক্তিগত হাজিরা ঃ আদালত প্রয়োজন মনে করিলে বিবাদী অথবা মোকাবেলা পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরার নির্দেশ দিতে পারে। *[এআইআর ১৯১৬ মাদ. ৪৪৫ (ডিবি)]*

আদালত মনে করিলে বলিতে পারে বাদীও একই দিনে হাজির হইবে। এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হইলে পক্ষ কেবলমাত্র নির্ধারিত দিনেই হাজির হইতে বাধ্য। অন্য কোনদিন যেদিন মামলা মুলতবী থাকে সেদিন সে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে বাধ্য নহে। *[এআইআর ১৯১৭ অল. ৫৫১ (ডিবি)]*

এই নিয়ম ব্যক্তিগত হাজিরা-সংক্রান্ত আইনের অন্যান্য বিধান অগ্রাহ্য করে না। কাজেই ইহা পর্দানশীন মহিলার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে প্রযোজ্য। *[এআইআর ১৯৩৩ অল. ৫৫১ (ডিবি)]*

কখন আদেশ পাস করা যায় ঃ এই নিয়ম কেবলমাত্র সমন জারির পর্যায়ে প্রযোজ্য হয় এবং ইহার আওতায় আদালত ঐ পর্যায়ে ব্যক্তিগত হাজিরা নির্দেশ দিতে পারে। বিবাদীকে সমন জারির পর্যায় পার হইবার পর আদালত এই নিয়মের আওতায় আদালত ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ দিতে পারে না। *[এআইআর ১৯৩২ নাগ. ১৩৫]*

নিয়ম

৪। কোন নির্দিষ্ট সীমানার বাসিন্দা না হইলে কোন পক্ষকে ব্যক্তিগত হাজিরার আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

কোন পক্ষ যদি নিম্নবর্ণিত কোন স্থানের বাসিন্দা না হয়, তবে ব্যক্তিগত হাজিরার আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

(ক) আদালতের সাধারণ মৌলিক এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে, অথবা

(খ) উক্ত এলাকার বাহিরে, তবে এমন স্থানে, যেখানে হইতে আদালতের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের কম, অথবা (যেইক্ষেত্রে মোট দূরত্বের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পথ রেল, স্টীমার কিংবা সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী অন্যবিধ স্থায়ী যানবাহনযোগে ভ্রমণ করা যায়, সেইক্ষেত্রে) দুইশত মাইলের কম।

ভাষ্য

ব্যক্তিগত উপস্থিতির আদেশ দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করিবার পূর্বে আদালতকে যেই বিষয় স্মরণ রাখিতে হয়, এই নিয়মে তাহা বলা হইয়াছে।

এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নহে ঃ বিবাদী যদি আদালত হইতে অনেক দূরের রাস্তায় বসবাস করে তবে তিনি তাহাকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষার জন্য কমিশন নিয়োগের আবেদন করিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় সুবিধার জন্য বিবাদী যদি আদালত হইতে হাজার মাইল দূরেও অবস্থান করে এবং দুই স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি আকাশ পথ দ্বারা সম্পর্কিত হয় তবে আদালত কোন পক্ষকে হাজিরার নির্দেশ দিতে পারেন।

[এআইআর ১৯৬৩ মাদ. ১০৩]

নিয়ম

৫। বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণের জন্য অথবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দিতে হইবে ঃ

সমন কেবলমাত্র বিচার্য বিষয় নির্ধারণকল্পে অথবা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হইতেছে, তাহা আদালত সমন দেওয়ার সময়েই স্থির করিবেন ; তদনুসারে সমনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বল্প এখতিয়ার আদালতের প্রত্যেক মামলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দেওয়া হইবে।

ভাষ্য

যদিও এই নিয়মটি বাধ্যতামূলক তবুও ইহাকে নির্দেশিকা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং এই নিয়মে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ না করিলেও সমন বাতিল হইবে না এবং সমন যথাযথভাবে জারি করিতে হইবে।

মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন ঃ সাধারণ নিয়ম হিসাবে কেবলমাত্র স্বল্প মূল্যের মামলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দিতে হইবে।

বাধ্যতামূলক বিধান ঃ এই নিয়মে বর্ণিত বিধান বাধ্যতামূলক প্রকৃতির। এই নিয়মের বিধান অনুসারে কোন সমন জারি না করা হইলে তাহা আইনসম্মতভাবে হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[৬২ কল ডব্লিউএন ৭১৮]*

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঃ যেহেতু স্বল্প মূল্যের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দেওয়া হয়। কাজেই বন্ধকী মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আদালত সমন জারি করিবে না। *[এআইআর ১৯১৪ বোম্বে ৪৫]*

সমনের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আদালতের আদেশ ঃ সমন জারিকালে বিচার আদালতের কর্তব্য হইল, ইহা কেবলমাত্র বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য জারি করা হইবে অথবা মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য জারি করা

হইবে সেই বিষয়ে নির্দেশ থাকিবে। মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যাপারে সমনে কোন নির্দেশন না থাকিলে, অফিস যদি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যও সমন জারি করে তবুও ঐ সমন বেআইনী হইবে। */১৯৮৩ কল/*

নিয়ম

৬। বিবাদীর হাজিরার তারিখ নির্ধারণ ঃ

বিবাদীর হাজিরার তারিখ নির্ধারণ প্রসঙ্গে আদালতের হাতে সেই সময় কি পরিমাণ কাজ রহিয়াছে তাহা, বিবাদীর বাসস্থান এবং সমন জারি করিতে কত সময় লাগিবে তাহা বিবেচনা করা হইবে ; উপরন্তু এমন তারিখ নির্ধারণ করা হইবে, যাহাতে বিবাদী নির্ধারিত তারিখে হাজির হইয়া মামলার জবাব দিতে সমর্থ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

ভাষ্য

বাদী আরজি দাখিল করিয়াই প্রতিকার পাইতে চায়। এই নিয়মে বলা হইয়াছে, বিবাদীকে হাজির হইবার তারিখ নির্ধারণের সময় শুধু বাদীর আকুলতা দেখিলে চলিবে না, আদালতের বিবাদীর সুবিধাও দেখিতে হইবে।

পর্যাপ্ত সময় ঃ বিবাদী আদালতে হাজির হইতে এবং জওয়াব দানের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাইবার অধিকারী। */১৭ বোম্ব এইচওআর ১২৮ (ডিবি)/*

নিয়ম

৭। বিবাদী নির্ভর করিবে এমন দলিলপত্র আদালতে পেশ করিবার জন্য সমন ঃ

হাজিরা ও জবাব দানের জন্য বিবাদীকে যেই সমন দেওয়া হইবে, তাহাতে বিবাদীর হস্তগত অথবা ক্ষমতাধীনে রহিয়াছে এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিবাদী মামলার জবাব দিতে ইচ্ছুক ; সেইরূপ দলিলপত্র হাজির করিবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইবে।

ভাষ্য

বাদীর দাবির মোকাবেলায় বিবাদী জবাব দেয়। জবাবে বাদীর বক্তব্য থাকে, সেই বক্তব্যের সমর্থনে বিবাদী দলিলের উপর নির্ভর করিতে পারে। এমতাবস্থায় বিবাদীকে সেই দলিলগুলি দাখিল করিবার নির্দেশ দিতে হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, জবাবের সহিত প্রায়ই দলিল দাখিল হয় না।

নিয়ম

৮। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দেওয়ার পর বিবাদীকে সাক্ষী হাজির করিবার নির্দেশ দিতে হইবে ঃ

মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য যেই সমন দেওয়া হইবে, তাহাতে বিবাদী যেই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মামলার জবাব দিতে ইচ্ছুক, নির্ধারিত তারিখে তাহাদিগকে হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে।

ভাষ্য

সমন নানা প্রকার হইতে পারে। হাজির হইবার জন্য সমন দেওয়া যাইতে পারে, বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য সমন দেওয়া যাইতে পারে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন দেওয়া হইলে সাক্ষী হাজির করিবার নির্দেশও দিতে হয়।

সমন জারি

নিয়ম

৯। সমন জারির জন্য অর্পণ বা প্রেরণ ঃ

(১) যেই আদালতে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, বিবাদী যদি তাহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে বসবাস করে অথবা বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি যদি অনুরূপ এলাকার

মধ্যে বসবাস করে, তবে আদালত অন্য রকম নির্দেশ না দিলে যেই কর্মচারী নিজে বা কোন অধঃস্তন সহকারীর দ্বারা সমন জারি করিবেন তাহার নিকট উহা অর্পিত বা প্রেরিত হইবে।

(২) উক্ত কর্মচারী যেই আদালতে মামলা দায়ের হইয়াছে তথাকার না হইয়া অন্য কোন আদালতের কর্মচারীও হইতে পারেন এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট ডাকযোগে অথবা আদালতের নির্দেশ মত অন্য কোন উপায়ে প্রেরণ করা যাইতে পারিবে।

ভাষ্য

জারির জন্য কাহার নিকট সমন অর্পণ করিতে হইবে, এই নিয়মে তাহা বলা হইয়াছে।

বসবাস ঃ কোন স্থানের কোন সম্পত্তি অথবা আবাসিক গৃহের মালিক যদি স্থায়ীভাবে সেইখানে অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে সে সেই স্থানের বাসিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। *[৩৮ কল ৩৯৪ (ডিবি)]*

সমন জারি ব্যতীত অবগতি ঃ আইন অনুযায়ী কাহারও উপর সমন জারি করা হইলে যাহার উপর সমন জারি করা হয় তাহার উপর আদালতের এখতিয়ার বর্তায়। বিবাদীর উপর সমন জারি না করা সত্ত্বেও বিবাদী যদি জানে যে, তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে তবুও উক্ত জবাব তাহার প্রতি সমন জারি হিসাবে বিবেচিত হইবে না এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একতরফা ডিক্রি জারি করাও ন্যায়সঙ্গত হইবে না। *[পিএলডি ১৯৬৮ করাচি ৮৯৯]*

সমন গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি ঃ ৩ আদেশের ৬ নিয়মে বর্ণিত বিধান অনুসারে কেবলমাত্র এই নিয়মের আওতায় সমন গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাইতে পারে। মৌখিক কর্তৃত্বই এইজন্য যথেষ্ট নহে। *[এআইআর ১৯৫২ কল ৭৮১]*

আদালতের এখতিয়ারের বাহিরে জারি ঃ সমন জারি কারক আদালত যদি তাহার এখতিয়ারের বাহিরে সমন জারি করিতে চায় তাহা হইলে যেই আদালতের সমন জারির এখতিয়ার আছে সেই আদালতে উহা পাঠাইতে হইবে। তাহা না হইলে উহা অনিয়মিত হইবে। *[এআইআর ১৯২৫ র‍্যাং ৩২৫]*

নিয়ম

১০। জারির পদ্ধতি ঃ

বিচারকদের স্বাক্ষর বা বিচারক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর এবং আদালতের মোহর-অঙ্কিত সমনের একটি নকল অর্পণ বা প্রদান করিয়া জারি করিতে হইবে।

ভাষ্য

সমন জারির উদ্দেশ্য ঃ সমনটা যেভাবেই জারি করা হউক না কেন, সমন জারির উদ্দেশ্য হইল, শুনানির তারিখ ধার্য হইবার পূর্বেই বিবাদীকে মামলা সম্বন্ধে অবহিত করা। যেখানে সমন জারি করা হয় নাই, সেখানে বিবাদী প্রকৃতপক্ষে মামলা সম্বন্ধে জানিত, এই যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক।

সমন জারির পদ্ধতি ঃ এই নিয়ম সমন জারির পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছে, যাহা সাধারণভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বিবাদী যদি সমন পড়ে এবং কোন্ আদালতে তাহাকে হাজির হইতে হইবে তাহা জানে, তাহা হইলে তিনি সমনের কপি পাইলে যেমন ফল হইত তেমন ফল হইবে। একইভাবে সমন জারিকারক যদি তাহার নিকট ইহা পড়িয়া শোনায়, তবে তাহার একইরূপ ফল হইবে। *[পিএলডি ১৯৫৬ লাহোর ৪৩৪]*

নিয়ম

১১। কতিপয় বিবাদীর প্রতি সমন জারি ঃ

বিবাদীর সংখ্যা একাধিক হইলে, অন্যরূপ নির্দেশ যদি না থাকে, তবে বিবাদীগণের প্রত্যেকের উপর সমন জারি করিতে হইবে।

ভাষ্য

সাধারণভাবে সকল বিবাদী নিজস্বভাবে জবাব দিবার অধিকারী ; তাই তাহাদের সকলের উপর সমন দেওয়া উচিত।

কয়েকজন বিবাদীর প্রতি জারি করিলে তাহা প্রভাবিত হয় না ঃ কোন নোটিসে যদি সকল যৌথ মালিককে সম্বোধন করা হয় কিন্তু একজন বা তাহাদের কয়েকজনের প্রতি জারি করা হয় তাহা হইলে অন্য যৌথ মালিকদের প্রতি যদি ব্যক্তিগতভাবে জারি করা হয় তবুও তাহা উত্তম জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[পিএলডি ১৯৭৮ লাহোর ৯৯৮]*

নিয়ম

১২। সম্ভব হইলে বিবাদীর নিকট অন্যথায় তাহার প্রতিনিধির নিকট সমন জারি করিতে হইবে ঃ

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করিতে হইবে। তবে বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণের জন্য তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি থাকিলে উক্ত প্রতিনিধির উপর সমন জারি করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ভাষ্য

সমন কাহার উপর জারি করিতে হইবে, তাহা এই নিয়মে বলা হইয়াছে।

কাহার প্রতি জারি করিতে হইবে ঃ এই নিয়ম অনুসারে যতদূর সহজসাধ্য হয়, ততদূর ক্ষেত্রে বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবেই সমন জারি করিতে হইবে, যদি না অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় যে, সমন জারি ৫ আদেশের ২০ নিয়মের বিধান অনুসারে প্রতিকল্পিতরূপে হওয়া আবশ্যক হয়। *[১৯৭১ ডিএলসি ৬৬৩]*

প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দানের পদ্ধতি ঃ এই নিয়মে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, নোটিস গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিকে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রতিনিধিকে নোটিস জারি গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান অবশ্যই লিখিতভাবে হইবে এবং মৌখিক নিয়োগ সঠিক নহে এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধির উপর জারি সঠিক নহে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর পি ৩]*

সমন জারির প্রমাণ ঃ আদালত কর্তৃক সমন আকারে কোন নোটিস জারি করা হইলে জারিকারক কর্তৃপক্ষকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ১২ নিয়মের বিধান অনুসারে তাহা জারি করা হইয়াছে। *[(১৯৫৫) ৭ ডিএলআর ৫৮৭]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১২ ঃ জারি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় আদালত যথাযথ জারি ঘোষণার পূর্বে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, আইনের সমস্ত দাবি যথাযথভাবে মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে যেখানে সম্ভব নহে বিকল্প জারি সেখানে প্রযোজ্য, একটি মামলায় ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ৩]*

নিয়ম

১৩। বিবাদী যেই প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করে, তাহার প্রতি সমন জারি ঃ

(১) সমনদাতা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে বসবাস করে না, এইরূপ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবসা বা কোন কার্যসংক্রান্ত মামলায় উক্ত ব্যক্তির ম্যানেজার বা প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত এলাকার সীমানায় সমন জারির সময় যেই ব্যক্তি উক্ত ব্যবসা কার্য পরিচালনা করে, তাহার উপর সমন জারি করিলেই ভাল জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) এই নিয়মের উদ্দেশ্যে জাহাজের প্রধান কর্মচারী জাহাজ মালিকের বা ভাড়াকারীর প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষ্য

ম্যানেজার বা প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিলে ঃ মালিকের সাধারণ নির্দেশ অনুসারে যেই সকল ম্যানেজার বা প্রতিনিধি স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন বা স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেন কেবলমাত্র সেই সকল ম্যানেজার বা প্রতিনিধির উপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। আদেশ পালনকারী সাধারণ কর্মচারী বা একটি নির্দিষ্ট কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা গোমস্তা বা কমিশন এজেন্টের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

করপোরেশনে কাহার উপর নোটিস জারি করিতে হইবে ঃ করপোরেশনের সম্পত্তি সাপেক্ষে অথবা করপোরেশনের রেজিস্ট্রার অফিসকে সম্বোধন করিয়া অথবা যেখানে করপোরেশন কারবার পরিচালনা করে সেখানে রেজিস্ট্রার অফিস না থাকিলে ডাকযোগে করপোরেশনের প্রতি নোটিস ইহার সেক্রেটারী অথবা ইহার পরিচালক অথবা করপোরেশনের অন্য কোন প্রিন্সিপাল অফিসারের নিকট নোটিস জারি করা যাইতে পারে।

ম্যানেজার-ইন-চার্জের বাসগৃহের বাহিরে নোটিস ঝুলাইয়া দিলে তাহা করপোরেশনের প্রতি জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর ৯৮৩]*

ম্যানেজার অথবা প্রতিনিধির প্রতি জারি করা হইলে তাহা মালিকের প্রতি জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ কোন ব্যক্তি আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে বাস না করিলে তাহার ম্যানেজার অথবা প্রতিনিধির প্রতি নোটিস জারি করা হইলে তাহা দ্বারা বাধ্য থাকিবে। তবে নোটিস জারিকালে ম্যানেজার অথবা প্রতিনিধিকে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় পরিচালনা অথবা কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই নিয়ম অনুসারে ম্যানেজার অথবা প্রতিনিধি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি মালিকের সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন। ফার্মের এখতিয়ারের মধ্যে ম্যানেজার বসবাস করিলে এই নিয়ম অনুসারে কারবারের সেলসম্যানকে নোটিস জারির কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। *[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর (এসসি) ১৭০]*

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ ১২ নিয়ম অনুযায়ী জারি করা না গেলেই কেবল এই নিয়মে বর্ণিত সমন জারি-সংক্রান্ত বিধান অনুসরণ করা যায়। *[৩৩ পাট. ১৯২৫]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৩ ঃ করপোরেশনের উপর নোটিস জারি কাহার উপর জারি ঃ একটি নোটিস, করপোরেশনের উপর, সচিবের উপর অথবা পরিচালক অথবা করপোরেশনের অন্যান্য প্রধান কর্মকর্তার উপর জারি করা যায় অথবা উহা যথাস্থানে ফেলিয়া অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে করপোরেশনের ঠিকানায় পাঠাইয়া অথবা যদি সেখানে রেজিস্ট্রি অফিস না থাকিলে তবে করপোরেশনের ব্যবসা যেখানে অবস্থিত সেই স্থানে ফেলিয়া জারি করা যায়।

নিয়ম

১৪। স্থাবর সম্পত্তির জন্য মামলার সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির প্রতি সমন জারি ঃ

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন প্রতিকার বা উহার ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা করা হইয়া থাকিলে যদি বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করা না যায় এবং সমন গ্রহণের জন্য বিবাদীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি যদি না থাকে, তবে সে সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত বিবাদীর যেকোন প্রতিনিধির উপর সমন জারি করা যাইবে।

ভাষ্য

যেই সম্পত্তি লইয়া মামলা হয়, বিবাদী দ্বারা ঐ সম্পত্তি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত যেকোন লোকের উপর সমন জারি করিলে তাহা সিদ্ধ হয়।

প্রতিনিধির উপর নোটিস জারির প্রকৃতি ঃ প্রতিনিধির উপর নোটিস জারি, একটি উত্তম জারি হয়, যদি এইরূপ জারির কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। *[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর পি. ৭৪৭]*

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ ১২ এবং ১৩ নিয়মে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জারি করা সম্ভব না হইলেই কেবল এই নিয়ম অনুসারে সমন জারির কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়। *[এআইআর ১৯৬৫ মহীশূর ২৫৫ (ডিবি)]*

প্রতিনিধির প্রতি জারি ঃ বিবাদী স্থাবর সম্পত্তিতে প্রতিকার সম্পর্কিত মামলায় সমন গ্রহণের জন্য কোন প্রতিনিধি না করিলে বিবাদীর সম্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত যেকোন প্রতিনিধির নিকট জারি করা যাইতে পারে। কাজেই বাংলাদেশে বাস করে না এমন বিবাদীর সম্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিনিধিকে সমন জারি করিলে তাহা বৈধ জারি হিসাবে বিবেচিত হইবে। *[পিএলডি (১৯৬৪) ঢাকা ১৮৮]*

নিয়ম

১৫। যেক্ষেত্রে বিবাদীর পরিবারের কোন পুরুষ সদস্যদের নিকট সমন জারি করা যাইতে পারে ঃ

কোন মামলার বিবাদীকে যদি পাওয়া যায় এবং তাহার পক্ষে সমন গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন প্রতিনিধি যদি না থাকে, তবে বিবাদীর সহিত বসবাস করে, তাহার পরিবারের এইরূপ যেকোন পুরুষ লোকের উপর সমন জারি করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ভৃত্য এই বিধির অর্থে পরিবারের লোক বলিয়া গণ্য নহে।

ভাষ্য

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের উপর সমন জারি ঃ যেখানে বিবাদীকে পাওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করিয়াই তাহার পুত্রের উপর সমন জারি করা হয় সেইক্ষেত্রে সঠিকভাবে সমন জারি করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে। বিবাদীর বর্তমান ঠিকানা ভাসা-ভাসাভাবে তদন্ত করিলে হইবে না। এই নিয়মে উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ না করা হইলে, বিবাদিনীর স্বামীর উপর নোটিস জারি এই নিয়ম অনুযায়ী বৈধ হইবে না। যখন কোন পর্দানশীন মহিলাকে সমন দেওয়া হয় এবং যদি সমনটি পরিবারের এমন একজন পুরুষ সদস্যের নিকট দেওয়া হয় যিনি মহিলা হইতে পৃথক, তাহা হইলে এই সমন জারি বৈধ হইবে না। যদি পর্দানশীন মহিলাকে পাওয়া না যায় এবং পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সাক্ষীর উপস্থিতিতে নোটিসের কপি প্রধান দরজায় লটকাইয়া দিতে হইবে।

সমন জারিকারকের করণীয় ঃ যেই ব্যক্তির উপর সমন জারি করা হইবে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কষ্ট স্বীকার করা জারিকারকের কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র বিবাদীর আত্মীয়-স্বজনকে জিজ্ঞাসা করাই উচিত নহে বরং প্রতিবেশীগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। *[পিএলডি ১৯৭১ করাচি ২৯৩]*

ব্যক্তিগতভাবে বিবাদীর উপর সমন জারির কোন চেষ্টা না করিয়া তাহার পরিবারের কোন সদস্যের উপর সমন জারি যথেষ্ট নহে। *[৩৫ এলাহাবাদ ৫৫৬ (ডিবি)]*

উত্তমভাবে সমন জারি ঃ কোন মামলায় সমন জারির ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা হইলে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হইবে সঠিকভাবে ইহা জারি হইয়াছে কিনা। এই আইন অনুসারে সঠিকভাবে জারি না করা হইলে পিয়ন কর্তৃক জারির সময় কি করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে কেবলমাত্র সাক্ষীর উপস্থিতির কোন মূল্য নাই। এই নিয়ম অনুযায়ী বিবাদীর প্রতিনিধি অথবা পুরুষ সদস্যের প্রতি সমন জারির অনুমতি না থাকিলে বিবাদীর নিকট সমন ব্যক্তিগতভাবে জারি করিতে হইবে অথবা ২০ নিয়মে বর্ণিত বিশেষ বিধান অনুসারে বিকল্পভাবে সমন জারি করিতে হইবে। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩১৭]*

সমন জারি ঃ ৫ আদেশের ১৫ ও ১৭ নিয়মের বিধান প্রতিপালন না করিয়া বিবাদীর দোকানের দরজায় ঝুলাইয়া সমন জারি করা হইলে উহা সঠিকভাবে জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ১২৫]*

পরিবারের সাবালক পুরুষ সদস্যের প্রতি জারি ঃ পরিবারের পুরুষ সদস্যের প্রতি সমন জারি বৈধ হইলে, যেই পুরুষ সদস্য বিবাদীর সহিত বসাবাস করে এবং যিনি ১৬ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে তাহার উপর জারি বৈধ হইবে। *[৩৫ কল ২৮৬ (এসবি)]*

আপীল ঃ বিবাদীর পরিবারের পুরুষ সদস্যের উপর জারিকৃত বৈধ কিনা এই প্রশ্ন আইনের। কাজেই এই প্রশ্ন আপীলে এমনকি দ্বিতীয় আপীলেও উত্থাপিত হইতে পারে। *[এআইআর (১৯৪৬) পেশোয়ার ৭ (ডিবি)]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৫ ঃ যেইক্ষেত্রে সমন জারি কার্যকরী হওয়ার সময় বিবাদী তাহার বাসস্থানে অনুপস্থিত থাকে সেইক্ষেত্রে বিবাদীর পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্যের উপর জারি করা যাইতে পারে।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৫ নিয়ম ১৫-এর অন্তর্গত শর্তসমূহ অনুসারে সমন জারি প্রমাণ করিতে হইলে দুইটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে ঃ

(১) বাসস্থান হইতে অনুপস্থিতি আবশ্যক,

(২) যদি বিবাদীকে তাহার বাসস্থানে পাওয়া না যায় এবং সেখানে তাহার পক্ষে সমন গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি না থাকিলে, অনুপস্থিত বিবাদীর সহিত বসবাসকারী কোন বয়স্ক পুরুষ সদস্য বাহির করিবার জন্য অনুসন্ধান করা হয় এবং পদ্ধতি জারিকারীর হলফনামায়, এই ঘটনাসমূহ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। যেহেতু পদ্ধতি জারিকারী সম্পর্কে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে সেহেতু সমন জারি প্রদর্শিত হয় না। বিবেচনার জন্য পূর্বে উল্লেখিত শর্তসমূহে সন্তুষ্ট হইয়াছে কিনা প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। দেখাইবার জন্য সেখানে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই যে, অপর পক্ষের ২০ নং বিবাদীর জন্য কাশেম উদ্দীনের উপর সমন জারি করা হইয়াছে, যিনি অপর পক্ষের পরিবারের একজন পুরুষ সদস্য এবং তাহার সহিত বসবাস করিয়া থাকে। *[৩৯ ডিএলআর ৪০৩]*

নিয়ম

১৬। যাহার নিকট সমন জারি করা হইবে, উহা প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া তাহাকে স্বাক্ষর দান করিতে হইবে ঃ

সমন জারিকারক কর্মচারী বিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধিকে বা তাহার তরফে অপর কোন ব্যক্তিকে সমনের নকল অর্পণ বা প্রদান করিবার সময় সমনের প্রাপ্তিস্বীকারস্বরূপ মূল সমনের উপর সমন গ্রহণকারীর স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবে।

ভাষ্য

অপর কোন ব্যক্তি ঃ এখানে 'অপর কোন ব্যক্তি' বলিতে পূর্ববর্তী নিয়মে উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাহারা বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণ করিবার অধিকারী।

স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার ঃ সমনের নকল অর্পণ বা প্রদান করিবার সময় সমনের প্রাপ্তিস্বীকারস্বরূপ মূল সমনের উপর সমনগ্রহণকারী স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিলেই দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারা বা ১৮০ ধারা অনুসারে অপরাধ হইবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ সমন জারিকারক অফিসার সমন জারিকালে যাহার নিকট সমন জারি করিতেছে তাহার নিকট হইতে এই নিয়ম অনুসারে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিবে। তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে সমনের একটি কপি ঐ ব্যক্তির বাড়ির বাহির দরজায় অথবা অন্য কোন খোলা জায়গায় ঝুলাইয়া দিবে। *[পিএলডি ১৯৬৩ লাহোর ৩৬৪]*

সমন জারিকারক এই নিয়ম অনুসারে কাজ না করিলে বিবাদীর প্রতি উহা বৈধভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[১৬ বোম্বাই ১১৭ (ডিবি)]*

কিন্তু বিবাদীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করা হইলে এবং বিবাদী উহা গ্রহণ করিলে ইহা বলা যাইবে না যে, তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কাজেই এমতাবস্থায় সমন জারির ক্ষেত্রে ঝুলান আবশ্যকীয় নহে এবং ইহার অনুপস্থিতিতে সমন বেআইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ কল. ২৪১ (ডিবি)]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৬ এবং ১৮ ঃ সমন জারি ঃ যখন নিম্ন আপীল আদালত দেখিতে পায়, সেই কর্মকর্তা সমন গ্রহণ করিয়াছে তাহার নাম স্পষ্ট নহে এবং সাক্ষীগণ যাহাদের উপস্থিতিতে সমন জারি হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানাসমূহ আসল সমন এই নোট করা হয় নাই। উহা নিম্ন আদালতের বিবেচনার জন্য একটি দৃঢ় পটভূমির সৃষ্টি করিয়া থাকে যে, সমন জারি করা হয় নাই। হাইকোর্ট ডিভিশনের মাধ্যমে প্রদানকৃত 'বাস্তবিক মতামত'-এর ধারণা প্রকাশের মাধ্যমে সমন জারির জন্য প্রচলিত পদ্ধতি ক্রমাগত বাদ দেওয়া হয় নাই। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

নিয়ম

১৭। যেইক্ষেত্রে বিবাদী সমন লইতে অস্বীকার করে, অথবা তাহাকে না পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

বিবাদী বা তাহার প্রতিনিধি বা উপরে বর্ণিত অপর কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্তরূপ প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে, অথবা সমন জারিকারক কর্মচারী যথাবিহিত সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিবাদীকে না পায় এবং বাদীর পক্ষে সমন গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বা অপর কোন ব্যক্তি যদি না থাকে, তবে যেই গৃহে বিবাদী সাধারণতঃ বসবাস করে অথবা ব্যবসা বা অন্য কোন লাভজনক কার্য করে উক্ত কর্মচারী সেই গৃহের বহির্দ্বারে বা অন্য কোন প্রকাশ্য অংশে সমনের একটি নকল লটকাইয়া দিবে এবং অনুরূপভাবে যেই সমন জারি করা হইয়াছে ও যেই পরিস্থিতিতে তাহা করা হইয়াছে সেই মর্মে একটি বিবৃতি, যেই ব্যক্তি উক্ত গৃহ সনাক্ত করিয়াছে (যদি কেহ করিয়া থাকে), যাহার উপস্থিতিতে সমন লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম-ঠিকানা মূল সমনের পৃষ্ঠে বা তৎসহ গ্রথিত কোন কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া মূল সমনটি উক্ত সমনপ্রদানকারী আদালতে ফেরত দিবে।

ভাষ্য

সমন জারির পদ্ধতি ঃ বিবাদীর উপর সমন জারির তিনটি পদ্ধতি দেওয়ানী কার্যবিধিতে বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি হইল ঃ

(১) প্রথম পদ্ধতি হইল, বিবাদীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধির নিকট বা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির নিকট সমনের একটি কপি প্রদান করিতে হইবে। সমনের নকল অর্পণ বা প্রদান করিবার সময় সমনের প্রাপ্তিস্বীকারস্বরূপ মূল সমনের উপর সমনগ্রহণকারী স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর প্রদান করিবে। *[১০ হইতে ১৬ নিয়ম এবং ১৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য]*

(২) সমন জারির দ্বিতীয় পদ্ধতি ১৭ নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। আদালতের আদেশ ব্যতীত এই ধরনের সমন জারি কার্যকর হইবে। যেই গৃহে বিবাদী সাধারণতঃ বসবাস করে অথবা ব্যবসা বা অন্য কোন লাভজনক কার্য করে, সেই গৃহের বহির্দ্বারে বা অন্য কোন প্রকাশ্য অংশে সমনের একটি নকল লটকাইয়া দিয়া সমন জারি করা যাইবে। বিবাদী লাভজনক কাজ করে এমন স্থানে যখন সমনের নকল লটকাইয়া দেওয়া হয় তখন আদালত সমন জারিকারক কর্মচারীকে পরীক্ষা করিবার পর ঘোষণা দিবেন যে, সমন সঠিকভাবে জারি হইয়াছে। যখন এই পদ্ধতিতে সমন

জারি করা হয় তখন ১৯ নিয়মের বিধানসমূহ পালন করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে আদালত সিদ্ধান্ত নিবেন যে, যথাযথভাবে সমন জারি হইয়াছে কিনা। *[১৭ নিয়ম এবং ১৯ নিয়ম দ্রষ্টব্য]*

(৩) সমন জারির তৃতীয় পদ্ধতি ২০ নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। আদালতের আদেশ পাওয়ার পরেই এই ধরনের সমন জারি কার্যকর হইবে। আদালত গৃহের কোন প্রকাশ্য অংশ অথবা যেই গৃহে বিবাদী সর্বশেষ বসবাস করিয়াছে, ব্যবসা করিয়াছে বা অন্য কোন লাভজনক কাজ করিয়াছে। (যদি করিয়া থাকে) বলিয়া জানা যায়, সেই গৃহের প্রকাশ্য অংশে সমনের একটি নকল লটকাইয়া জারি করা যাইবে, অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে তাহা আদালত উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। এই ধরনের সমন জারি বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার ন্যায়ই কার্যকর হইবে। ইহাকে *Substituted service* বলা হয়।

প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করা ঃ বিবাদী যদি প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সমন জারিকারক কর্মকর্তা বিবাদীর বাড়ির বাহিরের দরজায় সমনের একটি নকল লটকাইয়া দিবেন। অন্যথায় সঠিকভাবে সমন জারি হইবে না। বিবাদী প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিলে তাহার বাড়ির ভিতর টেবিলের উপর সমনের নকল রাখিয়া আসিলে সঠিকভাবে সমন জারি হইবে না। এইক্ষেত্রে সমনের নকল বাড়ির প্রধান দরজায় লটকাইয়া দেওয়াই সঠিক জারি বলিয়া গণ্য হইবে।

যেইক্ষেত্রে বিবাদী সমনের নকল গ্রহণ করে কিন্তু প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে সেইক্ষেত্রে এই নিয়মের বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং সমনের নকল লটকানোর কোন প্রয়োজন নাই। অনুরূপ একটা সিদ্ধান্তে বলা হয়, যেইক্ষেত্রে বিবাদী সমনের সঙ্গে সঙ্গে পালাইয়া বেড়ায় সেইক্ষেত্রে সমনের নকল না লটকাইলেও চলিবে। যেইক্ষেত্রে বিবাদী সমনের জারিকারক কর্মচারীকে তাড়া করে এবং ইহার ফলে তাহার পক্ষে সমনের নকল লটকানো অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেইক্ষেত্রে সমনের নকল লটকানো ব্যতীতই সমন সঠিকভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

গনেশমন ভাওয়ার লাল বনাম কিশোরাম কটন মিলস মামলার সিদ্ধান্তে বলা হয়, সমনের নকল লটকানোর বিধান বাধ্যতামূলক। যেইক্ষেত্রে সমন লটকানো না হয়, সেইক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমন প্রদান এবং প্রত্যাখ্যান সঠিক সমন জারির জন্য যথেষ্ট নহে। তবে পাটনা এবং পাঞ্জাব হাইকোর্ট এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন।

যেইক্ষেত্রে এক ব্যক্তি সমন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এবং ইহার ফলে তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হয় সেইক্ষেত্রে যদিও সমনের নকল লটকানো হয় নাই তবুও সমন জারি অবৈধ হইবে না।

যেখানে অবস্থা এই রকম যে, বিবাদী প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিয়াছে, ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় না, সেখানে সমন জারিকারক কর্মচারীর সমন লটকানোর প্রয়োজন নাই। এই নিয়ম শুধুমাত্র সমনের নকল লটকানোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে এবং আরজির নকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

জারির প্রমাণ ঃ যখন শুনানির সমন বাদী হাজির হইয়াছে কিন্তু বিবাদী হাজির হয় নাই, তখন আদালত দেখিবেন যে, সঠিকভাবে জারি হইয়াছে কিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হয় সঠিকভাবে সমন জারি হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত একতরফাভাবে শুনানি গ্রহণ করিবেন না *[আদেশ ৯-এর ৬ (১) নিয়ম]*। যখন বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হয় এবং বিবাদী যদি তখন প্রমাণ করে যে, সঠিকভাবে সমন জারি হয় নাই, তাহা হইলে আদালত ডিক্রি রদ করিবেন। *[আদেশ ৯-এর ১৩ নিয়ম]*

সমন জারিকালে জারিকারক কর্মচারীর করণীয় ঃ এই নিয়ম অনুসারে সমন জারির ক্ষেত্রে বিবাদীর বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কে পরিশ্রমী অনুসন্ধান *(diligent enquiry)* ব্যতীত এই বিধানের অধীনে সমন জারিকে যথাযথ জারি বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। *[(১৯৭১) ২৩ ডিএলআর ১৮৯]*

এই নিয়মটি উচ্চ পর্যায়ের দণ্ডের প্রকৃতির এবং উহার অধীনে কার্যকর জারির বৈধতা প্রদানের জন্য তাহা কঠোরভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। *[পিএলডি (১৯৬৮) লাহোর ৬৩৯ (ডিবি)]*

কখন এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে ঃ বিবাদী যদি সমন জারির সময় কারাগারে আটক থাকে তবে সেইক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে এবং এই অবস্থায় তাহার বাসস্থানের বহির্দ্বারে সমনের নকল লটকাইয়া জারি করিলে তাহা কোন ভাল জারি হিসাবে গণ্য হইবে না। *[আইএলআর (১৯৫২) ১ আই. কল. ২৫৮]*

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত নোটিস গ্রহণে অস্বীকার করিলে এই নিয়মের বিধান মান্য করিবার প্রয়োজন নাই। *[পিএলডি (১৯২৫) লাহোর ৭০৩]*

জারিকারককে এই নিয়মের বিধান অনুসারে সুবিধা গ্রহণ করিবার পূর্বে যাবতীয় উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। *[পিএলডি (১৯৬১) ঢাকা ৭৮১]*

উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা বলিতে কি বুঝায় ঃ উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা বলিতে কি বুঝায় তাহা প্রতিটি মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিবাদী তাহার ব্যবসা কেন্দ্র অথবা বাসগৃহ হইতে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকিলে লটকাইয়া সমন জারি যুক্তিসঙ্গত হইবে না। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ১৬]*

পর্দানশীন মহিলা গৃহের ভিতরে থাকিলে এই নিয়ম প্রযোজ্য কিনা ঃ কোন পর্দানশীন মহিলা গৃহের ভিতরে থাকিলে পিয়ন যদি তাহার প্রতি সমন জারির জন্য যায় এবং তাহার সহিত বসবাসকারী কোন সাবালক পুরুষ সদস্যকে না পাইয়া সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সমনের বিষয়বস্তু উচ্চস্বরে পড়িয়া শুনায় এবং পরে সমনের কপি এবং আরজির একটি কপি তাহার গৃহের বহির্দ্বারে লটকাইয়া দেয় তাহা হইলে সমন সঠিক জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩১৭]*

রীট জারি ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৯৭৫ সালে কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক সংশোধিত হয় যাহা ঢাকা হাইকোর্টেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম অনুসারে রীটের সমন কেবলমাত্র তখনই বহির্দ্বারে লটকাইয়া জারি করা যায় যখন এই নিয়মের প্রথম অংশ অনুসারে বিবাদী প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহি করিতে অস্বীকার করে এবং এই নিয়মের দ্বিতীয় অংশের আওতায় ৩টি শর্ত বর্তমান থাকিলে বহির্দ্বারে সমন লটকাইয়া জারি করা যাইতে পারে। যথা ঃ

(১) বিবাদী তাহার বাসগৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, (২) যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে এবং (৩) জারি করা যায় এমন কোন প্রতিনিধি বা অন্য কোন ব্যক্তি না থাকিলে। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩১৭]*

সমন জারির ব্যাপারে পিয়নকে পরীক্ষা করিতে হইবে ঃ এই নিয়ম অনুসারে পিয়ন সমন ফেরত লইয়া আসিলে আদালত জারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিশ্চিত হইবার জন্য পিয়নকে পরীক্ষা করিবে। ইহা না করা হইলে সঠিক জারি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[(১৯৬০) ২০ ডিএলআর ৯০]*

পিয়ন বিবাদীকে পাইবার পর তাহাকে সমন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে পিয়নের উপযুক্ত সতর্কতার কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৭ ঃ পিয়ন কর্তৃক যদি বিবাদীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহার সমন পেশ করিবার পর উহার প্রাপ্তি স্বীকার না করিলে তাহার এইরূপ পরিশ্রম অনুশীলন করিবার প্রশ্ন উদ্ভব হয় না। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*। জারিকারককে পরীক্ষা না করা আদেশ ৫ নিয়ম ১৭-এর অধীন নোটিস বৈধ নহে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৮১৯]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৭ এবং ১৯ ঃ আদেশ ৫ নিয়ম ১৯-এর ভাষা অনুসারে ইহা পরিস্কার যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৫ নিয়ম ১৭-এর অধীনে যেক্ষেত্রে সমন ফেরত দেওয়া হয়, ঐ নিয়মের অধীনে যদি উক্ত ফেরত জারিকারক কর্মকর্তার ঘোষণাবলে পরীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং যদি উহা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তবে আদালত জারিকারক কমর্কর্তাকে শপথমূলে তাহার কার্যধারা সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে পারে অথবা অন্য কোন আদালত কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে পারে। এই নিয়মে পুনরায় আদালত উপযুক্ত মনে করিলে বিষয়টি তদন্ত করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিবে যে, সমন কি ঠিক সময়ে জারি করা হইয়াছে কিনা এবং হয় ঘোষণা দিতে পারে যে, সমন ঠিক সময় জারি করা হইয়াছে অথবা উপযুক্ত মনে করে এমন যে কোন জারির আদেশ দিতে পারে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৯১]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৭ ঃ সমন জারির প্রমাণ ঃ জারিকারকের মাধ্যমে জারি ফেরত-এর ক্ষেত্রে মোকাবেলা সাক্ষীদের নাম এবং ঠিকানাসমূহ সংগ্রহ করা ব্যতীত সমন জারিকারক আদালতে একজন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হন, মোকাবেলা সাক্ষীদের পরীক্ষা ব্যতীত তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে, জারিকারকে তাহার রিপোর্টে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে যাহার মাধ্যমে বিচার্য বাসস্থান সনাক্ত করা যাইবে তাহার নাম ও ঠিকানা অবশ্যাই উল্লেখ করিতে হইবে এবং যাহার উপস্থিতিতে সমনের কপি সংযোজন করা হয় — সমন জারির রিপোর্টসমূহে এই সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বর্জন করা হয়, তখন উহারা অগ্রহণযোগ্য হইয়া যায়। জারিকারকের কেবলমাত্র আদালতে সাক্ষী হিসাবে ব্যক্তিগত উপস্থিতি রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলে না। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৮৫]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৭ এবং ১৯ ঃ ১৭ নিয়ম বলে যখন অজারিকৃত সমন ফেরত পাঠান হয়, তখন ১৯ নিয়ম অনুসারে, জারিকারককে পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব আদালতের উপর পড়িয়া থাকে।

আদেশ ৫ নিয়ম ১৭ ঃ নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী ওকালতনামা দাখিলক্রমে মোকদ্দমার হাজির হইল এবং লিখিত আপত্তি দাখিল করিল। পরবর্তীতে তিনি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিলেন না এবং মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রি হইল। তদবস্থায় সমন তাহার উপর জারি নাই মর্মে দরখাস্তকারীর বক্তব্য রক্ষণীর নহে। *[৫০ ডিএলআর (এডি) ১০৫]*

নিয়ম

১৮। জারির সময় ও পদ্ধতি উল্লেখ ঃ

যেইক্ষেত্রে ১৬ বিধি অনুসারে সমন জারি করা হইয়াছে ; সেইক্ষেত্রে সমন জারিকারক কর্মচারী কোন্ সময় কি উপায়ে সমন জারি করা হইয়াছে তাহা এবং যেই ব্যক্তি সমনগ্রহণকারীকে সনাক্ত করিয়াছে ও যাহার সাক্ষাতে সমন অর্পণ বা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি বিবৃতি মূল সমনের উপর বা তৎসহ গ্রথিত কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া বা করাইয়া আদালতে দাখিল করিবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে জারিকারকের রিটার্নের বিষয়বস্তুর কথা বলা হইয়াছে।

এই নিয়মের বিধান প্রতিপালন করিবার ফলাফল ঃ সমন জারিকারক অফিসার বিবাদীর সহির তারিখ নিতে ব্যর্থ হইলে এবং এই নিয়ম অনুসারে কোন সনাক্তকারী না থাকিলে উহা ১৬ এবং ১৮ নিয়মের বিধানের টেকনিক্যাল প্রতিপালন নহে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং বিবাদী এই বিষয়ে কোন চ্যালেঞ্জ না করিলে তাহা কোন মারাত্মক অনিয়ম বলিয়া বিবেচিত হইবে না। *[পিএলডি (১৯২৩) লাহোর ৪৯১]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৮ ও ৩০ ঃ যেইক্ষেত্রে ১৭ নিয়মের অধীনে সমন ফেরত দেওয়া হয় সেইক্ষেত্রে জারিকারক পিয়ন জারির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শপথমূলে পরীক্ষা করিয়া, আইনের এই কার্যকরী শর্তের সহিত অমতের কারণে আইনগতভাবে সমন জারি হয় নাই বলিয়া ধরা হইবে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ২৬০]*

নিয়ম

১৯। সমন জারিকারক কর্মচারীর জবানবন্দী গ্রহণ ঃ

সেইক্ষেত্রে ১৭ বিধি অনুসারে সমন আদালতে ফেরত দেওয়া হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সমন জারিকারক কর্মচারীর বিবৃতি যদি উক্ত কর্মচারীর এফিডেভিট দ্বারা পরীক্ষা করা না হইয়া থাকে, তবে আদালত উক্ত কর্মচারীকে শপথ করাইয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন বা অন্য আদালত কর্তৃক গ্রহণ করাইবেন, অথবা যদি উক্ত কর্মচারীর বিবৃতি এফিডেভিট দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তবে উক্ত কর্মচারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে অন্য কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন ; এবং অতঃপর আদালত ঘোষণা করিবেন যে, সংশ্লিষ্ট সমন যথারীতি জারি করা হইয়াছে অথবা আদেশ দিবেন যে, উক্ত সমন যথারীতি জারি করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই সময়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে বলা, আদালত যদি ঘোষণা না করেন যে, সমন সঠিকভাবে জারি হইয়াছে এবং একতরফাভাবে ডিক্রি দেন তখন এইরূপ ডিক্রি অবৈধ হইবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে, ঘোষণাটা প্রকাশ্যে হওয়ার প্রয়োজন নাই। অন্ধ্র হাইকোর্ট এই মতামত গ্রহণ করিয়াছেন।

রিপোর্টের বৈধতা সম্পর্কে ধারণা ঃ জারিকরণের রিপোর্ট বর্ণিত জারি সম্বন্ধে সঠিক জারি অনুমান করা হয় এবং যেই পক্ষ উক্ত জারির অশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা প্রমাণের দায়িত্ব সেই পক্ষের উপর বর্তায়। *[এআইআর (১৯৩২) পাট ৩২৭ (ডিবি)]*

জারিকারকের এফিডেভিট চ্যালেঞ্জ না করা হইলে উহা সাধারণতঃ নিয়মমাফিক কার্যক্রমের যথেষ্ট প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা হইলে তাহাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত। *[পিএলডি (১৯৭০) ঢাকা ৪৮৩]*

যেক্ষেত্রে জারিকারকের প্রতিবেদন কোন উপযুক্ত এবং আইনসঙ্গতঃ এফিডেভিট সহকারে দাখিল করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উহার উপর নির্ভর করা যায় না। *[পিএলডি (১৯৬৭) লাহোর ১১৩৮]*

যখন কোন জারিকারক বা অন্য কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছিল মর্মে এফিডেভিটের মাধ্যমে কোন প্রমাণ দাখিল না করে, তখন এই নিয়মের বিধানসমূহ প্রতিপালিত হয় নাই বলিয়া ধরা হইবে। আদালত একতরফভাবে অগ্রসর হওয়ার আগে সমন জারি হওয়া মর্মে সিদ্ধান্ত অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিবেন, কারণ এই নিয়মের বিধান অনুসারে সমন জারির ঘোষণা বাধ্যতামূলক। *[এ (১৯১৮) এ ৩৩১]*

কখন এই নিয়মের বিধান প্রতিপালন সম্পন্ন হয় ঃ সাক্ষীদের সম্মুখে লটকাইয়া সমন জারি করা হইয়াছে এই মর্মে যখন সমন জারিকারক ঘোষণাসহ সমন ফেরত দেয় এবং উক্ত ফেরত সমনে সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করে এবং আদালত তাহা সঠিকভাবে জারি করা হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করে, তখন ধরা হইবে সমন জারি-সংক্রান্ত আইনের বিধান সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*

এই নিয়মের বিধান প্রতিপালন বাধ্যতামূলক ঃ এই নিয়ম অকেজো দলিল বা সেকেলে হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। ইহা বাধ্যকর এবং ইহাকে সতর্কতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় তদন্তের পর আদালত উপযুক্ত জারির ব্যাপারে অথবা অন্য বিষয়ে সঠিক ধারণা রেকর্ড করিবে। এই নিয়ম সঠিকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে এই মর্মে জারিকারকের ঘোষণা ব্যতীত সার্ভিস রিটার্ন উপযুক্তভাবে জারির জন্য সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হইবে না। জারির ধারণার প্রশ্ন তখনই উত্থাপিত হয় যখন রেকর্ডে দেখা যায়, সমন সঠিকভাবে জারি হইয়াছে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৯১]*

নিয়ম

১৯-ক। জারিকারক কর্মকর্তার ঘোষণা ঃ

জারিকারক কর্মকর্তা যেই ঘোষণা প্রদান ও স্বাক্ষর করিবেন, তাহা সমন জারি বা জারির প্রয়াসের সাক্ষ্যের তথ্য হিসাবে নিশ্চিতভাবে গৃহীত হইবে।

ভাষ্য

এই বিধি ১৯৮৩ সালে সংযোজিত হইয়াছে। জারিকারক তাহার মন্তব্যে যাহা লিপিবদ্ধ করেন, ধরিয়া নেওয়া যায় যে, আদালতে আসিয়া তিনি তাহাই বলিবেন। এই বিধি সেই স্বাভাবিক সমর্থন দিয়াছে।

জারিকারক কর্মকর্তার জবানবন্দী গ্রহণ কখন বাধ্যতামূলক এবং কখন নহে ঃ জারিকারক কর্মকর্তা যখন সমন ফেরত দেন এবং তিনি ১৭ নিয়মের বিধান অনুসারে লটকাইয়া সমন জারি করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা দেন সেইক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসাবে জারিকারক কর্মকর্তার আদালতে জবানবন্দী গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। বিশেষ করিয়া এই নিয়ম যখন বলে যে, "জারিকারক কর্মকর্তা যেই ঘোষণা প্রদান ও স্বাক্ষর করিবেন তাহা সমন জারি বা জারির প্রয়াসের সাক্ষ্যের তথ্য হিসাবে নিশ্চিতভাবে গৃহীত হইবে।"

কিন্তু জারিকারক কর্মকর্তার অনুরূপ ঘোষণা না থাকিলে সাক্ষ্য হিসাবে কর্মকর্তার জবানবন্দী গ্রহণ বাধ্যতামূলক। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*

নিয়ম

১৯-খ। ব্যক্তিগত জারির অতিরিক্ত ডাকযোগে জারির জন্য একই সময়ে সমন ইস্যু করা ঃ

(১) ৯ হইতে ১৯ (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) বিধিতে নির্দেশিত পদ্ধতিতে জারি করিবার জন্য সমন ইস্যু করিবার সময়ে আদালত অতিরিক্তভাবে আরও নির্দেশ দিবেন যে, সমন রেজিস্ট্রি এবং প্রাপকের দেয় স্বীকৃতিসহ ডাকযোগে বিবাদী বা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের উপর যেখানে বিবাদী বা তাহার এজেন্ট প্রকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে বা মুনাফার জন্য কাজ করে, সেখানে জারি হইবে।

(২) যখন বিবাদী বা তাহার এজেন্টের দ্বারা প্রতীয়মান স্বাক্ষরিত সমন প্রাপ্তির স্বীকৃতি আদালত প্রাপ্ত হন, অথবা যখন সমনের প্যাকেট আদালতে ফিরিয়া আসে এবং ডাক কর্মচারীর দ্বারা মন্তব্যে ইহা লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদী বা তাহার প্রতিনিধি, তাহাদের নিকট প্যাকেটটি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হইলে, তাহারা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে ; তখন আদালত ঘোষণা করিবেন যে, বিবাদীর উপর যথারীতি সমন জারি করা হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে সমনের প্যাকেটের উপর সঠিক ঠিকানা লিখিয়া উপযুক্ত অগ্রিম স্ট্যাম্প দিয়া দেয় প্রাপ্তি স্বীকারসহ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত হয়, সেইক্ষেত্রে, হারাইয়া যাওয়া বা ভুল ঠিকানায় চলিয়া যাওয়া বা অন্য কোন কারণে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সমন ইস্যুর ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও সমনখানি যথারীতি জারি হওয়ার ঘোষণা নেওয়া হইবে।

ভাষ্য

এই বিধি ১৯৮৩ সালে সংযোজিত। ডাকযোগে ঠিকমত সমন পাঠানো হইলে উহা জারি হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। ইহাই এই বিধির মর্মকথা।

আদেশ ৫ নিয়ম ১৯ ঃ যখন জারিকারক সমন ফেরত দিয়া থাকে একটি ঘোষণার সহিত যে, তিনি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঝুলাইয়া সমন জারি করিয়াছেন এবং সমন ফেরত-এ তাহাদের নামও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আদালত উক্ত জারি আইনের বিধানবলে যথাযথভাবে তৈরি হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিবে, সমন জারির ক্ষেত্রে আইনের বিধানসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হইয়াছে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ২৪৮]*

আদালত সময়মত ঘোষণা দিবে যে, সমন যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে কিনা, অথবা জারির নূতন আদেশ দিবে। ১৯ নিয়ম-এর শর্তসমূহের সহিত মত প্রকাশ কার্যকরী। নিয়ম ১০-এর শর্তসমূহকে মৃত চিঠি অথবা আবশ্যকীয় হিসাবে বিবেচনা করা হইবে না। ১৯ নিয়মের শর্তসমূহ কার্যকরী এবং একই মতামত দেওয়া হয় উক্ত অধ্যবসায় এবং আদালত রেকর্ডকৃত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার পর উক্ত জারির উপর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে অথবা অন্য কিছু করিয়া থাকে। নিয়মসমূহের অধীনে যেভাবে আদেশ করা হইয়াছে সেইভাবে জারিকারকের ঘোষণা এবং সম্মতি প্রদান অনুপস্থিত থাকিলে, জারি ফেরত, উক্ত জারির সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং ১৯ নিয়মের বর্ণনা অনুসারে, আদালতের মাধ্যমে তদন্তের আদেশ প্রদান অনুপস্থিত থাকিলে এবং রেকর্ডকৃত যথাযথ জারির স্বতন্ত্র ঘোষণা প্রদান, সেখানে সমন জারি সম্পর্কে কোন ধারণা করিয়া থাকে না।

জারির ধারণা উদ্ভব হইয়া থাকে যখন দেখান হয় যে, পদ্ধতি যথাযথভাবে এবং ঠিক সময়ে জারি করা হইয়াছে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৯১]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৯, ১৯(ক) ঃ জারিকারক কর্মকর্তার পরীক্ষা কখন কার্যকরী এবং কখন নহে ঃ যেইক্ষেত্রে জারিকারক কর্মকর্তা সমন ফেরত দিয়াছেন এবং উহার প্রভাবে ঘোষণা প্রদান করিয়া থাকে যে, তিনি ১৭ নিয়মের অধীনে সংযোজনের মাধ্যমে সমন জারি করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে আদালতে সাক্ষী হিসাবে জারিকারক কর্মকর্তার পরীক্ষা কার্যকরী নহে। প্রকৃতপক্ষে যখন ১৯(ক)-এর নিয়ম দেখাইয়া থাকে যে, জারিকারক কর্মকর্তার একটি ঘোষণা "জারির ঘটনাসমূহ অথবা সমন জারির প্রচেষ্টা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।"

এই মামলায়, জারিকারক কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়াছেন যে, তিনি সমনসহ বিবাদীর বাসস্থানে গিয়াছিলেন কিন্তু বিবাদী সমন প্রাপ্তি অস্বীকার করিলে, তিনি সাক্ষীদের বর্তমানে উহা বিবাদীর দরজায় ঝুলাইয়া জারি করিয়াছেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে জারিকারক কর্মকর্তা এইরূপ ঘোষণা প্রদান করেন না, সেইক্ষেত্রে সাক্ষী হিসাবে জারিকারক কর্মকর্তার পরীক্ষা কার্যকরী হইবে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৭ নিয়মের অধীনে যেইক্ষেত্রে সমন ফেরত দেওয়া হয় সেইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৫ নিয়ম ১৯ আদালতের উপর জারিকারক কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করিবার কাজ সংযোজন করিয়া থাকে এবং জারিকারক কর্মকর্তার হলফনামার মাধ্যমে উক্ত ফেরত প্রমাণ করা হয় না। ১৯ নিয়ম আর বর্ণনা করিয়াছে যে, আদালত উক্ত বিষয়ে পুনরায় তদন্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারেন এবং ঘোষণা দিতে পারেন যে, সমন যথাসময়ে জারি করা হইয়াছে অথবা সঠিক মনে করিয়া থাকে এইরূপ কোন জারির আদেশ দিতে পারেন।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৫ নিয়ম ১৯-এর শর্তসমূহের আলোকে ইহা অতি সহজেই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, যেক্ষেত্রে ১৭ নিয়মের অধীনে সমন ফেরত পাঠান হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে আদালতের পক্ষে জারিকারক কর্মকর্তাকে শপথমূলে পরীক্ষা করা কার্যকর এবং যথাসময়ে সমন জারি হইয়াছে এই ঘোষণা দিবেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত আইনের এই দাবিসমূহ পরিপূর্ণ হইবে, ততক্ষণ ইহা প্রমাণিত হইবে না যে, সমন যথাসময়ে জারি করা হইয়াছে। নিম্ন আদালতের রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া আমি খুঁজিয়া পাইতে অপারগ যে, এই মামলায় আইনের ঐ সমস্ত দাবিসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে উক্ত আলোকে আমি ধারণা করিতেছি যে, বিদীর উপর কোন সমন জারি করা হয় নাই। নিম্ন আদালতের মাধ্যমে প্রদানকৃত একতরফা ডিক্রি রদ করা আইনগতভাবে বাধ্য। *[৪১ ডিএলআর ৮৪]*

যখন বিবাদী কর্তৃক জারিপ্রাপ্ত অস্বীকৃত হইয়া থাকে অথবা তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না এবং জারিকারক কর্মকর্তার পরীক্ষা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। *[৪০ ডিএলআর ১৪৭]*

সমন জারি প্রাপ্তি অস্বীকারের দরুন জারিকারক কর্মকর্তার কাজ দেওয়ানী কার্যবিধির ৫ আদেশের নিয়ম ১৭ এবং ১৯ একত্রে পড়িতে হইবে। নিম্নলিখিত মামলায় ১৭ নিয়মের অধীনে জারিকারক কর্মকর্তাকে শপথমূলে পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্রে আদালতের কার্যকারিতা বর্ণনা করা হইয়াছে। *[৪০ ডিএলআর ১৪৭]*

দেওয়ানী কার্যবিধির ৫ আদেশ ১৯ নিয়মের শর্তসমূহ বাধ্যতামূলক। *[৪০ ডিএলআর ১৪৭]*

যখন জেলার প্রধান সরকারী কর্মকর্তা সমন ফেরত জারির উপর তাহার স্বত্ব প্রদানের পক্ষে কোন হলফনামা উপস্থাপন করেন না অথবা আদালত তাহাকে শপথমূলে পরীক্ষা না করেন, যখন সেখানে অনুরূপ কোন হলফনামা না থাকে তবে উক্ত জারি বৈধ নহে। জারি ফেরত প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী হিসাবে জারিকারক কর্মকর্তাকে পরবর্তীতে পরীক্ষা করিবার আনুষঙ্গিক আইনগত অবৈধতা দূর করা সম্ভব হয় না। *[৪০ ডিএলআর ১৪৭]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৯ এবং ১৯-ক ঃ সাক্ষীতে পি ডব্লিউ ২-এর মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত হইয়াছে তেমনি সমন প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নাই — সমন বাদীর উপর যথাযথভাবে জারি করা হয় নাই। বিবাদীর দুই নং সাক্ষীর বর্ণনা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনার আওতাভুক্ত করা হইয়া থাকে এবং বাদীর ১ ও ২ নং সাক্ষীদের জবানবন্দী পরিদর্শন করিয়া আমার ধারণা করিয়া লইতে কোন সংশয় হইতেছে না, যে বাদীর উপর কোন সমন জারি করা হয় নাই এবং ইহা দেখান হইয়াছে যে, বাদীকে উক্ত সমন প্রদানের কোন চেষ্টা না করিয়াই মিথ্যাভাবে ঝুলাইয়া জারি করা হইয়াছে। বিষয়টি এই আলোকে আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিবেচনায় বাদীর উপর সময়মত সমন জারি করা হইয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ৮৪]*

আদেশ ৫ নিয়ম ১৯-ক ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৫ নিয়ম ১৯ (ক)-এর অধীনে জারিকারক কর্মকর্তার ঘোষণায় বিবাদীর উপর সমন জারির ঘটনা প্রমাণিত হইয়া থাকে। মোকাবেলা সাক্ষীদের সনাক্ত করায় জারি করা হইয়াছে এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, জারিকারক কর্মকর্তা বিবাদীকে সনাক্ত করিতে পারে নাই এবং/অথবা তাহার বাসস্থান। সুতরাং অপর পক্ষের ২ নং সাক্ষী তাহার সনাক্ত করিবার বিষয়ের উপর কোন বক্তব্য প্রদান না করিলেও সনাক্ত করিবার বিষয়ে যে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা অন্যান্য প্রমাণের মত দৃঢ়ভাবে বর্ণিত আছে এবং বিবাদী কর্তৃক অস্বীকৃত হওয়ার ফলে সেখানে একটি সাধারণ সন্দেহ থাকে যে, জারি সম্পন্ন করা হইয়াছে, যদিও উহা ভুল ব্যক্তির উপর জারি করা হইয়াছে। *[৪১ ডিএলআর ১৭০]*

সমন জারির বিকল্প ব্যবস্থা

নিয়ম

২০। লটকাইয়া জারি ঃ

লটকাইয়া জারির ফলাফল ঃ অনুরূপ ক্ষেত্রে হাজিরার তারিখ নির্ধারণ ঃ

(১) আদালত যেইক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করেন যে, বিবাদী সমন এড়াইবার জন্য লুকাইয়া থাকিতেছে, অথবা অন্য কোন কারণে সাধারণ উপায়ে সমন জারি করা যাইতেছে না, সেইক্ষেত্রে আদালত গৃহের কোন প্রকাশ্য অংশে অথবা যেই গৃহে বিবাদী সর্বশেষে বসবাস করিয়াছে, ব্যবসা করিয়াছে বা অন্য কোন লাভজনক কাজ করিয়াছে (যদি করিয়া থাকে) বলিয়া জানা যায়, সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য অংশে সমনের একটি নকল লটকাইয়া জারি করিবার জন্য অথবা উপযুক্ত অন্য কোন উপায়ে জারি করিবার জন্য আদেশ দিবেন।

(২) আদালতের আদেশক্রমে সমন লটকাইয়া জারি করা হইলে তাহা বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার ন্যায়ই কার্যকরী হইবে।

(৩) আদালতের আদেশক্রমে সমন লটকাইয়া জারি করা হইলে সেইক্ষেত্রে বিবাদীর হাজিরার জন্য আদালত যথোপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিবেন।

ভাষ্য

সমন লটকাইয়া জারি ঃ বাদী জানে বিবাদী কোথায় বাস করে। কিন্তু সে আদালতকে বিবাদীর মিথ্যা ঠিকানা প্রদান করে, যার ফলে আদালত বিবাদীকে না পাইয়া মনে করেন যে, সে সমন এড়াইবার জন্য পালাইয়া বেড়াইতেছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আদালত সমন লটকাইয়া জারি করিবার জন্য আদেশ দেন। এইভাবে সমন জারি করা হইলে সঠিক জারি বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিবাদী কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সমন লটকাইয়া জারি করা হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেখানে কোনকালেই বাস করে নাই, এই ধরনের সমন জারি সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

এই বিধি সমন জারি করিবার কর্তব্য আদালতের উপর অর্পণ করিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে আদালত এই নিয়মের অধীনে যথাযথ আদেশ প্রদান করিবেন। বাদী নিজেই বিবাদীর উপর সমন জারি করিবে, এই কর্তব্য তাহাকে প্রদান করা হয় নাই।

যেইক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হয় *(Where the Court is satisfied)* ঃ সমন লটকাইয়া জারি কার্যকরী হইবে কিনা তাহা বিচার আদালতে *(Trial Court)* নিষ্পত্তি হইবে। যুক্তিসঙ্গত কারণে সমন লটকাইয়া জারি করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আপীল আদালতের নাই। আপীল আদালত শুধু দেখিবেন যে, আইন অনুসারে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং এই নিয়মে উল্লিখিত বিধানসমূহ বিচার আদালত সঠিকভাবে পালন করিয়াছেন কিনা। কিন্তু যেখানে ১ আদেশ ৮ নিয়ম অনুসারে মামলার ক্ষেত্রে ৫ আদেশ ২০ নিয়ম অনুসারে সমন লটকাইয়া জারি করিবার আদেশ প্রদান করা হয় সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই যুক্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন যে, দেওয়ানী কার্যবিধিতে উল্লেখিত বিধান মান্য করা হইতেছে না এবং যথাযথভাবে এবং কার্যকরভাবে সমন জারি করা হয় নাই।

অন্য কোন কারণে *(For any other reason)* ঃ যেইক্ষেত্রে প্রথাগত কারণে কোন বিবাদিনীর উপর সমন জারি করা যায় না সেইক্ষেত্রে আদালত তাহার দেওয়ালের উপর সমন লটকাইয়া জারি করিবার আদেশ দিতে পারেন। যেখানে সমনের নকল নির্ধারিত ব্যক্তির গৃহের সামনে লটকাইয়া জারি করা হয় কিন্তু আদালতের প্রকাশ্য স্থানে সমনের কোন নকল লটকানো হয় নাই এই সম্বন্ধে (১) উপবিধিতে বলা হইয়াছে, উপযুক্ত অন্য কোন উপায়ে জারি করিবার জন্য আদালত আদেশ দিবেন এবং ইহা সঠিক জারি বলিয়া গণ্য হইবে।

কার্যকরী হইবে *(Shall be as effectual)* ঃ এই শব্দগুলি দ্বারা ইহা বুঝানো হয় নাই যে, সমন সঠিকভাবে জারি করা হইয়াছে বরং ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার মত কার্যকরী হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের জারির ক্ষেত্রে বিবাদী বলিতে পারে যে, সে দাবি সম্বন্ধে জানিত না। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বলা হয়, এই ধরনের জারি তখনই সঠিক হইবে যখন এই নিয়মে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ করা হইবে। এইক্ষেত্রে বিবাদী প্রমাণ করিতে পারে যে, সে সমন এড়াইবার চেষ্টা করে নাই এবং সমন তাহার নিকট পাঠানো হয় নাই। কিন্তু সমন লটকাইয়া জারি তখনই সঠিক জারি হইবে যখন বিবাদী সমন জারি এড়াইবার চেষ্টা করে এবং যখন ইহা যথাযথভাবে জারি করা হয় তখন ইহা ব্যক্তিগতভাবে জারির মতই সঠিক জারি হিসাবে গণ্য হইবে।

বিকল্প জারি ঃ ব্যক্তিগতভাবে অথবা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রতি সমন জারি করা সম্ভব না হইলে আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে বিকল্পভাবে সমন জারি করিতে হইবে এবং প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সমন জারির ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩১৭]*

আদালতের পরিতুষ্টি ঃ বিকল্পভাবে জারির আদেশ দানের পূর্বে আদালতকে এই মর্মে পরিতুষ্ট হইতে হইবে যে, অপরিহার্য শর্তগুলি বিদ্যমান আছে এবং বিষয়টি এই আইনের ৫ আদেশের ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ নিয়মের বিধানসমূহের আওতাভুক্ত হইবে না। *[(১৯৭১) ডিএলসি ৬৬৩]*

বিকল্পভাবে জারির আদেশ আইন অনুসারে প্রদান করা হইয়াছিল কিনা এবং এই নিয়ম বর্ণিত শর্তাদি পূরণ হওয়া মর্মে নিম্ন আদালত সন্তুষ্ট হইয়া বিকল্পভাবে জারির আদেশ প্রদান করিয়াছেন কিনা তাহা দেখিবার এখতিয়ার আপীল আদালতের রহিয়াছে। *[১০২ এলসি ২৪৩]*

কখন বিকল্পভাবে জারি করা যাইবে ঃ বিবাদী সমন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে *[১২০ আইসি ৫৯৪]* অথবা অনেকবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিবাদীর উপর সমন জারি করিতে না পারিলে বিকল্পভাবে সমন জারি করা যাইবে। *[এ (১৯৩১) পি ৪২০]*

বিবাদী যেইক্ষেত্রে স্থানের বাহিরে *[পিএলডি (১৯৬২) লাহোর ১৮৫]* বা যেইক্ষেত্রে বাদী বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াছে এবং ব্যর্থ হইয়াছে অথবা জারিকারক কর্মকর্তার এফিডেভিট হইতে আদালত এই মর্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন যে, বিবাদী উদ্দেশ্যমূলকভাবে জারি এড়াইতেছে সেইক্ষেত্রে বিকল্পভাবে জারির আদেশ প্রদান যথাযথ হইবে। *[এআইআর (১৯৩০) লাহোর ৩৯৭]*

বিবাদীর ঠিকানা থাকিলে এবং তাহা পাওয়া গেলেও যদি বিবাদী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমন জারি এড়াইয়া যায়, তবে এই আইনের ১৭ নিয়মের বিধান নহে, বরং ২০ নিয়মের বিধান আকর্ষিত হইবে। *[পিএলডি (১৯৬৮) লাহোর ৬৩৬]*

ইহা দ্বারা বিবাদী আত্মগোপন না করিলেও বা জারি না এড়াইলেও যদি আদালত অন্য কোন কারণে সন্তুষ্ট হয় যে, সমন সাধারণ পদ্ধতিতে জারি করা যাইবে না তখন আদালত বিকল্প জারির আদেশ দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। *[পিএলডি (১৯৬৮) লাহোর ৭৯২]*

বিকল্প জারির বিভিন্ন আদেশ ঃ যেখানে বিকল্প জারির বিভিন্ন আদেশ প্রদত্ত হয় এবং উহার মধ্যকার প্রথম আদেশ আদালত কর্তৃক সহিযুক্ত না হইলেও বিকল্পভাবে জারির জন্য উপযুক্তভাবে সহিযুক্ত আদেশ অবৈধ হইবে না। *[(১৯৮০) সিএলসি ৬০২]*

বিকল্প জারির ক্ষেত্রে পাসকৃত একতরফা ডিক্রি বাতিলের তামাদিকাল ঃ আপীলের সমন বা নোটিস সঠিকভাবে জারি করা না হইলে দরখাস্তকারী যেইদিন ডিক্রির ব্যাপারে অবগত হইবে সেইদিন হইতে তামাদিকাল শুরু হইবে। সমন ও নোটিস যদি সঠিকভাবে জারি করা হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারীর ডিক্রির ব্যাপারে অবগতির তারিখ অপ্রাসঙ্গিক। এইক্ষেত্রে তামাদিকাল শুরু হয় ডিক্রি প্রদানের তারিখ হইতে। *[পিএলডি ১৯৭৯ এসসি ১৮]*

নিয়ম

২১। বিবাদী অন্য আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় বসবাস করিলে সেইক্ষেত্রে সমন জারি ঃ

সমন দানকারী আদালত দেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে বিবাদীর বাসস্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের নিকট (হাইকোর্ট বিভাগ নহে) কোন কর্মচারী মারফত অথবা ডাকযোগে সমন প্রেরণ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সমন জারি ঃ এই বিধিটি ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজ এ্যাক্ট ১০-এর ২৭ ধারার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। যদি বিপরীত উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হয় তাহা হইলে সঠিক ঠিকানা, সঠিক ডাক-মাশুল এবং রেজিস্টার্ড ডাকযোগে চিঠি পাঠাইলে এবং চিঠির ভিতরে সমন থাকিলে তাহা যথাযথ সমন জারি বলিয়া গণ্য হইবে। বোম্বে হাইকোর্ট এই বিধি এবং উল্লিখিত ২৭ ধারা একত্রে পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, যদি সঠিকভাবে ঠিকানা লিখিয়া, ডাক-মাশুল দিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সমন পাঠানো হয় এবং চিঠিটি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসে তাহা হইলে সঠিকভাবে সমন জারি করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

বিচারপতি *Macleod* বলেন যে, রেজিস্টার্ড ডাকাযোগে সমন জারি বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারির মতই কার্যকরী হইবে। ইহা মামলাকারীর জন্য একটা সুবিধাজনক ব্যাপার।

নিয়ম

২২। বাতিল করা হইয়াছে।

২৩। যেই আদালতে সমন প্রেরিত হয়, উহার কর্তব্য ঃ

যেই আদালতের নিকট ২১ নিয়ম অনুসারে সমন প্রেরিত হইবে, সেই আদালত উহা প্রাপ্তির পর এইরূপভাবে কার্যক্রম অবলম্বন করিবেন যেন উক্ত সমন সেই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং তৎপর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত দলিলপত্রাদিসহ (যদি থাকে) উহা সমনদানকারী আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

ভাষ্য

যখন সমন জারির জন্য এক আদালত হইতে অন্য আদালতে পাঠানো হয় তখন আদালত উহা প্রাপ্তির পর জারি করিবেন। সমন জারির পর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত দলিলপত্রাদিসহ (যদি থাকে) উহা সমন দানকারী আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইবেন। সমন দানকারী আদালতের অনুমান হইবে সমন যথাযথভাবে জারি হইয়াছে যদি না ফেরত পাঠানো দলিলপত্র নিজেই অপর্যাপ্ত হয়।

জারির অপর্যাপ্ততা ঃ যে আদালতে সমন জারির জন্য পাঠানো হয় সেই আদালতের জারি যথাযথভাবে হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এইরূপ ঘোষণা সঠিক এবং উপযুক্ত জারির ব্যাপারে জোরালো ধারণা সৃষ্টি করে। *[৩৩ অল ৬৪৯ (ডিবি)]*

নিয়ম

২৪। বিবাদী কারাগারে থাকিলে সমন জারি ঃ

বিবাদী কারাগারে আটক হইয়া থাকিলে বিবাদীর উপর সমন জারির জন্য কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট সমন অর্পিত অথবা ডাকযোগে বা অন্য উপায়ে প্রেরিত হইবে।

ভাষ্য

কারাগারে আটক ব্যক্তি কারারক্ষীদের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করে। তাই কারাগারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট সমন পৌঁছাইয়া দিলে বিবাদী তাহা পায়। বিবাদী কারাগারে থাকিলে সেখান হইতে সে মামলা চালাইতে পারে, তবে তাহার সমস্ত কিছু কারারক্ষীদের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

নির্ধারিত ফরমে সমন জারি না করা হইলে ঃ নির্ধারিত নিয়মে সমন জারি না করা হইলে এই আইনের ২৫ নিয়ম অনুসারে জারির বৈধতাকে প্রভাবিত না করিলে তাহা অনিয়ম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

[পিএলডি ১৯৮১ এসসি ৩৬৪]

নিয়ম

২৫। যেইক্ষেত্রে বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বাস করে এবং তাহার কোন প্রতিনিধি না থাকে, সেইক্ষেত্রে সমন জারি ঃ

যেইক্ষেত্রে বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করিতেছে এবং সমন গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন প্রতিনিধিও দেশে নাই, সেইক্ষেত্রে আদালত যেখানে অবস্থিত তথাকার সহিত বিবাদীর বাসস্থানের ডাক যোগাযোগ থাকিলে বিবাদীর নামে সমন তাহার ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরিত হইবে ; কিন্তু নিম্নের ২৬-ক বিধিতে বর্ণিত ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

ডাকযোগে জারি ঃ যেইক্ষেত্রে বিবাদী বিদেশে বসবাস করে সেইক্ষেত্রে ডাকযোগে বা লটকাইয়া জারি উপযুক্ত ব্যবস্থা নহে। একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত বিবাদীকে অবহিত করিবার জন্য ২৪ পরগণার আদালত ভবনে সমনের নকল লটকাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি *Rankin* বলেন যে, অসম্ভব এবং অবাস্তবভাবে সমন জারি করা যাইবে না।

বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস ঃ বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে অস্থায়ীভাবে বসবাস করিলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না।

[১২ ইণ্ডিয়া ক্যাস ৪২০ (ডিবি)]

বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে রেজিস্টার্ড ডাকে সমন জারি করিতে হইবে।

[এআইআর ১৯১৭ মাদ্রাজ ৪১৫]

ডাকযোগে সমন জারি না করিয়া পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি বৈধ হইবে না।

[পিএলডি ১৯৮০ পেশোয়ার ২২৭]

নিয়ম

২৬। বিদেশে রাজনৈতিক প্রতিনিধি, আদালতের মাধ্যমে সমন জারি ঃ

যেইক্ষেত্রে —

(ক) সরকারের উপর ন্যস্ত কোন বৈদেশিক এখতিয়ার অনুসারে বিবাদীর বৈদেশিক বাসস্থানে এই বিধি মোতাবেক কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সমন জারি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছে বা কোন আদালত স্থাপিত হইয়াছে বা চালু রাখা হইয়াছে, অথবা

(খ) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, উপরোক্তরূপ এলাকায় অবস্থিত কোন আদালত উক্তরূপ কোন এখতিয়ারবলে স্থাপিত বা চালু হইয়া না থাকিলেও তৎকর্তৃক এই আইনবলে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সমন জারি হইলে তাহা আইনসঙ্গত জারি বলিয়া গণ্য হইবে।

সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমন বিবাদীর উপর জারি করিবার জন্য উক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা আদালতের নিকট ডাকযোগে বা অন্য উপায়ে প্রেরণ করা যাইবে ; এবং উক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা আদালত যদি উক্ত সমন ফেরত পাঠাইবার সময় উহার সহিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা আদালতের বিচারক বা অন্য কোন কর্মচারীর স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রেরণ করেন যে, উক্ত সমন বিবাদীর উপর ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি অনুসারে জারি করা হইয়াছে, তবে সেই বিবৃতি উক্ত সমন জারির প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

ভাষ্য

বিবাদী বিদেশে থাকিলে তাহার উপর সমন জারি করা খুব দুরূহ ব্যাপার। বিদেশে ভারপ্রাপ্ত কেউ থাকিলে তাহার মাধ্যমে সমন জারি করা যায়।

নিয়ম

২৬-ক। ভারতের কোন সিভিল পাবলিক অফিসার, রেলওয়ে কোম্পানী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর প্রতি সমন জারি ঃ

বিবাদী যদি কোন সরকারী (সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর নহে), রেল-কর্মচারী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হয়, তবে সমন এবং বিবাদীকে দেওয়ার জন্য উহার একটি নকল বিবাদীর উপর জারি করিবার অনুরোধসহ নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে ঃ

(ক) বিবাদী যদি সরকারের কর্মচারী বা রেলকর্মচারী হয়, তবে সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারির নিকট, এবং

(খ) বিবাদী যদি সরকারের বা অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারির নিকট অথবা উক্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেই সরকারের এলাকাধীনে অবস্থিত সেই সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারির নিকট।

ভাষ্য

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। ভারতীয় সহিত মামলা-মোকদ্দমা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ঐ দেশে সমন জারির জন্য বিশেষ বিধান এই বিধিতে বিধৃত।

নিয়ম

২৭। সিভিল পাবলিক অফিসার, রেলওয়ে কোম্পানী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর প্রতি সমন জারি ঃ

যেইক্ষেত্রে বিবাদী একজন সরকারী কর্মচারী (বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর নহে), অথবা রেল-কর্মচারী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সেইক্ষেত্রে আদালত যদি সুবিধাজনক মনে করেন, তবে বিবাদীর উপর জারির জন্য সংশ্লিষ্ট সমন ও বিবাদীকে দেওয়ার জন্য উহার একটি নকল, বিবাদী যেই অফিসে চাকুরী করে, সেই অফিসের প্রধান কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

ভাষ্য

এই বিধিতে বিধৃত বিধান যে সব সময় প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন নহে। চাকুরীকারীদের উপর দেওয়ানী মামলার সমন সরাসরি জারি করা যায়। সরকারী কর্মের সহিত মামলা সংশ্লিষ্ট হইলে সেইক্ষেত্রে বিবাদীর উর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে সমন জারি করাই উচিত। কিন্তু মামলাটা ব্যক্তিগত হইলে, সমন উর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে না গেলেও চলে।

এই নিয়মের প্রকৃতি ঃ এই নিয়মটি অনুমতিসূচক এবং ইহার অপালন একতরফা ডিক্রি রদের জন্য কোন সঙ্গত কারণ নহে। *[এ ১৯১৬ পি. ২৬]*

এই নিয়ম অনুসারে প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে জারির বিষয়টি সুবিবেচনাপ্রসূত *(Discretionary)*।

[এ (১৯৩২) অযোধ্যা ৩২৬]

রেলওয়ে কর্মচারী ঃ সাক্ষী রেলওয়ে কর্মচারী হইলে আদালতকে তাহার বিভাগের মাধ্যমে সমন প্রেরণ করিতে হইবে। উহা না করা হইলে, হাজির না হইবার জন্য সাজা দেওয়া যাইতে পারে না।

[এআইআর (১৯৬০) এমপি ৫]

নিয়ম

২৮। সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিকের প্রতি সমন জারি ঃ

বিবাদী যদি সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক হয়, তবে আদালত উক্ত সমন এবং বিবাদীকে দেওয়ার জন্য উহার একটি নকল সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ভাষ্য

সাধারণ কর্মচারীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি আইনসিদ্ধ। কিন্তু প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে সমন কমান্ডিং অফিসারের মাধ্যমেই জারি করিতে হইবে, সরাসরি নহে।

সৈনিক, নাবিক এবং বৈমানিক ঃ বাংলাদেশ মেরিনে চাকুরীরত মেকানিক এই নিয়মের বিধানের আওতাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই নিয়মের অধীনে অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট জারি-সংক্রান্ত বিধান এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। *[এআইআর ১৯১৪ কল ৮৪৫]*

নিয়ম

২৯। সমন জারির জন্য যেই ব্যক্তির নিকট অর্পণ বা প্রেরণ করা হয় তাহার কর্তব্য ঃ

(১) কোন সমন জারির জন্য ২৪, ২৭ অথবা ২৮ নিয়ম অনুসারে কোন ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইলে সেই ব্যক্তি উহা জারি করিতে এবং সম্ভব হইলে বিবাদীর লিখিতপ্রাপ্তি স্বীকারসহ তাহার সহি যুক্ত করিয়া উক্ত সমন ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন কারণে যদি উক্ত সমন জারি করা অসম্ভব হয়, তবে জারি করিবার জন্য যেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও যেই কারণে জারি করা সম্ভব হয় নাই, উহার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি বিবৃতিসহ উক্ত সমন আদালতে ফেরত পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত বিবৃতি সমন জারি না হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

ভাষ্য

জারির জন্য যাহার নিকট সমন পাঠানো হয়, তিনি সমন জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য। জারি করিতে না পারিলে তাহার ব্যর্থতার কারণ তিনি প্রেরক আদালতের নিকট পাঠাইবেন।

বাধ্যকতা ঃ যেই কমান্ডিং কর্মকর্তার নিকট সমন জারির জন্য প্রেরিত হয়, তিনি তাহা জারি করিতে বাধ্য। *[১০ এম ৩১৯]*

নিয়ম

৩০। সমনের পরিবর্তে পত্র প্রেরণ ঃ

(১) এই নিয়মের পূর্ববর্তী বিধান লংঘন না করিয়াও আদালত বিবাদীর মর্যাদা বিবেচনায় তাহার প্রতি সমন না দিয়া তৎপরিবর্তে বিচারক বা তাঁহার নিযুক্ত কোন কর্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত পত্র প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) কোন সমনে যেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে হয়, (১) উপনিয়ম অনুসারে লিখিত পত্রেও তৎসমুদয় উল্লেখ করিতে হইবে ; (৩) উপনিয়মের বিধান সাপেক্ষে উক্ত পত্রও সর্বপ্রকারে সমন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

(৩) সমনের পরিবর্তে উক্তরূপ পত্র বিবাদীর নিকট ডাকযোগে, অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত পত্রবাহকের মারফতে অথবা আদালতের মতে উপযুক্ত অন্য কোন উপায়ে প্রেরণ করা যাইবে ; এবং যেই ক্ষেত্রে বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পত্র সেই প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করা যাইবে।

ভাষ্য

বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিধান হইতে পারে। বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমন না দিয়া সমনে যাহা থাকা দরকার তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া পত্র দেওয়া যাইতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

সমন ও সমন জারি বিষয়ে নিয়মাবলী

কখন এবং কাহার উপর সমন দিতে হইবে ঃ একটি মামলা যথাবিহিতরূপে দায়ের হওয়ার পর নির্ধারিত তারিখে বিবাদীর হাজির হইয়া বাদীর দাবির জওয়াব দেওয়ার জন্য ৫ আদেশের ১ বিধি অনুযায়ী সমন দিতে হইবে। তবে আরজি দাখিল করিবার সময়েই যদি বিবাদী হাজির হইয়া বাদীর দাবি মানিয়া নেয়, তবে কোন সমন

দিতে হইবে না। প্রত্যেকটি সামনে আদালত অথবা তা ার নিযুক্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর ও আদালতের সীলমোহর থাকিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আদালত মামলায় সাক্ষ্যদান বা দলিল পেশ বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে সাক্ষীর উপর নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য অত্র আইনের ৩০ ধারানুযায়ী সমন দিতে পারেন।

কোন ব্যক্তির উপর সমন জারি হইলে কিভাবে আদালত তাহাকে উপস্থিত হইবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন *(How can the Court Compel the attendance of a person to whom summons has been served)*

এই প্রসঙ্গে অত্র আইনের ৩২ ধারাতে বলা আছে যাহার প্রতি ৩০ ধারানুসারে সাক্ষ্য দান, দলিল পেশ বা অন্য কোন বস্তু হাজির করিবার জন্য সমন দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি সমনের নির্দেশ অমান্য করিলে আদালত তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন এবং এই উদ্দেশ্যে —

(ক) গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিতে পারেন ;

(খ) তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন ;

(গ) তাহাকে অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা করিতে পারেন ;

(ঘ) হাজির হওয়ার জন্য তাহাকে জামানত দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন ; এবং জামানত না দিলে তাহাকে দেওয়ানী কারাগারে প্রেরণ করিতে পারেন।

সমন জারির বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ সমন জারি-সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী ৫ আদেশের ৯ — ৩০ বিধি পর্যন্ত বিবৃত আছে। প্রধানতঃ বিবাদীর উপর তিনভাবে সমন জারি হইতে পারে ঃ

১। বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে সমন জারির বিধান ;

২। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে প্রতিকল্প হিসাবে *(Substituted service)* সমন জারি ;

৩। ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিয়া সমন জারি হইতে পারে।

১। বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে সমন জারির বিধান ঃ এই প্রসঙ্গে যাবতীয় নিয়মাবলী ৫ আদেশের ৯ — ১৯ বিধিতে বিবৃত আছে। এই বিধিগুলির সারমর্ম এই যে, যে আদালতে মামলা দায়ের হইয়াছে, বিবাদী যদি তাঁহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে বসবাস করে, অথবা বিবাদীর পক্ষে সেই এলাকায় সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি থাকে, তবে আদালতের পদাতিক বাদীর খরচে তাহার উপর সমন জারি করিবে। বিবাদীর সংখ্যা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের উপর সমন জারি করিতে হইবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করিতে হইবে, তবে বিবাদীর পক্ষে সমন গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি থাকিলে উক্ত প্রতিনিধির উপর সমন জারি করিলেই চলিবে। কোন মামলার বিবাদীকে যদি পাওয়া না যায় এবং তাহার পক্ষে সমন গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি যদি না থাকে, তবে বিবাদীর সহিত বসবাসকারী এক পরিবারভুক্ত যেকোন সাবালক পুরুষ ব্যক্তির উপর তাহার পক্ষে সমন জারি করা যাইবে। তবে, পরিবারের কোন ভৃত্য পরিবারের লোক বলিয়া গণ্য হইবে না।

সমন জারিকারক কর্মচারী বিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার প্রতিনিধিকে বা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তিকে সমনের নকল অর্পণ বা প্রদান করিবার সময় সমনের প্রাপ্তি স্বীকারস্বরূপ মূল সমনের উপর সমন গ্রহণকারীর স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবে। তাহারা যদি প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে বা সমন জারিকারক কর্মচারী যদি বিবাদীর বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও বিবাদীকে না পায় বা ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা না থাকে এবং তাহার পক্ষে সমন গ্রহণে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহিতও সাক্ষাৎ না হয়, তবে যে গৃহে বিবাদী সাধারণতঃ বসবাস করে বা ব্যবসা করে, জারিকারক কর্মচারী সেই গৃহের বহির্দ্বারে বা গৃহের অন্য কোন প্রকাশ্য অংশে সমন লটকাইয়া জারি করিতে পারিবে। তদবস্থায় যে পরিস্থিতিতে তাহা করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি উক্ত গৃহ শনাক্ত করিয়াছে এবং যাহাদের সাক্ষাতে এইভাবে সমন জারি হইয়াছে তাহাদের নাম-ঠিকানা এবং সম্ভব হইলে স্বাক্ষর মূল সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া মূল সমনটি জারিকারক কর্মচারী একটি এফিডেভিট সম্বলিত বিবৃতিসহ আদালতে ফেরত দিবে। ইহাকে বলা হয় *Survice return*।

২। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে প্রতিকল্প হিসাব সমন জারি *(Substituted Service)* **ঃ** এই প্রসঙ্গে ৫ আদেশের ২০ বিধিতে বলা আছে, আদালত যেইক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করেন যে, বিবাদী সমন এড়াইবার জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতেছে, অথবা অন্য কোন কারণে সাধারণভাবে সমন জারি করা যাইতেছে না, সেইক্ষেত্রে আদালত বিবাদীর গৃহের প্রকাশ্য অংশে বা যে গৃহে বিবাদী সর্বশেষ বসবাস করিয়াছে বা ব্যবসা করিয়াছে সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য অংশে সমনের একটি নকল লটকাইয়া জারি করিবার জন্য আদালত আদেশ দিবেন।

যখন সাধারণভাবে বিবাদীর উপর সমন জারি করা যায় না, তখন বাদী পক্ষ এই বিধি অনুযায়ী প্রতিকল্প সমন জারির জন্য দরখাস্ত এবং দরখাস্তের পোষকতায় এফিডেভিট দিলে, আদালত উপরোক্ত নিয়মে প্রতিকল্প সমন জারির আদেশ দিয়া থাকেন এবং এইভাবে সমন জারি সাধারণতঃ আদালতের আদেশে বাদীর খরচে বিবাদীর শেষ বাসস্থানে ঢেড়া পিটাইয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে। আদালত ইচ্ছা করিলে এই বিধি অনুযায়ী উপরোক্ত নিয়মে প্রতিকল্প সমন জারির আদেশ না দিয়া বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার আদেশ দিয়াও প্রতিকল্প সমন জারির ব্যবস্থা করিতে পারেন। কারণ এই বিধির শেষ অংশে আছে "অথবা উপযুক্ত অন্য কোন উপায়ে জারি

করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন।" এই কথাগুলি দ্বারা আদালতের উপর প্রতিকল্প সমন জারি বিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

আদালতের আদেশক্রমে সমন এইভাবে লটকাইয়া জারি করা হইলে অথবা কোন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন মাধ্যমে জারি করা হইলে, তাহা বিবাদীর উপর ব্যক্তিগতভাবে জারি করিবার ন্যায়ই কার্যকর হইবে। এইভাবে সমন জারি করা হইলে বিবাদীর উপস্থিত হওয়ার জন্য আদালত যথোপযুক্ত সময় দিবেন।

৩। ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিয়া সমন জারি ঃ এই প্রসঙ্গে যাবতীয় নিয়মাবলী ৫ আদেশের ২১ — ৩০ বিধিতে রহিয়াছে। এই বিধিগুলির বক্তব্য এই যে, সমনদানকারী আদালত দেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে বিবাদীর বাসস্থানের উপর আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে অথবা ডাকযোগে সমন প্রেরণ করিতে পারিবেন। বিবাদী কারাগারে আটক হইয়া থাকিলে কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মাধ্যমে বা ডাকযোগে সমন জারি হইতে পারে। বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করিলে এবং দেশে তাহার কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি না থাকিলে, বিবাদীর বিদেশস্থিত ঠিকানায় ডাকযোগে সমন প্রেরিত হইতে পারিবে।

বিবাদী যদি কোন সরকারী, রেলকর্মচারী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হয়, তবে সমন এবং বিবাদীকে দেওয়ার জন্য ইহার একটি নকল বিবাদীর উপর জারি করিবার অনুরোধপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বা সেই অফিসের প্রধান কর্মকর্তার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। বিবাদী যদি সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক হয়, তবে আদালতের উক্ত সমন ও উহার একটি নকল বিবাদীকে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের নিকট ডাকযোগে সমন প্রেরিত হইলে উহা বিবাদীর উপর জারি করিয়া এবং সম্ভব হইলে বিবাদীর লিখিত প্রাপ্তি স্বীকারসহ উক্ত সমন সমন জারিকারক আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন।

সমন জারি বিষয়ে আদালতের সন্দেহ হইলে আদালত *acknowledgement*-সহ বিবাদীর উপর জারির জন্য রেজিস্ট্রি পত্র যোগেও সমন দিতে পারিবেন। এই প্রকার রেজিস্ট্রি পত্র বিবাদী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় ফেরত আসিলে তাহা জারিবৎ গণ্য হইবে।

আদেশ ৬

আরজি-জবাবের সাধারণ নিয়ম

নিয়ম

১। আরজি-জবাব ঃ

আরজি-জবাব বলিতে আরজি অথবা লিখিত বিবৃতি বুঝাইবে।

ভাষ্য

আরজি-জবাব ঃ আরজি-জবাবের উদ্দেশ্য হইল, পক্ষসমূহকে তর্কিত বিষয় কি তাহা অবহিত করানো। আরজি-জবাব সম্পর্কিত নিয়মের লক্ষ্য হইল, তর্কিত বিষয়টিকে বাহুল্য কিংবা ব্যাপকতা হইতে রক্ষা করা। ইহাতে উভয় পক্ষ সঠিকভাবে জানিতে পারে যে, কখন মামলাটি বিচারাধীন হইল, কোন বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতে পারে এবং কি কি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য হইতেছে, পক্ষগণকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা। ব্যয়সংকোচন ও বিলম্ব রোধ করা বিশেষ করিয়া শুনানিকালীন উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুভার এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যয় ও কালক্ষেপণ কমাইয়া আনাও ইহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে বাদী তাহার আরজিতে মামলার যাবতীয় কারণ বর্ণনা করিবে। আরজিতে উল্লেখ নাই এমন কোন সম্ভাব্য পটভূমির উপর অভিযোগ দাঁড় করা ঠিক নহে।

বিবাদীকে তাহার লিখিত বিবৃতিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের বিবরণ দিতে হইবে। উভয় পক্ষের আরজি-জবাবের ফল যখন এইরূপ দাঁড়ায় যে, ঘটনার কোন একটি উপাদান এক পক্ষ সত্য বলিয়া বর্ণনা করে এবং অন্য পক্ষ উহাতে অস্বীকৃতি জানায় তখন দুই পক্ষের এই বিতর্কিত বিষয়কে তর্কিত তথ্য বলা হয়।

আরজি এবং জবাবের আসল উদ্দেশ্যে হইল, পক্ষগুলিকে নির্দিষ্ট ইস্যুর অধীনে আনা। এতদসংক্রান্ত নিয়মগুলির অর্থ হইল, মামলা শুরু হইবার পর তর্কিত বিষয় যাহাতে আর বাড়িতে না পারে, উহার ব্যবস্থা করা। মামলা শুরু হইবার পর যাহাতে পক্ষগুলির সংখ্যা আর বাড়িতে না পারে এবং যেই সমস্ত বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হইয়াছে সেই সমস্ত বিষয় যাহাতে পুনরায় আলোচিত হইতে না পারে তাহা প্রতিরোধ করা। প্রকৃতপক্ষে এই নিয়মগুলির আসল উদ্দেশ্য হইল, পক্ষগুলিকে নির্দিষ্ট ইস্যুতে সীমাবদ্ধ করা এবং ইহার দ্বারা মামলার খরচ ও সময় কমানো। বিশেষ করিয়া শুনানির সময় উভয় পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা সীমিত রাখা। মামলায় সিদ্ধান্তে পৌছার

জন্য বাদী যেই কারণে মামলা করিয়াছে উহার সকল ঘটনা আরজিতে উল্লেখ করিবে। যেই কারণে মামলা করা হইয়াছে সেই কারণ আরজিতে উল্লেখ করা হয় নাই, এই যুক্তিতে নূতন কারণ যোগ করা যাইবে না। এই বিষয়ে স্পষ্ট নীতি হইল, কি কারণে মামলা করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বলা। বিবাদীকেও অবশ্যই তাহার লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করিতে হইবে, কি কারণে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে। যখন এক পক্ষ কোন একটা ঘটনা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলে এবং অন্য পক্ষ ইহা অস্বীকার করে তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ইহাকে তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় বা ঘটনার ইস্যু *(issue of fact)* বলে। যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষের দরখাস্তের জবাবে আইনগত আপত্তি উত্থাপন করে, তখন ইহাকে আইনগত বিচার্য বিষয় বা আইনের ইস্যু *(issue of law)* বলে (১৪ আদেশের ১ নিয়ম দ্রষ্টব্য)। বিরোধীয় বিষয় নির্ধারণের জন্য বিচার্য বিষয় চিহ্নিত করিবার পূর্বে আদালত পক্ষগুলির বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন বা দরখাস্তের মধ্যেই পক্ষগুলির বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ; কিন্তু আরজির মধ্যে দলিলের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কোর্ট ফি-র দরখাস্ত ঃ দরখাস্তের মাধ্যমে কোর্ট ফি সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে ঐ দরখাস্তকেও আরজি-জবাব বলে *[(১৯৫১)১ মাদ্রাজ এল. জে. ৩০৮]*। কিন্তু নিঃস্ব ব্যক্তি হিসাবে মামলা করিবার আবেদন *[এআইআর ১৯৩২ লাহোর ৫৪৮]* অথবা ডিক্রি জারি চাহিয়া অনুমতিপত্র আরজি-জবাবের পর্যায়ে পড়ে না *[এআইআর ১৯২৯ অযোধ্যা ২০৪ ডিবি]*। আদালত আরজিতে উল্লেখিত বর্ণনার উপরই বেশি গুরুত্ব অর্পণ করে এবং সেই ভিত্তিতে উহা ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৬৫]*

আদেশ ৬ ঃ আরজির জবাব ঃ আরজিতে বর্ণিত বক্তব্য বিবেচনার জন্য আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে — আরজিতে বর্ণিত বিষয়ের উপর বিভিন্নভাবে আদালত উহার ক্ষমতা অনুশীলন করিতে পারে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪৬৫]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১ এবং আদেশ ১২ নিয়ম ৬ ঃ স্বীকারোক্তির আওতা ঃ স্বীকারোক্তির উপর ডিক্রির আলোচিত বিষয়বস্তুতে লিখিত আপত্তি উপস্থাপন করিলে উহা একটি মামলায় পক্ষদের আরজির জবাবের অংশবিশেষ হইবে না কিন্তু যদি সেখানে লিখিত আপত্তির উপর স্বীকৃতি থাকে, উহা স্বীকারোক্তিমূলক হইবে। আদেশ ১২ নিয়ম ৬-এর অধীনে 'অথবা অন্যভাবে এই বক্তব্যটি আদালতকে বিচারের কোন কার্যধারার মধ্যে স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা দিয়াছে এবং উহা কেবলমাত্র লিখিত জবানবন্দীতে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। লিখিত জবানবন্দী হইতে অন্যভাবে স্বীকারোক্তির উপর আইনের শর্ত অনুসারে ডিক্রি প্রদান করা হইয়া থাকে এবং রিভিশনাল বিচারকার্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয় না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

নিয়ম

২। আরজি-জবাবে বাস্তব ঘটনা বিবৃত করিতে হইবে সাক্ষ্য নহে ঃ

প্রত্যেক আরজি-জবাবে কেবলমাত্র যেই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক পক্ষ তাহার দাবি উত্থাপন বা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, সেই সমস্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করিতে হইবে, তৎসংক্রান্ত সাক্ষ্য উহাতে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন অনুসারে উহা বিভিন্ন পংক্তিতে বিভক্ত হইবে এবং পংক্তিগুলিতে ক্রমিক নং দেওয়া হইবে। তারিখ, টাকার পরিমাণ ও নম্বর অঙ্কে লিখিতে হইবে।

ভাষ্য

৬ আদেশ সাধারণভাবে আরজি-জবাব লইয়া আলোচনা করে। আদেশ ৭ ও ৮ যথাক্রমে আরজি (নালিশপত্র) এবং লিখিত বিবরণ লইয়া আলোচনা করে। নিম্নে এই আদেশে নিহিত নিয়মগুলির সার-সংক্ষেপ দেওয়া হইল ঃ

(১) আরজি-জবাবে (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) সমগ্র ঘটনা বা মামলার বর্ণনা দিতে হইবে অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য বাস্তব তথ্যাবলীর বিবরণ থাকিতে হইবে যেই তথ্যের উপর বাদী তাহার দাবির জন্য এবং বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্ভর করিবে। *[নিয়ম ২]*

(২) কেবল তথ্য বা ঘটনার বর্ণনা থাকিবে, কোন আইনের বর্ণনা নহে। যদিও বিরুদ্ধপক্ষের আরজি-জওয়াবে কোন আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে উল্লেখ থাকে, তবু ইহার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(৩) আরজি-জবাবে শুধু ঘটনার উল্লেখ থাকিবে এবং সেই ঘটনাগুলি প্রমাণের জন্য কোন প্রমাণ দিতে হইবে না। *[নিয়ম ২, ১০, ১১ ও ১২]*

(৪) আরজি-জবাবে কেবলমাত্র বাস্তব ও প্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ থাকিবে এবং অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব তথ্য বাদ দিতে হইবে। প্রতিপক্ষের আরজি-জবাবের সম্ভাব্য বিষয় কল্পনা করিয়া উহার প্রসঙ্গ টানা ঠিক নহে যাহা বাস্তবে অভিযোগে আনা হয় না। *[নিয়ম ২]*

(৫) মামলার ঘটনাসমূহ সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। *[নিয়ম ২]*

(৬) পূর্ব-ঘটনা বা নজিরের সমাবেশ থাকিলে উহাকে দোষারোপ করা যাইবে না। আজকাল প্রত্যেক আরজি-জবাবেই ঘটনা বর্ণনার সমাবেশ ও সম্পাদন কৌশল নিহিত থাকে। *[নিয়ম ৬]*

(৭) আরজি-জবাবে দলিলের পূর্ণ কিংবা কোন একটি অংশের বর্ণনা দেওয়া চলিবে না যদি উহার কোন সঠিক উল্লেখের প্রয়োজন না পড়ে। যত সংক্ষেপে সম্ভব দলিলের ফলাফল উল্লেখ করাই যথেষ্ট। *[নিয়ম ৯'*

(৮) আইন অনুকূলে থাকিবে মনে করিয়া কিংবা বিরুদ্ধ পক্ষ প্রমাণের বোঝা বহন করিবে সেই উদ্দেশ্যে কোন বাস্তব তথ্য বিষয়ে অভিযোগ তোলা ঠিক নহে।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ আরজি-জবাবের উদ্দেশ্য হইল, মামলার পক্ষদের বিতর্কের মধ্যে কতগুলি সাধারণ কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যাহাতে মামলার শুনানির দিন সহজে তাহাদের বিবাদের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং অমনিভাবে মামলার খরচ ও বিলম্ব হ্রাস করা যায় *[২২০ আইসি ৩৭৯]*। সঠিক আরজি-জবাব পাওয়া গেলে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সম্ভব। বিধিতে উল্লিখিত আরজির-জবাবের যে সমস্ত নিয়ম-নীতি বর্ণিত হইয়াছে উহার কোনরূপ বিচ্যুতি আইন বরদাস্ত করিতে পারে না। *[পিএলডি ১৯৮৩ কোয়েটা ১১৪]*

আরজি-জবাবের মধ্যে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা কখনও থাকিতে পারিবে না। যেখানে পক্ষদ্বয়ের তাহাদের প্রতিবাদীদের মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত মোকাবেলা করিতে পারিবেন না সেখানে সুবিচার বিঘ্নিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে *[এআইআর ১৯৫৩ ট্রোভ কোং ৩৫ (ডিবি)]*। তবে এই ধরনের সমস্যা এড়াইবার জন্য বাদীকে আরজি মোতাবেক যথাযথভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৩০ অল. ৩২১]*

ত্রুটিপূর্ণ আরজি-জবাব ঃ মামলার পক্ষগণ দাখিলকৃত আরজি-জবাবে কোন প্রকার ভুল করিয়া থাকিলে আদালত মামলাটি বিচারের পূর্বে ঐরূপ ভুলের সংশোধনের উপর অনড় থাকিতে পারে না *[এআইআর ১৯৪২ অল. ১৭০]*। আরজি-জবাবে এইরূপ কোন ভুলের জন্য আদালত সুবিচার প্রদান করা হইতে বারিত হইবে না *[পিএলডি ১৯৭৭ লাহোর ১৩৫৪]*। আরজি-জবাবে উত্থাপিত হয় নাই এমন কোন বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন পরে উত্থাপিত হইলে উহা ঐরূপ উত্থাপিত বলিয়া মামলাটিকে আদালত নাকচ করিয়া দিবেন না *[এআইআর ১৯৫৩ কল. ১৯৮ ডিবি]*। একইভাবে ত্রুটিপূর্ণ আরজি-জবাবের জন্য কোন মামলা আপীল স্তরে গেলেও উহা নাকচ হইবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৯৬৪]*

আরজি-জবাব কোন সাক্ষ্য নহে ঃ পক্ষদ্বয়ের আরজি-জবাব কখনও সাক্ষ্য প্রদানের স্থান দখল করিতে পারে না। কিন্তু জবাবে লিখিত বিবাদীর উক্তি যদি বাদীর কোন দাবিকে স্বীকার করে তবে সেই উক্তি মামলাতে সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোন প্রকার হইতে পারে এবং এইরূপ স্বীকৃতি নিজেই নিজের প্রমাণ বহন করে। *[পিএলডি ১৯৭৫ করাচি ৫৯৮]*

আরজি-জবাবের বর্ণনা তথ্যভিত্তিক হইতে হইবে ঃ আরজিতে অবশ্য ঘটনা উল্লেখ করিতে হইবে, ঐ ঘটনার উপর আইনকে নহে *[২২ ডিএলআর (এসসি) ৫১]*। অতএব বাদীকে কোন আইন বা কোন ধারার উপর সে মামলাটি দায়ের করিতেছে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। *[এআইআর ১৯৬৩ অল. ৫৩৫]*

দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঘটনা আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনার আইনগত ফলাফল কি হইবে তাহা উল্লেখ করিবার দরকার নাই *[১৫ ডিএলআর (এসসি) ৩১৫]*। কারণ ইহা একমাত্র আদালতের দায়িত্ব যে, উল্লিখিত ঘটনার সহিত কোন্ আইন সংশ্লিষ্ট কিংবা ইহার আইনগত ফলাফল কিরূপ হইবে *[পিএলডি ১৯৬৬ লাহোর ৫৮১]*। যেমন বাদীকে শুধু আরজিতে অগ্রক্রয়ের অধিকার দাবি করিলেই চলিবে, এই অধিকার আমাদের দেশের আইনে প্রচলিত আছে কিনা তাহা আদালতকে স্মরণ করাইয়া দিবার দরকার নাই বরং এই দায়িত্ব আদালত নিজের হইতে পালন করিবে। *[পিএলডি ১১৬৬ লাহোর ৫৮১]*

রায় ঘোষণার পূর্বে যেকোন মুহূর্তে মামলার পক্ষগণ আইন বিষয়ক কোন আবেদন তুলিতে পারে। *[এআইআর ১৯২৬ নাগ. ২৬৫]*

মৌলিক বিষয় ঃ আরজিতে যেই ঘটনার পূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যে মৌলিক ঘটনার উপর মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে সেইগুলি অবশ্যই আরজিতে থাকিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৭৭ লাহোর ১০৩৬]*। কোন পক্ষ মামলা করিবার সময় যে ঘটনাটি মৌলিক ঘটনা হিসাবে প্রতীয়মান ছিল না তাহা তাহার

আরজি বা জবাবে উল্লেখ করিতে পারিবে না *[এআইআর ১৯২৩ লাহোর ৪৭৫ ডিবি]*। এইজন্যই মামলার কারণ উদ্ভবের সমস্ত মৌলিক বিষয় আরজিতে লিপিবদ্ধ করিবার বিধান রহিয়াছে যাহাতে বিবাদী বিচারের দিন কোনভাবে বিস্মিত বা হতাশাগ্রস্ত না হয় এবং যাহাতে তাহার করণীয় সব কিছু আগাম বুঝিতে পারে *[পিএলডি ১৯৪৭ পিসি ১৮০]*। সমস্ত বা সেই সমস্ত ঘটনা যাহার উপর বাদীর মামলা উদ্ভবের কারণ এবং বিবাদী প্রতিরক্ষা নির্ভর করে সেই সমস্ত ঘটনাকে মৌলিক ঘটনা বলা হয়। *[এআইআর ১৯৩৩ নাগ. ২৯]*

আরজি বা জবাবে বাদী বা বিবাদীর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিশেষভাবে লিখিত হইবে। *[এআইআর ১৯৬৫ পাটনা ৩৯ ডিবি]*

আরজি বা জবাবে মৌলিক ঘটনার অনুপস্থিতি ঃ আরজি কিংবা জবাবে দাবি প্রতিষ্ঠিত কিংবা খর্ব করিয়া যে মৌলিক ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়, তাহার অনুপস্থিতি ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে *[১৯৮০ সিএলসি ১০৯৮]*। কোন পক্ষ আরজি বা জবাবে কোন মৌলিক ঘটনা লিপিবদ্ধ না করিলে পরবর্তীতে বিচার অনুষ্ঠানে ঐ পক্ষ ঐ বাদকৃত বিষয়ের উপর আর সাক্ষ্য দিতে পারিবে না, যদি না ঐরূপ ভ্রমাত্মক আরজি বা জবাব এই আদেশের ১৭ ধারার আওতায় সংশোধিত হইয়া থাকে *[পিএলডি ১৯৮২ এ জে এবং কে ৭২৮]*। সংশোধন ব্যতীত সাক্ষ্য দিলে উহা আদালত বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

বিকল্প বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোগ ঃ অসামঞ্জস্য পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা এবং বিকল্প প্রতিকার এই নিয়মের আওতায় দাবি করা যায় *[পিএলডি ১৯৬২ করাচি ৩৪৪]*। তবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণের জন্য ঘটনাগুলি যে সহ-অবস্থান করিতেছে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

বিকল্প প্রতিকার দাবির অধিকার একটি মামলা একটি বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করিয়া মামলার বহুতা নিবারণের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে যদিও যে ভিত্তির উপর প্রতিকার প্রার্থিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন *[এআইআর ১৯১৮ অযোধ্যা ৪৬৩]*। যেখানে কোন পক্ষ আদালতকে কোন একটি বিশেষ দাবি দেখাইয়া উহার উপর প্রতিকার লাভ করিয়াছে, পরবর্তীতে ঐ একই দাবির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অন্য কোন অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা উত্থাপন করিতে পারিবে না *[এআইআর ১৯৩৬ পাট. ১০ ডিবি]*। মামলাকারী ইচ্ছা করিয়া কোন অন্যতম বিকল্প কিংবা অসংগতিপূর্ণ অধিকার বর্জন করিলে পরবর্তীতে অধিকারের ভিত্তিতে কোন প্রতিকার দাবি করিতে পারিবে না। *[পিএলআই ১৯৬২ করাচি ৩৪৪]*

আদেশ ৬ নিয়ম ২ ঃ বর্ণনার উদ্দেশ্য হয় পক্ষগণকে নিশ্চিত ইস্যুতে আনা এবং শুনানিকালে কোন বিস্ময় ঠেকানো। *[আয়েশা খাতুন এবং অন্যান্য বনাম রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা এবং অন্যান্য ; ডিএলআর (হাঃ বিঃ) ৬৪১]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১ ও ২ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১ ঃ আরজি বা জবাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পক্ষগণের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ে নিজ নিজ দাবিতে পৌঁছায় যদি মোকদ্দমা বিচারকালে বাদী তাহার কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, মোকদ্দমা ব্যর্থ হইবে। লোকদ্দমার ভাগ্য সামগ্রিকভাবে সাক্ষ্য ও নথিপত্রের উপর নির্ভরশীল। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ২৮২]*

আদেশ ৬ নিয়ম ২ এবং আদেশ ১৮ নিয়ম ১৭ ঃ আইন আদালতকে সাক্ষী রি-কল করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। যেই সকল সাক্ষ্য ও দলিলাদি বাদীর দখলে আছে যাহা মোকদ্দমার শুনানিকালে আবশ্যক, আরজিতে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ২১৪]*

বিশেষ ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইলে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিধি, প্রার্থিত ক্ষতিপূরণ কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার একটি পূর্ণ বিবরণ আরজিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে *[এআইআর ১৯৪৯ নাগ. ৬০]*। তবে সাধারণ ক্ষতিপূরণের জন্য এই সমস্ত তথ্যাবলী আরজিতে সংযোজিত হইবার প্রয়োজন নাই। *[এআইআর ১৯৩৩ নাগ. ২৯]*

আরজি-জবাবে সাক্ষ্য বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন ঃ মামলাকারীদের তাহাদের আরজি-জবাবে স্ব-স্ব সমর্থনে সাক্ষ্য ব্যক্ত করিবার কোন বাধ্যবাধকতা এই নিয়মে নাই *[পিএলজে ১৯৮২ করাচি ৩১৭]*। আরজি-জবাবে যে সমস্ত ঘটনা মৌলিক ঘটনা প্রমাণের সাক্ষ্য হিসাবে কাজ করিবে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। *[এআইআর ১৯৫০ অল. ১০৯]*

আরজি-জবাবের সাক্ষীদের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ আরজি-জবাবের নিয়ম অনুসারে, আরজি কিংবা লিখিত জবাবে মামলার সাক্ষীদের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এই একই নিয়ম, কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে, লিখিত আপত্তি এবং দরখাস্তের বেলায় প্রযোজ্য। *[পিএলডি ১৯৬৬ ঢাকা ২১৭ ডিবি]*

ঘটনা বিবরণের পদ্ধতি ঃ আরজি বা জবাবের ভাষা ও বিবরণ পদ্ধতি যথাসম্ভব স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে *[এআইআর ১৯৩৯ র‍্যাং ১৮৯ ডিবি]*। বাদী কোন প্রথাকে অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সেই প্রথা কি ইহা সংক্ষিপ্ত ও সুসঙ্গতভাবে বর্ণনা করিবার দায়িত্ব তাহারই উপর বর্তায়। শুধু একটি প্রাচীন প্রথা রহিয়াছে। এই বর্ণনাই যথেষ্ট নহে। *[এআইআর ১৯৬৩ রাজস্থান ৯৫]*

অ-প্রার্থিত প্রতিকার প্রদান ঃ ইহা লইয়া কখনই বিতর্ক করা যায় না যে, অ-প্রার্থিত প্রতিকার প্রদানের ক্ষমতা আদালতের নাই। বাদীর মামলাটি তাহার অনুকূলে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইবার পর আদালত বাদীকে বাদী যে প্রতিকার চাহে নাই তাহাও প্রদান করিতে পারেন। তবে এই বিষয়ে আদালতকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই অ-প্রার্থিত প্রতিকার প্রদান যেন বিবাদীকে এমন কোন অনিষ্ট করে না যাহার ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

[এআইআর ১৯৬৩ উড়িষ্যা ১৫৫]

নিয়ম

৩। দরখাস্তের ফরম ঃ

দরখাস্ত লিখিবার জন্য ক-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ফরম যেইক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেইক্ষেত্রে সেই ফরম, যেইক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ধরনের অন্য কোন ফরম যথাসম্ভব অবিকল ব্যবহার করিতে হইবে।

ভাষ্য

দেওয়ানী কার্যবিধির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বিধির অধীনে যেই সমস্ত কার্য করিতে হয়, তাহা ফরমের মাধ্যমে করা যায়। ফরম থাকায় অনেক সুবিধা হয়। ফরম পাওয়া না গেলে ফরম হাতে প্রস্তুত করা যায়।

নিয়ম

৪। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বর্ণনা দান করিতে হইবে ঃ

যেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষ কোন ভ্রান্ত বিবরণ, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, স্বেচ্ছাকৃত খেলাপ অথবা অবাঞ্ছিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে উপরোক্ত ফরমসমূহে প্রদর্শিত বিবরণ ব্যতীত আরও অধিক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তারিখ ও দফা উল্লেখ করিয়া উহা বিবৃত করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিশেষ বিবরণের উদ্দেশ্য (Object of particulars) ঃ আরজি-জবাব সংক্ষিপ্ত ও সেই সাথে সঠিক হইতে হইবে। যেহেতু এইখানে বর্ণিত একাধিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া প্রতি তথ্যের পৃথক পৃথক জবাব দিতে হয়, সেইহেতু সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিবরণ আরজিতে থাকিতে হইবে। আরজিতে পর্যাপ্ত তথ্যের বলিষ্ঠ বর্ণনা থাকিলে এবং তাহাতে যুক্তিযুক্ত যথার্থতার সহিত উত্থাপিত দাবিটির নির্দেশ থাকিলে, এমতাবস্থায় মামলাটি কোন অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্যের বা অবহেলার কারণে অসফল পরিণতি পাইতে পারে। মোকদ্দমায় সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রমাণ থাকিলে এবং চক্রান্তের কোন বিশেষ বিবরণ না থাকিলেও তাহাতে এই আদেশের কোন লংঘন হইবে না। আরজি-জবাবে এই পক্ষের বর্ণিত তথ্য যথাযথ না হইলে অপর পক্ষ পরবর্তী নিয়মে আরও সুষ্ঠু তথ্যের জন্য আবেদন করিতে পারে। বিশেষ বিবরণ দানের উদ্দেশ্যেই অপর পক্ষকে জানানো যে কিরূপ মোকদ্দমার বিচারমুখী সে হইতেছে এবং বিবাদের কারণগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান, এইগুলির বিস্তৃতি কমাইয়া আনা। সর্বোপরি ইহা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার হইতে রক্ষা করে।

বিশেষ বিবরণ আরজি-জবাবের পরিপূরক। অন্যথায় আরজি-জবাব দ্ব্যর্থক ও সাধারণ হইয়া পড়িবে। এই বিবরণ মামলার কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নোটিস দিয়া সুবিচারকে নিশ্চিত করে। কি কি বিবরণ দিতে হইবে তাহা প্রত্যেক মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করিবে। সাধারণভাবে ইহা ও কার্যধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতখানি যুক্তিযুক্ত ততখানি নিশ্চয়তা ও বিশেষ বর্ণনা দিয়া থাকে।

প্রযোজ্যতা ঃ প্রতারণা, ঘটনার ভ্রান্ত বিবরণ, অন্যায় প্রভাব খাটানো ইত্যাদি যখন বৈষয়িক ঘটনা হিসাবে অভিযোগ করা হয়, তখন এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়, যেমন প্রতারণাপূর্ণ ইচ্ছা ইত্যাদি। সেখানে এই ধারার ১০ নিয়ম কার্যকরী হইবে। *[এআইআর ১৯৫১ বোম্বে ৭২ ডিবি]*

প্রতারণা ঃ প্রতারণার ভিত্তিতে কোন মামলায় প্রতারণার অভিযোগটি অবশ্যই বিশেষভাবে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইতে হইবে *[১৪ ডিএলআর ৬২৯ ডিবি]*। প্রতারণার অভিযোগ সত্যিই করা হইয়াছে কিনা তাহা বাহির করিবার জন্য আরজি ব্যতীতও সাক্ষ্য এবং পত্র ব্যবহার বিবেচনা করা যাইতে পারে *[এআইআর ১৯৬৩ কল. ৪০৩ ডিবি]*। প্রতারণার অভিযোগ বিশেষ বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত না হইলে আদালত উহা নজরে আনিতে বাধ্য নহেন।

[পিএলডি ১৯৭৭ এসসি ৭৫]

আরজি বা জবাবে প্রতারণার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অবশ্যই উহার বিশেষ বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে। এক ধরনের প্রতারণার অভিযোগ দিয়া আর এক ধরনের প্রতারণা প্রমাণ করা যায় না।

[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এডি) ৭৮]

প্রতারণার অভিযোগ এবং প্রমাণ দুইটিই বিশেষভাবে করিতে হইবে, প্রতারণা প্রমাণ করিবার জন্য উহার সাধারণ বর্ণনা যথেষ্ট নহে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ১৬]*

মামলার কোন পক্ষ প্রতারণার অভিযোগ আনিলে তাহাকে অবশ্যই ঐ প্রতারণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশদ বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতারণা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ৪৮৭]

জালিয়াতি ঃ প্রতারণার মত জালিয়াতির ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। জালিয়াতির ওজর প্রমাণের জন্যও উহার বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্ত করিতে হইবে। যাহার বিরুদ্ধে জালিয়াতি প্রমাণ করিতে হইবে তাহাকে যথেষ্টভাবে উহা জানিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই এই বিবরণের উদ্দেশ্যে।

[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১৭৮]

আদেশ ৬ নিয়ম ৪ ঃ বিবাদীর উপর মোটেই সমন জারি করা হয় নাই বা রেকর্ডদৃষ্টে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সরকার উপস্থিত হয়েছেন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এমতাবস্থায় বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বিবাদীকে যথেষ্ট কারণ মূলে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। আদালতে উপস্থিত হইতে যখন ১৯৭৪ সনের ৩২৩ নং মোকদ্দমা বিচারের বা শুনানির উদ্দেশ্যে ডাকা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা সঠিকভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিবাদীকে যথেষ্ট কার্যকারণ দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যখন ১৯৭৪ সনের ৩১৯ নং মোকদ্দমা শুনানির জন্য ডাকা হয়। অধিকন্তু এটা সঠিকভাবেই বলা যায় যে, প্রতারণা বা পারস্পরিক যোগসূত্রের মাধ্যমেই একতরফা ডিক্রি হাসিল করা হইয়াছে যে কারণে ডিক্রিটি বাতিলযোগ্য।

[বাংলাদেশ বনাম সিরাজুল হক এবং অন্যান্য ; ১১ বিএলসি (হা.বি.) ৭১৪]

ঘটনার ভ্রান্ত বিবরণ ঃ ঘটনার ভ্রান্ত বিবরণের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উত্থাপনকারীকে প্রতিটি ভ্রান্ত বিবরণের তারিখ, উহা মৌখিক না লিখিতভাবে করা হইয়াছে তাহা এবং মৌখিকভাবে করা হইলে কোন অনুষ্ঠানে করা হইয়াছে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আরজি বা জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৭৭ এসসি ৭৫]*। জবাবে আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও বাদী অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিলে আদালত বিষয়টি এড়াইয়া যাইতে পারিবেন। *[এআইআর ১৯৬৩ এমপি ৩৭ ডিবি]*

চাপ প্রয়োগ বা অবৈধ প্রভাব খাটানো ঃ চাপ প্রয়োগ কিংবা অবৈধ প্রভাব খাটানোর অভিযোগের সাধারণ **বর্ণনা ঐ অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট নহে *[এআইআর ১৯৫৮ পাঞ্জাব ১৯]*। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান না করা পর্যন্ত আদালত উহার কোনরূপ অনুসন্ধান করিবেন না *[এআইআর ১৯৬৫ করাচি ১৮৯]*। চাপ প্রয়োগ বা অবৈধ প্রভাব খাটানোর অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য আরজি-জবাবের বর্ণনা যথেষ্ট না হইলে আদালত বিচার অনুষ্ঠানের পূর্বে উহার যথেষ্ট বর্ণনা তলব করিতে পারেন।** *[এআইআর ১৮৬৩ এসসি ১২৭৯]*

বিবিধ মোকদ্দমা ঃ ৩২ আদেশের ৭ নিয়মের শর্তাবলী পূরণ না করার জন্য কোন নাবালক বাদী ডিক্রি দ্বারা বাধ্য নহে এই আপত্তিও বিশেষ বিবরণী সংযুক্ত হইতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬২ পাটনা ১৮২ ডিবি]*

বেনামীর অথবা মুখাধিকারের আবেদন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে ইহার জন্য আরজি-জবাবে ঐরূপ বেনামী বা সুখাধিকারের সহিত জড়িত সকল ঘটনাকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫৬ ভূপাল ৪১]*

অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ওজর বা আবেদন ঃ আদালত কোন কাজ বা সিদ্ধান্ত অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া করিয়াছেন এই ওজর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ওজরকারীকে অবশ্যই তাহা যে কিভাবে অনুমান করিয়াছে তাহার ঘটনা আরজি বা জবাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন। কারণ ঐরূপ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন কারণে প্রণীত হইতে পারে, যেমন সিদ্ধান্ত প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট আইনের শর্তাবলী সঠিকভাবে খেয়াল বা উপলব্ধি করেন নাই।

[পিএলডি ১৯৬১ ডব্লিউপি (লাহোর) ৮৪২ (এফবি)]

চুক্তি ঃ চুক্তি আইনের ৬৫ ধারার আওতায় কোন আবেদন অবশ্যই বিশেষভাবে দাখিল করিতে হইবে। যদি মামলার কারণ উদ্ভবের কারণ যথাযথ এবং পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত না হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত মামলা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে চুক্তি আইনের ৬৫ ধারা এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মহৎপ্রণীত চুক্তি আইনে ভাষ্য হইতে উক্ত ধারাটি এই সবিস্তারে সংযুক্ত হইল ঃ

মূল ধারার অনুবাদ

৬৫। যেই ব্যক্তি কোন বাতিল সম্মতি বা চুক্তির অধীন এমন কোন সুবিধা লাভ করেন যাহা বাতিল হইয়া যায় সেই ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা।— যখন কোন সম্মতি বাতিল হইবে বলিয়া প্রকাশ পায়, অথবা কোন চুক্তি বাতিল হয়, তখন উক্ত সম্মতি বা চুক্তি অনুযায়ী যে ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কোন সুবিধা লাভ করেন, তিনি সেই ব্যক্তিকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকেন।

উদাহরণ

(ক) 'খ'-কে 'ক' তাঁহার কন্যা 'গ'-কে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারের পণস্বরূপ এক হাজার টাকা প্রদান করেন। অঙ্গীকারের সময়ে 'গ' মৃত। সম্মতিটি বাতিল এবং 'খ' উক্ত এক হাজার টাকা 'ক'-কে অবশ্যই ফেরত দিবেন।

(খ) 'ক' ১লা মে তারিখের পূর্বে 'খ'-কে দুইশত পঞ্চাশ মণ চাউল অর্পণের জন্য তাঁহার সহিত চুক্তি করেন। উক্ত তারিখের পূর্বে 'ক' মাত্র একশত ত্রিশ মণ চাউল অর্পণ করেন, পরে আর অর্পণ করেন না। 'খ' ১লা মে তারিখের পরে উক্ত চাউল রাখিয়া দেন। তিনি উহার জন্য 'ক'-কে অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকেন।

(গ) 'ক' নাম্নী কোন গায়িকা 'খ' নামক কোন থিয়েটার পরিচালকের থিয়েটারে পরবর্তী দুই মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে দুই রাত্র গান গাহিবার জন্য তাঁহার সহিত চুক্তি করেন এবং 'খ' প্রতি রাত্রে উক্ত সাক্ষাতের জন্য তাহাকে একশত টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া সম্মত হন। 'ক' ইচ্ছাকৃতভাবে ষষ্ঠ রাত্রে থিয়েটারে অনুপস্থিত থাকেন এবং উহার ফলে 'খ' চুক্তিটি বাতিল করেন। 'ক' যে পাঁচ রাত্র 'খ'-এর থিয়েটারে গান গাহিয়াছিলেন সেজন্য 'খ' অবশ্যই তাঁহাকে অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(ঘ) 'খ'-এর জন্য 'ক' একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে এক হাজার টাকার বিনিময়ে গান গাহিবার জন্য চুক্তি করেন। গান গাহিবার জন্য তাহাকে ঐ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। 'ক' এমন পীড়িত হইয়া পড়েন যে, গান গাহিতে পারেন না। 'ক' গান গাহিতে অসমর্থ হইলে 'খ'-এর যে লাভ হইত সেই লাভের স্থলে ক্ষতির জন্য 'খ'-কে 'ক' কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকেন না, কিন্তু প্রদত্ত অগ্রিম এক হাজার টাকা 'খ'-কে অবশ্যই ফেরত দিবেন।

প্রসঙ্গ ও বিষয় ঃ পূর্বের ধারায় (৬৪ ধারায়) বাতিলযোগ্য চুক্তি বাতিল হইলে তাহার যে প্রতিক্রিয়া হয় তৎসম্পর্কে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান ধারায় যে চুক্তি বাতিল, সেই চুক্তির ভিত্তিমূলে কোন সুবিধা কোন পক্ষ লাভ করিয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে বিধানে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ধারায় বলা হইয়াছে, চুক্তি যদি বাতিল বলিয়া আবিষ্কৃত হয় বা বাতিল করা হয় তবে ঐ চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন পক্ষ কোন সুবিধা পাইয়া থাকেন, তবে তিনি যাহার নিকট হইতে উহা পাইয়াছেন তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য অথবা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

সাধারণ বিশ্লেষণ ঃ চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কিছু দিয়া থাকিলে এবং অবশেষে চুক্তি নষ্ট হইয়া গেলে চুক্তির সুবিধাগ্রহীতা সুবিধাদাতাকে প্রদত্ত বস্তু ফেরত দিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কিনা তাহা নির্ভর করে চুক্তির চরিত্রের উপর। চুক্তি যদি শুরু হইতেই সকল পক্ষের জ্ঞান ও অবগতি মতে বাতিল হয়, তবে এই ধারায় গ্রহীতা গৃহীত বস্তু ফেরত দিতে বাধ্য নহেন। কারণ, যে চুক্তি শুরু হইতেই সকল পক্ষের অবগতি মতে বাতিল তাহা চুক্তিই নহে। কিন্তু চুক্তি বাতিল, ইহা যদি পরে প্রকাশ পায় কিংবা পরে বাতিল হয় তবে গ্রহীতা গৃহীত বস্তু ফেরত দিতে বা তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। যেমন ঃ

(ক) চুক্তির পক্ষগণ বা কোন পক্ষ যদি চুক্তি করিবার অযোগ্য হন তবে চুক্তি বাতিল। [১০, ১১ ধারা]

(খ) চুক্তির উভয় পক্ষ চুক্তির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্তির মধ্যে পড়িলে বা থাকিলে চুক্তি বাতিল। [২০ ধারা]

(গ) চুক্তির পণ বা উদ্দেশ্য বেআইনী হইলে চুক্তি বাতিল। [২৩ ধারা]

(ঘ) চুক্তির পণের কোন অংশ বেআইনী হইলে চুক্তি বাতিল। [১৪ ধারা]

(ঙ) বিনা পণে চুক্তি হইলে তাহা বাতিল। [২৫ ধারা]

(চ) বিবাহ নিরোধক চুক্তি বাতিল। [২৬ ধারা]

(ছ) পেশা বা বাণিজ্য সীমিতকরণের চুক্তি বাতিল। [২৭ ধারা]

(জ) অধিকার বলবত করিবার পথে বাধা সৃষ্টিকারী চুক্তি বাতিল। [২৮ ধারা]

(ঝ) চুক্তি অর্থ যেখানে অস্পষ্ট তাহা বাতিল। [৩০ ধারা]

(ঞ) চুক্তি যেখানে বাজিভিত্তিক সেখানে উহা বাতিল। [৩০ ধারা]

(ট) চুক্তির অঙ্গীকার প্রতিপালন অসম্ভব বা বেআইনী হইলে তাহা বাতিল। [৫৬ ধারা]

(ঠ) আলোচ্য আইন বা যেকোন আইন যে চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করে তাহা বাতিল।

চুক্তির অযোগ্যতা ঃ ইহা দুই প্রকারের হইতে পারে ঃ

(ক) চুক্তির কোন পক্ষ এমন অযোগ্যতায় ভুগিতে পারেন যে, সেজন্য তাহারা কোন চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। নাবালক এবং বিকৃতমস্তিষ্ক লোক এই প্রকার অযোগ্যতার আওতায় পড়ে।

(খ) চুক্তির পক্ষগণ বা কোন এক পক্ষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চুক্তি করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন। যাহারা কোর্ট অব ওয়ার্ড-এর আওতাধীন তাহারা এই শ্রেণীতে পড়েন।

আইন দ্বারা ঘোষিত বাতিল চুক্তি ঃ যেক্ষেত্রে কোন আইন —

(ক) কোন বিশেষ চুক্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, অথবা

(খ) কোন বিশেষ চুক্তি সম্পাদন বা প্রতিপালনকে অপরাধযোগ্য ঘোষণা করে,

সেইক্ষেত্রে ঐ চুক্তিসমূহ কোন পক্ষই বলবত করিতে পারেন না এবং আদালতও এই চুক্তি কার্যকর করিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন না।

কোম্পানী বা কর্পোরেশন বা অন্য প্রকার গণসংস্থার পক্ষ হইতে কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর প্রতি সতর্ক নজর রাখিতে হইবে ঃ

(ক) যে বিষয়ে চুক্তি করা হইতেছে, সেই বিষয়ে চুক্তি করিবার জন্য কোম্পানী, কর্পোরেশন বা গণসংস্থার আইনভিত্তিক কার্যকরী পরিষদের যথাযথভাবে গৃহীত প্রস্তাব থাকিতে হইবে এবং যে শর্তে সীমার মধ্যে চুক্তি করিবার নির্দেশ প্রস্তাবের মধ্যে গৃহীত হইবে, চুক্তি তাহার বাহিরে যাইতে পারিবে না।

(খ) যাহারা কোম্পানী, কর্পোরেশন বা গণসংস্থার পক্ষ হইতে চুক্তি করিবেন, তাহারা উহা করিবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

অসম্ভবতার কারণে প্রত্যর্পণ ঃ চুক্তি বাতিল হইলে যে ব্যক্তি কাহারো নিকট হইতে সুবিধা লাভ করেন তিনি সেই ব্যক্তিকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। অসম্ভবতার কারণে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের দাবি আইনসিদ্ধ ঃ

(ক) চুক্তির কোন পক্ষ যখন তাহার অঙ্গীকার পালন করিতে ব্যর্থ হয় এবং এই জিগির তোলে যে তাহার পক্ষে উহার প্রতিপালন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার নিকট অপর পক্ষ প্রত্যর্পণ দাবি করিতে পারেন।

(খ) অসম্ভবতার কারণে চুক্তি ব্যর্থ না হইলে এবং উহার দ্বারা অঙ্গীকারকারীর দায়মুক্তি না ঘটিলে প্রত্যর্পণের দাবি আইনে চলিতে পারে।

আলোচ্য ধারার অপপ্রয়োগ ঃ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই ধারার প্রয়োগ চলে না ঃ

(ক) বিধিবদ্ধ আইনে যে চুক্তি অবৈধ সেই চুক্তি এই ধারার আওতায় আসে না। যখন কোন চুক্তি বাতিল হইবে বলিয়া প্রকাশ পায় বা পরে বাতিল হয় সেই সমস্ত চুক্তি এই ধারার আওতায় আসে। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোক দেশের প্রচলিত সব আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ইহা ধরিয়া নেওয়া হয়। যে চুক্তি বিধিবদ্ধ আইনে অবৈধ সেই চুক্তির অবৈধতা সম্পর্কে পক্ষগণের জ্ঞান থাকিবার কথা। তাই এই প্রকার চুক্তির আদান-প্রদান প্রত্যর্পণযোগ্য নহে।

(খ) পক্ষগণ যে চুক্তিতে সকল কিছু জানিয়া, শুনিয়া এবং বুঝিয়া, প্রবিষ্ট হন, সেই চুক্তিতে এই ধারা প্রযুক্ত হয় না। এই চুক্তিতে পক্ষবৃন্দ জানেন যে, ইহা বেআইনী এবং অকার্যকর। তবুও যখন তাহারা এই চুক্তি করেন তখন আইন তাহাদের কোন পক্ষকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় না।

আলোচ্য ধারার প্রয়োগ ঃ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রয়োগ করা চলে ঃ

(ক) এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বরাবরে একটি সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন। আইনের দৃষ্টিতে এই হস্তান্তর অবৈধ। কিন্তু হস্তান্তরকারী হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিলেন। এমতাবস্থায় অবৈধতার অজুহাতে হস্তান্তরকারী হস্তান্তরগ্রহীতাকে ঐ সম্পত্তি হইতে অর্থ ফেরত না দিয়া, তাড়াইয়া দিতে পারেন না।

(খ) একটি বাতিল চুক্তির সমগ্র অঙ্গীকার পক্ষবৃন্দ প্রতিপালন করিলেন। এমতাবস্থায় এক পক্ষ, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ফেরত না দিয়া অপর পক্ষকে প্রত্যর্পণে বাধ্য করিতে পারেন না।

(গ) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তর রদ করা হইল। এমতাবস্থায় হস্তান্তরকারী হস্তান্তরগ্রহীতাকে অর্থ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।

(ঘ) যৌথ পরিবারের এক ব্যক্তি, বিনা আইনগত আবশ্যকতায় পারিবারিক গৃহ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ক্রেতা ঐ গৃহে বহু অর্থ ব্যয়ে উন্নতি সাধন করিলেন। পরে ঐ বিক্রয় আদালত রদ করিয়া দিলেন। দখল প্রত্যর্পণ করিবার পূর্বে ক্রেতা তাহার ব্যয়িত টাকার দাবি জানাইতে পারেন।

(ঙ) 'ক'-এর একখানি জমি আছে। তিনি উহা 'খ'-এর নিকট বিক্রয় করিলেন। এই বিক্রয়ের কথা জানিতে না দিয়া তিনি ঐ জমি 'গ'-এর নিকট বিক্রয় করিলেন। 'গ' সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার সহিত 'ক'-এর চুক্তি বাতিল করিতে বলেন এবং 'ক'-এর নিকট প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণের দাবি জানাইতে পারেন।

(চ) একটি বিদেশী কোম্পানী বাংলাদেশের এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু মাল ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন এবং সেই ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা জামানত রাখিলেন। ঐ দেশের সহিত বাংলাদেশের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। সুতরাং বিদেশী কোম্পানী আর মাল লইতে পারিলেন না। ঐ ব্যক্তি তখন লোকসান দিয়া তাহার মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধের কারণে চুক্তিটি বাতিল হইয়া গেল কিন্তু বিদেশী কোম্পানী যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা ফেরত পাইবার হকদার।

(ছ) বাদী বিবাদীর গুদাম ভাড়া করিলেন। ভাড়ার চুক্তি এক বৎসরের জন্য করা হইল এবং এক বৎসর পূর্ণ ভাড়া বিবাদীকে বাদী দিয়া দিলেন। তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুদামটি আগুনে পুড়িয়া গেল। বাদী বিবাদীর নিকট হইতে নয় মাসের ভাড়া ফিরিয়া পাইতে দাবি করিতে পারেন।

(জ) বাদী বিবাদীর একটি জমি খরিদ করিবার চুক্তি করিয়া তাহাকে এক হাজার টাকা দিলেন। বাদী ঐ জমি তাহার বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কিনিয়াছিলেন। যে এলাকায় ঐ জমিখানি অবস্থিত সে এলাকায় সরকার গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এমতাবস্থায় বাদী তাহার টাকা ফেরত পাইবার অধিকারী।

সুবিধা লাভ ঃ পরবর্তীকালে বাতিলকৃত চুক্তিমূলে যে ব্যক্তি কোন সুবিধা লাভ করেন তিনি যাহার হইতে উহা লাভ করিয়াছেন তাহাকে ঐ সুবিধা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। অন্যথায় তিনি ক্ষতিপূরণ দিবেন।

যেক্ষেত্রে কোন সুবিধা লাভ হয় নাই

(ক) বাদীর পুত্রের সহিত বিবাদীর ভাইজির বিবাহের চুক্তি হইল। বাদী পাত্রীকে কিছু অলঙ্কার দিলেন। বিবাহের চুক্তি ভুক্তি হইয়া গেল। বাদী এই অলঙ্কার ফেরত পাইতে হকদার নহেন। কারণ বিবাদী আইনতঃ কোন সুবিধা লাভ করেন নাই।

(খ) 'ক' মামলা করিলেন যে, তাহার মা কর্তৃক সম্পত্তি বিক্রয় অবৈধ। এই মামলায় তিনি বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি পাইলেন। বিবাদী 'ক' এই দাবি করিলেন যে 'ক' যখন টাকা ফেরত দিবেন, তখন তিনি জমি ফেরত দিবেন। বিবাদীর এই দাবি অচল কারণ 'ক' বিবাদী হইতে কোন সুবিধা পান নাই, সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহার মাতা।

(গ) যত সময় পর্যন্ত চুক্তি কার্যকরী ছিল তত সময়ের মধ্যে যে সুবিধার লেনদেন হইয়াছিল, শুধুমাত্র তাহাই সুবিধার আওতায় আসে ; অন্য কিছু নহে।

যেক্ষেত্রে সুবিধা লাভ হইয়াছে

(ক) বায়নার টাকা সুবিধার পর্যায়ে পড়ে। চুক্তি মূল্যে বায়নার টাকা দেওয়া হইল। চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেলে বায়নার টাকা ফেরত দাবি করা যায়।

(খ) বিবাদীর নিকট হইতে বাদী কিছু পণ ক্রয় করিলেন। ঐ পণ্য লুণ্ঠিত মাল গণ্যে পুলিশ লইয়া গেল। বাদী তাহার প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার।

ক্ষতিপূরণ ঃ চুক্তিমূল্যে এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে কোন সুবিধা লাভ করিয়া থাকিলে এবং অতঃপর চুক্তি বাতিল হইয়া গেলে, লাভগ্রহীতা লাভদাতাকে উক্ত লাভ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। ঐ লাভ যদি এমন প্রকৃতির হয় যে, তাহা শারীরিকভাবে প্রত্যর্পণ করা সম্ভব নহে সেক্ষেত্রে লাভদাতাকে লাভগ্রহীতা সমপরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিবেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত লাভগ্রহীতা উক্ত লাভকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে না।

সুবিধা লাভ ও ক্ষতিপূরণের অধিকার ঃ ক্ষতিপূরণ বা সুবিধা প্রত্যর্পণ তখনই প্রদেয় হয় যখন —

(ক) চুক্তি পরবর্তীকালে বাতিল হয়, এবং
(খ) চুক্তির অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অপ্রতিপালিত থাকিয়া যায়, এবং
(গ) দাবিদার এমন কোন দোষ করেন নাই যাহার দ্বারা তাহার অধিকার নষ্ট নহে, এবং
(ঘ) চুক্তি অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত না হয়, এবং
(ঙ) চুক্তি এমন বস্তু সম্পর্কে হয় যাহা পক্ষবৃন্দের অধিকারভুক্ত।

সরকারের সহিত চুক্তি ঃ সরকারের সহিত চুক্তির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমেই চুক্তি সম্পর্কীয় সাংবিধানিক বিধানাবলীর সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি অনুচ্ছেদ বর্তমান। ১৪৪, ১৪৫, ৪৮ (৩) এবং ৫৫ (২) অনুচ্ছেদে সরকারের চুক্তি করিবার অধিকারের বিধানাবলী বিবৃত। এই অনুচ্ছেদগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয় হস্তান্তর, বন্ধক দান ও বিলি ব্যবস্থা, যেকোন কারবার বা ব্যবসায় চালান এবং যেকোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি প্রণীত সমস্ত চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেইরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবে না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথা কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

৪৮। (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার জন্য সমস্ত দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবে না।

৫৫। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

সরকারের সহিত চুক্তিতে আনুষ্ঠানিকতা ঃ সরকারের সহিত চুক্তি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হয় ঃ

(ক) ইহা রাষ্ট্রপতির নামে প্রকাশিত হয়,

(খ) ইহা লিখিত হয়,

(গ) ইহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়,

(ঘ) যিনি চুক্তির দলিল সম্পাদন করেন তিনি সরকারের পক্ষেই ইহা করেন,

(ঙ) যিনি সরকারের পক্ষে চুক্তির দলিল সম্পাদন করেন তিনি উক্ত কাজ করিবার জন্য প্রচলিত রুল বা বিধি মানিয়া চলেন।

পদপ্রদর্শক নজির ঃ আলোচ্য আইনের ২৩ এবং ২৪ ধারা অনুযায়ী যে চুক্তি গোড়াতেই বাতিল *(void abinitio)* সেই চুক্তির ব্যাপারে বর্তমান ধারার কোন প্রয়োগ নাই। ৬৫ ধারায় সেই সমস্ত চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, যাহা পরবর্তীকালে বাতিল হয় বা বাতিল বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। ঐ সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ ৬৫ ধারায় বর্ণিত চুক্তির মাধ্যমে কেহ কোন সুবিধা পাইয়া থাকিলে তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বা সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিন্তু ২৩ ও ২৪ ধারা অনুযায়ী যে চুক্তি বাতিল, সে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

৬৫ ধারা প্রয়োগ হইলেও নিষ্পন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল। চুক্তির মাধ্যমে অন্যায় কাজ করা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে এবং টাকা-পয়সার আদান-প্রদান চুকিয়া গেলে, উহা প্রত্যর্পণের দায়িত্ব কাহারো উপর থাকে না। দুই পক্ষই যেখানে সমভাবে দোষী, সেখানে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠে না। চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে ক্ষেত্রবিশেষে এক পক্ষ তাহার অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিয়া লইবার অধিকার রাখেন এবং সেই অবস্থায় সেই পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে তাহার প্রদত্ত অর্থ উদ্ধার করিবার সার্থক দাবি করিতে পারেন। *[ডিএলআর ১]*

উৎপাত ঃ কোন পাবলিক উৎপাতের মামলাতে যদি বিশেষ ক্ষতি প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে তাহা হইলে আরজিতে অবশ্যই ক্ষতিপূরণের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে। *[এআইআর ১৯২৬ কল .৫৪৯ (ডিবি)]*

দখল পুনরুদ্ধার ঃ কোন জমির দখল পুনরুদ্ধারের মামলাতে বাদীকে তাহার স্বত্বের প্রকৃতি ও পূর্ণ বর্ণনা দিতে হইবে। তাহাকে উহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ জমিতে তাহার আশু দখল পাইবার অধিকার রহিয়াছে *[২১ মাদ্রাজ ২৮৮ ডিবি]*। যেখানে বিবাদী সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩-ক সুযোগ লাভ করিতে চাহিতেছে সেখানে তাহাকে এই কথা বলিবার দরকার নাই যে, সে চুক্তিতে নিহিত বাধ্যবাধকতায় তাহার অংশ পালন করিবার জন্য রাজী ও প্রস্তুত রহিয়াছে। *[এআইআর ১৯৫৬ মাদ্রাজ ৬৯৩]*

আত্মরক্ষার বিবরণ ঃ বিবাদীও এই নিয়মের আওতায় পড়িয়াছে এবং তাহাকেও ঘটনার পূর্ণ বিবরণসহ তাহার আপত্তি বা অভিযোগ জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে, যাহার উপর সে তাহার আত্মরক্ষার্থে নির্ভর করিতে চায়। *[এআইআর ১৯৫৬ ভূপাল ৪১]*

আরজির জবাবে যখন মিথ্যা বর্ণিত হয় ঃ প্রতারণা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইতে হইবে। এক ধরনের প্রতারণা সংঘটিত হইলে অন্য ধরনের প্রতারণা প্রমাণ করা যায় না। আরজি-জবাবের নিয়ম যখন প্রতারণা চার্জ হইয়া থাকে, তখন প্রতারণা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। সাধারণ অভিযোগসমূহ অপর্যাপ্ত এবং প্রতারণার চার্জ অবশ্যই বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করিতে হইবে এবং যখন এক ধরনের প্রতারণা চার্জ করা হইয়া থাকে তখন অন্য ধরনের প্রতারণা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না প্রমাণের অভাবে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এডি) ৭৮]*

নিয়ম

৫। অতিরিক্ত ও শ্রেয়তার বিবৃতি বা বর্ণনা ঃ

সমস্ত মামলার খরচ ও অন্যান্য বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত শর্তসাপেক্ষে দাবি বা আত্মপক্ষ সমর্থন সম্পর্কে অতিরিক্ত ও শ্রেয়তর বিবৃতি দানের অথবা দরখাস্তে বর্ণিত কোন বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত শ্রেয়তার বর্ণনা দানের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

ভাষ্য

বিশেষ বিবরণ দানের উদ্দেশ্য হইতেছে, অবগত করানো এবং বিচার চলাকালীন কেবল বর্ণিত ঘটনার মধ্যেই তদন্ত সীমিত রাখা। এই নিয়মে এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট হইতে আরও সন্তোষজনক তথ্য চাহিয়া দরখাস্ত করিতে পারে।

কখন দরখাস্ত করিতে হইবে ঃ সাধারণতঃ বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের আগে যুক্তিসঙ্গত ত্বরিত গতিতে বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

উদঘাটন ঃ বিবাদী বিশেষ বিবরণ বা তথ্যের জন্য আবেদন করিলে প্রায়ই প্রশ্ন উঠে যে, বাদী বিবাদীকে তথ্য উদঘাটনের পূর্বে না পরে তথ্যাদি সরবরাহ করিবে। এইখানে দুইটি শর্ত থাকিবে ঃ (ক) যে তথ্যটি আসলেই অপর পক্ষের জানা প্রয়োজন, (খ) মামলার হানিকর কোন অশুভ প্রচেষ্টা তাহাতে নাই।

অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর বিবরণ ঃ মামলার পক্ষগণ পরিষ্কার, পরিপূর্ণ এবং নির্দিষ্টভাবে আরজি বা জবাবে বিবরণ দিতেছে কিনা তাহা তদারক করিবার দায়িত্ব আদালতের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। কি ধরনের মামলা পক্ষগণ চ্যালেঞ্জ করিতে যাইতেছে উহার অবহিতকরণই এই নিয়মের উদ্দেশ্য।

[এআইআর ১৯৪১ অযোধ্যা ৪৫৭ ডিবি]

আরজি বা জবাব যথাযথ এবং নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া না থাকিলে আদালত মামলাটি নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন না বরং আরজি বা জবাবের এই অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য আদালত বাদীকে আরজি সংশোধনের নির্দেশ দিবেন *[এআইআর ১৯৩১ কল. ৬৫৯ ডিবি]* অথবা দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। *[অল ১৯৩৯ লাহোর ৩৮৬]*

কোন ব্যক্তির বিশেষ বিবরণী তাহার অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিচারকারী আদালতে দাখিল না করিয়া থাকিলে পরবর্তীতে উহা আপীল আদালতে উথাপন করা যাইবে না। বিচার আদালতের ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধক নীতি হিসাবে কাজ করিবে। *[এআইআর ১৯২০ পাট. ডিবি]*

আদেশ প্রেরণের পরে বিবরণ প্রদানের ব্যর্থতা ঃ বিশেষ বিবরণী প্রদানের আদেশ পাইবার পরও যদি উহা দাখিল করা না হয় তাহা হইলে— (১) বাদীর ক্ষেত্রে, তাহার মামলাটি স্থগিত হইয়া যাইবে এবং (২) বিবাদীর ক্ষেত্রে তাহার আত্মরক্ষার সুযোগটি বাদ হইবে *[এআইআর ১৯২৪ অল. ১৭]*। বাদী যদি আদালতের আদেশ অমান্য করে তাহা হইলে তাহার মামলাটি আদালত খারিজ করিয়া দিবে। *[এআইআর ১৯৫৮ উড়িষ্যা ১১১]*

মামলায় যেই পক্ষ পরিপূর্ণ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হইয়াছে আদালত কেবল তাহাকেই পুনর্বার ও অপেক্ষাকৃত ভাল বিবরণ দিবার আদেশ করিবেন এবং এই আদেশ অমান্যকারী মামলা খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

[এআইআর ১৯৬৪ কল. ৩২০]

নিয়ম

৬। পূর্বশর্ত ঃ

যেই পূর্বশর্ত পালন বা সংঘটন সম্পর্কে বাদী বা বিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক, দরখাস্তে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। এতদসাপেক্ষে, বাদী বা বিবাদী স্বীয় স্বার্থে কোন পূর্বশর্ত পালন বা সংঘটন এড়াইতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দরখাস্তে স্বতঃই তাহা প্রকাশ পাইবে।

ভাষ্য

কোন পক্ষ পূর্বশর্ত বা সংঘটন সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিলে, আরজি-জবাবে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। শুধু 'ব্যক্ত অবস্থা' নিহিত থাকাই যথেষ্ট নহে। আরজি-জবাবে ঘটনা বা অবস্থার শর্তাবলী, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির নাম এবং তাহা লিখিত না মৌলিক ইহার বর্ণনা থাকিতে হইবে।

পরিধি ঃ পূর্বশর্ত সম্পাদনের বিষয়টি পক্ষকে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ না করিলে চলে। ইহা আরজির ভাষা হইতে অনুমিত হইলেও চলে। পূর্বশর্তটি কি এবং ইহা সম্পাদনের ব্যর্থতা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অপর পক্ষের যেই পক্ষ শর্তটি এই বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিতেছেন যে, একটি পূর্বশর্ত সত্যি সত্যিই ছিল যাহা বাস্তবে সম্পাদিত হয় নাই *[পিএলডি ১৯৭৯ এজে এণ্ড কে (এসসি) ১৩৯]*। বিবাদী যদি পূর্বশর্ত পালনে ব্যর্থতার ওজর না উত্থাপন করে তাহা হইলে আদালত ধরিয়া লইবে যে, ঐ ওজর এড়ানো হইয়াছে এবং আদালত সেই রকম পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অগ্রসর হইতে পারে। *[এনএলআর ১৯৮১ সিএলসি ৪৫]*

সুনির্দিষ্ট সম্পাদন ঃ বাদী যদি আরজিতে সে চুক্তিতে তাহার অংশ পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় তবে এই প্রতিশ্রুতি চুক্তির সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের মামলায় আবশ্যকীয় হইয়া উঠিতে পারে। *[এআইআর ১৯৫৬ মদ্রাজ ৬৯৩]*

নিয়ম

৭। নূতন দাবি ঃ

কোন দরখাস্তে দাবি সম্পর্কে এমন কোন নূতন অজুহাত উত্থাপন করা চলিবে না, যাহা পূর্ববর্তী দরখাস্তের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে ; তবে কেবলমাত্র দরখাস্তের সংশোধনী হিসাবে উহা করা চলিবে।

ভাষ্য

কোন আরজি-জবাবে দাবি বা অভিযোগ সম্পর্কে নূতন কোন অজুহাত উত্থাপন করা চলিবে না যাহা পূর্ববর্তী আরজির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। এই নিয়মে একজন নাবালক বিবাদী মামলা চলাকালীন সাবালকত্বপ্রাপ্ত হইলে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি সংশোধিত আরজি-জবাব পেশ করিতে পারিবে।

পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ আদালতে মামলার কোন পক্ষ কর্তৃক কৃত কোন উক্তি এই নিয়মের জন্য সম্পূরক আরজি-জবাব হিসাবে কাজ করিবে *[এআইআর ১৯২৯ অযোধ্যা ২০৪ ডিবি]*। এই নিয়মে "সংশোধন ব্যতীত' উক্তিটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা চলিবে না যে, সংশোধনের মাধ্যমে সামঞ্জস্যহীন অজুহাত উত্থাপন করা যাইবে। *[এআইআর ১৯৬৩ এপি ৯ ডিবি]*

এই নিয়মটি নাবালক বিবাদীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে *[এআইআর ১৯৩৭ পাট. ৬২৮]*। নাবালক বিবাদী মামলা চলাকালীন সময়ে সাবালক হইলে সে ৮ আদেশের ৯ নিয়মের আওতায় আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আর একটি জবাব দাখিল করিতে পারে তবে এই জবাব অবশ্যই এই নিয়মের শর্তাধীন হইতে হইবে। সে তাহার অভিভাবক কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সংশোধনও করিতে পারে। ইহা এই নিয়মের এবং ১৭ নিয়মের আওতাভুক্ত হইতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬২ পাটনা ১৫৯]*

কোন পক্ষকে তাহার আরজি-জবাব সংশোধন করিতে দেওয়া হইবে কিনা তাহা এই আদেশের ১৭ নিয়মের উপর নির্ভরশীল *[এআইআর ১৯৪৩ লাহোর ১৫৯]*। সুতরাং আরজি-জবাব সংশোধনের ক্ষেত্রে ১৭ নিয়মের গুরুত্ব দিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬১ এইচপি ৪৬]*

আরজি-জবাবের বিশেষ বিবরণ ঃ আরজি-জবাবে কোন বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত না হইয়া থাকিলে পক্ষদেরকে ঐ বিষয়ের উপর সাক্ষ্য প্রদান করিতে দেওয়া হয় না। পক্ষগণ যথাযথ আরজি-জবাব দাখিল না করিলে তথ্য-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন নিষ্পত্তিকরণে পক্ষদিগকে সাক্ষ্য প্রদানে অনুমতি দেওয়া হইবে না। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪১৩]*

নূতন অজুহাত (New ground) ঃ ৭ নিয়মটি সংশোধনের সুযোগ লইয়া পূর্বতন আরজি-জবাবের বিষয়বস্তুর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোন অজুহাত বা দাবি উত্থাপনকে বারিত করে। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ২৭৮]*

কোন ত্রুটিপূর্ণ আরজিতে পরবর্তী উক্তির মাধ্যমে সম্পর্কিত করা যায় না। *[এআইআর ১৯৪৫ পাট. ৪২]*

একটি লিখিত জবাব পরিবর্তন করিয়া অন্য একটি লিখিত জবাবের মাধ্যমে কোন নূতন মামলা স্থাপন করা যায় না। *[এআইআর ১৯৫০ মাদ. ৪৬]*

আরজি-জবাবের উদ্দেশ্য হইতেছে, মামলার পক্ষদের দাবি ও বিতর্কের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রেখা অংকন। পক্ষরা যাহাতে একের বিরুদ্ধে আর একজন মামলার ঘটনা শুনিয়া হঠাৎ বিস্মিত হইয়া না পড়ে আরজি-জবাব উহারই রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। সুতরাং সংশোধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নূতন মামলার সৃষ্টির অনুমতি দেওয়া যায় না *[পিএলডি ১৯৮৩ এসসি এজে এণ্ড কে]* কিন্তু মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন না করিয়া আরজি-জবাবের যেকোন সংশোধন করা যায়।

[এআইআর ১৯৬৫ পাট. ৩০৪]

আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে সংশোধন ঃ বিবাদী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বতন জবাবের বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যহীন কোন দ্বিতীয় জবাব দাখিল করিলে শেষোক্ত জবাবখানি আদালতের অবজ্ঞা করা ব্যতীত কোন বিকল্প নাই। বিষয়টি এই আদেশের ১৬ নিয়মের অধীন। যদি ১৬ নিয়ম প্রয়োগ না করে, তাহা হইলে আদালত তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে ঐরূপ দ্বিতীয় জবাবখানি নাকচ করিয়া আদেশ দিতে পারেন। তবে শর্ত এই যে, আদালতকে উহা অবশ্যই ন্যায়বিচারের স্বার্থে করিতে হইবে।

[পিএলডি ১৯৭১ করাচি ৫০৫]

আরজি-জবাব ও প্রমাণের মধ্যে অসঙ্গতি ঃ উভয় পক্ষই যেখানে মামলার মূল তর্কের বিষয়টি বুঝিতে পারে এবং তৎসম্পর্কে সাক্ষ্যও প্রদান করে, সেখানে আরজি বা সাক্ষ্যের পরে যদি আবার এমন কোন আরজি-জবাব দাখিল করা হয় যাহা মূল আরজি-জবাবের বিষয়বস্তুর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ তবে সে আরজি-জবাব একেবারে বিবেচনাযোগ্য নহে *[এআইআর ১৯১৪ অল. ৪৭৯]*। কারণ এইরূপ আরজি-জবাব দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হয় না।

[এআইআর ১৯৪৭ লাহোর ৫৪ ডিবি]

আদেশ ৬ নিয়ম ৭ ঃ আরজি জবাবে নির্দিষ্টভাবে বিষয় উদ্ভব হয় না পক্ষদের উক্ত বিষয়ের উপর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য পরিচালনা করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। ঘটনার প্রশ্ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে পক্ষদের সঠিক আরজির জবাব ব্যতীত সাক্ষী গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচালিত করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। ইহা আর কোন যুক্তিগত বিষয় নয় যে, বাস্তব বিষয় নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং উহা করিতে অপারগ হইলে অভিযোগের অপর দিক দেখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। আইনের এই নিরাপত্তাকারী শর্ত সৃষ্টি করা হয় প্রতিরক্ষার জন্য যাহার ফলে বিচারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অপর দিক দ্বারা বিস্মিত না হয়। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ৪১৩]*

আদেশ ৬ নিয়ম ৭ ঃ সে কোন নূতন পটভূমি অথবা দাবি অথবা নূতন কোন মামলা সংশোধনের মাধ্যমে সৃষ্টি করিতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে যাহা তাহাদের আরজির জবাবের সহিত অসঙ্গত।

[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ২৭৮]

আদেশ ৬ নিয়ম ৭ ঃ নিম্ন বিচারের আদালত কর্তৃক বাদীকে আরজি সংশোধন ব্যতীত সাক্ষ্যের নূতন গল্পের অবতারণা এবং দলিল পেশ করার অনুমতি দেওয়া যায় না। *[৩৮ ডিএলআর ৩৯]*

আদেশ ৬ নিয়ম ৭ ঃ নূতন প্রার্থনা। ওজর পক্ষগণকে তাহাদের প্রদত্ত আরজি অথবা লিখিত জবাব যাহা পূর্বেই দাখিল করা হইয়াছে তাহা হইলে কোনরূপ বিচ্যুত হইবার অনুমতি আদালতে দিতে পারে না।

[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]

নিয়ম

৮। চুক্তির অস্বীকার ঃ

যেইক্ষেত্রে দরখাস্তে কোন চুক্তির বিষয় উল্লেখ থাকে, সেইক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ কেবলমাত্র চুক্তিটি অস্বীকার করিলে তাহা দ্বারা কেবলমাত্র প্রকাশ্য চুক্তিটির ঘটনা অথবা যেই সমস্ত ঘটনা হইতে চুক্তিটি অনুমিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা বুঝাইবে ; অনুরূপ চুক্তির আইনগত ন্যায্যতা অস্বীকার করা বুঝাইবে না।

ভাষ্য

আরজি-জবাবে যদি কোন চুক্তির বিষয় উল্লেখ থাকে এবং বিপরীত পক্ষ শুধুমাত্র চুক্তিটি অস্বীকার করিলে তাহা দ্বারা কেবলমাত্র প্রকাশ্য চুক্তির ঘটনা অথবা যেই সমস্ত ঘটনা হইতে চুক্তিটি অনুমিত হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা বুঝাইবে। কিন্তু তাহা অনুরূপ চুক্তির আইনগত বৈধতার অস্বীকৃতি বুঝাইবে না।

চুক্তির অবৈধতা ঃ বাদী কর্তৃক স্থাপিত কোন চুক্তির বৈধতা আইনগতভাবে অবৈধ প্রমাণ করিতে চাহিলে তাহাকে তাহার আপত্তি স্পষ্টতঃ ও যুক্তিসহকারে উল্লেখ করিতে হইবে *[এআইআর ১৯৩২ অল ১৯৯]*। পরবর্তীতে

ঐ আপত্তি আর উত্থাপন করা যাইবে না। কিন্তু আদালত কোন অবৈধ চুক্তি বলবত করিবে না যদি ঐরূপ অবৈধতা সময়মত আদালতের নজরে আনা যায় এবং যিনি আদালতের নজরে আনিয়াছেন তিনি নিজেই ঐরূপ অবৈধতার সহিত জড়িত।
[এআইআর ১৯৫৫ সিন্ধু প্রদেশ ৩১]

তবে চুক্তি আইনের ২৩ ধারায় কোন চুক্তি করা হইয়া থাকিলে উহার সম্বন্ধে আপত্তি না তুলিলেও আদালত ঐরূপ চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারেন।
[এআইআর ১৯৬০ এপি ১৯০]

নিয়ম

৯। দলিলের তাৎপর্য উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

কোন দলিলের বক্তব্য বিষয় যেইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেইক্ষেত্রে দরখাস্তে উহার তাৎপর্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে ; দলিল বা কোন অংশে ব্যবহৃত অবিকল শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ না হইলে তাহা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্য

কোন দলিলের বক্তব্য বিষয় যেইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেইক্ষেত্রে উহার তাৎপর্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে আরজি-জবাবে বিবৃত করিতে হইবে। দলিল বা উহার কোন অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ না হইলে তাহা হুবহু অবিকল উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

নিয়ম

১০। প্রতিহিংসা জ্ঞান ইত্যাদি ঃ

যেইক্ষেত্রে দুরভিসন্ধি, প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য, অবগতি বা কোন ব্যক্তির মানসিক অন্য কোন অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করা প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ করিলেই যথেষ্ট হইবে ; যেই পরিস্থিতিতে অনুরূপ মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্য

দেওয়ানী কার্যবিধির ২ নিয়মে যাহা বলা হইয়াছে ১০ হইতে ১২ নিয়মে উহারই বিস্তারিতরূপ পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের মনের অবস্থার কথা আরজি-জবাবে লিখিলেই যথেষ্ট মনের অবস্থার উৎস কি তাহা বলিবার দরকার নাই।

কাহারো মনের অবস্থা প্রমাণ করিবার জন্য কিভাবে ঐরূপ অবস্থা অনুমিত হইয়াছে সাক্ষ্য-প্রমানসহ বিশদভাবে ইহা তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই। ধরা যাক, বাদী কালেকটর কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ অসদুদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছে অভিযোগ তুলিল। এইক্ষেত্রে বাদীকে সে কেমন করিয়া ঐরূপ অনুমান করিল তাহার বিবরণ আবেদন পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে না।
[এআইআর ১৯৫১ বোম্বে ৭২ ভিবি]

নিয়ম

১১। নোটিস ঃ

কোন বিষয় কাহারো গোচরীভূত রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা যখন প্রয়োজন হয়, তখন কেবলমাত্র উহা উক্ত ব্যক্তির গোচরীভূত রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে ; বিজ্ঞপ্তির অবিকল ভাষা বা ফরম অথবা যেই পরিস্থিতিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তাহা গুরুত্বপূর্ণ না হইলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভাষ্য

যেইক্ষেত্রে কোন নোটিস প্রদান বলিতে পূর্ব-নজিরের অনুসরণ বুঝায়, সেইক্ষেত্রে বাদীকে উহার উল্লেখ করিতে হইবে না। কিন্তু কোন নোটিস প্রদান (মামলার) বিবাদের কারণ হইলে তাহা স্পষ্টতঃ আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন, সরকার বা রেল কোম্পানীকে প্রদত্ত নোটিস বিষয়ে মোকদ্দমা কিংবা কোন হুণ্ডি বা বিল-অব-একচেঞ্জ অস্বীকৃতির নোটিস, ভাড়াটিয়াকে বাসা ছাড়িয়া দেওয়ার নোটিস ইত্যাদি নোটিস অবিকল না বলিয়া উহার মূল বিষয়টি আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

মামলার কারণ উদ্ভবের অংশ হিসাবে নোটিস ঃ এই নিয়মটি এই আদেশের ৬ নিয়মের অধীন। সুতরাং নোটিশ প্রদান যেখানে মাত্র পূর্বশর্ত সম্পাদনের জন্যই করা হয় সেখানে বাদীকে ইহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।
[১৯৪৪ পাট. ৫১৩]

নিয়ম

১২। অনুমিত চুক্তি অথবা সম্পর্ক ঃ

দুই ব্যক্তির মধ্যে বাক্যালাপ, পত্রালাপ বা অন্য কোন পরিস্থিতি হইতে যখন তাহাদের মধ্যে কোন চুক্তি বা সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তখন অনুরূপ চুক্তি বা সম্পর্কের অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিলেই এবং উক্ত পত্রাবলী, বাক্যালাপ বা পরিস্থিতির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে, বিস্তারিতভাবে সেইগুলি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। অনুরূপ ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী যদি উক্তরূপ পরিস্থিতিতে অনুমেয় একাধিক বিকল্প চুক্তি বা সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ করিতে চায়, তবে দরখাস্তে বিকল্পরূপে সেইগুলি বিবৃত করিতে হইবে।

ভাষ্য

দুই ব্যক্তির মধ্যে বাক্যালাপ, পত্রালাপ বা অন্য কোন পরিস্থিতিপ্রসূত কোন চুক্তি তাহাদের মধ্যে হইয়াছে এবং অনুরূপ চুক্তির বিষয়ে অভিযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই পত্রাবলী, বাক্যালাপ বা পরিস্থিতির উল্লেখ করিলেই চলিবে ; বিস্তারিতভাবে সেইগুলি বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কোন বাদী এইরূপ অবস্থা হইতে অনুমেয় একাধিক বিকল্প চুক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করিতে চাহিলে, সেইগুলি বিকল্পভাবেই আরজিতে বর্ণনা করিতে হইবে।

কোন ঘটনা যদি আইনতঃ কোন পক্ষের অনুকূল মনে হয় অথবা উহা প্রমাণ করা অপর পক্ষের দায়িত্ব হয় তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লিখিত বিবৃতিতে উহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন, কোন বাদী বিল-অব-এক্সচেঞ্জের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করিয়াছে এবং আইন তাহার ক্ষতিপূরণের দাবি *(Negotiable Instruments Act XXVI of 1811, S. 118)* বাদীর পক্ষেই অনুমান করে সেইক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের বিষয় আরজিতে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

কোন প্রকাশ্য চুক্তি ভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে চাহিলে শুধু ঐরূপ চুক্তি এবং ইহা ভঙ্গ করা হইয়াছে এইটুকু উল্লেখ করিলেই চলিবে। *[এ ১৯২৪ এ ৪৪৯]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১২ ঃ যদি গৌণ মওকুফ করিয়া নূতন ঘটনা অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবিত সংশোধন মঞ্জুর করা হয়, তবে তাহাতে আরজির কার্যকারণ পরবর্তীতে পরিবর্তিত হইয়া মোকদ্দমার প্রকৃতি ও আকার পরিবর্তন হয়। তদবস্থায় সংশোধনী সঠিকভাবে অগ্রাহ্য হইয়াছে। *[৪৮ ডিএলআর (এডি) ১২০]*

নিয়ম

১৩। আইনের অনুমান ঃ

কোন ঘটনা যদি আইনতঃ কোন পক্ষের অনুকূল হয়, অথবা যদি উহা প্রমাণ করা অপর পক্ষের দায়িত্ব হয়, তবে প্রথমে সেই ঘটনা স্পষ্টরূপে অস্বীকার না করা হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দরখাস্তে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই (যথা ঃ বাদী যেইক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিল্-অব-একচেঞ্জের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করিয়াছে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করে নাই, সেইক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়)।

ভাষ্য

আইনের অনুমান ঃ বাদী যখন শুধুমাত্র বিল-অব-এক্সচেঞ্জের উপর মামলা করে তখন তাহাকে বিলটি যে মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করা হইয়াছে ইহা আরজিতে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আইন সাধারণভাবেই ইহা ধরিয়া লইবে যে, ঐরূপ বিলটি তাহার অনুকূলে মূল্যের বিনিময়েই করা হইয়াছে।

[ধারা ১১৮ নেগোশিয়েবল্ ইনস্ট্রুমেন্টস এ্যাক্ট]

নিয়ম

১৪। দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে হইবে ঃ

প্রত্যেক দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং তাহার উকিল (যদি থাকে) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ; তবে যেইক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে দরখাস্তকারী দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর পক্ষে স্বাক্ষর দানের মামলা দায়ের করিবার বা জবাব দেওয়ার জন্য তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

ভাষ্য

সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাহার আরজি বা দরখাস্তে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে এবং সেই সাথে তাহার উকিলেরও স্বাক্ষর লাগিবে। যদি কোন পক্ষ অনুপস্থিতি বা অন্য কোন সংগত কারণে ইহা স্বাক্ষর না করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে স্বাক্ষর দানের মামলা দায়ের করিবার বা জবাব দেওয়ার জন্য অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। কোন বাদী আরজিতে স্বাক্ষর না করিলে, রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত উহা সংশোধন করা যাইতে পারে। কোন আপীল আদালতে উক্ত মামলা আনীত হওয়ার পরও যদি আরজি স্বাক্ষরিত না হয় তবে আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতকে উহা স্বাক্ষর করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী আদেশ দিতে পারিবেন, কিন্তু মামলা খারিজ করিতে পারিবেন না।

উদ্দেশ্য ঃ এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইতেছে, কোন মামলা বাদীর মতামত সাপেক্ষে দায়ের করা হইয়াছে কিনা *[১৯৮১ সিএলসি ৩৭৫]* অথবা বাদীর স্বার্থের প্রতিকূলে কিছু করা হইয়াছে কিনা *[পিএলডি ১৯৬৪ এজে এণ্ড কে ৬৪]* তাহা পরীক্ষা করা।

স্বাক্ষর দানে আপত্তি ঃ মামলার কোন পক্ষ যদি আরজির স্বাক্ষর দানের অধিকারী হয় তবে ঐ স্বাক্ষরের সত্যতার উপর কাহারো আপত্তি তুলিবার অধিকার নাই। *[এআইআর ১৯২৩ মাদ. ১৭৫]*

যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরদান ঃ কোন কোম্পানী ইহা ম্যানেজারের মাধ্যমে মামলা করিতে পারে। এইক্ষেত্রে ম্যানেজার কোম্পানীর যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। অতএব তিনিই কোম্পানীর নামে আরজিতে স্বাক্ষর দানের অধিকারী। *[১৩ ডিএলআর ৬৪২]*

একাধিক বাদী ঃ কোন মামলার একাধিক বাদীর ক্ষেত্রে কোন একজন সহ-বাদী যদি আরজিতে স্বাক্ষরদান না করেন তবে ইহার জন্য কোন দাণ্ডিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে না। এই ধরনের ত্রুটি যেকোন সময় সংশোধন করা যায় *[পিএলডি ১৯৭৮ কোয়েটা ৪৫]* একজন সহ-বাদী সহি না করিলেও সে অন্য বাদীদের মতই থাকিয়া যায়।

একাধিক বিবাদী ঃ একাধিক বিবাদীর ক্ষেত্রে ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য। একজন বিবাদী যদি অন্যান্য সকল বিবাদীদের পক্ষে কোন আবেদনের জবাবে সহি করে এবং তাহারা সবাই যদি একজন মাত্র কৌসুলীর দ্বারা প্রতিনিধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ জবাব সহ-বিবাদীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে। *[১৯৮০ সিএলসি ১১৫০]*

স্বাক্ষর দানে অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতা ঃ আরজি-জবাব স্বাক্ষরদানে অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরবর্তীকালে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সংশোধন করিতে পারে এই নিয়ম এমনকি আপীলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৯৯]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৪ ও আদেশ ১৯ নিয়ম ১ ঃ আরজির স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কোম্পানী কেবলমাত্র আদেশ ১৯ নিয়ম ১-এর বিধানে পরিচালিত হইতে পারে না। ইহারা আদেশ ৬ নিয়ম ১৪-এর বিধানেও পরিচালিত হইতে পারে। এইক্ষেত্রে কোম্পানীর বিকল্প মনোনয়নের ক্ষমতা আছে। ইহা আদেশ ১৯ নিয়ম ১ অথবা আদেশ ৬ নিয়ম ১৪-এর বিধির যেকোনটি অনুসরণ করিতে পারে। আরজি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কোম্পানী একজন ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে অনুমোদন দিতে পারে না — এইক্ষেত্রে কোম্পানী ইহার সংঘবিধি *(Articles of Association)* অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আরজির সত্যপাঠ-এর ক্ষেত্রে ইহা কোন শর্ত নহে যে, সত্যপাঠটি আম-মোক্তারনামার ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক হইতে হইবে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ২৪৪]*

নিয়ম

১৫। আরজি-জবাব পরীক্ষা ঃ

(১) বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনে অনুরূপ বিধান না থাকিলে প্রত্যেক আরজি-জবাবের নিম্নে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পক্ষগণের একজন অথবা অপর কোন ব্যক্তি, যিনি মামলার ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত বলিয়া আদালতে প্রমাণিত, তৎকর্তৃক দরখাস্তের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে হইবে।

(২) যেই ব্যক্তি অনুরূপভাবে আরজি-জবাবের সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন, তিনি দরখাস্তের পংক্তি সংখ্যা উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট করিয়া বলিবেন যে, কোন্‌গুলির সত্যতা তিনি স্বজ্ঞানে প্রতিপাদন করিতেছেন এবং কোন্‌গুলির সত্যতা তিনি অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিপাদন করিতেছেন।

(৩) যেই ব্যক্তি অনুরূপভাবে আরজি-জবাবের সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন তিনি উহাতে স্বাক্ষর দান করিবেন এবং স্বাক্ষর দানের তারিখ ও স্থান উল্লেখ করিবেন।

ভাষ্য

(১) প্রচলিত আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, আরজি বা দরখাস্তের নিম্নে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পক্ষসমূহের একজন কিংবা মামলার ঘটনার সহিত পরিচিত আদালত কর্তৃক প্রমাণিত এমন কোন ব্যক্তি আরজিতে বর্ণিত ঘটনার সত্যতা সত্যায়ন করিবেন।

(২) যিনি আরজির সত্যতা সত্যায়ন করিবেন তিনি পংক্তি সংখ্যা উল্লেখপূর্বক বলিবেন যে, কোন ঘটনার সত্যতা তিনি স্বজ্ঞানে প্রত্যয়ন করিতেছেন এবং কোন ঘটনার সত্যতা প্রাপ্ত তথ্যের সত্য ভিত্তির উপর প্রত্যয়ন করিতেছেন।

(৩) প্রত্যয়নকারী ব্যক্তি আরজিতে স্বাক্ষর দান করিবেন এবং স্বাক্ষর দানের তারিখ ও স্থান উল্লেখ করিবেন।

উপরোক্ত উপায়ে আরজি সত্যায়ন না করা হইলে কোন মামলার পরবর্তী স্তরেও অনুরূপ করা যাইবে।

নির্বাচনী দরখাস্তের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ত্রুটিপূর্ণ সত্যতা প্রত্যায়নের কোন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন দরখাস্ত বাতিল করিতে পারিবেন না।

পরিধি ঃ এই নিয়ম বিতর্কিত প্রোবেট কার্যক্রমেও প্রয়োগ করে। এই ধরনের কার্যক্রম মামলার আকার লাভ করা উচিত এবং মামলার পক্ষদের দ্বারা উহার সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়া উচিত। *[এআইআর ১৯২৯ রেংগুন ২৭৩ ডিবি]*

কে সত্যতা প্রতিপাদন করিতে পারে ঃ বাদী কিংবা বিবাদী নিজে, সহ-বাদী বা সহ-বিবাদী অথবা বাদী-বিবাদীর পক্ষে অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক। *[পিএলডি ১৯৭৮ কোয়েটা ৪৫]*

লিখিত জবাবে সীলমোহরের অনুপস্থিতি ঃ কোন লিখিত জবাবে সীলমোহরের অনুপস্থিতি (যেইক্ষেত্রে ঐরূপ জবাব কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেওয়া হয়) কিংবা ঐ জবাবে উহার সত্যতা প্রতিপাদনের স্থান উল্লেখ না থাকিলে উহা মাত্র একটি অনিয়ম হইবে এবং ইহার জন্য জবাব বাতিল হইতে পারে না।

[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ৬৬]

নিয়ম

১৬। আরজি-জবাব কাটিয়া দেওয়া ঃ

মামলার যেকোন পর্যায়ে কোন আরজি-জবাবে উল্লেখিত কোন বিষয় অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসাজনক হইলে অথবা তাহা দ্বারা মামলার সুষ্ঠ বিচার ক্ষতিগ্রস্ত, বিভ্রান্ত বা বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আদালত তাহা কাটিয়া দেওয়া বা সংশোধন করিবার আদেশ দিতে পারেন।

ভাষ্য

মামলা চলাকালীন যেকোন পর্যায়ে আদালত আরজিতে উল্লেখিত যেকোন বিষয় সংশোধন বা কাটিয়া দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন যদি বিষয়টি নিম্নরূপ হয় ঃ

(ক) যদি বিষয়টি অপ্রয়োজনীয়, কুৎসাজনক কিংবা বিরক্তিকর হয়।

(খ) যদি তাহা মামলার সুষ্ঠ বিচারকে ব্যাহত বা বিলম্বিত করে।

(গ) যদি উক্ত বিষয়টি পক্ষান্তরে আদালত প্রক্রিয়ার অবমাননা হয়।

পরিধি ঃ এই নিয়মের অধীনে মামলার কোন পক্ষ তাহার প্রতিবাদীর আরজি বা জবাবের কোন অংশ বা সম্পূর্ণটি কাটিয়া দিবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারে। তবে শর্ত হইতেছে, ঐরূপ আরজি-জবাবের উক্তি অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসাজনক যাহা সুষ্ঠ বিচারের স্বার্থে কাটিয়া দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

[পিএলডি (১৯৭৭) লাহোর ১২৭৩]

যেই সমস্ত আরজি-জবাব অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য অথবা অপ্রাসঙ্গিক তাহাও কাটিয়া দিতে হইবে।

[পিএলজে ১৯৬৮ লাহোর ১৬]

এই নিয়মের আওতায় আদালত যেকোন সময়ে ইহার ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। তবে বাদী বা বিবাদী প্রথম প্রয়োগে এই নিয়মের সদ্ব্যবহার না করিলে আদালত বাদী বা বিবাদীকে উক্তরূপে সুফল প্রদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। *[৯ বোম্বে ৩৭৩]*

নিয়ম

১৭। আরজি-জবাব সংশোধন ঃ

মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত কোন পক্ষকে আরজি-জবাবের ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংশোধন এতদনুসারে করা যাইবে।

ভাষ্য

মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত কোন পক্ষকে আরজি দরখাস্তের ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন বা সংশোধন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের মূল প্রশ্নটি নির্ধারণকল্পে যেকোন সংশোধনীর আদেশ দিতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকার সংশোধনী

১। এস. ১৫২, আদেশ বিচারকার্য কিংবা রায় ঘোষণায় কোন প্রকার কারণিক বা গাণিতিক ভুল-সংক্রান্ত সংশোধনী ;

২। এস. ১৫৩, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়টি নির্ধারণের জন্য সংশোধনীর আদেশ আদালত দিতে পারেন ;

৩। আদেশ ১-এর নিয়ম ১০-এর উপবিধি (২)-এর অধীনে কাটিয়া দেওয়া বা পক্ষসমূহ অন্তর্ভুক্তিজনিত সংশোধনী ;

৪। আদেশ ৬-এর ১৬ নিয়মে বিরুদ্ধ পক্ষের আরজি-জবাব সংশোধনী। ইহা আবশ্যকীয় সংশোধনী ;

৫। আদেশ ৬-এর নিয়ম ১৭ অনুযায়ী কৃত আরজি-জবাব সংশোধনী। ইহাকে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত সংশোধনী বলা হয়।

মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত যেকোন পক্ষকে আরজি-জবাবের যুক্তিসিদ্ধ ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের সঠিক প্রশ্ন নির্ধারণ করিতে, প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংশোধন এইভাবে করিতে হইবে। এই নিয়ম শুধু আরজি-জবাবের বেলায় প্রযোজ্য হইলেও আদালত দরখাস্ত, আপীলের স্মারকলিপি, অক্ষমতাজনিত আবেদন এবং নির্বাচনী দরখাস্তের সংশোধনীর আদেশ দিতে পারেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে পরিবর্তন বা সংশোধনকে এই নিয়ম উপযোগিতা দান করিয়াছে।

আরজি সংশোধন ঃ আরজি সংশোধন করিতে গিয়া যদি মামলার প্রকৃতি ও চরিত্র কোনভাবে পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে ঐরূপ সংশোধন কখনই করা যাইবে না। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৩৪]*

মামলার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত না হইলে, আরজির যেই সমস্ত বিষয়ের সংশোধন চাওয়া হইতেছে উহা বিবাদীর জবাব দাখিলের পর যদি বিতর্কিতও হয় তাহা হইলেও ঐরূপ সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।
[(১৯৫২) পিএলআর (লাহোর) ৩৩৪]

আরজি সংশোধনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা, সুতরাং মামলাটি তামাদি হওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ সংশোধন করা যাইতে পারে। তবে শর্ত এই যে, ঐরূপ ভুল সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইতে হইবে। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৭৭]*

বিবাদীর ভুল নাম বর্ণনার সংশোধন ঃ বাদী মামলাতে বিবাদীর নাম ঠিকই উল্লেখ করিয়াছে তবে ভুলভাবে উল্লেখ করিয়াছে এবং এইরূপ ভুল কেবলমাত্র করণিক ত্রুটির কারণেই হইয়াছে এই সমস্ত ভুলের সংশোধন মামলার যেকোন স্তরে করা যাইতে পারে। *[(১৯৫৬) ৭ ডিএলআর ৩৭৬]*

আপীল স্তরে সংশোধন ঃ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করাই পদ্ধতিগত আইনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই স্বার্থে সংশোধন কার্যটি মামলার যেকোন স্তরে এমনকি আপীল পর্যায়ে করা যাইতে পারে।
[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৭০৪]

প্রতিকার ঃ আরজিতে মূলগতভাবে কিংবা সংশোধনের মাধ্যমে যেই প্রতিকার চাওয়া হয় নাই বাদীকে এমন প্রতিকারও প্রদান করা যাইতে পারে। *[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ৬৫৭]*

সংশোধনের সংশোধন ঃ আদালত সংশোধনের ক্ষমতা বিচারিক উপায়ে প্রয়োগ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী উপায়ে হাইকোর্ট ঐরূপ সংশোধনাদেশ ১১৫ ধারার আওতায় আবার সংশোধন করিয়া বাদীকে প্রাপ্য প্রতিকার প্রদান করিতে পারেন। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৮৭১]*

বিকল্প প্রতিকার ঃ যেই বিকল্প প্রতিকার বাদী চাহিতে পারিত কিন্তু চায় নাই সেই সমস্ত প্রতিকারও বাদীকে প্রদান করা যাইতে পারে। তবে শর্ত হইতেছে, ঐ প্রতিকার পাইবার জন্য বাদীকে আরজি সংশোধন করিতে হইবে। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর (এসসি) ১১১]*

প্রতারণা ঃ আরজিতে প্রতারণা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয় নাই অথচ মামলা দায়ের করিবার পর উক্ত প্রতারণা আবিষ্কৃত হইয়াছে এইরূপ পরিস্থিতিতে দরখাস্তকারী আরজি সংশোধনের মাধ্যমে ঐরূপ প্রতারণা আরজির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিত। *[(১৯৬৮) ২১ পিএলডি (করাচি) ৬৯৩]*

আরজি সংশোধনের আদালতের লক্ষণীয় বিষয় ঃ আরজি সংশোধন করিবার সময় আদালতকে সংশোধিতব্য বিষয়গুলি যাহাতে কোন পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ না হইয়া দাঁড়ায় উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইরূপ ক্ষতির কারণ না হইয়া এমনকি আরজিতে কোন নূতন ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে এই নূতন ঘটনা এমন হইতে পারিবে না যেই সমস্ত ঘটনা মামলা রুজুর সময় তামাদি আইনের বিধিনিষেধের কারণে দাবি করা যাইত না। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ৩২২]*

কখন সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে ঃ আদালত বাদীকে এমন কোন মামলার কারণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া আরজি সংশোধন করিবার আদেশ দিতে পারেন না যেই কারণ মামলা রুজুর সময় তামাদি আইন দ্বারা বারিত হইয়াছিল। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৪৩৮]*

তথ্যকথন পরিবর্তন না করিয়া আরজি সংশোধন ঃ তথ্যকথন পরিবর্তন না করিয়া এবং মামলা রুজুর পরে উদ্ভূত কারণের জন্য যখন আরজির সংশোধন চাওয়া হয়, তখন আদালত এইরূপ সংশোধনের আদেশ প্রদান করিতে পারে। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ১৩০]*

বর্জিত দাবির অন্তর্ভুক্তিকরণ ঃ আরজি দাখিল করিবার সময় কোন দাবি বাদ পড়িয়া থাকিলে সংশোধনের মাধ্যমে সেই বর্জিত অংশ আরজিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তবে এই অন্তর্ভুক্তিকরণ কোনক্রমেই অন্য পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হইতে পারিবে না।

আরজি সংশোধনে সীমাবদ্ধতা ঃ এই নিয়ম কিংবা এই বিধির ১৫৩ ধারার আওতায় মামলার পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান বিতর্কের পরিবর্তন করিয়া কিংবা সংশোধনের ফলে অন্য কোন নূতন মামলার সৃষ্টি হইতে পারে — এইভাবে আদালত কোন সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন না। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর (পিসি) ৩১০]*

সংশোধন আদেশের বাতিলকরণ ঃ যেই আদালতের আদেশের ফলে আরজি-জবাবের কোন অংশ সংশোধিত হইয়াছে, ঐ সংশোধিত অংশ বাতিল করিবার ক্ষমতা একমাত্র আপীল আদালতের সংশোধনাদেশ প্রদানকারী আদালতের নহে। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর (পিসি) ১]*

হাইকোর্টের আপীল সংশোধন ঃ হাইকোর্টে আপীলের মাধ্যমে প্রতিকার চাহিয়া সংশোধনাদেশ প্রার্থনা করিলে উহাও ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রদান করা যায়। তবে শর্ত এই যে, ঐরূপ সংশোধন কোনভাবেই মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন করিবে না। *[(১৯৫৮) ১০ ডিএলআর ৪৩১]*

পূর্ববর্তী সংশোধনাদেশের প্রার্থনার রিভিউ হিসাবে পরবর্তী সংশোধনাদেশ প্রার্থনা ঃ পূর্ববর্তী সংশোধনাদেশ প্রার্থনা করিয়া বাদী যেই আবেদন করিয়াছিল তাহার প্রার্থনার অংশ আদালত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পরবর্তীতে বাদী ঐ প্রত্যাখ্যাত আবেদনের রিভিউ চাহিয়া একই আদালতের নিকট আর একটি আবেদন করিয়াছে যাহাতে প্রার্থনার অংশ পূর্বতন আবেদনের সহিত হুবহু মিল নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, পরবর্তী আবেদনটি সংশোধনের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ২৭৭]*

হাইকোর্ট কর্তৃক সংশোধন ঃ হাইকোর্ট ও আরজি-জবাবের সংশোধন আদেশ দিতে পারেন তবে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ সংশোধন সরল বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য ঐ সংশোধন আগে করা সম্ভব হয় নাই এবং সংশোধন না করিবার ফলে কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হয় নাই। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ৩১৪]*

সংশোধনের ভিত্তি ঃ সংশোধন আদেশ প্রদান করিবার সময় আদালতকে ঐরূপ সংশোধন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৯৩]*

অতএব, সংশোধন শুধু পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্যই করিতে হইবে, কোন মামলার কারণের স্থলাভিষিক্তকরণের জন্য নহে। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ২৫৭]*

সংশোধনের মূলনীতি ঃ মামলার সংখ্যা বাহুল্য নিবারণের জন্যই সংশোধনের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর (এডি) ১৩৩]*। তাহা ব্যতীত ন্যায়বিচারের স্বার্থেও সংশোধন করা হয়। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি)]*

রিভিশন ঃ সংশোধনের আদেশ বা অস্বীকৃতি যখন অপূরণীয় ক্ষতি কিংবা ন্যায়বিচারে ব্যর্থতার সঞ্চার করে তখন ঐরূপ আদেশ বা অস্বীকৃতিতে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারে। *[৩৮ সিডব্লিউএন ১১৪৬]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ আরজি সংশোধন ঃ মামলার শুনানিকালে আবেদনকারীর বর্ণনা সম্পর্কিত সংশোধনের আবেদন করা হয়। সরকার পক্ষে বলা হয় যে, যদি সংশোধনের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাহা মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে পারে। আদালত সাব্যস্ত করে যে, আবেদনকারীর বর্ণনা সম্পর্কিত দরখাস্তটি মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন করে না বিধায় সংশোধনীর দরখাস্ত মঞ্জুর করা যায়। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ৩৪]*

বাদী মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী থাকাকালীন বরখাস্ত হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে কিন্তু বেসিক ডেমোক্রেসীস অর্ডার-এর নিয়মানুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটিকে কোন প্রকার নোটিস প্রদান করে নাই। মামলায় হাজিরা দিয়া মিউনিসিপ্যালিটি পাল্টা জানায় যে, বাদীর মামলাটি এই প্রকারে চলিতে পারে না, সেহেতু নোটিস প্রদানের আইনগত নিয়মটি পূর্ণ করা হয় নাই। নিম্ন বিচারের আদালত ইহার ভিত্তিতেই মামলাটি প্রত্যাখ্যান করে। আপীলে বাদী সংশোধনের আবেদন করিয়া প্রার্থনা করে যাহাতে সে আইনের নিয়ম অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটিকে নোটিস প্রদান করিতে পারে এবং উক্ত প্রার্থনা নিম্ন আপীল আদালত কর্তৃক মঞ্জুর হয়। উচ্চ আপীল আদালতে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, নিম্ন আপীল আদালত কর্তৃক বাদীকে মিউনিসিপ্যালিটির উপর নোটিস দেওয়ার আদেশটি উপযুক্ত নহে, যেহেতু নিম্ন বিচারের আদালত কর্তৃক বাদীর ত্রুটি নির্দেশ করা সত্ত্বেও বাদী তাহার মামলা অবারিতভাবে আগাইয়া নিয়াছে সেইহেতু আপীলের পর্যায়ে আসিয়া এইরূপ প্রার্থনার কারণে বাদী সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৯৭]*

হাইকোর্টে আপীল পর্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা যাহা নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে করা হইয়াছে, উক্ত মামলাকে 'খুলা' মতে তালাকের মামলায় রূপান্তর অনুমতিযোগ্য নহে, যেহেতু এইরূপ কোন প্রার্থনা আরজিতে করা হয় নাই এবং সেহেতু ইহা স্বামীকে উক্ত প্রার্থনার বিরুদ্ধে খণ্ডনযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দিবে না। *[(১৯৭৫) ২৫ ডিএলআর (এসসি) ১]*

আরজি সংশোধনের আদেশ কখন মঞ্জুর করা হয় না ঃ মামলা রুজু হইতেই মামলার কারণ তামাদি দোষে বারিত হইলে বাদীকে তাহার আরজি সংশোধনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যায় না। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৪৩৮]*

আরজি সংশোধন প্রার্থনা তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন উহা কোন মামলার আরজির প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিবর্তন না করে — যখন মামলার আরজির প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিবর্তন না করিয়া কেবল পরিবর্তিত ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংশোধনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যায়। *[২৮ ডিএলআর ১৩০]*

আরজি সংশোধন ঃ মামলার মূল প্রকৃতি পরিবর্তন করিলে সংশোধনী মঞ্জুর করা যায় না। "ক" একটি মামলা রুজু করেন যে, নালিশী সম্পত্তির মালিক ও দখলকার তিনি এবং মামলায় তিনি ডিক্রি প্রার্থনা করেন। বাদীর জবানবন্দীর পরে বিবাদী আরজি অগ্রাহ্যের আবেদন করেন সেহেতু ইহা মামলার কারণ প্রকাশ করে না। পরবর্তীতে 'ক' একটি দরখাস্তের মাধ্যমে নালিশী সম্পত্তিতে তাহার অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পর্কিত সমস্ত দাবি অস্বীকার করেন ও হলফ করিয়া বলেন যে, জনৈকা 'খ' উক্ত নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত মালিক এবং 'খ' নিজেও একটি দরখাস্তের মাধ্যমে আবেদন করেন যে, তাহাকেও বাদী হিসাবে মামলায় সংযুক্ত করিতে এবং এই মর্মে আরজি সংশোধনের প্রার্থনা করেন। বিজ্ঞ মুন্সেফ সংশোধনীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেও হাইকোর্ট মামলার এই পরিস্থিতিতে সংশোধনীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ২১৫]*

ই. পি. প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারায় অগ্র-ক্রয়ের আবেদনকে ই. পি. অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক আবেদনের দাবিতে পরিণত করা, দাবিটিকে হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করে এই কারণে যে ইহা সর্বতোভাবে একটি নূতন মামলা। সুপ্রীম কোর্টে সাব্যস্ত হয় যে, উক্ত আবেদন অবশ্যই মঞ্জুর হওয়া উচিত যেহেতু ইহা সঠিক নহে যে ইহা সর্বতোভাবে একটি নূতন মামলা এবং এইরূপ সংশোধনীর ও অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যদি ২৪ ধারায় উল্লেখ উক্ত আরজিতে না থাকে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এসসি) ১১৪]*

সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন বা চুক্তি প্রবলের মামলা ঃ চুক্তি প্রবলের মামলায় প্রকৃত জিজ্ঞাস্য হইল, পক্ষগণের মধ্যে কোন চুক্তি বিরাজ করে কিনা, বিক্রেতার জমিতে স্বত্ব আছে কিনা তাহা মূল প্রশ্ন নহে। জমিতে স্বত্ব আছে কিনা তাহা চুক্তি প্রবলের মোকদ্দমায় বিচার করা যায় না। তাই চুক্তি প্রবলের মোকদ্দমায় বাদীর স্বত্ব অস্বীকারকারী বিবাদী হইতে ভূমি ক্রেতাদের পক্ষ করিবার আরজি সংশোধনের আবেদন মঞ্জুর করা যায় না। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ৬০]*

দাবির বাদ দেওয়া অংশ আরজি সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তীতে দাবি করা যায়। কোন ক্ষেত্রে এইরূপ সংশোধন এক পক্ষের ক্ষতি না করিয়া অনুমোদনযোগ্য — এই মামলায় প্রধান প্রশ্ন হইল, আরজি সংশোধন।

ইহাতে পূর্ববর্তী মামলা নিষ্পত্তির পর পরবর্তী কোন মামলা রুজুর মাধ্যমে কোন প্রকার বাদ দেওয়া বা পরিত্যাগ করা দাবি করা হইতেছে না। উক্ত বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিজ্ঞ বিচারকের বিবেচনা হইতে বাদ পড়ে এবং তাহার ফলস্বরূপ আদেশ ১১ নিয়ম ২-এর উপরে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ৩৮]*

হাইকোর্ট কর্তৃক আরজি সংশোধন অনুমোদনযোগ্য যদি তাহা অপর পক্ষের কোনরূপ ক্ষতি না করে এবং কোনরূপ ভুল বা ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য যাহা পূর্বে সংশোধন করা হয় নাই। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ৩১৪]*

মামলার যেকোন পর্যায়ে আরজি সংশোধন অনুমোদনযোগ্য যদি তাহা অপর পক্ষের স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর না হয় অথবা মামলার প্রকৃতি না পরিবর্তন করে। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর (এসসি) ৩১৪]*

আরজি সংশোধন ঃ এই নিয়ম অনুসারে প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রকৃত বিরোধ নিরসনকে সহজ করিবে কিনা তাহা সংশ্লিষ্ট আদালতকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৯৩]*

সংশোধনীর ক্ষমতা আদালতের ঐচ্ছিক ক্ষমতা ঃ এই নিয়মের শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আদালতের এই ঐচ্ছিক ক্ষমতাকে বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হইবে।

সংশোধন কখন অনুমোদনযোগ্য ঃ মামলার যেকোন পর্যায়ে সংশোধনের আবেদনকে অনুমতি দানের অথবা না দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের ঐচ্ছিক ক্ষমতার বিষয়। তবে এইক্ষেত্রে আদালতকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত সংশোধনী পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয় নির্ধারণ করিতে প্রয়োজনীয় কিনা। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ২০৩]*

প্লিডিং বা আরজি-জবাবের পরিবর্তন বা সংশোধন একটি নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর নালিশী কারণ প্রতিস্থাপনের জন্য অনুমোদনযোগ্য নহে বরং তখনই অনুমোদনযোগ্য যদি তাহা পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয় নির্ধারণ করিতে পারে।

এই ব্যাপারে সংবিধিবদ্ধ পরীক্ষা হইতেছে, প্লিডিং-এর প্রার্থিত পরিবর্তন বা সংশোধন সঠিক ন্যায়সঙ্গত কিনা অথবা তাহা পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় কিনা। এই নিয়মের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নে আদালত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা প্রয়োগ করিয়াছে।

ইহা স্বীকৃত যে, বহুসংখ্যক মামলা এড়াইতে অথবা মামলায় উদ্ভূত সমস্ত প্রশ্ন নির্ধারণ করিতে এই নিয়মটি নমনীয় এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। একই সাথে জোরালোভাবে ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্লিডিং বা আরজি-জবাবের পরিবর্তন বা সংশোধন একটি নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর নালিশী কারণ প্রতিস্থাপন বা মামলার বিষয়বস্তু পরিবর্তনের জন্য মঞ্জুর করা যাইবে না। *[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ২৫৯]*

প্লিডিং-এর সংশোধন কখন অনুমোদনযোগ্য ঃ মামলার যেকোন পর্যায়ে প্লিডিং সংশোধনের আবেদন মঞ্জুর করা যাইতে পারে যদি তাহা পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বির্তকিত বিষয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় হয় কিন্তু যদি তাহাতে মোকাদ্দমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায় অথবা সংশোধনের প্রার্থনা তামাদি আইনে বারিত হয় এবং যাহার ফলে অপর পক্ষের বরাবরে কোন অধিকার অর্জিত হয় তবে সংশোধন মঞ্জুরযোগ্য নহে।

তবে শেষোক্ত নীতিকে খণ্ডন করা যায় এইভাবে যদি তাহা কষ্টকর বিষয় হইতে অধিক গুরুত্বশীল এবং তাহা আবেদনকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্লিডিং সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক নীতি হইতেছে, প্লিডিং-এ পক্ষগণের মধ্যকার সমস্ত বিরোধগুলি যতদূর সম্ভব অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে এবং অধিক সংখ্যক কার্যক্রম রোধে ইহা জরুরী। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর (এডি) ১৩৩]*

সুষ্ঠ বিচার পরিচালনা রক্ষার্থে প্লিডিং সংশোধন মঞ্জুর করা উচিত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর একটি নির্দিষ্ট নালিশী কারণ প্রতিস্থাপনের জন্য ইহা মঞ্জুর করা যায় না। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৫৩]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ প্লিডিং সংশোধন অনুমোদনযোগ্য নহে যদি তাহা মামলার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে তথাপি আদালত এমন বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশোধন মঞ্জুর করিতে পারে যাহা সাধারণতঃ করা হয় না। *[৩৮ ডিএলআর (এডি) ১১৫]*

পার্টিশন চুক্তিকে বাতিল, রদ ও প্রতারণাপূর্ণমূলক ঘোষণার জন্য মূল আরজি পেশ করা হয়। পরবর্তীতে একটি সংশোধনী দরখাস্তের মাধ্যমে চুক্তিটি প্রতারণামূলক বিধায় বাতিলের প্রার্থনা করা হয়। আদালত সাব্যস্ত করে যে, সংশোধনী দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে যেহেতু যাহা কিছু প্রতারণামূলক দ্বারা উপজাত হয় তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হইল দলিল বাতিলকরণ, এইক্ষেত্রে তামাদির প্রশ্ন প্রযোজ্য নহে। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ৬৭]*

নালিশী সম্পত্তির সংলগ্ন মালিকানার দাবিতে নূতন অগ্রক্রয়ের দাবি করিয়া সংশোধনীর প্রার্থনা করিলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইহাতে কার্যক্রমটির প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইবে কিনা বিশেষতঃ যেখানে ইহা তামাদি

আইনে বারিত। আদালত কর্তৃক সাব্যস্ত হয় যে, নিয়মানুযায়ী কোন সংশোধনী অনুমোদনযোগ্য নহে যাহার ফলস্বরূপ
সময় প্রবাহের সাথে বৃদ্ধি হয়, এইরূপ কোন আইনগত অধিকারকে হরণ করে। এইক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী এইরূপ
কোন আইনগত অধিকার প্রদর্শনে ব্যর্থ হয় যাহা সংশোধন মঞ্জুর করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আবার নিয়মানুযায়ী
আদালত সংশোধন-এর অনুমতি দিতে অমত করিতে পারে যদি তাহা সম্পূর্ণ নূতন বা পর[illegible] বিরোধী মামলার জন্ম
দেয় যাহা কিনা অপর পক্ষকে নূতন সাক্ষ্যের সাহায্যে প্রমাণ করিতে হয়।

এই মামলায় মূল্য নিরূপণীয় অগ্র-ক্রয়ের অধিকার ব্যতীত প্রতিবাদীর বরাবরে অন্য কোনরূপ আইনগত
অধিকার বৃদ্ধি পাইবে না। সংশোধনের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হয় ও তাহা অগ্রক্রয়ের মামলা রুজুর তারিখ হইতে
কার্যকরী হইবে।

স্টেট একুইজেশন এণ্ড টেনানসী আইনের ৯৬ ধারা বিশেষ ধরনের সীমাবদ্ধতার বর্ণনা দেয়। এই সীমাবদ্ধতার
প্রশ্ন দুই ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয় — (ক) মামলা রুজুর তারিখ হইতেই যেই দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক তাহা
বারিত কিনা (খ) সংশোধনের দরখাস্তের তারিখ হইতে দাবিটি বারিত কিনা। এইক্ষেত্রে সংশোধনটি মামলা রুজুর
তারিখের সহিত সম্পর্কীয় দেখানো হইবে। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ১১০]*

ন্যায়বিচারের স্বার্থে বা পক্ষগণের মধ্যে প্রকৃত বিরোধীয় বিষয় নিরূপণ আপীল পর্যায়ে প্লিডিং সংশোধনের
অনুমতি দেওয়া যায়। *[৪২ ডিএলআর ২২৭]*

প্লিডিং সংশোধনে কেবলমাত্র প্রতিকারের পরিবর্তনে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না। *[৪২ ডিএলআর ২৪৬]*

লিখিত বর্ণনা সংশোধন ঃ প্রস্তাবিত সংশোধনী বিবাদীয় পক্ষের মামলায় মৌলিক প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে
পারিবে না। সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের মাধ্যমে আদালত আইনগত ত্রুটি করিয়াছে যাহা ন্যায়বিচারে বাধাগ্রস্ত
হইয়াছে। *[৪২ ডিএলআর ৫২৩]*

পক্ষগণের মধ্যে সমস্ত প্রকার বিরোধের উপস্থাপন করিয়া অধিক কার্যক্রম এড়াইতে আদালত সব সময়ই
সংশোধনের পক্ষে থাকে। *[৩৮ ডিএলআর ২৬৫]*

মামলার যেকোন পর্যায়ে এমনকি আপীল পর্যায়েও আরজি সংশোধন করা। *[৪১ ডিএলআর ৩৮৯]*

যদি না সংশোধনীটি মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন না করে তবে কেবলমাত্র আরজিতে বর্ণনাকৃত বক্তব্যের বাহিরের
নূতন কোন বক্তব্য যাহা সংশোধনী দরখাস্তে আছে, তাহা দরখাস্তটি নামঞ্জুরের কারণ হইতে পারে না। *[৪১ ডিএলআর ৩৮৯]*

নির্বাচনী মামলায় দরখাস্ত সংশোধন করা যায় না, যেহেতু তাহা দরখাস্তের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন
করে। *[৪১ ডিএলআর ৩৮৯]*

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নির্বাচনী দরখাস্ত সংশোধন মঞ্জুর করিয়া তাহা উক্ত দরখাস্ত দাখিলের তারিখের সহিত
মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা নাই।

সুতরাং যদিও নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নির্বাচনী দরখাস্ত সংশোধনের সীমিত এখতিয়ার আছে। কিন্তু উক্ত
সংশোধনকে মঞ্জুর করিয়া তাহা নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিলের তারিখের সহিত সম্বন্ধীয় দেখাইবার ক্ষমতা নাই। এই
কারণে যে, নিয়ম ৪৪-এর ১ উপনিয়ম অনুযায়ী গেজেটে ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল
করিতে হয় এবং উপনিয়ম ৫ অনুসারে নির্বাচনী দরখাস্তটিকে অবশ্যই দরখাস্ত দাখিলের কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকার
লেখা থাকিতে হইবে। *[৪১ ডিএলআর ৩৭৯]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ এবং ধারা ১৫১ ঃ প্লিডিং সংশোধন আত্মপক্ষ সমর্থন নূতন কারণ সূচনাকারী
সংশোধন মঞ্জুর করা যায় না এবং কোন চুক্তি থাকিলেও তাহা এই কারণে এড়ানো যাইতে পারে।

কোর্টের পর্যালোচনায় ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সংশোধনীটি আনয়ন করা হইয়াছে যখন, তখনও চুক্তি
বিরাজমান আছে এবং বিবাদী দরখাস্তকারী কষ্টহেতু এড়াইতে পারে। অন্য কথায় বিবাদী দরখাস্তকারী এখন বিকল্প
আত্মপক্ষ সমর্থনের হেতু সূচনা করিতে চাহিতেছে যাহা বিষয়বস্তু ও আকারের দিক হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।
ইহার ফলে পক্ষগণের মধ্যে নূতন ধরনের বিরোধের সূচনা করিবে যাহা পূর্বে বিরাজমান ছিল না। বিবাদী দরখাস্তকারী
বিকল্প আত্মপক্ষ সমর্থনকারী হেতু উত্থাপনে বাধাপ্রাপ্ত নহে, তবে তাহার ফলে মামলার এই পর্যায়ে বাদীকে উক্ত
নূতন হেতুকে খণ্ডনের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নূতন বিকল্প আত্মপক্ষ সমর্থনের হেতু উত্থাপনে দরখাস্তকারী সমর্থনের হেতু উত্থাপনে দরখাস্তকারী বাধাগ্রস্ত
নহে যদি না তাহা পক্ষগণকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদি প্রস্তাবিত সংশোধনীটি প্রকৃত ও চূড়ান্ত শুনানির আগে
প্রার্থনা করা হয় তবে ইহা বলা যায় না যে, পক্ষগণ তাহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু এই মামলার পরিস্থিতি বিচার
করিয়া বাদী অপর পক্ষে বৈধভাবে মত প্রকাশ করা যায় যে, মামলার এই পর্যায়ে বিকল্প আত্মপক্ষ সমর্থনে হেতুর

সূচনা তাহার পক্ষে হানিকর হইবে এবং ইহার ফলে উক্ত নূতন হেতু খণ্ডনের জন্য তাহাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[৪১ ডিএলআর ১৯০]

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ আরজি সংশোধন একটি নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর নালিশী কারণের প্রতিস্থাপন কখন বুঝাইবে না বাদীর অপ্রকৃতিস্থ থাকাকালীন সময়ে বিশুদ্ধ শেয়ার হস্তান্তর ঘটে এবং স্বত্ব ঘোষণার মামলার অবকাঠামোর মধ্যেই তাহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে। যেহেতু অপ্রকৃতিস্থতা মামলার মূল ভিত্তি, সেহেতু আপীলকারী কর্তৃক তর্কিত শেয়ার হস্তান্তর ও অন্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত বেআইনী কার্যক্রমকে বাদী তাহার মামলায় সংযুক্ত করিতে পারিবে। ইহা একটি নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর একটি নালিশী কারণের প্রতিস্থাপন বুঝায় না বরং সমস্ত অনিয়মের একত্রিকরণ বুঝায়।

আরজি সংশোধনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ ঃ যদি বাদী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত বিভিন্ন অভিযোগের দাবি করিয়া পৃথক মামলা দায়ের করিতে হয় তবে প্রতিটি মামলায় তাহাকে অপ্রকৃতিস্থতা প্রমাণ করিতে হইবে যাহা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবে যাহা কখনই কাম্য নহে।

পক্ষভুক্তির অনুসিদ্ধান্ত ঃ মামলা রুজুর পরে বাদী আরও ৩ জন বিবাদীকে পক্ষভুক্ত করে ও প্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রার্থিত সংশোধনের অনুসিদ্ধান্ত হইতেছে, পক্ষভুক্তি এবং ইহা কোনক্রমেই মামলার অবয়ব পরিবর্তন করে না।

বিলম্বে আরজি সংশোধন ঃ আপীলকারী কর্তৃক লিখিত বর্ণনা দাখিল করা হয় নাই এবং যেহেতু ইহা পক্ষগণকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না সেহেতু তর্কিত শেয়ার হস্তান্তর জ্ঞাত হইবার ১০ মাস পরে সংশোধনের প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য।

[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ প্লিডিং সংশোধন বাদী আরজি সংশোধনের প্রার্থনা করে যে, বিবাদী ১৯৫৬ সালে সম্পত্তিতে প্রবেশ করে। দরখাস্তটি মঞ্জুর করা উচিত এই কারণে যে, মামলাটি পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং বিবাদীকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।

বিবাদী উক্ত সম্পত্তিতে ১৯৪৮ সাল হইতে দখলে আছে। ভাড়া পরিশোধের দালিলিক প্রমাণ ১৯৫১ সাল হইতে বর্তমান। সময় প্রবাহের সাথে সাথে তামাদির ও ন্যস্ত অধিকার বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠে। আদালতের ন্যায়তঃ আরজি সংশোধনের প্রার্থনা নামঞ্জুর করে।

[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]

আদেশ ৬ নিয়ম ৭ ঃ সংশোধন ঃ লিখিত বর্ণনা সংশোধনের সুযোগ নেওয়া আবশ্যকীয়তা কখন থাকে না সংশোধনটি হয় আকারগত যেহেতু বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য বাদী ব্যাংকের নামের পরিবর্তন হয়। সাধারণতঃ যখন বাদীর আরজি সংশোধন মঞ্জুর হয় তখন বিবাদীর অতিরিক্ত লিখিত বর্ণনা দাখিলের সুযোগ থাকে কিন্তু এইক্ষেত্রে যেহেতু আকারগত পরিবর্তন হইয়াছে তাই বিচারক কর্তৃক অতিরিক্ত লিখিত বর্ণনা দাখিলের সুযোগ মঞ্জুর না করা বেআইনী নহে।

[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯৯১]

প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরজি ফেরত বিরাজমান নহে এইরূপ একটি নালিশীকরণের পরিবর্তে অপর নালিশী কারণ প্রতিস্থাপন যাহাতে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন হয় এইরূপ সংশোধন মঞ্জুরযোগ্য নহে এবং যদি মঞ্জুর করাও হয় তবে তাহা মামলা রজুর তারিখের দিনের সহিত সম্পর্কীয় হইবে না।

অধিকন্তু ব্যাংক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালকে দেওয়ানী আদালতের সকল এখতিয়ার ন্যস্ত করা হইয়াছে একটি বিশেষ আইন জারির মাধ্যমে এবং এই কারণে আরজিটি সঠিকভাবে ফেরত দেওয়া হয় দেওয়ানী আদালত কর্তৃক যাহাতে তাহা সঠিক এখতিয়ারযুক্ত ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হয়।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৭১]

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ আরজিতে সত্য বলিয়া ঘোষিত বিষয়সমূহকে একই রকম রাখিবার জন্য সংশোধনের একটি সুনির্দিষ্ট সীমানা আছে যাহাতে আরজি সংশোধনের ফলে মামলার প্রকৃতি যেন পরিবর্তিত না হয়।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৭১]

পক্ষভুক্তি হইতে পূর্বে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত অগ্রক্রয় করিয়া পুনরায় পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য সংশোধন চাহিলে সহকারী জজে তাহার ঐচ্ছিক ক্ষমতা বিচার সংগতভাবে প্রয়োগ না করিয়া সংশোধন নামঞ্জুর করেন যেখানে অগ্রক্রয়কারিগণ উপস্থিত হইয়া সত্য বলিয়া স্বীকার করেন যে, তাহারা ভুলবশতঃ নিষ্কৃতির প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]

আদেশ ৭ নিয়ম ১৭ ঃ আরজি সংশোধন ঃ আরজি সংশোধনে দ্বিত্ব দোষের দোহাই ঃ পরবর্তী মামলায় কোন পক্ষ যদি পূর্ববর্তী কোন মামলায় মূল প্রজার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্থলবর্তী হয় ও তাহার নিজস্ব

যোগ্যতায় কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকে, তখন .রবর্তীতে যে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ পাইবে স্বীয় যোগ্যতায় এবং তাহার পূর্ববর্তী মামলার উত্তরাধিকারী প্রকৃতির কারণে পরবর্তী মামলায় দ্বিত্ব দোষ হইবে না। পক্ষগণের মধ্যে ইস্যু নির্ধারণের জন্য পরবর্তী মামলায় আরজি সংশোধনটি সঠিক সেইহেতু পূর্ববর্তী মামলায় ডিক্রিটি বাতিল হয়। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ নির্ধারণে প্রয়োজনীয় কিনা সেই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া বিচারের আদালত কর্তৃক আরজি সংশোধনকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১ ঃ বিবাদীর নাম ঃ পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ নিরসনে প্রাসঙ্গিক ঘটনা সূচনাকারী সংশোধনকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ মৌলিক বিষয় যদি বর্ণনায় না থাকে তবে তাহার উপর সাক্ষ্য প্রদান বা বক্তব্য পেশ করিতে দেওয়া হয় না। *[নিল সেন সাহা বনাম রাধা মোহন সিং ; ৫৮ ডিএলআর (হাঃ বিঃ ৩২৯]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ বাটোয়ারার কোন মোকদ্দমায় যদি স্বত্বের ঘোষণার প্রার্থনা যোগ করা হয় সেক্ষেত্রে অনুরূপ সংযোজন নেহাৎ কাল্পনিকভাবে মোকদ্দমার প্রকৃতি ও চরিত্র বদল করতে পারবে না। *[আলীমুদ্দিন বনাম আব্দুল কবীর ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ২৪০]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ যদি কোন সংশোধনী গ্রহণ করা হয় তবে তা মোকদ্দমা দায়েরের সময় হইতে কার্যকর হবে। সেইজন্য স্বত্বের ঘোষণার প্রার্থনা তামাদিজনিত কারণে বাতিল গণ্য হবে না। *[আলীমুদ্দিন বনাম আব্দুল কবীর ; ৫৮ ডিএলআর (হা.বি.) ২৪০]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ বিচারিক আদালত লিখিত বর্ণনা সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখিবেন যে এই ধরনের সংশোধনী অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মূল বিরোধীয় বিষয়গুলি যা পক্ষগণের মধ্যে তাহাদের পারস্পরিক বর্ণনায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহা বিষয়বস্তু বিরূপণকল্পে নহে যদি প্রদান করা হইয়া থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে সাবেক বর্ণনার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। *[আবুল কাসেম আল-আসাদ বনাম বাংলাদেশ ; ৫৮ ডিএলআর (হা.বি.) ৫১]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ সংশোধনী সাধারণত অস্বীকার করা যায় এমন ক্ষেত্রে যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, নূতন বা পরস্পর বিরোধী কারণ বা পরিবর্তন আনা হয় যাহা মোকদ্দমার মূল চরিত্র বদলায় বা এমন ধরনের সংশোধনী যা পক্ষের উপর সময়ের ব্যবধানে অর্জিত হইয়াছে তার অনুকূলে। *[জনতা বনাম সাইফুল ইসলাম ; ১৫ বিএলডি(হা.বি.) ১৮]*

আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৬ আদেশের ১৭ রুলের বিধানমতে একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে যাহার দ্বারা ভুল, ব্যতিক্রম, বর্জন বা অনুপস্থিত পক্ষগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হইবে বিরোধীর বিষয় সন্তোষিত করা এবং ন্যায়বিচারের কার্যক্রম নিশ্চিত করাকে বিভ্রান্ত না করা। সংশোধনের আবেদন সহজভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে পক্ষগণের অধিকার পরিষ্কার ও বিশদভাবে অক্ষুণ্ন থাকে এবং বহুবিধ মোকদ্দমার বিস্তৃতি না ঘটে। এটাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবশ্যই সংশোধনী মূল মোকদ্দমার মূল চরিত্র বদলাবে না যাহার উপর ভিত্তি করে মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত সংশোধনী যখন *Cause of Action* এ পরিবর্তন আনে না বা যখন মূল মোকদ্দমার স্থলে অপর কোন পরিবর্তন আনয়ন করে না আদালত সেই ধরনের সংশোধনী গ্রহণ করেন। *[মোঃ শামছুল হক বনাম মোঃ শহীদুল্লাহ এবং অন্যান্য ; ১৪ বিএলটি (এডি) ৭]*

নিয়ম

১৮। আদেশ হইবার পর দরখাস্ত সংশোধনে অসামর্থ্য ঃ

কোন পক্ষ দরখাস্ত সংশোধনের অনুমতিসূচক আদেশ হওয়ার পর আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তাহা সংশোধন না করে অথবা আদেশে কোন সময় নির্ধারিত না করা হইলে আদেশের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে যদি সংশোধন না করে, তবে উক্ত নির্ধারিত সময় বা চৌদ্দ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর আদালত কর্তৃক সময়ের মেয়াদ বর্ধিত না হইলে সে উক্তরূপ সংশোধন করিতে পারিবে না।

ভাষ্য

সংশোধনী আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ তাহার সংশোধিত আরজি পেশ করিবে। আপীল আদালত কর্তৃক নির্দেশিত কোন বাদীর আরজি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করিতে হইবে। যদি কোন সময়

নির্ধারিত না থাকে তবে আদেশ পাওয়ার চৌদ্দ দিনের মধ্যে সংশোধিত আরজি আদালতে হাজির করিতে হইবে। অন্যথায় আদালত পুনরায় মেয়াদ না বাড়াইলে আর তাহা সংশোধন করা যাইবে না।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরজি সংশোধনের ব্যর্থতা ঃ আইন বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আরজি সংশোধন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করিলে বা করিতে ব্যর্থ হইলে পরবর্তীতে উহা আর করা যাইবে না। তবে আদালত সময় বর্ধিত করিলে ঐ (বর্ধিত) সময়ের মধ্যে সংশোধন করা যাইবে। *[এআইআর ১৯৪২ করাচি (পিসি) ১৪৩]*

সময় বর্ধিতকরণ ঃ আপীল আদালত যেখানে সংশোধনের নির্দেশ দেন সেখানে ঐ আদালত নির্ধারিত সময় অরও বর্ধিত করিতে পারেন কিন্তু বিচারকারী আদালত উহা করিতে পারেন না *[এআইআর ১৯৫২ পেশোয়ার ৪২]*। আপীল আদালত যেখানে আরজি-জবাবে সংশোধনের জন্য বিচারকারী আদালতকে নির্দেশ দেন সেখানে সময় বৃদ্ধি একমাত্র আপীল আদালতেরই এখতিয়ার, বিচারকারী আদালতের নহে। *[পিএলডি ১৯৫৮ এজে এণ্ড কে ১৪]*

সার-সংক্ষেপ

প্লিডিং সম্পর্কিত

প্লিডিং কাহাকে বলে

প্লিডিং বলিতে আরজি অথবা লিখিত জবাব বুঝাইবে। এই সংজ্ঞানুযায়ী বাদীর আরজিকে বাদীর প্লিডিং এবং বিবাদীর লিখিত জবাবকে বিবাদীর প্লিডিং বলা যায়। বাদীর আরজিতে নালিশের কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকারের বিবরণ উল্লেখ থাকে।

প্লিডিং-এ বাদী যেই সমস্ত মূল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আদালতের রায় তাহার পক্ষে পাইতে ইচ্ছা করে, সেই সমস্ত তথ্য অবশ্যই বাদীর আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে বিবাদীকেও যেই সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আদালতের রায় তাহার পক্ষে পাইতে ইচ্ছা করে, সেই সমস্ত তথ্যও বিবাদীর জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে। বাদী অথবা বিবাদী কাহারও প্রিডিং-এ আইনগত কোন বিষয়ের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আইন, সকলে না জানিলেও জানে, ইহাই আইনতঃ ধরিয়া নিতে হয়। আইন তথ্যকে অনুসরণ করে। অতএব প্লিডিং-এ উভয় পক্ষের দেওয়া তথ্য বিষয়ে আদালত যেই সিদ্ধান্ত নিবেন তাহার উপর দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই হইবে। আরজি ও জওয়াবে বাদী ও বিবাদীর নিজ নিজ মূল বক্তব্যগুলি এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে মামলার বিচার্য বিষয়গুলি নির্ধারণ করা সহজ হয়। প্লিডিং-এর উপর ভিত্তি করিয়াই বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হয়। সঠিকভাবে বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হইলে বিচার কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে চলিয়া আসে এবং ইহাতে সুচারুরূপে বিচার কার্য নিষ্পন্ন করা সহজ হয়।

সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং তাহার এডভোকেট (যদি থাকে) কর্তৃক প্লিডিং স্বাক্ষরিত হইবে ; তবে, যেইক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে বাদী অথবা বিবাদী প্লিডিং-এ স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উহাতে স্বাক্ষর করিতে পারিবে। স্বাক্ষর না থাকিবার কারণে কোন প্লিডিং খারিজ হয় না। আদালতের অনুমতি লইয়া প্লিডিং যেকোন সময় স্বাক্ষর করা চলে। অতএব ইহা মামলা বিষয়ে কোন মারাত্মক দোষ নহে। প্রত্যেক প্লিডিং-এর শেষে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পক্ষগণের একজন প্লিডিং-এ বর্ণিত বিষয় একটি সত্যপাঠে স্বাক্ষর করিবে। আরজির শেষে আরজিতে বর্ণিত কোন্ প্যারাগ্রাফের বিবরণ স্বাক্ষরকারীর অবগতি মতে, সত্য আর কোন্ প্যারাগ্রাফের বিবরণ তাহার জ্ঞান বিশ্বাস বা অনুসন্ধান মতে সত্য, তাহা একটি প্যারগ্রাফে লিখিয়া স্বাক্ষর দানের স্থান ও তারিখসহ স্বাক্ষর করিতে হইবে। ইহাকেই বলে সত্যপাঠ। অনুরূপভাবে লিখিত জওয়াব ও বিবাদী পক্ষের একজন দ্বারা সত্যায়িত অর্থাৎ সত্যপাঠে স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

মামলার যেকোন পর্যায়ে *Pleadings*-এ উল্লেখিত কোন বিষয় অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসাজনক *(Scandalous)* হইলে, অথবা তাহা দ্বারা মামলার সুষ্ঠু বিচার ক্ষতিগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আদালত তাহা সংশোধন করিবার বা কাটিয়া দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

Pleadings-এর সংশোধন

Amendment of pleadings

মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত যেকোন পক্ষকে *Pleadings*-এর ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার অনুমতি দিতে পারেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংশোধন এই বিধি অনুযায়ী করা যাইবে।

ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে মামলার যেকোন পর্যায়ে *Pleadings* সংশোধনের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। অতএব ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিলে প্রথম আপীল আদালত এমন কি দ্বিতীয় আপীল আদালতও Pleadings

সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন। কোন অবস্থাতে *Pleadings* সংশোধনের প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে, আর কোন অবস্থাতে নামঞ্জুর হইবে, এই বিষয়ে কোন নির্দেশ এই বিধিতে নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে আদালতের সুবিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে আদালতকে *Pleadings* সংশোধনের আদেশ দেওয়ার পূর্বে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন হয় ঃ

প্রথমত, প্রস্তাবিত সংশোধন উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত প্রশ্ন নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় কিনা এবং

দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত সংশোধনের কারণে অপর পক্ষ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সংশোধনের আবেদন মঞ্জুর হইলে অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রয়োজনীয় খরচ পাওয়ার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং সাধারণতঃ অপর পক্ষের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া *Pleadings* সংশোধনের আদেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন হাইকোর্টের নজিরে আছে অস্বাভাবিক বিলম্বে *Pleadings* সংশোধনের প্রার্থনা করিলে বা প্রস্তাবিত সংশোধনের কারণে মামলার প্রকৃতি পাল্টাইয়া গেলে বা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না হইলে, সংশোধনের আবেদন অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। তবে এই বিষয়ে কোন নীতিই অলঙ্ঘনীয় নীতি নহে। আসল কথা, সুবিচারের প্রয়োজনে আদালত অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া মামলার যেকোন পর্যায়ে *Pleadings* সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আদালতকে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিতে বিভিন্ন হাইকোর্টের নজিরে নির্দেশ আছে।

আদেশ ৭
আরজি

নিয়ম

১। আরজিতে যেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

আরজিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) যে আদালতে মামলা দায়ের করা হইতেছে, তাহার নাম ;

(খ) বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান ;

(গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান, যতদূর জানা যায় ;

(ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক অথবা মানসিক বিকারগ্রস্ত হইলে সেই মর্মে বিবৃতি ;

(ঙ) যেই সমস্ত ঘটনার দরুন মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে ও যেই সময় তাহা হইয়াছে ;

(চ) আদালতের এখতিয়ার রহিয়াছে বলিয়া যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ তথ্য ;

(ছ) বাদী যেই প্রতিকার দাবি করে ;

(জ) যেইক্ষেত্রে বাদী তাহার আংশিক দাবি পারস্পরিকভাবে পরিশোধে রাজী হইয়াছে বা বর্জন করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে দাবির যেই অংশ অনুরূপভাবে পরিশোধ বা বর্জন করা হইয়াছে ; এবং

(ঝ) আদালতের এখতিয়ার, কোর্ট ফি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য-সংক্রান্ত বিবৃতি।

ভাষ্য

আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিয়মগুলি ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সাধিত। তাই এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে মানিয়া চলা উচিত। তর্কিত বিষয়ের সঠিক অনুধাবনের জন্য সঠিক আরজি-জবাব বিচার কার্যের পূর্বশর্ত। আরজি-জবাব বিবদমান পক্ষগুলিকে তাহাদের উপযুক্ত অবস্থান নির্দেশ করিয়া দেয় এবং তর্কিত বিষয়ের মৌলিক দিকগুলি তুলিয়া ধরে। এই নিয়মের পূর্বশর্তাবলী পূরণ ও অব্যাহতি পাওয়ার বিধির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যদি সেই বিধিবদ্ধ শর্তাবলী পূরণ করা না হয় তবে আরজি সচরাচর প্রত্যাখ্যাত ধরা যাইবে না। বিধির শর্তাবলী সরাসরি উল্লেখ আকস্মিক না করিয়াও যদি মামলার মধ্য হইতেই সেই বিধির শর্তাবলী পূরণ করা হয় তবে আদালত আরজি প্রত্যাখ্যান করিবেন না ; বরং প্রয়োজনীয় অব্যাহতি মঞ্জুর করিতে পারেন।

আরজি ঃ মামলার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিবার জন্য আরজিতে উল্লেখিত বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়। আরজির বিবরণ যদিও কোনভাবে সাক্ষ্যের সমতুল্য নহে তবুও এই বিবরণের মাধ্যমে আদালত বাদীর মামলার প্রকৃতি ও প্রতিকার নির্ণয় করিতে পারেন এবং সেই ভিত্তিতে মামলার সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য কিছু কিছু সহায়ক অনুমানও করিতে পারেন। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর ২২৫]*

পরিধি ঃ মামলার পক্ষগণের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা বা বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধান করিয়া ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই আইনের উদ্দেশ্য। এইজন্যই মামলাতে আরজি-জবাবের বিধান রহিয়াছে যাহাতে পক্ষগণ তাহাদের স্ব-স্ব অবস্থান ও মামলার বিষয়বস্তু জানিতে ও বুঝিতে পারে। আরজি-জবাবের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিধান পালনের জন্য ব্যর্থতা আইন সহজে ক্ষমা করে না। *[পিএলডি ১৯৮৩ কোয়েটা ১১৪]*

আরজিতে পক্ষগণের নাম ঠিকানা ঃ আরজিতে পক্ষগণের পূর্ব নাম এবং কোন চরিত্রে তাহারা অভিযোগ করিতেছে বা অভিযুক্ত হইতেছে তাহার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে *[এআইআর ১৯৩৫ বোম্বে ৩৩৩]*। আরজিতে বাদীর নিজ নাম ব্যতীতও তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিবে *[৭ মাদ গোর ৮১ ডিবি]*। বাদীর পূর্ণ ঠিকানাও আরজিতে থাকিতে হইবে। তাহার ঠিকানার জন্য যেই সড়কে সে থাকে শুধু সেই সড়কের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট নহে। *[৪ কল এল রিপ ৩৬৬]*

বিবাদীর নামে পরিবর্তন ঃ মামলার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া বিবাদীর নামের কোন পরিবর্তন ঐ মামলায় কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলিবে না। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর (এসসি) ৩৩৮]*

মামলার কারণ উদ্ভবের সময় ঃ বাদীকে আরজিতে মামলার কারণ কখন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে *[এআইআর ১৯৩২ কল. ২৫৯]*। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, আদালত কিংবা বিবাদী যাহাতে বুঝিতে পারে যে, বাদী কর্তৃক উত্থাপিত মামলার কারণটি আসলেই মামলার কারণ হইতে পারে কিনা এবং ঐ মামলা কোনভাবে তামাদি আইন দ্বারা বারিত হইয়াছে কিনা। *[এআইআর ১৯৩২ কল. ২৫৯]*

পারস্পরিক দায়শোধ ও আংশিক দাবি ত্যাগ করা ঃ পারস্পরিক দায়শোধ কিংবা দাবি ত্যাগ করা সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আরজিতে বিশেষ বর্ণনা থাকিতে হইবে অথবা এমনভাবে উহা বর্ণিত হইবে যাহাতে আরজির অন্যান্য অভিযোগমালা হইতে ঐরূপ দায় শোধ কিংবা দাবি ত্যাগের পরিমাণ সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যায়। *[১৯০০ এডব্লিউএন ২১৪ ডিবি]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১ ঃ বিবাদীর নামমালা পরিবর্তনের কারণে সময়ের প্রবাহে বিবাদী নামের পরিবর্তন ঃ প্রাথমিকভাবে ইহা ছিল "পাকিস্তান ডোমিনিয়ন" পরে ১৯৫৪ সালে যাহা ফেডারেশন অব পাকিস্তান এ পরিণত হয় ও ১৯৫৬ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান-এর রূপলাভ করে। এইক্ষেত্রে সব সময়ই পক্ষ এক এবং আপীল বা মামলার শিরোনাম পরিবর্তন কখনই মামলা বা আপীলের যোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত করে না। *[১৭ ডিএলআর (এসসি) ৩৩৮]*

আনীত মামলার কারণ মূলতঃ ভয়ংকর দুর্ঘটনা আইনের অধীনে হইলেও মফস্বল উকিলের ত্রুটিপূর্ণ আরজি প্রণয়ন উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সন্দেহাতীতভাবে ইহা সত্য যে, আরজিতে এইরূপ কোন ঘোষণা নাই যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা আইনের অধীনে ক্ষতিমূল্য পুনরুদ্ধারের জন্য মামলাটি রুজু করা হইয়াছে কিন্তু এইরূপ ঘোষণা আবশ্যকীয় নহে। সেইহেতু দেওয়ানী কার্যবিধি পক্ষগণকে আইন সম্পর্কে বাদানুবাদ করা। মামলাটি সব সময়ই ভয়ংকর দুর্ঘটনা আইনের অধীনে বলিয়া বিবাদীগণ নিজেরাই মনে করে। তাই বাদী পক্ষ কর্তৃক কেবলমাত্র এই বিষয়ে অনুল্লেখ দ্বারা মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন বুঝায় না।

আরজির খসড়াটি মফস্বল উকিল কর্তৃক তৈয়ার করা হয় এবং কোন সন্দেহ নাই যে তাহাতে বক্তব্য সঠিকভাবে দেওয়া হয় নাই এবং নালিশী কারণ ও কোনভাবেই যথার্থভাবে দেওয়া হয় নাই। তবে নমনীয়ভাবে আরজিটি পড়িয়া এবং মফস্বল উকিল কর্তৃক সওয়াল-জবাব প্রণয়নের স্বীকৃত নিয়মানুসারে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে নালিশী কারণটি ছিল ভয়ংকর দুর্ঘটনা আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের যদিও খসড়াকারী ভুলবশতঃ উহাতে ঘোষণা দেয় যে, ইহা সাধারণ ক্ষতিপূরণের দাবি। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর (এসসি) ৪৭]*

দেনাদারের ভুল বর্ণনা তাহাকে সনাক্ত করিতে সমস্যা করে না এবং এইরূপ ভুল বর্ণনা কোন কার্যক্রমকে ব্যর্থ করে না। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ২৭১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১(ঙ), আদেশ ৮ নিয়ম ৩ এবং আদেশ ১৪ নিয়ম ১ ঃ অগ্রক্রয়ের দরখাস্তে মামলার কারণ একটি বিরাট অংশ এবং উহাতে দেওয়া বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে বা ভাবার্থে অস্বীকার করা উচিত।

মামলার কারণে যাহা বলা হয়, তাহা সত্য বলিয়া ঘোষিত নহে যাহার ফলে অগ্রক্রয়ের দরখাস্তটি ব্যর্থ হয় এমনকি রিভিশনের দরখাস্তটিও প্রত্যাখ্যাত হইতে বাধ্য। সেহেতু মতিউর রহমান বনাম মোঃ ইমান আলী ওরফে মোঃ ইমান মিয়া ও অন্যান্য। ১৯৮১ বিএলভি (এডি) ২৮০ মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যখন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তে অগ্র-ক্রয়কারী কর্তৃক জমি বিক্রয়ের বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বলা হয় নাই বা এইক্ষেত্রে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় নাই এবং বিপরীত যেখানে হলফ করিয়া কিছু বলা হয় নাই কেবলমাত্র ইহার কারণে দরখাস্তটি বাতিল ঘোষিত হইবে না এবং কোন পর্যবেক্ষণী রেকর্ড করিতে ব্যর্থতার দরুনই কোন অগ্র-ক্রয়ের দরখাস্ত বাতিলের কারণ হইতে পারে না। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১(গ) ঃ আরজিতে বর্ণিত বাদীর ঘটনার কার্যকারণ বিবাদীর বিরুদ্ধে শুধু তারিখ উল্লেখ যথেষ্ট নহে, আরজিতে বিবাদীর বিরুদ্ধে বর্ণিত ঘটনার পূর্বাপর কার্যকারণ বিচারের ও প্রতিকারের স্বার্থেই উল্লেখ থাকিতে হইবে।

নিয়ম

২। অর্থ আদায়ের মামলা ঃ

যেইক্ষেত্রে বাদী টাকা আদায়ের জন্য মামলা করে, সেইক্ষেত্রে দাবির টাকার সঠিক পরিমাণ আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

কিন্তু বাদী যদি অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার জন্য অথবা বিবাদীর সহিত তাহার অমীমাংসিত হিসাব বাবত সম্ভাব্য পাওনা টাকার জন্য মামলা করে তবে আরজিতে দাবির টাকা আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

বাদী টাকা আদায়ের মামলা করিলে আরজি-জবাবে সুষ্ঠুভাবে দাবিকৃত টাকার অংক লিখিতে হইবে। যদি আরজিতে টাকার সঠিক পরিমাণ, টাকা লেনদেনের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ না করা হয় তবে আদালত এইরূপ অস্পষ্ট বিষয় বিচারাধীন গণ্য করিবেন না।

পরিধি ঃ অর্থ আদায়ের মামলার আরজিতে বাদীকে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ যথাযথভাবে উল্লেখ করিতে হইবে *[১৪ সাউর্থ ডব্লিউপি ৩৭৩ ডিবি]*। আদালত আরজির কোন অস্পষ্ট তথ্যকথনের উপর নির্ভর করিয়া মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারে না। *[এআইআর ১৯৬১ করাচি ২৫৮]*

অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার মামলাতে আদালতের ক্ষমতা ঃ অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা আদায়ের মামলাতে আদালত তাহার আর্থিক এখতিয়ার বাহিরেও যেকোন অংকের টাকার জন্য ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৮৩৬]*

নিয়ম ২ ও কোর্ট ফি ঃ আরজি বা স্মারকলিপির উপর দেয় কোর্ট ফি প্রদানে কৃত ত্রুটি বা সন্দেহ সরল বিশ্বাসে করা না হইলে এই নিয়ম এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। সময়সীমা বাঁচাইবার জন্য পর্যাপ্ত কোর্ট ফি দিয়া কোন আরজি বা স্মারকলিপি দাখিল করিলেও এই নিয়ম প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৭৫) ৯ ডিএলআর ১৮৮]*

ক্ষতিপূরণের মামলা ঃ ক্ষতিপূরণের মামলায় বাদীকে মামলার বিষয়বস্তুর উপর মূল্যানুসারী কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর যে মূল্য নির্ধারিত হইবে উহার উপর কোর্ট ফি দিতে হইবে। এই মূল্যের মধ্যে অবশ্য বাদীর দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হইবে। *[এআইআর ১৯৫৭ রাজ. ৩৯]*

আপীল ঃ বাদী যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবি করে সেখানে সেই দাবিকৃত অর্থই মামলার মূল্য নির্ধারিত হইবে এবং তদনুসারেই আপীলের মূল্য নির্ধারিত হইবে। তবে বাদী যেখানে একটি পরীক্ষামূলক *(Tentative)* বা প্রাথমিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে মামলা করিয়া উহার সঠিক মূল্যায়ন মামলা চলাকালীন সময়ে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, তখন পরবর্তীকালে নির্ধারিত উক্ত মূল্যই মূল মামলার মূল্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে এবং তদনুসারেই আপীল নির্ধারিত হইবে। *[১৩ ডিএলআর ৮৩৬]*

নিয়ম

৩। যেইক্ষেত্রে মামলার বিষয়বস্তু স্থাবর সম্পত্তি ঃ

মামলার বিষয়বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি হয়, তবে আরজিতে উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করিবার উপযুক্ত বর্ণনা করিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে সীমানা বা সেটেলমেন্টের পরচায় উল্লিখিত নং দ্বারা সম্পত্তি সনাক্ত করা সম্ভব সেইক্ষেত্রে অনুরূপ সীমানা ও নম্বর আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিবাদের বিষয় স্থাবর সম্পত্তি হইলে, আরজিতে তাহা সনাক্ত করিবার মত যথোপযুক্ত বিবরণ দিতে হইবে। সম্পত্তি সনাক্তকরণযোগ্য হইলে ছোটখাট বর্ণনার ত্রুটির জন্য আদালত মোকদ্দমা নাকচ করিতে পারে না। অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণেও আদালত কোন মামলা বাতিল করিতে পারেন না। সেইরূপ ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে আরজি সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন যাহাতে প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ থাকিবে।

স্থাবর সম্পত্তির উপযুক্ত বর্ণনা ঃ মামলার বিষয়বস্তু স্থাবর সম্পত্তি হইলে ঐ সম্পত্তি যথাযথভাবে সনাক্ত করিবার জন্য আরজিতে উপযুক্ত বর্ণনা থাকিতে হইবে *[এআইআর ১৯৫০ পাট. ৩০৬]*। সনাক্তযোগ্য কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে আরজিতে উল্লেখিত বর্ণনার সামান্যতম অমিলের জন্য আদালত মামলাটি নাকচ করিয়া দিতে পারেন *[পিএলডি ১৯৭৩ কোয়েটা ২৪]*। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে ঐরূপ আরজি সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ দিতে পারেন।

[এআইআর ১৯১৫ কল. ৫৯৭]

খতিয়ান নং দিয়া সাধারণতঃ জমি সনাক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে নং ইতিমধ্যেই বহুল অবগত এবং যেখানে ঐ জমির সনাক্তকরণে কোনরূপ বিবাদ নাই, সেখানে আরজিতে ঐ নং উল্লেখ না করিলেও চলিবে।

[পিএলডি ১৯৫৮ লাহোর ৫৬৮]

আদেশ ৭ নিয়ম ৩ ঃ সুনির্দিষ্টভাবে মামলার সম্পত্তি বর্ণনায় ব্যর্থতা ঃ বাদী পক্ষ যদি নালিশী সম্পত্তি সনাক্তকরণের পর্যাপ্ত বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তাহারা কোন ডিক্রি পাইতে পারে না যদিও তাহারা তাহাদের স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারে।

[৪২ ডিএলআর ৪৩৪]

নিম্ন আপীল আদালত কর্তৃক আরজির তফসিল পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সীমানার মাধ্যমে মামলার জমির বর্ণনা সনাক্তকরণে যথেষ্ট। তাই সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে বিচারিক আদালতের পর্যবেক্ষণটি নিম্ন আপীল আদালত কর্তৃক সঠিকভাবে পুনর্বিচার করা হয় এবং মামলাটি কেবল স্বত্ব ঘোষণারও যেহেতু তাহাতে দখল নিশ্চিত করণ বা দখল পুনরুদ্ধারের কোন প্রার্থনা নাই, সেহেতু বিচারের ক্ষেত্রে মামলার সম্পত্তির বর্ণনায় অস্পষ্টতার কথিত অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

[৪৩ ডিএলআর ১৯১]

আদেশ ৭ নিয়ম ৩ ঃ বাদী আংশিক স্বত্বের ঘোষণার দাবিতে কয়েকটি দাগে মোকদ্দমা আনয়ন করিলেও ভূমি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নাই। আবেদনকারী বিজ্ঞ আইনজীবী দাবিকৃত ভূমিতে যে বাদীর দখল বিদ্যমান আছে সেই মর্মে সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং সেইজন্য মোকদ্দমাটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ৭ আদেশের ৩ রুলের বিধানমতে বারিত।

[হাওলাদার এবং অন্যান্য বনাম ডেপুটি কমিশনার বরিশাল ; ১১ বিএলসি (হা. বি.) ৩২৫]

নিয়ম

৪। বাদী যেইক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করে ঃ

যেইক্ষেত্রে বাদী অন্যান্যদের প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে আরজিতে কেবল ইহা দেখাইলেই চলিবে না যে, মামলার বিষয়বস্তুতে তাহার নিজের প্রকৃত স্বার্থও বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরন্তু ইহাও দেখাইতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সে যাহাতে মামলা দায়ের করিতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা (যদি কিছু থাকে) সে গ্রহণ করিয়াছে।

ভাষ্য

যেইক্ষেত্রে বাদী অন্যের প্রতিনিধি হিসাবে মামলা পরিচালনা করে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে আরজিতে দেখাইতে হইবে যে, মামলার বিষয়বস্তুতে তাহার স্বার্থ জড়িত আছে। এই প্রতিনিধিত্ব আইন দ্বারা সিদ্ধ হইতে হইবে এবং বাদীর স্বার্থ জড়িত নহে এমন কোন মামলার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আদালতের কিছু করিবার এখতিয়ার নাই।

(কোন মামলার) বাদীর বৈধ প্রতিনিধি মামলা দায়ের করিবার পর, মামলা চলাকালীন যদি বাদী মৃত্যুবরণ করে তবে মামলা বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে না। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বশীল অধিকার মামলায় রায় ঘোষণার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাবলে মামলা ঃ এই নিয়মের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে *[এআইআর ১৯২৫ নাগ ১৩৩]*। অন্যথায় আরজি দাখিল করা মাত্রই উহা প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাবলে মামলাকারী বাদীকে তাহার যে ঐরূপ মামলা করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

[এআইআর ১৯৩৫ রেংগুন ৩২৭ ডিবি]

কিভাবে মামলা দায়ের করিতে হইবে ঃ যে ব্যক্তি লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন পায় নাই তিনি এডমিনিস্ট্রেটররূপে মামলা দায়ের করিতে পারেন *[এআইআর ১৯১৬ পিসি ২০১]*। সুতরাং আরজিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে যে, তিনি লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন পাইয়াছেন *[১২ সিডব্লিউএন ৭৩৮]*। হিন্দুদের ক্ষেত্রে উইলবিহীন অবস্থায় মারা গেলে তাহার ব্যাপারে মামলা করিতে হইলে তাহার সম্পত্তি সম্পর্কে লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন লইবার প্রয়োজন নাই। ইহাই *Succession Act*-এর ২১২ ধারার বিধান। মুসলিমদের ক্ষেত্রে মৃতের সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রবেট বা লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন অপ্রয়োজনীয়। *[৩৭ কল. ৮৩৯]*

নিয়ম

৫। বিবাদীর স্বার্থ ও দায়িত্ব দেখাইতে হইবে ঃ

আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে যে, মামলার বিষয়বস্তুতে বিবাদীর স্বার্থ রহিয়া... বা বিবাদী অনুরূপ স্বার্থ দাবি করে এবং আরও উল্লেখ করিতে হইবে যে, বাদীর দাবির জবাব দিতে বিবাদী বাধ্য।

ভাষ্য

বাদীকে আরজিতে দেখাইতে হইবে যে, মামলার বিষয়বস্তুতে বিবাদীর স্বার্থ জড়িত এবং বাদীর দাবির জবাব দিতে বিবাদী বাধ্য আছে। একাধিক বিবাদীর ক্ষেত্রে বাদীর আরজিতে প্রত্যেক বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে, প্রত্যেক বিবাদীর স্বার্থ মামলার বিষয়বস্তুতে জড়িত রহিয়াছে। তাই প্রত্যেক বিবাদী বাদীর দাবির জবাব দিতে বাধ্য। বিবাদীর কোন স্বার্থহীন বা তাহার প্রয়োজনীয় পক্ষ নাই এমন কোন মামলা আদালত আর ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

বিবাদীর স্বার্থ ও দায়িত্ব ঃ বাদীকে আরজিতে মামলার বিষয়বস্তুতে বিবাদীর যে স্বার্থ রহিয়াছে এবং বাদীর দাবি পূরণে যে বিবাদীর দায়িত্বও রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯২৪ নাগ. ১৯১]*

মামলার পক্ষ নহে এমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হইলে আদালত মামলার গুণাগুণ বিচার পর্যন্ত না গিয়াই ঐরূপ বিবাদীকে মামলা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৭৯ করাচি ১২৫ ডিবি]*

নিয়ম

৬। তামাদি আইন হইতে অব্যাহতি লাভের অজুহাত ঃ

তামাদি আইনে উল্লেখিত সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি মামলা দায়ের করা হয়, তবে সেই অজুহাতে উক্ত তামাদি আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি দাবি করা হয়, তাহা আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

তামাদি আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর মামলা দায়ের করিলে যেই কারণ উক্ত তামাদি আইন হইতে অব্যাহতি দাবি করা হয় আরজিতে ইহার উল্লেখ থাকিতে হইবে। নচেৎ ৭ আদেশের ১১ নিয়মে মামলা খারিজ হইয়া যাইবে। বিচারকালীন বাদীকে কোন প্রমাণপত্র যেমন 'দায়-স্বীকার' দ্বারা অব্যাহতি পাওয়ার কারণ দেখাইতে দেওয়া হইবে না। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন আদালত অব্যাহতি লাভের কি কারণ আছে প্রথমেই না জানিলে, তবে আরজি সংশোধনের অনুমতি আদালত দিতে পারেন এবং ইহাতে সংশোধনীর কারণ উল্লেখিত থাকিবে।

তামাদি আইন হইতে অব্যাহতি ঃ তামাদি আইনে উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পর কোন মামলা দায়ের করা হইলে কিসের ভিত্তিতে বা কোন আইনের ব্যতিক্রম উক্তরূপ মামলা করিতে পারিল তাহা আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় আরজিটি ১১ নিয়মের আওতায় প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া হইবে।

[পিএলডি ১৯৭০ করাচি ৪২৭]

অব্যাহতির নূতন ভিত্তি ঃ আরজিতে একবার সময় অব্যাহতি প্রদর্শন করিলে ইহা বাদীকে বিচার অনুষ্ঠানের সময়ে কোন নূতন অব্যাহতির ভিত্তির উপর নির্ভর করা হইতে বারিত করিবে না। নূতন ভিত্তিটি এমনকি মূল ভিত্তির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইতে পারে। এইজন্য কোন আরজি সংশোধনের প্রয়োজন নাই *[এআইআর ১৯৩৫ অল ৪৯৬]*। তবে একবার বাদী ঐ নূতন ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আরজি সংশোধন করিলে পরবর্তীতে সে আর অসংশোধিত আরজির উপর নির্ভর করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯২৬ পিসি ৮৫]*

নিয়ম

৭। যেই প্রতিকার দাবি করা হয়, তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

বাদী সাধারণভাবে বা বিকল্পভাবে যেই প্রতিকার দাবি করে আরজিতে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। তবে যেই প্রতিকার দাবি না করিলেও আদালত সঙ্গত বিবেচনায় মঞ্জুর করিয়া থাকেন, তাহা উল্লেখ

করিবার প্রয়োজন নাই। বিবাদীর লিখিত বিবৃতিতে যেই দাবি করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

বাদী সাধারণভাবে কি প্রতিকার দাবি করিয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সম্পূর্ণ আরজি বিবেচনা করিতে হইবে। আরজি বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণের বেলায় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক দাবি বা অভিযোগসমূহ আদালত ঘুটাইয়া দেখিবেন। বিষয়বস্তুর দিকে আদালতের নজর থাকিবে, বাহিরের কাঠামোর দিকে নহে। বাদীকে তাহার আরজিতে প্রতিকার দাবির অনুকূলে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

আরজিতে পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য প্রতিকার অস্বীকার করা যাইবে না ঃ শুধু আরজির ভাষার কোন জটিলতার কারণে প্রতিকার অস্বীকার করা যাইবে না যদি উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ মৌলিকভাবে বুঝা যায়, আদালত বাদীকে প্রার্থিত, কিংবা অপ্রার্থিত অথচ প্রদানযোগ্য সমস্ত ধরনের প্রতিকারই প্রদান করিতে পারেন, যেন ঐ অপ্রার্থিত প্রতিকারও প্রার্থিত হইয়াছে। *[(১৯৬২) ১৪ ডিএলআর ৩০৭]*

পক্ষগণের অধিকার ঃ পক্ষগণের অধিকার মামলা যে সময় দায়ের করা হয় সেই সময়ে নির্ধারণ করিতে হইবে। পরবর্তী ঘটনা ডিক্রি নির্ধারণ করিবে। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৩৯৩]*

আদেশ ৭ নিয়ম ৭ ঃ যখন মামলা রুজু করা হয় তখনই পক্ষগণের অধিকার নির্ধারণ করিতে হইবে। পরবর্তী ঘটনা ডিক্রির গঠন নির্ধারণ করিবে, তাহার জন্য আরজি অগ্রাহ্য করিতে হয় না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৩৯৩]*

নিয়ম

৮। বিভিন্ন অজুহাতে যেই সমস্ত প্রতিকার পাওয়া যায় ঃ

বাদী যেইক্ষেত্রে পৃথক কতিপয় সুস্পষ্ট দাবি বা মামলার কারণ সম্পর্কে প্রতিকার দাবি করে, আরজিতে সেইক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলি যথাসম্ভব পৃথক ও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

বাদী যদি মামলার কতিপয় দাবি বা কারণ সম্পর্কে পৃথক পৃথক প্রতিকার আশা করে, তবে আরজিতে সেই বিষয়গুলি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিকার দাবির জন্য পৃথক পৃথক তথ্য সংযোজিত করিতে হইবে যাহার উপর প্রতিকার দাবি করা হইয়াছে।

বিকল্প প্রতিকার ঃ বাদী একটি যোগ্য মামলাতে তাহার প্রতিকার আদায়ের জন্য মামলার একাধিক মৌলিক ঘটনার উপর নির্ভর করিতে পারে। সে বিকল্প প্রতিকারের জন্য এমনকি অন্য কোন ভিন্নতর বা অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনার উপরও নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু এই বিকল্প প্রতিকারের জন্য বিকল্প ঘটনারাজি মামলার সাধারণ মৌলিক ঘটনারাশির সহিত মিশাইয়া ফেলা চলিবে না বরং আরও পৃথকভাবে উহা বর্ণনা করিতে হইবে যাহাতে কোন ঘটনার উপর বিকল্প চাওয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। *[এআইআর ১৯২০ কল. ৯৩ ডিবি]*

নিয়ম

৯। আরজি গ্রহণের পদ্ধতি ঃ সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ঃ

(১) বাদী আরজির সহিত যেই সমস্ত দলিল দাখিল করিয়াছে (যদি করিয়া থাকে), সেইগুলির একটি তালিকা আরজির উপর লিখিয়া অথবা আরজির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে ; আরজি গৃহীত হইলে বাদী যতজন বিবাদী রহিয়াছে, সাদা কাগজে আরজির সেই সংখ্যক নকল দাখিল করিবে ; তবে আরজির দৈর্ঘ্য বা বিবাদীর সংখ্যাধিক্য বিবেচনায় অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে আদালত যদি কেবলমাত্র বাদীর দাবিকৃত প্রতিকার সম্পর্কে সংরক্ষিত বিবৃতির সেই সংখ্যক নকল দাখিল করিলেই চলিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে বাদী অন্যান্যদের প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করে অথবা বিবাদী বা অন্যতম বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিনিধি হিসাবে মামলা দায়ের করা হয়, তবে উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে কি ক্ষমতাবলে বাদী মামলা করিতেছে বা বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) আরজির সহিত উক্তরূপ বিবৃতির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে বাদী আদালতের অনুমতিক্রমে উহা সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) আদালতের প্রধান কেরানী উপরোক্ত তালিকা, বিবৃতি, নকল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যদি দেখিতে পান যে, সেইগুলি সঠিক হইয়াছে, তবে তিনি সেইগুলিতে স্বাক্ষর দান করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আরজি গৃহীত হওয়ার পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। একবার আরজি গৃহীত হইলে আদেশ ২১ ও ১১ নিয়মে আর তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না।

নিয়ম

১০। আরজি ফেরত দেওয়া ঃ আরজি ফেরত দেওয়ার পরবর্তী পদ্ধতি ঃ

(১) মামলার যেকোন পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে যেই আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত, সেই আদালতে আরজি দাখিল করিবার জন্য উহা ফেরত দেওয়া যাইবে।

(২) আরজি ফেরত দেওয়ার সময় বিচারক উহার উপর আরজি দাখিলের ও ফেরত নেওয়ার তারিখ, দাখিলকারক পক্ষের নাম এবং উহা ফেরত নেওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভাষ্য

একই মামলা অন্য কোন আদালতে বিচারাধীন হওয়া সমীচীন মনে করিলে বর্তমান আদালত সেই আদালতে আরজি প্রেরণ করিবেন, মামলা বাতিল করিতে পারিবেন না, ইহাতে আদালত মাশুলের বাজেয়াফতি হইবে। সুতরাং তাহা (বাতিল করিবার পদ্ধতি) পরিত্যাজ্য। আরজিতে উল্লিখিত দাবি বা অভিযোগ বিবেচনা করিয়া প্রেরণ কার্যটি করিতে হইবে। সেই সাথে আরজিতে বর্ণিত তথ্য ও আদালত কর্তৃক তদন্তের পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। কিন্তু শুনানিকালীন আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য নহে, বাদীর এমন দাবির প্রতিকার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। মামলা দায়েরের পর উহার বিষয়বস্তুর সংশোধিত সারবস্তুও এই নিয়মের অধীন।

আপীল ঃ যোগ্য আদালতে আরজি ফেরত দানের ব্যবস্থা করিয়া আদালত যে আদেশ প্রদান করেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা বাদী যেখানে আরজিটি ফেরত লইয়া অন্য কোন আদালতে আর উহা দাখিল করে না সেখানে প্রয়োগ করে না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ১০০]*

এখতিয়ারবিহীন আদালত কর্তৃক মামলা নাকচ ঃ যেই আদালতের কোন মামলা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই সেই আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হইলে ঐ আদালত উক্ত মামলা খারিজ করিয়া দিতে পারেন না বরং ঐ আদালত আরও উক্ত মামলা যোগ্য আদালতে স্থানান্তর করিয়া দিবেন। এখতিয়ারবিহীন আদালত কর্তৃক মামলা খারিজ করা মানেই হইতেছে, প্রদত্ত কোর্ট ফি বাজেয়াফত করা। এইরূপ কোন আদালত করিতে পারে না।

[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ৪১]

আদেশ ৭ নিয়ম ১০ ও ১১ (খ) (গ) ঃ ১৯৭৪ সালের সুপ্রীম কোর্ট চার্টার অনুযায়ী নৌ-বীমা চুক্তি হইতে উদ্ভূত কারণসমূহ এডমিরালটি আইন ১৮৬১-এর অধীনে হইতে হইবে যদি এই আদালতের এখতিয়ারে আসিতে হয়। *[৪২ ডিএলআর ২৮১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১০(১) ও ১১ ঃ আরজি অগ্রাহ্য হইবে সেইহেতু দরখাস্তটি আদেশ ৭ অনুযায়ী তাহা বারিত। *[৪০ ডিএলআর ৪৫৭]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১০ ঃ প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরজি ফেরত প্রসঙ্গে বিরাজমান নহে এইরূপ একটি নালিশী কারণের পরিবর্তে অপর নালিশী কারণ প্রতিস্থাপন যাহার ফলে মামলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় তবে তাহা মঞ্জুর হইবে না এবং যদি মঞ্জুর করা হয় তবে তাহা মামলা রুজুর দিনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। অধিকন্তু, একটি বিশেষ আইন জারির মাধ্যমে ব্যাংক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালকে দেওয়ানী আদালতের সমস্ত এখতিয়ার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই কারণের সঠিক এখতিয়ারযুক্ত ট্রাইব্যুনালে পেশ করিবার নিমিত্তে আরজিটি দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ফেরত পাঠানো হয়।

[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]

আদেশ ৭ নিয়ম ১০ ঃ নৌ-বিভাগ সম্পর্কীয় এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রার্থনা ঃ কেবলমাত্র 'বিল অব লেডিং'-এর কোন মালিক প্রতিনিধি যাহা গ্রাহক তাহার দ্রব্যের জন্য জাহাজ মালিক, মাষ্টার বা নাবিকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে। যেহেতু বাদী বীমাকারী উপরোক্ত বর্ণনার সহিত কোনভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তাই তাহাদের নৌ-বিভাগীয় এখতিয়ারের প্রার্থনা করিবার কোন অবস্থান তাহাদের নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

নৌ-বিভাগীয় এখতিয়ারের অধীনে মামলা কখন করা যায় না যেহেতু বাদী কোন দ্রব্যের 'বিল অব লেডিং'-এর মালিক প্রতিনিধি বা গ্রাহক নহে এবং যেহেতু বিবাদী কর্তৃক বাদীর দ্রব্যসমূহের জাহাজে থাকাকালীন কোন ক্ষতি হয় নাই, সেহেতু এডমিরালটি আদালত আইনের ৬ ধারা অনুসারে বাদী বীমাকারীর উক্ত এখতিয়ার প্রার্থনা করার কোন 'লোকাস্-স্ট্যাণ্ডি' নাই। আরজিটি ফেরতযোগ্য এবং বাদী যদি অন্যভাবে বারিত না হয় তবে অন্য যথার্থ আদালতে তাহা দাখিলের অধিকার। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১০, ১১ ঃ যেক্ষেত্রে আদালত দেখে যে মামলা বিচারে ইহার ভৌগোলিক এখতিয়ার নাই, সেইক্ষেত্রে আরজি অগ্রাহ্য দরকার নাই। যথাযথ আদালতে পেশ করিবার জন্য আরজিটি ফেরত দিলেই চলে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

নিয়ম

১১। আরজি প্রত্যাখ্যান ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যান করা হইবে ঃ

(ক) যেইক্ষেত্রে আরজিতে মামলার কারণ উল্লেখ করা হয় নাই।

(খ) যেইক্ষেত্রে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য কম করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আদালতের নির্দেশমত বাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সংশোধন করিতে অপারগ হইয়াছে।

(গ) যেইক্ষেত্রে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য যথার্থ পরিমাণেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজন অপেক্ষা কম মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে আরজি লেখা হইয়াছে এবং আদালতের নির্দেশমতে বাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্রী স্ট্যাম্প-কাগজ সরবরাহ করিতে অপারগ হইয়াছে।

(ঘ) যেইক্ষেত্রে আরজিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন আইন অনুসারে উক্ত মামলা নিষিদ্ধ।

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার মূল্যায়ন শুদ্ধ করিবার বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প দাখিল করিবার জন্য আদালত যেই সময় নির্ধারণ করিবেন, তাহা একুশ দিনের অধিক হইবে না।

ভাষ্য

আরজি প্রত্যাখ্যান ঃ আরজি প্রত্যাখ্যানের ধারা দুই রকম ঃ প্রথমতঃ শুরুতেই নিষ্প্রভ বা মৃত কোন মামলার বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যাহাতে ইহা আর অগ্রসর হইতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ ইহা বাদীকে সুযোগ করিয়া দেয় যথাসম্ভব আইনসিদ্ধভাবে নূতন করিয়া আরজি পেশ করিবার। এই নিয়মে আরজি কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। আরজি প্রত্যাখ্যান ও মামলা প্রত্যাখ্যানের আদেশের মধ্যে ভিন্নতা রহিয়াছে। আরজি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অর্থ হইল যেন আদপেই কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, মামলা প্রত্যাখ্যাত হইলে ইহা মামলার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়া ইহার বিলুপ্তি বুঝায়। এইরূপ ক্ষেত্রে বাদী ১৩ নিয়মে একই দাবি বা অভিযোগ লইয়া আর নূতন করিয়া কোন মামলায় দায়ের করিতে পারিবে না। যদি কোন আরজি তামাদি নিয়মের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তাহা এই নিয়মের অধীন হইবে। কিন্তু তামাদি নিয়মের ভিত্তিতে কোন মামলা খারিজ করা হইলে, এই একই দাবি লইয়া অনুরূপ মামলা দায়ের করা যাইবে না।

আরজি প্রত্যাখ্যান ঃ অপর্যাপ্ত কোর্ট ফি প্রদানের জন্য কোন আরজি এই নিয়ম কিংবা কোর্ট ফি আইনের ধারার বিধান মোতাবেক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবে। *[(১৯৬৩) ১৩ ডিএলআর ৮৩৬]*

মূল্যানুসারী কোর্ট ফি প্রদান না করিবার ফলে কোন আরজি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। *[(১৯৫৭) ১৯ এলডিআর ২৬৮]*

আদালতের আরজি প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ আদালত একখানি আরজি কেবল তখনই প্রত্যাখ্যান করিবেন যখন আদালত এই মর্মে সন্দেহাতীতভাবে সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, আরজির সমস্ত অভিযোগমালা প্রমাণিত হইলেও বাদীকে কোন ধরনের প্রতিকার প্রদান করা সম্ভব নহে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১১১]*

আদালত কর্তৃক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত উহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে কোন আরজি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১০]*। তবে এই নিয়মের কোন আরজি প্রত্যাখ্যান

সম্ভব হইলে আদালত তাহাই প্রথমে করিবেন। যেখানে উক্ত শর্তাবলী কাজ করিতেছে না অথচ ন্যায়বিচারের স্বার্থে আরজিটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত, কেবল সেখানেই আদালত অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে আরজি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১১১]*

১১ নিয়ম ও হাইকোর্ট ঃ ৭ আদেশের ১১ নিয়ম হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। হাইকোর্টের আদিম দেওয়ানী কার্যক্রম *Letters Patent (1965)* দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ম সামুদ্রিক বাণিজ্য আদালতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৮৩) ডিএলআর (এডি) ১৮৮]*

মামলার কারণ নির্ণয়ে আদালতের কর্তব্য ঃ মামলার কারণ বিবেচনার প্রাক্কালে আদালত মনোযোগের সহিত আরজিতে বর্ণিত তথ্যকথনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং আরজির বাহিরের কোন বিষয় বিবেচনা করা যাইবে না। আদালত আরজির অভিযোগ সাধারণতঃ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবেন। *[(১৯৭৪) ২৫ ডিএলআর ১০]*

আরজিতে কোন মামলার কারণ উল্লিখিত হয় নাই ইহা প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীর এবং এই মামলার কারণের অনুপস্থিতি আরজিতে আপাতঃ লক্ষণীয় হইতে হইবে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১০]*

আরজি প্রত্যাখানের ফলাফল ঃ আরজিতে মামলার কারণ উল্লিখিত না হইলে কিংবা প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, ইহাকে কোনক্রমেই আরজি বলা যায় না। এই আরজির দ্বারা মামলার কোন কার্যক্রমও শুরু করা যায় না। তবে এইরূপ আরজি প্রত্যাখ্যানের পর মামলার ঐ একই কারণ দর্শাইয়া বাদী আদালতে নূতন মামলা দায়ের করিতে পারে। *[(১৯৯৮) ২০ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ১১৩]*

আদালত বাদীকে অপর্যাপ্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত করিয়া দিবার সময় প্রদান না করিয়া কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ হইবে। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ১ (এসসি) ৪৪]*

অন্য কোন আইন দ্বারা বারিত আরজি ঃ আরজির বর্ণনা দৃষ্টে কোন মামলা অন্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ মনে করিলে আদালত আরজি প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবে। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ২১৭]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ আরজি অগ্রাহ্যের আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীলে ডিক্রির কপি দেওয়ার প্রয়োজন নাই সিভিল রুল ও আদেশ অনুসারে এবং উক্ত আপীল এইভাবে চলিতে পারে। *[২৪ ডিএলআর (এসসি) ১৫১]*

আরজি অগ্রাহ্যের ক্ষেত্রে সর্তকতা জরুরী ঃ আরজি অগ্রাহ্য ও মামলা ডিসমিস একই বিষয় নহে। নিয়ম ১১-এর অধীনে আরজি অগ্রাহ্য নিয়ম ১৩-এর অধীনে নূতন মামলা দাখিলে বাধা দেয় না। তারপরও আরজি অগ্রাহ্য ত্বরিৎগতি করা উচিত নহে ও বাদীকে আরজি ত্রুটিমুক্ত বা আরজি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত। একই নালিশী কারণের ভিত্তিতে নূতন মামলা দাখিলে নিবৃত্ত করিতে বা প্রচুর খরচ এড়াইতে সময়ের বিষয় ও অন্যান্য জটিলতার দরুন, আদালত কর্তৃক এই নিয়ম অনুযায়ী আরজি অগ্রাহ্য না করিয়া প্রথমে বাদীকে নির্দেশ দেওয়া উচিত যাহাতে সে আরজি ত্রুটিমুক্ত করে বা আরজি সংশোধন করে।

আরজি অগ্রাহ্যের এই ক্ষমতা ১১ নিয়ম অনুযায়ী তখনই প্রয়োগ করা যাইবে যখন কেবলমাত্র আরজি পড়িয়া আদালত এই উপসংহারে আসে যে যদিও সব অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবুও বাদী কোন প্রকার প্রতিকার লাভের অধিকারী হইবে না। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১১১]*

হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি দেখিয়া মামলার এই পর্যায়ে আরজিটি গ্রাহ্য করা উচিত এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছি যেহেতু মামলাকারী জনগণের স্বার্থে আরজিটি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১০]*

ধারা ১৫১ অনুযায়ী অগ্রাহ্যের ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তবে পূর্বে বাদীকে তাহার আরজি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং এই নিয়ম ১১ ব্যতীত অপর কোন কারণে আরজি অগ্রাহ্যের ক্ষেত্রে আদালতকে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে যে, ত্রুটি আরজিতে দৃষ্টিগোচর কিনা এবং উক্ত ত্রুটি কি মারাত্মক ও বিপজ্জনক কিনা বাদীর মামলার জন্য। যদি ত্রুটিটি নিয়ম ১১-তে বর্ণিত ত্রুটির মত না হয় বা আরজি পড়িয়া উহা সহজে না বাহির করা যায় তবে আদালতের অগ্রাহ্যের ক্ষমতাটি ধীরে-সুস্থে প্রয়োগ করা উচিত। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত এবং এই ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে আদালতকে কেবলমাত্র দরখাস্তকারীর স্বার্থ দেখিলে চলিবে না। অপর পক্ষের স্বার্থও দেখিতে হইবে যে এই আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১১১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ হাইকোর্টের সাধারণ প্রাথমিক দেওয়ানী এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। হাইকোর্টের প্রাথমিক ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। লেটারস পেটেন্ট ১৯৬৫ এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত। 'অরিজিনাল সাইড রুলস' অনুসারে এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু দরখাস্ত ও মামলা যাহা সাধারণ প্রাথমিক দেওয়ানী এখতিয়ারের অধীনে উহাদের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি আইন প্রযোজ্য হয়। আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এডমিরাল্টি কোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর (এডি) ১৮৮]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ক) ঃ যখন মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সেই সময় ভোট কেন্দ্রের পোলিং স্টেশন-এর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সুতরাং, বাদীর মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই বা ছিল না। সেজন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ৭ আদেশের ১১ রুলের বিধান মতে মোকদ্দমা বারিত হয়েছে।

[সাজ্জাদুল হক লিকু বনাম সরদার আনোয়ার হোসেন ; ৫৭ ডিএলআর (হা.বি.) ২৭৩]

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ঘ) ঃ ইহা প্রতীয়মান হয় যে, একজন অর্থঋণ আদালতের বিচারক একজন যুগ্ম জেলা জজ যাকে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত আদেশবলে সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এই কারণে বিচারকের উক্ত পদ ধারণ করার কোন ভিত্তি নাই আবেদনকারীর এইরূপ বক্তব্য আইনের দৃষ্টিতে অচল।

[এআরএ জুট মিলস লিমিটেড বনাম জনতা ব্যাংক ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ১২৬]

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ আরজি আইন দ্বারা বারিত কিনা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা আরজিতে সন্নিবেশিত বক্তব্য হইতে বিবেচনা করিতে হইবে এবং লিখিত বর্ণনা বা অন্য কিছু হইতে তাহা বিবেচনায় আসিবে না। *আব্দুল মালেক সওদাগর বনাম মাহবুবে আলম এবং অন্যান্য ; ৫৭ ডিএলআর (এডি) ১৮]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ প্রতিষ্ঠিত নীতি হইতেছে, যখন কোন আরজি নালিশের কারণ উল্লেখ না থাকার কারণে প্রত্যাখ্যান হইবে তখন আদালত আরজি পুরোপুরি পড়বেন এবং সামগ্রিকভাবে তা বিবেচনা করিবেন।

[আব্দুল হান্নান এবং অন্যান্য বনাম মোঃ সিরাজুল ইসলাম সরকার এবং অন্যান্য; ১৫ বিএলটি (এডি) ১৫৮]

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ বর্ণিত রায়ে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আরজি খারিজ করেন পরিষ্কার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে বাদীর কোন আইনগত অধিকার বা *Locas Standi* নাই মোকদ্দমা আনয়নের যেহেতু তাহার প্রজা স্বত্ব অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে যাহা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে যে তার মোকদ্দমা আনয়নের অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে বা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে মোকদ্দমা আনয়নের অধিকারও শেষ হইয়া গিয়াছে। দেওয়ানী কার্যবিধির ২(২) ধারার বিধানমতে আরজি বাতিলে আদেশ ডিগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

[আব্দুর রশিদ সালাম বনাম ড. মোঃ মনিরুজ্জামান ; ১৪ বিএলটি (হা.বি.) ০১]

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ অসৎ বুদ্ধি কৃতকার্য এই অভিযোগে আরজি অগ্রাহ্য সঠিক নহে। মাদ্রাসা বর্ধিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত জমি মাদ্রাসার আছে বলিয়া বাদী অভিযোগ করে এবং আরও বলে যে, বিবাদী অসৎ উদ্দেশ্যে ও বিদ্বেষপ্রসূত হইয়া রিকুইজেশন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয় ও রিকুইজেশন কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত ব্যতীত মামলায় সম্পত্তি কম দখল করে। বিচারিক আদালত তাহার পর্যবেক্ষণীতে রেকর্ড করে যে তর্কিত সম্পত্তি তদন্ত ব্যতীত হুকুম দখল করা হয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। উক্ত পর্যবেক্ষণী থাকা সত্ত্বেও ইহা বোধগম্য হইতেছে যে কিভাবে আদেশ ৭ নিয়ম ১১ অনুযায়ী আরজি অগ্রাহ্য হইল। *[৩৯ ডিএলআর (এডি) ১]*

বাদী অভিযোগ করে যে, রিকুইজেশন করা হয়েছে সহায়ক কারণে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে আরজি অগ্রাহ্য সঠিক নহে। আরজির মূল কথা হইল, রিকুইজেশন আদেশটি অপ্রধান কারণে দেওয়া হইয়াছে তাই ইহার প্রকৃতি খাঁটি নহে। হয়ত এই অভিযোগটি মামলার বাদী পরিশেষে নাও প্রমাণ করিতে পারে, তাই বলিয়া ৭ আদেশ ১১ নিয়ম অনুযায়ী ইহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। *[৩৯ ডিএলআর (এডি) ১]*

আরজি যদি কোন নালিশী কারণ দেখাইতে ব্যর্থ না হয় বা অন্য কোন আইন কর্তৃক বারিত না হয়, তবে আরজি অগ্রাহ্য করা যাইবে না। *[৩৯ ডিএলআর ১৭৮]*

সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা ব্যতীত ও ঘটনা বিশ্লেষণ না করিয়া কোন আরজি অগ্রাহ্য সমর্থনীয় নহে। বাদী একজন কথিত উদ্যোক্তা ও তাহাকে বাদ দেওয়া হয় একটি প্রস্তাবিত ব্যাংকের গঠন হইতে, তাই বাদী কর্তৃক মামলা রুজু করা হয় তাহার সম্ভাব্য অধিকার হরণের ভিত্তিতে এই ধরনের উদ্যোক্তার মামলা রুজুর ক্ষেত্রে সবসময়ই নালিশী কারণ থাকে। *[৪২ ডিএলআর ১০২]*

এম. এল. আর.-এর প্রতিবন্ধকতা ও দ্বিত্বদোষ ঃ একই আদালত কর্তৃক পূর্ববর্তী বিচারের দোহাই দিয়া আরজি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে ক্ষুদ্র মিলিটারী কোর্ট কর্তৃক যাহা সমর্থনযোগ্য নহে। *[৪২ ডিএলআর ৩৫৭]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ যোগ্যতার ভিত্তিতে আরজি অগ্রাহ্য হইবে কিনা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিবাদীর দরখাস্ত নহে কেবলমাত্র বাদীর আরজিকে বিবেচনা করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে বিবাদীর প্লিডিংকে বিবেচনা না করিয়া আদালতকে কেবলমাত্র বাদীর আরজির প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে ও আরজির আকার ও ধরন হইতে ধরিয়া লইতে হইবে যে, উহাতে বর্ণিত বক্তব্যগুলি সত্য। *[৪২ ডিএলআর ২৪৪]*

বিবাদী কর্তৃক আরজি অগ্রাহ্য দরখাস্ত করিতে কোন আইনগত বাধা নাই এবং লিখিত জবাব দাখিলের পূর্বে উক্ত দরখাস্ত নিষ্পত্তি করিতে আদালতেরও কোন বাধা নাই। বিজ্ঞ সহকারী জজ ইহার বিপরীত পর্যবেক্ষণী পেশ করিয়া ভুল করেন। *[৪১ ডিএলআর ১৯৭]*

মামলার সমর্থনযোগ্যতার প্রশ্ন ঃ যেই সমস্ত মামলাসমূহ অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের ঋণ আনাদায়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাব-জজ ও কর্মাশিয়াল কোর্টকে বিশেষ এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে ২১ অক্টোবর ১৯৮৪-এর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। এই মামলার বাদী তাহার সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু ঘোষণার প্রার্থনা করে এবং যেহেতু এই মামলায় ইস্যু বিচার করিতে সাব-জজ মৌলিক এখতিয়ারসম্পন্ন, সেহেতু গঠনগত কারণে ইহা সাব-জজ কর্তৃক রক্ষণীয় ও সমর্থনীয়। *[৪২ ডিএলআর ৪৩৯]*

একটি দেওয়ানী মামলায় প্রতিবাদীগণ অভিযোগ করেন যে, তাহারা কোন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দেন নাই কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বিদ্বেষবশতঃ তাহার দুইজন ব্যক্তিকে প্রতিবাদীদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে প্রদর্শন করে গ্রাম্য কোর্টে। আপীলকারী (বিবাদী) এই অভিযোগের ভিত্তিতে আরজি অগ্রাহ্যের প্রার্থনা করে। দেওয়ানী মামলায় আরজি অগ্রাহ্য এইরূপে সম্ভব নহে। ইহার সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন যাহা কিনা মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হইলেই পাওয়া সম্ভব এবং এই মামলা দৃশ্যতঃ পোষণীয়। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

সরকারী পাওনা আদায় পুনরুদ্ধার আইন *(Public Demands Recovery Act)*-এর অধীনে সমস্ত কার্যক্রম নিঃশেষিত হওয়ার পরে বাদীগণ দেওয়ানী আদালতে আসিতে পারে না এবং আরজিগুলি হইতে ইহা দৃশ্যমান যে, এই মামলাটি আইনে বারিত। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ২ ঃ প্রতারণামূলক বিধায় একতরফা ডিক্রি ঘোষণার মামলার পরিধি ঃ মামলাটি দাখিল ও রক্ষণ করিতে নালিশী কারণ প্রয়োজন — ভূয়া দাবি একতরফা ডিক্রি রহিতকরণের কারণ হইতে পারে না। কেবলমাত্র যখন বাদী প্রতারণামূলকভাবে সমন গোপন করিয়া তাহাকে মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে যে একতরফা ডিক্রি হয় উহাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বাদী উক্ত অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হয় তখনই কেবল প্রতারণামূলক বিধায় উক্ত একতরফা ডিক্রিকে রহিত করা যায়। মামলা মুলতবী থাকাকালীন বাদী মামলা সম্পত্তি ক্রয় করিলে একতরফা ডিক্রি হয় ও উক্ত ডিক্রি বাদীর উপরে প্রযোজ্য হইবে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

বাদী আরজিতে স্বীকার করে যে, মামলার জমিতে কোম্পানীর দখল আছে কিন্তু মামলায় কোম্পানীকে বিবাদী করা হয় নাই। যেহেতু কোম্পানীকে প্রতিস্থাপন করা হয় নাই বা মামলায় জমি দখল উদ্ধারের কোন প্রার্থনা করা হয় নাই। সেইহেতু নিম্ন আদালত কর্তৃক আরজি অগ্রাহ্য অবৈধ নহে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১, আদেশ ৯ নিয়ম ৯ এবং ১০ ধারা ঃ নূতন মামলা যেহেতু একই নালিশী কারণের ভিত্তিতে একটির পরে আর একটি মামলা রুজু করে, সেইহেতু পরবর্তী মামলাটি স্থগিত থাকিবে। পরবর্তী মামলাটি যেহেতু দেওয়ানী মোকদ্দমা ২১০/১৯৮১ ডিসমিস হওয়ার পূর্বে করা হইয়াছে সেইহেতু বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এ বাধাগ্রস্ত হইবে না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

কখন আরজি অগ্রাহ্য করা যায় ঃ কখন ও কোন পর্যায়ে আরজি অগ্রাহ্য করা যায় এই ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। ইহা পুরোপুরিভাবে প্রতিটি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।
[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]

রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণকরণ একটি প্রক্রিয়াগত পদক্ষেপ। দরখাস্ত দাখিলের পূর্বে দলিল রেজিস্ট্রি করা হয় নাই, কেবলমাত্র এই কারণে এই কারণের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রক্রয়ের দরখাস্তটি অগ্রাহ্য করা হইলে তাহা কেবল অযথা ক্লেশের সৃষ্টি করিবে। অগ্রক্রয়ের দরখাস্তটির অকাল পরিপক্কতার দরুন মামলার চূড়ান্ত শুনানি পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দানে বিলম্বের আদেশ দিয়া বিচারিক আদালত কোন আইনগত ত্রুটি করে নাই। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১-ক ঃ নালিশী কারণ নির্ধারণ আদালতের দায়িত্ব নালিশী কারণ বলিতে ঐ সমস্ত ঘটনাবলীকে বুঝায় যাহা আড়াআড়িভাবে থাকিলেও আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাদীর অধিকারকে সমর্থন করিবার জন্য বাদীকেই প্রমাণ করিতে হয়। ইহা প্রতিটি ঘটনা প্রমাণের জন্য প্রতিটি সাক্ষ্যকে বুঝায় না, বরং প্রতিটি ঘটনাকেই বুঝায় যাহা বাদীকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

নালিশী কারণ বিবেচনা করিতে আদালতকে অন্য কোন বিষয় নহে, কেবলমাত্র আরজিতে সন্নিবেশিত বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে ধরিয়া নিতে হইবে যে, আরজিতে বর্ণিত সমস্ত অভিযোগ সত্য। এই সমস্ত মামলায় এই নীতিগুলি এত নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, এখানে নূতন কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ১০]*

আরজিটি কোন মামলার কারণ প্রকাশ করে নাই বলিয়া বিবাদীকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে ও আরজিটি এক পলকে দেখিয়াই বলিতে পারা উচিত যে, ইহাতে মামলার কারণ অনুপস্থিত। *[২৬ ডিএলআর ১০]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১-গ ঃ বাদীকে বকেয়া কোর্ট ফি প্রদান করিতে আদালত সময় দেয় নাই ও উক্ত সময়ের মধ্যে মামলাটি তামাদি হইয়া যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ আদালত বেআইনীভাবে আগাইয়াছে। আদেশ ৭ নিয়ম ১১-গ ও ধারা ১৪৯ অনুসারে বাদীকে বকেয়া কোর্ট ফি দিতে এবং তজ্জন্য সময় মঞ্জুর করা আদালতের উচিত ছিল। *[১৯৭০ (২২) ডিএলআর (এসসি) ১৪৪]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১-ঘ ঃ তামাদি আইনে বারিত মামলা তামাদি আইনের ৩ ধারা মোতাবেক ডিসমিস হওয়া উচিত। আরজি অগ্রাহ্যের আদেশটি এক প্রকার ডিস্‌মিসেল। একই নালিশী কারণে ও বিষয়বস্তুতে পরবর্তীতে মামলা দ্বিত্ব দোষে বারিত। *[১৯৬৮ (২০) ডিএলআর (PARK) 113]*

দরখাস্তের সহিত সম্মত না হওয়ার দরুন আদেশ ৭ নিয়ম ১১-ঘ অনুসারে আরজি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। *[১৯৭৩ (২৫) ডিএলআর ২৭০]*

তামাদির কারণে মামলা বারিত ঃ ইহা অবশ্যই দৃশ্যমান হইতে হইবে আদালতের আরজি অগ্রাহ্য না করিয়া সংশোধনের অনুমতি দেওয়া উচিত।

আরজির বিবৃতি মামলা বারিত বলিয়া মনে হইলে এই (খ) দফায় প্রযোজ্য কিন্তু এই দফা তখনই প্রযোজ্য হইবে না যখন আরজিতে কোন স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি না থাকে যে মামলাটি বারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন আরজির বিবৃতি হইতে ইহা দেখা যায় যে, আইন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পরে নালিশী কারণের উদ্ভব হইয়াছে এবং এইরূপ কোন ইংগিত নাই যে, তামাদির সময়টি রক্ষা করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে আরজি অগ্রাহ্য করা যায়। যখন ইহা তামাদি আইনে বারিত বলিয়া মনে হয়, সঠিক ক্ষেত্রে আরজি অগ্রাহ্য না করিয়া উহা সংশোধনের আদেশ যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে আরজি অগ্রাহ্য করা আদালত কর্তৃক বাধ্যবাধকতা নহে।

এই মামলার আরজিটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা ও সীল দেওয়া হয় সেরেস্তার কর্মচারী কর্তৃক ও তারপরে সাব-জজের নিকট পেশ করা হয়। তারপর আদালত আরজিটি রেজিস্ট্রি করায় ও আদেশ ৭ নিয়ম ১১ অনুযায়ী আরজিটিতে কোন বিলম্ব হয় নাই বিধায় বিবাদীগণের উপর নোটিস ইস্যু করিবার আদেশ দেন। ঐ নোটিসের ভিত্তিতে বিবাদী দরখাস্তকারীদের হাজির হইয়া দরখাস্তের মাধ্যমে আরজি অগ্রাহ্যের প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ জজ তাহার ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রায়ে তাহার কারণ নথিভুক্ত করিয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। প্রাথমিক আদালত কর্তৃক আদেশ দ্বারা আরজি অগ্রাহ্যের দরখাস্তটি নামঞ্জুর করা হইয়াছে। সুতরাং ধারা ১৫১ অনুযায়ী উহার উপর হস্তক্ষেপ করা ঠিক নহে। যেখানে নিম্ন আদালত তাহার ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কোন আদেশ দেয়, সেইক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সর্বাঙ্গীনভাবে ব্যর্থ না হইলে হাইকোর্টের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপে অনীহা থাকা উচিত। *[১৯৭৪ (২৬) ডিএলআর ১০]*

মামলা বারিত বলিয়া আরজিতে নির্দিষ্টভাবে স্বীকৃতি থাকিলেই কেবল আরজি অগ্রাহ্য করা যায় নতুবা নহে। লিখিত বর্ণনা ও অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে যদি দেখা যায় যে, মামলাটি তামাদির কারণে বারিত ও এই পর্যবেক্ষণীর ফলে আরজির অগ্রাহ্য হয় তবে তাহা সমর্থনীয় নহে। এই (ঘ) দফা অনুসারে আরজি বিবৃতিতে মামলা যেকোন আইন দ্বারা বারিত বলিয়া মনে হইলে, আরজি অগ্রাহ্য করা যাইবে। *[১৯৮৩ (৩৫) ডিএলআর ২১৭]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ বিবাদীর প্লিডিং বা দরখাস্তে বর্ণিত বিবৃতির উপর ভিত্তি করিয়া আরজি অগ্রাহ্য করা যায়। *[৪১ ডিএলআর ৭৭]*

নথিতে এইরূপ কিছু নাই যে, অন্য কোন আইনে মামলাটি বারিত — বিজ্ঞ সাব-জজের পর্যবেক্ষণীটি ভিত্তিহীন ও আইন অনুযায়ী চলিতে পারে না। *[৪২ ডিএলআর ১৫৪]*

আরজি অগ্রাহ্যের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের কেবল আরজির বিবৃতির প্রতি নজর দেওয়া উচিত এবং লিখিত বর্ণনার কোন বিবৃতি বা বিবাদী কর্তৃক পেশকৃত কোন অন্য দলিল বিবেচনা করা উচিত নহে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

যেইক্ষেত্রে বাদী তাহার জন্য নির্ধারিত অংশ সম্পর্কে বিরোধিতা করে না যাহা প্রাথমিক ডিক্রিতে আছে কিন্তু প্রতারণার কারণে বিরোধিতা করে, সেইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মামলার চূড়ান্ত ডিক্রিতে বণ্টিত অংশের ক্ষেত্রে 'চূড়ান্ত নীতি'র আহ্বান করা যায় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ মামলার আরজি বৈধভাবে খারিজের কোন অবকাশ নাই যদি না মামলার আরজি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় অথবা প্রচলিত আইন দ্বারা মামলা বারিত হয় না। *[৪৭ ডিএলআর (এইচডি) ১৪৩]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (খ) (গ) ঃ একটি আরজি বাতিলের আদেশ ডিক্রি বলিয়া বিবেচিত বিধায় উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইতে পারে।

আরজি বাতিলের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ক্লজ (খ) বা (গ) মতে পুনরায় আপীল দায়ের করানো কঠিন হয় যখন আরজি যথোপযুক্ত স্ট্যাম্পের কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিতে ব্যর্থ হয়। বাতিল আদেশ দণ্ডমুক্ত হওয়াই সঠিক।

যদি যথোপযুক্ত স্ট্যাম্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরজি দাখিলের ব্যর্থতার যথেষ্ট কারণ বর্তমান থাকে, তবে আরজি পুনর্বহালের আদেশ সুনির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে দেঃ কাঃ বিধি ১৫১ ধারা মতে দেওয়া যাইতে পারে। *[৪৭ ডিএলআর (এইচডি) ৩৬০]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ নিষেধাজ্ঞা শুনানিকালে মোকদ্দমার রক্ষণীয়তা সম্পর্কে আদালতের দেখা আবশ্যক নহে। মোকদ্দমার বর্ণনার দাখিলের পর এবং রক্ষণীয়তা সম্পর্কে বিচার্য বিষয় গঠনের পর রক্ষণীয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ২৮]*

বিবাদীর স্বাভাবিক বক্তব্য বিবেচনা ব্যতীত আদালত আর্জি অগ্রাহ্য উচিত কিনা প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়া আরজিতে থাকা যাবতীয় বিবরণাদি সঠিক বলিয়া ধারণা করিবেন। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ২৩৪]*

আরজি অগ্রাহ্য হইবে কি না হইবে তজ্জন্য আদালত আরজির বর্ণিত বিবরণাদি দেখিতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাহার বাহিরে যাইতে পারেন না। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৫৩১]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ঘ) আরজি নাকচ করা মর্মে দাখিলী দরখাস্তে তামাদি ও দোবারা দোষের প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, উহা ঘটনা ও আইনের মিশ্রিত প্রশ্ন বিধায় বিশদভাবে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর তদন্ত করা আবশ্যক যাহাতে গঠিত বিচার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিচার আদালত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। *[৫২ ডিএলআর (এডি) ৪৯ ; ৫২ ডিএলআর (এইচডি) ১৯৪]*

এই আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে আদালত আরজির বিবরণের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি দিবেন। বিবাদীর লিখিত বর্ণনা অথবা বিবাদী কর্তৃক দাখিলী দলিল-দস্তাবেজ বিবেচনা করিতে পারেন না।*[৫২ ডিএলআর (এইচডি) ৬১৪]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ আরজি অগ্রাহ্য করার জন্য আদালত কেবলমাত্র আরজির বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিবেন এবং বিবাদীর লিখিত বর্ণনার বিবরণ অথবা বিবাদীর দাখিলকৃত দলিলাদি বিবেচনা করিবেন না। *[১৫ বিএলডি (এইচডি) ৫১৯]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ (ঘ) ঃ দোবরা প্রশ্নে আরজি পাঠে সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় না এবং মোকদ্দমা বিচারকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। *[২০ বিএলডি (এডি) ৮২]*

আদালত মামলার যেকোন স্তরে আরজি অগ্রাহ্য করিতে পারেন যদি ৭ আদেশের ১১ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সন্তুষ্ট হন। দ্বিমুখী নীতি প্রযোজ্য। প্রথম অবস্থায় ইহা বিবেচ্য যে, সদ্য জন্মিত মোকদ্দমা সাথে সাথেই কবরস্থ করা উচিত যাহাতে অতিরিক্ত সময় নষ্ট না হয় এবং অপ্রয়োজনে খরচ না করা হয় নিষ্ফল মোকদ্দমায়। দ্বিতীয় অবস্থায় ইহা বাদীকে আগেভাগেই তাহার পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিবার সুবিধা করিয়া দেয়। সুতরাং আইনে অনুমতি থাকিলে সঠিকভাবে মামলা গঠন করিয়া উপযুক্ত প্রতিকার দাবি করিয়া মামলা দায়ের করিতে পারে। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ৩৬৬]*

সাধারণতঃ আরজি পাঠ করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির ৭ আদেশের ১১ নিয়ম মতে আরজি অগ্রাহ্য করা যায়। তবে বিশেষ অবস্থায় আদালত তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগেও আরজি সরাসরি ফেলিয়া দিতে পারেন। স্বাভাবিক বাধা সম্পর্কে সাক্ষ্যের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যদি আরজিতে পরিষ্কারভাবে মোকদ্দমার ঘটনা প্রকাশ করা না হইলে মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে মর্মে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ আছে। বিশেষক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বিধির ১৫১ ধারা প্রযোজ্য। মোকদ্দমার কার্যকারণ প্রকাশ না করায় আরজি অগ্রাহ্যের জন্য দরখাস্ত করিলে আদালত বাদীর মামলা অংশে অংশে তথ্য আলোচনা করা উচিত নহে। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ২৭৮]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১১ ঃ বাদীর আরজি অগ্রাহ্যের প্রশ্ন নির্ধারণ করিতে আদালত মোকদ্দমার সত্যতা যাচাইয়ের তদন্তে অথবা অন্যথায় আরজিতে বর্ণিত বিবরণাদি সম্পর্কে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না কেবলমাত্র আরজি অগ্রাহ্য করিতে পারেন যদিও আরজির সকল বিবরণ সত্য বলিয়া পাওয়া যায়। তথাপি দেওয়ানী কার্যবিধির ৭ আদেশের ১১ নিয়মের বিধান মতে বারিত হয়। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ২২৭]*

আরজি পাঠে মোকদ্দমার ভাগ্য পরিষ্কার-যদি মোকদ্দমা সম্মুখে চলার অনুমতি দেওয়া হয়, ইহা সময়, শক্তি এবং সকল পক্ষের অর্থ অপচয় করে। তদ্রূপ ঘটনায় ও অবস্থাতে এই আদালত অসার, হয়রানিমূলক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মোকদ্দমা সম্মুখে চলমান রাখিতে অনুমোদন দিতে পারে না। *[২০ বিএলডি (এইচডি) ৫০৯]*

নিয়ম

১২। আরজি প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী পদ্ধতি ঃ

আরজি প্রত্যাখ্যান করা হইলে বিচারক উহার কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে শর্তাবলী আরজি প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত। কিন্তু আপীল স্মারক বা দ্বিতীয় আপীল প্রত্যাখ্যাত হইলে, আদালত প্রত্যাখ্যানের কারণ এই নিয়ম অনুসারে প্রকাশ্যে রেকর্ড করিবেন। এই নিয়মের শর্তাবলী আরজির মত স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। *[এআইআর ১৯৬১ মনিপুর ৫০]*

নিয়ম

১৩। যেইক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যাত হইলে নূতন আরজি দলিলে বাধা নাই ঃ

পূর্বোক্ত কারণসমূহের কোনটির দরুন আরজি প্রত্যাখ্যাত হইলে বাদী একই কারণে মামলা করিবার জন্য নূতন আরজি দাখিল করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

ভাষ্য

দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ নিয়মে কোন আরজি প্রত্যাখ্যাত হইলে বাদী এক দাবি লইয়া নূতন করিয়া মামলা দায়ের করিতে পারিবেন যদি আরজি তামাদি আইনে প্রত্যাখ্যান করা না হইয়া থাকে। সপ্তম আদেশের ১১-খ নিয়মে আরজি প্রত্যাখ্যান করা হইলে, বাদী ধারা ১৪৯ ও ১৫১-এর (ধারা ১৪৯ ও. ১৫১) অধীনে আদালতের ঘাটতি মাশুলসহ মামলা পুনরুজ্জীবনের আবেদন করিতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে ইহাকে নূতন আরজি হিসাবে গণ্য করিতে আদালতের কোন প্রতিবন্ধকতা এই নিয়মে থাকিবে না।

এই নিয়মের আওতায় নূতন মামলা বারিত নহে ঃ ১১ নিয়মের আওতায় কোন আরজি প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিলে বাদী ঐ একই কারণে মামলা করিবার জন্য নূতন আরজি দাখিল করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। তবে তামাদি আইনের কারণে তাহার এইরূপ অধিকার বারিত হইয়া থাকিলে এই নিয়ম প্রয়োগ করিবে না। *[২০ ডিএলআর ৫০৬]*

পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত ঃ একটি আরজি মামলার গুণাগুণের আলোকে এবং বাদীর স্বার্থের বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌছিয়া আদালত যদি আরজিটিকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে এইরূপ প্রত্যাখ্যান আপাতঃ প্রত্যাখ্যান মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে নূতন উহা খারিজেরই নামান্তর। এইক্ষেত্রে ঐ একই কারণ ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরবর্তী কোন নূতন মামলা পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত দ্বারা বারিত হইয়া যাইবে। *[এআইআর ১৯৪৩ লাহোর ১২১]*

আরজিতে যেই সমস্ত দলিলের উপর নির্ভর করা হয়

নিয়ম

১৪। আরজির সহিত দলিল দাখিল করিতে হইবে ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবির সমর্থনে তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন দলিলের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে আরজি দাখিল করিবার সময় উক্ত দলিল সেই আদালতে উপস্থিত করিবে এবং আরজির সহিত নথিযুক্ত করিবার জন্য আদালতে অর্পণ করিবে।

(২) ঐ সমস্ত দলিলের ফটোস্ট্যাট কিংবা বাদীর উকিল দ্বারা সত্যায়িত প্রকৃত অনুলিপি ঐ দলিলগুলির পরিবর্তে দাখিল হইলে এবং শুনানির সময় কিংবা আদালত যেই সময় নির্দেশ দেন সেই সময় দলিলগুলি দাখিলের প্রতিশ্রুতি দিলে আদালত ঐ দলিলগুলি ফেরত দিতে পারেন।

(৩) যেইক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবির সমর্থনে তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন নহে এমন সমস্ত দলিলের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে আরজির সহিত যুক্ত বা সংযোজিত করিবার জন্য উক্ত দলিলসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং কাহার হস্তে ও আয়ত্তে আছে তাহা বর্ণনা করিবে।

ভাষ্য

আদালতে দলিল দাখিল করিয়া আবার তাহা ফেরত নেওয়া যায়। তবে ফেরত লইতে গেলে ঐ সমস্ত দলিলের ফটোকপি কিংবা সত্যায়িত নকল আদালতে দাখিল করিতে পারে।

দলিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ (১) যেই দলিলের উপর কোন পক্ষ তাহাদের দাবি বা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, (২) আর এক প্রকার দলিল তাহাতে কোন একটি পক্ষ তাহার দাবি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুকূলে

তথ্য প্রমাণ হাজির করে। প্রথমোক্ত দলিলের বিষয়বস্তু আরজি .। লিখিত বিবৃতির সহিত প্রদান করিতে হইবে। যদি তাহা যথাসময়ে না করা হয় তবে বাদী উপস্থিত হওয়ার সময়ে ইহা পেশ করা যাইবে না ৭ আদেশের ১৮ নিয়মে বর্ণিত আদালতের অনুমতি ব্যতীত। বিবাদীর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে বিবাদীর বেলায় ইহার অন্যথা হইলেও তাহার জন্য কোন বিধিবদ্ধ শাস্তির ব্যবস্থা নাই।

নির্ভরকৃত দলিল কখন জমা দিতে হইবে ঃ যেইক্ষেত্রে বাদী তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন দলিলের উপর নির্ভর করে সেইক্ষেত্রে উক্ত নির্ভরকৃত দলিল, তাহার আওতায় থাকিলে, মামলার প্রথম শুনানির পূর্বে বা শুনানির সময়ে আদালতে দাখিল করিতে হইবে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৬২]*

দলিল হারাইয়া গেলে আদালত কি করিবেন ঃ বাদী তাহার নির্ভরকৃত দলিল আদালতে দাখিল করিবার পর আদালতের হেফাজত হইতে উক্ত দলিল হারাইয়া গেলে আদালত বাদীকে দলিলটির মাধ্যমিক সাক্ষ্য প্রদান করিতে আদেশ করিবেন। *[এআইআর ১৯২৫ পিসি ৮০]*

এই নিয়ম পালনে ব্যর্থতার পরিণতি ঃ এই ধারার আওতায় বাদী আদালতে দলিল প্রদান না করিলে তাহার জন্য আরজি প্রত্যাখ্যান কিংবা মামলা খারিজ হইবে না। তবে বাদী পরে আদালতের অনুমতি ব্যতীত ঐরূপ দলিলাদি সাক্ষ্য হিসাবে শুনানিতে আর প্রদর্শন করিতে পারিবে না। *[পিএলডি ১৯৮৩ করাচি ৫০১]*

সংশোধন ঃ ১৯৮৩ সনের ৪৮ অধ্যাদেশ পূর্বতন ১৪ নিয়মের স্থলে বর্তমান ১৪ নিয়মটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। মোকদ্দমা দায়ের করিবার পরে মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে তৈরি মিথ্যা বা ভূয়া দলিল তৈরি বন্ধ করাই অত্র নিয়মের উদ্দেশ্য। অত্র নিয়মের অধীনে আরজি দাখিলের সময় বাদীকে তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন যেই সমস্ত দলিলের উপর সাক্ষ্য হিসাবে তাহার মোকদ্দমার দাবির সমর্থনে নির্ভর করিতে হইবে, সেইগুলি আদালতে দাখিল করিবেন। এই নিয়ম অনুসারে দলিল আদালতে দাখিল না করিলে অত্র আদেশের ১৮ নিয়মে বর্ণিত দণ্ড বাদীর জন্য নির্ধারিত হইবে, কিন্তু আরজি প্রত্যাখ্যাত হইবে না। অনেক ক্ষেত্রে মূল দলিলগুলি আদালতে দাখিল করিবার পর বাদীপক্ষের অন্য মোকদ্দমায় অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে এই সমস্ত দলিলের ফটোস্ট্যাট বা অবিকল নকল তৎপক্ষীয় উকিল কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া আদালতে দাখিল করিলে আদালতের অনুমতিক্রমে শুনানির সময় দাখিল করা বা আদালত যখন নির্দেশ দিবেন তখনই আদালতে দাখিল করিবার অঙ্গীকার প্রদান করিয়া আদালত হইতে দলিলসমূহ ফেরত নেওয়া যাইবে। বাদী যদি অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তগত বা আয়ত্তাধীন কোন দলিলের উপর নির্ভর করে, তবে সেই দলিল যাহার নিকট আছে তাহার বর্ণনা আদালতে প্রদান করিতে হইবে।

আদেশ ৭ নিয়ম ১৪ ঃ আরজির সাথে দাখিল করা হয় নাই এমন কোন দলিল পরবর্তীতে আদালতে উপস্থাপন করা হইলে উক্ত দলিল গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে আদালতের বিচার্য বিষয় কোন দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া কোন মামলা দায়ের করা হইলে উক্ত দলিল আরজির সহিত আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ নিয়ম ৭ অনুযায়ী মামলার তারিখে যেই সমস্ত দলিলের অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ থাকে বা পরে উপস্থাপনের ফলে যেই সমস্ত দলিলের সম্পর্কে নিকট সন্দেহের সৃষ্টি হইতে পারে সেই সমস্ত দলিল বাতিলযোগ্য।

মামলায় বলা হয় আদেশ ১৪ অনুযায়ী আদালতে হাজির করিতে হইবে এমন কোন দলিল বাদীর নিকট থাকিলে তাহা অবশ্যই প্রথম শুনানির পূর্বে বা প্রথম শুনানির দিনে আদালতে হাজির করিতে হইবে।

[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৬২]

আদেশ ৭ নিয়ম ১৪ এবং ১৮ ঃ দলিল মামলার আরজির সহিত দাখিল না করিবার ক্ষেত্রে ঃ আরজির সহিত কোন দলিল আদালতে দায়ের করা না হইলে কোন ধরনের অসৎ উদ্দেশ্যে তাহা করা হইয়াছে এমন ধারণা করা যাইবে না। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালতের দলিল হাজির করিবার ক্ষেত্রে এই নূতন বিধিটি সংযোজন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, (বোনাফাইড) লাভজনক ভুলের ক্ষেত্রে আদালতের অপরিহার্য ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দলিল আদালতে হাজির করিবার অনুমতি দানের ক্ষমতা থাকিবে না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯]*

শেষ পর্যায়ে আদালতে দলিল উপস্থাপন ঃ প্রমাণিত এবং সন্দেহযুক্ত দলিল আদালতের অনুমতি লইয়া মামলার শেষ পর্যায়ে আদালতে হাজির করা যাইবে। তবে এক ধরনের দলিল উপস্থাপনের অনুমতি দানের ক্ষেত্রে আদালত তাহার বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহার করিলে তাহা ভাল হবে। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৩]*

নিয়ম

১৫। কোন দলিল বাদীর হাতে বা আয়ত্তে না থাকিলে, সেইক্ষেত্রে বিবৃতি ঃ

অনুরূপ কোন দলিল বাদীর হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে না থাকিলে, যদি সম্ভব হয়, তবে উহা কাহার হস্তগস্ত বা আয়ত্তাধীনে আছে, বাদী তাহা উল্লেখ করিবে।

ভাষ্য

আদেশ ৭ নিয়ম ১৫ ঃ আরজিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন সমস্ত দলিল পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা বিবাদীর আছে — আদালত কর্তৃক বাদীর পরীক্ষা করা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া আদেশটি বাতিল করা হয় এবং বাদীকে আদালতে উক্ত দলিল হাজির করিতে বলা হয়। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

নিয়ম

১৬। হারাইয়া যাওয়া নিগোসিয়েবল ইন্স্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে মামলা ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন নিগোসিয়েবল ইন্স্ট্রুমেন্ট ভিত্তিতে মামলা করা হয়, এবং উক্ত ইন্স্ট্রুমেন্ট হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং উক্ত দলিলের উপর অন্য কাহারও দাবির বিরুদ্ধে বাদী আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক নিশ্চয়তা দান করে, সেইক্ষেত্রে বাদী আরজির সহিত উক্ত দলিল আদালতে উপস্থিত করিলে এবং উহার নকল আদালতে দাখিল করিলে আদালত যেইরূপ ডিক্রিদান করিতেন, সেইরূপ ডিক্রিই দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম অনুসারে আদালত রায় প্রদানের পূর্বে ইহা প্রমাণিত হইতে হইবে, মোকদ্দমা নির্ভরশীল এমন হস্তান্তরযোগ্য দলিল হারাইয়া গিয়াছে। এইরূপ হইলে বাদীকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল হারাইবার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল ঃ এই নিয়মের আওতায় আদালত কোন ডিক্রি প্রদান করিবার পূর্বে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে, যেই হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মামলাটি দায়ের করা হইয়াছে উহা হারাইয়া গিয়াছে।

[এআইআর ১৯৫৮ করাচি ১২৪]

নিয়ম

১৭। দোকানের বহি দাখিলকরণ ; মূল্য লেখা চিহ্নিতকরণের পর উহা ফেরত দেওয়া ঃ

(১) ১৮৯১ সালের ব্যাংকের হিসাব বহি প্রমাণ আইনে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, বাদী যেই দলিলের ভিত্তিতে মামলা করে, তাহা যদি দোকানের হিসাব বহিতে বা তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন অন্য কোন হিসাব বহিতে লিখিত কিছু হয়, তবে বাদী আরজির সহিত উক্ত হিসাব বহি এবং লিখিত যেই বিষয়টির উপর বাদী নির্ভর করে উহার একটি নকল আদালতে পেশ করিবে।

(২) আদালত বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারী অবিলম্বে উক্ত দলিল সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করিবেন ; এবং দলিলের নকল পরীক্ষা ও মূল দলিলের সহিত উহা মিলাইয়া দেখিবার পর যদি উহা যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে সেই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন এবং হিসাব বহিটি বাদীকে ফেরত দিবেন ও নকলটি নথিভুক্ত করাইবেন।

ভাষ্য

ব্যাংক বহি প্রমাণ বিধির ৪ সেকশন মতে ব্যাংক বহির যেকোন লিপিভুক্তির প্রত্যায়িত অনুলিপিকে এইরূপ ভুক্তি বা জমার প্রথম লব্ধ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। ইহা মূলভুক্তিতে রেকর্ডকৃত তথ্য ; যেমন, লেনদেন, হিসাব ইত্যাদির প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে।

ব্যাংক বহি বলিতে খতিয়ান, দৈনন্দিন খাতা, নগদ জমার খাতা, হিসাবের খাতা ইত্যাদি সাধারণ খাতাপত্রকে বুঝায়। এইরূপ বহির বেলায় ইহার মূললিপিটি আরজির সহিত দিতে হইবে না। শুধু লিপিভুক্তির একটি প্রত্যায়িত

অনুলিপি জমা দিলেই চলিবে। তবে ইহা স্পষ্ট হইতে হইবে যে, ব্যাংকটির খাতাবহির বেলায় ব্যাংক বহি প্রমাণ বিধি প্রযোজ্য।

এই নিয়ম দ্বারা সন্দেহজনক কোন প্রমাণ নাকচ করা হয় এবং মামলায় ইহার উপস্থিতি সংশয়যুক্ত। এই প্রমাণের সঠিকত্ব লইয়াও সন্দেহ জাগিতে পারে। কারণ উহা মামলার শেষ দিকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

পরবর্তীতে সংযুক্ত বাদীকে এইরূপ যুক্ত হওয়ার একটি কার্যধারা পেশ করিতে হইবে। মূল আরজিতেও উল্লেখ থাকিতে হইবে যেই উদ্দেশ্যে সমন, নোটিস অথবা অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে বাদীর পক্ষে।

দোকান বহি ঃ বাদী যেই দলিলের ভিত্তিতে মামলা করে উহা যদি কোন দোকান বহিতে লিখিত কিছু হয় তাহা হইলে বাদী আরজির সহিত উক্ত বহি এবং উহার একটি নকল আদালতে পেশ করিবে *[এআইআর ১৯৬৫ অল. ১৮৯]*। আদালত পরে দাখিলকৃত নকলটির যথার্থতা মিলাইয়া দেখিবেন *[এআইআর ১৯৬৫ অল. ১৮৯]*। ১৩ আদেশের ৫৭ নিয়মের আওতায় যেই সমস্ত নকল আদালতে দাখিল করিবার বিধান রহিয়াছে উহাতে কোনরূপ স্ট্যাম্প সংযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। *[আইএলআর ১৯৫৯ হায়দ্রাবাদ ৩১৯ ডিবি]*

এই নিয়ম লংঘনের ফলাফল ঃ আরজির সহিত মূল দলিল নথিভুক্ত করা হয় নাই অথচ আরজিটি রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এইরূপ পরিস্থিতি আরজি প্রত্যাখ্যানের কোন ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে না। বরং ইহার ফলে বাদীকে যেই পরিণতি ভোগ করিতে হইবে তাহা হইতেছে, আরজির সহিত মূল দলিল সন্নিবেশিত না করিলে পরবর্তীতে উহা আর আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে সাক্ষ্য হিসাবে প্রদান করা যাইবে না।

[এআইআর ১৯৫৬ বোম্বে ২৭২]

নিয়ম

১৮। আরজি দাখিলের সময় যেই সমস্ত দলিল দাখিল করা হয় না, তাহা গ্রাহ্য হইবে না ঃ

(১) বাদী কর্তৃক যেই দলিল আরজির সহিত আদালতে উপস্থিত করা উচিত বা আরজির উপর লিখিত বা আরজির সহিত সংযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তাহা যদি অনুরূপভাবে আদালতে উপস্থিত বা তালিকাভুক্ত করা না হয়, তবে মামলার শুনানির সময় সেই দলিল আদালতের অনুমতি ব্যতীত বাদীর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে না।

(২) বিবাদীর সাক্ষীকে জেরার করিবার জন্য, অথবা বিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রশ্নের জবাব দানের জন্য যেই দলিল উপস্থিত করা হয়, অথবা সাক্ষীর স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য যেই দলিল তাহার হাতে দেওয়া হয় সেই দলিলের ক্ষেত্রে অত্র বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

উদ্দেশ্য ঃ ১৮ নিয়ম প্রণয়নের উদ্দেশ্য হইতেছে, মামলা রুজু করিবার সময় যেই সমস্ত সাক্ষ্যের অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত ছিল কিংবা যেই সমস্ত সাক্ষ্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় নাই সেই সমস্ত সাক্ষ্য বাদ দেওয়া। *[এআইআর ১৯৫২ ট্রাভ কোং ৪৪৫ ডিবি]*

দলিল গ্রহণে আদালতের ইচ্ছাধীন এখতিয়ার ঃ আরজির সহিত নথিভুক্ত করা হয় নাই অথবা দলিল তালিকাতে উল্লিখিত হয় নাই এমন কোন দলিলও গ্রহণ করিবার জন্য আদালতের যথেষ্ট ইচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে। *[পিএলডি ১৯৮১ করাচি ৫৯৬]*

তবে আদালত কোন দলিল গ্রহণে আবার অস্বীকারও করিতে পারেন। মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ যেইখানে দলিল দাখিলকরণে অবাধ বিলম্বের কারণ না দর্শাইয়া দলিলটি দাখিল করিতে চায় আদালত সেইখানে কোন দলিল গ্রহণ না করিয়া বরং উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৩৫ লাহোর ৬৪৮ ডিবি]*

কোন আপীল আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থেও কোন দলিল গ্রহণ করিতে পারে। *[পিএলডি ১৯৫৯ এজে এণ্ড কে ৫৬]*

আদেশ ৭ নিয়ম ১৮ ঃ দলিলের স্বীকৃতি দান ঃ এই আদেশের অন্তর্নিহিত নীতি হইল, মামলার তারিখে যেই সমস্ত দলিলের অস্তিত্ব লইয়া সন্দেহ থাকে বা পরবর্তীতে উপস্থাপনের ফলে যাহার বিশুদ্ধতা লইয়া সন্দেহ দেখা দিতে পারে এমন সমস্ত দলিলকে সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে বাতিল করিয়া দিয়া মাননীয় সাব-জজ বিচার বিভাগীয় নীতি অনুযায়ী তাহার বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া মামলার শেষ পর্যায়ে হাজির করা কবুলিয়ত গ্রহণে অস্বীকার করেন। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

সার-সংক্ষেপ

আরজি ও তাহার বিষয়বস্তু

মামলার কারণ ও বিবরণ একটি আরজিতে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা আদালতে দায়ের করিয়া মামলা রুজু করিতে হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) যেই আদালতে মামলা দায়ের করা হইয়াছে তাহার নাম।

(খ) বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান।

(গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান (যতদূর জানা যায়)।

(ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক অথবা মানসিক বিকারগ্রস্ত হইলে সেই মর্মে বিবৃতি।

(ঙ) যেই সমস্ত ঘটনার জন্য মামলার উদ্ভব হইয়াছে ও যেই সময় তাহা হইয়াছে।

(চ) যেই আদালতে মামলা দায়ের হইয়াছে, সেই আদালতের যেই এই মামলা বিচারের এখতিয়ার রহিয়াছে সেই মর্মে বিবৃতি।

(ছ) মামলায় বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার।

(জ) দাবির কোন অংশ বর্জন করা হইলে সেই মর্মে বিবৃতি।

(ঝ) *Suit Valuation Act* অনুযায়ী মামলার মূল্য এবং *Court Fees Act* অনুযায়ী দাবির মূল্য বিষয়ে বিবৃতি।

যেইক্ষেত্রে বাদী টাকা আদায়ের জন্য মামলা করে, সেইক্ষেত্রে দাবির টাকার সঠিক পরিমাণ আরজিতে এই আদেশের ২ বিধি অনুযায়ী করিতে হইবে। কিন্তু বাদী যদি অন্তর্বর্তীকালীন *(mesne profit)* অথবা বিবাদীর সহিত তাহার অমীমাংসিত হিসাব বাবত সম্ভাব্য পাওনা টাকার জন্য মামলা করে, তবে আরজিতে দাবির টাকার আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

মামলার বিষয়বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি হয়, তবে আরজিতে উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করিবার উপযুক্ত বর্ণনা করিতে হইবে, এবং যেইক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির চৌহদ্দি বা সেটেলমেন্ট পরচায় *(khatian)* উল্লিখিত খতিয়ান ও দাগ নং দ্বারা উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করা সম্ভব, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ চৌহদ্দি ও দাগ খতিয়ান নং আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

যেইক্ষেত্রে বাদী অন্যান্যদের প্রতিনিধি হিসাবে মামলা করে, সেইক্ষেত্রে আরজিতে মামলার বিষয়বস্তুতে তাহার স্বার্থ এবং এই বিষয়ে সে যে অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

বিবাদীগণকে কোন মামলায় জড়ান হইল, সেই বিষয়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং আরও উল্লেখ করিতে হইবে যে, বাদীর দাবির জবাব দিতে বিবাদী পক্ষ বাধ্য।

যেইক্ষেত্রে তামাদি আইনে উল্লিখিত সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মামলা দায়ের করা হয়, সেইক্ষেত্রে যেই অজুহাতে তামাদি আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি দাবি করা হয়, তাহা আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

বাদী সাধারণভাবে বা বিকল্পভাবে যেই প্রতিকার দাবি করে, আরজিতে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। তবে প্রতিকার দাবি না করিলেও আদালত সঙ্গত বিবেচনায় সাধারণতঃ মঞ্জুর করিয়া থাকেন তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

বাদী যেইক্ষেত্রে বিভিন্ন দাবি বা নালিশের কারণের ভিত্তিতে প্রার্থনা করে, সেইক্ষেত্রে আরজিতে উক্ত বিষয়গুলি যথাসম্ভব স্পষ্টরূপে পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

বাদী আরজির সহিত তাহার দাবির পোষকতায় যদি কোন দলিল দাখিল করে, তবে সেইগুলির তালিকা *(list)* আরজির উপর লিখিয়া অথবা আরজির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। আরজি গৃহীত হইলে বাদী যতজন বিবাদী রহিয়াছে, সাদা কাগজে আরজির সেই সংখ্যক নকল দাখিল করিবে, তবে আরজির দৈর্ঘ্য বা বিবাদীর সংখ্যাধিক্য বিবেচনায় বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে আদালত বাদীর আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ *(concise statement)* বিবাদীর উপর জারির জন্য দাখিল করিতে অনুমতি দিতে পারে।

মামলার যেকোন পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে যে আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত, ভুলবশতঃ বা অন্য কোন কারণে যদি সেই আদালতে দায়ের না হইয়া অন্য আদালতে দায়ের হয়, তবে উপযুক্ত আদালতে দায়ের করিবার জন্য আরজি ফেরত দেওয়া যাইবে। আরজি ফেরত দেওয়ার সময় আদালত উহার আরজি দাখিলের ও ফেরত নেওয়ার তারিখ, দাখিলকারক পক্ষের নাম এবং উহা ফেরত দেওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি *(statement)* লিখিয়া ফেরত দিবেন।

কোন কোন সময় তামাদি রক্ষার্থে এইগুলির প্রয়োজন পড়ে। সাধারণতঃ যেইদিন আরজি ফেরত লইয়া উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে দায়ের হয়, সেই দিন হইতে তামাদিকাল গণনা শুরু হয়। তবে বাদী সঙ্গত কারণে তামাদি আইনের ১৪ ধারাতে বলা আছে বাদী যদি কোন আদালতে বিবাদীর বিরুদ্ধে যত্নসহকারে এবং সরল বিশ্বাসে কোন মূল অথবা আপীল মামলা চালাইতে থাকে এবং মামলা চলাকালীন পরে যদি ধরা পড়ে যে, উক্ত

আদালতের এই মামলা করিবার কোন এখতিয়ার নাই, তবে এই রকম ক্ষেত্রে এখতিয়ারবিহীন আদালতে মামলা থাকাকালীন মামলা দায়েরের তারিখ এবং নিষ্পত্তির তারিখসহ যে সময় অতিবাহিত হইবে, তাহা একই কারণে *(same cause of action)* পুনরায় যথোপযুক্ত আদালতে মামলা করিবার সময় তামাদিকাল হইতে বাদ যাইবে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যান *(reject)* করা যাইবে ঃ

(ক) যেইক্ষেত্রে আরজিতে মামলার কারণ *(Cause of action)* উল্লেখ করা হয় নাই ;

(খ) যেইক্ষেত্রে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য কম করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আদালতের নির্দেশ মত বাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সংশোধন করিতে অপারগ হইয়াছে ;

(গ) যেইক্ষেত্রে দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্য যথার্থ পরিমাণেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজন অপেক্ষা কম মূল্যের কোর্ট ফি দিয়া আরজি দায়ের হইয়াছে এবং আদালতের নির্দেশ মত বাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কোর্ট ফি দিতে অপারগ হইয়াছে ;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে আরজি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন আইন অনুসারে উক্ত মামলা নিষিদ্ধ।

আরজি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আদেশ ডিক্রিতুল্য হওয়ায় এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। উক্ত কারণসমূহের কোন একটির জন্য আরজি প্রত্যাখ্যাত হইলে, বাদী একই কারণে তামাদি সাপেক্ষ পুনরায় মামলা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

আদেশ ৮

লিখিত বিবৃতি ও পারস্পরিক দাবি পরিশোধ

নিয়ম

১। লিখিত বিবৃতি ঃ

(১) মামলার প্রথম শুনানির তারিখে বা তৎপূর্বে অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে ৮০ ধারার (২) উপধারার শর্তের বিধানান্তর্গত ক্ষেত্র ব্যতীত দুই মাসের অধিক নহে এমন নির্দিষ্ট সময়ে বিবাদী লিখিত বিবৃতি অবশ্যই দাখিল করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে বিবাদী তাহার জবাব বা সমন্বয়ের দাবির সমর্থনে তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন দলিলের উপর নির্ভর করে সেইক্ষেত্রে তিনি লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবার সময় উক্ত দলিল আদালতে উপস্থিত করিবেন এবং লিখিত বিবৃতির সহিত নথিভুক্ত করিবার জন্য আদালতে অর্পণ করিবেন।

(৩) ঐ সমস্ত দলিলের ফটোস্ট্যাট কিংবা বিবাদীর উকিল দ্বারা সত্যায়িত প্রকৃত অনুলিপি ঐ দলিলগুলির পরিবর্তে দাখিল হইলে এবং শুনানির সময় কিংবা আদালত যেই সময় নির্দেশ দেন সেই সময় দলিলগুলি দাখিলের প্রতিশ্রুতি দিলে আদালত ঐ দলিলগুলি ফেরত দিতে পারেন।

(৪) যেইক্ষেত্রে বিবাদী তাহার জবাবের বা সমন্বয়ের দাবির সমর্থনে তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন নহে এমন সব দলিলের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে লিখিত বিবৃতির সহিত যুক্ত বা সংযোজিত করিবার জন্য উক্ত দলিলসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং কাহার হস্তে ও আয়ত্তে আছে তাহা বর্ণনা করিবে।

(৫) লিখিত বিবৃতি দাখিল করিবার সময় যেই দলিল বিবাদী কর্তৃক আদালতে উপস্থিত করা উচিত ছিল কিংবা লিখিত বিবৃতির সহিত যেই দলিলের তালিকা সংযোজিত বা যুক্ত হওয়া উচিত ছিল এবং যেই দলিলগুলি সম্পর্কে এই সমস্ত কাজ করা হয় নাই সেই দলিলগুলি আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোনক্রমেই মামলার শুনানির সময় বিবাদীর পক্ষে সাক্ষী হিসাবে গৃহীত হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ব্যতীত আদালত কিছুতেই এই প্রকার অনুমতি দিবেন না।

(৬) বাদীর সাক্ষীর জেরার সময় কিংবা বাদীর দাবির জবাবের উত্তর দিবার সময় বা সাক্ষী কর্তৃক স্মৃতি জাগরণের জন্য যেই সমস্ত দলিল উপস্থিত হয় উহাদের বেলায় (৫) উপ-নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

লিখিত বিবৃতিতে বাদীকে সংক্ষিপ্ত আকারে সঠিক তথ্যের শুধু উল্লেখ করিতে হইবে। মোকদ্দমায় এই তথ্যগুলির উপরই বাদী কেবলমাত্র নির্ভর করিবে। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করিতে হইবে না।

বিবাদী তাহার লিখিত বিবৃতিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যত ইচ্ছা পৃথক ও একক তথ্য উল্লেখ করিতে পারিবে। কিন্তু এইভাবে মামলাটিকে বিরক্তিকর অসুবিধায় ফেলা যাইবে না। লিখিত বিবৃতি আদেশ ৬-এর ১৮ নিয়মে অসুবিধাজনক নহে যেহেতু ইহা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অসামঞ্জস্য তথ্যও তুলিয়া ধরে। কিন্তু যেইক্ষেত্রে বিবাদী একাধিক পৃথক তথ্যের উপর নির্ভর করে সেইক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রত্যেকটি তথ্যের আলাদাভাবে স্পষ্ট বর্ণনা দিতে হইবে। কোন বিবাদী লিখিত বিবৃতি প্রদান করিতে বাধ্য নহে এবং লিখিত বিবৃতি না দিলে আরজিতে আনীত অভিযোগ বিবাদী স্বীকার করিয়া লইয়াছে মনে করা হইবে। তবে আরজির উপর যেকোন সওয়াল-জবাব বিবাদী করিতে পারিবে। কোন বিচারক এইক্ষেত্রে মামলাটিকে একপাক্ষিক বলিতে পারিবেন না এবং লিখিত বিবৃতি ব্যতীতই মামলার শুনানি হইবে।

লিখিত বিবৃতি দাখিলের সাথে সাথে বিবাদীকে তাহার দলিলও আদালতে দাখিল করিতে হইবে। দলিল সময়মত দাখিল না হওয়ার কারণে মামলা বিলম্বিত হয়, সেই কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

লিখিত বিবৃতি ঃ বাদীর আরজির জবাবে বিবাদী মামলাতে তাহার আত্মরক্ষামূলক যে লিখিত বিবরণ পেশ করে তাহাকেই লিখিত বিবৃতি বলে। নিষেধাজ্ঞার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে জবাব দেওয়া হয় তাহাকে লিখিত জবাব বলা যায় না। *[২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৩৩১]*

লিখিত জবাব একমাত্র বিবাদীর দ্বারাই দাখিল করিতে হইবে। তাহার পক্ষে কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ জবাব দাখিল করিলে উহা এই বিধির আওতায় মঞ্জুর হইবে না। *[এআইআর ১৯৩১ অল ৩৩৩]*

এই নিয়মের আওতায় প্রথম শুনানির পূর্বে কিংবা আদালত কর্তৃক বর্ধিত যেকোন সময়ে বিবাদী তাহার লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারে। *[১৯৫৪-২ মাদ এলজে (অন্ধ্র) ২৫১]*

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিংবা মামলার ইস্যু নির্ধারণ করিবার আগে লিখিত জবাব দাখিল না করিলে বিবাদী পরে তাহার অধিকার হিসাবে উক্ত জবাব আর দাখিল করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৫৭ অল. ২৮৩]*

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লিখিত জবাব প্রদানে ব্যর্থতা আরজির দাবিকে স্বীকার করিয়া নেওয়া বুঝায় না *[১৯৫৪-২ মাদ্রাজ এলজে (অন্ধ্র)]*। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে আদালত একতরফা ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন। *[এনএলআর ১৯৮৩ সিভ ৩৭]*

লিখিত জবাব প্রদান করিতে আদালতের আদেশ ঃ বিবাদী যেইখানে আরজির নকল পায় নাই সেইখানে সে লিখিত জবাব দিতে বাধ্য নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাদীর লিখিত জবাব প্রদান না করিবার দরুন যদি আদালত বাদীর অনুকূলে রায় ঘোষণা করেন, তাহা হইলে আদালত ঐরূপ রায় অনিয়মের সহিত প্রদান করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে। *[পিএলডি ১৯৭০ এজে এণ্ড কে ২১]*

লিখিত জবাবের স্থলাভিষিক্তকরণ ঃ আদালত লিখিত জবাব প্রদান করিবার জন্য বিবাদীকে অতিরিক্ত সময় দিতে পারেন কিন্তু একটি লিখিত জবাব পরিবর্তন করিয়া উহার স্থলে আর একটি লিখিত জবাব প্রদান করিবার অনুমতি দিতে পারেন না। *[এআইআর ১৯৫০ মদ্রাজ ৪৬]*

একখানি লিখিত জবাব দাখিলকারিকে আদালতে উক্ত জবাবের সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কোনরূপ সাক্ষ্যগত মূল্য নাই। লিখিত জবাব পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত উহা আদালতে কোন পেশ করা দলিল হইতে পারে না। *[১৩ ডিএলআর ৫৪৪ ডিবি]*

বিশ্লেষণ ঃ ১৯৮৩ সনের ৪৮ অধ্যাদেশ জারি করিয়া বর্তমান নিয়মটি পূর্বতন ১ নিয়মের স্থলবর্তী করা হইয়াছে। বাদীর কোন মোকদ্দমায় বাদীকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিলের পরে বিবাদী যাহাতে কোন ভূয়া দলিলপত্র সৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না পায়, তদুদ্দেশ্যে অত্র নিয়মটি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

লিখিত বিবৃতি বলিতে বাদীর আরজির জবাবে বিবাদী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ বুঝায় এবং উহা মোকদ্দমায় তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন তৈয়ার করে। নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনার জবাবে দাখিলকৃত জবাব কোন লিখিত বিবৃতি নহে। *[পিএলডি ১৯৭০ লাহোর ১৮৪]*

লিখিত বিবৃতি অবশ্য বিবাদী নিজে দাখিল করিবেন। বিবাদীর পক্ষে তৃতীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা দাখিল করাকে অত্র সংহিতা সমর্থন করে না *[এআইআর ১৯৩১ অল ৩৩৩]*। বিবাদী কর্তৃক লিখিত বিবৃতি দাখিল না করিলে উহাতে আরজির বিবরণ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে না *[এআইআর ১৯৩৫ পাটনা ৩০৬]*। সেই অবস্থায় আদালত একতরফাভাবে অগ্রসর হইতে পারিবেন এবং সেই মোকদ্দমায় রায় ঘোষণা করিতে পারিবেন। যেইক্ষেত্রে বিবাদীকে আরজির কোন নকল প্রদান না করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে

বিবাদীর উপস্থিত হওয়ার অপরাগতায় বিচারকারী আদালত ৮ আদেশের ১০ নিয়ম অনুসারে বাদীর অনুকূলে রায় ঘোষণা করিলেন। ইহাতে হাইকোর্ট অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আদালত গুরুতর অনিয়ম সহকারে উহার এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন *[পিএলডি ১৯৭০ এ এণ্ড কোং]*। যেইক্ষেত্রে আদালত বিবাদীকে লিখিত বর্ণনা দাখিল করিতে নির্দেশ দেন, সেইক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে সময় মঞ্জুর করা উচিত *[এআইআর অযোধ্যা ১৭১]*। তবে সেই সময় মঞ্জুরী বা মুলতবী অবশ্যই পক্ষের অনুরোধ হইতে হইবে, কিন্তু যেইক্ষেত্রে পক্ষ তাহা চায় নাই, সেইক্ষেত্রে বিচারক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন না *[পিএলডি ১৯৫৭ করাচি ৮৩২]*। যদি দুইবার সময় মঞ্জুর করিবার পরও লিখিত বর্ণনা দাখিল করা না হয়, তবে বিবাদীর উকিল অসুস্থ এবং তিনি নিয়মিত আদালতে আসিয়া তাহার মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না এবং শহরের বাহির হইতে নির্দেশ না পৌছিলে লিখিত বিবৃতি তৈয়ার করা যাইবে না এই সমস্ত অজুহাতে আদালত লিখিত বর্ণনা দাখিলের জন্য সময় মঞ্জুর করিবেন না। *[পিএলডি ১৯৫৭ করাচী ৫৪]*

লিখিত বর্ণনা যেই ব্যক্তি দাখিল করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত মোকদ্দমায় উহা প্রদর্শন *(Exhibits)* হইতে পারেন না। লিখিত বর্ণনা শপথ সহকারে তৈয়ার করা হয় না। এইগুলির কেবলমাত্র সত্যতা প্রতিপালন করা হয় এবং এইজন্য মোকদ্দমায় ইহা সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে না। বিবাদী সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া মারা গেলে কোন লিখিত বর্ণনা প্রদর্শন হইতে পারে না। *[১৩ ডিএলআর ৫৪৪ ডিবি]*

মোকদ্দমায় প্রথম শুনানি বলিতে সেই দিনকে বুঝায়, যেই দিন আদালত পক্ষগণের মধ্যকার বিবাদ উপলব্ধি করিবার জন্য হেতু — ভাষণ পর্যালোচনা করেন *[এআইআর ১৯৩৯ নাগ. ১১০]* এবং যেইক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে যে দিন ১৪ আদেশের ১(৫) নিয়ম অনুসারে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হয় বা লিপিবদ্ধ করা হয়। *[এআইআর ১৯২৮ মাদ্রাজ ৩৪৭]*

আদেশ ৮ ঃ উল্লেখিত দুইটি আরজি প্রত্যাখ্যান করিয়া আদালত মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। ইহা সুস্পষ্ট যে, শ্রম আদালত কর্তৃক একতরফা মামলা নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনায় মামলায় একতরফা কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় নহে এবং উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৩৬ ধারার ২ উপধারার (ঘ) অনুচ্ছেদ-এর দেওয়ানী কার্যবিধির ৮ উভয় মতে রীতি বহির্ভূত। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

আদেশ ৮ নিয়ম ঃ ১ (সংশোধনীর পর) পুরাতন নিয়ম। আইন অনুযায়ী মামলায় বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিতে বাধ্য। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

আদেশ ৮, ১ — ৫ নিয়ম এবং আদেশ ১৩ নিয়ম ১ — ১২ ঃ প্রশ্ন হইতেছে, আদেশ ১৩ এবং নিয়ম ১-২ রদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য মামলায় আদেশ ৮ এবং নিয়ম ১৫-এর নীতিমালা প্রযোজ্য কিনা।

আদেশ ৮ নিয়ম ১ ঃ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বিবাদী কর্তৃক জবাব দাখিলের বিষয়টি বর্তমান আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

নিয়ম

২। নূতন ঘটনা অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

বিবাদী তাহার দরখাস্তে সেই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করিবে, যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটি বিচারযোগ্য নহে, অথবা সংশ্লিষ্ট কার্যটি আইনের দৃষ্টিতে বাতিল বা বাতিলযোগ্য, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের এমন কতকগুলি অজুহাত উত্থাপন করিবে, যেইগুলি উত্থাপন না করিলে বিরুদ্ধপক্ষ বিস্মিত হইত, অথবা আরজিতে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কতকগুলি তথ্যমূলক বিষয় উত্থাপন করিবে ; যথা ঃ প্রতারণা, তামাদি, মুক্তি, পরিশোধ, কার্যসম্পাদন অথবা অপর কোন তথ্য যাহা বেআইনী কার্য প্রতীয়মান করে।

ভাষ্য

কোন চুক্তিপত্র বা বন্ধক আইনের দৃষ্টিতে বাতিলযোগ্য প্রতীয়মান হইলে তাহা বিবাদীকে সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে হইবে। ঠিক তেমনি জমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত কোন নোটিস আইনগতভাবে বাতিল এই অজুহাত তুলিলে তাহাও স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবে। পক্ষগণের ত্রুটির জন্য মামলাটি দুর্বল, এইরূপ ভাবাই যথেষ্ট নহে।

বিবাদীকে তাহার সমস্ত আপত্তি জবাবে তুলিতে হইবে ঃ বিবাদী তাহার উত্থাপনযোগ্য সমস্ত আপত্তি লিখিত জবাবের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিবে যাহা না তুলিলে অপরপক্ষে বিস্ময়বোধ করিতে পারে।

[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ৫]

তর্কের বিষয় স্থিরকরণ ঃ আদালত তর্কের বিষয় নির্ধারণ করিয়া মামলার নিষ্পত্তি করিবেন। কোন মামলার তর্কের বিষয় নির্ধারণ না করিয়া আদালত ঐ মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারেন না।

[(১৯৬৯) ২১ পিএলডি (পেশোয়ার) ২৪]

আত্মরক্ষার ভিত্তি ঃ বাদীর দায়েরকৃত মামলাটির আদালতে গ্রহণযোগ্যতা নাই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিষয়গত সমস্ত বিবরণ তুলিয়া ধরিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৭৪ (এসসি) ৬১]*। তাহার আত্মরক্ষার সমস্ত ভিত্তিও এই লিখিত জবাবেই তুলিয়া ধরিতে হইবে। লিখিত জবাবে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কোন ভিত্তির উপর সে তাহার অধিকারবলে কখনই আত্মরক্ষার জন্য নির্ভর করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৪৩ পাটনা ৩২৭ (ডিবি)]*

আদেশ ৮ নিয়ম ২ ঃ লিখিত জবাবে বিবাদীকে অবশ্যই সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে যেইগুলি মামলার শেষ পর্যায়ে উপস্থাপিত হইলে মামলার অপরপক্ষ অতর্কিত আক্রমণের শিকার হইতে পারে কোন প্রয়োজনীয় পক্ষকে মামলার পক্ষ করিতে ব্যর্থতা-সংক্রান্ত কোন আপত্তি বা তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণ যোগ্যতা অবশ্যই লিখিত জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসি) ৫]*

আদেশ ৮ নিয়ম ২ এবং ৫ ঃ ৩০-৮-১৯৮৪ ইং সনের দেওয়া রায়ের পূর্বেই ৫-৯-১৮৯৩ ইং তারিখে দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশ *[XLVIII of 1983]* আইনে বলবতযোগ্য হয়। আদেশ ১৩ -এর নিয়ম ১ এবং ২৫-৯-১৯৮৩ তারিখে রদ হইয়া যাওয়ায় বর্তমান মামলায় এই বিধি দুইটি প্রযোজ্য নহে।

[৪১ ডিএলআর ৪১৫]

বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাবের সহিত দলিল দায়ের আবশ্যক নহে এবং সংশোধিত আদেশ ৮-এর নিয়ম ৫ অনুযায়ী সংশোধিত নিয়ম ২ মোতাবেক লিখিত জবাবের সহিত দায়ের করা হয় নাই এমন দলিল আদালতের অনুমতি নিয়া গ্রহণ করা যাইবে। *[৪১ ডিএলআর ৪১৫]*

নিয়ম

৩। অস্বীকৃতি সুস্পষ্ট হইতে হইবে ঃ

বিবাদীর লিখিত বিবৃতিতে কেবলমাত্র বাদীর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সাধারণভাবে অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না, বরং ক্ষতিসাধনের অভিযোগ ব্যতীত অপর যেই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা সে স্বীকার করে না, উহার প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিবাদীকে সুস্পষ্ট জবাব দান করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিবাদী তাহার বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগের পৃথক পৃথক জবাব দিবে এবং আনীত অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার করিবে। বিবাদী তাহার লিখিত বিবৃতিতে প্রত্যেকটি অভিযোগের সুনির্দিষ্ট জবাব দান করিবে। তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি অভিযোগই সত্য বলিয়া ধরা হইবে যদি বিবাদী সুস্পষ্টভাবে তাহা অস্বীকার বা খণ্ডন না করে। বাদীর মূল অভিযোগ শিরোনামের অস্বীকৃতিই যথেষ্ট, খুঁটিনাটি কারণসমূহ প্রদর্শনের দরকার নাই। বিবাদীকে দেয় কোন নোটিসের প্রাপ্তি প্রমাণিত হইলে পর উহার বৈধতা লইয়া বিবাদী কোন প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না।

পরিধি ঃ এই নিয়মের অধীনে বিবাদী যে বাদীর অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিবে তাহা আবশ্যকীয়ভাবে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হইতে হইবে *[১৮ ডিএলআর (১৯৬৬) ৯৮]*। এইরূপে বিবাদী যখন তাহাকে প্রদত্ত নোটিসের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিতে চায়, তখন ইহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐরূপ নোটিস অবৈধ *[ডিএলআর ৯০৫]*। কোন রীট আবেদনে মামলার নূতন কারণ উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া যদি কোন বিবৃতি থাকে তাহা হইলে প্রতিবাদীকে উহা বিশেষভাবে অস্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় পরবর্তীতে ঐ কারণের বৈধতা আর অস্বীকার করা যাইবে না।

[পিএলআর ১৯৬৭ লাহোর ৯৭৭ ডিবি]

অস্বীকৃতি সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে ঃ লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী বাদীর বক্তব্য অস্বীকার করিয়া যেই বিবৃতি প্রদান করিবে তাহা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থকতাহীন হইতে হইবে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৮১]*

নিয়ম ২ ও ৩ ঃ মামলার পক্ষরা চুক্তিতে সময়ের বিশেষ মেয়াদ দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিলে উহা তামাদি আইনের ৩ ধারার আওতায় আসিবে না এবং এইরূপ বিশেষ মেয়াদের কথা বিবাদী লিখিতভাবে বিশেষভাবে উল্লেখ না করিলে পরবর্তীতে আর উহা উল্লেখ করিবার সুযোগ পাইবে না। *[(১৯৬৯) ২১ পিএলডি (পেশোয়ার) ৩১৩]*

ক্ষতিপূরণ ঃ বিবাদীকে ক্ষতিপূরণের দাবি কিংবা ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

[এআইআর ১৯১৭ ক্যাল. ২৬৯]

এই নিয়ম পালনে আপত্তি ঃ এই নিয়ম পালনে কোনরূপ আপত্তি থাকিলে উহা বিচারকারী আদালতেই প্রথম উত্থাপন করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৫৮ ঢাকা ১০৯ ডিবি]*। আপীল আদালতে উহা প্রথমবারের মত উত্থাপন করা যাইবে না। বিচারকারী আদালতে তর্কের বিষয় নির্ধারণ করিবার সময় উহা সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হইবে। *[১৯৮২ পিএসসি ৫০ এলএসসি (ইন্ডিয়া)]*

আদেশ ৮ নিয়ম ৩ ঃ অস্বীকার অবশ্যই সুস্পষ্ট হইতে হইবে। অগ্রক্রয়ের মামলায় (প্রি-এম্পটি) অগ্রক্রয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে নাই যে, অগ্রক্রয়ের আবেদন গ্রহণ করা হইলে মামলায় উল্লেখিত সম্পত্তিসহ তিন অগ্রক্রয়ক কর্তৃক অর্জিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ আইনে স্বীকৃত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবে। *[৩৬ ডিএলআর ৮১]*

আদেশ ৮ নিয়ম ৩ ও ৫ ঃ প্রি-এম্পটি কর্তৃক উত্থাপিত অস্বীকৃতিমূলক বক্তব্য সুনির্দিষ্ট ছিল না। ফলে বাস্তব অবস্থা চিত্রসহ প্রি-এম্পটারের বক্তব্য — মামলার চিহ্নিত জমিসহ তাহাদের মোট জমি আইনের নির্ধারিত উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে না। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৮১]*

আদেশ ১৪ নিয়ম ১ এবং আদেশ ৮ নিয়ম ৩ এবং ৫-এর বিধিমালা অনুযায়ী অগ্র-ক্রয়ের মামলায় আবেদনকারী কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত না হওয়ায় মামলাটি রিমাণ্ডে পাঠানোর প্রয়োজন নাই। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ৭৯]*

আরজিতে উল্লেখিত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। সেইক্ষেত্রে আরজিতে উল্লেখিত অভিযোগ স্বীকার করিয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

নিয়ম

৪। এড়াইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে অস্বীকৃতি ঃ

বিবাদী যেইক্ষেত্রে আরজিতে উল্লিখিত কোন তথ্য-সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, সেইক্ষেত্রে চাতুরীপূর্ণভাবে তাহা অস্বীকার করা অবশ্যই চলিবে না, বরং সারবত্তা সহকারে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। যেমন, যদি অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, সে (বিবাদী) একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা গ্রহণ অস্বীকার করিয়াছে, তবে কেবল সেই পরিমাণ টাকা প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না, বরং সেই পরিমাণ টাকা বা উহার কোন অংশ প্রাপ্তির কথাও অস্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় সে কি পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে। যদি কতিপয় পরিস্থিতির সহিত জড়িত কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়া থাকে তবে কেবলমাত্র উক্তরূপ পরিস্থিতি সহকারে তাহা অস্বীকার করিলে যথেষ্ট হইবে না।

ভাষ্য

বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন চুক্তি বা সম্মতিপত্র সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করিলে, বিবাদী সেই চুক্তি বিষয়ে তাহার ও বাদীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি ছিল, এইটুকু বলিলেই চলিবে না। এইরূপ অস্বীকৃতিকে প্রসঙ্গ এড়ানো বা ব্যতিহারী জবাব বলা হয়। বিবাদীকে কথিত সেই সম্মতিপত্র বা তদ্রূপ অবস্থার কোন শর্তাবলী বিষয়ে বাদীর সহিত ঐকমত্য হয় নাই বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিতে হইবে। যদি বাদী ঐরূপ সম্মতি না বুঝাইয়া থাকে তবে কিরূপ সম্মতি বাদীর সহিত বিবাদীর হইয়াছিল তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। যেমন কোন চুক্তি বা সম্মতি তাহাদের মধ্যে হয় নাই তবে নিম্নরূপ শর্তাবলী ব্যতীত বিবাদীকে এই শর্তাবলীও উল্লেখ করিতে হইবে, নচেৎ আদৌ ইহা কোনরূপ অস্বীকৃতি বুঝাইবে না।

চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার বাদীর অভিযোগকে অস্বীকার করিবার জন্য যথেষ্ট নহে। তথ্যগত অভিযোগ পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ সোজাভাবে অস্বীকার করিতে হইবে। এই কথা বলা মোটেই যথেষ্ট নহে যে, বিবাদী আরজির অভিযোগসমূহ স্বীকার করে না এবং বাদীকে এই সমস্ত অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইবে। এই নিয়মের মূলনীতি হইল, হেতু ভাষণে সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে *[এ ১৯২৮ এল ৭৬৯]*। চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার অনুমোদিত নহে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়সমূহ অবশ্যই স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতে হইবে *[এ ১৯২৩ সি-৫৭৮]*। চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার করাকে স্বীকারোক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। *[এ ১৯২৯ এস ৭]*

চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে, আরজিতে উল্লিখিত বাদীর কোন বক্তব্য চাতুরীপূর্ণভাবে অস্বীকার করা চলিবে না। চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার কোন অস্বীকার হিসাবেই ধরা হয় না এবং এইক্ষেত্রে বিবাদীকে আরও বাদীর বক্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। *[এআইআর ১৯৬৪ এসসি ৫৩৮]*

আরজিতে যখন একাধিক লেনদেনের কোন বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করিবার জন্য একাধিক পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয় তখন বিবাদী উক্ত ঘটনাবলীকে পৃথক পৃথক অস্বীকার না করিয়া বরং যদি সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সমস্ত ঘটনাকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ অস্বীকার চাতুরীপূর্ণ অস্বীকার বলিয়া পরিগণিত হইবে।

[এআইআর ১৯২৯ অল. ৭২১ ডিবি]

নিয়ম

৫। সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি ঃ

আরজিতে উল্লিখিত তথ্যমূলক অভিযোগের প্রত্যেকটি যদি স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে অস্বীকার করা না হয়, অথবা দরখাস্তে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া যদি উল্লেখ করা না হয়, তবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলের প্রসঙ্গে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে আদালত ইচ্ছা করিলে উক্তরূপে স্বীকৃত কোন অভিযোগ উক্ত স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রমাণ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম দ্বারা বুঝানো হয় যে, আরজিতে উল্লিখিত প্রত্যেকটি তথ্য বিষয়ে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বিবাদীকে তাহার লিখিত বিবৃতিতে অস্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে, সেই অভিযোগ বিবাদী স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এইরূপ মনে করা হইবে।

পরিধি ঃ আরজিতে যেখানে বাদীর বক্তব্য অস্পষ্ট এবং অসমাপ্ত সেখানে এই নিয়ম প্রয়োগ চলিবে না *[এআইআর ১৯৬৪ এসসি ৫৩৮]*। সাব্যস্ত দেনাদারকে তথ্যসংক্রান্ত বিষয় সম্বলিত ডিক্রি জারির আবেদনের যে নোটিস প্রদান করা হয় সেখানেও এই নিয়মের শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না *[এআইআর ১৯৩৬ অল ২১]*। তবে সংবিধানের রীট দরখাস্ত, লিখিত জবাবের আপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

[এআইআর ১৯৫৬ নাগ. ২৭]

সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ঃ আরজির সমস্ত তথ্যগত অভিযোগ বিশেষভাবে অস্বীকার করা না হইলে অথবা উহা স্বীকার করা হয় নাই এই মর্মে সুস্পষ্ট বিবৃতি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে। *[১৮ ডিএলআর ১৯৮]*

আংশিক স্বীকৃতি ঃ একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য যেইরূপ আংশিকভাবে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করা যায়, একটি লিখিত জবাব সেইভাবে করা যায় না। যদি জবাবের কোন বক্তব্য শর্তাধীন হয় তবে গ্রহণ করিলে ঐ বক্তব্য শর্তসহই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে উহা শর্তসহই প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

[এআইআর ১৯৬০ বোম্বে ১১৭]

নিয়ম

৬। লিখিত বিবৃতিতে পারস্পরিক দায় শোধের বর্ণনা করিতে হইবে ঃ

(১) টাকা পরিশোধের দাবিতে দায়েরকৃত কোন মামলায় যদি বাদীর নিকট হইতে আইনতঃ বিবাদীর প্রাপ্য টাকা দিয়া তাহার বিরুদ্ধে বাদীর দাবি পরিশোধ করিতে চায়, এবং উক্ত প্রাপ্য টাকার পরিমাণ যদি আদালতের এখতিয়ারের উর্ধ্বে না হয়, এবং বাদীর মামলার ন্যায় বিবাদীর দাবির ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ একই পর্যায়ে পড়ে, তবে মামলার প্রথম শুনানির তারিখেই বিবাদী তাহার পাওনা টাকার বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতে পারিবে।

কিন্তু প্রথম শুনানির পর আদালতের অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ বিবৃতি দাখিল করিতে পারিবে না।

(২) উক্ত লিখিত বিবৃতিটি পাল্টা মামলার আরজির ন্যায় গণ্য হইবে এবং বিচারক মূল মামলা ও পাল্টা দাবির মামলা সম্পর্কে একই রায় দান করিতে পারিবেন ; কিন্তু ডিক্রির টাকার উপর খরচ বাবদ কোন উকিলের দাবি থাকিলে তাহা এতদ্বারা প্রভাবিত হইবে না।

(৩) বিবাদীর লিখিত বিবৃতি সম্পর্কিত বিধিসমূহ পারস্পরিক দায় পরিশোধের দাবিতে প্রদত্ত বিবৃতির উত্তর দানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) আনিস বশিরকে দুই হাজার টাকা, খলিলকে তাহার এক্সিকিউটর অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে। বশির মারা যায় ও জলিল বশিরের সম্পত্তির পরিচালনভার গ্রহণ করে। খলিল জলিলের জামিনদার হিসাবে এক হাজার টাকা দেয় এবং তৎপর জলিল উইলকৃত সম্পত্তির জন্য খলিলের বিরুদ্ধে মামলা করে। খলিল তাহার প্রাপ্তব্য এক হাজার টাকার দাবি উক্ত সম্পত্তির উপর জলিলের দাবির দরুন ছাড়িয়া দিতে পারিবে না। কারণ, উক্ত উইলকৃত সম্পত্তি ও এক হাজার টাকার ক্ষেত্রে খলিল ও জলিল একই পর্যায়ে পড়ে না।

(খ) কলিম কোন উইল না করিয়া এবং খাদেমের নিকট ঋণী থাকিয়া মারা যায়। মালেক কলিমের সম্পত্তির পরিচালনভার গ্রহণ করে এবং খাদেম উক্ত সম্পত্তির অংশ মালেকের নিকট হইতে ক্রয় করে। মালেক উক্ত সম্পত্তির মূল্যের টাকার দাবিতে খাদেমের বিরুদ্ধে মামলা করিলে খাদেম তাহার প্রাপ্য টাকা ও দাবির টাকা পারস্পরিকরূপে পরিশোধ করিতে পারে না। কারণ, উক্ত দুই ব্যাপারে মালেক দুইটি স্বতন্ত্র দায়ে পড়ে একটি খাদেমের নিকট সম্পত্তি বিক্রেতা হিসাবে অপরটি কলিমের প্রতিনিধি হিসাবে।

(গ) আজিজ একটি বিল অব এক্সচেঞ্জের দরুন হাবিব-এর বিরুদ্ধে মামলা করে। হাবিব অভিযোগ করে যে, আজিজ অন্যায়ভাবে হাবিবের মালপত্রের বীমা করিতে অবহেলা করিয়াছে এবং তজ্জন্য আজিজ হাবিবকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। হাবিব তাহার দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের টাকার সহিত বিল অব্ এক্সচেঞ্জের দাবি পারস্পরিকরূপে পরিশোধের দাবি করে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক অনির্দিষ্ট হওয়ার এইক্ষেত্রে পারস্পরিক দায়শোধ চলিবে না।

(ঘ) আলী হাশেমের বিরুদ্ধে একটি বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বাবদ পাঁচশত টাকার জন্য মামলা করে। আলীর বিরুদ্ধে হাশেম তৎপূর্বেই একটি মামলায় এক হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছে। এই দুইটিই সুনির্দিষ্ট আর্থিক দায় বলিয়া পারস্পরিক পরিশোধযোগ্য।

(ঙ) আছির অনধিকার প্রবেশের খেসারত দাবি করিয়া ইফাজের বিরুদ্ধে মামলা করে। ইফাজের হাতে আছিরের দেওয়া এক হাজার টাকার একটি প্রমিসরি নোট আছে এবং সে উহা খেসারতের দাবির সহিত পারস্পরিকভাবে পরিশোধ দিতে চায়। ইফাজ তাহা করিতে পারিবে। কারণ আছির মামলায় জিতিবার পর উভয় অঙ্কই নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক দাবিতে পরিণত হইবে।

(চ) আজিম ও রহিম করিমের বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার জন্য মামলা করে। করিম কেবলমাত্র আজিমের নিকট হইতে তাহার পাওনার সহিত উক্ত টাকা পারস্পরিকভাবে শোধ দিতে পারিবে না।

(ছ) মফিজ হামিদ ও জাবেদের বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার জন্য মামলা করে। মফিজের নিকট কেবলমাত্র হামিদের পাওনা টাকা উক্ত টাকার সহিত পারস্পরিক পরিশোধ করা যাইবে না।

(জ) আজাদ ও সোবহানের অংশীদারী কারবারের নিকট কামালের এক হাজার টাকা দেনা আছে। আজাদ মারা যায় এবং সোবহান জীবিত থাকে। কামাল সোবহানের নিকট অন্যান্য পর্যায়ে পাওনা এক হাজার পাঁচশত টাকার জন্য মামলা করে। সোবহান উপরোক্ত এক হাজার টাকা কামালের দাবির সহিত পারস্পরিকভাবে শোধ দিতে পারিবে।

ভাষ্য

বিবাদী এই নিয়মের অধীনে পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক একটি বিবৃতি নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে দিতে পারিবে ঃ

১। মামলাটি অবশ্যই অর্থ-পুনরুদ্ধার-সংক্রান্ত হইতে হইবে।

২। দাবিকৃত টাকার পরিমাণ বিষয়ে নিম্নরূপ বিবরণ থাকিবে ঃ

(ক) ইহা অবশ্যই একটি নির্ধারিত টাকার অংক হইবে।

(খ) ঐ পরিমাণ অর্থ আইনগতভাবে সংগ্রহযোগ্য হইতে হইবে।

(গ) ইহা বিবাদী কর্তৃক পুনরুদ্ধারযোগ্য বা একাধিক বিবাদী (যদি থাকে) তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইতে হইবে।

(ঘ) বিবাদী কর্তৃক এক বা একাধিক বাদীর নিকট হইতে ইহা অবশ্যই পুনরুদ্ধারযোগ্য হইতে হইবে। কিন্তু কোন প্রতিনিধি দ্বারা মামলা রুজু হইলে বিবাদী মুখ্য পক্ষ হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না এবং তাহার প্রদেয় কোন কিছু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। কারণ, এইখানে মুখ্য বাদী নহে।

(ঙ) ইহা আদালতের অর্থ-সংক্রান্ত এখতিয়ারের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে না যেই আদালতে ইহা বিচারাধীন।

(চ) বাদীর আরজি মোকদ্দমা ও বিবাদীর অব্যাহতি দাবি উভয় ক্ষেত্রে ইহা এইরূপ চরিত্র বহন করিবে।
প্রতি গণনা *(Set-off)* বলিতে বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনে খাঁটি এবং সাদাসিধা ওজরকে বুঝায়, যাহা দ্বারা
বাদীর দাবিকে সমন্বয় সাধন *(adjustment)* করিয়া দূর করা *(wipe off)* বা কমানো হইয়া থাকে *reduce)*।
ইহা আত্মপক্ষ সমর্থন ও পাল্টা দাবির *(Counter-claim)* সম্মিলিত, বাদীর দাবির ব্যাপ্তির পরিমাণে আত্মপক্ষ
সমর্থন এবং নিজের উদ্বৃত্ত অংশের জন্য মোকদ্দমায় বিবাদীর নিজের একটি দাবি *[(১৯৪২) ২ কল ৪৮৫]*। যদি প্রতি
গণনার দাবি করা হয়, তবে ইহার সবটাই দাবি করিতে হইবে। অন্যথায় উদ্বৃত্তাংশের জন্য অত্র আইনের ২
আদেশের ২ নিয়মের অধীনে পৃথক মোকদ্দমা বারিত হইবে। বাদীর দাবির অতিরিক্ত দাবির অংশের জন্য বিবাদীর
যে দাবি তাহাকে পাল্টা দাবি *(counter-claim)* বলা হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয় দুইটি ব্যাখ্যা করা যায়। ক,
খ-এর বিরুদ্ধে ১৩০০ টাকার জন্য একটি মোকদ্দমা করিয়া এই মোকদ্দমায় খ উপস্থিত হইয়া লিখিত বিবৃতি
দাখিলক্রমে দাবি উত্থাপন করিল যে, ক-এর নিকট তাহার প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্র মূলে ২০০০ টাকা পাওনা আছে।
অতএব, তাহার পাওনা টাকা হইতে ক-এর প্রাপ্য ১৩০০ টাকা বাদ দিয়া ক-এর বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ৭০০ টাকার ডিক্রি
দেওয়া হউক এবং ক-এর পাওনা পরিশোধিত গণ্যে তাহার মোকদ্দমা খারিজ করা হউক। এখানে খ-এর প্রাপ্য
২০০০ টাকা হইতে ক-এর প্রাপ্য ১৩০০ টাকা বাদ দেওয়ার যে আবেদন করা হইয়াছে তাহাই প্রতিগণনা *(Set-off)*
এবং খ-এর অবশিষ্ট ৭০০ টাকার দাবিই পাল্টা দাবি *(Counter-claim)*। এইক্ষেত্রে বিবাদীকে ২০০০ টাকার
উপর কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে। কারণ এই ধরনের মোকদ্দমায় বিবাদীকে বাদীবৎ গণ্য করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে
[১৯ সিডব্লিউএন ১১৮৩]
ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিবাদীকে ন্যায়বিচারপূর্ণ প্রতি গণনার দাবি মঞ্জুর করা যায়।

পারস্পরিক দায়শোধ দাবি উত্থাপনের সময় ঃ পারস্পরিক দায়শোধের দাবি প্রথম শুনানির দিনেই
দাখিল করিতে হইবে। পরবর্তীতে কোন অতিরিক্ত লিখিত জবাবের মাধ্যমে এই দাবি তুলিলে উহা আইনতঃ গ্রাহ্য
[(১৯৬৬) ১৮ ডিএলআর ৬২]
হইবে না।

কোর্ট ফি ঃ কোর্ট ফি আইনের ১ ধারা অনুযায়ী পারস্পরিক দায়শোধ বলিতে ন্যায়পরতাভিত্তিক দায়শোধকেও
বুঝায়। অতএব ন্যায়পরতাভিত্তিক দায়শোধের মামলাতেও কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে *[(১৯৫০) ২ ডিএলআর*
৩১৯]। পারস্পরিক দায় শোধ সম্বলিত লিখিত জবাবে কোর্ট ফি দিতে হইবে। *[৫ ডিএলআর, সিউলা ১৬৯ কোয়েটা]*

অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে ঃ এই নিয়মের আওতায় যেই পরিমাণ অর্থ মিটমাট করিতে
চাওয়া হয় উহা অবশ্য একটি নির্দিষ্ট অংকের হইতে হইবে। অন্যথায় পারস্পরিক দায়শোধের দাবি উত্থাপন নিরর্থক
[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর (এসসি) ১৭০]
হইবে।

আইনগতভাবে সংগ্রহযোগ্য অর্থ ঃ পারস্পরিক দায়শোধের ভিত্তিতে আদায়যোগ্য অর্থ আইনগতভাবে ও
সংগ্রহযোগ্য হইতে হইবে। আইনগতভাবে সংগ্রহযোগ্য কোন পাওনা ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত করা হইয়া
থাকিলে উহাকে বাড়িওয়ালাকে পরিশোধযোগ্য দেয়-এর বিরুদ্ধে সেট-অফ দাবি করা যায়।
[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৮০]

পাল্টা দাবি ঃ একই মামলাতে বিবাদীর দাবি, বাদীর দাবি উপেক্ষা বেশি হওয়া সত্ত্বেও, পাল্টা দাবি হিসাবে
গ্রহণ করা যায়। তবে শর্ত হইতেছে, পাল্টা দাবি একই লেনদেন হইতে উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐরূপ দাবি একটি
[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ১৭৫]
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য।

পারস্পরিক দায়শোধ ও পাল্টা দাবি ঃ পারস্পরিক দায়শোধ ও পাল্টা দাবি এই দুইটি ধারণার মধ্যে
কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে দাবিকৃত অর্থ মামলা রুজুর দিনে আইনগতভাবে সংগ্রহযোগ্য হইতে
হইবে। অপরপক্ষের বা পাল্টা দাবির ক্ষেত্রে উহা লিখিত জবাব দাখিলের দিনে আদায়যোগ্য হইতে হইবে।
পারস্পরিক দায়শোধের অর্থ নির্দিষ্ট না হইলে ঐরূপ আবেদন আদালত গ্রহণ করিবে না। *[১৯৩৮ অল. ৪২৭]*

পারস্পরিক দায়শোধের দাবি তুলিতে হইলে বাদীর আরজি মোকদ্দমা ও বিবাদীর অব্যাহতি দাবি উভয় ক্ষেত্রেই
[১৯২৭ লাহোর ২৮৮]
ইহা একইরূপ চরিত্র বহন করিবে।

তামাদি দাবি ঃ পারস্পরিক দায়শোধের দাবি যেই সময় মামলা করা হইয়াছে সেই সময় তামাদি হইলে
চলিবে না। একইভাবে পাল্টা দাবিও যেই সময় লিখিত জবাব দাখিল করা হইয়াছে সেই সময় তামাদি আইন দ্বারা
[৪৬ সি ডব্লিউএন ৮৮২]
বারিত হইলে চলিবে না।

পারস্পরিক দায়শোধ ও দেওয়ানী কার্যবিধি ঃ পারস্পরিক দায়শোধ সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধি স্বয়ং
সম্পূর্ণ নহে। দাবিকৃত অর্থ নির্দিষ্ট না হইলেও আদালতকে ন্যায়পরতার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হয়।
[১৯২৫ এমডব্লিউএন ২২৮]

আদেশ ৮ নিয়ম ৬ ঃ যখন কোন মামলায় দাবি অপরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণ হয় এবং আদেশ ৮-এর নিয়ম ৬ অনুযায়ী টাকার অংককে নির্ধারিত করা হয় না তখন সেই দাবি অগ্রাহ্য হইবে। *[২৭ ডিএলআর (এসসি) ১৭০]*

ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত কর এবং অন্যান্য আইনগত পাওনা বাড়িওয়ালার অন্যান্য পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সেট্অফ *(Set-off)*-এর দাবি হিসাবে পরিগণিত হইবে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ১৮০]*

বিবাদীর দাবির পরিমাণ বাদীর চেয়ে বেশি হইলেও একই মামলায় বাদীর দাবির বিপরীতে বিবাদীর দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে।

যখন বিপরীত দাবি একই লেনদেন হইতে সৃষ্ট হয় এবং তাহা একটি নির্দিষ্ট অংকের হয়।

[৩৬ ডিএলআর (এডি) ১৭৫]

নিয়ম

৭। পৃথক অজুহাতের ভিত্তিতে পারস্পরিক দায়শোধের বিষয়কে অভিযোগের জবাব হিসাবে উত্থাপন ঃ

বিবাদী যেইক্ষেত্রে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কতিপয় সুস্পষ্ট অজুহাতের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অজুহাতগুলি বা পারস্পরিক দায়গুলির বিষয় যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

বিবাদী একাধিক বিষয় তাহার লিখিত বিবৃতিতে উত্থাপন করিতে পারে ; সেই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় পৃথকভাবে লিখিতে হইবে।

নিয়ম

৮। জবাবের নূতন অজুহাত ঃ

মামলা দায়ের করিবার পর অথবা পারস্পরিক দায়শোধের দাবিতে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর যদি বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অজুহাতের উদ্ভব হয়, তবে বিবাদী বা বাদী তাহার লিখিত বিবৃতিতে সেই অজুহাত উত্থাপন করিতে পারিবে।

ভাষ্য

নূতন বিষয় উত্থাপনের অধিকার সকল পক্ষের সব সময় আছে।

পরিধি ঃ মামলা চলাকালীন সময়ে এমন কোন ঘটনার জন্ম নিলেও যাহা পক্ষগণের আত্মরক্ষার দ্বারা উন্মুক্ত করিবে, আদালত সেই সমস্ত ঘটনা তাহার বিচারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারিবেন *[এআইআর ১৯২৮ বোম্ব ৪২৭]*। তবে আদালতের এইরূপ সংশ্লিষ্টকরণ অবশ্যই মামলার সংখ্যাবাহুল্যতা রোধের স্বার্থে হইতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬৫ মাদ ৯]*

অধঃস্তন আদালতের রায় ঘোষণার পরে যেই সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে এমন কোন ঘটনা আপীল সাধারণতঃ উহার নজরে আনিবেন না। তবে আপীলের সংক্ষিপ্তায়ন ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে এইরূপ করা যায়। *[৬ সিএলজে ৭৪ ডিবি]*

সীমাবদ্ধতা ঃ আত্মরক্ষামূলক কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা *(limitation)* কাজ করিবে না। *[এআইআর ১৯২৯ অল. ৭৭]*

নিয়ম

৯। পরবর্তী দরখাস্ত ঃ

বিবাদী কর্তৃক পারস্পরিক দায়শোধের দাবি-সম্বলিত লিখিত বিবৃতি ব্যতীত অন্য লিখিত বিবৃতি দাখিলের পর আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোন দরখাস্ত দাখিল করা চলিবে না এবং আদালত অনুমতি দিলেও নির্ধারিত শর্তের খেলাপে তাহা করা চলিবে না। তবে আদালত প্রয়োজন মনে করিলে যেকোন পক্ষের নিকট লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি তলব করিতে পারিবেন এবং তাহা দাখিলের জন্য সময় নির্ধারিত করিয়া দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

আরজি-জবাব আদালতে দাখিল হইয়া যাইবার পর নূতন কিছু সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন করিতে হইলে তাহাতে আদালতের অনুমতি লাগিবে। তবে আদালত যেকোন পক্ষকে নূতন বিষয় সংযোজনের নির্দেশ দিতে পারেন।

আদালতের অনুমতি ঃ লিখিত জবাব দাখিল করিবার পর যেকোন দরখাস্ত দাখিল করিতে হইলে তাহাতে অবশ্যই আদালতের অনুমতি লাগিবে *[পিএলডি ১৯৬৭ লাহোর ৭৭৯]*। একজন নাবালক সাবালক হইয়াও আদালতের অনুমতি সাপেক্ষ দ্বিতীয় লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারে *[এআইআর ১৯৬২ পাট. ১৫৯]*। কিন্তু আদালতের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ করিতে পারিবেন না। *[এআইআর ১৯৩৭ পাট. ৬২৫]*

তবে এইরূপ দ্বিতীয় জবাব দাখিল করিবার জন্য বিবাদীকে এই মর্মে যথেষ্ট কারণ দেখাইতে হইবে যে, কোন বিশেষ যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দ্বারা বারিত হইয়া সে তাহার সমস্ত আত্মরক্ষার কথা প্রথম লিখিত জবাবে বলিতে পারে নাই। পরবর্তীতে উত্থাপিত বক্তব্য স্বীকার করা যায় কি যায় না ইহা জানাইয়া আবার বিপরীত পক্ষকে সময় প্রদান করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫৮ মাদ. ৩৮৩]*

আদালতের আদেশে পুনঃ আরজি-জবাব দাখিলকরণ ঃ আদালত যদি মনে করেন যে, মামলার কোন পক্ষের বক্তব্য অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থকতাবোধক তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত আর একটি আরজি বা জবাব (যাহা প্রযোজ্য) দাখিল করিতে বলিতে পারেন এবং এই দাখিলকরণ এই নিয়মের আওতায়ই করিতে হইবে *[১৭ কল. ৮৪৯ ডিবি]*। আদালত বাদীকে তখনই লিখিত জবাব দাখিল করিতে বলিবেন যখন বিবাদী পারস্পরিক দায়শোধের বা পাল্টা দাবি উত্থাপন করে। *[এআইআর ১৯২৯ বোম্বে ৪১৩]*

কোন নূতন বিবাদীর নাম সংযোজন করিয়া যখন আরজি সংশোধন করা হয় তখন আদালত মূল বিবাদীকে একটি অতিরিক্ত লিখিত জবাব দাখিল করিতে বলিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৪৯ উড়িষ্যা ৭৭]*

উক্তরূপ নোটিস প্রাপ্তির পর যদি বিবাদী কোন অতিরিক্ত জবাব দাখিল না করে তাহা হইলে বাদীর সংশোধিত আরজি অনুযায়ীই আদালত ডিক্রি প্রদান করিবেন। *[পিএলডি ১৯৮২ লাহোর ৩৭৬]*

শর্তযুক্ত অনুমতি ঃ কোন অতিরিক্ত বিবৃতি চাহিয়া আদালত মামলার কোন পক্ষকে যেই অনুমতি প্রদান করে উহার একটি শর্ত যদি এইরূপ হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, তাহা হইলে আদালত ঐ নির্ধারিত সময় শেষ হইবার পরেও ১৪৮ ধারার আওতায় উক্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

[পিএলডি ১৯৫৭ লাহোর ৭৭৯]

আদেশ ৮ নিয়ম ৯ ঃ মামলার নূতন কোন বাদীকে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে বিবাদী ইচ্ছাপত্রকে চ্যালেঞ্জ করে অতিরিক্ত লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারে। *[৩৮ ডিএলআর ১৭৫]*

আদেশ ৮ নিয়ম ৯ ঃ আদেশ ৮ নিয়ম ৯ অতিরিক্ত বর্ণনার কারবার প্রসঙ্গীয়। বিবাদী কর্তৃক লিখিত বর্ণনা দাখিলের পরবর্তীতে দাখিলী বর্ণনা অতিরিক্ত বর্ণনা হিসাবে পরিচিত। কোন অতিরিক্ত বর্ণনা আদালতের পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত দাখিল করিতে পারে না যাহার বিষয় আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করেন। বাদী কর্তৃক অতিরিক্ত বর্ণনা দাখিল হইলে আদারত মঞ্জুর করিবেন যেখানে বিবাদী বিপরীত দাবি অথবা পাল্টা দাবি উত্থাপন করে। যদি মোকদ্দমার কোন পক্ষের বক্তব্য অস্পষ্ট হয় তবে আইন মতে আদালত ঐ পক্ষ হইতে উন্নততর ও অতিরিক্ত বর্ণনা চাইতে পারেন। যখন আরজি সংশোধন আদালত মঞ্জুর করেন করিবেন তখন আদালতের উচিত বিবাদীকে অতিরিক বর্ণনা দাখিলের অনুমতি দিবেন। *[১৯ বিএলডি (এইচডি) ৩৯০]*

নিয়ম

১০। আদালতের নির্দেশক্রমে লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতে কোন পক্ষ অপারগ হইলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেইক্ষেত্রে আদালত কোন পক্ষের নিকট উক্তরূপ লিখিত বিবৃতি তলব করেন এবং সেই পক্ষ উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে অপারগ হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারিবেন অথবা সেই মামলা সম্পর্কে উপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

আদালতের আদেশ যদি বিবাদী প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, তবে আদালত তাহার বিরুদ্ধে রায় প্রদানের ক্ষমতা রাখেন।

পরিধি ঃ এই নিয়ম ৮ আদেশের ১ ও ৯ নিয়মের বেলায় প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত নিয়মের আওতায় আদালত কোন ব্যক্তিকে লিখিত জবাব প্রদান করিতে নির্দেশ দিবার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐরূপ জবাব প্রদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে আদালত এই নিয়মের আওতায় অগ্রসর হইতে পারিবেন। *[পিএলজে ১৯৮১ লাহোর ৫১১]*

আদালত কর্তৃক নির্দেশিত কোন বিবরণ সরবরাহে অপরাগতা প্রকাশ করিয়া কেউ যদি লিখিত জবাব দাখিল করে অথবা আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কোন অতিরিক্ত লিখিত জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ইহার কোন ক্ষেত্রেই বিবাদীর আত্মরক্ষামূলক জবাব কাটা যাইবে না। *[১৮৯২ পাঞ্জাব রি নং ৫৯ পি. ২১৬ ডিবি]*

একতরফা কার্যক্রম ঃ বিবাদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানে ব্যর্থ হইলেও তাহার বিরুদ্ধে একতরফা কার্যক্রম গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই ধরনের মানে এই যে, বিবাদী বাদীর আরজির সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া সে আরজি সম্পর্কে যেকোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে। *[১৯৮৩ সিএলসি ২৪৪]*

সার-সংক্ষেপ

লিখিত জবাব

মামলার প্রথম শুনানির তারিখে অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া একটি লিখিত জবাব দিতে পারিবে। বিবাদী যেই সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাদীর মামলা প্রতিহত করিতে চায় তাহার সবগুলি লিখিত জওয়াবে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, কোন বিষয় গোপন করা চলিবে না। জবাবে কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না করিয়া মামলার শুনানির সময় তাহা আচমকা উল্লেখ করিয়া বাদীকে বিস্মিত ও বেকায়দায় ফেলা যাইবে না। বিবাদীর এই প্রকার আচরণ ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হইবে বিধায় তাহাকে তাহা করিতে দেওয়া যাইবে না। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে উভয়পক্ষকে মামলার উভয়পক্ষের বক্তব্য যথাসময়ে অকপটে বিচারকের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে যাহাতে উভয়পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়।

বিবাদীর লিখিত জবাবে কেবলমাত্র বাদীর উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সাধারণভাবে অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না, যেই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা সে স্বীকার করে না, তাহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিবাদীর সুস্পষ্ট লিখিত জওয়াব থাকিতে হইবে।

বিবাদী যেক্ষেত্রে আরজিতে উল্লেখিত কোন বিষয়-সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে চাতুরীপূর্ণভাবে তাহা অস্বীকার করা অবশ্যই চলিবে না। যেমন যদি বিবাদী জওয়াবে বাদীর নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা গ্রহণ অস্বীকার করিতে চায়, তবে কেবল সে পরিমাণ টাকা প্রাপ্তির কথা অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না বরঞ্চ সেই পরিমাণ টাকা বা উহার কোপন অংশ প্রাপ্তির কথাও অস্বীকার করিতে হইবে, তদন্যথায় সে কি পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে। মোটকথা কোন প্রকারে বাদীর বক্তব্য কৌশলে এড়াইবার চেষ্টাপূর্ণ জবাব *(evasive denial)* দেওয়া যাইবে না।

আরজিতে উল্লেখিত তথ্যমূলক অভিযোগের প্রত্যেকটি যদি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা না হয়, তবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলের প্রসঙ্গে তাহা স্বীকৃতবৎ গণ্য হইবে। অবশ্য আদালত ইচ্ছা করিলে এইভাবে স্বীকৃত কোন অভিযোগ উক্ত স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রমাণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। প্রয়োজনবোধে বিবাদী আদালতের অনুমতি লইয়া মামলায় বিচার্য বিষয় নির্ধারণের পূর্বে অতিরিক্ত লিখিত জবাব দিতে পারিবে। বাদীর আরজি সংশোধনের কারণে অতিরিক্ত লিখিত জবাব দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে বিবাদী আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাও করিতে পারিবে।

পারস্পরিক দাবি পরিশোধ বিষয়ে নিয়মাবলী

Rules Relating to Set off

এই প্রসঙ্গে যাবতীয় নিয়মাবলী ৮ আদেশের ৬ বিধিতে উল্লেখ আছে। ৬(১) বিধিতে বলা আছে, টাকা পরিশোধের দাবিতে দায়েরকৃত কোন মামলা *suit for recovery of money)* যদি বাদীর নিকট হইতে আইনতঃ বিবাদীর প্রাপ্য টাকা দিয়া বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করিতে চায় এবং উক্ত টাকার পরিমাণ যদি নির্ধারিত থাকে এবং উহা আদালতের এখতিয়ারের উর্ধ্বে না হয় এবং বাদীর মামলার ন্যায় বিবাদীর দাবির ক্ষেত্রে ও উভয় পক্ষ একই পর্যায়ে পড়ে, তবে মামলার প্রথম শুনানির তারিখেই বিবাদী তাহার পাওনা টাকার বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারিবে। প্রথম শুনানির পর আদালতের অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ লিখিত জবাব দাখিল করা যাইবে না।

উপরে ৬(১) বিধিতে *set off* বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে *set off*-এর উপাদান বা শর্তাবলী পাওয়া যাইবে এবং তাহা নিম্নরূপ ঃ

১। মামলাটি অবশ্যই টাকা পরিশোধের দাবিতে হইতে হইবে।

২। বাদী হইতে বিবাদীর প্রাপ্য বাবদ যে টাকার কর্তন দিতে চাওয়া হয় তাহা অবশ্যই নির্ধারিত হইতে হইবে।

৩। বিবাদীর প্রাপ্য আইনতঃ আদায়যোগ্য হইতে হইবে।

৪। একাধিক বিবাদী থাকিলে সকল বিবাদীর প্রাপ্য বাদী বা সকল বাদীর বিরুদ্ধে আদায়যোগ্য হইতে হইবে।

উদাহরণ

রহিম জাবেদ ও শওকতের বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার দাবিতে মামলা করিলে শুধু জাবেদ রহিমের বিরুদ্ধে পাঁচশত টাকার দাবিতে set off-এর আবেদন করিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে রহিম এবং করিম বাদী হইয়া জাবেদের বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার দাবিতে মামলা করিলে জাবেদ শুধুমাত্র রহিমের বিরুদ্ধে ৫০০ টাকা দাবিতে *set off*-এর আবেদন করিতে পারিবে না।

৫। বিবাদীর প্রাপ্য আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের মধ্যে থাকিতে হইবে।

৬। বাদীর মামলার ন্যায় বিবাদীর দাবির ক্ষেত্র ও উভয় পক্ষ একই পর্যায়ে পড়িতে হইবে অর্থাৎ বাদীর মামলা যেমন টাকা পরিশোধের দাবিতে হইবে, ঠিক তেমনি বিবাদীর দাবিও বাদীর নিকট হইতে টাকা পরিশোধের দাবিতে হইতে হইবে। আরও সহজ কথায় বলা চলে মামলায় উভয়পক্ষের দাবির চরিত্র একই ধরনের টাকার দাবি হইতে হইবে।

এই সমস্ত শর্ত পূরণ হইলেই কেবল *set off*-এর দাবি বিবাদীর জবাবে উত্থাপন করা যাইবে।

৬ বিধির (২) উপবিধিতে উল্লেখ আছে যে, *set off*-এর ক্ষেত্রে বিবাদীর লিখিত জবাব পাল্টা মামলার আরজির ন্যায় গণ্য হইবে এবং আদালত মূল মামলা এবং বিবাদী *set off*-এর দাবি সম্পর্কে একই রায় প্রদান করিবেন। ৬ বিধির (৩) উপ-বিধিতে আরও উল্লেখ আছে যে, বিবাদীর লিখিত জবাব সম্পর্কিত বিধিসমূহ পারস্পরিক দায় পরিশোধের দাবিতে প্রদত্ত জবাবের উভয় দানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। যেহেতু বিবাদীর *set off* -এর দাবি একটি আরজির ন্যায় গণ্য হইবে, সেইহেতু *set off*-এর দাবির উপর আইন অনুযায়ী কোর্ট ফি দিতে হইবে।

Legal set off এবং *Equitable set off*-এর মধ্যে পার্থক্য

৮ আদেশের ৬ বিধিতে *set off* বিষয়ে যেই সমস্ত নিয়মাবলী বিবৃত আছে তাহাই *Legal set off*। এই জাতীয় *set off* -এর দাবি বিধিবদ্ধ আইনসম্মত। অতএব *Legal set off* বহু নজিরে আছে। *Set off* বিষয়ে ৬ বিধিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই *set off* বিষয়ে সামগ্রিক আইন নহে। আক্ষরিক অর্থে আইনের বাহিরেও কোন কোন সময় ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে set off নীতির প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদবস্থায় ন্যায়বান আদালত তাহার সাধারণ সহজাত ক্ষমতাবলে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনে *set off* নীতি অনুযায়ী বিবাদীকে তাহার পাল্টা দাবি বিষয়ে প্রতিকার দিতে পারিবেন। ন্যায়পরায়ণতা আইনকে অনুসরণ করে *(Equity follows the law)*, এই নীতি অনুযায়ী আক্ষরিক অর্থে বিবাদীর দাবি ৬ বিধির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও অনুরূপ ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনে *set off* নীতির প্রয়োগে বিবাদীর পাল্টা দাবি বিষয়ে আদালত প্রতিকার দিলে তাহাকে বলা হয় *equitable set off*। যেমন কোন দোকানের মালিক যদি তাহার কর্মচারীর বিরুদ্ধে দোকানের হিসাব-নিকাশ বাবদ কোন মামলা দায়ের করে, তবে কর্মচারী ঐ মামলায় তাহারা বকেয়া বেতন বাবদ যাহা প্রাপ্য হয় তাহা *equitable set off*-রূপে ঐ মামলায় দাবি করিতে পারে। *Legal set off* যেহেতু বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহা আদালতের উপর বাধ্যকর। কিন্তু *equitable set-off* বিষয়ে সেই রকম কোন বাধ্যবাধকতা নাই ইহা আদালতের *discretionary*। *Equitable set off*-এর দাবি বিচারের জন্য গ্রহণ করিলে আদালত যদি মনে করেন যে, সুবিচার ব্যাহত বা বিলম্বিত হইবে তদবস্থায় আদালত এই বিষয়ে বিচারে অসম্মতি জ্ঞাপনে বিবাদীকে পৃথক মামলা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

Set off এবং *Counter claim*-এর মধ্যে পার্থক্য

একটি উদাহরণ দ্বারা *set off* এবং *counter claim*-এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইল। ধরা যাক, রহিম করিমের বিরুদ্ধে ২০০০ টাকার দাবিতে একটি মামলা দায়ের করিল। এই মামলায় করিম উপস্থিত হইয়া জবাবে এই দাবি উত্থাপন করিল যেই রহিমের নিকট তাহার ১২০০ টাকা রহিমের প্রদত্ত হ্যান্ডনোট মূলে পাওনা আছে। অতএব তাহার পাওনা টাকা হইতে রহিমের প্রাপ্য ২০০ টাকা বাদ দিয়া রহিমের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ১০০০ টাকার ডিক্রি দেওয়া হউক এবং রহিমের প্রাপ্য পরিশোধিত গণ্যে তাহার মামলা ডিসমিস করা হউক।

এই মামলায় রহিমের প্রাপ্য ১২০০ টাকা হইতে যে ২০০ টাকা রহিমের প্রাপ্য বাবদ বাদ দেওয়ার আবেদন করা হইয়াছে, ইহাই *Set off*। বিবাদীর অবশিষ্ট ১০০০ টাকার দাবি *Counter claim* অর্থাৎ পাল্টা দাবি। অতএব বিবাদীর জবাবে বাদীর দাবি পরিশোধের অতিরিক্ত কোন টাকা বাদীর নিকট বিবাদীর দাবি থাকিলে তাহা পাল্টা দাবি বা *Pounter claim*।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জবাবে এই জাতীয় দাবি উত্থাপন করিলে বিবাদী এক হাজার দুইশত টাকার উপর কোর্ট ফি দিয়া এই প্রার্থনা করিবে যে, তাহার প্রাপ্য হইতে বাদীর প্রাপ্য দুইশত টাকা পরিশোধিত গণ্যে অবশিষ্ট এক হাজার টাকার জন্য বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীকে ডিক্রি দেওয়া হউক। দুইশত টাকা *set off*-এর দাবি করিয়া পরে অবশিষ্ট এক হাজার টাকার জন্য পৃথক মামলা করা চলিবে না। কারণ ২ আদেশের ২ নিয়মে আছে বাদী যেই পরিমাণ দাবি করিবার অধিকারী, তাহা সম্পূর্ণ দাবি করিতে হইবে। সম্পূর্ণ দাবি উল্লেখ করিয়া আংশিক দাবি বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থী হইলে পরে আর অবশিষ্ট অংশের জন্য পৃথক মামলা করা চলিবে না। এইক্ষেত্রে বিবাদীকে বাদীবৎ গণ্য করিতে হইবে।

আদেশ ৯

পক্ষগণের হাজিরা ও গরহাজিরার পরিমাণ

পরিধি

*** দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ বিচারের জন্য নীতিমালা ঃ** মামলায় কোন পক্ষ বা পক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবির অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে হাইকোর্টের দায়িত্ব হইতেছে, অনুপস্থিতির কারণ দেখা। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর (এসসি) ১৫৯]*

* যেই তারিখে শুনানির জন্য বিবাদীর নিকট সমন জারি করা হয় তাহার সহিত আদেশ ৭ সম্পর্কিত ; অন্যদিকে আদেশ ১৭ স্থগিত শুনানির সাথে সম্পর্কিত। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

নিয়ম

১। বিবাদীর হাজির হইয়া জবাব দানের জন্য সমনে নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণের হাজির হইতে হইবে ঃ

বিবাদীর হাজির হইয়া মামলার জবাব দেওয়ার জন্য সমনে যেই তারিখ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, **সেই তারিখে পক্ষগণ স্বয়ং অথবা নিজ নিজ উকিলের মারফতে আদালতে হাজিরা দিবে এবং তৎপর আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কোন তারিখ পর্যন্ত শুনানি মুলতবী রাখা না হইলে সেইদিন মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে।**

ভাষ্য

ঐ তারিখে বাদী হাজির না হইলে আদালত মামলা খারিজ করিয়া দিতে পারেন।

পরিধি ঃ এই নিয়মের আওতায় ইস্যু নির্ধারণের তারিখকেই মামলার শুনানির দিন হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং এই দিন যদি বাদী আদালতে উপস্থিত না হয় তাহা হইলে মামলা খারিজ হইয়া যাইবে। *[পিএলডি ১৯৮১ পেশোয়ার ১৫১]*

এই নিয়ম প্রথম শুনানির দিন বাদীর আদালতে হাজির হওয়ার সহিত সম্পৃক্ত *[২এ ৬৭ পিসি]*। সমনে উল্লেখিত তারিখই শুনানির তারিখ হিসাবে ধরা হইলেও ইহা পরিবর্তনযোগ্য। *[এ ১৯৫২ পি ৩৩৮]*

৯ আদেশের এই ১ নিয়মের সহিত হাইকোর্টের আদিম এখতিয়ার ক্ষেত্রের কোন সম্পর্ক বা প্রযোজ্যতা নাই। *[এ ১৯৭০ সি ২৩১]*

নিয়ম

২। বাদী খরচ না দেওয়ায় সমন জারি না হইয়া থাকিলে মামলা খারিজ হইবে ঃ

নির্ধারিত তারিখে যদি দেখা যায় যে, বাদী কোর্ট ফি না দেওয়ায় অথবা সমন জারির জন্য প্রয়োজনীয় ডাকমাশুল (যদি লাগে) না দেওয়ায় বিবাদীর উপর সমন জারি করা সম্ভব হয় নাই, তবে আদালত মামলা

খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবেন ; তবে বিবাদীর উপর সমন জারি না হইলেও যদি তাহার হাজিরা ও জবাবদানের জন্য নির্ধারিত তারিখে বিবাদী স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির মারফতে হাজিরা চলিলে, প্রতিনিধির মারফতে হাজির হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ খারিজের আদেশ দেওয়া হইবে না।

ভাষ্য

যাহা করিবার জন্য আদালত বা আইন কর্তৃক বাদী আদিষ্ট, সে তাহা না করিলে আদালত মামলা খারিজ করিতে পারেন।

যেই সমস্ত কার্যক্রমে দেওয়ানী কার্যবিধি প্রযোজ্য নহে, সেখানে অত্র নিয়ম প্রয়োজন নহে। কাজেই অত্র নিয়ম প্রয়োগের পূর্বে আদালতের সমক্ষে বিচারাধীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অত্র বিধি প্রযোজ্য কিনা তাহা দেখাইতে হইবে *[পিএলডি ১৯১৭ লাহোর ৫৯]*। বাদী কর্তৃক বিবাদীর সঠিক ঠিকানা প্রদান কিংবা সমন ও আরজির নকল যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভিতর দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত অত্র নিয়মের অধীনে মোকদ্দমা খারিজ করিতে পারেন না *[পিএলডি ১৯৬৫ লাহোর ৬৮৫]*। বিবাদীর হাজিরার জন্য তারিখ ধার্য না করিয়া বাদীকে প্রসেস ফি *(Process Fee)* জমাদানের নির্দেশ দেওয়ার কোন ক্ষমতা আদালতেরই নাই এবং যেক্ষেত্রে তাহা করা হয় এবং বাদী সেই আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে অত্র নিয়ম অনুসারে মোকদ্দমা খারিজ করা যাইবে না *[৯ কল. ৬১৭]*। খারিজের আদেশ কোন ডিক্রি নহে, তাই ইহা আপীলযোগ্য নহে *[৯ কল. ৬২৭]*। কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়ার প্রামাণিক বা চূড়ান্ত *(crucial)* সময় হইল যখন মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য ডাকা হয় এবং নির্ধারিত তারিখের যেকোন এক সময় নহে। যদি কোন পক্ষই উপস্থিত না হয়, তবে মোকদ্দমা খারিজ বাধ্যতামূলক নহে ; আদালত কোন উপযুক্ত কারণে তাহা মুলতবী করিতে পারেন। যখন বাদী এবং একজন বিবাদী অনুপস্থিত ছিল কিন্তু অন্য আর একজন বিবাদী উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অনুপস্থিত বিবাদীর জন্য খারিজের আদেশটি এই নিয়মের অধীন এবং উপস্থিত অন্য বিবাদীর জন্য খারিজের আদেশটি অত্র আদেশের ৮ নিয়মের অধীনে *[(১৯২০) ৪৪ বোম্বে ৭৬৭]*। যদি না বিবাদীর উপস্থিতিরি জন্য কোন দিন ধার্য হয় এবং মোকদ্দমাটির শুনানির জন্য ডাকা হইলে কোন পক্ষই উপস্থিত না হয়, তবে এই নিয়মের প্রয়োগ চলিবে না *[(১৯৩৫) ১৫৯ আইসি ২২৬]*। যদি মোকদ্দমাটি শুনানির দিনে বাদী উপস্থিত, কিন্তু বিবাদী উপস্থিত না হয় এবং মোকদ্দমাটি বাদীর দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদানের ব্যর্থতার কারণে খারিজ হয়, তবে সেই খারিজের আদেশ মোকদ্দমার গুণাগুণের *(merits)* উপর এবং তাহা অত্র নিয়মের অধীনে নহে।

[(১৯১৮) ৪০ অল. ৫৭০]

যেক্ষেত্রে বিবাদী উকিল আদালতে হাজির হয় এবং এবং এই মর্মে বিবৃতি দেয় যে, তাহার মক্কেলের প্রতিনিধি তাহাকে জানাইয়াছে যে, বাদী মোকদ্দমা চালাইবে না। আদালত তখন মোকদ্দমা খারিজ করিলেন। সেইক্ষেত্রে বিবাদীও অনুপস্থিত থাকিবার কারণে উহা এই নিয়মের অধীনে খারিজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল *[(১৯৩৮) ৪২ সিডব্লিউএন ৮০৬]*। প্রাথমিক ডিক্রি প্রদানের পর পর হাজিরার কারণে আদালত মোকদ্দমা খারিজ করিতে পারে না।

[এআইআর ১৯২৪ পিসি ১৯৮]

অত্র নিয়ম অনুসারে খারিজের আদেশ ২(২) ধারার মর্ম অনুসারে কোন ডিক্রি নহে এবং তাহা হইতে কোন আপীল চলে না *[পিএলডি ১৯৪৯ সিন্ধু ১৮]*। তবে আদেশটি রিভিশনযোগ্য। *[২ সিডব্লিউএন ৩১৮ ডিবি]*

মামলার পুনরুজ্জীবন ঃ এই নিয়মের আওতায় কোন খারিজকৃত মামলা বিবাদীকে নোটিস ও শুনানির সুযোগ না দিয়া পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে না। *[এআইআর ১৯৬৩ এইচপি ৩০]*

নিয়ম

৩। কোন পক্ষ হাজির না হইলে মামলা খারিজ হইবে ঃ

মামলার শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যদি কোন পক্ষই হাজির না হয়, তবে আদালত মামলা খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

বিবাদী হাজিরের কোন তারিখ নির্ধারিত না হইলে এবং শুনানি দিবসে কোন পক্ষই হাজির না হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। উভয় পক্ষকে যথাযথভাবে না জানাইয়া কোন মামলা শুনানির জন্য তারিখ স্থির হইতে পারে না এবং কোন পক্ষই না জানিলে তাহাদের অনুপস্থিতির অজুহাতে মামলাটি বাতিল করা যাইবে না। মামলার শুনানির

জন্য ডাক পড়িলে কোন পক্ষই যদি হাজির না হয় তবে এই নিয়মে আদালত মামলা খারিজ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র শারীরিক উপস্থিতিই এই নিয়মে গ্রাহ্য নহে। বিচারক যদি উপস্থিত না থাকেন তবে কেরানীর কোন ক্ষমতা থাকিবে না মামলার দিনক্ষণ ধার্য করিবার। এইরূপ স্থিরীকৃত কোন দিনে কোন পক্ষের অনুপস্থিতির দরুনও মামলা খারিজ করা যাইবে না।

উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য মামলা খারিজ ঃ এই নিয়মের আওতায় যখনই উভয় পক্ষ শুনানির দিন অনুপস্থিত থাকিবে কেবল তখনই মামলা খারিজ করা চলিবে। বাদীকে কমিশনের মাধ্যমে জবানবন্দী গ্রহণ করিবার পরবর্তী শুনানির তারিখে কোন পক্ষই আদালতে উপস্থিত না হইলে আদালত ১৭ আদেশের ৩ নিয়মের আওতায় কোন ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন না। বরং এই নিয়মের আওতায় উক্ত মামলাটি খারিজ করিতে পারিবেন। *[১৮ ডিএলআর ৫৫৬]*

পক্ষগণের পরামর্শ ব্যতীত তাহাদের কৌসুলী উপস্থিত রহিয়াছেন অথচ পক্ষগণ উপস্থিত নাই এইরূপ অবস্থাতেও মামলার খারিজ ডিক্রি প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত *[এআইআর ১৯৫২ কুচ. ৩১]*। কিন্তু বাদীর প্রশিক্ষিত কোন ব্যক্তি আদালতে যথাযথ উপস্থিত হইলে, শুধু সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন না। *[এআইআর ১৯২২ পাট. ৫০১]*

আপীল ও রিভিউ ঃ ৩ নিয়মের আওতায় প্রদত্ত খারিজ আদেশকে ২(২) ধারা মোতাবেক ডিক্রি বলা যায় না। সুতরাং এই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল বা রিভিউ চলিবে না *[পিএলডি ১৯৪৯ সিন্ধু ১৮]*। তবে রিভিশন চলিবে। *[২ সিডব্লিউএন ৩১৮ ডিবি]*

এই নিয়ম ভ্রমাত্মক উপায়ে প্রয়োগ করিয়া আদালত কোন আদেশ প্রদান করিলে হাইকোর্ট ঐ আদেশ বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। *[এআইআর ১৯৫২ কুচ. ৩১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৩ ঃ সাধারণভাবে শুনানির তারিখ সম্বন্ধে আইনজীবিকে অবহিত করিতে আইনজীবির মুহুরীর ব্যর্থতা কোন মামলায় আইনজীবির অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ হিসেবে বিবেচিত হইবে না। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুহুরীর ব্যর্থ একটি যথার্থ কারণ হিসেবে গণ্য হইতে পারে।

নিয়ম

৪। বাদী নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে অথবা আদালত কোন মামলা পুনরায় চালু করিতে পারিবেন ঃ

উপরোক্ত ২ বা ৩ নিয়ম অনুসারে মামলা খারিজ হইলে বাদী (তামাদি আইন সাপেক্ষে) নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে ; অথবা খারিজের আদেশ রদ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে ; এইক্ষেত্রে যদি বাদী আদালতের সন্তুষ্টিমত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্ট ফি বা সমন জারির ডাক-মাশুল (যদি লাগে) দিতে না পারার অথবা হাজির না হওয়ার উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারে, তবে আদালত মামলার খারিজ রদের আদেশ দান করিবেন এবং মামলা বিচারের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

ভাষ্য

বাদীর সদুদ্দেশ্যমূলক কোন অনুপস্থিতি যাহা অযৌক্তিক নহে, এই নিয়মে তাহা গ্রাহ্য হইবে। বিবাদীকে কোন নোটিস না দিয়াও ৩ নিয়মে খারিজকৃত কোন মোকদ্দমার খারিজ আদেশ বাতিল করা যাইতে পারে। উক্ত নিয়মে কোন মামলা পুনরুজ্জীবিত হইলে আদালত খরচ সংক্রান্ত কোন নূতন শর্ত যোগ করিতে পারিবে না। খারিজ আদেশ বাতিল করা হইলে, বিবাদীকে মামলার শুনানির তারিখ কবে তাহা জানাইতে হইবে। ৩ নিয়মে মামলা খারিজ হওয়ার পূর্বে যদি তাহা একপাক্ষিক চলিতেছিল তবে এই মামলা পুনরুজ্জীবনের পরে বিবাদীকে আর শুনানির দিন-তারিখ জানাইতে হইবে না।

পরিধি ও প্রযোজ্যতা ঃ এই নিয়মটি মামলা পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, আরজি পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে নহে। অতএব, ৭ আদেশের ১১ নিয়মের অধীনে প্রত্যাখ্যাত কোন আরজির এই ধারায় পুনরুজ্জীবন চাহিয়া আবেদন করা যাইবে না। *[পিএলডি ১৯৬৩ করাচি ৮৮৩]*

মামলার পুনরুজ্জীবন ঃ এই নিয়ম মামলার পুনরুজ্জীবন মানে হইতেছে ; শুধু মামলাটিই নহে বরং মামলার আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও মামলার সাথে পুনরুজ্জীবিত হইবে। *[পিএলডি ১৯৫২ অল. ৭৪৯]*

নূতন মামলা বা দরখাস্ত ঃ ২ বা ৩ নিয়মের আওতায় কোন মামলা খারিজ হইয়া থাকিলে নূতন মামলা করা যাইবে *[পিএলডি ১৯৬৩ করাচি ৮৮৩]*। এই মামলা, নিয়মের আওতায় কোন পুনরুজ্জীবনের দরখাস্ত করা হইয়াছে কি হয় নাই কিংবা ঐরূপ দরখাস্ত অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় নির্বিশেষেই করা যাইবে। *[পিএলডি ১৯৫৭ করাচি ২২৪]*

রীট ঃ ৪ নিয়মের আওতায় কোন রীট দরখাস্ত খারিজ করা হইয়া থাকিলে ঐ একই মামলার কারণ দেখাইয়া পুনরায় দ্বিতীয় দরখাস্ত করা যাইবে। *[পিএলডি ১৯৬৭ লাহোর ৩৭২]*

মামলার পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট কারণ ঃ মামলার পুনরুজ্জীবন করিবার জন্য আদালত বাদীকে তাহার অনুপস্থিতিজনিত বা অন্য কোন ত্রুটির কারণ প্রদর্শনকরতঃ সন্তোষজনক জবাব দিবার জন্য সুযোগ দিবেন। বাদী সন্তোষজনক জবাব প্রদানে সমর্থ হইলে আদালত তাহার কোন প্রকার ছন্দ অপছন্দ ব্যতীত মামলাটি পুনর্জ্জীবিতকরণের আদেশ দিবেন। *[এআইআর ১৯৫৩ ভিন্ধ্য প্রদেশ ১০]*

উপরে বর্ণিত ২ বা ৩ নিয়মের অধীনে কোন মোকদ্দমা খারিজ হইলে অত্র নিয়মের অধীনে বাদী প্রতিকারের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। তবে বাদীর এই প্রতিকারের সুযোগ ১৯০৮ সনের তামাদি আইনের ১৬৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্রিশ দিনের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ খারিজের আদেশ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে খারিজাদেশ রদ করার জন্য কিংবা নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে। বাদীর এই দুইটি প্রতিকার সহগামী *(concurrent)*। বাদী একটি প্রতিকার গ্রহণ করিলে অপরটির সুযোগ গ্রহণ হইতে বারিত হইবে না *[২০ ওসি ৬৬]*। যে আদালত মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়াছেন, সেই আদালতই খারিজের আদেশ রদ করিতে পারেন *[৫৬ আইসি ৮৮৪]*। এই নিয়মের অধীনে রদের আবেদন খারিজ হওয়ার পরেও নূতন মোকদ্দমা দায়ের করা যায় *[৫৬ অল ৭৬৬]*। অত্র ৪ নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র ত্রুটির দরুন খারিজ হইলে, যদি তামাদির মেয়াদ থাকে তবে অন্য আর একটি আবেদনপত্র দায়ের করা যায় *[২১ সিডব্লিউএন ৩০]*। এই নিয়ম অনুসারে কোন আবেদন করিলে নোটিস প্রদানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি খারিজের আদেশ রদ করা হয়, তবে মোকদ্দমার শুনানির তারিখের নোটিস বিবাদী পাওয়ার অধিকারী *[১৪৫ আইসি ৮০৪]*। কোন সদুদ্দেশ্যমূলক ভুল, যাহা অযৌক্তিক নহে, তাহা এই নিয়মের অধীনে যথেষ্ট অজুহাত হইতে পারে। এই নিয়মের অধীনে যখন আদালত কোন মোকদ্দমা পুনঃবহাল করেন, তখন মোকদ্দমার খরচ সম্পর্কে কোন শর্ত আরোপ করিবার এখতিয়ার আদালতের নাই *[(১৯৩৩) ৩৫ অল. ৬৮৪]*। যখন কোন মোকদ্দমা শুনানির জন্য ডাকা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপস্থিতির ফলে মোকদ্দমা খারিজ হইলে, যদি উপযুক্ত কারণ দর্শানো হয়, তবে খারিজের আদেশ রদ করা যায় *[২৮ ডিএলআর (এডি) ১৫৮]*। উভয় পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কোন মোকদ্দমা খারিজ হইলে বিবাদীকে কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই বাদীর আবেদনক্রমে তাহা পুনঃবহাল করা যাইবে *[পিএলডি ১৯৭৬ লাহোর ৯৯]*। অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আদেশ প্রদান করা হইলে তাহা হইতে কোন আপীল চলে না। *[এআইআর ১৯১৮ অল .১৭৬ ডিবি]*

বাদীর মৃত্যু ঃ বাদীর মৃত্যুজনিত কারণে তাহার মামলায় অনুপস্থিতি এই নিয়মের আওতায় পড়িবে না। ইহার জন্য ২২ আদেশের ৩ নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৩০৯]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৪ ঃ মামলা চলাকালীন সময়ে বাদী (বর্তমান মামলার একমাত্র বাদী) মারা যায়। বাদীর আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় আদেশ ৯-এর নিয়ম ৪ অনুযায়ী মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে এমন অনুমান আইনতঃ সিদ্ধ নহে। এই রকম পরিস্থিতিতে আদেশ ২২ নিয়ম ৩-এর বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে এবং যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নূতন বাদী প্রতিস্থাপনের আবেদন না করা হয় তবে মামলাটি রদ হয়ে যাইবে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ৩০৯]*

নিয়ম

৫। যেইক্ষেত্রে সমন জারি না হওয়ায় ফেরত আসে এবং তৎপর তিন মাস পর্যন্ত বাদী নূতন করিয়া সমন দেওয়ার আবেদন না করে, সেইক্ষেত্রে মামলা খারিজ হয় ঃ

(১) বিবাদীকে বা অন্যতম বিবাদীকে সমন দেওয়ার পর যদি তাহা জারি না হইয়া ফেরত আসে এবং আদালতের যেই কর্মচারী সাধারণতঃ সমন জারি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ইত্যাদি দিয়া থাকেন, তিনি আদালতের উক্ত সমন জারি না হওয়ার সার্টিফিকেটসহ উহা ফেরত দেওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে বাদী নূতন সমন দেওয়ার জন্য আবেদন না করে, তবে আদালত উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা খারিজের আদেশ দান করিবেন। কিন্তু উক্ত তিন মাসের মধ্যে যদি বাদী নিম্নলিখিত যেকোন কারণ দর্শাইয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ঃ

(ক) যেই বিবাদীর উপর সমন জারি হয় নাই, বাদী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই বিবাদীর ঠিকানা বাহির করিতে অপরাগ হইয়াছে, অথবা

(খ) উক্ত বিবাদী সমন বা পরোয়ানা এড়াইয়া চলিতেছে, অথবা

(গ) সময়ের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোন সঙ্গত কারণ রহিয়াছে তবে নূতন সমন দেওয়ার আবেদনের মেয়াদ প্রয়োজনমত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপ ক্ষেত্রে বাদী (তামাদি আইন সাপেক্ষে) নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

ভাষ্য

পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র ঃ হাইকোর্টের আদিম দেওয়ানী অধিক্ষেত্রের কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত নিয়ম দ্বারা বারিত না হইয়া থাকিলে এই নিয়ম হাইকোর্টের উক্ত অধিক্ষেত্রের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে। *[এআইআর ১৯৫৪ কল. ৩৬৯]*

তিন মাসের পূর্বে মামলা খারিজ ঃ ৫ নিয়মে উল্লেখিত তিন মাসের পূর্বে কোন মামলার খারিজ আদেশ দান আইনের দৃষ্টিতে অনিয়মের শামিল। *[এআইআর ১৯৫৪ মাদ. ৭৩]*

নূতন সমন কিংবা সময় বর্ধিতকরণ ঃ বিবাদীর নিকট হইতে সমন অ-বিলিকৃত অবস্থায় ফেরত আসিবার পর নির্ধারিত তিন মাস সময়ের মধ্যে বাদীকে নূতন সমন জারির জন্য আদালতে আবেদন জানাইতে হইবে *[আইএলআর (১৯৫৬) ১ কল. ১৮৭]*। বাদী সময়ের কোনরূপ বর্ধিতকরণের আদেশ চাহিলেও তাহা ঐ তিন মাসের মধ্যেই উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক [৫ (ক)-(গ) নিয়ম] চাহিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫৯ কল. ৩৬৯]*

আপীল ঃ এই নিয়ম আপীলের বেলায় প্রযোজ্য নহে। আপীলের জন্য ৪১ আদেশ দ্রষ্টব্য। *[এআইআর ১৯২৭ বোম্বাই ৬৯]*

বিবাদীকে সমন দেওয়ার পর যদি তাহা জারি না হইয়া ফেরত আসে এবং সমন জারিকারী আদালতের কর্মচারী এই জারি না হওয়ার সার্টিফিকেটসহ সমন ফেরত দিবে। সমন ফেরত দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে যদি বাদী নূতন করিয়া সমন দেওয়ার জন্য আবেদন না করে, তবে আদালত উক্ত মামলা খারিজ করিবেন। উক্ত সময়সীমা অতিক্রমের পর আদালত আর সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। যদি নূতন করিয়া সমন ও সময় বর্ধনের জন্য আবেদন করা হয়, তবে বাদীকে এই নিয়মে উল্লেখিত যেকোন একটি কারণ দর্শাইতে হইবে।

নিয়ম

৬। কেবল বাদী হাজির হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যথারীতি সমন জারি না হইয়া থাকিলে ; যেইক্ষেত্রে সমন জারি হইয়াছে, কিন্তু যথাসময়ে নহে ঃ

১। যেইক্ষেত্রে মামলার শুনানির জন্য ডাক পড়িলে বাদী হাজির হয়, কিন্তু বিবাদী হাজির হয় না, সেইক্ষেত্রে ঃ

(ক) যদি প্রমাণ হয় যে, সমন যথারীতি জারি হইয়াছে, তবে আদালত একতরফা বিচার করিতে পারিবেন ;

(খ) যদি প্রমাণ না হয় যে, সমন যথারীতি জারি হইয়াছে, তবে আদালত বিবাদীর উপর দ্বিতীয়বার সমন জারি করিবার নির্দেশ দান করিবেন ;

(গ) যদি প্রমাণিত হয় যে, সমন যথারীতি জারি হইয়াছে, কিন্তু বিবাদীকে সমনে নির্ধারিত তারিখে হাজির হইয়া জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তবে আদালত পরবর্তী কোন নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখিবেন এবং বিবাদীকে সেই তারিখ জ্ঞাত করাইবার নির্দেশ দিবেন।

২। যদি বাদীর ত্রুটির দরুন যথারীতি সমন জারি না হয়, অথবা যথেষ্ট সময় দিয়া জারি না হয়, তবে আদালত মামলার শুনানি স্থগিত রাখিবার দরুন যে খরচ হইবে, তাহা বাদীকে বহন করিবার আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

যদি বিবাদী হাজির না হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, সমন জারি করা হইয়াছে, তবে আদালত একতরফা বিচারকার্য চালাইতে পারিবেন। প্রথম দৃষ্টিতে গ্রাহ্য মামলা হিসাবে বাদী প্রমাণ করিলে, আদালত বাদীর পক্ষে রায় দিতে পারেন। অন্যথায় আদালত বাদীর মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিতে পারেন। একতরফা বিচারকার্য প্রত্যেক

বিচারককেই দেখা উচিত যে, বাদীর মামলার সত্যতা প্রতিপন্ন করে না। কোন তথ্য-প্রমাণ ব্যতীত আদালত একতরফা মামলার রায় ঘোষণা করিতে পারিবেন না। সেই প্রমাণগুলি বাদী কর্তৃক প্রদত্ত হইতে হইবে।

একতরফা ডিক্রি ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির কোথাও একতরফা ডিক্রির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। ইহা মূলতঃ একটি লাতিন ধারণা যাহার অর্থ 'এক পক্ষ হইতে'। এই বিধির স্বার্থে একতরফা ডিক্রি বলিতে কাহারও অনুপস্থিতিতে প্রদত্ত ডিক্রিকে বুঝায়। *[পিএলডি ১৯৬১ ডব্লিউপি (লাহোর) ৭৯২]*

একতরফা ডিক্রি প্রদান করিবার পূর্বে আদালতকে এই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, বিবাদীকে সমন জারি করা হইয়াছে *[১৯৮০ সিএলসি ১৪৬২ ডিবি]*। শুনানির নির্ধারিত তারিখে প্রথম ডাকে বিবাদীর সাড়া না পাইলে আদালত মামলাটির একতরফা রায় ঘোষণা করিতে পারেন না। দিবসের দ্বিতীয়ার্থে মামলাটি আবার ডাকিতে হইবে। এইবারও কোন সাড়া পাওয়া না গেলে মামলার বিতর্ক বিষয় বিবেচনাপূর্বক আদালত আইনগত যেকোন আদেশ প্রদান করিতে পারেন। *[১৯২৭ সিএলসি ২০৩]*

নির্ধারিত দিবসে বিবাদীর অনুপস্থিতিতেই কেবল একতরফা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। *[(১৯৬৪) ১৬ ডিএলআর (এসসি) ১৫৫]*

একতরফা ডিক্রি প্রদান করিবার জন্য আইনের সমস্ত শর্ত যথাযথ পূরণ করিতে হইবে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর (এসসি) ৯০]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৬ ঃ একতরফা ডিক্রি ঃ একতরফা ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় দাবি ঃ কোন মামলায় একতরফা ডিক্রির আবেদন করা হইলে ডিক্রি দেওয়া আদালতের দায়িত্ব। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর (এসসি) ৯০]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৬ ঃ আদেশ ৯ নিয়ম ৬ অনুযায়ী যদি কোন মামলার শুনানির তারিখে বাদী উপস্থিত থাকে এবং বিবাদী অনুপস্থিত থাকে এবং যদি প্রমাণ করা যায় যে, বিবাদীর উপর আইন মোতাবেক সমন জারি করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে আদালত বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে মামলা চালাইয়া যাইতে পারিবে। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

শুধুমাত্র দুইটি ক্ষেত্রে একতরফা শুনানির আদেশ দেওয়া যাইতে পারে ; আদেশ ৯ নিয়ম ৬ এবং আদেশ ৭ নিয়ম ২ অনুযায়ী লিখিত জবাব আদালতে দাখিল না করিয়াও বিবাদী কোর্টে হাজির হইয়া মামলায় অংশ নিতে পারে। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

একই মামলায় বলা হয়, আইন অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে লিখিত জবাব জমা না দেওয়ার কারণে মামলার এক তরফা শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে না বরং লিখিত জবাব দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সে তারিখে বিবাদী আদালতে হাজির হইয়া মামলায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে সে তারিখ শুনানির জন্য নির্দিষ্ট করা হইবে সেক্ষেত্রে মামলাটিকে একতরফা বলা যাইবে না। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

কোন এক মামলায় সমন ফেরত আসার কোন রেকর্ড ছিল না, কিংবা বিবাদীর উপর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি করিয়া সমন জারি হইয়াছে তখন কোন প্রমাণপত্র ছিল না। এমনকি একতরফা শুনানির তারিখ নির্ধারণের আগে অনুপস্থিত বিবাদীর উপর সমন জারি হইয়াছে কিনা এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাব-জজ কোন পদক্ষেপ নেন নাই সাব-জজ কর্তৃক দেওয়া একতরফা রায় বাতিল করিয়া হাইকোর্ট বিভাগ নূতন করিয়া বিচারের জন্য মামলাটি ট্রায়াল কোর্টে ফেরত পাঠায়। *[৪০ ডিএলআর ৩১৪]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৬ ঃ মোকদ্দমায় সফল হইতে হইলে বাদীর মোকদ্দমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হউক অথবা না হউক, বাদীকে তাহার মোকদ্দমা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে। বিবাদীর কোন দুর্বলতা বাদীর মোকদ্দমা ডিক্রি দেওয়ার কোন হেতু হইতে পারে না। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ২০৮]*

নিয়ম

৭। যেইক্ষেত্রে মুলতবী শুনানির তারিখে বিবাদী হাজির হয় এবং পূর্ববর্তী তারিখে হাজির না হওয়ার উপযুক্ত কারণ দর্শায় সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেইক্ষেত্রে আদালত মামলার একতরফা বিচার মূলতবী রাখিবেন, সেইক্ষেত্রে বিবাদী যদি উক্ত শুনানি চলাকালে বা তৎপর হাজির হইয়া তাহার পূর্ববর্তী গরহাজিরার উপযুক্ত কারণ দর্শায়, তবে খরচ সম্পর্কে আদালত যেই শর্তাদি আরোপ করিবেন, তৎসাপেক্ষে বিবাদী মামলার জবাব দিতে পারিবে এবং তাহা নির্ধারিত তারিখে হাজির হইয়া জবাব দেওয়ার ন্যায়ই বিবেচিত হইবে।

ভাষ্য

বিবাদী যেই মুহূর্তে উপস্থিত হইবে সেই মুহূর্তে শুরু হইতে শুরু করিতে চাহিলে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কিন্তু বিবাদী আরও পিছন হইতে মামলা শুরু করিতে চাহিলে, এই নিয়মে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে। সম্পূর্ণ শুনানি শেষ কিংবা শুধুমাত্র রায় ঘোষণার জন্য বাকি আছে তদ্রূপ অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

এই নিয়মের মৌলিক নীতি ঃ ৭ নিয়মের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যে মৌলিক নীতিটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চাওয়া হইয়াছে তাহা হইতেছে, একতরফা রায় প্রদান করিবার পূর্ব পর্যন্ত বিবাদী যেকোন সময় মামলায় উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষার সুযোগ নিতে পারে। *[পিএলডি ১৯৮৩ কোয়েটা ১]*

এই নিয়মটি মূলতঃ বিবাদীকে আইনগত সমর্থনকারী একটি নিয়ম, হরণকারী কোন নিয়ম নহে। ইহার মূল বক্তব্য হইতেছে, বিবাদী তাহার অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারিলে আদালত তাহার গৃহীত যেকোন একতরফা কার্যক্রম বাতিল করিয়া বিবাদীর এইরূপ শুনানি গ্রহণ করিতে পারেন যেন সে নির্ধারিত তারিখেই উপস্থিত হইয়াছে। *[পিএলডি ১৯৭৫ লাহোর ৮৭৭]*

উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন ঃ বিবাদী তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত একতরফা পদক্ষেপ বাতিল করাইয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিলে তাহাকে তাহার পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৬৪ লাহোর ৭৮২]*

প্রদর্শিত কারণ আদালতের দৃষ্টিতে যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত মনে না হইবার ফলে আদালত যে আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন উহা রীটের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হইবে না। *[পিএলডি ১৯৮৩ কোয়েটা ৪৬]*

একতরফা ডিক্রি বাতিলকরণ ঃ একতরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য আদালত এমন কোন শর্ত আরোপ করিতে পারেন না যাহা পালনে ব্যর্থতার জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত ডিক্রি রদ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবেন কিংবা তাহাকে তাহার প্রাপ্য অন্যান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন। *[আইএলআর ১৯৫০ অল ৬ (ডিবি)]*

আপীল ও রিভিশন ঃ এই নিয়মের আওতায় খারিজকৃত কোন আবেদন হইতে কোন আপীল বা রিভিশন চলিবে না। *[এআইআর ১৯৬৪ মহীশূর ৫০০০ রিভিশন]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৭ ঃ কোন মামলার একতরফা কার্যধারা *(Proceeding)* যদি আইন অনুযায়ী একতরফা কার্যধারা না হয় তবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৭ প্রযোজ্য হইবে না।

কোন মামলায় আদালত কর্তৃক বিবাদীকে আদেশ ৯ নিয়ম ৭ অনুযায়ী কোন প্রতিকার লাভের আবেদনের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের *[এআইআর ১৯৬৪ (এসসি) ৯৯৩]* তে দেওয়া রায়। রায় সংরক্ষণ রাখা এবং রায় প্রদান এই দুই স্তরের মধ্যে ফাঁক নাই কোন নীতি হইতে পারে না। *[৪০ ডিএলআর ১]*

লিখিত জবাবের অনুপস্থিতিতে শুনানি এবং দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৬-এর একতরফা শুনানি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। লিখিত জবাবের অনুপস্থিতি শুনানির জন্য নির্ধারিত কোন মামলার রায় প্রদানের পূর্বে বিবাদী আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাবে দাখিল করিতে পারে। এইক্ষেত্রে উক্ত লিখিত জবাব জমা নেওয়া না নেওয়ার বিষয়টি একক সম্পূর্ণভাবে আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার আওতাভুক্ত। *[৪০ ডিএলআর ১]*

নিজস্ব বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহার করে যদি এ ধরনের কোন লিখিত জবাব গ্রহণ করা যায় তবে আদালতকে অবশ্যই নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় উর্ধ্বতন আদালতের ঐ সিদ্ধান্ত রদবদল করিবার স্বাধীনতা থাকিবে। আলোচ্য মামলায় বিবেচনামূলক ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। *[৪০ ডিএলআর ১]*

নিয়ম

৮। কেবল বিবাদী হাজির হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

মামলা শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যদি বিবাদী হাজির হন কিন্তু বাদী হাজির না হয়, তবে বিবাদী বাদীর দাবি বা উহার অংশ মানিয়া না লইলে আদালত মামলা খারিজের আদেশ দান করিবেন ; কিন্তু বিবাদী যদি বাদীর দাবি বা উহার অংশ মানিয়া নেয়, তবে আদালত সেই অনুপাতে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি দান করিবেন এবং বাদীর অবশিষ্ট দাবি সম্পর্কে মামলা খারিজের আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

নির্দিষ্ট শুনানির দিনে কোন পক্ষই হাজির না হইলে ৩ নিয়মে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি হাজির হয়, কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকে তবে ৬ নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে। যদি বিবাদী হাজির থাকে, কিন্তু বাদী অনুপস্থিত থাকে তবে এই নিয়মে বিবাদী বাদীর মামলা খারিজ করাইতে পারিবে। বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের জন্য তাহাকে কোনরূপ প্রমাণ হাজির করিতে হইবে না।

শুনানির জন্য দিন ধার্য হইলেই কেবল অত্র নিয়ম অনুসারে আবেদন করা চলে *[পিএলডি ১৯৭০ লাহোর ৪১২]*। মোকদ্দমাটি শুনানির জন্য ডাকা হইলে যদি কেবল বিবাদী উপস্থিত হয় এবং বাদী অনুপস্থিত থাকে, তবে অত্র নিয়ম প্রযোজ্য হয়। এই নিয়ম অনুসারে মোকদ্দমা খারিজ হইলে, বিবাদীর পক্ষে কোন সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন নাই। যেইক্ষেত্রে মোকদ্দমার শুনানির জন্য ধার্য তারিখে বাদী উপস্থিত হয় নাই এবং বিবাদী উপস্থিত হয় কিন্তু সময়ের জন্য আবেদন করে এবং আদালত মোকদ্দমাটি অনুপস্থিতির জন্য খারিজ করেন, সেক্ষেত্রে খারিজের আদেশটি অত্র নিয়মের অধীন এবং উহা ৪ নিয়মের অধীন নহে *[১০৯ আইসি ২৬৪]*। এই নিয়ম অনুসারে কোন মোকদ্দমা খারিজ করা হইলে বাদীকে পরবর্তী ৯ নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিকার খুঁজিতে হইবে। এই নিয়ম অনুসারে কোন বাদীর মোকদ্দমা খারিজ হইলে, সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলে না। *[পিএলডি ১৯৬৬ এ. জে এন্ড কে ১০ ডিবি]*

রিভিশন ঃ এই নিয়মের আওতায় আদালত যেইখানে প্রয়োগে বাধ্য সেইখানে ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ না করিলে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে বটে কিন্তু অনিয়মের সহিত এইরূপ পরিস্থিতিতে হাইকোর্টে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন করা যায়।

অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ঃ আদালত ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত মনে করিলে কোন মামলার পুনর্বহালের জন্য তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন। *[পিএলজে ১৯৮২ এজে এন্ড কে ১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৮ এবং আদেশ ১৭ নিয়ম ২ ঃ যখন আদালত আইনজীবী কর্তৃক বাদীর মামলা মুলতবি রাখিবার আবেদন অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করে যাহার ফলে আইনজীবি নিজেকে মামলা হইতে সরাইয়া নেয় এবং মামলাটি খারিজ হইয়া যায় — এইক্ষেত্রে ধরিয়া নিতে হইবে যে, বাদীপক্ষ আদালতে হাজির হয় নাই এবং জারিকৃত খারিজ আদেশটি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৭ নিয়ম ২-এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আদেশ ৯ নিয়ম ৪ অনুযায়ী জারি করা হইয়াছে। *[৩৯ ডিএলআর ২২৩]*

নিয়ম

৯। বাদীর ত্রুটির দরুন তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে পুনরায় মামলা চলিবে না ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে ৮ নিয়ম অনুসারে কোন মামলা আংশিক বা সামগ্রিকভাবে খারিজ হয়, সেইক্ষেত্রে এই কারণে বাদী নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে না। কিন্তু বাদী মামলা খারিজের আদেশ রদ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সে যদি মামলা শুনানির জন্য সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারে, তবে আদালত খরচ সম্পর্কে যথাবিহিত শর্তসাপেক্ষে মামলা খারিজের আদেশ রদ করিবেন এবং বিচারের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

(২) বাদীর আবেদন সম্পর্কে অপর পক্ষকে নোটিস না দিয়া এই নিয়ম অনুসারে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

ভাষ্য

যেইক্ষেত্রে ৮ নিয়মে কোন মামলা খারিজ করা হইয়াছে, বাদী সেইক্ষেত্রে সেই খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে না, কারণ খারিজ আদেশ কোন রায় ঘোষণা নহে। কিন্তু বাদী নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

(১) ৪৭ আদেশের ১ নিয়মানুযায়ী খারিজ আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারে। যদিও বোম্বাই আদালত মনে করেন প্রিভি-কাউন্সিল সাজু রাম মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত নেন, ৮ নিয়মে খারিজকৃত মামলার পুনর্বিবেচনার জন্য অবকাশ নেই।

(২) উক্ত নিয়মে খারিজ আদেশ বাতিল করিবার জন্য বাদী আবেদন করিতে পারে।

পূর্ববর্তী ৮ নিয়ম অনুসারে কোন মোকদ্দমা খারিজ হইলে বাদী নূতন মোকদ্দমার আনয়ন করিতে পারিবে না কিন্তু বাদী অত্র নিয়ম অনুসারে খারিজের আদেশ রদ করিবার আবেদন করিতে পারিবে। ১৯০৪ সনের তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের ১৬৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে এই নিয়মের অধীনে খারিজাদেশ রদের প্রার্থনা করিবার জন্য তামাদির মেয়াদ ত্রিশ দিন অর্থাৎ খারিজের আদেশ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রদের আবেদন করিতে হইবে *[(১৯০৪) ৩১ কল]*। যদিও এই নিয়মের অধীনে বাদী একই কারণ সম্বলিত নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে না তবু বাদীর বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমায় বাদী তাহার দাবিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অজুহাত হিসাবে বর্ণনা করিতে পারিবে *[৪২ সিডব্লিউএন ৮৫৩]*। ৮ নিয়ম অনুসারে খারিজের আদেশ দোবারা দোষের নীতির *(Principles of Res judicata)* মত কাজ করে না। ইহা কেবলমাত্র বাদীর উপর আইনগত অযোগ্যতা চাপাইয়া দেয়। যেক্ষেত্রে

মোকদ্দমার কারণসমূহ অভিন্ন নহে, সেইক্ষেত্রে নূতন মোকদ্দমা আনয়ন করা বারিত নহে *[১৪ সিডব্লিউএন ২৯৮]*। বাটোয়ারা মোকদ্দমা খারিজ হইলে, নূতন মোকদ্দমা আনয়নে বাধা প্রদান করে না, কারণ সম্মিলিত অবস্থা *(Jointness)* চলিতে থাকে এবং ইহা নালিশের একটি চলমান কারণ। *[১০ সিডব্লিউএন ৮৩৯]*

এই নিয়ম অনুসারে মোকদ্দমার শুনানির সময় পক্ষ কেবল সশরীরে উপস্থিত থাকিলেও উপস্থিতির অর্থ যথেষ্ট হইবে। কি উদ্দেশ্যে বাদী উপস্থিত ছিল তাহা ধর্তব্য বিষয় নহে। এই নিয়মটি রীট আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য *[পিএলডি ১৯৬৯ এসসি ৫৮৩]*। এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেওয়ানী আদালত আইন ও ন্যায়পরায়ণতা এই উভয় বিষয়ের আদালত *[পিএলডি ১৯৬৬ লাহোর ৩৫৬]*। সুতরাং যদি কোন মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট বা তদীয় উকিলের গাফিলতির বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত না থাকে, তবে ত্রুটির জন্য কোন মোকদ্দমা খারিজের আদেশ রদ করিবার প্রার্থনা নাকচ করা উচিত নহে *[পিএলডি ১৯৬৬ বিজে ২৭১]*। ত্রুটির জন্য কোন মোকদ্দমা খারিজ করা হইলে, সেই খারিজের আদেশ রদের জন্য কোন আবেদনপত্র দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতেরই একটি কার্যক্রম এবং অনুরূপ কোন আবেদনপত্র দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতেরই একটি কার্যক্রম এবং অনুরূপ কোন আবেদনপত্র ত্রুটির দরুন খারিজ করিয়া আদেশ প্রদান করা হইলে তাহা উক্ত কার্যক্রমেরই অংশ। অত্র বিধির ১৪১ ধারাবলে ৯ আদেশের ৯ নিয়মের বিধানসমূহ সেইক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ত্রুটির দরুন খারিজ হওয়া কোন আবেদনপত্র পুনর্বহাল করিবার জন্য আবেদন দায়ের করা চলিবে। *[পিএলডি ১৯৭১ করাচি ১৮২]*

আদালত অবশ্য ১৫১ ধারার প্রশস্ত বিধানসমূহেরও আশ্রয় নিতে পারেন এবং ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন *[আইএলআর ১৯৪৪ লাহোর ৫৫৮]*। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালত মোকদ্দমা পুনর্বহাল করার আবেদনটির গুণাগুণ বিবেচনা করিবেন না। উপস্থিত হইতে না পারার ত্রুটির জন্য প্রদর্শিত কারণের উপর আবেদনপত্রটি পুনর্বহাল করা উচিত কিনা কেবলমাত্র সেই প্রশ্নটিই বিবেচনা করিবেন *[১৯৭০ ডিএলসি ৯৫১]*। যেক্ষেত্রে অত্র নিয়ম প্রযোজ্য হয় সেইক্ষেত্রে যদি ৯ আদেশের ৯ নিয়ম বা ১৩ নিয়ম অনুসারে মোকদ্দমা পুনর্বহাল বা ডিক্রি রদ করিবার এখতিয়ার আদালতের নাই। *[এআইআর ১৯২৪ কল. ৮১৪]*

মোকদ্দমা অত্র নিয়মের অধীনে পুনর্বহাল করিবার ফলাফল হইল, ইহা পক্ষগণকে মোকদ্দমা খারিজের সময়ে যে স্থানে ছিল ঠিক সেই অবস্থানে লইয়া আসে। *[এআইআর ১৯৬৫ এসসি ৩৫৬]*

যেক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমা ত্রুটির জন্য খারিজ হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উহা দোবারা দোষে বারিত নহে। তবে বাদী অত্র নিয়মের সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসারে নালিশের একই কারণ লইয়া নূতন মোকদ্দমা দায়ের করিতে বারিত হইবে। নালিশের কারণ বলিতে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহকে বুঝাইবে, যাহা বাদীর অভিযোগ বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং তাহাকে কৃতকার্য হইতে হইলে প্রমাণ করা আবশ্যক *[পিএলডি ১৯৫৯ এসসি ৩৫৬]*। বাটোয়ারা মোকদ্দমায় নালিশের কারণ পুনঃ পুনঃ আবতর্ক (recurring) বিধায় সেইক্ষেত্রে নিয়ম প্রযোজ্য নহে *[এআইআর ১৯৩৫ মাদ. ৪৫৮]*। এক কারণে *Guardians and Wards Act*-এর ২৪ ধারা অনুসারে কোন আবেদনপত্রের ক্ষেত্রেও অত্র নিয়ম প্রযোজ্য নহে। *[পিএলডি ১৯৬৭ এসসি ৪০২]*

যথেষ্ট কারণ *(Sufficient Cause)* ঃ অত্র নিয়ম অনুসারে কোন মোকদ্দমা পুনর্বহালের আবেদনপত্র কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষের যথেষ্ট কারণহেতু উপস্থিত হইতে না পারার বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব রহিয়াছে। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অন্য আর একজনকে তাহার পক্ষে হাজিরা দেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে নাই, সেইক্ষেত্রে যদি সে তাহার অনুপস্থিতির জন্য যথেষ্ট কারণ দেখাইতে পারে, তবে তাহাই যথেষ্ট হইবে। *[পিএলডি ১৯৫৭ লাহোর ৬১১]*

যথেষ্ট কারণের প্রশ্নটি আদালতকে মোকদ্দমার তথ্যসমূহের আলোকে নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রশ্নটি বিবেচনায় আদালতকে বিচারগত বিবেকবুদ্ধি *(Judicial discretion)* প্রয়োগ করা উচিত *[পিএলডি ১৯৩৬ এসসি ৪৬১]*। সাধারণতঃ কোন পক্ষকে শুনানি হইতে বঞ্চিতও করা উচিত নহে, যদি না সে নিজে অসদাচরণ *(misconduct)* বা গুরুতর অবহেলার দোষের সমতুল্য কোন কিছুর জন্য দায়ী হয় *[এআইআর ১৯৩৮ বোম্বে ১৯১]*। ইহার জন্য সাধারণ পরীক্ষা হইল, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সাধুভাবে মোকদ্দমার শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিল কিনা এবং সে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল কিনা *[এআইআর ১৯২৩ মাদ. ৬৩]*। যেইক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনুপস্থিত ইচ্ছাকৃত নহে এবং তাহার উকিল বা মক্কেল খাঁটিভাবে চেষ্টা করিয়াছিল বা শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যুক্তিগত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, সেইক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত নহে *[পিএলডি ১৯৬৯ এসসি ২৭০]*। সুতরাং যেক্ষেত্রে বাদীর মনে মোকদ্দমার শুনানির তারিখ সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই কারণে সে গরহাজির থাকে, সেইক্ষেত্রে আদালত মোকদ্দমা পুনর্বহালের আদেশ দিবেন। *[পিএলডি ১৯৫৭ লাহোর ২০৪]*

কোন মোকদ্দমাকারীকে তাহার উকিলের গাফিলতির জন্য দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু এই বিধানের প্রয়োগ সর্বজনীন নহে। সংশ্লিষ্ট উকিল আন্তরিক ও যুক্তিসঙ্গতভাবে হাজির দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল কিনা এবং সে তাহার পেশাগত দায়িত্বের অত্যাবশ্যকতার প্রতি গুরুত্ব দিয়াছিল কিনা তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬৯ এসসি ২৭০]*। যেইক্ষেত্রে উকিল সাহেব অসুস্থ ছিলেন এবং শুনানির তারিখে সেই কারণে উপস্থিত হইতে পারে নাই, সেইক্ষেত্রে উকিল সাহেবের অনুপস্থিতি একটি ভাল এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ। তবে যেক্ষেত্রে পক্ষ দুইজন উকিল নিয়োগ করিয়াছে এবং তাহাদের একজনের অসুস্থতায় অন্য জন উপস্থিত হইতে পারিতেন, সেইক্ষেত্রে উকিলের নির্ভেজাল ভুলের *(bonafide mistake)* কারণে বাদী অনুপস্থিত থাকে বা যেক্ষেত্রে উকিলের ভুলের কারণে যথাসময়ে পক্ষকে জ্ঞাত করা যায় নাই, সেইক্ষেত্রে মোকদ্দমা উহার নথিতে পুনর্বহাল করা উচিত।

[এআইআর ১৯২৯ লাহোর ৬৯]

তামাদি ঃ তামাদির উদ্দেশ্যের খারিজের বিষয় জানার তারিখ হইতে সময় শুরু হয় এবং খারিজের তারিখ নহে *[পিএলডি ১৯৬৯ এসসি ৫৮২]*। এই নিয়ম অনুসারে আবেদনপত্র তামাদি আইনের ১৬৩ অনুচ্ছেদ-এর নিয়মের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় *[পিএলডি ১৯৫৫ কল. ২৫৫]*। সুতরাং পুনর্বহালের আবেদন খারিজের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে করিতে হইবে। *[পিএলডি ১৯৭০ লাহোর ৪১২]*

অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র খারিজের আদেশ ৪৩ আদেশের ১ নিয়ম (গ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে আপীলযোগ্য *[পিএলডি ১৯৬৬ কল. জার্নাল ২৭]*। কিন্তু আবেদনপত্র মঞ্জুর করিয়া কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা আপীলযোগ্য নহে। *[৫ কল. ৭১১]*

জারি কার্যক্রম ঃ ইহা যখন প্রতিষ্ঠিত আইন হিসাবে প্রয়োগ করা চলে যে, ৯ আদেশের ৯ নিয়ম জারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৬১) ১২ ডিএলআর ৭১৩]*

আপীল ঃ এই নিয়মের আওতায় কোন মামলা পুনর্বহালের দাবি জানাইয়া যে আবেদন করা হয় আদালত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে উহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। এই নিয়মের আওতায় আপীলের অভাব পূরণ করিবার জন্য ১৪১ ধারা ব্যবহার করা যাইবে না। *[২০ ডিএলআর ১২২০]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ ঃ বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে হাজির হইয়া বলেন, যে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এ সুস্পষ্টভাবে মামলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত আইনের ১৫১ ধারার ক্ষমতাবলে বিজ্ঞ সহকারী জজ কর্তৃক আবেদনকারীর আবেদনপত্র গ্রহণ আইনতঃ ভুল। *[৪০ ডিএলআর ১৬]*

হাইকোর্ট বিভাগ রায় দেয় যে, যেহেতু বিজ্ঞ সহকারী জজ দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় প্রদত্ত সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করে খারিজের আদেশ বাতিল করিয়াছে সেইহেতু কোন ধরনের হস্তক্ষেপের সুযোগ নাই। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারা হাইকোর্ট বিভাগকে ইন্টারলোকিউটরী আদেশের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেয়।

[৪০ ডিএলআর ১৬]

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার ক্ষমতাবলে বিলম্বে মার্জনার প্রার্থনাসহ উক্ত আইনের আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অনুযায়ী দেরিতে কোন আবেদনপত্র দাখিল করা হইলে সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাহার সহজাত ক্ষমতাবলে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। *[৩৯ ডিএলআর ৩৩৬]*

স্থানীয় রায় কর্তৃক মুন্সেফ কোর্ট বয় কোর্টের ঘটনা কোন মামলায় মামলাকারী কর্তৃক আইনজীবিদের উপস্থিতিতে কখন আদালতের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হইবে তাহা না জানিবার বিষয়টিকে প্রমাণ করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে ; এই ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অনুযায়ী কোন আবেদনপত্র দেরিতে দায়ের করা হইলে তাহা আইনে মার্জনীয় হইবে। *[৩৭ ডিএলআর ৩০৪]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ এবং আদেশ ২২ নিয়ম ১০ ঃ দেওয়নী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অনুযায়ী মিস কেস স্বত্ব নিয়োগী প্রতিনিধি কর্তৃক মামলার পক্ষ হিসাবে যুক্ত হওয়ার দাবি এক্ষেত্রে হস্তান্তরকারীর দায়িত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চায় এমন মামলায় তাহাদের অনুপস্থিতির পক্ষে যথার্থ কারণ দেখাইয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করা।

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অনুযায়ী দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখিত হস্তান্তরকারীর মামলা এককভাবে প্রমাণের ক্ষেত্রে স্বত্ব নিয়োগীর ক্ষমতা সীমিত এবং এইক্ষেত্রে মিস কেসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পক্ষ। *[৪২ ডিএলআর ৩৯১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ আদেশ ৪৩ নিয়ম ১ (ঙ) ঃ নির্ধারিত সময়ে খরচ জমা না দেয়ায় মামলা খারিজ হয়ে যায়। আদেশ ৯ নিয়ম ৯-এর আওতায় প্রদত্ত আদেশ ৪৩ এবং নিয়ম ১ (ঙ) অনুযায়ী আপীলযোগ্য। তবে সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচারের স্বার্থে আদালত ১৫১ ধারায় প্রদত্ত সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া মামলাটি পুনঃবিচার করিতে পারে।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ৯ দ্বারা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত একটি আদেশ এই আইনের আদেশ ৪৩ নিয়ম ১-গ অনুযায়ী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার মতই। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য মামলায় ১৫১ ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত ফাইল করা হইয়াছিল মামলাটি পুনঃবহালের জন্য যাহাতে মামলা বাতিলের নির্দেশ উপেক্ষা করা যায়। সেই মামলাটি যাহা মামলার শুনানির দিন ফরিয়াদির অনুপস্থিতির কারণে বাতিল হয় নাই। বরং কোর্ট কর্তৃক ধার্য সময়ের মধ্যে মামলায় নির্ধারিত অর্থ জমা না দেওয়ার জন্যই বাতিল হয়। দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ অনুসারে ক্ষমতাটি নূতন নহে। ইহা একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, কর্তব্য অনুযায়ী ন্যায়বিচার করিতে এবং উভয় পক্ষগুলির মধ্যে সুবিচারের ন্যায্য ফলাফল পাওয়ার জন্য এইরূপ ক্ষমতার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে এবং মামলার প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনা বিবেচনা করিয়া এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। *[৪২ ডিএলআর ১৯]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ এবং ধারা ১৫১ ঃ যদি দেওয়ানী কার্যবিধির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে যাহা একটি বিশেষ মামলাকে নির্দেশ করে অথবা যদি একটি কাজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধ থাকে তবে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা কার্যকরী করিবার আবেদন করা যাইবে না — এই সাধারণ নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হইল যেখানে আদালত কিংবা আদালতের কোন কর্মকর্তার ভুলই অবিচারের কারণ হয়, তখন কোন বিশেষ পক্ষের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা চালাইয়া যাওয়া যাইতে পারে এই রকম অবস্থার প্রয়োজনীয় উপশম দেওয়ার জন্য। *[৪২ ডিএলআর ১৯৮]*

তামাদি আইনের নিয়মের ধারা ৫-এর দরখাস্ত করিবার মত দরখাস্তের প্রতি আদেশ ৯ নিয়ম ৯ (দেওয়ানী কার্যবিধি) অনুসারে দেরির জন্য ক্ষমতা প্রার্থনাকৃত কোন দরখাস্ত যেহেতু ফাইলকৃত হয় নাই কিংবা দেরির জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকৃত কোন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় নাই। ধারা ১৫১ অনুযায়ী এই আবেদন করা যাইবে না। *[৪১ ডিএলআর ৪৭৩]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ অনুযায়ী ইহা বলা ভুল হইবে যে, একটি নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানস্বরূপ কার্যে একজনের জন্য সময় শুরু হইবে নির্দেশ দেওয়ার দিন হইতে এবং একজন এই ব্যাপার সম্বন্ধে জানিবার পর হইতে শুরু হইবে না।

যখন আদালত বা আদালতের কোন কর্মচারীর ভুলের কারণে একটি পক্ষের ক্ষতিসাধিত হয় তখন ইহা শুধু অধিকারই নহে বরং আদালতের কর্তব্য তাহার নিজের ভুল শোধরানো। একটি মামলার সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন অবাস্তব তখন, যখন আদালত কর্তৃক কোন পুনঃবহালকৃত মামলায় আদালতের পক্ষগুলির আইনজীবিদের 'নথিপত্র ফেরত' অথবা নূতন নিযুক্ত দিনের ব্যাপারে আদালতের কর্মচারীদের দেয়া ভুল তথ্য খুব সামান্য সংশোধন করা হইয়াছিল। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ৯ নিয়মে একটি বিবিধ মামলা মূল মামলা চলিত আছে এমন নহে — যাহার অতিরিক্ত কার্যক্রম জারি মোকদ্দমা স্থগিত করা যায়। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৩৫১]*

নিয়ম

[১][৯-ক ঃ সরাসরি খারিজ রদকরণ ঃ

(১) বিধি ৯ কিংবা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতে বিলম্ব এড়ানো ও বিচার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করানোর উদ্দেশ্যে বিধি ৯-এর অধীন বাদীকে আদালতকে পর্যাপ্ত কারণ বিষয়ে সন্তুষ্ট করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপন করার সুযোগ না দিয়া সরাসরি খারিজ নিষ্পত্তি করিয়া দিতে পারেন। তবে উক্ত বাদীকে অনধিক এক হাজার টাকার খরচ যাহা যথাযথ ও নির্ধারিত বলিয়া মনে করিবেন, প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ৮-এর অধীন কোন খারিজ এই বিধির অধীন রহিত করা যাইবে না, যদি না খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে খারিজের আদেশ রহিতকরণের উদ্দেশ্যে এফিডেবিট সহযোগে আদালতে আবেদন দাখিল করা না হইয়া থাকে ;

আরো শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীন কোন খারিজের একাধিকবার রহিত করা যাইবে না।

(২) উপবিধি (১)-এর অধীন কোন একতরফা খারিজ রহিতকরণের আবেদন দর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে বাদীর খরচায় মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছেন এমন বিবাদীর বরাবরে নোটিস জারির ব্যবস্থা করাইবেন।

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৮নং আইন) এর ৩ ধারাবলে ধারা সংযোজিত।

নিয়ম

১০। কতিপয় বাদীর মধ্যে এক বা একাধিক জনের গরহাজিরার ক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেইক্ষেত্রে একাধিক বাদী রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যদি একজন বা কয়েকজন বাদী হাজির হয় এবং অন্যেরা হাজির না হয়, তবে বাদীদের মধ্যে যে বা যাহারা হাজির হইয়াছে, তাহাদের অনুরোধক্রমে আদালত, সকল বাদী হাজির হইলে যেইভাবে বিচার হইবে সেইভাবে বিচার অনুষ্ঠানের অনুমতি দান করিতে পারেন অথবা উপযুক্ত অন্য কোনরূপ আদেশ দান করিতে পারেন।

ভাষ্য

সকল বাদী সকল দিনে হাজির হইতে পারে কিন্তু সকলে না হইলে আদালত যে কয়জন হাজির থাকেন তাহাদের অনুরোধে মামলা চালাইতে পারেন।

এক বা একাধিক বাদীর উপস্থিতি ঃ চূড়ান্ত শুনানির প্রথম তারিখে পাঁচজন বাদীর মধ্যে দুইজন বাদী উপস্থিত হইয়া, অনুপস্থিত বাদীদের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত বিবাদীদের সহিত সমঝোতা ও মিটমাট চুক্তি স্বাক্ষর করিল। সমঝোতা বা *Compromise* ডিক্রি প্রদান করা হইল। কিন্তু অনুপস্থিত বাদীদের জন্য এই ডিক্রি কার্যকরী হইবে না বরং ইহা অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলার খারিজ ধরা যাইতে পারে এবং অনুপস্থিত বাদীরা এইক্ষেত্রে ঐ মামলা পুনর্বহাল করিবার সুযোগ পাইবে। *[এআইআর ১৯৬৩ অল ৪১২ ডিবি]*

জারি কার্যক্রম ঃ ২১ আদেশের ৫৮ নিয়মের আওতায় জারি কার্যক্রম প্রকৃতিতে মূল কার্যক্রমের মতই এবং সেইক্ষেত্রে ৯ আদেশের ১০ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। *[১৯৮০ সিএলসি ১৯৬৫]*

নিয়ম

১১। কতিপয় বিবাদীর মধ্যে এক বা একাধিক জনের গরহাজিরার ক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেইক্ষেত্রে একাধিক বিবাদী রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যদি একজন বা কয়েকজন বিবাদী হাজির হয় এবং অন্যেরা হাজির না হয়, তবে মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হইবে এবং রায়দানের সময় আদালত গরহাজির বিবাদীদের সম্পর্কে উপযুক্ত যেকোন আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

যেই মামলায় অনেক বিবাদী, সেখানে সকলে হাজির না হইলেও আদালত মামলা চালাইতে পারেন। বস্তুতঃ যেই মামলায় একাধিক বাদী ও বিবাদী সেই মামলায় সকলের পক্ষে এক-দুইজন মামলা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

পরিধি ঃ এই নিয়মের আওতায় আদালত উপস্থিত অনুপস্থিত সকল বিবাদীদের বিরুদ্ধে একইভাবে ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে। অর্থাৎ যেই সকল বিবাদী আদালতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে আর যাহারা উপস্থিত হয় নাই এই সমস্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে আদালত একই নিয়মে ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে যেই সকল বিবাদী উপস্থিত হয় নাই তাহাদের কেউ উপস্থিত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

[এআইআর ১৯৬৪ কল. ৩২৮]

তবে ডিক্রিটি কিছু অনুপস্থিত বিবাদীদের জন্য একতরফা ডিক্রি বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐরূপ ডিক্রি রদ করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করা হইবে। *[এআইআর ১৯৪৫ সিন্ধু ৯৮]*

অনুপস্থিত বিবাদীদের বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করিবার জন্য আদালত তাহা বিচার অনুষ্ঠানেই শুরুতেই পারেন না, বিচার অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়েই কেবল এইরূপ ডিক্রি প্রদান করিতে হইবে। কারণ অনুপস্থিত বিবাদীদের স্বার্থরক্ষা করা আদালতের কর্তব্য এবং তাহাদেরকে চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণ না করা পর্যন্ত ঐ ডিক্রি দেওয়া উচিত নহে।

[এআইআর ১৯২৪ কল. ৬৪৭ ডিবি]

নিয়ম

১২। যেই পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া গরহাজির হইলে তাহার পরিণাম ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন বাদী বা বিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইক্ষেত্রে যদি উক্ত বাদী বা বিবাদী ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয়, তাহার গরহাজিরার সন্তোষজনক কারণ না দর্শায় তবে গরহাজির বাদী বা বিবাদীদের সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

যাহাকে হাজির হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে হাজির না হইলে আদালত ক্ষেত্রমত মামলা খারিজ করিতে কিংবা একতরফা শুনানি করিতে পারেন।

পরিধি ঃ এই নিয়মটি আদালতকে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক যেই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় *[১৭ আইসি ৭৬২ মাদ.]* কিন্তু যেইক্ষেত্রে আদালতকে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। *[১২ ডিএলআর ২৬১]*

পক্ষগণের প্রতিনিধি ঃ কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর যদি শুধু তাহার উকিল উপস্থিত থাকে বা যেই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে যদি কোন নাবালক বাদীর পরবর্তী বন্ধু হইয়া থাকে তবে আদালত অত্র নিয়ম অনুসারে কাজ করিতে বারিত হইবেন না।

[এআইআর ১৯৩২ মাদ. ৪১৪]

একতরফা ডিক্রি ঃ বিবাদী আদালতের আদেশক্রমে উপস্থিত না হইলে আদালত একতরফাভাবে অগ্রসর হইতে পারেন এবং সেই অবস্থায় বিবাদীর আত্মরক্ষা সমর্থন আদালত বাদ দিয়া দিতে পারেন।

[পিএলডি ১৯৬২ ডব্লিউপি (লাহোর) ৪০১]

অত্র নিয়ম অনুসারে আদালতের পদক্ষেপ গ্রহণের পর সংক্ষুব্ধ পক্ষ অত্র আদেশের ৯ বা ১৩ নিয়মের অধীনে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিতে পারেন। *[এআইআর ১৯৩২ অল. ৫৯৫]*

আমমোক্তারনামা *(Power of Attorney)* ঃ আমমোক্তারনামার মাধ্যমে আদালতে কোন প্রতিনিধি প্রেরিত হইলে আদালত তাহাকে গ্রহণ করিবেন। আদালত অগ্রক্রেতাকে আদালত উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অগ্রক্রেতা নিজে উপস্থিত না হইয়া অন্য একজনকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিবেন। আদালত প্রতিনিধির উপস্থিতি অগ্রক্রেতার উপস্থিতি বলিয়া গ্রহণ করিবেন। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ১৬০]*

এই নিয়ম কখন প্রয়োগ করা চলে না ঃ বাদী অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার দরুন আদালতে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে, এই নিয়মের শর্তাবলী প্রয়োগ করিবে না। *[আইএলআর ১৯৫৫ পাতিয়ালা ৪৫৯]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১২ ঃ অগ্রক্রেতাকে আদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হইবে মামলার চূড়ান্ত শুনানির দিনে আদালতে হাজির থাকিতে — অগ্রক্রেতা আদালতে একটি আমমোক্তারনামা দলিল দাখিল করে যাহাতে কোন এক যোগেশ চন্দ্রকে ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, সে তাহার পক্ষে উক্ত দিবসে আদালতে হাজির হইবে — আদালত উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলটি গ্রহণ করে এবং যোগেশকে উক্ত অগ্রক্রেতার পরিবর্তে হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়। আদালতের রায়ে ইহা আইনতঃ বৈধ। যাহা এই ধরনের মোকদ্দমা এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে। *[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ১৬০]*

একতরফা ডিক্রি রদ

নিয়ম

১৩। বিবাদীর পক্ষে একতরফাভাবে ডিক্রি রদ ঃ

কোন মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা রদ করিবার জন্য বিবাদী ডিক্রিদানকারী আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে বিবাদী সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহার উপর যথারীতি সমন জারি করা হয় নাই, অথবা অপর কোন সঙ্গত কারণে সে মামলা শুনানির সময় হাজির হইতে পারে নাই, তবে আদালত খরচ সম্পর্কে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে উক্ত ডিক্রি রদের আদেশ দান করিবেন এবং মামলার বিচারের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

তবে ডিক্রি যদি এইরূপ ধরনের হয় যে, উহা কেবল আবেদনকারী বিবাদীর উপর হইতে রদ করা সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে অন্যান্য সকল বা যেকোন বিবাদীর উপর হইতেও উহা রদ করা যাইবে।

ভাষ্য

কোন মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে তাহার অনুপস্থিতিজনিত কারণে একপাক্ষিক রায় ঘোষণা করা হইলে বিবাদী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারিবে *(Pragilal vs. Khi)* ঃ

১। সেকশন ৯৬-এর অধীনে বিবাদী একপাক্ষিক রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে।

২। আদেশ ৪৭-এর ১ নিয়ম অনুযায়ী বিবাদী মামলাটির পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবে।

৩। এই নিয়ম অনুযায়ী বিবাদী মামলার একপাক্ষিক রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং এইক্ষেত্রে মামলাটি তামাদি আইন ১৯০৮-এর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। সমন যথারীতি জারি করা হয় নাই কিংবা রায় ঘোষণা কার্যকরী করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বিবাদী রায় স্থগিত রাখার আবেদন করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রেও উক্ত মামলাটি তামাদি আইন ১৮৭৭-এর অধীন হইতে হইবে। রায় ঘোষণার মর্ম অনুযায়ী রায় অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট বাদীর পক্ষে একজন নির্দিষ্ট বিবাদীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পরিমাণ দায় পরিশোধের আদেশ হইতে হইবে।

[Baparao vs. Soadhu 1923]

বিবাদীর বিপক্ষে একতরফা ডিক্রি প্রদান করা হইলে উহা রদ করিবার পদ্ধতি অত্র নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। যে বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র আদেশের ৬ নিয়ম অনুসারে একতরফাভাবে কোন মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছে, সে নিম্নলিখিত একটি পদ্ধতিতে প্রতিকার খুঁজিতে পারে ঃ

১। একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে সে ৯৬ ধারা অনুসারে আপীল করিতে পারে।

২। ৪৭ আদেশের ১ নিয়ম অনুসারে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারে। *[এআইআর ১৯২৬ কল. ৩২৩]*

৩। অত্র নিয়ম অনুসারে একতরফা ডিক্রি রদের জন্য আবেদন করিতে পারে। উপরে বর্ণিত তিনটি প্রতিকারই বিবাদীর জন্য সহগামী *(Concurrent)*। বিবাদী এই নিয়ম অনুসারে একতরফা ডিক্রি রদের আবেদন করিয়া একই সময় আপীলও দায়ের করিতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে কোন আবেদন না করিয়াও বিবাদী আপীল *[৮ কল ২৭২]* বা পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারে *[২৬ কল. ৫৯৮]*। যেক্ষেত্রে বিবাদীর উপর সমন যথাযথভাবে জারি হইয়াছে এবং সমন পাইয়া হাজির হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীতে হাজির ব্যর্থ হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত একতরফা ডিক্রি রদের আবেদন করিতে হইলে ১৯০৮ সালে তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের ১৬৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে একতরফা ডিক্রির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে *[১৩ ডিএলআর ২২৫]* এবং যেইক্ষেত্রে সমন যথাযথভাবে জারি হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ডিক্রির বিষয় অবগত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

[(৫৫) ১৯৭০ (এসসি) এমআর ৪৬৬]

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিকার অন্বেষণ ব্যতীতও বিবাদী একতরফা ডিক্রি রদ ও পণ্ড ঘোষণার জন্য নিয়মিত মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে। যেইক্ষেত্রে কোন মোকদ্দমায় বাদী প্রতারণার মাধ্যমে একতরফা ডিক্রি হাসিল করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করে, সেইক্ষেত্রে বিবাদী উক্ত একতরফা ডিক্রি রদের জন্য প্রতারণার অজুহাতে নিয়মিত মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে *[(১৮৯৪) ২১ কল. ৬০৫]*। যদিও বিবাদী এই নিয়মের অধীনে রদের আবেদনে অকৃতকার্য হয়, এবং কোন আপীল দায়ের না করে, তবু বিবাদী প্রতারণার অজুহাতে নিয়মিত মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারে *[১৯১৪ (১৯৪০) ২ কল. ৪৭৭]*। এইক্ষেত্রে বিবাদী মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য তিন বৎসর সময় পাইবে। প্রতারণামূলকভাবে সমন গোপন করিয়া একতরফা ডিক্রি হাসিল করিলে এই ধরনের মোকদ্দমার কারণ সৃষ্টি হয়। একতরফা ডিক্রি রদ করিবার দুইটি অজুহাত *(grounds)* অত্র নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যে বিবাদীর উপর সমন যথারীতি জারি হয় না *[(১৯০১) ২৩ এলাহাবাদ ৯৯]* এবং দ্বিতীয়তঃ যে যদিও সমন যথারীতি জারি হইয়াছিল, তথাপি বিবাদী কোন যথেষ্ট কারণে মোকদ্দমার শুনানির সময় উপস্থিত হইতে পারে নাই।

[(১৯০৩) ২৬ মাদ. ৫৯৯]

যখন কোন এক পক্ষকে শ্রবণ না করিয়া এবং মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়া ডিক্রি প্রদান করা হয়, তখন উহাই একতরফা ডিক্রি। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করা হইলেও তাহা অত্র নিয়ম অনুসারে একতরফা ডিক্রি *[এআইআর ১৯৪৬ কল. ৩৩৩]*। ইতিপূর্বে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া থাকিলে এবং আদালত গুণাগুণের উপর রায় দিয়া থাকিলে তাহাকে একতরফা ডিক্রি বলা যাইবে না *[এআইআর ১৯৩১ কল. ২৯৪]*। এমনকি যেইক্ষেত্রে আদালত কোন ডিক্রিকে একতরফা ডিক্রি হিসাবে চিহ্নিত করেন, সেইক্ষেত্রেও ডিক্রিটি একতরফা কিনা তাহা ডিক্রির প্রসঙ্গেই নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ডিক্রির বিবরণ দৃষ্টে নহে, বরং ডিক্রিটি যে কার্যতঃ একতরফা নহে, বিবাদী তাহা দেখাইবার অধিকারী।

[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ৮৩১]

যেক্ষেত্রে কোন একতরফা ডিক্রি প্রতারণার অজুহাতে চ্যালেঞ্জ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয় স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে এবং প্রমাণ করিতে হইবে ইহা সদৃশ্যতাসমূহ হইতে অনুমান করা যাইবে না *[পিএলডি ১৯৬৮ ঢাকা ৫৪৩]*। প্রতারণাটি অবশ্যই আদালতের উপর হইতে হইবে এবং কেবলমাত্র বিরোধী পক্ষের উপরেই নহে। কোন একতরফা ডিক্রি কেবলমাত্র এই প্রতারণার অজুহাতেই উহাদের জন্য আনীত কোন পরবর্তী মোকদ্দমায় পুনঃ উন্মোচন করা যাইবে না যে, একতরফা ডিক্রিতে যে দাবির উপর ডিক্রি হইয়াছে, তাহা মিথ্যা *[পিএলডি ১৯৬০ ঢাকা ৫০]*। বিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বিবাদীর উপর পূর্ববর্তী মোকদ্দমার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় নাই এবং সেই অ-জারিটি পূর্ববর্তী মোকদ্দমায় বিবাদীর উপর প্রতারণার কারণে হইয়াছিল *[পিএলডি ১৯৬২ ঢাকা ৬৪০]*। অত্র নিয়মের অধীনে যোগাযোগীই পূর্ণডিক্রি *(Collusive decree)* রদ করা যায়।

শুধুমাত্র আপীল দায়ের করিবার ফলে অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র বিচারকারী আদালত কর্তৃক গ্রহণ করিবার এখতিয়ার রহিত হয় না। কার্যতঃ যে আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন সেই আদালতেই অনুরূপ দাখিল করিতে হইবে *[এআইআর ১৯২৪ লাহোর ২২৪]*। যেক্ষেত্রে কতিপয় বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে গুণাগুণের উপর *(on merits)* এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীগণ আপীল দায়ের করেন, সেইক্ষেত্রে একতরফা বিবাদীগণকে অত্র নিয়ম অনুসারে পুনর্বহালের আবেদন করা উচিত *[পিএলডি ১৯৬১ ঢাকা ৭০]*। এইক্ষেত্রে একতরফা বিবাদীগণকে আপীলে রেস্পণ্ডেন্ট করা হউক বা না হউক, তাহারা তাহা করিতে পারিবেন *[এআইআর ১৯২১ কল. ২৪৮]*। যতক্ষণ পর্যন্ত আপীল আদালত একতরফা ডিক্রির উপর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারকারী আদালতের এখতিয়ার বহাল থাকে। কার্যক্রম বিচারাধীন রাখিয়া আদালত অত্র সংহিতার ১৫১ ধারা অনুসারে সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে ডিক্রির কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারেন *[২১ ডিএলআর ৫৬৯]*। যাহাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের কতিপয় বিবাদীর যেকোন একজন অত্র নিয়ম অনুসারে আবেদন করিতে পারেন *[৮ সিডব্লিউএন ৬২]*। একমাত্র বিবাদীই অত্র নিয়ম অনুসারে আবেদন করিতে পারে। যে ব্যক্তি মোকদ্দমায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অত্র নিয়ম অনুসারে আবেদন করিবার অধিকারী নহে *[এআইআর ১৯৬২ কল. ১০১৫]*। একতরফা ডিক্রি রদ করা হইলে পক্ষগণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং ডিক্রি প্রদানের পূর্বে মোকদ্দমা যে স্তরে ছিল, আদালত সেখান হইতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হইবেন *[পিএলডি ১৯৬৩ ঢাকা ৩৬৯]*। অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র ত্রুটির জন্য বা গুণাগুণের উপর খারিজ করিয়া প্রদত্ত আদেশ আপীলযোগ্য। *[পিএলডি ১৯৫৩ ঢাকা ১৮৩]*

মামলার পুনর্বহাল ঃ যেই সকল বিবাদীরা মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারাও এই নিয়মের আওতায় মামলার পুনর্বহালের আবেদন করিতে পারিবেন। *[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৫৮১]*

একতরফা ডিক্রি রদ ঃ এই নিয়মের অধীনে আদালত সমন জারিকৃত কিংবা অ-জারিকৃত সকল বিবাদীর জন্য একতরফা ডিক্রি রদ করিবার আদেশ দিতে পারেন। *[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ৩১৭]*

একটি একতরফা ডিক্রি কেবল এই শর্তে রদ করা যায় না, বাদীর প্রার্থিত দাবি মিথ্যা ছিল। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ৪৮৭]*

একটি একতরফা আদেশ রদ চাহিয়া যে আবেদন করা হয় আদালত উহা প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে এই নিয়মের আওতায় আপীল করা যাইবে না। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ৬২১]*

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬-চ ধারায় একতরফা আদেশের আপীল ঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬-চ ধারার অধীনে কোন কার্যক্রম একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে উহা রদ করিবার জন্য এই নিয়মের আওতায় দাখিলকৃত কোন আবেদন আদালত খারিজ করিয়া দিলে ইহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না। *[৫৩ সিডব্লিউএন (আইডিআর) ৬১]*

সঙ্গত কারণ ও আপীল ঃ একতরফা ডিক্রিতে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির এই নিয়মের অধীনে সাধারণতঃ দুইটি প্রতিকার আছে। যেমন, আপীল ও মূল মামলা পুনর্বহাল। মামলাটি শুনানির জন্য ডাকার সময় বিবাদী সংগত কারণে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এই অজুহাত সে আপীলের সময়ও উথাপন করিতে পারিবে। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ১১৫]*

আপীল ও দরখাস্ত কি সমসাময়িকভাবে চলিতে পারে ঃ এই নিয়মের আওতায় কোন দরখাস্ত দাখিল করা থাকিলেও একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা চলিবে। তবে আপীলের রায়ে যদি আবেদনপত্রের সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আবেদনপত্রটি বাতিল হইয়া যাইবে। *[১৮ ডিএলআর ৮১]*

একতরফা ডিক্রি রদ ও বিবাদীর পরবর্তী নোটিস পাইবার অধিকার ঃ বিবাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন একতরফা ডিক্রি রদ হইয়া মামলাটি মূল স্থানে স্থানান্তরিত হইলে অর্থাৎ মামলাটির পুনর্বহাল করা হইলে বিবাদী ঐ মামলার পরবর্তী শুনানির নোটিস পাইবার অধিকারী হইবে না। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর ৩১০]*

মামলায় কৌঁসুলী কর্তৃক সংঘটিত বিলম্বের ফলাফল ঃ কৌঁসুলী বা তাহার কেরানী বিবাদী মোয়াক্কেলকে সময়মত শুনানির তারিখ না জানাইলেও উহাও একতরফা ডিক্রি রদের জন্য একটি সঙ্গত কারণ বলিয়া ধরা হইবে। কৌঁসুলী বা তাহার কেরানীর ভুলের জন্য বিবাদী দায়ী নহে। *[(১৯৬৬) ১৮ ডিএলআর ৪৮১]*

একইভাবে বাদীও তাহার কৌঁসুলীর ত্রুটির জন্য দায়ী নহে। *[১৮ ডিএলআর ৪৮১]*

শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী অধ্যাদেশ) আইন ঃ ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম শ্রমিক নিয়োগ আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে না। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৩৩১]*

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য নিয়োজিত কমিশনার দেওয়ানী কার্যক্রম বিধির আওতায় কোন আদালত নহে এবং সেইহেতু তাহার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ ১৩ নিয়মের আওতায় চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৩০৩]*

তামাদি আইনের ৫ ধারা ও ১৩ নিয়ম ঃ পূর্ব পাকিস্তান গেজেট (১৯৬৭) সংশোধনের মাধ্যমে ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের ক্ষেত্রে তামাদি আইনের ৫ ধারা কার্যকরী করা হইয়াছে *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ৩৭৬]*। এই প্রসঙ্গে তামাদি আইনের ৫ ধারা এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে। মৎপ্রণীত তামাদি আইনের ভাষ্য হইতে উক্ত ধারাটি ভাষ্যসহ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ বাদী কোনভাবেই তার আইনজীবির অনুপস্থিতির কারণে দুর্ভোগের সম্মুখীন হইবে না। এডভোকেট মহোদয়ের আদালতে নিয়মিত উপস্থিতি কাম্য। আইনজীবির অনুপস্থিতি যথেষ্ট কার্যকারণ সম্পর্কীয়। মক্কেল তার কৌঁসুলীর অবহেলার কারণে শাস্তি পাইতে পারে না। আইনজীবি পক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধায় তাহার উপক্ষোকে পক্ষের উপেক্ষা বলিয়া গণ্য করা যায় না।

[কবির আহমেদ সওদাগর বনাম মোঃ সৈয়দ সাইফুদ্দিন জাহেদ ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ২৭৭]

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ যদি কোন পক্ষ আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে তাহার উপর যথাযথভাবে সমন জারী করা হয় নাই তাহা হইলে আদালত তাহাতে বাধ্য থাকিবেন একতরফা ডিগ্রি বাতিল করিতে। অনুরূপক্ষেত্রে অবগত থাকার বিষয়টা মোটেই প্রাসঙ্গিক নহে এবং বিবাদী মোকদ্দমা দায়ের সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিলেও একতরফা ডিগ্রিটি বাতিল হইবে।

[Regent Ken International Ltd. vs. Amanat Shahi Ship Breaking Industries Ltd ; 57 DLR (HCD) 234]

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ ইহা স্বীকৃত যে, মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত করার পর বিবাদীর উপর কোন সমন জারি করা হয় নাই এবং এমনকি পূর্বে নিয়োজিত আইনজীবিকে মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত করার ৮ (আট) মাস পর অবহিত করা হইয়াছে। আমরা মনে করি বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ সঠিকভাবেই আপীলটি মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যদিকে বিজ্ঞ *Single Judge* উপরোক্ত আইনগত বিষয়টি বাতিল রিভিশনে প্রদত্ত রুল *Absolute* করার সময় বিবেচনায় আনেননি। *[খাইরুন বেগম এবং অন্যান্য বনাম আব্দুল মালেক এবং অন্যান্য ; ১৪ বিএলটি (এডি) ১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ৯, ১৩ ঃ বিলম্বের কারণ মওকুফের বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে সরকার কোন বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হন না। যদিও সরকার পক্ষে অহেতুক কালক্ষেপণ পরিদৃষ্ট হয় না এমন ক্ষেত্রে সরকারের বিলম্ব মোচনের জন্য আবেদন একটু শিথিলভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত। তবে তাহা সকল অবস্থায় আদালতের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

[সোনার বাংলা সার্ভিস স্টেশন এবং বাংলাদেশ সরকার ; ২৬ বিএলডি (এডি) ১৮]

তামাদি আইনের মূল ৫ ধারার অনুবাদ

ধারা

৫। **ক্ষেত্রবিশেষে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।** — কোন আপীল বা রায় পুনর্বিচার বা দরখাস্তের বা আপীল করিবার অনুমতি প্রার্থনার বরখাস্ত বা অন্য কোন দরখাস্ত যাহার উপর এই ধারা বর্তমানে বলবত অন্য কোন আইন দ্বারা বা অধীনে প্রযোজ্য করা হয়, উহার নির্দিষ্ট তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর গৃহীত হইতে পারে, যদি আপীলকারী বা দরখাস্তকারী এই মর্মে আদালতের সন্তুষ্টি সাধন করেন যে, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল বা দরখাস্তটি দাখিল না করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ আপীলকারী বা দরখাস্তকারী যদি হাইকোর্টের কোন আদেশ, প্রথা বা রায় দ্বারা তামাদির মেয়াদ গণনা বা নির্ধারণ করিতে বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহা বর্তমান ধারা অনুযায়ী যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণ

সঙ্গত কারণে মেয়াদের মধ্যে আপীল বা বিশেষ বিশেষ দরখাস্ত দাখিলের অক্ষমতা ঘটিলে মেয়াদের পরও তাহা দাখিল করা যায়। তবে কারণ যে সঙ্গত, উহা প্রমাণ করিতে হইবে।

ধারাটির প্রয়োগ ঃ লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই ধারাটি মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, ইহা বিশেষভাবে আপীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহার কারণ হইল, অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ তিন বৎসর হইতে বার বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত, কিন্তু এই ধারায় বর্ণিত আপীল ও আবেদনসমূহের তামাদি মেয়াদ অনধিক ছয় মাস। সুতরাং এই সমস্ত আপীল ও আবেদনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেয়াতের ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে ব্যক্তি তাহার জন্য বরাদ্দ সীমিত সময়ের মধ্যে আপীল বা আবেদন করিয়া সারিতে পারেন।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ঃ আইন দ্বারা গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এই ধারা মতে, কোন ব্যক্তির চাইতে বৃহত্তর সুযোগ পাইতে পারে না। এইরূপ সংস্থা যদি মামলায় যায় তবে ইহার কর্মচারী ও উপদেষ্টাগণও মামলায় জড়িত সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কর্মতৎপর হইবেন তাহাই স্বাভাবিক।

ফৌজদারী আপীল ঃ ফৌজদারী আপীলের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য। ফৌজদারী আপীল আদালত ও বিলম্ব ক্ষমা করিয়া মেয়াদ উত্তীর্ণ আপীল গ্রহণ করিতে পারেন। তবে আপীলকারী নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আবেদন করিতে পারেন নাই কেন উহার অজুহাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়াই আদালত এই সুযোগ দান করিতে পারেন। যদি এইরূপ কোন মামলার ক্ষেত্রে আপীল আদালত আপীলকারীকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যথাযথ কর্মবিধি হইল, হাইকোর্টকে তাঁহার পুনর্বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করা।

আদালতের কর্তব্য ঃ আইনের এই ধারা আদালতকে স্বীয় বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দান করে। সুপরিজ্ঞাত নীতিমালার ভিত্তিতে এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপারে বিচার ক্ষমতা ও স্বীয় বিবেচনা ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ এই বিধিতে রহিয়াছে। প্রতিটি মামলার বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক অবশ্যই এই স্বীয় বিবেচনা ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

আপীলের মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, একটি পক্ষ তাহার ফলে একটি অত্যন্ত মূল্যবান অধিকার অর্জন করে, ঐ পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত ন্যায্য ডিক্রিকে আক্রমণ করিবার জন্য আপীলকারী যখন বর্ধিত মেয়াদের জন্য আবেদন জানায়, তখন আদালত অবশ্যই আপীলকারীর প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবেই খতাইয়া দেখিতে পারেন কারণ তখন ধরিয়া লইতে হয় যে, ন্যায্য ডিক্রিপ্রাপ্ত পক্ষকে বঞ্চিত করিবার জন্যই আবেদনকারী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

উপযুক্ত কারণসমূহ ঃ মেয়াদ বহির্ভূত আপীল ইত্যাদি গ্রহণের কারণসমূহ আদালতকে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিতে হয়। আইনের এই ধারার আওতায় সময় বৃদ্ধির জন্য যখন কোন আরজি পেশ করা হয়, তখন আরজি প্রত্যাখ্যাত হইলেও আদালতের উচিত এই আরজি সম্পর্কে স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করা। মেয়াদ বহির্ভূত কোন আপীল গ্রহণের কারণ যদি আদালত কর্তৃক বর্ণিত না থাকে, তাহা হইলে এই কথা অবশ্যই বলা যাইবে না যে, আদালত এখতিয়ার ব্যতীতই উক্ত আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাপি ইহা বিধেয় যে, আইন দ্বারা প্রদত্ত স্বীয় বিচার ক্ষমতা সুবিবেচনার সহিত প্রযুক্তির কারণ প্রদর্শনের জন্য আদালত কর্তৃক পর্যাপ্ত আভাস দান করা উচিত।

আপীলকারীর কর্তব্য ঃ মামলাকারীর কর্তব্য হইতেছে তাহার মামলার আপীল দাখিলের তারিখ জানিয়া রাখা। তাহার নিজের পক্ষ হইতে আপীল দায়ের করিতে যদি বিলম্ব ঘটিয়া থাকে এবং তাই যদি আদালতকে এই ধারার অন্তর্ভুক্ত স্বীয় বিবেচনা ক্ষমতা তাহার পক্ষে বা অনুকূলে প্রয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইতে হয়, সেইক্ষেত্রে, যেই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সময়ের বৃদ্ধি প্রার্থনা হয়, সেই সম্পর্কে তাহাকে পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইবে। আদালতের সামনে মেয়াদ উত্তীর্ণ আপীল হাজিরকারী ব্যক্তিকে মেয়াদ-সীমার মধ্যে মামলা হাজির না করিবার পর্যাপ্ত কারণাদি প্রদর্শন করিতে হয় এবং তাহাকেই যথাসময়ে আপীলের আরজি না করিবার কারণাদি বর্ণনা করিয়া এফিডেভিট পেশ করিতে হয়।

পর্যাপ্ত কারণ ঃ 'পর্যাপ্ত কারণ' এবং 'পর্যাপ্ত যুক্তি' পদদ্বয়ের সংজ্ঞা দান করিবার চেষ্টা কষ্টকর ও ইহা কাম্যও নহে। পর্যাপ্ত কারণ বলিতে কতখানি বুঝাইবে, তাহা সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এই ব্যাপারে নানা মুণির নানা মত। প্রতিটি মামলায় বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতেই উহা সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'পর্যাপ্ত কারণ" বলিতে মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইন দ্বারা অনুমোদিত অবস্থাসমূহই শুধু বুঝায় না, সংশ্লিষ্ট মামলার সবগুলি দিক খতাইয়া দেখিবার প্রয়োজন পড়ে। ব্যক্তির সদ্বিশ্বাস প্রমাণের জন্যই পর্যাপ্ত কারণ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন পড়ে।

এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, আদালত 'পর্যাপ্ত কারণ' কথাটির উদার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন, তথাপি ইহার ব্যাখ্যা অবশ্যই বিচারের নীতিমালার সহিত সমাঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। অব্যাহতি লাভের জন্য আবেদনকারীর প্রতি শুধু দয়া প্রদর্শনের জন্য আদালত তামাদির মেয়াদ বৃদ্ধি করিবেন না।

যথোপযুক্ত কারণ কি এবং কি নহে

অসুস্থতা ঃ অসুস্থতাই পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে, তবে প্রমাণ করিতে হইবে যে, মানুষটি সত্য সত্যই অসুস্থতার কারণে কোন কাজে যোগদানে অক্ষম ছিল।

অন্তরীণদশা ঃ কোন ফৌজদারী মামলায় কারারুদ্ধ থাকাও পর্যাপ্ত কারণ এবং কারাগারে অতিবাহিত মেয়াদ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কারারুদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি ভাবে যে, আপীল করিবার কোন অধিকার তাহার নাই এবং তাহার অধিকার আছে ভাবিয়া আত্মীয়-স্বজন যদি আপীলের আবেদন করে এইরূপ অবস্থাটি পর্যাপ্ত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

ভ্রান্তি ঃ আদালতের কোন কর্মকর্তা রায়ের ও ডিক্রির অভ্রান্ত নকল তৈয়ারির ক্ষেত্রে যদি ভুল করেন, তাহা পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য। এমনকি এই ভুল ধরিয়া দিবার ক্ষেত্রে যদি আপীলকারীর বাড়তি বিলম্ব ঘটে, সেইক্ষেত্রেও উহা পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য হইবে।

কোন কয়েদী যদি চার বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য কারারুদ্ধ অবস্থায় আপীলের আবেদন দাখিল করে, সেই ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০৮-খ ধারা মোতাবেক জেল কর্তৃপক্ষ আপীলের আবেদন হাইকোর্টে প্রেরণের পরিবর্তে যদি দায়রা আদালতে পাঠাইয়া দেন, এবং তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর আপীলটি যদি হাইকোর্টে আসিয়া পৌছে, ধরিয়া নেওয়া হয় যে, যেহেতু কয়েদী নিজে ভুল করে নাই, কিন্তু অপরের ভুলের জন্য সে ভুগিতে পারে না, এই কারণে হাইকোর্ট তামাদির মেয়াদের পরেও আপীলটি গ্রহণ করিবেন। ওকালতনামা স্বাক্ষরের ব্যাপারে আপীলকারীর যথাপ্রকৃত বা সাক্ষ্য ভ্রান্তির ব্যাপারটি তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও আপীলটি আদালতে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য। তবে শর্ত হইল, আপীলকারীকে ঐ ভুল শোধরাইয়া দিতে হইবে।

যথাপ্রকৃত ভুলের কারণে কোন ভুল ব্যক্তি কর্তৃক তামাদি মেয়াদের পরে পেশকৃত আবেদন গ্রহণ করা যায় — ইহার পটভূমিটিও যথার্থ কারণ হিসাবে বিবেচিত।

কৌসুলীর কারণিকের অলক্ষ্য ভুলের দরুন যদি আপীল একদিন বিলম্বে পেশ করা হয়, তাহা হইলেও ৫ ধারার অধীনে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

কৌসুলীর ভুল ঃ মামলাবিশেষে উহার সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি হেতু কোন আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত ভুল উপদেশও এইক্ষেত্রে এই ধারার জন্য পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে ধরা-বাধা এহেন কোন বিধান নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কৌসুলীর ভুল যথা প্রকৃত সাচ্চা কিনা তাহা খতাইয়া দেখা হয়।

কৌসুলীর ভুল উপদেশ হেতু প্রথমে ভুল আদালতে মামলা দায়ের করিয়া তামাদি মেয়াদের পরে উহা যথার্থ আদালতে হাজির করা হইলে, সেইক্ষেত্রেও কৌসুলীর ভুল মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য।

আইনের ব্যাপারে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি ঃ আইনের ব্যাপারে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি পর্যাপ্ত কারণ নহে। "আইন জানা ছিল না ইহা কোন কৈফিয়ত নয়"— এই প্রবচন ইংল্যাণ্ডে ও এই দেশে, এমনি সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ইহাকে লংঘন করিয়া পাওয়া অসম্ভব। তাই ১৫,০০০ টাকার উপরের কোন অংকের ডিক্রির জন্য কোন আপীল যদি আপীলকারী হাইকোর্টের পরিবর্তে জেলা আদালতে লইয়া যান এবং তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর উহা যদি হাইকোর্টে লইয়া আসেন তবে এই ধারা মতে, তাহাকে মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া যাইবে না।

আপীলকারীর ধারণা ছিল, তামাদি মেয়াদ ৯০ দিনের — এই ধরনের বক্তব্যও কোন গ্রাহ্য কৈফিয়ত নহে।

তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ কিছু নয় যে, আইনের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকিলে উহা কস্মিনকালেও বিবেচনা করা যাইবে না। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহাই পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য। কোন অবহেলা ছিল না, কোন নিষ্ক্রিয়তা ছিল না, কোনরূপ সদ্বিশ্বাসের অভাবও ছিল না — এইরূপ অবস্থায় আইনজনিত অজ্ঞতা পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে। ৫ ধারা অবহেলা, ঢিলেমীকে প্রশ্রয় দেয় না। ভুলটি যদি যথাপ্রকৃত ও সাচ্চা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ধারা অনুযায়ী তাহা এই পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য।

কোন কোন বিষয়ে যদি মত ও পাল্টা মতের অবকাশ থাকে এবং ইহারই কোন একটি মতের অবিলম্বে আপীল উত্থাপনে যদি বিলম্ব হয় এবং আদালত যদি বিপরীত মতও পোষণ করেন, তবু ঐ আপীল এই ধারার অধীনে বর্ধিত মেয়াদের সুযোগ পাইবে।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ভুল শুনানি ঃ কোন ব্যক্তি যখন অকপট চিন্তায় যথার্থ ভাবিয়া ডিক্রির জন্য আপীলের পরিবর্তে মামলা দায়ের করিয়া বসে এবং পরে ভুল দেখিবামাত্র যদি আপীল দায়ের করে তবে ইহার পটভূমিও যথার্থ কারণ হিসাবে গ্রাহ্য।

একইভাবে, কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে যদি মনে করিয়া থাকে যে, আপীল নহে, বরং পুনর্বিচার প্রার্থনাই যথার্থ প্রতিকার হইবে এবং এই বিশ্বাস হইতে যদি সেই ব্যক্তি দরখাস্ত পেশ করে, তবে ইহাই তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর আপীলের আরজি পেশের ব্যাপারে পর্যাপ্ত গ্রাহ্য যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু লোকটি যদি অকপট বিশ্বাস হইতে ইহা না করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে যদি ঠিকই জানিত যে, তাহাকে আপীলের আবেদন করিতে হইবে, কিন্তু সে তাহা না করিয়া পুনর্বিচারের আরজি পেশ করিল, এইক্ষেত্রে তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাকে আপীলের সুযোগ দেওয়ার বিষয় বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পরিস্থিতিটি যথোপযুক্ত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

যথাপ্রকৃত ভুল হেতু ভুল আদালতে শুনানি ঃ যখন কোন আপীলকারী যথাপ্রকৃত সাচ্চা বিশ্বাস হইতে ইহাই প্রকৃত আদালত ভাবিয়া কোন ভুল আদালতে আপীল পেশ করে, এই ভ্রান্তি পর্যন্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য হইতে পারে, এবং ভুল আদালতে মামলা চলিতে থাকিবার মেয়াদটি আপীলকারী রেয়াত পাইতে পারে।

এইভাবে আপীলকারী তাহার কৌসুলীর ভ্রান্ত উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া যদি মনে করিয়া থাকে যে, তাহার মামলাটির গুরুত্ব অনুযায়ী মামলাটি হাইকোর্টে আপীল করিবার মত, দায়রা আদালতে আপীল করিবার মত নহে, সেইক্ষেত্রে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, আপীলটি যথাযথ আদালতে উপস্থাপনজনিত বিলম্ব

ক্ষমাযোগ্য এবং উহা পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে গ্রাহ্য। কিন্তু আপীলকারী নিজেই আইনজীবী হইলে সব জানা সত্ত্বেও চরম উপেক্ষা, অবহেলা ও উদাসীনাতা হেতু যদি ভুল আদালতে আপীল পেশ করেন, তবে তিনি মেয়াদজনিত রেয়াদ পাইবে না।

ডিক্রি সংশোধন ঃ ডিক্রি যে মূল তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই তারিখ হইতেই সময় হিসাব করিতে হয়, ডিক্রির উপর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে যে প্রতিটি সংশোধন করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত তারিখ হিসাবে আসিবে না। সুতরাং আপীল পেশের ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়সীমা প্রার্থনার ব্যাপারে পক্ষকে ডিক্রি প্রদানের মূল তারিখ হইতেই মেয়াদ গণনা করিতে হইবে। আপীলের ভিত্তিরূপে পরিগণিত যুক্তি যদি অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধনীর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে অথবা সংশোধিত ভাষ্যের ডিক্রির বিরুদ্ধেই আপীলের বক্তব্য থাকিয়া থাকে, আদালত এইক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গ্রাহ্য কারণ আছে বলিয়া ধরিতে পারেন। কিন্তু যদি আপীলে ডিক্রির যে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিবার সুযোগ প্রার্থনা করা হইতেছে, উহার সহিত যদি সংশোধনীর কোন সম্পর্ক না থাকিয়া থাকে, তবে তামাদির মেয়াদের পরে ঐ আপীলের অনুমতি দেওয়া উচিত নহে।

প্রকাশ্য আদালতে রায় ঘোষিত না হইলে ঃ যেখানে প্রতীয়মান হইবে যে, নিম্নতম আদালতের বিচারের রায় প্রকাশ্য আদালত অধিবেশনে ঘোষিত হয় নাই অথবা রায় ঘোষণার কোন তারিখে পক্ষসমূহের নিকট কোন অবহিত করানোর পত্রাদিও পাঠানো হয় নাই, এবং আপীলের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর পর্যন্ত আপিলকারী বা তাঁহার কৌসুলী রায় সম্পর্কে জানিতে পারেন নাই, সেইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বে আপীল হাজির করাকে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

নিঃসম্বল ব্যক্তির আপীল

পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্মূল্যের স্ট্যাম্পসহযোগে উপস্থাপনা ঃ ডিক্রির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনেরও বেশি সময়ের পর নিঃসম্বল হিসাবে আপীল করিবার আবেদন যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, আপীলকারী যেই অবস্থার পরবর্তী সময়ে যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত স্মারক হাজির করিতে এবং এই ধারার আওতায় মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাইতে পারিবেন।

স্ট্যাম্প সংগ্রহে ব্যর্থতা ঃ আপীলটি দাখিলের শেষ তারিখ ছিল, ধরা যাক ১৩ জুলাই। কিন্তু ঐ তারিখে আপীলকারী স্ট্যাম্প সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পরদিন, ধরা যাক, ছুটির দিন। ১৫ তারিখে আপীল দাখিল করা হইল। ধরিয়া নেওয়া যাইবে যে, এই বিলম্ব এই ধারার অধীনে ক্ষমাযোগ্য।

অন্যান্য কারণ ঃ অন্যান্য গ্রাহ্য কারণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে, কোন ডিক্রি হইতে না করিয়া কোন আদেশ হইতে আপীল পেশ করিলে ; আপীল গ্রহণের ব্যাপারে আদালত রীতি বদল করিলে এবং সেই পরিবর্তন যদি পক্ষসমূহকে অবহিত করানো না হয় ; কোন আপীলকারী নিজেকে সাবালক বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়োজনে পরিচালিত শুনানির মেয়াদ ; দৈবক্রমে রায়ের নকল হারাইয়া গেলে ; ডাকঘরের অস্বাভাবিক বিলম্বের দরুন রায় ও ডিক্রির নকল যথাসময়ে আপীলকারীর নিকট না পৌঁছাইলে এবং সারা দেশে বিশৃংখলা ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার দরুন আবেদন পেশ করিতে বা রায় ও ডিক্রির নকল সংগ্রহ করিতে বিলম্ব ঘটিলে তাহাও পর্যাপ্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ডিক্রির নকলের জন্য অপর্যাপ্ত পৃষ্ঠার আবেদন ঃ ধরা যাক, ৩ ডিসেম্বর একটি ডিক্রির হুকুম হইয়াছে এবং পরদিন উহা স্বাক্ষরিত হইল। উহার একখানা নকলের জন্য ১০ ডিসেম্বর অপর্যাপ্ত পৃষ্ঠার দরখাস্ত পেশ হইল, ১১ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জানাইলেন যে, প্রদত্ত অপর্যাপ্ত এবং আরও ৯ খানি ফলিও লাগিবে, আপীলকারীর উকিল পরদিন তাহা জানিতে পারিলেন এবং তখনি তিনি প্রয়োজনীয় ফলিও সরবরাহ করিলেন। কপিটি বা নকলটি ১৬ তারিখে প্রদানের জন্য তৈরি হইল এবং পরবর্তী ৮ জানুয়ারি অর্থাৎ ডিক্রি প্রদানের ৩৬ দিন পর আপীল পেশ করা হইল। এইক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে যে, মাননীয় বিচারপতি আপীলটিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁহাকে এই ধারা মোতাবেক স্বীয় বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে।

ত্রুটিপূর্ণ ওকালতনামা ঃ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাতসারে, কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত যদি উকিল ওকালতনামায় তাঁহার নাম লিখিতে ভুল করেন, সেইক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ নূতন ওকালতনামা গ্রহণের পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে বলিয়া আদালত মানিয়া লইতে পারেন।

আইনের পরিবর্তন ঃ আইনের ব্যাপারে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত নূতন বিবৃতি বা পূর্ব ধারণা বা ব্যাপার পরিবর্তন বিলম্বের অজুহাত হইতে পারে না। তাই, কোন পক্ষের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ে সে যদি আপাততঃ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অন্য কোন মামলা প্রদত্ত রায় যদি তাহার মামলার অনুরূপ পরিস্থিতির আলোকে তাহারই মত ভূমিকার প্রতিবাদীর পক্ষে গিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে ঐ পক্ষটি যদি আপীল করিবার জন্য হাজির হয় বা মামলার পুনর্বিচারের আবেদন করিতে চাহে, তবে ঐ যুক্তিতে তাহার আপীল বা আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না। এমনকি

আইনের সংশোধনীতে যদি বিলম্বের পর্যাপ্ত অজুহাত হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংশোধনী আইন পাস হইবার সাথে সাথেই আবেদন করিতে হইবে। যদি তিনি অস্বাভাবিক বিলম্ব করিয়া ফেলেন (যেমন দুই মাস), তাহা হইলেও তাঁহার অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না।

আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ঃ ধরা যাক, আপীলকারিণী একজন পর্দানশীন স্ত্রীলোক। তিনি জানেন না যে, আপীলের স্মারক পেশ করিবার সময় উহার সহিত ডিক্রির একটি নকলও পেশ করিতে হয়। তাঁহার এই অজ্ঞতার দরুন তামাদি মেয়াদের পরে ডিক্রির একটি নকলসহ আপীলের স্মারক পুনরায় পেশ করিবার সুযোগ দেওয়া যাইবে না। রায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কিত অজ্ঞতাও পুনর্বিচারের জন্য আবেদন দাখিলে বিলম্বের অজুহাত হিসাবে টিকিবে না।

দরিদ্রতা ঃ আপীলকারীর দরিদ্রতা ঃ দারিদ্র্যের জন্য তিনি যথাসময়ে কোর্ট ফি দিতে পারেন নাই এবং তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে — তামাদি মেয়াদের পরে আপীলের আবেদন গ্রহণের ব্যাপারে এইরূপ অজুহাত গ্রাহ্য হয় না।

পর্দানশীন নারী ঃ আপীলকারী একজন পর্দানশীন মহিলা — ইহাও পর্যাপ্ত অজুহাত নহে। অবশ্য, আপীলকারিণী পর্দানশীন মহিলা বলিয়া তিনি নিজে হাজির হইয়া আপীলের স্মারক পেশ করিতে পারেন নাই বা নিজে উকিল লাগাইতে পারেন নাই — এইরূপ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য বিচারক স্বীয় বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন ; কিন্তু পর্দানশীন হইলেই তামাদির মেয়াদের পর আবেদনের সুযোগ পাওয়া যাইবে এমন কোন স্বতঃসিদ্ধতা নাই।

উকিল বা তাঁহার কারণিকের গাফিলতি ঃ উকিলের যথাপ্রকৃত সাচ্চা ত্রুটি বা ভুল ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু আপীল যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইল কিনা ইহা লক্ষ্য করিতে তাঁহার যত্নের ও সতর্কতার অভাব থাকিলে তাহা ক্ষমা করা যায় না। এইভাবে, আপীলকারীর কৌঁসুলী যদি তাঁহাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইবার পরেও যথাসময়ে তাঁহার আরজি পেশ করিতে ভুল করেন, তাহা হইলে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, কৌঁসুলীর গাফিলতির জন্য ইহা ঘটিয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর আপীল গ্রহণের জন্য ইহা পর্যাপ্ত অজুহাত নহে।

উকিলের চরম অসতর্কতার কারণে ভুল আদালতে আপীল পেশ করা হইলে তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর যথাযথ আদালতে আপীলটি উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যাইবে না।

একইভাবে উকিলের কারণিক ডিক্রির নকলের জন্য আবেদন করিতে বিলম্ব করিলে এবং আপীল পেশ করিতে দেরি করিলে তাহা বিলম্বের পর্যাপ্ত অজুহাত হিসাবে গ্রাহ্য হইবে না।

আপীলকারীর গাফিলতি ঃ যেইক্ষেত্রে আপীলকারী যথাযথ ডিক্রির নকল ব্যতীত আপীল পেশ করেন এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, ইহা আপীলকারীর চরম গাফিলতি মাত্র, সেইক্ষেত্রেও এই ধারার সুযোগ প্রদান করা যাইবে না।

এজেন্ট বা ভৃত্যের গাফলতি ঃ ভৃত্য বা চাকরের গাফিলতি কোন অপর্যাপ্ত অজুহাত নহে। মামলাকারী যদি তাহাদের চাকরের উপর আইনগত বিষয় (যেমন, আপীল পেশ করা) ন্যস্ত করিবার ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে চাকর-বাকরের প্রদর্শিত ত্রুটি ও গাফিলতির যেকোন পরিণতি বহন করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তাঁহারা তামাদির মেয়াদের পরে আদালতে আসিয়া এই ধারার সুযোগ দাবি করিতে পারেন না।

পক্ষসমূহকে রায় প্রদানের নোটিস দেওয়া না হইলে ঃ এই যুক্তি দেখাইয়া আপীলের মেয়াদ সম্প্রসারণের আবেদন দাখিল করা হইল যে, যদিও ১৫ মার্চ শুনানি হইয়াছিল, ১৭ এপ্রিলের আগে রায় দেওয়া হয় নাই এবং রায় প্রদানের ব্যাপারে পক্ষসমূহকে কোন নোটিসও দেওয়া হয় নাই এবং একমাত্র জুলাই মাসে দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কতিপয় মামলায় এমনও নজির আছে যে, এইরূপ কোন ধারণা গ্রহণ করা হয় নাই এবং রায় প্রদানের নোটিস প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের গাফিলতিকে আপীলের মেয়াদ সম্প্রসারণের পর্যাপ্ত অজুহাত হিসাবে মানিয়া নেওয়া হইয়াছে।

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ ৯ আদেশের ১৩ নিয়মটি কেবল মামলার একতরফা ডিক্রির বেলায়ই প্রয়োগ করিবে।

[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ১৪৯]

বিচারকারী আদালতের একতরফা ডিক্রিটি আপীল আদালতের ডিক্রির সহিত অন্তর্ভুক্ত হইলে সেইক্ষেত্রে ঐ ডিক্রি সংশোধনের কোন ক্ষমতাই আর বিচারকারী আদালতের থাকিবে না। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ২২১]*

মনে রাখিতে হইবে যে, ডিক্রিটি পূর্বে জারি হইয়া থাকিলেও এই নিয়মের অধীনে গৃহীত কোন কার্যক্রম নিষ্ফল হইবে না।

[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর ২৪৮]

সময়ের সীমাবদ্ধতা ঃ কোন একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে বিবাদী পুনর্বহাল ও আপীল দুইটির জন্যই একই সময়ে উদ্যোগ নিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে উহা আর করা যাইবে না। বিবাদী একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে চাহিলেও উহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করিতে হইবে। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (এসসি) ১০২]*

একতরফা ডিক্রি ও আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ঃ একতরফা ডিক্রি রদ করিবার আবেদন আদালতের বিচারাধীন থাকাকালে আদালত উক্ত ডিক্রির কার্যকারিতা স্থগিত করিয়া রাখিতে পারেন।
[(১৯৬১) ২১ ডিএলআর ৫৬৯]

কৌঁসুলীর উচ্চ আদালতে নিযুক্তি ঃ কোন মামলার কার্যদিবসের কৌঁসুলী যদি হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার কারণে হাজির হইতে না পারে তাহা হইলে উহা একতরফা ডিক্রি রদের ক্ষেত্রে একটি সঙ্গত কারণ বলিয়া পরিগণিত হবে।
[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ১৪২]

শ্রম আদালতের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ শ্রম আদালতের কোন একতরফা ডিক্রির ক্ষেত্রেও ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম কার্যকরী হইবে।
[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ৩৭৬]

প্রত্যাখ্যান ও খারিজের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকৃতপক্ষে 'প্রত্যাখ্যাত' ও খারিজ ইহার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই। 'প্রত্যাখ্যাত' খারিজ কর্তিত, বন্ধ ইত্যাদি শব্দগুলি প্রায় সমার্থক এবং ইহাদের মধ্যে কোন সারবত্তা পার্থক্য নাই।
[(১৯৮০) ৩২ ডিএলআর ৫৭]

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের অধীনে আবেদন দাখিলের পর উহা পূর্ণ বিবেচনা করিয়া একতরফা ডিক্রি প্রদান করা হয়। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মটি শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ)-এর মামলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
[(১৯৭৪) ৩০ ডিএলআর ৩৩১]

দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে WORKMEN'S COMPENSATION-এর কমিশনার আদালত নহে, এবং তাহার দ্বারা অনুমোদিত একতরফা আদেশ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে আপত্তি করা যাইবে না।
[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৩০৩]

শুধুমাত্র একতরফা ডিক্রি বাতিল করিবার জন্য, দেরির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উপর তামাদি আইনের ৫ ধারার নিয়ম অনুসারে একটি দরখাস্তে আবেদনযোগ্য।
[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ২৬৯]

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে কৃত দরখাস্ত তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী আবেদনযোগ্য।

তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর সংশোধনীর দ্বারা যখন প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৬৭ সালের ১৮ মে-এর ইস্ট পাকিস্তান গ্যাজেট-এর পর্ব ১ (PART 1)-এ তখন হইতে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে কৃত দরখাস্ত তামাদি আইন-এর ধারা ৫-এর নিয়ম অনুসারে আবেদনযোগ্য।
[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ৩৭৬]

আদেশ ১৩ নিয়ম ৯ ঃ যেইক্ষেত্রে একটি মামলায় শুধু একতরফা ডিক্রি জারি হইয়াছিল সেইক্ষেত্রেই আবেদনযোগ্য।
[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ১৪৯]

বিচারকারী আদালত কর্তৃক অনুমোদিত একতরফা একটি ডিক্রি যখন 'আপীলেট আদালত'-এর ডিক্রির সহিত মিশ্রিত হয় তখন পূর্বে উল্লেখিত এর কোন আইনগত অধিকার নাই 'একতরফা ডিক্রি' সংশোধন করার।
[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ২২১]

বিচারকারী আদালত এর একটি ডিক্রির পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা যাহা ডিক্রির একটি ভুল সংশোধনের জন্য করা হয় তাহা আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর বিবেচনাকৃত সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতার মতই।
[Ibid] (ঐ)

একটি একতরফা আদেশ বাতিল করিবার জন্য আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর দ্বারা কৃত কোন দরখাস্ত অধিকার দখলের মামলায় থাকিবে না যদি না দরখাস্তদাতা ঐ সম্পত্তি অগ্রক্রয়ক হন।

অগ্রক্রয় অধিকার দখলের মামলায় যদি সে প্রয়োজনীয় সহযোগী ব্যক্তি না হয় তবে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে কৃত দরখাস্ত প্রদানের অধিকারী হইবে না। অগ্রক্রয় অধিকার দখলের মামলায় একতরফা নির্দেশ বাতিল করিবার জন্য যেহেতু সে আবেদনপত্র দাতার দ্বারা ভুলের কারণে উল্লেখিত পরিচালনার একজন সহযোগী ব্যক্তি হইয়াছিল।
[২৬ ডিএলআর ৩৫৯ (১৯৭৪)]

ডিক্রি শীঘ্র সম্পাদনের দ্বারা আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে কৃত মামলা অফলপ্রসূ হইবে না।
[(১৯৮৪) ৩৬ ডিএলআর (এডি) ২৪৮]

যখন একটি মামলা খারিজ করা হয় তখন একজন আইনজ্ঞের অনুপস্থিতিই তাহার কর্তব্য পালনে অবহেলার জন্য যথেষ্ট কারণ বলিয়াই বিবেচ্য হইবে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের বা এই কার্যবিধির একই প্রকার অপর কোন বিধানের অর্থ মোতাবেক এমন কোন বাধ্যবাধকতামূলক নিয়ম নাই যাহা দ্বারা কোন আইনজীবী অন্য আদালতে ব্যস্ত অথবা যুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া কোন মামলায় অনুপস্থিতি যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রকৃত মামলা ইহার ঘটনার সত্যতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিবেচিত হইবে।
[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ১৫৭]

একতরফা ডিক্রির ক্ষেত্রে প্রতিকার সাব্যস্ত দেনাদার-এর প্রতি খোলা রহিয়াছে। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মানুযায়ী কোন দরখাস্ত আপীল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দায়ের হইয়াছে কারণ আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব থাকিলে তাহা আদালত কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে কিনা।

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধির একটি একতরফা মামলায় ডিক্রি জারি হইয়াছিল এইরূপ ডিক্রি জারির পর আদালত মামলায় SEI SIN-এ থাকে এবং ডিক্রির সক্রিয়তা বজায় রাখিবার যোগ্যতাসম্পন্ন থাকে — মুলতবীকৃত ডিক্রি বাতিল করিবার জন্য কৃত দরখাস্ত একতরফা ডিক্রির পর দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে আদালত ডিক্রির সক্রিয়তা বজায় রাখিতে পারে। *[(১৯৬১) ২১ ডিএলআর ৫৬৯]*

পূর্বাহ্নেই স্থিরকৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থাকৃত আইনজ্ঞের মুলতবীর জন্য জমাকৃত দরখাস্ত। হাইকোর্টের আইনজ্ঞ স্থিরকৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থার উপর একতরফা ডিক্রি বাতিল করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ। *[৩৪ ডিএলআর ১৪২]*

যেক্ষেত্রে একজন বিবাদী বিচারকারী আদালতে হাজির না হয় সেক্ষেত্রে সে রিভিউ-এর জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে অথবা সে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম অধীনে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে অথবা সে আপীল করিতে পারে।

লেটার পেটেন্ট *(Letter Patent)*-এর ১৫ ক্লজ অনুযায়ী ছুটির আবেদন। আইন সংশোধনী অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর ৩ ধারাবলে নাকচ করা হয়। *[৩১ ডিএলআর (১৯৭৯) ৩৭২]*

একজন দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুযায়ী ডিক্রি বাতিল-এর জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে। যদি না সেক্ষেত্রে তাহার উক্ত নিষ্পত্তি *(Set aside)*-এর আপীল আবেদনটি তামাদি দ্বারা বাতিল হয় কারণ আপীলের আবেদন যদি না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিলকৃত না হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা বিচারাদালতে দরখাস্তকে লক্ষ্যে পৌছাইবার অধিকার হারাইবে। কারণ উক্ত উক্ত বিচারিক আদালতের ডিক্রি আপীল আদালতের মাধ্যমেই মিশ্রিত হইয়া অগ্রসর হইবে। *[৩১ ডিএলআর (এডি) ৫১]*

বিবাদীর উপর যথাযথভাবে সমন জারি একটি আবশ্যকীয় বিষয় এবং সেক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হন যে, সে বিবাদীর উপর সমন যথাযথভাবে জারি করা হয় নাই। সেইক্ষেত্রে একটি একতরফা ডিক্রি বাতিল হইতে বাধ্য।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের অধীনে একতরফা ডিক্রি নিষ্পত্তি যেইক্ষেত্রে একটি ভাল কারণ সেইক্ষেত্রে বিবাদীর উপর সমন যথাযথভাবে জারি হয় নাই। *[(১৯৮৩) ৩৫ ডিএলআর ১৬৩]*

সেইক্ষেত্রে শ্রম আদালত হইতে আদেশ জারি হয় সেক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে। *[(১৯৮১) ৩৩ ডিএলআর ৩৭৬]*

ভূমি দখল এবং প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে কোন আদেশ, সে আদেশটি উক্ত আইনের ৯৬ ধারার অধীনে একতরফা ডিক্রি দেওয়া হইয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মাধীন কোন বাতিল আদেশ-এর পূর্ণ জীবিতের দরখাস্ত চলিবে না। *[৩৩ ডিএলআর (১৯৮১) ৪৩৫]*

প্রত্যাখ্যান করা *(Rejected)*-এর অর্থ এবং DISMISSED. 'খারিজ'-এর অর্থ প্রায় একই — একটি দরখাস্ত প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৩ আদেশের ১-ঘ নিয়ম মোতাবেক আপীলযোগ্য।

প্রত্যাখ্যান করিবার অভিব্যক্তি এতই ব্যাপক যে, উহার দ্বারা দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের ক্রটির কারণে মামলা খারিজ-এর বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করে এবং অনুরূপভাবে ঐ ধরনের আদেশও আপীলযোগ্য।

প্রত্যাখ্যান করা এবং খারিজ করা শব্দের মধ্যে পার্থক্য খুঁজিলে কোন প্রকার ভিন্নতা ব্যতীতই উহা স্বাতন্ত্র্য হিসাবে গণ্য হয়। প্রত্যাখ্যান করা বলিতে কাটিয়া ফেলা, শেষ করা, লেখ্য প্রমাণ করা বুঝায় এবং 'খারিজ' করা শব্দ সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জ্ঞাত করে কিন্তু উহা ভিন্নরূপে মামলার নিজস্ব প্রকৃত তথ্য ও অবস্থার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে এবং সারাংশে কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। *[৩২ ডিএলআর (১৯৮০) ৫৭]*

অকৃষিযোগ্য প্রজাস্বত্ব আইন (NON-AGRICULTURE TENENCY ACT)-এর ২৪ ধারা অধীনে কোন একতরফা আদেশ জারি হইলে যাহা অকৃষিযোগ্য ভূমির অগ্রক্রয়ের জন্য করা হইয়াছিল এই আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মের বিধান মোতাবেক বাতিল করা যায়।

অকৃষি যোগ্য প্রজাস্বত্ব আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক একটি কার্যক্রম যাহা শুরু হইয়াছিল অগ্রক্রয়ের জমি বিক্রয়ের জন্য, এর বিরুদ্ধে মাননীয় মুন্সেফ আদালতে পরিচালনার প্রেক্ষিতে যে পক্ষের বিরুদ্ধে অগ্রক্রয় চাওয়া হয় তাহা আদালত কর্তৃক অনুমিত হয়। এইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মাধীন একতরফা আদেশ বাতিলের দরখাস্ত আদালত বাতিল করেন এই মর্মে যে, অকৃষিযোগ্য প্রজাস্বত্ব আইনের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য নহে।

মামলার রায় ঃ এই সংবিধিতে যেই সমস্ত পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত আছে কোন মামলা চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বাধীন এবং আলাদা কার্যক্রমে ইহার মূল প্রকৃতি *(Original nature)* রহিয়াছে। অকৃষিযোগ্য প্রজাস্বত্ব আইনের ২৪

ধারা মোতাবেক কোন মামলার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়ানী কার্যবিধিতে আসে না। দেওয়ানী কার্যবিধির ৪ ধারায় কোন বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা বা কোন ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলা নাই। অন্য অর্থে বলা যায় যে, দেওয়ানী কার্যবিধিতে আসে না। দেওয়ানী কার্যবিধির ৪ ধারায় কোন বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা বা কোন ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলা নাই। অন্য অর্থে বলা যায় যে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান য.. অন্য কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের সহিত পাশাপাশি বা প্রতিপক্ষ হিসাবে চলে তখন উহা বাদ যাইবে।

এইক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির ৪ ধারাতে উক্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা দেওয়ার কথা বলা নাই যেইক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ আইন এবং স্থানীয় আইন নিয়ম রহিয়াছে।

বর্তমান মামলার মত একটি মামলায় অনুমোদিত একটি আদেশ 'ডিক্রি' নহে যেইরূপ দেওয়ানী কার্যবিধিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারার নিয়ম নীতি অনুসারে আদেশ ৯ নিয়ম ১৩-এর নিয়মগুলোও বর্তমান মামলার মত একটি মামলায় আবেদনযোগ্য।

দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪১ ধারা অনুসারে একটি মামলার আবেদনযোগ্য নিয়মনীতিগুলি মামলাটিতেও আবেদনযোগ্য করা হইয়াছে যতদূর পর্যন্ত আবেদনযোগ্য করা যায়। যদিও আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে একটি মামলার ডিক্রির সহিত সম্পর্কযুক্ত তথাপি মামলাগুলিতে অনুমোদিত আদেশের প্রতি সম্মানের সহিত সমানভাবে আকৃষ্ট ও আবেদনযোগ্য। *[(১৯৭৯) ৩১ ডিএলআর ৪০৭]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ কর্তব্য পালনে অবহেলার জন্য খারিজ করিবার আদেশ, আদেশ ৪৩ নিয়ম ১-ঘ অনুসারে আপীলযোগ্য নির্দেশ হওয়াতে আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে উহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে এবং একটি মামলা ফাইল করা হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে না। *[৩৭ ডিএলআর ২৮৭]*

বাদী-প্রতিবাদী কর্তৃক নিযুক্ত মামলার সম্পত্তি বিক্রির চুক্তিপত্রের সুনির্দিষ্ট সম্পাদনের মামলা ঃ বিবাদী আপীলকর্তা চুক্তিপত্রটি অস্বীকার করিয়াছিল, একটি লিখিত বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে মামলাটি ১৬-২-১৯৮৩ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য হইয়াছিল ঐদিন আপীলকর্তা মামলা স্থগিত রাখিবার জন্য অসুস্থতার কারণ প্রদর্শন করিয়া একটি দরখাস্ত প্রদান করেন। স্থগিত রাখিবার আবেদন গৃহীত হয় নাই এবং ঐদিন মামলাটিতে একতরফা ডিক্রি জারি হইয়াছিল। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে বিবিধ মামলা শুরু হইয়া গিয়াছিল। তখন পুনরায় ২৬-৭-১৯৮৩ তারিখে মামলাটির শুনানির জন্য দিন ধার্য হইয়াছিল। আপীলকর্তা ব্যর্থভাবে ১৩-৯-১৯৮৩ তারিখে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য আরও একটি দরখাস্ত প্রদান করিয়াছিল এবং ১-১১-৮৩ তারিখে বিধি মামলাটি খারিজ করা হইয়াছিল। হাইকোর্ট ডিভিশন আদেশটির উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মামলাটির প্রকৃত তথ্য ও অবস্থা যাচাই করিয়া আপীলেট ডিভিশন নিম্ন আদালতের নির্দেশ বাতিল করিয়া আপীলটি গ্রহণ করিয়াছিল। *[৪২ ডিএলআর (এডি) ৪৮]*

একজন বিবাদীর বিরুদ্ধে অনুমোদিত একটি একতরফা ডিক্রি বাতিল করিবার কোন আইনগত অধিকার শ্রম আদালতের নাই। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

শুনানির জন্য ধার্য দিনটি একটি ছুটির দিন পড়িয়াছিল। মামলার পক্ষ পরবর্তী তারিখে আদালতে উপস্থিত হয় নাই। অনুপস্থিতির জন্য মামলাটির খারিজ করা সঠিক হয় নাই। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে শুনানি পুনরারম্ভ হইয়াছিল। *[৩৮ ডিএলআর ২৫৮]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ অনুসারে কৃত দরখাস্তে কৃত আপীলকর্তা বিবিধ মামলাটি ফাইল করিতে দেরির কারণ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যদিও দেরির জন্য সে প্রকাশ্যভাবে ক্ষমার জন্য আবেদন করে নাই। ক্ষমার জন্য আবেদনের ব্যর্থতার কারণে দেরির জন্য ক্ষমা করা হয় নাই। *[৪০ ডিএলআর ১০]*

যখন মামলার পক্ষ কর্তৃক কোন একতরফা ডিক্রি বাতিল-এর জন্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলাজনিত কারণে তাহাকে জানানো সত্ত্বেও আবেদনের সহিত স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে আইনের ১৭ ধারা (যাহা সিকিউরিটি বন্ড-এর অর্থ পরিশোধ বা প্রদেয় টাকা জমা সংক্রান্ত)-কে যুক্ত না করে তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে একতরফা ডিক্রির নোটিস বাতিল করা যাইবে না। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ১৭৪]*

ইহা দাখিল করা হইয়াছিল যে, আপীলেন্ট শুধুমাত্র ২ বা ৩ দিন মামলা স্থগিত রাখিবার জন্য সময় নিয়াছেন এবং যে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছিল তাহা ছিল তাহা হৃদরোগজনিত ভুগান্তির কারণে এবং তাহার সময়ের দরখাস্ত যাহা ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তাহা প্রত্যাখ্যান হয় এবং তাহাকে মিস-কেস (MISC CASE) ধার্য তারিখে তাহার অনুপস্থিতির কারণ প্রমাণের জন্য কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহার বক্তব্যের বিষয়বস্তু, রায় এবং নিম্ন আদালতের আদশেসমূহ বাতিল করিয়া মিস কেস-কে অনুমতি দেওয়া হয়। *[৪২ ডিএলআর ৪৮]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ এবং আদেশ ৫ নিয়ম ৯-ক ঃ একতরফা ডিক্রি ঃ একতরফা ডিক্রি কার্যকরী করিবার সময়ে সম্পত্তির দখল দেওয়া হয় এই ক্ষেত্রে বিচারিক আদালত যিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত একতরফা ডিক্রি জারি করিয়াছেন সে বিবাদীর উপর সমন যথারীতি জারি হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে যাহার

ফলশ্রুতিতে আদালতের নিজস্ব রায়-এর বিরুদ্ধে যাওয়ার এখতিয়ার আছে এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক একতরফা ডিক্রি আদেশকে বাতিল করিয়াছে। আদালত স্বয়ং যদিও বিবাদী আদালতের নিকট কোন শপথ করে নাই যে সে কোন সমন পায় নাই। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ১৯৩]*

বিবাদীর উপর যে সমন যথারীতি জারি হইয়াছিল তাহা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর। বাদী প্রমাণের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে যদি সে দেখার যে প্রসেস সার্ভার তাহার রিপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে জানায় যে, সে উক্ত সমন বিবাদীর বাড়ির মূল দরজায় ঝুলাইয়া জারি করিয়াছে কারণ তাহারা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে প্রসেস সার্ভার যখন তাহার রিপোর্টে একটি হলফ ঘোষণা করিয়া দাখিল করে তাহার উক্ত ঘোষণাটি দেওয়ানী কার্যবিধির ৫ আদেশে ১৯-ক নিয়ম মোতাবেক বাধ্যতামূলক নহে কিন্তু তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক যখন সে তাহার রিপোর্ট সাধারণভাবে বলে যে, সমন যথারীতি বিবাদীর উপরই জারি হইয়াছে। আর সমন যে যথারীতি জারি হয় নাই ইহা প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীর। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ১৯৩]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩, আদেশ ৪৩ নিয়ম ১-ঘ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মানুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায়ই কোন মামলা খারিজ হইলে সেইক্ষেত্রে আপীল চলে কিনা এবং সেক্ষেত্রে একতরফা ডিক্রির আদেশ বাতিল চলে কিনা। যখন রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা আদেশ ৯-এর নিয়ম ১৩ দ্বারা কোন ত্রুটির প্রতিকার আছে।

যাহাই একটি খারিজের জন্য বলা হউক না কেন, যদি উক্ত খারিজের আদেশের উপর আপীল চলে তবে যাহা পরিচালনযোগ্য হইবে। কিন্তু যদি দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়মানুযায়ী কোন মিস কেসটি যথাযথ প্রয়োজনীয় নিয়মানুযায়ী এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়ের না হয়। সেইক্ষেত্রে আপীল আদালত যদি উক্ত প্রাসঙ্গিক একতরফা ডিক্রিকে বাতিল করে তবে তাহা এক ধরনের ভুল হইবে। মিস কেস-এর বাতিল-এর আদেশ দিয়া সেইক্ষেত্রে মামলাটিকে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ফেরত পাঠানো হইবে। *[৪২ ডিএলআর ৪৯৭]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রি জারি বাতিল তামাদি প্রশ্ন বিবেচনায় পুনঃপ্রেরণের আদেশ ঃ বর্তমান মামলায় বিচারিক আদালত কর্তৃক মামলা তামাদির বিষয়ে কোন আলোচনা বা বিশ্লেষণ হয় নাই এবং যতক্ষণ ইহা বলা হইবে না যে পরোক্ষ মামলা পুনরুজ্জীবিত করিয়া পরোক্ষ মার্জনা করা হইয়াছে, যখন একটি বিষয়কে ফেরত পাঠানো হয় এবং উক্ত উচ্চ আদালত উহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে নির্দেশ দেয় এবং পক্ষগণকে তাহাদের সংশ্লিষ্ট মামলাকে উপস্থাপন করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়।

এইরূপ ইচ্ছাধীন আদেশ কোন সাধারণভাবে হস্তক্ষেপ করা হইবে না যতক্ষণ না উহাদের বিবদমান কোন পক্ষকে একটি সাংঘাতিকভাবে এর কারণ হইবে। *[৪৩ ডিএলআর (এডি) ১৯১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ আপোসমূলক ডিক্রি ৮নং বিবাদীকে সমন না দিয়াই পাস করা হয় ইহা প্রবঞ্চনা বলা যায়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করিলে সীমাবদ্ধতা কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আদেশ ৯-এর নিয়ম ১৩ অনুযায়ী দেওয়ানী আইনের মামলার বিশেষ বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রি বাতিল করা ঃ একতরফা বিচারের জন্য মামলা স্থির করিবার পূর্বেই বিচার আদালত সন্তোষজনকভাবে দেখিবে যে, বিকল্প (প্রতিস্থাপন) উত্তরাধিকারীদের যথাযথ নোটিস জারি করা হইয়াছে। এইরূপ কোনও সন্তোষজনক বিষয় রেকর্ডে নাই তাই সাধারণভাবে প্রসেস সার্ভার দ্বারা এবং রেজিস্ট্রিভাবে নোটিস পাঠান হইয়াছে বলিয়া রেকর্ডে নাই। সেই কারণে মূল মামলা অত্র নথিভুক্ত এবং সংখ্যাভুক্ত না করিলে সুষ্ঠু বিচার আশা করা যায় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯১]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ কোন একতরফা ডিক্রি সংক্ষিপ্ততার কারণে বাতিল হইবে না। যদি সে দুইটি বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়া ডিক্রি জারি করা হইয়াছে তাহার একটিও যদি বিবাদী হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারে। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৩]*

আদেশ ৯ নিয়ম ১৩ ঃ একতরফা ডিক্রির আদেশ প্রচারের পূর্বে কি পরে বিবাদী মারা গিয়া থাকিলে মৃত বিবাদীর আইনানুগ প্রতিনিধি দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ আদেশের ১৩ নিয়ম মোতাবেক একতরফা ডিক্রি রদ চাহিয়া দরখাস্ত করিতে পারে। *[৫০ ডিএলআর (এইচডি) ১৪০]*

নিয়ম

[১] [১৩-ক। একতরফা ডিক্রি সরাসরি রহিতকরণ ঃ

(১) বিধি ১৩ বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতে বিলম্ব অবসান ও বিচার ত্বরান্বিত করানোর উদ্দেশ্যে, বিধি ১৩-এর অধীন আদালতকে পর্যাপ্ত কারণ বিষয়ে সন্তুষ্ট করানোর উদ্দেশ্যে

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৮নং আইন)-এর ৩ ধারা বলে ধারা সংযোজিত।

বাদীকে সাক্ষ্য উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিয়া, সরাসরি ডিক্রি খারিজ করিয়া দিতে পারেন, তবে আদালত উপযুক্ত ও নির্ধারণ করা সাপেক্ষে বাদীকে অনধিক তিন হাজার টাকার খরচ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই বিবাদীর অনুরোধে কোন ডিক্রিই একাধিকবার রহিত করা যাইবে না।

(২) কোন একতরফা ডিক্রি রহিতকরণের আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই আদালতে বিবাদীর খরচায় বাদীর উপর নোটিস জারি করাইবেন।]

নিয়ম

১৪। বিরুদ্ধ পক্ষকে নোটিস না দিয়া কোন ডিক্রি রদ করা চলিবে না ঃ

ডিক্রি রদের আবেদন সম্পর্কে অপর পক্ষকে নোটিস দেওয়া না হইলে উক্ত আবেদনক্রমে ডিক্রি রদ করা যাইবে না।

ভাষ্য

ডিক্রি একবার হইয়া গেলে একটি স্বার্থের উদ্ভব হয়, বিনা-শুনানিতে সেই স্বার্থ নষ্ট করা যায় না।

প্রতিপক্ষকে নোটিস প্রদান না করিয়া কোন একতরফা ডিক্রি রদ করা যাইবে না *[পিএলডি ১৯৭৯ এসসি এজে এণ্ড কে ১২০]*। এইক্ষেত্রে বাদীর চেলা *(Chela)*-কে নোটিশ প্রদান আইনের দৃষ্টিতে যথেষ্ট হইবে না।
[১১৯ ইন্ডিয়া ক্যাস ২৪১ মাদ.]

১৩ ও ১৪ নিয়ম ঃ একতরফা ডিক্রি রদকরণ ঃ বিবাদী তাহার প্রতি সমন জারি করা হয় নাই কিংবা তাহা অনুপস্থিতির যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এই দুইটি কারণের যেকোন একটি কারণেও একতরফা ডিক্রি রদ করিতে পারে। এই দুইটির যেকোন একটি কারণ দর্শাইয়া যাহাদের অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছে তাহাদেরকে ১৪ নিয়মের আওতায় নোটিস প্রদান করিলে আদালত আবেদনকারীর কিংবা সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত একতরফা ডিক্রিটি রদ করিয়া দিতে পারিবেন। আদালত এইরূপ রদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে খরচ প্রদানেরও নির্দেশ দিতে পারে। *[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ৪৬১]*

সার-সংক্ষেপ

মামলার শুনানির দিন পক্ষদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ফলাফল

Appearance of parties and consequences of non-appearances when the suit is called for hearing

এই প্রসঙ্গে যাবতীয় নিয়মাবলী ৯ আদেশের ১-১৪ বিধিতে বিবৃত আছে।

শুনানির দিন কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে

When neither parties appear on the date of hearing

মামলায় শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যদি কোন পক্ষই হাজির না হয়, তবে আদালত মামলা খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবেন। এই অনুসারে মামলা খারিজ হইলে বাদী একই কারণে অথবা খারিজের আদেশ রদ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং তদবস্থায় বাদী যদি আদালতের সন্তুষ্টিমত নির্দিষ্ট তারিখে হাজির না হওয়ার উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারে, তবে আদালত খারিজের আদেশ রদ করিয়া মামলা বিচারের জন্য একটি তারিখ দিবেন।

উদাহরণ

দবির, সাবেতের বিরুদ্ধে দুইশত টাকার দাবিতে একটি মামলা দাবি তামাদি হওয়ার এক মাস পূর্বে দায়ের করিল। মামলা দায়েরের ৬ মাস পর এই মামলা শুনানির দিন উভয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে খারিজ হইলে খারিজের আদেশ রদ করিবার জন্য আবেদন করা যাইবে কিন্তু এই দাবির জন্য আবার নূতন মামলা চলিবে না, কারণ দাবি ইতিমধ্যে তামাদি হইয়া যাইবে।

শুনানির দিন বাদী উপস্থিত কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে ঃ শুনানির দিন বাদী উপস্থিত কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে এবং এইক্ষেত্রে শুনানির জন্য মামলার ডাক পড়িলে যদি বাদী হাজির থাকে, কিন্তু বিবাদী হাজির না থাকে, তবে মামলার সমন রীতিমত জারি হইলে, বাদী পক্ষের সাক্ষ্য দিয়া আদালত একতরফা নিষ্পত্তি

করিতে পারেন। সমন যথারীতি জারি না হইয়া থাকিলে আদালত পুনরায় সমন জারির আদেশ দিবেন। বিবাদী উপস্থিত হইয়া যদি মামলায় লিখিত জবাব দেয় বা জবাব দেওয়ার জন্য সময়ের প্রার্থনা করে, তবে আদালত মামলা একতরফা নিষ্পত্তি না করিয়া অবস্থানুযায়ী অন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

শুনানির দিন বিবাদী উপস্থিত, কিন্তু বাদী অনুপস্থিত থাকিলে ঃ মামলার শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যদি বিবাদী হাজির হয় কিন্তু বাদী হাজির না হয়, তবে বিবাদী বাদীর দাবি বা উহার অংশ স্বীকার না করিলে আদালত মামলা খারিজের *(dismissal)* আদেশ দিবেন। বিবাদী যদি বাদীর দাবি বা উহার অংশ স্বীকার করিয়া নেয়, তবে আদালত সেই অনুপাতে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি দিবেন এবং বাদীর অবশিষ্ট দাবি সম্পর্কে মামলা খারিজের আদেশ দিবেন। কোন মামলা আংশিক বা সামগ্রিকভাবে খারিজ হয়, সেইক্ষেত্রে একই কারণে বাদী নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবে না, কিন্তু বাদী মামলা খারিজের আদেশ রদ করার জন্য আদেশ করিতে পারিবে। বাদী যদি মামলার দিন অনুপস্থিত থাকিবার সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারে, তবে আদালত মামলা খারিজের আদেশ রদ করিবেন এবং মূল মোকদ্দমা বিচারের জন্য একটি তারিখ দিবেন। এই অবস্থায় মামলা খারিজের আদেশ রদ করিবার পূর্বে বিবাদীকে বাদী হইতে উপযুক্ত বিষয়ে বাদীর আবেদন সম্পর্কে অপর অপক্ষকে নোটিস না দিয়া অত্র বিধি অনুসারে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

একতরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে কি কি প্রতিকার ঃ মামলার শুনানির জন্য ডাক পড়িলে যেক্ষেত্রে বাদী হাজির থাকে, কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকে, আদালত মামলা একতরফা বিচার করিতে পারিবেন। এইভাবে মামলা নিষ্পত্তি হইলে তাহাকে বলা হয় একতরফা ডিক্রি, উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি নিয়া মামলা বিচার হইলে তাহাকে বলা হয় দোতরফাসূত্রে ডিক্রি।

কোন মামলা বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা রদের জন্য বিবাদী ডিক্রিদানকারী আদালতে উহা রদ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে বিবাদী যদি সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারে যে, তাহার উপর যথারীতি সমন জারি করা হয় নাই, অথবা অপর কোন যথেষ্ট কারণে সে মামলার শুনানির সময় হাজির হইতে পারে নাই, তবে আদালত বাদীর খরচ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়া উক্ত একতরফা ডিক্রি রদের আদেশ দান করিবেন এবং মূল মামলা বিচারের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন। একতরফা ডিক্রি যদি এইরূপ ধরনের হয় যে, উহা কেবল আবেদনকারী বিবাদীর উপর হইতে রদ করা সম্ভব নহে, তবে সেইক্ষেত্রে অন্যান্য সকল বা যেকোন বিবাদীর উপর হইতেও উহা রদ করা যাইবে। অপর পক্ষকে নোটিস না দিয়া একতরফা ডিক্রি রদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না। অর্থাৎ এই প্রকার ডিক্রি রদের আবেদন থাকিলে অপর পক্ষকে অবশ্যই সে বিষয়ে নোটিস দিয়া এবং অপর পক্ষের কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা শুনিয়া একতরফা ডিক্রি রদ বিষয়ে যথাবিহিত আদেশ দিতে হইবে।

একতরফা ডিক্রি রদের ইহাই একমাত্র বিধান নহে। উপযুক্ত কারণ থাকিলে আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাদী ইচ্ছা করিলে উর্ধ্বতন আদালতে একতরফা ডিক্রি রদের জন্য আপীল করিতে পারিবে। একতরফা ডিক্রির জন্য বাদীর দাবির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন হয় না সত্য, কিন্তু দাবির সমর্থনে প্রাথমিক প্রমাণ আবশ্যক।

আদেশ ১০
আদালত কর্তৃক পক্ষগণের জবানবন্দী গ্রহণ

নিয়ম

১। আরজি-জবাবের অভিযোগ কি স্বীকৃত বা অস্বীকৃত, তাহা নির্ধারণ ঃ

মামলার প্রথম শুনানিতে আদালত প্রত্যেক পক্ষ বা পক্ষের উকিলের নিকট জানিয়া লইবেন যে, সেই পক্ষ অপর পক্ষের আরজিতে বা লিখিত বিবৃতিতে (যদি থাকে) উল্লিখিত অভিযোগ স্বীকার করে কি অস্বীকার করে এবং স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিত উল্লিখিত নহে, এইরূপ যেই সকল অভিযোগ অপর পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করে কি অস্বীকার করে।

ভাষ্য

মামলার প্রথম শুনানির দিনে আদালত প্রত্যেক পক্ষ বা পক্ষের উকিলের নিকট জানিয়া লইবেন যে, সেই পক্ষ অন্য পক্ষের আরজি বা লিখিত বিবৃতিতে উল্লিখিত অভিযোগ স্বীকার করে কিংবা অস্বীকার করে। স্পষ্টতঃ উল্লিখিত নহে এইরূপ যেই সকল অভিযোগ অপর পক্ষ স্বীকার বা অস্বীকার করিয়াছে তাহা এইবার স্বীকার করে কি অস্বীকার করে তাহাও জানিয়া লইতে হইবে।

এই আদেশের নিয়মগুলি আদালতকে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধের মূল দিকগুলি জানিয়া লইতে সাহায্য করে এবং অপ্রাসঙ্গিক দিকগুলি এড়াইয়া যাইতে সহায়তা করে।

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ এই নিয়ম অনুসারে কোন লিখিত উত্তর এই মৌখিক জবানবন্দীর বিকল্প নহে *[এ ১৯২২ অযোধ্যা ১৭৮১]* এবং মৌখিক বিবৃতি কোন হেতু ভাষণের বিকল্প নহে। এই নিয়ম অনুসারে কোন পক্ষ কর্তৃক রচিত স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত। *[এ ১৯২৬ আর ৭১০]*

যখন বাদী উপস্থিত কিন্তু তাহার উকিল উপস্থিত হয় নাই তখন আদালত এই নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হইবেন এবং মোকদ্দমা খারিজ না করিয়া বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। *[৩৩ বি ৪৭৫]*

পক্ষ বা তাহার উকিলের জবানবন্দী গ্রহণ কখন প্রয়োজন নয় ঃ বাদী যদি লিখিত দরখাস্ত দায়ের করে যাহাতে জবাবে বর্ণিত সমস্ত ঘটনার বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করে তবে পক্ষ অথবা তাহার উকিলের জবানবন্দী গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। *[৯ লাহোর এলজে ৬৭]*

নির্ধারণ করিবে ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী এক পক্ষ ঘটনা সম্পর্কে যে অভিযোগ করিয়াছে অন্য পক্ষ তাহা স্বীকার করে কিংবা অস্বীকার করে তাহা নির্ধারণের ব্যাপারে আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। নথিপত্রের প্লিডিং যদি সম্পূর্ণ এবং পরিষ্কার হয় সেইক্ষেত্রে নিয়মের আওতায় যাচাই প্রয়োজনীয় অথবা সঠিক নহে।

[এআইআর ১৯৪১ সিন্ধু ৪১ (ডিবি)]

কিন্তু জবাবে যদি আরজিতে বর্ণিত অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে অস্বীকার করা না হয় তবে তাহাদের মধ্যকার বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য যাচাই করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। *[পিএলডি ১৯৭৯ এসসি (এজে এণ্ড কে) ৮০]*

এই নিয়ম পক্ষগণের প্রথম শুনানির দিন হাজিরার নির্দেশ দেয় না। ইহা কেবলমাত্র প্লিডিং-এ বর্ণিত অভিযোগ পক্ষ অথবা তাহার উকিল স্বীকার বা অস্বীকার করে কিনা তাহা নির্ধারণের ব্যবস্থা করে *[পিএলডি ১৯৬৩ ঢাকা ১৭৫]*। বিবাদী এই নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে হাজির না হইয়া তাহার উকিল হাজির হইলে তাহার নিকট হইতে ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ নির্ধারণ করিতে পারে। *[পিএলডি ১৯৬৩ ঢাকা ১৭৫]*

পক্ষগণ স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতে পারে ঃ মামলার বিষয়ের সহিত সরাসরি জড়িত নহে এমন বিষয়ে কোনরূপ স্বীকার করিতে পক্ষ বা তাহার উকিল অস্বীকার করিতে পারে, বিশেষ করিয়া এই ধরনের প্রশ্ন যখন অপর পক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়। *[এআইআর ১৯৩০ লাহোর ২২৯ (ডিবি)]*

স্বীকৃতির ফল ঃ এই নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি আদালত অবশ্যই নথিভুক্ত করিবে। তবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ ব্যতীত আদালত এই নথিভুক্ত জবাবের উপর ভিত্তি করিয়া চূড়ান্ত রায় প্রদান করিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯২২ অযোধ্যা ১৭৮ (ডিবি)]*

নিয়ম

২। পক্ষ বা পক্ষের সঙ্গী ব্যক্তির মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ ঃ

মামলার প্রথম শুনানিতে বা পরবর্তী কোন শুনানিতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির কোন পক্ষ বা উপস্থিত অপর কেউ অথবা পক্ষ বা পক্ষের উকিলের সহিত উপস্থিত অপর কোন ব্যক্তি মামলা সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হইলে, আদালত মৌখিকভাবে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ জবানবন্দী গ্রহণকালে কোন আদালত সঙ্গত মনে করিলে অপর পক্ষের সুপারিশ মোতাবেক কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পারিবেন।

ভাষ্য

মামলার প্রথম শুনানিতে আদালত নিম্ন উপায়ে জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারে ঃ

১। মামলার মূল কারণ সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়া উঠার জন্য আদালত ব্যক্তিগতভাবে হাজির যেকোন পক্ষের মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২। মামলার কোন এক পক্ষের সহিত হাজির কোন ব্যক্তি মামলা-সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জবাবদানে সমর্থ হইলে আদালত তাহার মৌখিকভাবে জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। মামলার পরবর্তী কোন শুনানির দিনে যেকোন পক্ষ বা পক্ষের সহিত হাজির কোন ব্যক্তি ঐ মামলার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে সমর্থ হইলে আদালত মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। আদালত সুপ্রযুক্ত মনে করিলে যেকোন পক্ষের সুপারিশ মোতাবেক কোন প্রশ্নও জবানবন্দীতে যুক্ত করিবেন।

বিবৃতির গুরুত্ব ঃ এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইল বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাক্ষ্য নেওয়া নয়। *[এআইআর ১৯২৬ অল ৪১১ (ডিবি)]*

ইহা শপথপূর্বক নিয়মিত জবানবন্দী গ্রহণের বিকল্প নয় অথবা ১৮ আদেশে বর্ণিত বিচারের সাধারণ পদ্ধতিতে অস্বীকার করা নয়।

[এআইআর ১৯২৬ অল ৪১১ (ডিবি)]

ইহা সাক্ষ্য গ্রহণ হইতে অব্যাহতি প্রমাণ করে না কিন্তু পরবর্তীকালের প্রশ্ন উত্তর ইহাকে বাতিলও করে না।

[এআইআর ১৯৬২ ক. ৪৪৭]

পক্ষের হাজির না হওয়া ঃ সঠিকভাবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য দেওয়ানী আদালত যদি কোন পক্ষকে সঠিক বিবৃতি দানের জন্য ডাকিয়া পাঠায় এবং উক্ত পক্ষ যদি হাজির না হয় তাহা হইলে আদালত ধরিয়া নিতে পারে যে, ঐ পক্ষ সঠিকভাবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য আগ্রহী নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহার জন্য ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি পাস করা যাইবে।

[১৯৮১ সিএলসি ২৪]

আপীল আদালত ঃ ভুলের ব্যাপারে সঠিক প্রমাণ না থাকিলে আপীল আদালত বিচার আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত বিবৃতির নির্ভুলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য।

[এআইআর ১৯৬৫ অল. ২৬৬]

ছোট মামলার আদালত ঃ জটিল মামলার বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং পরবর্তী বিবরণাদির জন্য ছোট মামলার আদালত এই নিয়মের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

[এআইআর ১৯৫৬ ভূপাল ৯]

উকিলের জবানবন্দী গ্রহণ ঃ এই নিয়ম পক্ষের উকিলের জবানবন্দি গ্রহণের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করে না।

[এআইআর ১৯৪১ সিন্ধু ৪১]

নিয়ম

৩। জবানবন্দীর সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া রাখিতে হইবে ঃ

বিচারক উপরোক্ত জনানবন্দীর সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা নথির অংশরূপে গণ্য হইবে।

ভাষ্য

জবানবন্দী গ্রহণের সারমর্ম বিচারক লিখিয়া রাখিবেন। ইহা মামলার লিপিবদ্ধ নথির অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম

৪। উকিল কোন প্রশ্নের জবাব দানে অস্বীকার করিলে বা অসমর্থ হইলে তাহার পরিণাম ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ উকিলের মারফতে হাজিরা দিয়াছে সেই পক্ষের উকিল বা ২ নিয়মে উল্লিখিত উকিলের সহিত উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি মামলা-সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে বা অসমর্থ হয় এবং আদালত যদি মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত এবং সেই পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে পারা সম্ভব, তবে সেইক্ষেত্রে আদালত মামলার শুনানি পরবর্তী কোন তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখিবেন এবং সেই তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দান করিবেন।

(২) যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ নির্ধারিত তারিখে কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে হাজির না হয়, তবে আদালত সেই পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারিবেন বা মামলাটি সম্পর্কে উপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

উকিলের সহিত হাজিরা দিয়াছে এইরূপ কোন পক্ষ বা ২ নিয়মে উল্লিখিত উকিলের সহিত উপস্থিত কোন ব্যক্তি যদি মামলার গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্নের জবাব দানে অস্বীকৃতি জানায় বা অসমর্থতা প্রকাশ করে, কিন্তু আদালত যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের উক্ত বিষয়ে জবাব দেওয়া উচিত এবং তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলে তাহার জবাব দেওয়া সম্ভব তবে আদালত মামলার শুনানি পরবর্তী কোন তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন। সেই তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ আদালত দান করিবেন।

কোন যুক্তিসঙ্গত আইনানুগত কারণ ব্যতীত সেই পক্ষ নির্ধারিত শুনানির দিনে হাজির না হইলে, আদালত সেই পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারিবেন কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবেন।

এই নিয়মে কোন পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া যাইবে তখন যখন সেই পক্ষের উকিল মামলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জবাব দানে অস্বীকার করেন বা অসমর্থ হন।

উদ্দেশ্য ঃ এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইল, উভয় পক্ষের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বোধগম্য নহে এমন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া এবং সম্ভব হইলে বিচার্য বিষয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য স্বীকারোক্তি পাওয়া।

[এআইআর ১৯৩৩ অল ৫১৭ (ডিবি)]

ব্যক্তিগত হাজিরা ঃ এই নিয়মের আওতায় পক্ষগণের ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ তখনই দেওয়া যায় যখন আদালত দেখে যে, মামলায় এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে যাহার উত্তর প্রয়োজন এবং পক্ষের উকিল তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করে অথবা অক্ষম হয়। *[এআইআর ১৯৩৩ অল. ৫১৭]*

ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ দেওয়ার পর হাজির না হওয়া ঃ কোন ব্যক্তি কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে আদালত তাহার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করিতে পারে। *[কেএলআর ১৯৮৩ সিসি ১৫২]*

আইনসঙ্গত ওজর ঃ এই নিয়মের আওতায় কোন আদেশ পাস করার পূর্বে আদালত দেখিতে বাধ্য যে, মামলার কোন পক্ষ আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীতই হাজির হইতে ব্যর্থ হইয়াছে। *[পিএলডি ১৯৮২ লাহোর ৬৩]*

রায় ঘোষণা ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী অনুপস্থিত পক্ষের বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করা হয় তাহা তাহার অনুপস্থিতির জন্য সাজা নহে বরং তাহাকে পরবর্তীতে মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ প্রদান না করার একটা দণ্ডমূলক কার্যক্রম। কাজেই সমস্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করিবার পর ঘোষণা করা যাইতে পারে। *[এনএলআর ১৯৮২ সিএলজে ১১৯]*

খারিজ রেস-জুডিকাটা হিসাবে কাজ করে ঃ বিমোচনের মামলা (Suit for redemption) ব্যতীত এই নিয়ম অনুসারে কোন মামলা খারিজের আদেশের পরবর্তী মামলায় একই বিষয়বস্তুতে রেস জুডিকাটা হিসাবে কাজ করে। *[১১ এভিয়া কেস ৯৮৬ (ডিবি) বোম্বে]*

একই বন্ধক উদ্ধারের জন্য পরবর্তী মোকদ্দমা এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত খারিজের আদেশ দ্বারা বারিত নহে। *[এআইআর ১৯২৯ বোম্বে ১১৬]*

আপীল এবং রিভিশন ঃ এই নিয়মের আওতায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ৪৩ আদেশের ১ নিয়মের অনুচ্ছেদের আওতায় আপীল করা যায়। *[১৯৫৭ অল ডব্লিউআর (এইচসি) ৭৩]*

কিন্তু আপীলকারী নির্দেশিত হাজিরার দিনে হাজির হইতে ব্যর্থতার কারণে আপীল খারিজ হইলে অথবা কোন একজন বিবাদী ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে ব্যর্থতার জন্য তাহাকে বাদ দেওয়া হইলে এবং শেষ পর্যন্ত আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি আদেশ দিলে, সেইক্ষেত্রে আপীল করা যাইবে না। *[এআইআর ১৯১৭ অল. ৩০০]*

বিবাদী যিনি একজন অবাধ্য পক্ষ যাহার জবাব বাদ দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইলে তাহা এই আইনের ১১৫ ধারা অনুযায়ী "নিষ্পত্তিকৃত মামলার" আওতায় আনিবে না এবং তাহা রিভিশনযোগ্য নহে। *[১৯৫৭ অল. ডব্লিউআর (এইচসি) ৭৩]*

আদেশ ১১

আবিষ্কার ও পরিদর্শন

নিয়ম

১। প্রশ্নাবলীর সাহায্যে (তথ্য) আবিষ্কার ঃ

কোন মামলার বাদী বা বিবাদী পক্ষ অপর পক্ষগণকে বা তাহাদের মধ্যে একজন বা একাধিক জনকে জেরা করিবার জন্য আদালতের অনুমতিক্রমে ইস্যু গঠনের ১০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে প্রশ্ন আদালতে দাখিল করিতে পারিবে ; এবং এইরূপ প্রশ্নমালা দাখিল করা হইলে উহার মধ্যে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর কে দিবে তাহা প্রশ্নমালার পাদটিকায় লিখিত থাকিবে ; তবে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে একটির বেশি প্রশ্নমালা দাখিল করিতে পারিবে না। উপরন্তু মামলার সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নহে, এইরূপ কোন প্রশ্ন সাক্ষীকে মৌখিকভাবে জেরা করিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করা চলিলেও এইক্ষেত্রে তাহা অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভাষ্য

কোন মোকদ্দমার বাদী বা বিবাদী একে অপর পক্ষগণকে বা তাহাদের মধ্যে একজন কিংবা একাধিক জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিতভাবে আদালতে হাজির করিতে পারিবে। প্রশ্নমালার কোন প্রশ্নের উত্তর কাহার নিকট দিতে হইবে তাহা প্রশ্নমালার পাদটীকায় লিখিত থাকিবে। কোন পক্ষই আদালতের অনুমতি ব্যতীত অপর পক্ষকে একটির বেশি প্রশ্নমালা জবাব দানের জন্য দিতে পারিবে না। মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এমন কোন প্রশ্ন সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় করা যাইতে পারে, কিন্তু এইক্ষেত্রে উহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অপরপক্ষের মামলার স্বরূপ বা কারণগুলি জানিবার জন্য প্রশ্ন করা যাইতে পারে এবং স্ব-স্ব পক্ষের মোকদ্দমাকে সহায়তা করাও ইহার উদ্দেশ্য।

অপরপক্ষের প্রমাণকারী তথ্যগুলি জানিবার জন্য কি প্রশ্নমালা তৈয়ার করা যাইবে না। জনস্বার্থের ক্ষতিকর এমন কোন প্রশ্নও করা যাইবে না।

প্রশ্নমালা দেওয়ার বাধা ঃ প্রশ্নমালা বিচার্যবিষয় অথবা কার্যক্রমের একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অথবা দাবিকৃত প্রতিকারের জন্য অথবা সাধারণ নিয়ম হিসাবে বিচার্য বিষয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

[এআইআর ১৯৬০ কল. ৫৩৬]

কিসের উপর প্রশ্নমালা করা হইবে ঃ কোন পক্ষ তাহার বিরুদ্ধ পক্ষকে সেই সমস্ত প্রশ্ন করিতে পারিবে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সেই পক্ষ কি ধরনের মামলার মোকাবেলা করিবে এবং প্রকৃতপক্ষে বিচার্য বিষয় কি তাহা জানিতে পারে।

[এআইআর ১৯৩৪ নাগ. ১৮১]

মামলার পক্ষ কেবলমাত্র মামলার মৌলিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। তাহারা নিজ মামলার সমর্থনের জন্য সাক্ষাতে প্রয়োজন এমন যেকোন প্রশ্ন করিতে পারে। *[এআইআর ১৯৫২ নাগ. ১৩৫ (ডিবি)]*

সাক্ষ্য ঃ সাক্ষ্য সংক্রান্ত প্রশ্নমালা যাহা কোন পক্ষ তাহার সমর্থনের জন্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করে অথবা যাহা তাহার সাক্ষ্যদের নাম সংক্রান্ত এইরূপ প্রশ্নমালা করা যাইবে না। *[এআইআর ১৯৩৩ কল. ১৫১ ডিবি]*

প্রকৃতপক্ষে যেই সমস্ত প্রশ্নমালা জেরার প্রকৃতির (যেমন, যেই পক্ষের প্রতি প্রশ্ন করা হইতেছে সেই পক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্যই প্রশ্ন করা হইলে) সেই সমস্ত প্রশ্নমালা করা যাইবে না। *[৩৭ বোম্বে ৩৪৭]*

আইনের প্রশ্ন ঃ প্রশ্নমালা ঘটনার প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে আইনের প্রশ্নে নহে। *[২৩ কল. ১১৭]*

পক্ষ প্রশ্নমালার উত্তর দিতে বাধ্য নহে ঃ ফৌজদারী অপরাধে জড়াইতে পারে অথবা বাদী দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হিসাব করিয়াছে তাহা যাচাই করিবার জন্য কোন প্রশ্ন করা হইলেও সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পক্ষ বাধ্য নহে। *[এআইআর (১৯৬০) মাদ. (১৮৪) ১৪ কল. ৭০৩]*

কাহার প্রতি প্রশ্নমালা করা যাইতে পারে ঃ প্রশ্নমালা মামলার এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে করা যাইতে পারে। অপর পক্ষকে প্রকৃত পক্ষ হইতে হইবে নামমাত্র হইলে চলিবে না। কাজেই কোন কোন সহ-বাদী যদি বাদীর সহিত যোগসাজস করে তাহা হইলে সে বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। কাজেই সে বাদীর প্রতি প্রশ্নমালা উত্থাপন করিতে পারে না *[এআইআর ১৯২১ মাদ. ৩৮১ (ডিবি)]*। তবে সে তাহার সহ-বিবাদীদের বিরুদ্ধ পক্ষ হিসাবে বিবেচনা হইতে পারে এবং অন্যান্য সহ-বিবাদী তাহার উপর প্রশ্নমালা রাখিতে পারে।

[১৭ বোম্বে ৩৮৪]

প্রশ্নমালা কেবলমাত্র মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিকারী বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি করা যাইতে পারে। একতরফা বিবাদীর প্রতি প্রশ্নমালা করা যায় না।

[এআইআর ১৯২১ কল. ৯৫৩]

প্রবেট কার্যক্রম ঃ এই আদেশ প্রবেট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। বিচারক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পূর্ণ আবিষ্কারের জন্য এক্সিকিউটরকে প্রশ্নমালা সরবরাহের নির্দেশ দিতে পারে। সুকঠিন প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। এই সকল প্রশ্নমালা হইতে অপরাধজনক ও বেঠিক বিষয় বাদ দেওয়ার ক্ষমতা বিচারকের আছে।

[এআইআর ১৯১৬ কল. ৯৫৩]

আদেশ ১১ নিয়ম ১ (১৯৮৩ সালের অর্ডিন্যান্স নং ৪৮ দ্বারা পরিবর্তিত) **ঃ** বাদী অথবা বিবাদী বিচার্যবিষয় স্থির হওয়ার পর হইতে দশদিনের মধ্যে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে লিখিতভাবে প্রশ্নসূচক বিবরণ বিপক্ষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য পেশ করিতে পারে।

[৪১ ডিএলআর ৩৮৭]

সময়সীমা নির্দিষ্ট করিবার নীতি অবশ্য করণীয় নহে ঃ ইহা নির্দেশ দেওয়ার মতই যখন আইন প্রণেতাগণ কোন কাজ সম্পন্ন করিবার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা না হইলে তাহার উপর কোন বিশেষ শর্ত সংযোগ করা না হয় এইরূপ সময় সীমা বাধিয়া দেওয়া আইনতঃ অবশ্যপালনীয় হইবে না.কেবল নির্দেশ হিসাবেই ইহা বিবেচ্য হইবে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা স্থির করা হয় যে, পরিবর্তিত ১১ আদেশের ১ নিয়ম অবশ্য পালনীয় হইবে না, বরং ইহা নির্দেশমূলক হইবে। *[৪১ ডিএলআর ৩৮৭]*

নিয়ম

২। নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী দাখিল করিতে হইবে ঃ

প্রশ্নমালা দাখিল করিবার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিবার সময় উক্ত মামলা আদালতে পেশ করিতে হইবে। এইরূপ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অপরপক্ষ যদি কোন বিবরণ দাখিলের বা স্বীকারোক্তি করা বা মামলার সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন-সংক্রান্ত কোন দলিল উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করে তবে আদালত তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং মামলার সুষ্ঠু বিচারের জন্য খরচ কমাইবার জন্য যেই প্রশ্নগুলি দরকারী বলিয়া আদালত মনে করিবেন কেবল সেই প্রশ্নগুলি দাখিল করিবার জন্যই আদালত অনুমতি দান করিবেন।

ভাষ্য

প্রশ্নমালা দাখিলের অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিবার সময়, উক্ত প্রশ্নমালা আদালতে পেশ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যদি অপর পক্ষ মামলাসংক্রান্ত কোন বিবরণ প্রস্তাব বা প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট কোন দলিল উপস্থিত করিতে চায়, তবে আদালত উহাও বিবেচনা করিবেন এবং ব্যয় সংকোচনের জন্য যেই প্রশ্নগুলি আদালতে প্রাসঙ্গিক ও দরকারী মনে করিবেন, সেইগুলিই দাখিলের অনুমতি দান করিবেন।

এই নিয়মে আদালত কোন প্রশ্নমালা নির্ধারণ করিতে পারেন না, তবে শুধু উল্লেখ করিতে পারেন কোন্ প্রশ্নগুলি করা উচিত।

কখন আবেদন মঞ্জুর করা হইবে ঃ আদালতের প্রশ্নমালা নিষ্পত্তির কোন ক্ষমতা নাই। ইহা কেবলমাত্র কোন্ ধরনের প্রশ্নমালা করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারে। *[এআইআর ১৯১৬ কল. ৯৫৩]*

প্রশ্নমালা কেবলমাত্র আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পেশ করা যায়। কাজেই যখন আবেদন করা হয় তখন আদালত নির্ধারণ করিবে অপর পক্ষকে প্রশ্নমালা করিবার অনুমতি আবেদনকারীকে দেওয়া হইবে কিনা। ঐ পর্যায়ে পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নমালার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অপরপক্ষ বাধ্য তাহা নির্ধারণ করা নয়। *[৫ কল. ৭০৭]*

মামলা ভালভাবে নিষ্পত্তির জন্য অথবা খরচ বাঁচাইবার জন্য প্রশ্নমালা পেশ করিবার অনুমতি দান করা প্রয়োজন মনে করিলেই আদালত অনুমতি প্রদান করিবে। *[এআইআর ১৯৩৪ নাগ. ১৮১]*

রিভিশন ঃ প্রশ্নমালা পেশের অনুমতি না দিয়া আদেশ দিলে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন করা যাইবে। *[এআইআর ১৯৩৪ নাগ ১৮১]*

কিন্তু নিম্ন আদালত যদি মনে করেন যে, মামলার জন্য প্রশ্নমালা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং সকল প্রশ্নমালা বাদ দেন সেক্ষেত্রে রিভিশন আদালত ধারার আওতায় তাহার সমস্ত কিছু না পড়িয়া দেখিবে পক্ষের প্লিডিং-এ তাহা গুরুত্বপূর্ণ কিনা। কারণ এই আদেশ দ্বারা পক্ষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যেহেতু সেইপক্ষের সাক্ষীর জেরার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উত্তর পাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৬১ ত্রিপুরা ২৫]*

নিয়ম

৩। প্রশ্নাবলী সংক্রান্ত খরচ ঃ

মামলার খরচ নিষ্পত্তি করিবার সময় কোন পক্ষের অনুরোধক্রমে উপরোক্ত প্রশ্নমালার যথার্থতা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইবে এবং অনুরূপ অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী যদি মনে করেন যে, প্রশ্নমালা অযৌক্তিক, বিরক্তিকর ও অযথা দীর্ঘ হইয়াছে, তবে উক্ত প্রশ্নমালা ও উহার উত্তর সংক্রান্ত খরচ অনুরূপ ত্রুটির জন্য দায়ী পক্ষ বহন করিবে।

ভাষ্য

মামলার খরচপত্র নিষ্পত্তি করিবার সময় প্রশ্নমালার যথার্থতা যাচাই করিয়া দেখা হইবে। কোন পক্ষ অনুরূপ অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করিয়া থাকুক বা না থাকুক, উক্ত অনুসন্ধানের পর আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, প্রশ্নগুলি অযৌক্তিকভাবে করা হইয়াছে এবং সেইগুলি বিরক্তিকর ও অযথা দীর্ঘ হইয়াছে তবে উক্ত প্রশ্নমালা ও উহার উত্তর সংক্রান্ত খরচের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ দায়ী থাকিবে এবং খরচ বহন করিবে।

নিয়ম

৪। প্রশ্নাবলীর ফরম ঃ

প্রশ্নমালা গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ২ নং ফরমে প্রণয়ন করিতে হইবে, তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় উহাতে প্রয়োজনীয় রদবদল করা চলিবে।

ভাষ্য

প্রশ্নমালা গ-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ২ নং ফরমে তৈরি করিতে হইবে প্রয়োজনীয় রদবদলসহ।

নিয়ম

৫। সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ঃ

যেইক্ষেত্রে মামলার কোন পক্ষ একটি সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা অনেক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান উহার নিজ নামে বা উহার কোন কর্মচারী বা অন্য কাহারও নামে মামলা দায়ের করিতে আইনতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অপরে উহার বিরুদ্ধে অনুরূপভাবে মামলা দায়ের করিতে আইনতঃ অধিকারী, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য বা কর্মচারীকে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা দাখিল করিবার অনুমতি চাহিয়া অপরপক্ষ আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত তদনুসারে আদেশ দান করিতে পারিবে।

ভাষ্য

যদি মামলার কোন পক্ষ একটি সমিতিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন হয় এবং উহা নিজ নামে বা তাহার কোন কর্মচারীর নামে আইনতঃ মোকদ্দমা দায়ের করিতে বা জবাব দিতে পারে, তবে অপরপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীকে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা দাখিলের অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত তদনুযায়ী আদেশ দান করিবেন। করপোরেশন বা অনেক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান নিজে জবাব দিতে পারে না। বরং উহার অধীনস্থ কোন কর্মচারী উহার পক্ষে প্রশ্নমালার উত্তর দান করিবে।

নিয়ম

৬। উত্তর দানের মাধ্যমে প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আপত্তি ঃ

কোন প্রশ্নমালা কুৎসামূলক বা অবান্তর বা মামলার সহিত প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কযুক্ত নহে বা যেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহা মামলার ঐ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নহে — এইরূপ অজুহাতে বা অন্য কোন অজুহাতে প্রশ্নমালার উত্তরদানে আপত্তি উত্থাপন করিতে চাহিলে জবাবী এফিডেভিটের মাধ্যমে তাহা করা যাইবে।

ভাষ্য

কোন প্রশ্নমালা কুৎসাজনক, অপ্রাসঙ্গিক বা মামলার সহিত প্রকৃতপক্ষের সম্পর্কহীন, কিংবা যেই ব্যাপারে জানিতে চাওয়া হইয়াছে তাহা মামলার সেই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নহে, এইরূপ অজুহাতে বা অন্যবিধ কারণে প্রশ্নমালার উত্তর দানে আপত্তি তুলিতে চাহিলে তাহা জবাবী হলফনামার মাধ্যমে করা যাইবে।

কখন বিবাদীর আপত্তির অধিকার বারিত ঃ যেক্ষেত্রে বিবাদী আদেশটির ব্যাপারে কখনও কোন আপত্তি করে নাই এবং প্রশ্নমালার সহিত আবেদনপত্রের নকল যদিও তাহার উপর যথারীতি জারি হইয়াছে, তবু সে কোন স্তরেই প্রশ্নমালার ব্যাপারে কোন আপত্তি প্রদর্শন করে নাই। এইক্ষেত্রে সে তাহা করিতে পারিবে না। কারণ সে দীর্ঘ নীরবতার দ্বারা এই অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রশ্নমালার জবাব দিতে ব্যর্থ হইয়াছে সেইক্ষেত্রে এই আদেশের নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে না। *[(১৯৭৮) ২৬ ডিএলআর ৩১৯]*

প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতি দ্বারা প্রশ্নমালার জবাব দানের নির্দেশ বুঝায় না এবং এই নিয়মের অধীনে জবাবের কোন আপত্তি তোলা যাইবে *[১৮ সি ৪২০]*। যদিও পক্ষের আপত্তি বাতিল করিয়া দিয়া প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল *[৫১ সিডব্লিউএন ২৫০]*। যখন একতরফাভাবে প্রশ্নমালার কোন অনুমতি প্রদান করা হয়, তখন অপর পক্ষ উহা বাতিল করানোর অধিকার রাখে *[৫ সি ১০৭]*। যেইক্ষেত্রে ঘায়েল পক্ষ প্রশ্নমালার জবাব দেয় নাই কিন্তু প্রশ্নমালা প্রদানে আপত্তি করিয়াছিল, সেইক্ষেত্রে তাহার আপত্তি ৭ নিয়মের অধীন ৬ নিয়মের অধীন নহে *[৬৮ সিডব্লিউএন ৪০৭]*। প্রশ্নমালার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোন আপত্তি সম্পর্কে আদালতের ন্যায় নির্ণয় (adjudication) প্রয়োজন আছে। *[১৬ এএলজে ৭৬২]*

কোন পক্ষ প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করিলে তাহাকে দলিল আবিষ্কারে বাধ্য করা যাইবে না। *[২৫ সি ১০৭]*

আদেশ ১১ রুল ৬ ঃ যেখানে বিবাদীর আপত্তি করিবার অধিকার খর্ব করা হয়। বিবাদী কখনও আদেশের প্রতিবাদ করে নাই। কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে বিবাদী কোন আপত্তি পেশ করে নাই। তাহাকে দরখাস্তটি প্রশ্নসূচক বিবরণী সহকারে পাঠানোর পরও কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। সুতরাং এখন এই পর্যায়ে তাহা করিতে দেওয়া যায় না। কারণ দীর্ঘদিন নিশ্চুপ থাকিবার কারণে তাহার সেই অধিকার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ৩১৭]*

নিয়ম

৭। প্রশ্নাবলী রদ করা ও কাটিয়া দেওয়া ঃ

কোন প্রশ্নমালা অসঙ্গত বা বিরক্তিকর এই অজুহাতে তাহা বাতিল করা যাইতে পারে অথবা কোন প্রশ্ন অতিরঞ্জিত, পীড়াদায়ক অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসামূলক — এই অজুহাতে উহা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে ; এতদুদ্দেশ্যে কোন আবেদন করিতে হইলে প্রশ্নমালা দাখিলের পর সাত দিনের মধ্যে তাহা করিতে হইবে।

ভাষ্য

কোন প্রশ্নমালা যুক্তিসঙ্গত নহে বা বিরক্তিকর এই অজুহাতে উহা বাতিল করা যাইতে পারে। কোন প্রশ্নমালা অতিরঞ্জিত, পীড়াদায়ক, কুৎসাজনক বা অপ্রয়োজনীয় এই সমস্ত কারণে উহা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কোন আবেদন চাহিলে, তাহা প্রশ্নমালা দাখিলের সাত দিনের মধ্যে করিতে হইবে।

পরিধি ঃ ৬ নিয়ম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেক্ষেত্রে কোন পক্ষ কিছু প্রশ্নমালার উত্তর দিতে আপত্তি করে না এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি করে। যেক্ষেত্রে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি করে তাহাকে এই নিয়মের অধীনে প্রশ্নমালা বাতিলের জন্য আবেদন করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬১ ট্রাই ২৩]*

নিয়ম

৮। প্রশ্নাবলীর উত্তরে এফিডেভিট দাখিল ঃ

প্রশ্নমালা দাখিল হওয়ার পর দশ দিনের মধ্যে এফিডেভিট্ দাখিল করিয়া প্রশ্নমালার উত্তর দিতে হইবে।

ভাষ্য

প্রশ্নমালা দাখিল করিবার ১০ দিনের মধ্যে এফিডেভিটের মাধ্যমে প্রশ্নমালার উত্তর দিতে হইবে।

পরিধি ঃ যাহার প্রতি প্রশ্নমালা পেশ করা হইয়াছে তাহার ব্যক্তিগতভাবে জবাব দিবার প্রয়োজন নাই। স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমেও জবাব দেওয়া যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে ৩ আদেশের ১ নিয়ম প্রযোজ্য হয়। *[এআইআর ১৯৪৯ অল. ৩২৬ (ডিবি)]*

অপরাধজনক আটকের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হইলে এবং তাহার অভিযুক্ত অপরাধজনক কার্যকলাপ ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট হইয়া আটকাদেশ প্রদান করিলে এফিডেভিটে শপথ নেওয়ার যোগ্য কর্তৃপক্ষ হইলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা তাহার উত্তরাধিকারী এবং কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর নহে। *[আইএলআর (১৯৫৬) ১ কল. ৩৭০]*

আদেশ ১১ নিয়ম ৮ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ আদেশের ৮ নিয়ম নির্দেশমূলক চরিত্রের এবং আদালত তথাপি উপযুক্ত ক্ষেত্রে সময় বাড়াইবার অধিকার সংরক্ষণ করেন। *[৫২ ডিএলআর (এডি) ১২৪]*

নিয়ম

৯। প্রশ্নাবলীর উত্তরে এফিডেভিট ফরম ঃ

প্রশ্নমালার জবাবী এফিডেভিট গ-পরিশিষ্টের ৩ নং ফরমে পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজনীয় রদবদলসহ করিতে হইবে।

ভাষ্য

পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজনীয় রদবদলসহ, প্রশ্নমালার জবাবী এফিডেভিট গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ৩ নং ফরমে করিতে হইবে।

নিয়ম

১০। কোন আপত্তি চলিবে না ঃ

জবাবী এফিডেভিটের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি চলিবে না ; কিন্তু এইরূপ কোন এফিডেভিট যথার্থ হয় নাই বলিয়া আপত্তি করা হইয়া থাকিলে উহার যথার্থতা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

ভাষ্য

জবাবী এফিডেভিটে কোনরূপ ব্যতিক্রম বা আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না। কিন্তু এইরূপ কোন এফিডেভিট সঠিক বা পর্যাপ্ত হয় নাই, এই মর্মে আপত্তি করা হইলে উহার যথার্থতা আদালত কর্তৃক নিরূপিত হইবে।

নিয়ম

১১। উত্তর দানের বা অতিরিক্ত উত্তর দানের আদেশ ঃ

কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হইলে যদি সে উত্তর না দেয়, অথবা যথেষ্ট উত্তর না দেয়, তবে সেই ব্যক্তিকে উত্তর দেওয়ার বা যথেষ্ট উত্তর দেওয়ার আদেশ দানের জন্য প্রশ্নকারী পক্ষ আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এফিডেভিটের মাধ্যমে বা মৌখিকভাবে উত্তর দেওয়াইবার জন্য আদালত যথাবিহিত আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

কোন পক্ষকে প্রশ্ন করা হইলে, যদি সেই পক্ষ উত্তর না দেয় অথবা যথার্থ উত্তর না দেয় তবে প্রশ্নকারী পক্ষ সেই পক্ষকে আবার উত্তর দেওয়ার আদেশ দানের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। এমতাবস্থায় সেই পক্ষকে এফিডেভিট বা মৌখিকভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিতে পারেন। এইক্ষেত্রে কোনরূপ বিশেষ আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

মামলা খারিজের পূর্বে প্রশ্নমালার জবাব দেওয়ার জন্য আদালতের আদেশ বাধ্যতামূলক ঃ এই নিয়মের অধীনে আদালত কর্তৃক বাদীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নমালার জবাব দানের নির্দেশ না দিয়া এই আদেশের ২১ নিয়মের অধীনে মামলা খারিজ করা যাইবে না।

এই নিয়ম নির্দেশ করে যেকোন পক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে বিরত থাকিলে প্রশ্নকারী পক্ষ যে পক্ষকে প্রশ্ন করা হইয়াছে সেই পক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরমালা দাখিল করিবার নির্দেশ দানের জন্য আদালতে আবেদন করিতে হইবে। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ৭১৯]*

এই নিয়মের আওতায় প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত জবাব বাদ দেওয়া যাইবে কিনা ঃ আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে বাদী কর্তৃক বিবাদীর প্রতি দাখিলকৃত প্রশ্নমালার উত্তরদানে ব্যর্থতার কারণে এই নিয়মের বিধানাবলী প্রতিপালন না করিয়া এই আদেশের ২১ নিয়মের অধীনে বিবাদীর জবাব কাটিয়া দেওয়া যায় না।

[২ পিএলআর (ঢাকা) ৩১]

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ কোন ব্যক্তি প্রশ্নমালার জবাব দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় না। এই নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হয় যখন কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হইলে সম্পূর্ণভাবে উত্তর প্রদান না করে অথবা উত্তর বেঠিক হয় অথবা কোন বিশেষ দফা অথবা প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া যায়। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ৩১৯]*

আদেশ ১১ নিয়ম ১১ ঃ নিয়ম ১১-এর প্রয়োগ ঃ প্রশ্নসূচক বিবরণীর কোন উত্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি না দিলে ইহা প্রয়োগ হয় না। আদেশ ১১-এর নিয়ম ১১ গভীরভাবে চিন্তা করে যেকোন মামলায় কোন ব্যক্তিকে প্রশ্নসূচক বিবরণী পেশ করিলে যদি সে অসম্পূর্ণ উত্তর দেয় অথবা সঠিক উত্তর না দেয় অথবা উত্তরে কোন বিশেষ বিষয় অযথা প্রশ্ন বাতিল রাখে কিন্তু ইহা সংশ্লিষ্ট মামলায় বিষয় প্রশ্নসূচক বিবরণীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে উত্তর দিতে অপরাগ হয় তবে প্রশ্নসূচক আদেশের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ধরা যাইবে না। *[(১৯৭৪) ২৬৬ ডিএলআর ৩১৯]*

আদেশ ১১ নিয়ম ১১ ঃ আইনে ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, আদালতের মাধ্যমে অপরপক্ষকে আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আদালতের আদেশ চাহিয়া আদালতে আবেদন করিতে পারে।

[১৯ বিএলডি (এইচডি) ৩৭]

নিয়ম

১২। দলিল আবিষ্কারের আবেদন ঃ

কোন মামলার উদ্ভূত কোন প্রশ্ন সংক্রান্ত কোন দলিল যদি কোন পক্ষের হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে থাকে, তবে অপরপক্ষ এফিডেভিট ব্যতীতই এই মর্মে আদালতে আবেদন করিতে পারে যে, অপর পক্ষকে শপথের মাধ্যমে উক্ত দলিল হাজির করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক। অনুরূপ আবেদন সম্পর্কে শুনানির পর আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত দলিল হাজির করিবার কোন প্রয়োজন নাই, অথবা মামলার সেই পর্যায়ে প্রয়োজন নাই, তবে আদালত প্রার্থিত আদেশ দানে অস্বীকার করিতে পারিবেন, অথবা সংশ্লিষ্ট দলিল বা সেই শ্রেণীর দলিল সম্পর্কে নির্দিষ্ট বা সাধারণভাবে সঙ্গত অন্য কোন আদেশ দান করিতে পারিবেন, তবে আদালত যদি মনে করেন যে, মামলাটির সুষ্ঠু বিচারের খাতিরে বা খরচ লাঘবের খাতিরে উক্ত দলিলের কোনই প্রয়োজন নাই, তবে আদালত উক্ত দলিল হাজির করিবার আদেশ দান করিবেন না।

ভাষ্য

মামলার কোন প্রশ্ন বা বিষয়সংক্রান্ত কোন দলিল অপর পক্ষকে শপথপূর্বক উহা আদালতে পেশ করিবার জন্য কোন পক্ষ এফিডেভিট ব্যতীতই আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত আবেদন সংক্রান্ত শুনানির পর আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত দলিলের প্রয়োজন নাই বা মামলার সেই পর্যায়ে উহার কোনই প্রয়োজন নাই তবে আদালত তাহা দাখিলের আদেশ দানে বিরত থাকিতে পারেন, অথবা সেই দলিল সম্পর্কে সাধারণভাবে বা নির্দিষ্টভাবে সঙ্গত অন্য কোন আদেশ দিতে পারিবেন। কিন্তু আদালত যদি মনে করেন যে, মামলার সুষ্ঠু বিচারের জন্য বা খরচ কমাইবার জন্য উক্ত দলিলের কোনই ভূমিকা নাই তবে আদালত উক্ত দলিল হাজির করিবার আদেশ দান করিবেন।

দলিল আবিষ্কারের আবেদন ঃ ১ নিয়মের অর্থ মোতাবেক 'যেকোন পক্ষ' এবং 'অন্য যেকোন পক্ষ' শব্দদ্বয় দ্বারা বিপরীত পক্ষকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষ হইতে হইলে আবিষ্কারের অনুমতি চাওয়াকালীন তাহাদের মধ্যে একটি বিচার্য বিষয় থাকিতে হইবে। একজন বিবাদী কর্তৃক অন্য বিবাদীর পরিদর্শনের আবেদন খারিজ করা হইবে।
[৫৮ সি ১০৯]

অন্যান্য আবেদনের ক্ষেত্রে যেমনটি প্রয়োজন হয় এই নিয়মের আওতায় আবেদনের ক্ষেত্রে তেমনি এফিডেভিট দ্বারা তাহা সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। *[এআইআর ১৯২৮ অল]*

নিয়ম

১৩। দলিল সম্পর্কে এফিডেভিট ঃ

যেই পক্ষের বিরুদ্ধে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই পক্ষ উক্ত আদেশে উল্লিখিত দলিলসমূহের মধ্যে কোনটি (যদি কোনটি হয়) হাজির করিতে আপত্তি করে, তাহা তাহার এফিডেভিটে স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে। গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ৫ নং ফরম অনুসারে বা প্রয়োজনমত উহার রদবদল করিয়া এই এফিডেভিট করিতে হইবে।

ভাষ্য

যেই পক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই পক্ষকে উক্ত আদেশে উল্লিখিত দলিলসমূহের মধ্যে কোন্টি (যদি থাকে) হাজির করিতে আপত্তি আছে তাহা এফিডেভিটে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। প্রয়োজন মাফিক রদবদলসহ উক্ত এফিডেভিট গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ৫ নং ফরমে করিতে হইবে।

কখন বিশেষ সুযোগ দাবি করা যায় ঃ কোন পক্ষ তাহার এবং তাহার আইনগত পরামর্শদাতার মধ্যকার আস্থা সম্পর্কিত যোগাযোগের বিষয় হাজির করিতে বাধ্য নহে। *[এআইআর ১৯২৭ বোম্বে ৩৬৭]*

যেই দলিল অন্য পক্ষের মামলা প্রমাণ করে না ঃ কোন পক্ষ যদি নিশ্চিত হয় যে, কোন দলিল কেবলমাত্র তাহার নিজের স্বত্ব সম্পর্কিত এবং তাহা অন্য পক্ষের স্বত্ব প্রমাণের জন্য কোন কাজেই আসিবে না তাহা হইলে তাহা হাজির করা প্রয়োজন নাই *[এআইআর ১৯৪০ কল. ৩৩১]*। তবে অপর পক্ষের মামলা প্রমাণের জন্য দলিল প্রয়োজনীয় হইলে তাহার দলিল অস্বীকার করা যাইবে না। *[১০ কল. ৮০৮]*

দলিলের এফিডেভিট ঃ দলিলটি যদি তাহার দখলে নাও থাকে তবুও এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে।
[১৯৫০ নাগ. ৮]

প্রতিনিধিকেও এফিডেভিট করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। *[১৯৩৪ পাট. ৬৯৩]*

এফিডেভিট চূড়ান্ত। *[১৯৪৪ লাহোর ২০৯]*

দলিল হাজির না করা ঃ এই নিয়মের আওতায় কোন দলিল দাখিলের আবেদন না করা হইলে কোন পক্ষ কোন দলিল দাখিল করিতে বাধ্য নহে। কোন দলিল অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিলে সে তাহা হাজির নাও করিতে পারে এবং উক্ত হাজির না করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন অনুমান করা যাইবে না *[এআইআর ১৯৪৩ পাট. ৬৯]*। কিন্তু মামলার প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, উক্ত দলিল হাজির করা পক্ষের কর্তব্য তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৪৭ পিসি]*

নিয়ম

১৪। দলিল দাখিল ঃ

মামলা বিচারাধীন থাকাকালে যেকোন সময় আদালত যদি মনে করেন যে, মামলার বিচার্য কোন প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন দলিল কোন পক্ষের হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে রহিয়াছে, তবে আদালত সেই পক্ষকে শপথের মাধ্যমে সেই দলিল উপস্থিত করিবার আদেশ দান করিলে তাহা আইনসঙ্গত হইবে ; উক্ত দলিল উপস্থিত করা হইলে আদালত তাহা যেইরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

কোন মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায়, যেকোন সময়ে আদালত যদি মনে করেন যে, মামলা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল কোন পক্ষের আয়ত্তাধীন বা হস্তগত রহিয়াছে, তবে আদালত সেই পক্ষকে শপথের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দলিল আদালতে পেশ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং ইহা আইনসঙ্গত হইবে। উক্ত দলিল উপস্থিত করিবার পর আদালত সেইরূপ সঙ্গত বা আইনানুগ মনে করেন, সেইভাবে উহা ব্যবহার করিবেন। কোন দলিল উদঘাটন ও উপস্থিত করিবার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। দলিল উদঘাটনের নিয়মাবলী দলিল উপস্থিত করিবার নিয়মাবলীর বিপরীত।

পরিধি ঃ দখলভুক্ত থাকিলে পক্ষ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায় এমন সমস্ত দলিল হাজির করিতে হইবে অথবা দখলে না থাকিলে সেই সম্পর্কে মামলার প্রাথমিক সুযোগ বিবৃতি প্রদান করিতে হইবে। মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন দলিল যদি হাজির না করা হয় অথবা সেই সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান না করা হয় তবে আদালত পর্যাপ্ত কারণে অনুমতি দিলেই সাক্ষ্য হিসাবে তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। *[পিএলডি ১৯৬৩ লাহোর ৫০১]*

দলিলের অস্তিত্ব না থাকিলে এই নিয়মের অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।
[এআইআর ১৯৪১ মাদ. ৭০৯]

পক্ষ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলিল তাহার দখলে আছে বলিয়া স্বীকার না করে তবে এই নিয়মের অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না। *[মধ্য বিআইজে ১৯৫৪]*

কখন আদেশ প্রদান করা যায় ঃ লিখিত জওয়াব দাখিলের পূর্বে কিংবা বিচার্যবিষয় নির্ধারণের সময়ে দলিল দাখিলের আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে। *[৪ ইন্ড কেস ৩৬৪ ডিবি]*

বিরুদ্ধে অনুমান কখন করা যাইবে না ঃ অন্য পক্ষের দখলভুক্ত দলিল হাজির করা অথবা প্রমাণ করিবার নির্দেশ না দিবার জন্য যদি কোন দলিল হাজির না করা হয় তাহা হইলে সেই বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে কোন অনুমান করা যাইবে না। *[(১৯৫৫) ৭ ডিএলআর ৬]*

কোন দলিল হাজিরের আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে ঃ যে সমস্ত দলিলভুক্ত বিষয়ে বিরোধ আছে কেবলমাত্র সেই সকল বিষয়েই এই নিয়মের অধীনে, আদেশ প্রদান করা যাইবে। কাজেই আদালত আদেশ প্রদানের পূর্বে নির্ধারণ করিবে মামলার প্রশ্নের বিষয় কি। *[৪ ইন্ড কেস ৩৬৪ (ডিবি)]*

মামলার জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এমন কোন দলিল অস্তিত্বে আনিবার জন্য আদালত এই নিয়মের সাহায্য নিতে পারে না *[১৪ ইন্ড কেস. ৫১ (ডিবি)]*। কাজেই কোন প্রমিসরি নোটের মামলায় বিবাদী কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন না করিলে বাদীকে তাহার একাউন্ট দাখিলের নির্দেশনা দানে কোন যৌক্তিকতা নাই।
[এআইআর ১৯৩৭ নাগ. ১৩৬]

রিভিশন ঃ সাধারণতঃ নিম্ন আদালত দলিল দাখিলের আদেশ প্রদান করিয়া কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার এখতিয়ার প্রয়োগ করিলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশনে হস্তক্ষেপ করা যায় না। *[৯ মাদ. ২৫৬]*

কিন্তু নিম্ন আদালত এই নিয়মের বিধান বুঝিতে না পারিলে অথবা এখতিয়ার বহির্ভূত আদেশ প্রদান করিলে অথবা এই নিয়মের আওতায় ভুল ধারণার উপর আদেশ প্রদান করিলে হাইকোর্ট রিভিশনে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে। *[এআইআর ১৯৩৯ মাদ ৫২]*

নিয়ম

১৫। দরখাস্তে বা এফিডেভিটে উল্লিখিত দলিল পরিদর্শন ঃ

কোন পক্ষ যদি স্বীয় দরখাস্তে বা এফিডেভিটে কোন দলিলের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকে, তবে অপর পক্ষ তার পরিদর্শনের জন্য বা তাহার উকিল কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য এবং উক্ত দলিলের নকল নেওয়ার অনুমতির জন্য প্রথমোক্ত পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবে। যেই পক্ষ উক্ত নোটিস অমান্য করিবে, সেই পক্ষ পরে উক্ত দলিল তাহার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না ; কিন্তু যদি সে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে, উক্ত দলিল কেবল তাহার নিজ স্বত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা যদি সে নোটিস মান্য না করিবার পক্ষে অন্য কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারে, তবে আদালত তাহাকে উক্ত দলিল সপক্ষের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দান করিতে পারিবেন এবং খরচ ও অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে সেই অনুমতি দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

কোন পক্ষ যদি স্বীয় আরজি-জবাবে বা এফিডেভিটে কোন দলিলের বিষয় উল্লেখ করে তবে অপর পক্ষ উক্ত দলিল পরিদর্শন বা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং উহার নকল নেওয়ার জন্য প্রথম পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবে। সেই পক্ষ দলিল পরিদর্শনের জন্য প্রদান না করিলে পরে তাহা আর স্বীয় পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দেখাইতে পারিবে না। কিন্তু আদালতকে নোটিস মান্য না করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ দেখাইতে পারিলে, আদালত তাহাকে উক্ত দলিল প্রমাণ হিসাবে অনুমতি দান করিতে পারিবেন, তবে খরচ ও অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ শর্তসাপেক্ষে।

দলিল দাখিলের পদ্ধতি ঃ দলিল দাখিলের দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে। প্রথম প্রকার হইল অত্র আদেশের ১২ নিয়মের অধীনে মোকদ্দমার কোন পক্ষ অপর পক্ষকে মোকদ্দমার বিরোধভুক্ত বিষয়ে সম্পর্কিত তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন কোন দলিল শপথনামা *(Affidavit)* ব্যতীত হলফ করিয়া আবিষ্কার করিবার জন্য অপর পক্ষকে নির্দেশ দেয়া মর্মে আবেদন করিতে পারে। কিন্তু ঐ নিয়ম অনুসারে কোন বিবাদী লিখিত বিবৃতি দাখিল না করিয়া আবিষ্কার করিবার অধিকারী নহে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থাটি অত্র নিয়মে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসারে কোন পক্ষ তাহার হেতু-ভাষণ বা শপথনামায় কোন দলিলের কথা উল্লেখ করিয়া থাকিলে অপর পক্ষ অবিলম্বে তাহা পরিদর্শন করিতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে কোন বিবাদী আরজিতে উল্লিখিত কোন দলিলপত্র, সে লিখিত বিবৃতি দাখিল না করিয়াও পরিদর্শন করিতে পারে *[(১৯৪৪) ২২ পাট. ৬৪৪]*। এই নিয়মের ফলে দলিলপত্রের অব্যাহতি বিনষ্ট হয় না কিন্তু দাখিল না করা হইলে, তাহা প্রমাণে ব্যবহার করিতে বারণ করা হয়। *[২৬ সিএইচডি ৭২৪]*

কখন পরিদর্শন দাবি করা যায় ঃ দরখাস্তে বা এফিডেভিটে যদি কোন দলিলের বিষয় উল্লেখ করা হয় তবে অপরপক্ষ অধিকার হিসাবে তাহা পরিদর্শনের দাবি করিতে পারে *[এআইআর ১৯৪৪ পাট. ১৭৭ ডিবি]*। এমনকি লিখিত জবাব দাখিলের পূর্বেও উক্তরূপ দাবি করিতে পারে *[এআইআর ১৯৩৮ নাগ ২৩৯]*। কিন্তু অন্যান্য দলিলের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ লিখিত জওয়াব দাখিলের পর পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয় *[এআইআর ১৯৫৬ অন্ধ্র ১১৫]*। তবে দাবি ত্বরিৎ করিতে হইবে, পক্ষ যদি বিলম্বের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয় আদালত তাহাকে লিখিত জবাব দাখিলের সময় দিবে না। *[আইএলআর (১৯৪০) নাগ. ৩৩৭]*

কোন্ দলিল পরিদর্শন করা যায় ঃ যেই সমস্ত দলিলের কথা আরজিতে উল্লেখ থাকে এবং ৭ আদেশের ১৪(২) নিয়ম অনুসারে উহার তালিকা দেওয়া হয় তাহা পরিদর্শন করা যায়। *[এআইআর ১৯৪৩ লাহোর ২০৭]*

এই ধরনের দলিল পরিদর্শনের অনুমতি তখনই প্রদান করা যাইবে যখন নিজেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

[পিআইআর ১৯৪৩ লাহোর ২০৭]

দলিলের নকলের অধিকার ঃ পরিদর্শনের অধিকার দাখিলকৃত দলিলের নকলের অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করে। উক্ত দলিল যদি তাহার বিবাদীর মামলা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন না হয় তবে উক্ত দলিলের নকল পায় না।

[৪ ইন্ড কেস ৩৬৪ (ডিবি)]

কে পরিদর্শন করিতে পারে ঃ এই নিয়মের অধীনে পক্ষ অথবা তাহার উকিল দলিল পরিদর্শন করিতে পারে। যে উকিলের নিজের ওকালতনামা নাই এবং ওকালতনামা আছে এমন উকিলের নির্দেশে কেবলমাত্র মামলা পরিচালনা করেন তাহার দলিল পরিদর্শনের অধিকার নাই। *[আইএলআর (১৯৫৩) ২ কল ৩০৯]*

নিয়ম

১৬। দলিল উপস্থিত করিবার জন্য নোটিস ঃ

কোন পক্ষের দরখাস্তে বা এফিডেভিটে উল্লিখিত দলিল উপস্থিত করিবার জন্য যে নোটিস নিতে হইবে, তাহা গ-পরিশিষ্টের ৭ নং ফরম অনুসারে বা প্রয়োজনমত তাহা রদবদল করিয়া তদনুসারে দিতে হইবে।

ভাষ্য

কোন পক্ষের আরজি-জবাবে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন দলিল পেশ করিবার জন্য নোটিস গ-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৬ নং ফরমে প্রদান করিতে হইবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ।

নিয়ম

১৭। নোটিস দেওয়া হইয়া থাকিলে পরিদর্শনের সময় ঃ

যেই পক্ষকে উক্ত নোটিস দেওয়া হইবে, সেই পক্ষ নোটিস প্রাপ্তির দশ দিনের মধ্যে নোটিস প্রদানকারী পক্ষকে একটি নোটিস দিয়া জানাইবে যে, সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি বা তন্মধ্যে যেইগুলি উপস্থিত করিতে তাহার আপত্তি নাই, সেইগুলি শেষোক্ত নোটিস দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় সেই পক্ষের উকিলের অফিসে পরিদর্শন করিতে পারা যাইবে। উক্ত দলিল যদি ব্যাংকের হিসাব বহি, অন্য কোন হিসাব বহি হয় অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সর্বক্ষণ ব্যবহৃত কোন বহি হয়, তবে সেইগুলি সাধারণতঃ যেই স্থানে রক্ষিত থাকে সেইখানে পরিদর্শন করিতে পারা যাইবে। যেই সমস্ত দলিল উপস্থিত করিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের আপত্তি রহিয়াছে (যদি থাকে) সেইগুলির নাম এবং আপত্তির কারণ নোটিসে উল্লেখ করিতে হইবে। এই নোটিস গ-পরিশিষ্টের ৮নং ফরমে বা প্রয়োজনমত উহার রদবদল তদনুসারে দিতে হইবে।

ভাষ্য

কোন পক্ষ নোটিস পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে নোটিস প্রদানকারী পক্ষকে দলিল পরিদর্শনের জন্য প্রদান করিবে এবং এই মর্মে প্রথমোক্ত পক্ষ একটি নোটিস প্রদান করিবে যে, সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি নোটিস প্রদানের তিন দিনের মধ্যে তাহার উকিলের কার্যালয় পরিদর্শন করিতে হইবে। উক্ত দলিল যদি ব্যাংকের কোন হিসাব বহি বা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বহি হয় তবে তাহা সচরাচর দলিলের কোন অংশ উপস্থিত করিতে আপত্তি থাকিলে তাহা গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ৮নং ফরমে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে পরিবর্তনসহ উল্লেখ করিতে হইবে।

পরিধি ঃ এই নিয়মে নোটিসকারী পক্ষকে কতদিনের মধ্যে দলিল পরিদর্শন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তাহার বিধান উল্লেখ আছে। কোন পক্ষ কোন দলিল পরিদর্শনের অনুমতি দিতে আপত্তি করিলে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া অপরপক্ষকে নোটিস দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন পক্ষ দাবিকৃত দলিল দাখিল করিতে না চায় তাহা হইলে তাহাকে এই নিয়মের অধীনে নোটিস প্রদান হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং ১৮ নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করে কিনা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন একই সময়ে নোটিস জারি করা হয় এবং মামলা স্থগিত রাখা হয় তখন মামলাটি পুনরায় চালু হইলেই ১০ দিন সময় গণনা শুরু হয়। *[১৪ কল ৭৬৮ ডিবি]*

দলিল পরিদর্শনের স্থান ঃ কোথায় দলিল পরিদর্শন করা হইবে তাহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত পক্ষদ্বয়ের সুবিধার কথা বিবেচনা করিবে। *[১৬৪ কেস ৭৯১]*

কাজেই এক জায়গায় যদি চুক্তি ভঙ্গ হয় এবং অন্য জায়গায় যদি বিবাদী ব্যবসা পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে আদালত সুবিধামত কারবার স্থল পরিদর্শনের অনুমতি দিতে পারে। *[৫ বোম্ব ৪৬৭]*

নিয়ম

১৮। পরিদর্শনের আদেশ ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে ১৫ নিয়ম অনুসারে নোটিস প্রাপ্ত পক্ষ সংশ্লিষ্ট দলিল পরিদর্শনের জন্য সময় নির্দেশ করিয়া নোটিস না দেয়, অথবা উকিলের অফিস ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দলিল পরিদর্শনের প্রস্তাব করে, সেইক্ষেত্রে যথোপযুক্ত স্থানে যথাবিহিত পন্থায় যাহাতে পরিদর্শনেচ্ছুক পক্ষ উক্ত দলিল পরিদর্শন করিতে পারে তজ্জন্য সেই পক্ষের আবেদনক্রমে আদালত আদেশ দান করিতে পারিবেন, তবে আদালত যদি মনে করেন যে, মামলার সুষ্ঠ বিচারের খাতিরে বা খরচ লাঘব করিবার খাতিরে অনুরূপ আদেশ প্রয়োজন নাই, তবে আদালত তদ্রূপ আদেশ দান করিবেন না।

(২) যেই পক্ষের দলিল পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হইবে, সেই পক্ষের দরখাস্ত, বিবরণী বা এফিডেভিটে উল্লিখিত দলিলসমূহ ব্যতীত অন্য কোন দলিল পরিদর্শনের জন্য যদি আবেদন করা হয়, তবে সেই সঙ্গে একটি এফিডেভিট করিয়া বলিতে হইবে যে, কোন্ দলিলগুলি পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হইতেছে এবং সেইগুলি পরিদর্শনের জন্য আবেদনকারীর অধিকার আছে এবং সেই দলিলগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে আছে। এইক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করেন যে, মামলাটির সুষ্ঠু বিচারের খাতিরে বা খরচ লাঘবের খাতিরে উক্ত দলিলগুলি পরিদর্শনের প্রয়োজন নাই, তবে আদালত অনুরূপ আদেশ দান করিবেন না।

ভাষ্য

এই নিয়ম এইরূপ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেইক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ ঘটনার বিষয়বস্তু অবগত আছে কিন্তু অপর পক্ষ নহে।

দুইটি শর্ত পালিত হইলে, তথ্যানুসন্ধানে খুঁটিনাটি বিষয়কে পূর্বাহ্নেই তুলিয়া ধরিতে পারে ঃ

প্রথমত, যেইক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বিরুদ্ধ পক্ষের গোচরে থাকে ;

দ্বিতীয়ত, যদি আদালত মনে করেন যে, মামলার হানিকর কিছু করা হইতেছে না। শপথপূর্বক দলিল দাখিলের নির্দেশ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদালত দলিল পরিদর্শনের আদেশ দিতে পারেন না। ১৫ নং নিয়মানুযায়ী কোন নোটিস প্রদান ব্যতিরেকে দলিল পরিদর্শনের কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

আরজিতে অসংখ্য দলিলের উল্লেখ আছে, এই অজুহাতে কোন পরিদর্শনের আদেশ বাতিল করা যাইবে না।

এই নিয়ম শুধুমাত্র দলিল, লিখিত বিবৃতি বা তথ্য উদঘাটনের হলফনামা বিয়য়েই পরিদর্শনের হুকুম দেওয়া যাইবে না বরং অন্যান্য দলিল সম্পর্কে অনুরূপ আদেশ দেওয়া যাইবে।

দলিলের প্রাসঙ্গিকতা ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী দলিল প্রাসঙ্গিক হইলেই তাহা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। প্লিডিং-এ উল্লেখ থাকিলেই দলিলের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করা হয়। প্লিডিং-এ দলিলের বিষয় উল্লেখ না থাকিলে প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৩১ অল. ২২১]*

এবং উহার কার্যকারিতার জন্য এফিডেভিট দায়েরের মাধ্যমে তাহা করা যাইতে পারে। *[আইএলআর (১৯৫৩) ২ কল. ৩০৯]*

আপত্তি উত্থাপনের অধিকার ঃ কোন দলিল কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিক এই মর্মে এফিডেভিট দায়ের করা হইলে এই নিয়ম অনুসারে আদালত তৎক্ষণাৎ পরিদর্শনের নির্দেশ দিতে বাধ্য নহে। বিরুদ্ধ পক্ষ এই ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে। *[এআইআর ১৯৪০ কল. ৩৭১]*

পরিদর্শনের পদ্ধতি ঃ কতিপয় পরিস্থিতিতে যেইক্ষেত্রে জবাব দাখিলের পূর্বে দলিল দেখিবার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ১৮(২) নিয়মের পদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। ১৮(২) নিয়ম অনুযায়ী যেইক্ষেত্রে কোন আবেদন করা না হইলে সেইক্ষেত্রে আদালত লিখিত জবাব দাখিলের জন্য পরবর্তী সময় মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারী। *[এআইআর ১৯৩৮ নাগ. ২৩৯]*

মামলার খারিজ ঃ এই নিয়মের বিধান অনুযায়ী পরিদর্শনের আদেশ প্রদান করা না হইলে আদালত ২১ নিয়ম অনুযায়ী মামলা খাজির করিয়া দিতে পারে। *[এআইআর ১৯২৬ সিন্ধু ২৭২]*

আপীল ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না। *[৯ বোম্ব এইচসিআর ৩৯৮]*

রিভিশন ঃ নিম্ন আদালত যদি তাহার বিচারাধীন ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করিয়া লিখিত জবাব দাখিলের পূর্বে বিবাদীকে বাদীর একাউন্ট পরিদর্শনের অনুমতি দেন রিভিশনে তাহার হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। *[১৯৫৬ মধ্য ৩১ জে. ৫৬৬]*

নিয়ম

১৯। পরীক্ষিত নকল ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাব বহি ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত সঙ্গত মনে করিলে মূল বহি পরিদর্শনের আদেশ না দিয়া উহার সংশ্লিষ্ট অংশে লিখিত বিষয়ের নকল উপস্থিত করিবার আদেশ দান করিতে পারিবেন। অবশ্য যেই ব্যক্তি মূল বহির সহিত উক্ত নকল মিলাইয়া দেখিয়াছে তাহার এফিডেভিট দ্বারা উক্ত নকলের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত

মূল বহিতে কোন লেখা রাবার দ্বারা ঘষা হইয়াছে কিনা, কোন লেখা তোলা আছে কিনা বা কোন কাটাকাটি আছে কিনা, এফিডেভিটে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে ; তবে, অনুরূপভাবে নকল সরবরাহ করা সত্ত্বেও আদালত মূল বহি পরিদর্শনের আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(২) যেইক্ষেত্রে পরিদর্শনের আদেশ দানের জন্য আবেদন করা হইলে কোন দলিল সম্পর্কে অব্যাহতি দাবি করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ অব্যাহতি দাবির যথার্থতা নিরূপণ করে আদালত যদি সেই দলিল পরিদর্শন করেন, তবে তাহা আইনসঙ্গত হইবে।

(৩) মামলার কোন পক্ষ যেকোন সময় আবেদন করিলে, দলিল পরিদর্শনের এফিডেভিট করিবার আদেশ বা এফিডেভিট হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আদালত অপর পক্ষকে এই মর্মে এফিডেভিট করিয়া বিবৃতি দানের নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত আবেদনে উল্লিখিত কোন একটি বা একাধিক দলিল তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে আছে কিনা অথবা কোন সময় ছিল কিনা ; এবং সেই সময় যদি উহা তাহার হস্তগত না থাকিয়া থাকে, তবে কখন সে উহা হস্তান্তরিত করিয়াছে এবং উহার কি পরিণতি হইয়াছে। উক্তরূপ আবেদন করিবার সময় এফিডেভিট করিয়া বলিতে হইবে যে, যেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত আবেদন করা হইতেছে, আবেদনকারীর বিশ্বাস মতে আবেদনে উল্লিখিত দলিল বা দলিলসমূহ উক্ত ব্যক্তির হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে আছে বা ছিল এবং মামলার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির সহিত বা কোন প্রশ্নের সহিত উক্ত দলিলের সম্পর্ক রহিয়াছে।

ভাষ্য

(১) যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব বহি পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হয়, তবে আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করিলে ঐ বহির মূল কপির বদলে উহার নকল কপিটি পরিদর্শনের আদেশ দিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে মূল বহির সহিত নকল মিলাইয়া দেখা হইয়াছে, এই মর্মে কোন ব্যক্তিকে হলফনামা দিতে হইবে এবং উক্ত হলফনামায় নকলের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। ইহাও বলিতে হইবে যে, মূল বহিতে কোন লেখা কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা হয় নাই।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন দলিল পরিদর্শনের জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত সঙ্গতভাবেই দলিল পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন যে, দলিলটি পরিদর্শনের আদেশ দেওয়ার মত ততখানি ঘটনা সংশ্লিষ্ট কিনা।

(৩) যেকোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, দলিল পরিদর্শনের এফিডেভিট আদেশ বা এফিডেভিট হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আদালত অপর পক্ষকে এফিডেভিট পূর্বক বিবৃতি দানের নির্দেশ দিবেন যে, উক্ত আবেদনে উল্লেখিত কোন একটি বা একাধিক দলিল তাহার হস্তগত আছে বা একাধিক দলিল তাহার হস্তগত আছে বা ছিল কিনা যদি না থাকে তবে কখন তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং উহার ফল কি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে।

নিয়ম

২০। যথাসময়ের পূর্বে আবিষ্কার ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন দলিল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করিবার জন্য কোন পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইলে সেই পক্ষ উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে আপত্তি করে, সেইক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত দলিল উপস্থিত করা ও পরিদর্শন করিবার অধিকার মামলার বিচার্য কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করে, অথবা যদি মনে করেন যে, উক্ত দলিল উপস্থিত করা ও পরিদর্শন করিবার অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মামলার বিচার্য কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন, তবে আদালত উক্ত দলিল উপস্থিত করা ও পরিদর্শন করিবার বিষয়টি স্থগিত রাখিয়া প্রথমে উক্ত বিচার্য প্রশ্ন নিষ্পত্তির আদেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইতেছে, কোন মামলায় কোন দলিল পরিদর্শনের প্রশ্নটি মামলার সহিত কতখানি সম্পর্কযুক্ত তাহা আদালত কর্তৃক নির্ধারণ করা। পরিদর্শনের প্রশ্নটির চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ অন্য কোন বিচার্য বিষয়ের নিষ্পত্তির আদেশ আদালত দিতে পারিবেন এবং তখন দলিল পরিদর্শনের আদেশ দান বিষয়টি স্থগিত রাখা হইতে পারে।

নিয়ম

২১। আবিষ্কার করিবার আদেশ অমান্য করা ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ প্রশ্নমালার জবাব দেওয়া সংক্রান্ত আদেশ বা দলিল উপস্থিত করা ও পরিদর্শন করা সংক্রান্ত আদেশ পালনে অপারগ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পক্ষ যদি বাদীপক্ষ হয়, তবে অভিযোগের অভাবে মামলা খারিজ করা যাইবে ; অথবা উক্ত পক্ষ যদি বিবাদী হয়, তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার বক্তব্য বাতিল করিয়া উক্ত বক্তব্য পেশ করা হয় নাই, এইরূপ বিবেচনা করা চলিবে ; এবং এইক্ষেত্রে প্রশ্নকারী পক্ষ বা দলিল দাখিল ও পরিদর্শন প্রার্থনাকারী পক্ষ উক্তরূপ মর্মে আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং তদনুসারে আদালত আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

(১) যদি কোন পক্ষ প্রশ্নমালার জবাব দেওয়ার আদেশ, দলিল হাজির করা বা পরিদর্শনের আদেশ পালনে অপারগ হয়, তবে উক্ত পক্ষ বাদী হইলে অভিযোগের অভাব বলিয়া মামলা খারিজ করা হইবে। কিন্তু সেই পক্ষ বিবাদী হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার বক্তব্য বাতিল করা চলিবে এবং এইক্ষেত্রে মনে করা হইবে যে, বিবাদী কোন বক্তব্যই পেশ করে নাই। এমতাবস্থায় প্রশ্নকারী বা দলিল উপস্থিত ও পরিদর্শন প্রার্থনাকারী পক্ষ সেই মর্মে আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপনিয়ম (১) মতে কোন মামলা খারিজ করা হইলে বাদী উক্ত কারণ লইয়া আর কোন মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

এই নিয়মের প্রযোজ্যতা ঃ উপরে উল্লিখিত ১১, ১২ বা ১৮ নিয়মের অধীনে প্রশ্নমালার জবাব দানের জন্য কোন আদেশ প্রদান করা না হইয়া থাকিলে অত্র নিয়মের প্রয়োগ চলে না।

যেক্ষেত্রে ১১ নিয়মের অধীনে প্রশ্নমালার জবাব দানের জন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ১ নিয়মের অধীনে প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতি দান যথেষ্ট নহে *[১৯২৬ এএলজে ৫৮৯]*। একই কারণে ৯২ নিয়মের অধীনে অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান ও ১৮ নিয়মের অধীনে পরিদর্শনের আদেশের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ চলিবে না *[(১৯৪২) ২১ পাট. ৭৩৫]*। লিখিত প্রত্যাখ্যানের আদেশ আপীলযোগ্য। আদালত এইরূপ আদেশ দানের পরে তাহা বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারে না। *[(১৯৭৪) ২৯ ডিএলআর ৩৩৯]*

আদেশ ১১ নিয়ম ২১ ঃ লিখিত বিবরণ তুলিয়া ফেলার আদেশ প্রয়োগ ঃ আদালত এইরূপ আদেশ দেওয়ার পরবর্তীতে ইহা তুলিয়া ফেলিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে না। লিখিত প্রশ্নসূচক বিবরণীর উত্তর দিতে অপারগ হইলে আদালত উহা বাতিল করিবার ক্ষমতা যখন ব্যবহার করে, তখন তাহা অতিশয় কঠোর আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

আদেশ ১১ নিয়ম ২১ ঃ আদালতকে বিবাদীর লিখিত প্রশ্নসূচক বিবরণ বাতিল তুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা ঃ বিবাদী যদি লিখিত প্রশ্নসূচক বিবরণের উত্তর দিতে অপারগ হয় অথবা কোন দলিলপত্র বা কাগজপত্রের খোঁজখবর বা আদালতের দর্শনার্থে হাজির করিতে না পারে উহা বিবাদীকে এমন এক অবস্থায় দাঁড় করায় যেন সে মামলায় কোন প্রকার প্রতিবাদই করে নাই। যেহেতু এইরূপ ক্ষমতার অবলম্বন (আশ্রয়) সর্বশেষ পদক্ষেপ ইহা ব্যবহার করিবার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যথাযথ সুযোগ দান করিতে হইবে এবং এই সম্পর্কে আইনের নির্দিষ্ট ধারা এবং নিয়মাবলী বিশেষভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। *[(১৯৭৪) ২৬ ডিএলআর ৩১৯]*

আদেশ ১১ নিয়ম ২১ ঃ লিখিত বিবরণ তুলিয়া ফেলা ঃ দলিলপত্র হাজির না করিবার কারণে লিখিত বিবরণ তুলিয়া ফেলা আইনসঙ্গত কিনা যেহেতু বাদী সে দলিলপত্র দর্শনার্থে চাওয়া হইয়াছে তাহার জন্য কোন আরজি পেশ করে নাই এবং আদালতও উহার সম্পর্কে কোন আদেশ জারি করে নাই, অত্র মামলা লিখিত বিবরণ সম্পর্কীয় শর্ত আকর্ষণ করে না। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

আদেশ ১১ নিয়ম ২১ ঃ অত্র আইনে ক্ষমতা ব্যবহারের মূল, দুই প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ প্রশ্নকৃত পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা। দ্বিতীয়তঃ শাস্তি আরোপ করিবার জন্য প্রশ্নকারী পক্ষের আদালতে আরজি পেশ করা। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

আদেশ ২২ নিয়ম ২১ ঃ লিখিত বিবরণ তুলিয়া ফেলার ক্ষমতা, কোন্ ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যাইবে না — নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাদী প্রশ্নসূচক বিবরণ পেশ না করায় আদালত প্রশ্নসূচক বিবরণী তুলিয়া ফেলিবার আবেদন বাতিল করিলে কোন প্রকার বেআইনী করিবে না। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

নিয়ম

২২। প্রশ্নাবলীর উত্তর বিচারকালে ব্যবহার ঃ

কোন মামলার বিচারকালে কোন পক্ষ প্রশ্নমালার জবাবে অপর পক্ষের প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের একটি একাধিক বিবৃতি কিংবা কোন বিবৃতির অংশবিশেষ অন্যান্য বিবৃতি বা বিবৃতির অন্যান্য অংশ উল্লেখ না করিয়াও প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারিবে, তবে এইক্ষেত্রে আদালত উক্ত জবাব সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবেন, এবং আদালত যদি মনে করেন যে, জবাবের যেই অংশ উল্লেখ করা হয় নাই সেই অংশ ও উল্লিখিত অংশের মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে যে, অনুল্লিখিত অংশ বাদ দিয়া উল্লিখিত অংশ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না, তবে আদালত অনুল্লিখিত অংশও উল্লেখ করিবার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

কোন পক্ষ মামলা চলাকালীন প্রশ্নমালার জবাব দানে অপর পক্ষের জবাব বা বিবৃতির এক বা একাধিক অংশ পূর্ণভাবে উল্লেখ না করিয়াও অংশবিশেষের উল্লেখ প্রমাণ হিসাবে করিতে পারিবে। যদি আদালত সঙ্গত মনে করেন যে, অপরাপর অংশ প্রদত্ত উত্তরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তবে আদালত জবাবের সহিত সেই অংশগুলিও উল্লেখ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

নিয়ম

২৩। নাবালকদের ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োগ ঃ

এই আদেশ নাবালক বাদী ও বিবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই আদেশ নাবালক বাদী ও বিবাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। অসমর্থ ব্যক্তির নিকটতম বন্ধু বা অভিভাবক যিনি তাহার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন, তাহার বেলায়ও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

সার-সংক্ষেপ

উদ্‌ঘাটন ও পরিদর্শন

Discovery and Inspection

উদ্‌ঘাটন এবং পরিদর্শন বলিতে কি বুঝায় এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ একটি মামলার পক্ষগণ মামলার প্রকৃত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সুবিচারের প্রয়োজনে যথাসময়ে জানা দরকার। যেই সমস্ত মূল তথ্যের উপর বাদীর নালিশের কারণ নির্ভরশীল সেইগুলি আরজিতে বিবৃত থাকে। অনুরূপভাবে যেই সমস্ত মূল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বিবাদী বাদীর দাবি প্রতিহত করিতে চায় তাহা লিখিত জওয়াবে বিবৃত থাকে। কিন্তু এই সমস্ত তথ্য উভয় পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে এবং মামলার প্রকৃত বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য নাও হইতে পারে। এইজন্য কোন মামলায় উভয় পক্ষকে মামলার প্রকৃত বিষয় একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্নমালা দিয়া উত্তর গ্রহণে মামলা বিষয়ে আবশ্যকীয় ও আইনতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় উদ্‌ঘাটন করিবার বিধান ১০ আদেশের ১ — ১১ নিয়মে রহিয়াছে। অনুরূপ প্রয়োজনে যেই সমস্ত দলিল একপক্ষ অপরপক্ষকে মামলার পূর্বে আইনতঃ দেখাইতে বাধ্য, সেই সমস্ত দলিল একপক্ষ অপর পক্ষকে বিচারের পূর্বে পরিদর্শনের জন্যও আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

এইভাবে উভয়পক্ষ মামলার প্রকৃত বিষয়ে আইনতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়াদি মামলার চূড়ান্ত বিচারের পূর্বে এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে প্রাপ্ত হইলে চূড়ান্ত বিচারের সময় জেরার পরিধি অনেক কমিয়া আসে এবং বিচার কার্যক্রম সহজ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। এই আদেশের বিধান অনুযায়ী মামলায় উভয় পক্ষ ব্যবস্থা নিলে চূড়ান্ত বিচারের সময় মামলা বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া আসে এবং সুবিচারের সহায়ক হয়। তদন্যথায় চূড়ান্ত বিচারের সময় উভয় পক্ষের দাবির সমর্থনে নূতন তথ্যাদির আকস্মিক আবির্ভাবে উভয় পক্ষকে বিবৃতকর অবস্থায় পড়িতে হয়, ন্যায়বিচারের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই এই আদেশের বিধান অনুযায়ী উভয় পক্ষ মামলা চূড়ান্ত বিচারের পূর্বে ব্যবস্থা নিলে বলা হয়, *"Thus all the cards are on the table and risk of surprise reduced to a minimum"* অপেক্ষাকৃত জটিল ও বহু তথ্য সম্বলিত মামলাগুলিতে এই আদেশের বিধান অনুযায়ী উভয় পক্ষের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

উদ্‌ঘাটন এবং পরিদর্শন বিষয়ে আদালতের আদেশ অমান্য করিলে তাহার ফলাফল ঃ যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ প্রশ্নমালার জবাব দেওয়ার সংক্রান্ত আদেশ বা দলিল উপস্থিত করা বা পরিদর্শন করা সংক্রান্ত আদেশ পালনে অপারগ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পক্ষ যদি বাদী হয়, তবে অভিযোগের অভাবে মামলা খারিজ করা যাইবে অথবা উক্ত পক্ষ যদি বিবাদী হয় তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহার বক্তব্য বাতিল করিয়া উক্ত বক্তব্য পেশ করা হয় নাই, এইরূপ বিবেচনা করা চলিবে এবং তদনুসারে আদেশ দিয়া আদালত মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

আদেশ ১২
স্বীকারোক্তি
নিয়ম

১। মামলা সম্পর্কে স্বীকারোক্তির নোটিস ঃ

মামলার যেকোন পক্ষ তাহার আরজি-জবাবের মাধ্যমে বা অন্য কোনরূপ লিখিতভাবে জানাইতে পারিবে যে, সে অপর পক্ষের দাবির সত্যতা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে স্বীকার করে।

ভাষ্য

মামলার যেকোন পক্ষ তাহার আরজি-জবাব বা অন্য কোনরূপ লিখিতভাবে আদালতকে জানাইতে পারিবে যে, সে অপর পক্ষের দাবির সত্যতা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে স্বীকার করে।

স্বীকৃতি বা স্বীকারোক্তি তিন প্রকার ঃ

১। আরজি-জবাবের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি।
২। সম্মতি (Agreement) দ্বারা স্বীকৃত।
৩। নোটিস দ্বারা স্বীকারোক্তি।

নিয়ম

২। দলিলের সত্যতা স্বীকারের জন্য নোটিস ঃ

সঙ্গত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে কোন দলিলের সত্যতা স্বীকার করিয়া নেওয়ার জন্য মামলার যেকোন পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি আহবান জানাইতে পারিবে। এই আহবান অবগত হইবার পর যদি সেই পক্ষ উক্তরূপ স্বীকারোক্তি করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করে, তবে মামলার ফলাফল যাহাই হউক, আদালত অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে উক্ত দলিলের সত্যতা প্রমাণ করিবার খরচ উক্ত অস্বীকারকারী বা অবহেলাকারী পক্ষকে বহন করিতে হইবে। তবে উক্তরূপ আহবানসূচক নোটিস না দেওয়া হইলে দলিল প্রমাণের খরচ মঞ্জুর করা হইবে না। অবশ্য ব্যয় লাঘবের উদ্দেশ্যে যদি উক্ত নোটিস না দেওয়াই হইয়া থাকে, তবে খরচ মঞ্জুর করা যাইতে পারিবে।

ভাষ্য

যদি মামলার কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন দলিলের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইতে নোটিস প্রদান করে, তবে নোটিস প্রদানের পনের দিনের মধ্যে সেই পক্ষকে তাহার জবাব দিতে হইবে। নোটিস প্রাপ্তির পর সেই পক্ষ যদি দলিলের সত্যতা অস্বীকার বা অবহেলা করে তবে মামলার ফলাফল যাহাই হউক উক্ত দলিলের বাস্তবতা প্রমাণের খরচ সেই অস্বীকারকারী পক্ষকেই বহন করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ নোটিস না দেওয়া হইয়া থাকিলে, দলিল প্রমাণের খরচ মঞ্জুর করা হইবে না। আদালত যদি মনে করেন যে, নোটিস না দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে তবে খরচ মঞ্জুর করা হইতে পারে।

সহবিবাদীগণ যাহারা বাদীর সরাসরি প্রতিপক্ষ নহে তাহাদের মধ্যে স্বীকারোক্তি বাদীর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ধরা যাইবে না।

নিয়ম

৩। নোটিসের ফরম ঃ

দলিলের সত্যতা স্বীকার করিবার জন্য নোটিস গ-পরিশিষ্টের ৯ নং ফরমের প্রয়োজনীয় রদবদল করিয়া তদনুসারে দিতে হইবে।

ভাষ্য

প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে রদবদলসহ দলিলের সত্যতা স্বীকারোক্তির নোটিস গ পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৯ নং ফরমে প্রদান করিতে হইবে।

নিয়ম

৪। ঘটনার সত্যতা স্বীকারের নোটিস ঃ

কোন পক্ষ মামলার শুনানির জন্য ধার্য তারিখের অন্ততপক্ষে নয়দিন পূর্বে যেকোন সময়, কেবল মামলা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিবার জন্য অপর পক্ষের প্রতি নোটিস দিয়া আহবান জানাইতে পারিবে। এইক্ষেত্রে উক্ত অপরপক্ষ যদি নোটিস জারির পর ছয় দিনের মধ্যে অথবা আদালতের মঞ্জুরকৃত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ স্বীকারোক্তি করিতে অস্বীকার করে বা অবহেলা করে, তবে মামলার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, আদালত কোন বিপরীত নির্দেশ না দিলে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি প্রমাণ করিবার খরচ উক্ত অস্বীকারকারী বা অবহেলাকারী পক্ষকে বহন করিতে হইবে। তবে উক্ত নোটিস অনুসারে সেই পক্ষ যদি স্বীকারোক্তি করে তবে তাহা কেবল সেই মামলা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা অন্য কোন ক্ষেত্রে তাহাদের বিরুদ্ধে এবং নোটিস দানকারী পক্ষ ব্যতীত অন্য কাহারও অনুকূলে ব্যবহার করা চলিবে না। উপরন্তু আদলত যেকোন সময় যেকোন পক্ষকে তাহার স্বীকারোক্তি সংশাধন বা প্রত্যাহার করিবার জন্য উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

মামলার শুনানির তারিখের নয় দিন পূর্বে কোন পক্ষ মামলার উদ্দেশ্যে অপর পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিবার নোটিস প্রদান করিতে পারিবে। অপর পক্ষ যদি নোটিস প্রাপ্তির ছয় দিনের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা অস্বীকার করে কিংবা অবহেলা করে তবে উক্ত ঘটনা প্রমাণের খরচ সেই পক্ষকেই বহন করিতে হইবে, মামলার ফলাফল সেইক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন। অপরপক্ষ উক্ত ঘটনা স্বীকার করিলে তাহা সেই মামলায়ই কেবল স্বীকারকারীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইবে। অন্য কোন বিষয়ে বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহা ব্যবহার করা যাইবে না। আদালত যেকোন সময় যেকোন পক্ষকে তাহার স্বীকারোক্তি সংশোধন বা প্রত্যাহারের আদেশ দিতে পারেন।

নিয়ম

৫। স্বীকারোক্তির ফরম ঃ

স্বীকারোক্তির নোটিস গ-পরিশিষ্টের ১০ নং ফরমের এবং স্বীকারোক্তি গ-পরিশিষ্টের ১১ নং ফরমের প্রয়োজনমত রদবদল করিয়া তদনুসারে প্রণয়ন করিতে হইবে।

ভাষ্য

কোন ঘটনা স্বীকারোক্তি করিবার নোটিস গ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত ১০ নং ফরম অনুসারে তৈয়ার করিতে হইবে। ঘটনার সত্যতা স্বীকারোক্তি গ-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১১ নং ফরমে করিতে হইবে।

নিয়ম

৬। স্বীকারোক্তির পর রায় ঃ

যেইক্ষেত্রে দরখাস্তে বা অন্যভাবে কোন ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে মামলার যেকোন পর্যায়ে যেকোন পক্ষ আদালতে এই মর্মে আবেদন করিতে পারে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধভুক্ত অন্যান্য প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া উপরোক্ত স্বীকারোক্তি যতদূর তাহার অনুকূলে হইয়াছে, সেই পর্যন্ত রায় বা আদেশ দান করা হউক। অনুরূপ আবেদনক্রমে আদালত যেইরূপ সঙ্গত মনে করেন, তদ্রূপ রায় বা আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

যদি আরজি-জবাবে বা লিখিত বা মৌখিকভাবে কোন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করা হয় তবে যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে বা আদালত মনে করিলে সেই ঘটনার স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া মামলা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত

নিতে পারিবেন। এমতাবস্থায় এই নিয়মে যতদূর ঘটনা স্বীকার করা হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত নিতে আদালতকে সহায়তা করে।

রায় প্রদানের বেলায় মামলা সংক্রান্ত সেই সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করিতে হইবে এবং রায়ে কখন কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে উহার তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে।

স্বীকারোক্তির পর রায় এবং ইহার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ও বিচার আদালতের ক্ষমতা ঃ নির্দিষ্ট টাকা পুনরুদ্ধারের মামলায় বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে দুইটি দাবি উত্থাপন করে। প্রথমত, বিক্রিত এবং হস্তান্তরিত ঋণের মূল্যের বাকিটা আদায় এবং দ্বিতীয়ত, চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ। বিবাদী লিখিত জবাবে বাদীর প্রথম দাবির ব্যাপারে দায় স্বীকার করে কিন্তু বিরোধ দেখা দেয় দ্বিতীয় দাবি লইয়া। উক্ত স্বীকৃতির উপর বাদী ব্যয়ের জন্য আবেদন করে। বাদী বিবাদীর উক্ত স্বীকৃতির উপর রায় পায়।

এই নিয়মের 'পারে (May) শব্দটি দ্বারা এইটাই নির্দেশ করে যে, বিচার আদালতের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রায় প্রদান অস্বীকার করিবার এখতিয়ার আছে। *[পিএলআর (ঢাকা) ৪৪৩]*

এই নিয়মের অধীনে পক্ষগণ মোকদ্দমার যেকোন পর্যায়ে অপর পক্ষের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়ের জন্য আদালতের নিকট প্রস্তাব করিতে পারে। মোকদ্দমার যেকোন পক্ষ এই নিয়মের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমার যতটুকু বিষয়ে কোন বিরোধ নাই ততটুকু সমস্যা হইতে মুক্ত হইতে পারে *[পিএলডি (১৯৫৩) সিন্ধু ২৭]*। স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া কোন চূড়ান্ত রায় প্রদান করা উচিত হইবে না, যদি না উক্ত স্বীকারোক্তি পরিষ্কার, স্বার্থহীন এবং শর্তহীন হয় *[এ ১৯৩৩ এল. ৪০৩]*। যদি হেতু ভাষণের স্বীকারোক্তি শর্তাধীন থাকে তবে তাহা উক্ত শর্তের অধীনে গৃহীত হইবে অথবা তাহা আদৌ গৃহীত হইবে না *[৫০ সিডব্লিউএন ৪৩৯]*। যদি প্রশ্নটি বিশুদ্ধ আইনের সহিত সম্পর্কিত হয়, তবে এই নিয়মের প্রয়োগ চলিবে না *[৪ ১৯২৯ এল. ৫৬৯]*। কোন পক্ষকে তাহার বিপক্ষ কর্তৃক হেতু-ভাষণে কোন তথ্য স্বীকার করা হইলে, তাহা প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান প্রয়োজন হইবে না *[৫০ সিএন ১৭, ১৮]*। আদালত যখন কোন বিবাদীর স্বীকারোক্তি বিবেচনা করেন, তখন তাহা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিবেন। যদি বাদী বিবাদীর স্বীকারোক্তির উপর রায় পাইতে চায়, উক্ত স্বীকারোক্তি অবশ্যই স্পষ্ট, পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন হইতে হইবে এবং যাহাতে উহা ভাঙ্গিয়া কেনা যায়। ১২ আদেশের ৬ নিয়মের বিধান প্রয়োগ করিতে হইলে বাদীকে চূড়ান্ত শুনানির আগে স্বীকারোক্তির উপর রায় পাওয়ার জন্য আবেদন করিতে হইবে।
[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৪১৮]

স্বীকরোক্তি অবশ্যই শর্তহীন, পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হইতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬৬ করাচি ৭৫]*। অত্র নিয়ম অনুসারে প্রদত্ত আবেদন আপীলযোগ্য কিন্তু কেবলমাত্র ভ্রান্তভাবে সুবিবেচনা প্রয়োগ করা হইলেই আপীল আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন। *[পিএলডি (১৯৫২) ঢাকা ১৩৭]*

অত্র ৬ নিয়মের উদ্দেশ্য হইল দ্রুত রায় লাভ করা, বাদীকে তাহার দাবির অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। *[১৯২৬ সিন্ধু ১১৯]*

টাকা আদায়ের মোকদ্দমায় বিবাদী বাদীর দাবি স্বীকার করে এবং এর উপর ভিত্তি করিয়া আদালত মামলার ডিক্রি প্রদান করে। স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত ডিক্রি পাওনা আদায় পর্যন্ত দাবিকারক স্বার্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
[৩৭ ডিএলআর (১৯৮৫) ২১৫]

স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রায় ঘোষণা করা হইলে কোন ডিক্রি গঠনের প্রয়োজন নাই এবং বাদী রায়ের আলোকে পাওনা পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করিতে পারে। *[৩৭ ডিএলআর (১৯৮৫) ২১৫]*

আদেশ ১২ নিয়ম ৬ ঃ মোকদ্দমায় বিবাদীর স্বীকারোক্তিতে বাদীর পক্ষে রায় ঃ বাদীর পক্ষে স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে রায় — স্বীকারোক্তি ভাগাভাগি করা যায় না। আদালত বিবাদীর স্বীকারোক্তি বিবেচনায় আনিলে সার্বিকভাবেই আনিবে।

যদি বাদী বিবাদীর স্বীকারোক্তির উপর রায় দাবি করে, তবে সেই স্বীকারোক্তি অবশ্যই নিশ্চিত (ধনাত্মক) পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট হইতে হইবে এবং সেই স্বীকারোক্তি ভাগাভাগি করা যাইবে না। ১২ আদেশের ৬ নিয়ম মোতাবেক রায় চাহিলে বাদীকে চূড়ান্ত শুনানির পূর্বেই আরজি পেশ করিতে হইবে। *[(১৯৭৩) ২৫ ডিএলআর ৩১৮]*

আদেশ ১২ নিয়ম ৬ ঃ বিবাদী কোন অর্থবিষয়ক মামলায় বাদীর দাবি স্বীকার করিলে আদালত মামলায় ডিক্রি দেয়। স্বীকারোক্তিমূলক এইরূপ ডিক্রি, বাদীর দাবিকৃত টাকা আদায়ের দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য উহার সুদও সংযোগ করে। *[৩৭ ডিএলআর ২১৫]*

যেক্ষেত্রে কোন স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রায় প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে তখন আর কোন ডিক্রি প্রকাশের প্রয়োজন নাই এবং বাদী উক্ত রায়ের ভিত্তিতে প্রাপ্য সমস্ত দেয় প্রয়োগ করিতে পারে। *[৩৭ ডিএলআর ২১৫]*

আদেশ ১২ নিয়ম ৬ এবং আদেশ ৬ নিয়ম ১ ঃ স্বীকারোক্তির বেষ্টনী স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে ডিক্রি সংলাপের বিষয়বস্তুর উপর লিখিত কোন আপত্তি, কোন পক্ষ মামলার জবাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না, কিন্তু লিখিত আপত্তি যদি স্বীকৃতি হয় ইহা স্বীকারোক্তি হিসাবে গণ্য হইবে। বাক্যের ধারা অথবা মুখের ভাব ১২ আদেশের ৬ নিয়মে আদালতকে মামলার কার্যবিবরণীর অন্যত্র স্বীকারোক্তি দেওয়ার সুযোগ দান করে এবং কেবলমাত্র লিখিত বিবরণেই সীমাবদ্ধ রাখে না। স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে দেওয়া ডিক্রি যাহা কেবল লিখিত আপত্তির উপরই করা হয় নাই, ইহা আইনতঃ সঠিক হইবে এবং পুনঃবিচারের আওতায় ইহাকে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন করে না।

[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]

আদেশ ১৩-এর নিয়ম ১ ও ২ বাতিল করা হয়।

নিয়ম

৭। স্বাক্ষর সম্পর্কে এফিডেভিট ঃ

কোন ঘটনা বা দলিল সম্পর্কে স্বীকারোক্তির জন্য নোটিস দেওয়া হইলে তদনুসারে সেই স্বীকারোক্তি করা হয়, তাহা যদি প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে উকিল বা উকিলের মুহুরী উক্ত স্বীকারোক্তিতে প্রদত্ত স্বাক্ষরের এফিডেভিট করিলে তাহা যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষ্য

কোন ঘটনা বা দলিলের যেই স্বীকারোক্তি কোন নোটিস পাইয়া করা হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বীকারোক্তিপত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উকিল বা তাহার কেরানীর স্বাক্ষরের এফিডেভিট থাকিলেই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট হইবে।

নিয়ম

৮। দলিল দাখিল করিবার জন্য নোটিস ঃ

কোন দলিল দাখিল করিবার জন্য নোটিস গ-পরিশিষ্টের ১২ নং ফরমের প্রয়োজনীয় রদবদল করিয়া তদনুসারে দিতে হইবে। উক্ত নোটিস জারির বিষয় ও জারি করা সম্পর্কে উকিল বা উকিলের মহুরীর এফিডেভিটসহ নোটিসের একটি নকল দাখিল উক্ত নোটিস জারির বিষয় ও জারির সময় সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

ভাষ্য

কোন দলিল দাখিল করিবার নোটিস গ-পরিশিষ্টে ১২ নং ফরমে করিতে হইবে প্রয়োজনীয় রদবদলসহ। এই নোটিস জারি করা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উকিল বা তাহার মুহুরীর এফিডেভিট ও নোটিসের একটি নকল দাখিল করা, উক্ত নোটিস জারি করা ও জারির সময় সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

কোন পক্ষের হস্তগত কোন দলিল থাকিলে ইহা দাখিল করিবার নোটিস অপর পক্ষ জারি করিতে পারিবে। অন্যথায় দলিলের দ্বিতীয়বার প্রমাণ করা সম্ভব নহে।

নিয়ম

৯। খরচ ঃ

দলিল দাখিল বা স্বীকারোক্তির জন্য প্রদত্ত নোটিসে যদি কোন অপ্রয়োজনীয় দলিলের উল্লেখ থাকে, তবে উহার ব্যয় নোটিস দানকারী পক্ষ বহন করিবে।

ভাষ্য

যদি অপ্রয়োজনীয় কোন দলিল দাখিল বা নির্দিষ্টভাবে উহার সত্যতা স্বীকারোক্তির নোটিস প্রদান করা হয়, তবে উহাতে যে ব্যয় হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট নোটিস প্রদানকারী পক্ষকে বহন করিতে হইবে।

আদেশ ১৩

দলিল দাখিল করা, আটক রাখা ও ফেরত দেওয়া

নিয়ম

১। বাতিল করা হইয়াছে।

২। বাতিল করা হইয়াছে।

নিয়ম

৩। অবান্তর বা অগ্রাহ্য দলিল দাখিল ঃ

মামলার যেকোন স্তরে যদি আদালত মনে করেন যে, কোন একটি অবান্তব বা গ্রহণযোগ্য নহে, তবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত সেই দলিল প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

মামলার যেকোন স্তরে যদি আদালত মনে করেন যে, কোন দলিল অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অগ্রহণযোগ্য তবে উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত সেই দলিল প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

নিয়ম

৪। প্রমাণস্বরূপ গৃহীত দলিলের উপরে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ ঃ

(১) পরবর্তী উপ-নিয়মের বিধানসাপেক্ষে মামলার প্রমাণ হিসাবে গৃহীত প্রত্যেক দলিলের উপর নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) মামলার নম্বর ও শিরোনামা,
(খ) দলিল দাখিলকারীর নাম,
(গ) দলিল দাখিলের তারিখ এবং
(ঘ) উহা গৃহীত হইয়াছে, এই মর্মে একটি বিবৃতি।

(২) উক্ত বিষয়গুলি দলিলে উল্লেখিত হইলে তাহা বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) উক্তরূপে গৃহীত কোন দলিল যদি কোন হিসাব বহি বা অন্য কোন বহিতে লিখিত অংশবিশেষ হয় এবং সেইক্ষেত্রে মূল দলিলের পরিবর্তে পরবর্তী নিয়ম অনুসারে যদি উহার নকল দাখিল করা হইয়া থাকে তবে উপরোক্ত জ্ঞাতব্যগুলি সেই নকলের উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

ভাষ্য

পরবর্তী নিয়মের বিধান সাপেক্ষে, মামলায় স্বীকৃত প্রমাণ হিসাবে গৃহীত প্রত্যেক দলিলের উপর নিম্নলিখিত তথ্যের বিবরণ থাকিতে হইবে ঃ

(ক) মামলার শিরোনাম ও সংখ্যা।
(খ) যেই ব্যক্তি দলিল দাখিল করিয়াছে তাহার নাম।
(গ) দলিল দাখিলের তারিখ।
(ঘ) উহা যে স্বীকৃত হইয়াছে এই মর্মে একটি বিবৃতি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি দলিলে উল্লেখিত হওয়ার পর তাহা বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

তদ্রূপ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত কোন দলিল যদি কোন পুস্তকের নকল, হিসাব বহি বা তালিকাভুক্তির নকল হয় তবে উপরোক্ত বিষয়গুলি উহাতেও লিখিতে হইবে এবং বিষয়গুলি উল্লেখিত হইলে উক্ত নকল বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

পৃষ্ঠাঙ্কনের ব্যাপারে এই নিয়মের বিধান ঃ কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ হিসাবে গৃহীত প্রত্যেক দলিলপত্রের পৃষ্ঠাঙ্কনের ব্যাপারে অত্র নিয়ম অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত কোন দলিলপত্র এই নিয়ম অনুসারে পৃষ্ঠাঙ্কন *(endorsed)* না করিলে অবিচার বন্ধ করিবার জন্য আদালত তাহা পড়িতে বা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিবেন *[(১৯১৬) ৪৩ আইএ ২১২, ২৩৭]*। এই নিয়মে নির্ধারিতভাবে পৃষ্ঠাঙ্কন না করিয়া কোন দলিল নথিতে গ্রহণ করিলে আদালত তাহা আইনসম্মতভাবে বিবেচনা করিতে পারে না *[(১৯২৪) ৫ লাহোর ২২৭]*। কিন্তু দলিলগুলি প্রমাণ হওয়া পর্যন্ত পৃষ্ঠাঙ্কন করা যাইবে না *[(১৯২৮) ৯ লাহোর ২২৪]*। যেক্ষেত্রে কোন দলিল যথারীতি প্রমাণ হয় এবং জবানবন্দী গ্রহণ করার জন্য নিযুক্ত কমিশনারের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইলে তিনি তাহার উল্টাপৃষ্ঠে লিখিয়া স্বাক্ষর করেন, সেইক্ষেত্রে ইহা নথি অংশে পরিণতি হয় এবং বিচারকারী আদালত কর্তৃক এই নিয়ম অনুসারে উহার পৃষ্ঠাঙ্কন করা স্বত্বেও ইহা প্রমাণ হিসাবে গণ্য হয় *[১১৮ আইসি ১২২]*। যখন কোন দলিল কোন একবার সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, তখন ইহা যথারীতি স্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে কিনা সেই প্রশ্ন ১৮৯৯ সনের স্ট্যাম্প আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে বারিত। কোন দলিল কেবল আদালতে পেশ করা হইয়া থাকিলে ইহাকে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। কোন দলিল যখন আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে প্রদান করা হয় এবং উহা প্রদর্শিত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়, কেবল তখনই ইহাকে সাক্ষ্য বা প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে বলা যাইবে। কোন দলিলের আনুষ্ঠানিক প্রমাণে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইলে শীঘ্রতম সন্ধিক্ষণে উত্থাপন করিতে হইবে। *[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর (এসসি) ২০৩]*

বাদীর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি ঃ বাদীর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে স্বীকৃতি পৃষ্ঠাংকন অর্থ কোন দলিল প্রমাণ হিসাবে সাক্ষ্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রমাণের পদ্ধতি অনিয়মিত এইরূপ আপত্তি দলিল স্বীকৃত হওয়ার পূর্বে করিতে হইবে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৫৫৪]*

আদেশ ১৩ নিয়ম ৪ ঃ স্ট্যাম্প এ্যাক্ট-এর ধারার শর্তাবলী বাধ্যতামূলক দেওয়ানী কার্যবিধির ১৩ আদেশের নিয়ম ৪ একবার দলিলপত্র (প্রমাণ পত্র) মানিয়া নেওয়া হইলে—একবার মানিয়া নিলে স্ট্যাম্পের কমতি একই মামলায় কোন আদালত কোন পর্যায়ে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। *[৩৯ ডিএলআর ২৪৩]*

নিয়ম

৫। খাতাপত্র, হিসাব বহি ও অন্যান্য কাগজপত্র লিখিত যেই সমস্ত বিষয় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে অনুরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ ঃ

(১) ১৮৯১ সালের ব্যাংক বহি প্রমাণ আইনের বিপরীত বিধান সাপেক্ষে, প্রমাণ হিসাবে গৃহীত কোন দলিল যদি কোন দোকানের হিসাব বহি, পত্র-বহি বা সর্বক্ষণ ব্যবহার্য অন্য কোন বহি হয়, তবে যেই পক্ষের তরফ হইতে উহা দাখিল করা হইয়াছে, সেই পক্ষ উহার একটি নকল দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ গৃহীত কোন দলিল যদি কোন সরকারী অফিস হইতে বা সরকারী কর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন সরকারী দলিল হয়, অথবা যেই পক্ষের তরফ হইতে উহা দাখিল করা হইয়াছে সেই পক্ষ ব্যতীত অন্য কাহারও হিসাব বহি হয়, তবে আদালত নিম্নলিখিতরূপে উহার একটি নকল দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন ঃ

(ক) যদি উক্ত দলিল বা হিসাব বহি কোন পক্ষের তরফ হইতে দাখিল করা হইয়া থাকে, তবে সেই পক্ষ কর্তৃক, অথবা

(খ) যদি উহা আদালতের স্বতঃকৃত নির্দেশ অনুযায়ী দাখিল করা হইয়া থাকে, তবে যেকোন পক্ষ কর্তৃক।

(৩) এই নিয়মের উপরে বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসারে যেইক্ষেত্রে আদালত ৭ আদেশের ১৭ নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট দেওয়াইবেন এবং তৎপর সংশ্লিষ্ট দাখিলকারকের নিকট ফেরত দেওয়াইবেন।

ভাষ্য

১। ১৮৯১ সালের ব্যাংক বহি প্রমাণ আইনের বিপরীত বিধান মোতাবেক গৃহীত কোন প্রামাণ্য দলিল যদি কোন হিসাব বহি কিংবা বহি, পত্র বহি কিংবা সর্বক্ষণ ব্যবহৃত কোন বহি হয়, তবে যাহার পক্ষে উহা দাখিল করা হইয়াছে সেই পক্ষ উহার একটি নকল দাখিল করিলে চলিবে।

২। গৃহীত কোন প্রামাণ্য দলিল যদি সরকারী হিসাব বহি বা সরকারী কোন কর্মচারী কর্তৃক দাখিল করা হয় কিংবা যেই পক্ষের তরফ হইতে দাখিল করা হইয়াছে সেই পক্ষ ব্যতীত অপর কাহারও হিসাব বহি হয় তবে আদালত নিম্ন উপায়ে উহার একটি নকল দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

যদি উক্ত দলিল বা হিসাব বহি কোন পক্ষের তরফ হইতে দাখিল করা হয়, তবে সেই পক্ষ কর্তৃক অথবা যদি উহা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দাখিল করা থাকে তা যেকোন পক্ষ কর্তৃক উহার একটি নকল দাখিল করা চলিবে।

নিয়ম

৬। প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য বলিয়া যেই দলিল প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহাতে অনুরূপ জ্ঞাতব্য উল্লেখ ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ প্রমাণ হিসাবে কোন দলিলের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত দলিল প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে, তবে ৪ নিয়মের ১ উপনিয়মের (ক), (খ) ও (গ) শাখায় উল্লিখিত জ্ঞাতব্যগুলি উহার উপর লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এই মর্মে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিচারক উহাতে স্বাক্ষর দান করিবেন।

ভাষ্য

যদি কোন পক্ষ প্রমাণ হিসাবে কোন দলিলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আদালত যদি উহা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে মনে করেন, তবে ৪ নিয়মের ১ উপনিয়মের (ক), (খ) ও (গ) শাখায় উল্লিখিত তথ্যগুলি উহাতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রমাণ হিসাবে দলিল যেই কারণে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতিও প্রণয়ন করিতে হইবে এবং বিচারক উহাতে স্বাক্ষর দান করিবেন।

নিয়ম

৭। গৃহীত দলিল নথিভুক্তকরণ ও অগ্রাহ্য দলিল ফেরত দেওয়া ঃ

(১) প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যেকটি দলিল অথবা ৫ নিয়ম অনুসারে মূল দলিলের পরিবর্তে উহার নকল দাখিল করা হইয়া থাকিলে তাহা মামলার নথিপত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেই সকল দলিল প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয় নাই, সেইগুলি নথিপত্রের অংশরূপে গণ্য হইবে না এবং সেইগুলি যথাক্রমে উহাদের দাখিলকারকগণের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে।

ভাষ্য

(১) প্রমাণ হিসাবে গৃহীত এইরূপ প্রত্যেকটি দলিল কিংবা ৫ নিয়মানুযায়ী মূল দলিলের পরিবর্তে উহার নকল দাখিল করা হইলে এই সমস্ত মামলার নথিপত্রের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয় নাই এইরূপ দলিল নথিপত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে না। উক্ত দলিল দখলকারীকে উহা ফেরত দেওয়া হইবে।

কিভাবে বিতর্কিত দলিল নথিপত্রের সংরক্ষিত হইবে তাহা মোকদ্দমায় দেখা যাইবে।

নিয়ম

৮। আদালত কোন দলিল আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারেন ঃ

এই আদেশের ৫ ও ৭ নিয়ম অথবা ৭ আদেশের ১৭ নিয়মে বর্ণিত বিধানসমূহ লংঘন না করিয়াও আদালত যদি সঙ্গত কারণ দেখিতে পান, তবে কোন মামলা প্রসঙ্গে দাখিলকৃত কোন দলিল বা বহিপত্র আটক করিবার এবং উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট কোন সময় পর্যন্ত আদালতের জনৈক কর্মচারীর হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দান করিতে পারেন।

ভাষ্য

১৩ আদেশের ৫ অথবা ৭ নিয়মের এবং আদেশ ৭-এর ১৭ নিয়মে বর্ণিত বিধান অক্ষুণ্ন রাখিয়াও আদালত সংগত মনে করিলে মামলাসংক্রান্ত কোন দাখিলকৃত দলিল বা বহি আটক কিংবা আদালতের কোন কর্মচারীর হেফাজতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় অবধি রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

নিয়ম

৯। গৃহীত দলিল ফেরত দেওয়া ঃ

(১) কোন ব্যক্তি, সে মামলার পক্ষ হউক বা না হউক, যদি মামলা প্রসঙ্গে কোন দলিল জমা দিয়া থাকে ও সেই দলিল মামলার নথিভুক্ত হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি দলিল ফেরত লইতে চাহিলে নিম্নলিখিত শর্তে ফেরত পাইবে ঃ

(ক) মামলাটি যদি আপীলের অযোগ্য হয়, তবে উহার বিচার সমাপ্ত হইলে, এবং

(খ) মামলাটি যদি আপীলযোগ্য হয়, তবে আপীল দায়ের করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যদি আদালত দেখিতে পান যে, কোন আপীল দায়ের করা হয় নাই, তখন অথবা যদি আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে, তবে উহার নিষ্পত্তি হইলে।

তবে দলিল ফেরত লইবার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি যদি মূল দলিলের পরিবর্তে উহার একটি সহিমোহরকৃত নকল আদালতে জমা রাখিবার জন্য আদালতের কর্মচারীর নিকট দাখিল করে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূল দলিলটি হাজির করিবার অঙ্গীকার করে, তবে এই বিধির নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও দলিল ফেরত দেওয়া যাইবে।

তবে মামলার ডিক্রি অনুসারে কোন দলিল সম্পূর্ণ বেআইনী বা কার্যকরী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে না।

(২) প্রমাণ হিসাবে গৃহীত কোন দলিল ফেরত দেওয়া হইলে, যেই ব্যক্তি উহা ফেরত লইবে, উহার একটি রসিদ দিতে হইবে।

ভাষ্য

১। কোন ব্যক্তি মামলার কোন পক্ষ হউক বা না হউক, মামলা সম্পর্কিত কোন দলিল জমা দিলে এবং উক্ত দলিল ৮ নিয়মানুযায়ী বজেয়াফত না করা হইলে, সেই ব্যক্তি নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা ফেরত লইতে পারিবে ঃ

(ক) মামলাটি যদি আপীলের অযোগ্য হয় তবে উহার বিচার নিষ্পত্তি হইবে।

(খ) যদি মামলাটি আপীলযোগ্য হয় অথচ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আপীল করা হয় নাই তখন কিংবা আপীল দায়ের করা হইলে উহার নিষ্পত্তির পর।

যদি মামলার ডিক্রি বা রায় অনুসারে কোন দলিল সম্পূর্ণ বেআইনী বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় তবে তাহা ফেরত দেওয়া যাইবে না।

২। প্রমাণ হিসাবে গৃহীত কোন দলিল ফেরত দেওয়া হইলে, যেই ব্যক্তি তাহা ফেরত লইবে তাহাকে এই মর্মে একটি রসিদ দিতে হইবে।

নিয়ম

১০। আদালত উহার নথি হইতে বা অন্য আদালত হইতে কাগজপত্র তলব করিতে পারেন ঃ

(১) আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা মামলার কোন পক্ষের আবেদনক্রমে ইচ্ছা করিলে স্বীয় আদালতে অন্য কোন মামলার নথিপত্র তলব করিতে ও তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) এই নিয়ম অনুসারে আবেদন করিতে হইলে (যদি আদালত অন্যরূপ নির্দেশ না দেন) তৎসহ এই মর্মে একটি এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট মামলার সহিত প্রার্থিত দলিলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং উহার প্রয়োজনীয় অংশের যথাবিহিতরূপে অনুমোদিত নকল হইতে অযৌক্তিক বিলম্ব ও অর্থ ব্যয় হইবে, অথবা ন্যায়বিচারের খাতিরে প্রার্থিত মূল দলিলটি হাজির করা প্রয়োজন।

(৩) প্রমাণ আইন অনুসারে যেই দলিল সংশ্লিষ্ট মামলায় প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হওয়ার যোগ্য নহে ; তদ্রূপ কোন দলিল প্রমাণ হিসাবে ব্যবহারের ক্ষমতা আদালত এই নিয়ম অনুসারে পাইবেন না।

ভাষ্য

১। আদালত স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে স্বীয় আদালত বা অন্য কোন আদালতের অন্য মামলার নথিপত্র চাহিতে ও তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২। এই নিয়ম অনুসারে (আদালত অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে) আবেদনপত্রের সহিত এই মর্মে একটি হলফনামাও দাখিল করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট মামলার সহিত প্রার্থিত দলিলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ইহার প্রয়োজনীয় অংশের নকল লইতে অহেতুক সময় ও অর্থ ব্যয় হইবে অথবা ইহা বলিতে হইবে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রার্থিত মূল দলিলটি দাখিল করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র নথিপত্র তলব করাই প্রমাণ হিসাবে তাহা গ্রাহ্য নহে। আইনানুযায়ী প্রাসঙ্গিক প্রমাণিত দলিল পাইতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

মোকদ্দমার নথির ক্ষেত্রে আদালতের করণীয় ৪ এই নিয়মে মোকদ্দমার নথি বলিতে যেই সমস্ত দলিলপত্র আরজির সহিত দাখিল করা হয়, প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং যেই সমস্ত দলিলপত্র অত্র ১৩ আদেশ অনুসারে আদালতে দাখিল করা, সেইগুলিকে বুঝায়। মোকদ্দমার যেকোন পক্ষ মোকদ্দমার যেকোন পর্যায়ে এই সমস্ত নথিপত্রের সত্যায়িত নকল আদালত হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। যেক্ষেত্রে অত্র নিয়ম অনুসারে কোন আবেদনপত্র দাখিল করা না হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত নথি তলব দিতে বাধ্য নহেন *[৯ কল. ২৬০ (পিসি)]*। যে আদালত হইতে নথি প্রেরিত হইবে, তাহা কেবল দেওয়ানী আদালত হইতে হইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহাকে অবশ্যই আদালত হইতে হইবে *[পিএলডি (১৯৫৫) ঢাকা ১২৫]*। তাহা ইচ্ছামাফিক অস্বীকার করিতে পারে না *[৪ কল ল' রিপোর্ট ৩৬]*। আবেদনপত্রে তলবীয় নথির সহিত বিবেচনাধীন মোকদ্দমার সম্পর্ক দেখাইতে হইবে।
[এআইআর ১৯৩১ লাহোর ১১৯]

রেজিস্ট্রি অফিসার আদালত নহে ৪ এই নিয়ম কেবলমাত্র আদালতের নথির মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যেহেতু রেজিস্ট্রি অফিসার আদালত নহে কাজেই এই নিয়মের বিধান তাহার নিকট প্রযোজ্য হয় না।
[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ৪৫৪]

নিয়ম

১১। দলিল সম্পর্কে এই আদেশের বিধানসমূহ অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৪

এই আদেশে দলিল সম্পর্কে বর্ণিত নিয়মসমূহ প্রমাণ হিসাবে আদালতে উপস্থিত করিবার যোগ্য অন্যান্য পদার্থের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

দলিল সম্পর্কে উল্লিখিত এই নিয়মাবলী অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু এবং দাখিলযোগ্য তথ্যের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

আদেশ ১৪

বিচার্য বিষয় নির্ধারণ, আইনগত বিচার্য বিষয় বা সম্মতিক্রমে বিচার্য বিষয় মোতাবেক মামলা নিষ্পত্তি

নিয়ম

১। বিচার্য বিষয় প্রণয়ন ৪

(১) যখন তথ্যসংক্রান্ত বা আইনগত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক পক্ষ স্বীকার করে এবং অপর পক্ষ অস্বীকার করে তখনই বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়।

(২) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিতে আইনগত বা তথ্যসংক্রান্ত সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইবে, বাদী কর্তৃক তাহার মামলা করিবার অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেই বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে, অথবা বিবাদী কর্তৃক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেই বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

(৩) এক পক্ষের স্বীকৃত এবং অপর পক্ষের অস্বীকৃত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি স্বতন্ত্র বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য হইবে।

(৪) বিচার্য বিষয় দুই প্রকার ; যথা ৪ (ক) তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় এবং (খ) আইন-সংক্রান্ত বিষয়।

(৫) মামলার প্রথম শুনানির দিন আদালত বাদীর আরজি ও বিবাদীর জবাব, যদি দিয়া থাকে, পাঠ করিবেন এবং প্রয়োজনমত পক্ষগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন এবং তথ্য বা আইন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবেন। অতঃপর যেই সমস্ত বিচার্য বিষয়ের উপর মামলাটির সঠিক নিষ্পত্তি নির্ভর করিতেছে বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে, সেইগুলি প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ করিবেন।

তবে **শর্ত** থাকে যে, ৪ ও ৫ নিয়মের বিধানাবলী সাপেক্ষে সমস্ত অবস্থায় বিচার্য বিষয় মামলার প্রথম শুনানির পনর দিনের মধ্যে অথবা জবাব দাখিলের তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে, যেই তারিখ আগে পড়ে, নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) মামলার প্রথম শুনানির দিনে যদি বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন না করে, তবে এই নিয়ম অনুসারে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ করা আদালতের প্রয়োজন হইবে না।

ভাষ্য

১। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা আইনগত কোন বিষয় এক পক্ষ স্বীকার করে এবং অপর পক্ষে তাহা অস্বীকার করে, তখন এইরূপ অবস্থায় বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়।

২। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ঘটনা বলিতে সেই সমস্ত আইনগত বিষয়কে বুঝায় যাহার উপর অভিযোগ করিয়া বাদী মামলা করিবার অবশ্য অধিকার স্থাপন করে এবং বিবাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেই সমস্ত আইনগত বা তথ্যগত বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

৩। এক পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং অপর পক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত প্রত্যেকটি বিষয় একটি স্বতন্ত্র বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য হইবে।

৪। বিচার্য বিষয় দুই প্রকার ; যেমন ঃ

(ক) তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় এবং (খ) আইন-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়।

৫। বিচার্য বিষয় শীঘ্রই নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে দেরি না করিবার জন্য সময় বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিচার্য বিষয় প্রণয়নে করণীয় ঃ যেই সমস্ত তথ্য কোন পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ বর্ণিত হয় এবং অপর পক্ষ কর্তৃক তাহা স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়, কেবল সেই সমস্ত তথ্যের সম্পর্কেই বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হয় *[(১৯২০) ২ লাহোর ল' জারনাল ১৮৮]*। তাহা ব্যতীতও যেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর মোকদ্দমার সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, সেই সমস্ত তথ্যভিত্তিক বিষয়ের উপর বিচার্য বিষয় প্রণয়ন রাখা উচিত। পক্ষগণ তাহাদের হেতু ভাষণে তথ্যগত বা আইনগত সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য। নূতন কোন বিষয় উত্থাপন এবং বিবেচনা করা যাইবে না, যদি না অপর পক্ষকে এই বিষয়টি মোকাবেলা করিবার জন্য উহার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি নথিতে স্থাপনের নূতন সুযোগ দেওয়া হয়। বিচার্য বিষয় যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, আদালতকে সেইভাবেই নিষ্পত্তি করিতে হইবে। যেই সমস্ত বিষয়ে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হয় নাই, সেই সমস্ত বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। *[(১৩৬৯) ২১ পিএলডি (পেশওয়ার) ২৪১]*

অত্র নিয়মের ৫ উপ-নিয়মের শেষে ১৯৮৩ সনের ৪৮ অধ্যাদেশ দ্বারা একটি অনুবিধি সংযোজন করা হইয়াছে। দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহা শ্রুত বিচারকার্য সমাধা করিবার জন্য ইহাও একটি পদক্ষেপ।

যেই সকল মোকদ্দমায় বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হয়, সেই মোকদ্দমায় যখন আদালত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করেন, তখনই প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই, সেইক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন আদালতের বাধ্যতামূলক নহে এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য যে শুনানির দিন ধার্য করা হয়, তাহাই 'প্রথম শুনানি'। একদা বিচার্য বিষয় প্রণীত হওয়ার পর বিচার্য বিষয়সমূহই পক্ষগণকে প্রমাণ হাজির করিবার ব্যাপারে পরিচালনা করে এবং অবশ্যই হেতু ভাষণ নহে *[৪৮ সিডব্লিউএন ৬৩৫]*। কেবলমাত্র পক্ষগণের হেতু ভাষণে বর্ণিত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতেই কোন বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা যাইবে। *[পিএলডি ১৯৭০ করাচি ৬৪৩]*

কোন যৌথ বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা উচিত নহে কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট বিচার্য বিষয় প্রণয়ন না করিবার কারণ কোন মোকদ্দমায় নূতনভাবে বিচার শুরু করার প্রার্থনায় সঙ্গত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদি না ইহা দেখান যায় যে, অনুরূপ বিচার্য বিষয় প্রণয়ন না করিবার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে *[পিএলডি ১৯৬৯ ঢাকা ৫৪৮]*। মোকদ্দমায় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উপযুক্ত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা ও উহাদের বিচার করা অপরিহার্য। *[৩০ বোম্বে ১৭৩]*

পক্ষগণ কোন বিষয়ে বিচার্য বিষয় প্রণয়নের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ *(Press for)* না করিলেও কোন মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হইবে *[পিএলডি ১৯৬১ ঢাকা ৬৫]*। একতরফা হইলে এবং তখন কোন লিখিত বর্ণনা দাখিল করা হয় নাই, তখন আদালত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে বাধ্য নহেন।
[১১ সিডব্লিউএন ৪৭১]

মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হইয়াছে কিনা তাহা আদালত এবং উকিল উভয়েরই দেখা কর্তব্য। কোন আদালত প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় প্রণয়ন না করিয়াই কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত শুনানি করিলে তাহা গুরুতর অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদালতের উক্ত রায় রদ করা যাইবে। *[১১, ১২৮ পিসি]*

সাধারণভাবে যেই বিষয়ে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হয় নাই, আদালত সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন না *[(১৯৭১) ডিএলসি ৪০১]*। যদি আরজিতে অভিযোগ বর্ণিত থাকে এবং লিখিত বর্ণনায় তাহা চ্যালেঞ্জ করা হয়, কিন্তু যেই সমস্ত বিষয়ে কোন বিচার্য বিষয় প্রণীত হয় নাই, তবে আদালত সেই সমস্ত বিষয়ে পক্ষগণকে প্রমাণ হাজির করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। *[পিএলডি ১৯৭১ এসসি ৮২৭]*

ত্রুটিপূর্ণভাবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিলে অথবা আদৌ না করিলে তাহা কেবল অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হইবে ঃ বিচার্য বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে পক্ষগণকে অবশ্যই আদালতকে সহায়তা করিতে হইবে। কোন বিশেষ পক্ষের জন্য সঠিক বিচার্য বিষয় নির্ধারণ প্রয়োজন হইলে কেবলমাত্র বিচার আদালতেরই উদ্যোগ গ্রহণ করা কর্তব্য নহে বরং পক্ষের জন্য উকিলেরও আদালতে হাজিরার প্রয়োজন।
[(১৯৫১) ৩ ডিএলআর ২২৪]

বিচার্য বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতের কর্তব্য ঃ সাধারণতঃ নিম্ন আদালতের স্ব-স্ব পক্ষের উকিলরা বিচার্য বিষয়ের ড্রাফট দাখিল করে। কিন্তু আদালত উক্ত বিচার্য বিষয়ের ড্রাফট গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। এই নিয়ম অনুযায়ী আদালতের কর্তব্য হইল প্রয়োজন সাপেক্ষে পক্ষগণের প্লিডিং যাচাই করিয়া বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা।
[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৫৫৮]

আদেশ ১৪ নিয়ম ১ ঃ মোকদ্দমা নির্দিষ্ট বিচার্য বিষয় গঠনে ব্যর্থ হইলেও আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে না যদি পক্ষগণের *Pleadings*-এ নির্দিষ্ট বিষয় জড়িত থাকে এবং নথিভুক্ত সাক্ষ্য আদালত কর্তৃক রীতিমত বিবেচনা করা হইয়া থাকে। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৩৭৪]*

নিয়ম

২। আইন-সংক্রান্ত ও তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় ঃ

যেইক্ষেত্রে একই মামলায় আইনগত ও তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয় এবং আদালত মনে করেন যে, মামলাটি সামগ্রিক বা আংশিকভাবে কেবলমাত্র আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, তবে সেইক্ষেত্রে আদালত প্রথমত উক্ত আইনগত বিষয়গুলিরই বিচার করিতে পারিবেন এবং সেইজন্য প্রয়োজনবোধে আইনগত প্রশ্নটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ভাষ্য

যেইক্ষেত্রে একই মোকদ্দমায় আইনগত ও তথ্যগত বিচার্য বিষয়ের প্রকাশ ঘটে এবং আদালত যদি মনে করেন যে, উক্ত আইনগত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মামলাটি অংশতঃ বা পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করা যায় তবে আদালত সেই বিষয়টি পূর্বে বিচার করিতে পারিবেন, কিন্তু নিম্নলিখিতভাবে তাহা সম্পর্কিত হইলে ঃ

(ক) আদালতের এখতিয়ার।

(খ) প্রচলিত কোন আইনে মোকদ্দমা আপাতঃ বাধাপ্রাপ্ত হইলে।

এইক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আদালত অপরাপর বিষয়ের নিষ্পত্তি স্থগিত রাখিতে পারিবে।

বিচার্য বিষয় নির্ধারণের সময় যখন আইন ও তথ্য-সংক্রান্ত প্রশ্নের উদ্ভব হয় ঃ এই নিয়মটি আদেশমূলক। মোকদ্দমাটি আইনগত বিচার্য বিষয়ের উপর নিষ্পত্তি করা যাইবে কিনা আদালত কেবল সেই সম্পর্কে অভিমত গঠন ও প্রকাশ করিতে পারেন। আদালতের এই অভিমত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত উপকরণের উপর প্রকাশিত হইতে হইবে *[(১৯৩) ১৬২ এলসি ৪৮৬]*। যদি আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোন আইনগত প্রাথমিক বিচার্য বিষয়ের নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমগ্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি সম্ভব, তবে আদালত তাহা অবশ্যই করিবেন। যেক্ষেত্রে আদালত কোন আইনগত প্রাথমিক বিচার্য বিষয় বিচার করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টিকে মোকদ্দমার সর্বশেষ পর্যায়ে যুক্তিতর্কের সময় নির্ধারণ করিয়া বিচার করিবার জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন না। এই নিয়ম কোন তথ্যগত

প্রাথমিক বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করে নাই। যদি কোন বিচার্য বিষয় একবার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার পরবর্তী কোন পর্যায়ে উক্ত বিচার্য বিষয়টি আবার আন্দোলিত করা যাইবে না *[(১৯৩৮) এলাহাবাদ ১৯৮]*। যেক্ষেত্রে আইনগত ও তথ্যগত বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয় আর আদালত যদি মনে করেন যে, মোকদ্দমাটি আইনগত বিচার্য বিষয়ের সিদ্ধান্তের উপর, যেমন এখতিয়ারের প্রশ্ন নিষ্পত্তি করা যাইবে, সেইক্ষেত্রে আদালত অনুরূপ বিচার্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। কোন মোকদ্দমার লিখিত বিবৃতি দাখিলের পরে আদালত যেকোন আইনগত বিচার্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত সমগ্র মোকদ্দমাটি বা তাহার অংশবিশেষ নিষ্পত্তি করিবে, তবে আদালত উক্ত আইনগত বিচার্য বিষয় প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হিসাবে শুনানির জন্য গ্রহণ করিতে পারেন এবং উক্ত আইনগত বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তথ্যগত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন ও মুলতবী রাখিতে পারেন। যখন আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে কোন আইনগত বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, তখন এই নিয়ম রক্ষা করা বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায় *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]*। যখন মোকদ্দমার বা উহার কোন অংশের প্রাথমিকভাবে আইনগত বিচার্য বিষয়ের দ্বারা নিষ্পত্তি সম্ভব, তখন আদালত প্রথমে এই বিচার্য বিষয়ই নিষ্পত্তি করিবেন *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৪০৬]*। অত্র ১৪ আদেশের ২ নিয়ম এবং ১৫ আদেশের ৩ নিয়ম অত্র সংহিতায় বিশেষ বিধান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা কোন মোকদ্দমার খণ্ডিত বিচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম। উল্লিখিত বিষয়গুলির উদ্দেশ্য হইল, সময় সংক্ষিপ্তকরণ এবং খরচ কমানো।

[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ঃ যখন আইন এবং সত্য ঘটনার অবতারণা হয় এবং আদালত দেখে সে আইনের ধারা মতে উহা সমাধানের যোগ্য। যেমন কিনা আদালতের আওতাভুক্ত বিষয়টি আদালত ঐ বিষয়ে বিচার করিতে পারে।

আদেশ ১৪-এর ২ রুলের আওতায় আদালতে লিখিত বিবরণী পেশ করিলে, আদালত যদি মনে করে যে, উক্ত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত সমগ্র মামলার অথবা আংশিকভাবে উহার সমাধান করিবে এবং কোন বিষয়ের সমাধান বিলম্বিত করিতে পারে। আদালত আইনের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে শুনানিভুক্ত করিতে পারে। যখন আইন বিষয়ক ও আদালতের বিচার আওতাভুক্ত বিষয় হয় এই নীতি অবশ্যপালনীয় হয়। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]*

যখন কোন মামলা অথবা উহার কোন অংশ আইনের বিষয়বস্তুর আওতায় বিবেচনা করা যায়। আদালত প্রথম ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে।

[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৪০৬]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ এবং আদেশ ১৫ নিয়ম ৩ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ নিয়ম ২ এবং আদেশ ১৫ নিয়ম ৩ দ্বারা ১টি বিশেষ নিয়ম তৈরি হইয়াছিল যাহা সাধারণ নিয়ম হইতে ব্যতিক্রম এবং যাহা সাধারণ নিয়মের টুকরা টুকরা মামলায় মীমাংসা নিষিদ্ধ করে।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ নিয়ম ২ এবং আদেশ ১৫ নিয়ম ৩-এ যে বিশেষ নিয়মগুলি আছে এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে এই নিয়মগুলির পেছনে মূল বিষয়গুলি হইতেছে সময়ের স্বল্পতা এবং খরচের স্বল্পতা।

[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ঃ মূল্য নির্ণয়ের উপর প্রাথমিক ইস্যুর সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান মামলায় বৈষয়িক মান, মূল্য নির্ণয়ের প্রাপ্তি সাধ্য হওয়ায় এবং আইনের অধিকারের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে মুনসেফ আইনের একটি ভুল করিয়াছিল। মূল্য নির্ণয়ের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত না নিয়া এবং এই ব্যাপারটি অন্যান্য ইস্যুর সহিত সিদ্ধান্ত নিবার জন্য রাখিয়া দিয়া।

[৪২ ডিএলআর ৫০৮]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ এবং আদেশ ১৫ নিয়ম ৩ ঃ শুধু আইনের ইস্যু গঠন, যখন ঠিক থাকে না, যখন সম্পূর্ণ প্রশ্ন আবর্তিত হয় যে বিশ্বাস, জনগণের বিশ্বাস বা ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া এবং প্রমাণকে পরিচালিত হইতে হইবে ইস্যুর সমর্থনে। ইস্যুর গঠন আইনের আলোচ্য বিষয়ের উপরে একাই অনুমোদিত হইবে না। আইনের এবং প্রকৃত তথ্যের সহিত সম্পর্কিত সমস্ত ইস্যু অবশ্যই এক সাথে গঠিত হইলে, পক্ষগুলির বিশেষ আগ্রহের জন্য।

[৪২ ডিএলআর ৪৮৫]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ২৩ ঃ প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় ঃ ইহা এমন একটি বিষয় যাহার সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণ মামলাটির বিন্যাসে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে ইহাতে এমন একটি বিবেচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যাহা মামলার কার্যকারণ বা স্থিতাধিকার *(Locus standi)* সহিত সম্পর্কযুক্ত। গতানুগতিক ভাষাগত রচনাশৈলীতে ইহাকে বলা যাইতে পারে *Technical knock out* (কৌশলগত বাতিল) প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় উত্থাপনকারী আইনজ্ঞ অন্যান্য ইস্যুর উপরও বিতর্ক করিয়াছেন এবং ইহা প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় ইহার বেশিরভাগ বিষয়বস্তুর মত শক্তি হারায় এবং ইহা অন্যান্য উত্থিত বিষয়ের মতই নিজ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

[৪২ ডিএলআর ৩৩২]

আদেশ ১৪ নিয়ম ২, আদেশ ১৫ নিয়ম ৩ এবং আদেশ ২০ নিয়ম ৫ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির বিশেষ নিয়ম যাহা আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ও আদেশ ১৫ নিয়ম ৩-এ বর্ণিত আছে তাহা সাধারণ নিয়মের সহিত ভিন্নতর। এবং

মামলা টুকরা টুকরাভাবে পরিচালনা বা মীমাংসার বিষয়টি নিষিদ্ধ করে। আদেশ ১৪ নিয়ম ২-এ বর্ণিত নিয়মগুলি বাধ্যতামূলক এবং অবাধ নহে। *[৪০ ডিএলআর ২৩৬]*

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ঃ আইন-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় এবং মামলা পরিচালনার যোগ্যতা ঃ আইন-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যাহাই হউক না কেন মামলার আইন-সংক্রান্ত এবং তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক। আদালত হয়ত চলিবে কিনা সেই বিচার্য বিষয় সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করিবেন প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হিসাবে কিন্তু ইহার রায় প্রদান স্থগিত থাকিবে যতক্ষণ না মামলায় অন্যান্য বিচার্য বিষয় সম্পর্কে শুনানি হয় এবং অতঃপর আদালত মামলার পরিচালন যোগ্যতা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিচার্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ঃ আদেশ ১৫ নিয়ম ১৩ ঃ মামলার আইন-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় এবং তথ্য-সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় উভয়ই একত্রে গঠিত হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ সম্পূর্ণ প্রশ্ন একত্রে আছে ততক্ষণ একটি বিষয় যেমন কোন ট্রাস্ট উহা কি জনগণের ট্রাস্ট ছিল না কি ব্যক্তি গত ট্রাস্ট ছিল এবং যখন এই ধরনের বিচার্য বিষয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য নির্দেশনা দেয়, তখন আইন-সংক্রান্ত বিষয় শুধুমাত্র বিচারের জন্য গঠিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যায়বিচারের চাহিদা হইল আইন এবং তথ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় ইস্যু একত্রে গঠিত হইবে। *[৪৪ ডিএলআর ১৯৯২]*

আদেশ ১৪ নিয়ম ২, আদেশ ১৫ নিয়ম ৩ এবং আদেশ ২০ নিয়ম ৫ ঃ আদালত যখন উভয়পক্ষের *Pleadings* মোতাবেক মোকদ্দমায় সকল বিচার্য বিষয় যথারীতি গঠন করা হইয়াছে তখন একটি নির্দিষ্ট বিচার্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়া আরজি অগ্রাহ্য করিতে পারে না। *[৪৯ ডিএলআর (এইচডি) ৫০৮]*

আদেশ ১৪ নিয়ম ২ ঃ যেখানে কেবলমাত্র আইনের প্রাথমিক বিচার্য বিষয়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়, ইহা অবশ্যক যে, আদালত ঘটনাগত বিচার্য বিষয়ের পূর্বেই আইনগত বিচার্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করিবেন। *[১৬ বিএলডি (এইচডি) ৩৮৮]*

নিয়ম

৩। যেই সমস্ত বিষয় লইয়া বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হয় ঃ

আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমস্ত বা কতকগুলির ভিত্তিতে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে পারেন ঃ

(ক) পক্ষগণ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি বা পক্ষগণের উকিলগণ কর্তৃক শপথের মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগ।

(খ) মামলা প্রসঙ্গে যেই সমস্ত দরখাস্ত দাখিল করা হয় তাহাতে বা প্রশ্নমালার যেই উত্তর দেওয়া হয় তাহাতে উত্থাপিত অভিযোগ ;

(গ) কোন পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলসমূহের বিষয়বস্তু।

ভাষ্য

আদালত নিম্নবর্ণিত সবগুলি উপাদান বা ইহার যেকোন একটির ভিত্তিতে বিচার্য বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন ঃ

১। পক্ষসমূহ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে কোন ব্যক্তি কিংবা উকিলগণ কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে।

২। আরজি-জবাবে কিংবা কোন প্রশ্নমালার উত্তরমালায় আনীত অভিযোগ।

৩। যেকোন পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলসমূহের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে। বিচার্য বিষয় আরজি-জবাব কিংবা অন্য যেকোন তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত হউক না কেন তাহা কিছুতেই আরজি-জবাবের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত নহে।

বিচার্য বিষয় প্রণয়নের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা ঃ প্রণীত বিচার্য বিষয়গুলি কোন অবস্থাতেই হেতু ভাষণের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইতে পারিবে না *[(১৮৮০) ৫ কল. ৬৪]*। যেমন, ক, খ-এর বিরুদ্ধে এই অজুহাতে দলিল বাতিলের মোকদ্দমা করিল যে দলিলটি ক কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই এবং ইহা জালিয়াতি। এইক্ষেত্রে দলিলটি বলপ্রয়োগে বা অবৈধ প্রভাব দ্বারা সম্পাদন হইয়াছে কিনা সেই মর্মে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা আদালতের উচিত নহে। যদি শেষোক্ত মতে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হয়, তবে ধরিয়া নেওয়া যায় যে, দলিলটি বাদী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দলিলটি বাদী কর্তৃক আদৌ সম্পাদিত হয় নাই বলিয়াই বাদী আরজি সাজাইয়াছে *[(১৮৮৮) ১৫ কল ৬৮৪]*। কিন্তু যেক্ষেত্রে বিবাদী দলিলটি প্রতারণার মাধ্যমে হাজির করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে দলিলটি অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা সেই মর্মে অভিযোগ করা হেতু ভাষণের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইবে না। এইজন্য যেক্ষেত্রে আরজিতে প্রতারণার বিষয় অভিযোগ করা হয় এবং যদি বাদীর উকিল শুনানির সময় ইহাও অভিযোগ করেন যে, বাদী অবৈধ প্রভাবে বাধ্য হইয়াছিল, সেইক্ষেত্রে আদালত প্রতারণা এবং অবৈধ প্রভাব উভয় বিষয়ে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে পারিবেন। *[৩৯ আইসি ৭৯৮]*

নিয়ম

৪। বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিবার পূর্বে আদালত সাক্ষী গ্রহণ ও কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে পারেন ঃ

আদালত যেইক্ষেত্রে মনে করেন যে, আদালতে উপস্থিত নাই এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ ব্যতীত অথবা আদালতে দাখিল করা হয় নাই এমন কোন একটি দলিল পরিদর্শন করা ব্যতীত মামলার বিচার্য বিষয় সঠিকভাবে প্রণয়ন করা যাইবে না, সেইক্ষেত্রে আদালত আগামী কোন দিন পর্যন্ত বিচার্য বিষয় প্রণয়নের কার্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং সমন বা পরোয়ানার সাহায্যে উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত হইতে বা উক্ত দলিল যাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে আছে তাহাকে উহা আদালতে উপস্থিত করিতে (বর্তমানে প্রচলিত কোন আইন সাপেক্ষে) বাধ্য করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

আদালত যদি মনে করেন যে, আদালতে উপস্থিত নহে এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দী ব্যতীত বা আদালতে হাজির করা হয় নাই এমন কোন দলিল পরীক্ষা করা ব্যতীত বিচার্য বিষয় নির্ণয় করা যাইবে না, তবে আদালত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন স্থগিত রাখিয়া আগামীতে একটি দিন তারিখ ধার্যকরতঃ সেই ব্যক্তিকে সেইদিন উপস্থিত হইতে ও সেই দলিল কিংবা দলিল যাহার আয়ত্তাধীন আছে তাহাকে উহা হাজির করাইতে প্রয়োজনীয় আইনে সমন বা পরোয়ানার ব্যবস্থা নিতে পারিবেন। উপস্থাপিত জবাব প্রতারণামূলক বা অবাঞ্ছিত প্রভাবপ্রসূত মনে হইলে, আদালত পক্ষগণের যথাযথভাবে জবানবন্দী গ্রহণ, তাহাদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় ও তাহা দ্বারা যথার্থ বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিবেন।

নিয়ম

৫। প্রণীত বিষয়বস্তু সংশোধন করা বা কাটিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ঃ

(১) ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে যেকোন সময় আদালত প্রয়োজন অনুসারে বিচার্য বিষয় সংশোধন বা অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং পক্ষগণের মধ্যে যেই বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে সেইগুলি নিষ্পত্তি করিবার জন্য আদালত বিচার্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় সকল সংশোধন ও সংযোজন করিবেন।

(২) ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে যেকোন সময় আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন একটি বিচার্য বিষয় ভ্রান্তভাবে প্রণীত বা উপস্থাপিত হইয়াছে, তবে আদালত তাহা কাটিয়া দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

১। ডিক্রি বা রায় প্রদানের পূর্বে আদালত যেকোন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী বিচার্য বিষয় সংশোধন বা অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় যোগ করিতে পারিবেন। পক্ষগণের মধ্যে বিবদমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত প্রয়োজনীয় সকল সংশোধন ও অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় সংযোজন করিবেন।

২। ডিক্রি প্রদানের পূর্বে যেকোন সময় আদালত যদি মনে করেন যে, কোন বিচার্য বিষয় ভুলভাবে প্রণীত বা পেশ করা হইয়াছে তবে আদালত উহা কাটিয়া দিতে পারিবেন।

৩। সাধারণ নিয়মে, আদালতের ৩ নিয়মে বর্ণিত উপাদান ব্যতীত অন্যভাবে কোন অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় সংযোজন করা উচিত নহে।

এই নিয়মের ১ উপনিয়মের প্রথম অংশটি আদালতের সুবিবেচনাধীন। পক্ষান্তরে পরবর্তী অংশটি পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যেইরূপ প্রয়োজন হয়, সেইরূপ বিচার্য বিষয়ের সংশোধন বা অতিরিক্ত বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা আদালতের উপর আদেশবোধক হিসাবে কাজ করে */৩৯ আইএ ২১৮/*। এই নিয়মটি উল্লিখিত বিষয়ে আদালতের উপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। যে বিচার্য বিষয় মোকদ্দমার প্রকৃতি পরিবর্তন করিবে, তাহা উত্থাপন করা যাইবে না */১৩ বি ৬৬৪/*। যদি সাক্ষীকে জেরার সময়ও কতিপয় বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, তবে সেইক্ষেত্রেও তাহা উদ্ভব হইতে দেওয়া যায় */এ ১৯৩৩ এম ৭৫৯/*। শুনানির দিনে কোন নূতন বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে। যদি উহা কোন পক্ষকে বিস্মিত করে, তবে উহার মোকাবেলা করিবার জন্য সময় দেওয়া উচিত।

[১৯৪২ এএল ডব্লিউ ৪৮]

নিয়ম

৬। সম্মতিক্রমে তথ্য বা আইন-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বিচার্য বিষয়ের অনুরূপ আকারে বিবৃত করা যাইতে পারে ঃ

যেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষগণ তাহদের মধ্যে তথ্য ও আইন-সংক্রান্ত যেই সমস্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একমত থাকে, সেইক্ষেত্রে তাহারা একটি বিচার্য বিষয়ের অনুরূপভাবে তাহা বিবৃত করিতে পারিবে এবং এই মর্মে একটি চুক্তি করিতে পারিবে যে, উক্ত বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত সম্মতিসূচক বা নেতিবাচক হইলে —

(ক) এক পক্ষ অপর পক্ষকে উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা অথবা আদালত যেই পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করিবেন তাহা অথবা আদালত অন্য যেই নির্দেশ দান করিবেন তদনুযায়ী টাকা দিবে, অথবা এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তিতে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে অধিকারী বা দায়ী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে ; অথবা

(খ) চুক্তিতে উল্লিখিত এবং মামলায় জড়িত কোন সম্পত্তি এক পক্ষ অপর পক্ষকে দিবে বা উক্ত অপর পক্ষ যেইরূপ নির্দেশ দেয় তাহা করিবে ; অথবা

(গ) চুক্তিতে উল্লিখিত এবং মামলায় অর্পিত কোন কার্য এক বা একাধিক পক্ষ সম্পন্ন করিবে বা তাহা হইতে বিরত থাকিবে।

ভাষ্য

যদি মামলার পক্ষগণ তাহাদের মধ্যে বা আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তির ব্যাপারে একমত থাকে তবে তাহারা তাহা বিচার্য বিষয়ের তালিকায় বর্ণনা করিতে পারিবে। এই মর্মে তাহারা একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে, উক্ত বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক বা নেতিবাচক হইলে —

(ক) চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এক পক্ষ অপর পক্ষকে বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের টাকা অথবা আদালত অন্য যেইরূপ আদেশ দিবেন তদনুযায়ী টাকা দিবে কিংবা যেকোন পক্ষকে চুক্তিতে উল্লিখিত কোন ব্যাপারে অধিকারী বা দায়ী বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে।

(খ) চুক্তিতে বর্ণিত এবং মামলায় জড়িত কোন সম্পত্তি এক পক্ষ অপর পক্ষকে দিবে কিংবা অপর পক্ষ যেইরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপ করিবে।

(গ) চুক্তিতে বর্ণিত বা মামলায় বিবদমান বিষয় সম্পর্কিত কোন কার্য এক বা একাধিক পক্ষ করিবে বা তাহা হইতে বিরত থাকিবে।

নিয়ম

৭। আদালত যদি মনে করেন যে, সরলবিশ্বাসে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তবে আদালত রায় দান করিতে পারেন ঃ

যথাবিহিত অনুসন্ধানের পর আদালত যেইক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবেন ঃ

(ক) চুক্তিটি উভয় পক্ষ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে ;

(খ) উক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপর উভয় পক্ষের স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে ; এবং

(গ) প্রশ্নটি বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য।

সেইক্ষেত্রে আদালত এইরূপভাবে উক্ত বিচার্য বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন যেন বিচার্য বিষয়টি আদালত কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল ;

এবং উক্ত বিচার্য বিষয়ে উপনীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আদালত পক্ষগণের চুক্তিতে শর্ত মোতাবেক রায় দান করিবেন ও প্রদত্ত রায় অনুসারে ডিক্রিদান করিবেন।

ভাষ্য

যথাযথভাবে অনুসন্ধানের পর নিম্নলিখিত বিষয়ে আদালত যদি সন্তুষ্টি অর্জন করেন তবে আদালত বিচার্য বিষয় নথিভুক্ত করিবেন এবং সেই বিষয়ে যথারীতি সিদ্ধান্ত বা পর্যবেক্ষণগুলি বিচার-বিশ্লেষণকালে বিবেচনা করিবেন চুক্তিতে নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী। মামলার ডিক্রিও উহার ভিত্তিতে হইবে। অনুসন্ধানের বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

(ক) যেই চুক্তিটি উভয় পক্ষ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।
(খ) বর্ণিত প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপর উভয় পক্ষের যথেষ্ট স্বার্থ নিহিত আছে।
(গ) উক্ত বিষয়টি বিচারসাপেক্ষে এবং সেই মত নিষ্পত্তিযোগ্য।

নিয়ম

৮। চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্যকরণ ঃ

বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিবার পর আদালত ১২০ দিনের মধ্যে মামলায় চূড়ান্ত শুনানির দিন অবশ্যই ধার্য করিবেন।

ভাষ্য

বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হইবার পর চূড়ান্ত শুনানিতে যাহাতে বিলম্ব না ঘটে, সেই কারণে সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সার-সংক্ষেপ

বিচার্য বিষয় প্রণয়ন

Framing of issues

মামলায় বিচার্য বিষয় বলিতে কি বুঝায়

যখন তথ্যগত বা আইনগত বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একপক্ষ স্বীকার করে এবং অপরপক্ষ অস্বীকার করে তখনই বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়। বাদীর দাবির এবং বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তিমূলে যেই সমস্ত মূল তথ্যগত ও আইনগত বিষয়াদি থাকে সেইগুলি একটি মামলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক পক্ষের স্বীকৃত এবং অপর পক্ষের অস্বীকৃত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটি স্বতন্ত্র বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য হইবে। কোন তথ্যগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি একপক্ষ স্বীকার করে এবং অপর পক্ষ অস্বীকার করে তবে তাহা তথ্যগত বিচার্য বিষয় হইবে। পক্ষান্তরে কোন আইনগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি একপক্ষ স্বীকার করে এবং অপর পক্ষ অস্বীকার করে তবে তাহা আইনগত বিচার্য বিষয় হইবে। মামলার প্রথম শুনানির দিন আদালত বাদীর আরজি ও বিবাদীর জবাব পাঠে এবং প্রয়োজনবোধে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া তথ্য ও আইনগত গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবেন। অতঃপর যেই সমস্ত বিচার্য বিষয়ের উপর মামলাটির সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে, সেইগুলি প্রশ্নাকারে প্রণয়ন ও লিপিবদ্ধ করিবেন। এইভাবে নির্ধারিত প্রশ্নগুলি একটি মামলার বিচার্য বিষয় হইবে।

বিচার্য বিষয় প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি

দেওয়ানী কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য আইন উভয়ই পদ্ধতিগত আইন। এই উভয় আইনের লক্ষ্য বিচারকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা। এই উভয় আইনের কোন কোন বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারাতে আছে কোন মামলায় প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয়ের এবং আইন বর্ণিত বিচার্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে। অবস্থাধীনে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৪ আদেশের আওতাধীন বিধি অনুযায়ী বিচার্য বিষয় নির্ধারিত না হইলে সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী মামলার মূল তর্কিত বিষয়ে আইনসঙ্গতভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাঘাত ঘটিবে। বিচারকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হইবে। অতএব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে একটি মামলার বিচারকার্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে বিচার্য বিষয়গুলি চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। বিচার্য বিষয়গুলি সঠিকভাবে নির্ধারিত হইল সেইগুলি প্রমাণ বা অপ্রমাণের জন্য সাক্ষ্য আইনের বিধান অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত অত্র আইনের ২০ আদেশের আওতাধীন বিধিগুলিতে উল্লেখ আছে একটি মামলার রায়ে বিচার্য বিষয় কি ছিল এবং সেই বিষয়ে কারণসহ কি সিদ্ধান্ত হইল তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। যেই সমস্ত মামলায় বিভিন্ন বিচার্য বিষয় থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ বিচার্য বিষয় ভিত্তিক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, একটি মামলার সঠিক রায় বহুলাংশে সঠিক বিচার্য বিষয় নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল। অতএব একটি মামলায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে যথাযথভাবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম।

কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হয় ঃ আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সমস্ত বা কতকগুলি ভিত্তিতে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে পারিবেন ঃ

(ক) পক্ষগণ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি বা পক্ষগণের উকিলগণ কর্তৃক শপথের (oath) মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগ।

(খ) মামলা সম্পর্কে উভয় পক্ষের *pleading*-এ উত্থাপিত মূল বিরোধপূর্ণ বিষয়বস্তু বা প্রশ্নমালায় যেই উত্তর দেওয়া হয় তাহাতে উত্থাপিত অভিযোগ।

(গ) কোন পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলসমূহের বিষয়বস্তু।

বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ *Pleadings* অর্থাৎ বাদীর আরজি ও বিবাদীর জবাবে উত্থাপিত মূল বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করিয়া বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হয়।

বিচার্য বিষয় ঠিকমত প্রণয়ন না হইলে তাহার ফলাফল ঃ ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে যেকোন সময় আদালত প্রয়োজনবোধে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং পক্ষগণের মধ্যে যেই বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে সেইগুলি নিষ্পত্তি করিবার জন্য, বিচার্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় সকল সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন। ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে যেকোন সময় আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন একটি বিচার্য বিষয় ভ্রান্তভাবে প্রণীত বা উপস্থাপিত হইয়াছে, তবে আদালত তাহা কাটিয়া দিতে *(strike out)* পারিবেন।

আদেশ ১৫
প্রথম শুনানির দিনে মামলা নিষ্পত্তি

নিয়ম

১। পক্ষগণের মধ্যে কোন বিচার্য বিষয় না থাকিলে ঃ

মামলার প্রথম শুনানির দিন যদি প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তথ্য-সংক্রান্ত বা আইনগত কোন বিষয়ে কোন বিরোধ নাই, তবে আদালত তৎক্ষণাৎ মামলার রায় দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

মামলার প্রথম শুনানির দিনে যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, পক্ষগণের মধ্যে তথ্য-সংক্রান্ত বা আইনগত কোন বিষয়ে কোনরূপ বিরোধ নাই তবে আদালত তখনই মামলার রায় প্রদান করিতে পারেন।

কোন নির্দিষ্ট বিচার্য বিষয়ে পক্ষ তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য হাজির করিতে পারিলে উক্ত বিচার্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যদি সম্পূর্ণ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা যায় তাহা হইলে আদালত উক্ত বিচার্য বিষয়কে ঘটনার অথবা আইন হিসাবে নিতে পারে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]*

আদেশ ১৫ নিয়ম ১ ঃ বিশেষ বিচার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মামলায় পক্ষগণ যে সাক্ষ্য তৎক্ষণাৎ হাজির করিতে পারে, আদালত সেই তথ্য সম্পর্কে বা আইন সম্পর্কে যাই হউক না কেন উক্ত বিচার্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে পারে না যদি উক্ত বিচার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত মামলাটির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আদালত তাহাই করিবেন। *[(১৯৮৪) ৩০ ডিএলআর (এসসি) ৩১]*

নিয়ম

২। কতিপয় বিবাদীর মধ্যে একজন সম্পর্কে কোন বিচার্য বিষয় না থাকিলে ঃ

যেইক্ষেত্রে একাধিক বিবাদী রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যদি দেখা যায় বিবাদী দলের মধ্যে একজনের সহিত কোন তথ্য-সংক্রান্ত বা আইনগত কোন বিষয়ে বাদীর কোন বিরোধ নাই, তবে আদালত অবিলম্বে সেই বিবাদীর পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দান করিতে পারিবেন এবং তৎপর অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকিবে।

ভাষ্য

কোন মামলায় যদি একাধিক বিবাদী থাকে এবং বিবাদীদের মধ্যে কোন একজনের সহিত বাদীর তথ্য বা আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধ না থাকে তবে আদালত তৎক্ষণাৎ সেই বিবাদীর পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দান করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে অপরাপর বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকিবে।

এই নিয়ম অনুযায়ী কোন বিচারে রায় ঘোষিত হইলে, সেই রায় অনুসারে একটি ডিক্রি প্রদান করিতে হইবে এবং উহাতে রায় ঘোষণার তারিখ লিখিত থাকিবে।

বাদী একাধিক বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারে এবং তাহাদের কেউ হাজির না হইতে পারে। তবুও বাদীর উপর নিজের মামলা একতরফা কার্যক্রমে প্রমাণের দায়িত্ব বর্তায়। যদি সে তাহার নিজের মোকদ্দমা এমনকি একতরফা কার্যক্রমে প্রমাণ করিতে না পারে তবে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বিবাদীদের বিরুদ্ধে ডিক্রি পাইতে পারে না। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ২৭৪]*

আদেশ ১৫ নিয়ম ২ ঃ বাদীর সহিত বিরোধ জড়িত নহে কথাটির ব্যাখ্যা ঃ একজন বিবাদী তখনই বাদীর সহিত বিরোধে জড়িত নহে যখন ইস্যু গঠনের সময় অথবা পূর্বেই সে আদালতে গিয়া লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে কিংবা মৌখিকভাবে আদালতকে অবহিত করে যে বাদীর সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই, এইভাবে একটি অর্থ মামলায় বিবাদী আদালতে আসিয়া বলিতে পারে যে সে বাদীর দাবি মানিয়া লইতেছে, তাহার আবেদন শুধু কিস্তির জন্য। 'বাদীর সহিত বিরোধে জড়িত নয়'— এইরূপ একজন হইতে হইলে বিবাদীকে অবশ্যই আদালতে আবির্ভূত হইয়া উপরোক্তরূপ কথা বলিতে হইবে। একজন অ-প্রতিযোগী বিবাদীর জন্য অনেক রকম দ্বার খোলা আছে। সে যেকোন সময় আসিয়া বলিতে পারে যে, সে মামলার সমন পায় নাই অথবা বিচারের শেষে এসে বলিতে পারে যে, সে মামলা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছে এবং এখন সে মামলাটিতে লড়িতে চায়। মামলার প্রথম শুনানিতে (যাহা দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫ আদেশ, ২ নিয়মের বিষয়বস্তু) অ-প্রতিযোগী বিবাদীর বিরুদ্ধে এইটি ধরিয়া নেওয়া যাইবে যে, সে বাদীর সহিত বিরোধে জড়িত ছিল না। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ২৭৪]*

বাদী কতিপয় বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারে এবং ইহাদের কেউই আদালতে হাজির নাও হইতে পারে তথাপি একতরফা কার্যধারার মাধ্যমে নিজের মামলাটি প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর কাধে থাকে। যদি সে এমনকি একতরফা কার্যধারাতেও তাহার মামলাটি প্রমাণ করিতে না পারে তাহা হইলে অ-প্রতিযোগী বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা যাইবে না। *[(১৯৮২) ৩৪ ডিএলআর ২৭৪]*

নিয়ম

৩। প্রমাণ দাখিল করিতে না পারিলে ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনগত বা তথ্য-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে এবং আদালত অত্র আইনে বর্ণিত বিধান অনুসারে বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে যদি সন্তোষজনক কারণে আদালতের মনে হয় যে, পক্ষদ্বয় সেই ক্ষণে যেই সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করিতে বা সওয়াল-জবাব করিতে সক্ষম, মামলার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তির জন্য তদপেক্ষা অধিক কিছু প্রয়োজন নাই এবং মামলার বিচার পদ্ধতি দীর্ঘায়িত করিলে তাহাতে কোনই সুবিচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবে আদালত তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি নিষ্পত্তির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। এইরূপে যেই সমস্ত তথ্যে উপনীত হওয়া যাইবে, মামলা নিষ্পত্তির জন্য যদি তাহা যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তবে মামলার সমন বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্যই দেওয়া হইয়া থাকুক বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যই দেওয়া হইয়া থাকুক, আদালত রায় দান করিতে পারিবেন।

অবশ্য মামলার সমন যদি কেবলমাত্র বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে, তবে রায় দানের সময় পক্ষদ্বয় বা তাহাদের উকিলগণের উপস্থিতি এবং কাহারও আপত্তি না থাকা প্রয়োজন।

(২) প্রাপ্ত তথ্যাদি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে আদালত মামলার শুনানি স্থগিত রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত প্রমাণাদি দাখিল করিবার জন্য বা অতিরিক্ত সওয়াল-জবাবের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

ভাষ্য

১। যেইক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে তথ্য বা আইনগত বিষয়ে বিরোধ থাকে এবং পূর্বোক্ত নিয়মে বিচার্য বিষয় আদালত কর্তৃক প্রণীত হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে আদালত যদি সংগত কারণে মনে করেন যে, বিচার নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সওয়াল-জবাব বা সাক্ষ্য-প্রমাণ যাহা পক্ষগণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করিতে সক্ষম, ইহার অধিক কিছু প্রয়োজন হইবে না এবং ইহাতে কোন অবিচার হওয়ার অবকাশ থাকিবে না তবে আদালত তখনই বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির কাজ শুরু করিতে পারেন। এইভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি যদি যথেষ্ট মনে হয় তবে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ কিংবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যেইজন্যই সমন দেওয়া হইয়া থাকুক না কেন আদালত রায় ঘোষণা করিতে পারিবেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিচার্য বিষয় নির্ধারণের জন্য সমন দেওয়া হইলে, রায় ঘোষণার সময় পক্ষদ্বয় বা তাহাদের উকিলগণের উপস্থিতি ও তাহাদের আপত্তি নাই এইরূপ হইতে হইবে।

২। যদি প্রাপ্ত তথ্যাবলী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে আদালত শুনানি মুলতবী রাখিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি দাখিল করা বা সওয়াল-জবাবের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন।

যদি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন জারি করা হইয়া থাকে এবং যেকোন পক্ষ যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করিতে অসমর্থ হয়, তবে আদালত তখন মামলার রায় প্রদান করিতে পারিবেন। আদালত সঙ্গত মনে করিলে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করিবার পর সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত প্রমাণাদি দাখিল করিবার জন্য মামলার শুনানি স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

আদেশ ১৬

সাক্ষীর প্রতি সমন ও সাক্ষীর হাজিরা

নিয়ম

১। সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে আদালতে হাজিরা বা দলিল দাখিল করিবার জন্য সমন ঃ

মামলা দায়ের হওয়ার পর সাক্ষ্য দানের জন্য বা কোন দলিল দাখিল করিবার জন্য যেই সকল লোকের আদালতে হাজির হওয়া প্রয়োজন, মামলার পক্ষগণ আদালতে বা আদালত কর্তৃক এদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিয়া সেই সকল লোকের প্রতি সমন দেওয়াইতে পারিবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার প্রয়োজনীয় সাক্ষীদিগকে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করিয়াছে।

এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে যে, মামলা দায়ের হওয়ার পর সাক্ষ্য দানের জন্য বা দলিল দাখিলের জন্য যেই সকল ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন মামলার যেকোন পক্ষ আদালতে বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট আবেদন করিয়া ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করাইতে এবং তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করিতে পারে।

মামলার পক্ষগণ সাক্ষীদের প্রতি সমন জারি করিবার বিষয়টিকে অধিকার হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। মামলার কোন পক্ষ সাক্ষীদের প্রতি সমন জারি করানোর জন্য আবেদন করিলে এবং প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করিলে আদালত সমন জারি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

তবে আদালত সৎ উদ্দেশ্যে করা না হইলে বা প্রয়োজনীয় ফি প্রদান না করা হইলে আদালত উক্ত সমন জারি করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

সমন জারি করানোর আবেদন অগ্রাহ্য হইলে উহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না। তবে মূল মামলার ডিক্রি যদি তাহার বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে উক্ত মূল ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিবার সময় উল্লিখিত আবেদন অগ্রাহ্য করাটাকে একটি আপত্তি হিসাবে উক্ত আপীলের সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

সাক্ষীর প্রতি সমন একটি অধিকার ঃ সাক্ষীকে সমন দেওয়া পক্ষগণের একটি অধিকার *[(১৯২৫) ২৭ বোম্বে ল' রিপোর্টার ৪৭১]*। মোকদ্দমা দায়ের করিবার পর পক্ষগণ আবেদন করিলে আদালত সমন প্রেরণ করিবেন। আদালত প্রয়োজনবোধে সাক্ষী হাজিরার জন্য মোকদ্দমার শুনানি মুলতবী রাখিতে পারেন, কিন্তু সমন প্রদানে অস্বীকার করিতে পানের না *[(১৯২৭) ৯ লাহোর ল'জার্নাল ১54]*। কিন্তু যদি কোন পক্ষ সরল উদ্দেশ্যে সাক্ষী মান্য করিবার জন্য আবেদন না করেন, তবে আদালত তাহা অস্বীকার করিতে পারেন।

যদি কোন পক্ষ সাক্ষীকে সমন দেওয়ার জন্য আবেদন করে কিন্তু আদালত সেই আবেদন নাকচ করেন, তবে সেই পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে না। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে এবং যদি মোকদ্দমার ডিক্রি তাহার বিপক্ষে যায়। তাহা হইলে সে উক্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক সাক্ষীকে সমন দেওয়ার জন্য প্রার্থনা নাকচ করাকে আপীলের দরখাস্তে একটি অজুহাত বা সঙ্গত কারণ হিসাবে বর্ণনা করিতে পারিবে। তখন আপীল আদালত যদি দেখেন যে, উক্ত আকটাদেশের ফলে মোকদ্দমার গুণাগুণের উপর আদালতের সিদ্ধান্ত মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, তবে উক্ত ডিক্রি রদ করিতে পারেন এবং সমন দেওয়ার নির্দেশ দিয়া রিমাণ্ডে প্রেরণ করিতে পারেন। *[১৮ লেক্ষৌ ৩৪৬]*

আদেশ ১৬ নিয়ম ১ ঃ ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবশ্যকতা থাকিলে কোন তলবী সাক্ষী *(Cited witness)*-এর উপর দ্বিতীয় বারের জন্য সমন জারির ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই। যেক্ষেত্রে সমনের জন্য দায়েরকৃত দরখাস্তটি যথাযোগ্য হয় না সেক্ষেত্রে আদালত উক্ত সমন ইস্যুর আবেদনকে অস্বীকার করিতে পারেন। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

নিয়ম

২। সমন দেওয়ার জন্য আবেদনের সহিত সাক্ষীর খরচ আদালতে জমা দিতে হইবে ঃ

বিশেষজ্ঞ খরচার হার

(১) যেই পক্ষ উক্তরূপ সমন দেওয়াইবার জন্য আবেদন করিবে সেই পক্ষকে সমন মঞ্জুর হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেই ব্যক্তির হাজিরার জন্য সমন দেওয়া হইবে তাহার আদালতে যাতায়াতের খরচ ও একদিনের ভাতা বাবত টাকা আদালতে জমা দিতে হইবে।

(২) এই নিয়ম অনুসারে কোন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষী হিসাবে সমন দেওয়ার জন্য খরচ বাবত কত জমা দিতে হইবে তাহা নির্ধারণকল্পে আদালত উক্ত বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যদান ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে অন্য কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কি পরিমাণ সময় লাগিবে তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুপাতে তাহার সঙ্গত পরিমাণ পারিশ্রমিক মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) খরচ মঞ্জুরকারী আদালত যেইক্ষেত্রে কোন হাইকোর্টের অধীন, সেইক্ষেত্রে উক্ত খরচের পরিমাণ নির্ধারণের সময় এতদসম্পর্কে হাইকোর্ট কোন বিধি প্রণয়ন করিয়া থাকিলে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে মামলার যেই পক্ষ সাক্ষীদের প্রতি সমন জারি করাইতে চায় তাহার দায়-দায়িত্বের কথা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সমন মঞ্জুর হওয়ার পূর্বে উক্ত পক্ষ, যে সমন জারি করাইতে চায় তাহাকে আদালতে সমনকৃত ব্যক্তির যাতায়াত খরচ ও একদিনের ভাতা বাবত টাকা জমা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আদালতকে উক্ত ব্যক্তির যাতায়াত খরচ ভাতা এবং পারিশ্রমিক কত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ খরচ মঞ্জুরকারী আদালতকে তাহার উর্ধ্বতন আদালত কর্তৃক এতদসংক্রান্ত কোন বিধিবিধান প্রণীত থাকিলে বা প্রণয়ন করিলে তাহা অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছে।

সাক্ষীর খরচ ঃ এই নিয়ম অনুসারে কোন সাক্ষী শুধু তাহার যাতায়াত খরচ এবং অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য খরচ পাইবার অধিকারী, কিন্তু সে তাহার সময় নষ্ট হওয়ার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। কোন সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য প্রদান শেষ হইয়া যাওয়ার পরেও খরচ পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারে। কোন সাক্ষী যদি বাদী প্রদত্ত সমন মান্য করিয়া আদালতে আসে, কিন্তু বাদী তাহার জবানবন্দী নেয় নাই এবং বিবাদীপক্ষ তাহাকে সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী নেয় সেইক্ষেত্রে সে বাদী হইতে তাহার খরচ দাবি করিবার অধিকারী। *[২৮ বোম্বে ৬৪৭]*

নিয়ম

৩। সাক্ষীকে খরচ প্রদান ঃ

সমন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে দিয়া জারি করা হয়, তবে সমন জারির সময় আদালতে জমা দেওয়া খরচের টাকাও তাহাকে দিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম সাক্ষীকে তাহার যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ পাইবার অধিকার প্রদান করিয়াছে।

সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবার পূর্বে বা পরে তাহার প্রাপ্য অর্থ দাবি করিতে পারে। তবে, সাক্ষী তাহার সময় নষ্ট হওয়ার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে না।

নিয়ম

৪। প্রয়োজন অপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হইলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি, কোন সাক্ষীকে একদিনের বেশি হাজির রাখা হইলে তাহার খরচ ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে আদালতের বা আদালত কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আদালতে জমা দেওয়া টাকা উক্ত খরচ সংকুলান বা সঙ্গত পারিশ্রমিক দানের জন্য যথেষ্ট নহে, তবে আদালত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট

পক্ষ এই টাকা দিতে অপারগ হইলে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নিলাম বিক্রয়ের দ্বারা তাহা আদায়ের জন্য আদালত আদেশ দিতে পারিবেন অথবা যেই ব্যক্তির প্রতি সমন দেওয়া হইয়াছিল, আদালত তাহাকে সাক্ষ্য দান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন ; অথবা টাকা আদায় এবং অব্যাহতি দান, এই উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যেই ব্যক্তির প্রতি সমন দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে যদি একদিনের অধিক সময় আদালতে রাখিবার প্রয়োজন হয়, তবে যেই পক্ষের তরফ হইতে উক্ত ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হইয়াছে, সেই পক্ষকে উক্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত সময় আদালতে থাকার খরচ জমা দেওয়ার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারিবেন এবং উহার অন্যথা হইলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম দ্বারা উক্তরূপ খরচের টাকা আদায়ের আদেশ দিতে পারিবেন ; অথবা উক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন ; অথবা টাকা আদায় এবং অব্যাহতি দান, এই উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দান এবং উক্ত অর্থ আদায় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, পক্ষ কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থ যদি সাক্ষীর যাতায়াত খরচ, ভাতা এবং পারিশ্রমিকের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত পক্ষকে পুনরায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারেন। যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষ উক্ত অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষীকে সাক্ষ্য দান হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন অথবা দুইটিই করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সময় দেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, উক্ত সাক্ষীকে একদিনের বেশি আদালতে অবস্থান করিতে হইবে তাহা হইলে আদালত উক্ত পক্ষকে (যাহার আবেদনে উক্ত ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা হইয়াছিল) প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত পক্ষের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় দিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষীকে সাক্ষ্য দান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন অথবা অর্থ দান এবং অব্যাহতি উভয়ই করিতে পারিবেন।

নিয়ম

৫। সমনে হাজিরার সময়, স্থান ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদান বা দলিল উপস্থিত করিবার জন্য যেই সমন দেওয়া হইবে তাহাতে যেই সময় ও যেই স্থানে উক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং সাক্ষ্য দান বা দলিল উপস্থাপন বা উভয় উদ্দেশ্যে তাহার হাজিরা প্রয়োজন, তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। যেই দলিল উপস্থিত করিবার জন্য সেই ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হইতেছে, সেই দলিলের যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ সমনে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম সমনের প্রকৃতি এবং উহাতে কি কি উল্লেখ করিতে হইবে তাহা বলিয়াছে। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন দেওয়া হইলে উহাতে স্থান এবং সময় উল্লেখ করিতে হইবে। আর দলিল দাখিলের জন্য সমন দেওয়া হইলে উহাতে যথাসম্ভব দলিলটির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নিয়ম

৬। দলিল দাখিল করিবার জন্য সমন ঃ

কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য সমন না দিয়াও কেবলমাত্র দলিল উপস্থিত করিবার জন্য সমন দেওয়া যাইবে। দলিল উপস্থিত করিবার জন্য কাহাকেও সমন দেওয়া হইলে সে যদি ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হইয়াও উক্ত দলিল আদালতে উপস্থিত করায় তবেই সে সমন মান্য করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভাষ্য

এই বিধিতে বলা হইয়াছে, দলিল দাখিলের জন্য সমন জারি দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না হইয়াও দলিলটি আদালতে পৌছাইয়া দিতে পারিবেন।

দলিল দাখিলের সমনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সমনকৃত ব্যক্তির লোক মারফত দলিল আদালতে প্রেরণের সুযোগ দিয়াছে। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগতভবে আদালতে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

নিয়ম

৭। আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার বা দলিল দাখিল করিবার আদেশ দানের ক্ষমতা ঃ

আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য দানের জন্য বা তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন কোন দলিল পেশ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষ্য দান বা দলিল দাখিলের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

তবে, এইক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে, উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যই প্রয়োজন বা যেই দলিল পেশ করা প্রয়োজন তাহা ঐ সময় উক্ত ব্যক্তির সহিত অবস্থান করিতেছে বা তাহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছে।

নিয়ম

৮। সমন কিভাবে জারি করিতে হইবে ঃ

এই আদেশ মোতাবেক প্রতিটি সমন যতদূর সম্ভব বিবাদীর প্রতি সমন দেওয়ার নিয়মানুসারেই দিতে হইবে। সমন জারির প্রমাণ সম্পর্কে পঞ্চম আদেশের নিয়মসমূহ এই নিয়ম মোতাবেক দেয় সমনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, এই আদেশ মোতাবেক সমন জারির ক্ষেত্রে বিবাদীর উপর সমন জারি দেওয়ার নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে এবং এই নিয়মে আরও বলা হইয়াছে, এই আদেশ মোতাবেক সমন জারির ক্ষেত্রে আইনের ৫ আদেশে উল্লিখিত নিয়মাবলীও প্রযোজ্য হইবে।

নিয়ম

৯। সমন জারির সময় ঃ

যেই ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হইবে সেই ব্যক্তি যাহাতে প্রস্তুতির জন্য এবং নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পায়, তজ্জন্য সমন নির্ধারিত সময়ের যথেষ্ট পূর্বে সমন জারি করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, সমন জারির সময় আদালতকে উক্ত ব্যক্তির আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমনে উল্লিখিত তারিখটি এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে উক্ত ব্যক্তি সমন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও আদালতে হাজির হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

নিয়ম

১০। কোন সাক্ষী সমন অমান্য করিলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

(১) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য বা দলিল পেশ করিবার জন্য হাজির হওয়ার নিমিত্ত সমন দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি সমন মোতাবেক স্বয়ং হাজির হইতে বা দলিল উপস্থিত করিতে অপারগ হয়, সেইক্ষেত্রে সমন জারিকারক কর্মচারীর সাটিফিকেটের সত্যতা এফিডেভিটের মাধ্যমে নির্ণীত না হইয়া থাকিলে আদালত সমন জারি হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে উক্ত কর্মচারীর শপথের মাধ্যমে জবানবন্দী গ্রহণ

করিবেন, অথবা অন্য আদালতের দ্বারা করাইবেন এবং তাহার সার্টিফিকেটের সত্যতা এফিডেভিট দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকিলেও আদালত অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(২) আদালত যদি সঙ্গত কারণে মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যদান বা দলিল উপস্থিত করিবার প্রয়োজনীয়তা মামলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই ব্যক্তি আইনসঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত সমন মোতাবেক হাজির হইতে বা দলিল উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়াছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়াইয়া গিয়াছে, তবে সাক্ষ্যদান বা দলিল উপস্থিত করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির করিবার জন্য আদালতকে হুলিয়ার একটি নকল উক্ত ব্যক্তির বাসগৃহের বহির্দ্বারে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে।

(৩) উক্ত হুলিয়ার পরিবর্তে বা উহা জারি করিবার সময় অথবা উহার পর আদালত ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনের শর্তসহ বা ব্যতিরেকে গ্রেফতার করিবার জন্য পরোয়ানা জারি করিতে পারিবেন এবং আদালতের বিবেচনামত উক্ত ব্যক্তির কোন পরিমাণ সম্পত্তি ক্রোক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। অবশ্য ১২ নিয়ম অনুসারে তাহার উপর ধার্য জরিমানা ও ক্রোকের খরচ বাবদ যেই পরিমাণ সম্পত্তি ক্রোক করা প্রয়োজন তদূর্ধ্ব পরিমাণ সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে কোন স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের কোন আদেশ দিতে পারিবেন না।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে সাক্ষীদের প্রতি হুলিয়া এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তির প্রতি সমন দেওয়া হইলে এবং যদি উক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয় তাহা হইলে আদালত সমন জারি হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে জারিকারক কর্মচারীর জবানবন্দী গ্রহণ বা উহার সার্টিফিকেটের সত্যতা এফিডেভিটের মাধ্যমে বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি দেখা যায় যে, সাক্ষিগণ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত আদালতে উপস্থিত না হয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়াইয়া গিয়াছে তখন আদালত উক্ত ব্যক্তিদের প্রতি হুলিয়া জারি করিতে পারিবেন। তবে উক্ত হুলিয়ার এক কপি তাহাদের বাসগৃহে বা প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে আদালতকে এতদসম্পর্কে জামিনের শর্তসহ বা ব্যতিরেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এখানে আরও বলা হইয়াছে, আদালত উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তিতে ক্রোকাবদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত যে, স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের কোন আদেশ দিতে পারিবেন না।

নিয়ম

১১। সাক্ষী হাজির হইলে ক্রোক প্রত্যাহার করা যাইবে ঃ

যদি সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাজির হইয়া এই মর্মে আদালতে সন্তোষজনক কারণ দর্শায় যে, —

(ক) সে আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমন অমান্য করে নাই বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়াইয়া চলে নাই ; এবং

(খ) যেইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসারে জারিকৃত হুলিয়া মোতাবেক সে নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে অপারগ হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে হুলিয়ার বিষয় সে যথাসময়ে অবগত হয় নাই ; তবে আদালত উক্ত সম্পত্তির উপর হইতে ক্রোক প্রত্যাহারের নির্দেশ দান করিবেন এবং ক্রোকের খরচ সম্পর্কে যথাবিহিত আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি ক্রোকমুক্ত করানোর নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, সে যুক্তিযুক্ত কারণে সমন অমান্য করিয়াছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়াইয়া চলে নাই বা হুলিয়ার বিষয় সে যথাসময়ে অবগত হয় নাই তাহা হইলে আদালত উক্ত ক্রোকাদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দান করিবেন।

এই নিয়ম এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখনে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আদালতে হাজির হইয়া আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিয়াছে যে, কেন সে হাজির হইতে পারে নাই।

নিয়ম

১২। সাক্ষী হাজির না হইলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

উপরোক্ত ব্যক্তি যদি হাজির না হয় বা হাজির হইলেও সে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, তবে আদালত তাহার আর্থিক অবস্থা এবং মামলার যাবতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন এবং জরিমানার টাকা ও খরচের টাকা আদায়ের জন্য তাহার সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ ক্রোক করিবার ও নিলামে বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা যদি ১০ নিয়ম অনুসারে পূর্বেই সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে তবে তাহা নিলামে বিক্রয়ের আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে সেই ব্যক্তি জরিমানা ও খরচের টাকা আদালতে জমা দিলে আদালত তাহার সম্পত্তির উপর হইতে ক্রোক আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে আদালতকে সাক্ষীদের সম্পত্তি ক্রোক, নিলাম বিক্রয় ও জরিমানা ধার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, যদি কোন সাক্ষী (যাহার সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ হইয়াছে) এই আদেশের ১১ নিয়ম অনুসারে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে আদালত তাহাকে অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা ধার্য এবং সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকিলে উহার নিলাম বিক্রয় করিতে পারিবেন।

তবে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি জরিমানা ও খরচের টাকা আদালতে জমা দেয় তাহা হইলে আদালত উক্ত ক্রোকাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবেন।

এই নিয়মের প্রকৃতি ঃ যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত নিয়মটি প্রযোজ্য *[(১৯২০) ৩১ কল ল' জার্নাল ৩৬৩]*। উপরে বর্ণিত ইশতেহার প্রদান বা ক্রোকের আদেশ প্রদান, অত্র নিয়ম অনুসারে জরিমানা ধার্য করিবার কোন পূর্বশর্ত নহে। *[(১৯২৫) ৪৮ মাদ. ৯৪১]*

কখন জরিমানা মঞ্জুর করা যায় ঃ সাক্ষীর প্রতি সমন জারির পর যদি সে হাজির না হয় তবে এই নিয়ম অনুযায়ী তাহার প্রতি জরিমানা আরোপ করা যাইবে। কেবলমাত্র তখনই —

১। (ক) যদি উক্ত আদেশের ২ অনুচ্ছেদের ১০ নিয়মের অধীন ঘোষণা জারি করা হয়, অথবা

(খ) ঘোষণা জারি না করা হইলেও সাক্ষীকে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়, অথবা

(গ) যদি ঘোষণা এবং ওয়ারেন্ট জারি করা হয় এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাজির না হয় অথবা হাজির হইলেও আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হয় যে আইনসঙ্গত কারণে সে সমন মান্য করিতে পারে নাই।

সাক্ষীর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ জারি করা হইয়াছে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক।

সাক্ষীকে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেন্ট মঞ্জুর করা হইবে কেবলমাত্র এইরূপ আদেশ পাস করা যথেষ্ট নহে। এই নিয়মের বিধান কার্যকরী করিতে হইলে এইরূপ ওয়ারেন্ট অবশ্যই বাস্তবে জারি করিতে হইবে।

[পিএলআর (১৯৬০) ২ ডব্লিউপি ১৭৩]

নিয়ম

১৩। ক্রোকের পদ্ধতি ঃ

ডিক্রি জারির দরুন সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়-সংক্রান্ত বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব এই আদেশ মোতাবেক ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং এইক্ষেত্রে যেই ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় করা হইবে সেও সাব্যস্ত দেনাদারের ন্যায়ই বিবেচিত হইবে।

ভাষ্য

এখানে বলা হইয়াছে, ডিক্রি জারির দরুন সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধান রহিয়াছে এই আদেশের আওতাভুক্ত ক্রোক ও নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ঐ সমস্ত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষী যাহার সম্পত্তি এই নিয়মের আওতায় ক্রোকাবদ্ধ হইয়াছে সে-ও দেনাদারের ন্যায় বিবেচিত হইবে।

নিয়ম

১৪। আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মামলার সহিত সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে সমন দিতে পারেন ঃ

হাজিরা ইত্যাদি সম্পর্কে এই আইনের বিধানসমূহ এবং বর্তমান প্রচলিত অন্য কোন আইনসাপেক্ষে আদালত যদি যেকোন সময় এমন কাহারও জবানবন্দী গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেন, যেই ব্যক্তি মামলার কোন পক্ষের নহে, অথবা কোন পক্ষের সাক্ষী হিসাবেও আহূত হয় নাই, তবে আদালত নিজ উদ্যোগে উক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত বা দলিল পেশ করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হওয়ার জন্য সমন দেওয়াইতে পারিবেন এবং সাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন বা তৎকর্তৃক দলিল পেশ করাইতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে যেকোন ব্যক্তির প্রতি সমন প্রদান ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, এই আইনের বিধান মতে বা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইন সাপেক্ষে ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি কাহারও সাক্ষ্য প্রদান প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে আদালত তাহার নিজ উদ্যোগে ঐরূপ প্রয়োজনীয় যেকোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহার প্রতি সমন জারি করিতে পারিবেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের মামলার সহিত সরাসরি সম্পর্ক থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, আদালত যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তিনি নিজ উদ্যোগে যেকোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে আদালতে হাজির করিতে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই নিয়মে দেওয়া ক্ষমতা আদালতের বিবেচনাধীন এবং উহা ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

পরবর্তী সাক্ষ্য ডাকা ঃ পক্ষ কর্তৃক প্রথম ট্রাইব্যুনালে মামলা হস্তান্তর করা হইলে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল প্রথম ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্যদান সমাপ্তকারী পক্ষকে পরবর্তী সাক্ষ্যের জন্য ডাকার সম্পূর্ণ যোগ্য।

[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি)]

নিয়ম

১৫। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বা দলিল দাখিলের জন্য যাহাদিগকে সমন দেওয়া হয়, তাহাদের কর্তব্য ঃ

উপরে বর্ণিত নিয়ম সাপেক্ষে, যাহাকেই কোন মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির হওয়ার সমন দেওয়া হইবে, সমনে উল্লিখিত তারিখে, উল্লিখিত স্থানে সেই উদ্দেশ্যে তাহা হাজির হইতে হইবে, এবং যাহাকেই কোন দলিল উপস্থিত করিবার জন্য সমন দেওয়া হইবে নির্দিষ্ট তারিখে ও স্থানে তাহার নিজের উপস্থিত হইয়া দলিল দাখিল করিতে হইবে অথবা অন্য কাহারও দ্বারা করাইতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত যদি কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন দিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইতে হইবে। আর যদি দাখিল করিবার জন্য সমন দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নিজে আদালতে আসিয়া দলিলটি প্রদান করিতে বা লোক মারফতও সে উহা নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারিবে।

নিয়ম

১৬। তাহারা কখন আদালত ত্যাগ করিতে পারিবে ঃ

(১) উক্তরূপ সমনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদালত অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শুনানির দিন হাজির হইতে হইবে।

(২) কোন পক্ষ আদালতে আবেদন করিলে এবং প্রয়োজনীয় খরচের (যদি থাকে) টাকা আদালতের মাধ্যমে প্রদান করিলে, আদালত উপরোক্ত সমনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মামলার পরবর্তী শুনানি বা মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শুনানির তারিখে হাজির হওয়ার জন্য জামানত দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ জামানত দিতে অপারগ হইলে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার কোন পক্ষ যাহার আবেদনহেতু কোন সাক্ষীর প্রতি সমন জারি হইয়াছে কিন্তু উক্ত পক্ষ সমনাহূত ব্যক্তির যাতায়াত ভাড়া, ভাতা এবং পারিশ্রমিক দিতে যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখিতে পারিবেন।

নিয়ম

১৭। ১০ হইতে ১৩ নিয়ম প্রয়োগ ঃ

কোন ব্যক্তি সমন মোতাবেক হাজির হইবার পর যদি আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত ১৬ নিয়ম লংঘন করিয়া আদালত ত্যাগ করে, তবে ১০ হইতে ১৩ নিয়ম পর্যন্ত বর্ণিত বিধানসমূহ যতদূর সম্ভব উক্ত ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি সমনানুসারে হাজির হওয়ার পর যদি পরবর্তী সময়ে মামলা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত না হয় অর্থাৎ এই আদেশের ১৬ নিয়মের পরিপন্থী কাজ করিয়া আদালত ত্যাগ করে তাহা হইলে এই আদেশের ১০ হইতে ১৩ নিয়ম পর্যন্ত বর্ণিত নিয়মসমূহ উক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

১০ হইতে ১৩ নিয়ম পর্যন্ত কি নিয়ম আছে তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে ; তাই এখানে পুনরায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

নিয়ম

১৮। গ্রেফতারকৃত সাক্ষী তাহার জবানবন্দী দিতে বা দলিল দাখিল করিতে না পারিলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে পরোয়ানাক্রমে গ্রেফতার করিয়া পুলিশ হেফাজতে আদালতে হাজির করা হয়, এবং সেইক্ষেত্রে মামলার পক্ষগণের বা তাহাদের কাহারও গরহাজিরার দরুন যদি সে সাক্ষ্যদান করিতে বা দলিল উপস্থিত করিতে (যেইজন্য তাহাকে হাজির করা হইয়াছে) না পারে, তবে পরবর্তী তারিখে নির্ধারিত স্থানে তাহার হাজিরার জন্য উপযুক্ত জামিন বা জামানতের বিনিময়ে আদালত তাহাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি উক্তরূপ জামিন বা জামানত দিলে তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তি উক্তরূপ জামিন বা জামানত দিতে অপারগ হইলে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে এই আদেশের কোন বিধানবলে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তির জামিন সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত রহিয়াছে।

এই নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তিকে যদি পরোয়ানাক্রমে গ্রেফতার করিয়া আদালতে হাজির করা হয় কিন্তু পক্ষদের গরহাজিরার জন্য তাহার সাক্ষ্য লওয়া বা দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে উক্ত ধৃত ব্যক্তি জামানত বা উপযুক্ত জামিন দিলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারেন।

তবে জামিন বা জামানত দিতে ব্যর্থ হইলে আদালত তাহাকে দেওয়ানী কয়েদিতে আটক রাখিতে পারিবেন।

নিয়ম

১৯। কোন নির্ধারিত এলাকার সীমানার মধ্যে বসবাসকারী না হইলে কোন সাক্ষীকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

নিম্নরূপ কোন স্থানের বাসিন্দা না হইলে কাহাকেও সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া যাইবে না ঃ

(ক) আদালতের সাধারণ মূল এখতিয়ারভুক্ত এলাকার সীমানার মধ্যে, অথবা

(খ) উক্ত সীমানার বাহিরে কিন্তু আদালত গৃহ হইতে যেই স্থানের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের কম, অথবা (আদালত গৃহ ও উক্ত স্থানের মধ্যে দূরত্বে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ দূরত্ব অতিক্রম করিবার জন্য রেল বা অন্য কোন সুপ্রতিষ্ঠিত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকিলে) যেই স্থানের দূরত্ব দুইশত মাইলের কম।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার পক্ষদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এই নিয়মের (ক) এবং (খ) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি কোন সাক্ষী উক্ত আদালত মূল ভৌগোলিক এখতিয়ারের মধ্যে বসবাস করে এবং আদালত হইতে তাহার আবাসগৃহের দূরত্ব ১০০ মাইলের কম হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

তবে এখানে শর্ত থাকে যে, সাক্ষীর আবাসগৃহ এবং আদালতের মধ্যে যদি সুষ্ঠু, সুন্দর এবং স্থায়ী যাতায়াত যথা বিমান, রেল, স্টীমার থাকে তাহা হইলে আদালত যেকোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে উল্লেখ্য এই যে, উক্ত ব্যক্তির সুস্থ ভ্রমণের জন্য সে প্রয়োজনীয় অর্থ পাইবে।

নিয়ম

২০। আদালত সাক্ষী তলব করিলে যদি কোন পক্ষ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে, তবে তাহার পরিণাম ঃ

আদালতে উপস্থিত কোন পক্ষকে সাক্ষ্যদান করিতে অথবা তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন কোন দলিল তৎক্ষণাত আদালতে দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া হইলে আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহা মান্য করিতে যদি অস্বীকার করে, তবে আদালত সেই পক্ষের বিরুদ্ধে মামলায় রায় দান করিতে পারিবেন অথবা মামলাটি সম্পর্কে যথোপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত তাৎক্ষণিক নির্দেশ ভঙ্গকারীর পরিণাম এবং এই সম্পর্কে আদালতে ক্ষমতা কি তাহা বর্ণনা করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত যদি কোন ব্যক্তিকে (আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিকে) তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান বা উক্ত ব্যক্তির সহিত আছে এমন দলিল দাখিল করিবার নির্দেশ দেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ নির্দেশ অমান্য করে তাহা হইলে আদালত ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে রায় প্রদান বা প্রয়োজনীয় অন্য যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

নিয়ম

২১। সাক্ষী-সংক্রান্ত বিধিগুলি মামলার সমনপ্রাপ্ত পক্ষের উপরও প্রযোজ্য হইবে ঃ

যেইক্ষেত্রে মামলার কোন পক্ষকে সাক্ষ্য দান করিবার বা কোন দলিল উপস্থিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে সাক্ষী সম্পর্কিত এই আইনের বিধানসমূহ যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার পক্ষদের প্রতি প্রযোজ্য। এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার কোন পক্ষকে যদি সাক্ষ্য প্রদান বা দলিল দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

আদেশ ১৭

মুলতবী

নিয়ম

১। আদালত অবকাশ মঞ্জুর করিতে ও শুনানি মুলতবী রাখিতে পারেন ঃ

(১) মামলার যেকোন পর্যায়ে পক্ষগণ বা যেকোন পক্ষ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া অবকাশ প্রার্থনা করিলে আদালত উহা মঞ্জুর করিতে এবং তদনুসারে সময়ে সময়ে মামলার শুনানি মুলতবী রাখিতে পারিবেন।

(২) **মুলতবী খরচ ঃ** এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আদালত মামলাটির পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং শুনানি মুলতবী রাখিবার দরুন উদ্ভূত খরচ সম্পর্কে যথাবিহিত আদেশ দান করিবেন।

তবে **শর্ত** থাকে যে, সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হইয়া থাকিলে উপস্থিত সকল সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে দিনের পর দিন শুনানি মুলতবী রাখিবার প্রয়োজন হইলে উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শুনানি মুলতবী রাখা যাইবে।

বিধি ১ ঃ

[1][(৩) উপবিধি (১) এবং (২)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পক্ষের অনুরোধে আদালত কোন মামলায় দোতরফা শুনানির আগে ছয়টিরও বেশি মুলতবী অনুমোদন করিবে না, এবং কোন পক্ষের উপযুক্ত সীমার বাহিরে মুলতবী অনুমোদন করিলে উক্ত পক্ষকে ইহা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্যূন দুইশত টাকা এবং অনূর্ধ্ব একহাজার টাকা খরচ দিতে বাধ্য করিবে ; বাদী ইহা মান্য করিতে অপারগ হইলে মামলা খারিজ হইয়া যাইবে এবং বিবাদীর মান্য করিতে অপারগতায় মামলাটি একতরফা সূত্রে নিষ্পত্তি হইবে ঃ

তবে **শর্ত** থাকে যে, এই বিধির অধীনে খরচাদি দিলেও আদালত কোন পক্ষকে তিনটির অধিক মূলতবী অনুমোদন করিবে না,

(৪) অত্র বিধিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, আদালত দোতরফা শুনানির পর্যায়ে এবং অতঃপর মামলার কোন পক্ষের অনুরোধে মুলতবী অনুমোদন করিবে না ঃ

তবে **শর্ত** থাকে যে, সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে অত্র বিধির অধীনে কোন পক্ষকে মুলতবী অনুমোদন করিলে আদালত ইহা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ভিতর ঐ পক্ষকে অন্যূন দুইশত টাকা এবং অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা ব্যায়াদির খরচ অন্য পক্ষকে দিতে আদেশ দিবে, বাদী উহা মান্য করিতে অপারগ হইলে মামলা খারিজ হইয়া যাইবে এবং বিবাদীর মান্য করিতে অপারগতায় মামলাটি একতরফা সূত্রে নিষ্পত্তি হইবে ঃ

আরও **শর্ত** থাকে যে, উপযুক্ত শর্তানুসারের আদালত কোন পক্ষকে তিনটির অধিক মুলতবী অনুমোদন করিবে না।

(৫) উপবিধি (৩) কিংবা (৪)-এর অধীনে যেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ কর্তৃক মুলতবীর দরখাস্ত দাখিল করা হয় এবং ব্যায়াদির খরচসমেত আদেশসমূহ অনুমোদন করা হয়, সেক্ষেত্রে আদালত প্রতিটি পক্ষকে রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে অনুরূপ খরচাদি জমা প্রদান করিবার আদেশ দিবে।

(৬) কোন কারণ রেকর্ড না করিয়া আদালত অত্র বিধির অধীনে নিজের ক্ষেত্রে মুলতবী আদেশ প্রদান করিবে না।

(৭) উপবিধি (৩) কিংবা (৪)-এর অধীন মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হইলে উহা শুনানির নিমিত্তে পুনর্বহাল করা হইবে না, যদি না যাহা অমান্যের কারণে মামলাটি খারিজ হয় কিংবা একতরফা নিষ্পত্তি হয়, তিনি খারিজ বা একতরফা নিষ্পত্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা পুনর্বহালের আবেদনের সহিত আদালতে দুই

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৪০ নং আইন)-এর ৭ ধারাবলে উপ-বিধি (৩), (৪), (৫), (৬) এবং (৭) সংযোজিত।

হাজার টাকা ব্যায়াদির খরচ জমা প্রদান করেন ; এবং অনুরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্য কার্যধারা ছাড়াইয়া মামলাটি পুনর্বহাল করা হইবে এবং জমাকৃত খরচা অন্য পক্ষকে দিতে হইবে।]

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে মামলার কোন পক্ষকে সময় দান ও মামলার শুনানি মুলতবী রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, মামলার কোন পক্ষ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া অবকাশ প্রার্থনা করিলে বা শুনানি মুলতবী রাখিতে চাহিলে আদালত উক্ত পক্ষকে সময় দান করিতে বা মামলার শুনানি মুলতবী রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালত এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং উক্ত মুলতবীহেতু উদ্ভূত খরচ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, একবার সাক্ষীদের জবানবন্দী শুরু হইলে এবং যদি সকল সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ না হওয়ার পূর্বেই উক্ত শুনানি সুদীর্ঘ দিনের জন্য মুলতবী রাখিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আদালত এতদসংক্রান্ত কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মুলতবীর নির্দেশ দিতে পারিবেন।

এই নিয়ম আদালতকে বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। যদি উপযুক্ত কারণ না থাকে তাহা হইলে আদালত উক্ত আবেদন নাকচ করিয়া দিতে পারেন। অপর পক্ষে যদি উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিতে পারেন।

কোনগুলি উপযুক্ত কারণ তাহা মামলার ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইবে।

যেইক্ষেত্রে বিবাদীর আবেদনক্রমে খরচ প্রদানের শর্তে শুনানি মুলতবীর আবেদন মঞ্জুর করা হয় সেইক্ষেত্রে যদি বিবাদী খরচ প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আদালত বাদী পক্ষে একতরফা ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন। তবে খরচ প্রদানের শর্তে যদি উক্ত মুলতবী আবেদন মঞ্জুর করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত বাদীর পক্ষে উল্লিখিত ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবেন না।

অবকাশ মঞ্জুর ও শুনানি মুলতবী রাখিবার ক্ষেত্রে আদালতের করণীয় ঃ এই নিয়মটি আদালতকে পক্ষগণের জন্য সময় মঞ্জুর এবং মোকদ্দমার শুনানি মুলতবী রাখিবার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়। যথেষ্ট কারণ দর্শানো না হইলে কোন মুলতবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করা উচিত নহে *[(১৯২৪) ৫১ ক্যাব. ৭০]*। অপর দিকে কারণ দর্শানো হইলে সময় মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করাও উচিত নহে *[(১৯২০) ৫ পাট ল' জার্নাল ৩৯০]*। যথেষ্ট কারণ কি তাহা মোকদ্দমায় একটি তথ্যগত প্রশ্ন। বিচারক ছুটিতে থাকিলে তাহার কোন কোন কারণিক মুলতবী তারিখ ধার্য করিতে পারেন না। উপযুক্ত নিয়ম হইল বিচারক যেই দিন উপস্থিত থাকিবেন, সেই রকম কোন পরবর্তী কার্যদিবসে উক্ত মোকদ্দমাটি আদেশের জন্য উপস্থাপন করা। আদালত তাহার সুবিবেচনায় মুলতবী মঞ্জুর করিতে অথবা মঞ্জুর না করিতে পারেন। **তবে হাইকোর্টে যাওয়ার জন্য মুলতবীর প্রার্থনা কখনও প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে।** *[২৮ ডিএলআর (১৯৭৬) ৪০৬]*

মুলতবীর ক্ষেত্রে আদালতের কর্তব্য ঃ মুলতবী মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আদালত পক্ষগণের অসুবিধা বিবেচনা করিবে। পক্ষগণের সায়মিক অসুবিধার ক্ষেত্রে মুলতবী নামঞ্জুর করা হয়।

মুলতবী প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রদত্ত আদেশ বাতিল করিবার আবেদনের ক্ষেত্রে দেখাইতে হইবে যে, উহা মামলার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিবে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৫২২]*

নিয়ম

২। নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণ হাজির না হইলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

যেই তারিখ পর্যন্ত শুনানি মুলতবী রাখা হইয়াছে, সেই তারিখে যদি পক্ষগণ বা কোন পক্ষ হাজির না হয়, তবে আদালত এই সম্পর্কে নবম আদেশে নির্দেশিত যেকোন পন্থায় মামলার বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত অন্য কোন আদেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে নির্ধারিত দিনে পক্ষগণের অনুপস্থিতিতে কিভাবে কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়ম মতে যেই তারিখ পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবী রাখা হইয়াছে। সেই তারিখে যদি কোন পক্ষ বা পক্ষগণ আদালতে উপস্থিত না হয় বা না থাকে তাহা হইলে আদালত নবম আদেশে বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক কার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন বা প্রয়োজনবোধে অন্য যেকোন নির্দেশ দিতে পারিবেন।

এই নিয়মের আওতায় যদি একবার কোন ডিক্রি দেওয়া হয় তাহা হইলে পুনরায় আপীলের পরিবর্তিত নির্দেশ ব্যতীত উক্ত ডিক্রিকে বাতিল করা যায় না।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ বলিতে কোন পক্ষকে সময়দান বা শুনানি মুলতবীর নির্দেশ দানকে বুঝানো হইয়াছে। এই নিয়ম আদালতকে বিবেচনামূলক ক্ষমতা দিয়াছে।

কোন মোকদ্দমার প্রথম শুনানির তারিখে পক্ষগণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে অত্র সংহিতার ৯ আদেশের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয়। কিন্তু কোন পক্ষ যদি মুলতবীকৃত শুনানিতে হাজির না হয়, তবে বর্তমান ১৭ আদেশের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয় *[৪৫ এ ৬১৮]*। যদি কোন পক্ষ মোকদ্দমার প্রথম শুনানিতে হাজির হয়, কিন্তু মুলতবীকৃত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হয়, তবে মোকদ্দমাটি ৯ আদেশে নির্ধারিত পন্থায় নিষ্পত্তি করা যাইবে। অর্থাৎ যদি উভয় পক্ষ অনুপস্থিত থাকে তবে মোকদ্দমাটি ৯ আদেশের ৩ নিয়মের অধীন খারিজ হইবে যদি বাদী হাজির হয় কিন্তু বিবাদী গরহাজির থাকে, তবে মোকদ্দমাটি ৯ আদেশের ৬ নিয়মের অধীনে, একতরফাভাবে নিষ্পত্তি হইবে এবং যদি বিবাদী হাজির হয় কিন্তু বাদী গরহাজির থাকে, তবে মোকদ্দমাটি ৯ আদেশের ৮ নিয়মের অধীনে খারিজ হইবে। এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি মোকদ্দমাটি অত্র নিয়মের অধীনে নিষ্পত্তি হয়, তবে ৯ আদেশের যথাক্রমে ৪, ৯ ও ১৩ নিয়মের অধীনে বিক্ষুব্ধ পক্ষ প্রতিকার খুঁজিতে পারেন। বর্তমানে ১৭ আদেশের ২ নিয়ম প্রযোজ্য হইলে আদালতকে পশ্চাতের ৯ আদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়।

প্রয়োজনীয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য আদালত মামলা খারিজ করিতে পারে না।

[(১৯৬৮) ২০ ডিএলআর ৩০৪]

আদেশ ১৭ নিয়ম ২ ঃ সমগ্র মামলার উপর পক্ষদের বক্তব্য রাখিবার অধিকারকে যুক্তিতর্ক বলা হয়।

[৪০ ডিএলআর ৩৩১]

সাক্ষ্য দেওয়া যেইক্ষেত্রে বিবাদী বাদীর মামলাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে সেইক্ষেত্রে মামলা প্রমাণের ভার সম্পূর্ণভাবে বাদীর উপর বর্তায় এবং বাদীগণ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে বিবাদী কর্তৃক সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে মামলা হইতে মুক্ত হওয়ার ভার বিবাদীর উপরে বর্তায় না। *[৪২ ডিএলআর ৪৩৪]*

আদেশ ১৭ নিয়ম ২ ঃ বিবাদীর উপর মোটেই সমন জারি করা হয় নাই বা রেকর্ডদৃষ্টে প্রত্যক্ষ করা যায় না সরকার উপস্থিত হয়েছেন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এমতাবস্থায় বিষয়টি সুস্পষ্ট যে বিবাদীকে যথেষ্ট কারণ মূলে নিবৃত্ত করা হয়েছে আদালতে উপস্থিত হতে যখন ১৯৭৪ সালের ৩২৩ নং মোকদ্দমা বিচারের বা শুনানির উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে। অধিকন্তু এটা সঠিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিবাদীকে যথেষ্ট কার্যকারণ দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যখন ১৯৭৪ সালের ৩১৯ নম্বর মোকদ্দমার শুনানির জন্য ডাকা হয়। অধিকন্তু এটা সঠিকভাবেই বলা যায় যে, প্রতারণা বা পারস্পরিক যোগসূত্রের মাধ্যমেই একতরফা ডিক্রি হাসিল করা হয়েছে যে কারণে ডিক্রিটি বাতিল যোগ্য।*[বাংলাদেশ বনাম সিরাজুল হক এবং অন্যান্য ; ১১ বিএলসি (হাঃ বি.ঃ ৭১৪]*

নিয়ম

৩। কোন এক পক্ষ প্রমাণ দাখিল করিতে না পারিলেও আদালত বিচার কার্য চালাইতে পারিবেন ঃ

কোন পক্ষকে অবকাশ মঞ্জুর করা থাকিলে সেই পক্ষ যদি উক্ত অবকাশের পরবর্তী শুনানির তারিখেও সাক্ষী উপস্থিত করিতে বা উপস্থিত করাইতে অপারগ হয়, অথবা অন্য কোন কারণে অবকাশ মঞ্জুর করা হইয়া থাকিলে সেই কার্য সম্পন্ন করিতে অপারগ হয়, তবে আদালত অনুরূপ অপারগতা সত্ত্বেও মামলার বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে মামলার পক্ষসমূহের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য চালাইয়া যাওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, অবকাশ বা মুলতবী পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে মামলার পক্ষগণ যদি নিজে উপস্থিত হইতে বা সাক্ষীদেরকে আদালতে উপস্থিত করাইতে ব্যর্থ বা অপারগ হয় তাহা হইলে আদালত পক্ষ বা পক্ষগণের অনুপস্থিতি বা অপারগতা সত্ত্বেও বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

তবে আদালত ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন মনে করিলে পুনরায় শুনানি মুলতবী রাখিতে পারিবেন।

এই নিয়মের তাৎপর্য ঃ যদি মোকদ্দমার শুনানি মোকদ্দমার কোন পক্ষের আবেদনক্রমে মুলতবী না হইয়া থাকে *[২৩ আইসি ৭৬৯]* এবং যে পক্ষের আবেদনক্রমে মোকদ্দমার শুনানির মুলতবী হয় পরবর্তী সেই পক্ষ ত্রুটি না করিলেও অত্র নিয়মের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না *[১৯২৮ এআইআর ১৯১]*। কোন প্রমাণ হাজির করা বা কোন সাক্ষীকে হাজির করানো অথবা মোকদ্দমার পরবর্তী অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় কোন কাজ করিবার জন্য উক্ত মুলতবী বা অবকাশ মঞ্জুর করিতে হইবে এবং উক্ত পক্ষকে যে জন্য সময় মঞ্জুর করা হয় তাহা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইতে হইবে, অন্যথায় বর্তমান নিয়মের বিধান প্রযোজ্য হইবে না। উভয় পক্ষ আপোসের জন্য দরখাস্ত দিয়া মুলতবী মঞ্জুর করা হইলেও অত্র নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

এই নিয়মে উল্লিখিত "আদালত অনুরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমাটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারেন" সঠিক বাক্যটির অর্থ ইহা নহে যে, বাদীর ত্রুটির কারণে আদালত মোকদ্দমাটি খারিজ করিয়া দিতে পারেন বা বিবাদীর ত্রুটির কারণে মোকদ্দমাটির ডিক্রি দিয়া দিতে পারেন *[৪১ এলাহাবাদ ৬৬৩]*। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আদালত, মোকদ্দমার শুনানি আবারও মুলতবী রাখিতে পারেন, অথবা মোকদ্দমার শুনানি স্থগিত না রাখিয়া উহা বিচারের জন্য অগ্রসর হইতে পারেন, যেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং গুণাগুণের উপর মোকদ্দমাটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন *[২৩ এলাহাবাদ ৪৫২]*। সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পরে এবং যখন মোকদ্দমাটির যুক্তিতর্কের জন্য ধার্য ছিল, সেই অবস্থায় ঘায়েল পক্ষের অনুপস্থিতির অজুহাতে কোন দরখাস্ত খারিজ করা অনুচিত। আদালতকে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত নথিভুক্ত উপকরণসমূহের উপর মোকদ্দমাটির নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। এই ধরনের বিষয়গুলি ১৭ আদেশের ৩ নিয়মের বিধানগুলির আওতায় পড়ে, ৯ আদেশের বিধানের আওতায় নহে *[(১৯৬৯) ২১ ডিএলআর (এসসি) ৩৪৭]*। অত্র তিন নিয়মের বিধান আকৃষ্ট করিতে হইবে শর্ত বিদ্যমান থাকিতে হইবে ঃ (এক) মুলতবীর জন্য দরখাস্তটি অবশ্যই মোকদ্দমায় পক্ষের অনুরোধে প্রমাণ দাখিলের জন্য হইতে হইবে, (দুই) রায় প্রদানে অগ্রসর হওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু উপকরণ থাকিতে হইবে *[৩৯ সিডব্লিউএন ৮৫৯]*। এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত আদেশ সাজা প্রকৃতির উক্ত আদেশ পাসের আগে শর্তাবলী পূর্ণ করিতে হইবে।

সমস্ত প্রকার সাক্ষ্য দাখিল এবং পক্ষগণের জবানবন্দীর দরজা বন্ধ করিবার পর আদালত যুক্তিতর্কের জন্য মামলা মুলতবী ঘোষণা করিয়া আদেশ প্রদান করে। রায়ে বলা হয়, যেহেতু উক্ত আদেশ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল না কাজেই উক্ত মামলা সঠিকভাবে এই নিয়মের আওতায় পড়ে নাই। *[(১৯৬৯) পিএলডি করাচি ৪১৮]*

আদেশ ১৮

মামলার শুনানি ও সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ

নিয়ম

১। মোকদ্দমার শুনানি ও সাক্ষীর পরীক্ষা আরম্ভ করিবার অধিকার ঃ

মামলায় বাদীপক্ষ প্রথমে বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারী। তবে বিবাদী পক্ষ যদি বাদীপক্ষের অভিযোগের তথ্যসমূহ স্বীকার করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, আইনগত কোন প্রশ্ন অথবা বিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত কোন তথ্যমূলক অভিযোগ বিবেচনায় বাদী তাহার প্রার্থিত প্রতিকার লাভের অধিকারী নহে, তবে সেইক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষই প্রথম বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারী হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার কোন পক্ষ প্রথমে তাহার বক্তব্য আদালতে পেশ করিবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালতে প্রথম বক্তব্য পেশ করিবার দায়িত্ব মামলার বাদী পক্ষের।

তবে বিবাদী পক্ষ যদি বাদীর অভিযোগ স্বীকার করিয়া এইরূপ আইনগত প্রশ্নের বা তথ্যমূলক ঘটনা উত্থাপন করে যাহার ফলে বাদী পক্ষ তাহার প্রার্থিত প্রতিকার লাভের অধিকারী নহে তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষই প্রথমে আদালতে তাহার বক্তব্য পেশ করিবে।

মামলার কোন্ পক্ষ আদালতে প্রথম বক্তব্য রাখিবে তাহা সাক্ষ্য আইনের বিধি মোতাবেক নির্ধারিত হইবে। সাক্ষ্য আইনে ১০১ ধারা হইতে ১১৪ ধারা পর্যন্ত "প্রমাণের দায়িত্ব" শিরোনামে এই সংক্রান্ত বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মামলা শুরু কে করিবে ঃ মোকদ্দমায় শুনানি শুরু করিবার বা মোকদ্দমা শুনানির জন্য উন্মোচন করিবার বিষয়টি সাক্ষ্য আইনের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ নীতি হইল, মোকদ্দমা প্রমাণের দায়িত্ব যাহার উপর আছে, সেই পক্ষই শুরু করিবেন। বিপক্ষ প্রমাণ হাজির করিলে, আরম্ভকারী পক্ষের জবাব দিবার অধিকার আছে। বিবাদী যদি দোবারা দোষের প্রাথমিক আপত্তি উথাপন করেন তবে মোকদ্দমায় শুনানি আরম্ভ করিবার অধিকার তাহার আছে *[১২ বি ৫৯৯]*। ১৮ আদেশের নিয়মাবলী অনুসারে বিচারের পদ্ধতিকে সরাইয়া রাখিবার জন্য ১০ আদেশের ২ নিয়ম ব্যবহার হইবে না। *[৩৫ সিডব্লিউএন ৯২৫]*

আদেশ ১৭ নিয়ম ১০ ঃ শুনানির দিনের সহিত সম্পর্কযুক্ত, যাহার জন্য বিবাদীর প্রতি সমন ইস্যু করা হইয়াছিল, অন্যদিকে আদেশ ১৭ হল স্থগিত শুনানির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

আদেশ ১৭ নিয়ম ১ ঃ মুলতবী ও আদালতের দায়িত্ব ঃ মামলা মুলতবী ঘোষণা করিবার সময় আদালতকে অবশ্যই পক্ষসমূহের অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। স্বল্প সময়ের জন্য মুলতবী পক্ষসমূহের জন্য বিশেষ অসুবিধাজনক অননুমোদিত।

মামলা মুলতবীর আবেদন প্রত্যাখ্যান জারি একটি নির্দেশ যদি মামলা বাতিল হওয়ার পূর্বে করা হয় তবে আদালতকে দেখাইতে হইবে যে, মুলতবী মামলার ফলাফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৫২২]*

সাক্ষ্য-প্রমাণের শুনানি বিরতিহীনভাবে শ্রবণ করিতে হইবে — সাক্ষীর সাক্ষ্যদানকালে কদাচিত বিশেষ কারণ দর্শাইয়া স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে সম্মত হওয়া যাইতে পারে। *[(১৯৭৮) ৩০ ডিএলআর ৩১০]*

আদালত তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা দ্বারা মামলা মুলতবী করিবার আদেশ অনুমোদন করিতে পারে অথবা নাও করিতে পারে — এই ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুশীলন করিতে হইবে বৈধভাবে। খেয়ালখুশিমত নহে।

হাইকোর্ট-এ কোন মামলা পরিচালনার জন্য মুলতবীর আবেদন পেশ করা হইলে তাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না। *[২৮ ডিএলআর ৪০৬]*

নিয়ম

২। বিবৃতি দান ও প্রমাণ দাখিল ঃ

(১) শুনানির জন্য ধার্য তারিখে অথবা যেই তারিখ পর্যন্ত শুনানি মুলতবী রাখা হইয়াছিল সেই তারিখে প্রথমে বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারী পক্ষ তাহার অফিসে বিবৃতি করিবে এবং সে যেই সমস্ত বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ দিতে বাধ্য, সেইগুলি সম্পর্কে প্রমাণাদি উপস্থিত করিবে।

(২) অতঃপর অপর পক্ষ বক্তব্য পেশ করিবে এবং প্রমাণাদি (যদি থাকে) উপস্থিত করিবে এবং তৎপর সমগ্র মামলাটি সম্পর্কে আদালতে সাধারণভাবে একটি বক্তৃতা দান করিবে।

(৩) অতঃপর যেই পক্ষ প্রথমে বক্তব্য পেশ করিয়াছে, সেই পক্ষ সমগ্র মামলাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে অপর পক্ষের বক্তৃতার জবাব দান করিবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম মামলার পক্ষদের বক্তব্যদান ও প্রমাণাদি উপস্থিত করিবার নিয়মাবলী ও পদ্ধতি কি তাহা আলোচনা করিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শুনানির দিনে বা মুলতবীর পরে নির্ধারিত দিনে, যেই পক্ষ প্রথম বক্তব্য দেওয়ার অধিকারী সেই পক্ষ প্রথমে আদালতে বক্তব্য রাখিবে এবং যেই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করিতে উক্ত পক্ষ বাধ্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, প্রথম পক্ষের বক্তব্যের পর দ্বিতীয় তথা অপর পক্ষ আদালতে তাহার বক্তব্য পেশ করিতে এবং এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণাদি থাকিলে তাহা আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবে।

এই নিয়মের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পেশকৃত বক্তব্যের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এখানে প্রথম পক্ষ বলিতে আদালতে যেই পক্ষ প্রথম বক্তব্য পেশ করিবে তাহাকে বুঝানো হইয়াছে।

মোকদ্দমার শুনানি বলিতে সেই শুনানি বুঝায়, যখন আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন বা যুক্তিতর্ক শ্রবণ করেন বা মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশ্নসমূহ বিবেচনা করেন। বাদী বলিতে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝায়, যে বা যাহারা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এবং মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার দাবি করেন। সুতরাং বাদী এবং বাদীপক্ষের সমগ্র বা আংশিক দাবি সমর্থনকারী বিবাদীগণই মোকদ্দমায় আদালতের উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তব্য রাখিবেন

এবং তাহাদের সাক্ষ্য সর্বপ্রথম উপস্থাপন করিবেন *[৩২ বি ৬৯৯]*। যদি কোন মোকদ্দমায় কোন পক্ষ আদালতের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশের সুযোগ পাইয়াও তাহা না করে, তবে যুক্তিতর্ক শ্রবণ না করিয়াই রায় হইয়াছে, এই অজুহাতে রায় বাতিল হইবে না। *[(১৯২৫) ৪ লাহোর ৩৬৪]*

আদেশ ১৭ নিয়ম ২ দ্বারা বলা হয়, যেক্ষেত্রে দেখা যায় মামলায় শুনানি কোন দিন মুলতবী রাখা হইল এই কারণে যে, মামলার পক্ষগণ বা তাহাদের কেহ উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেক্ষেত্রে আদালত সমনটিকে ৯ আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা আদালত যেইরূপ মনে করেন সেইরূপ আদেশ দিতে পারেন। *[৩৯ ডিএলআর ১১]*

আদেশ ১৭ নিয়ম ২ এবং আদেশ ২০ নিয়ম ৪(১) ঃ একতরফা ডিক্রি কখন দেয়া হয় ও রায়ের পরিধি একতরফা ডিক্রি দেওয়ার পূর্বেই আদালতের উচিত সমস্ত নথি পর্যালোচনা করা যে বাদীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এইরূপ ডিক্রি দেওয়া যাইতে পারে কি না, কিন্তু এইক্ষেত্রে বিষয়টির গভীরে যাইয়া বাদীর মামলাকে ডিসমিস করিবার জন্য বিবাদী পক্ষের ওজর খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন নাই। *[৪৫ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৩]*

নিয়ম

৩। যেইক্ষেত্রে একাধিক বিচার্য বিষয় রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্রমাণ ঃ

যেইক্ষেত্রে একাধিক বিচার্যবিষয় রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে কতিপয় বিষয় প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অপর পক্ষের উপর বর্তাইয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্রথম বক্তব্য পেশকারী পক্ষ ইচ্ছা করিলে উক্ত কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারিবে, অথবা অপর পক্ষের উপস্থাপিত প্রমাণাদির জবাব দানের জন্য সপক্ষের প্রমাণ স্থগিত রাখিতে পারিবে ; এইরূপ (শেষোক্ত) ক্ষেত্রে প্রথম বক্তব্য পেশকারী পক্ষ অপর পক্ষের যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া সমাপ্ত হইলে উক্ত কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সপক্ষের প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারিবে, এবং অপর পক্ষ বিশেষভাবে প্রথম বক্তব্য পেশকারীর শেষোক্ত প্রমাণের জবাব দিতে পারিবে ; তবে সর্বশেষে প্রথম বক্তব্য পেশকারী পক্ষ সমগ্র মামলাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে জবাব দিতে পারিবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম যেই পক্ষ প্রথম আদালতে বক্তব্য পেশ করে তাহাকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিয়াছে এবং যেইক্ষেত্রে একাধিক বিচার্য বিষয় থাকে এবং উহাদের কতিপয় বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের এবং কতিপয় বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যস্ত হয় সেইক্ষেত্রে উহা প্রমাণের পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, যেই সমস্ত মামলায় একাধিক বিচার্য বিষয় থাকে এবং উহার কতিপয় বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব প্রথম যেই পক্ষ আদালতে বক্তব্য রাখে তাহার উপর ন্যস্ত হয় তাহা হইলে প্রথম পক্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার উপর ন্যস্ত বিষয়ের প্রমাণাদি তাহার বক্তব্য প্রদানের সময় আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবে অথবা উক্ত প্রমাণাদি উপস্থিত করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

পরে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিবার পরও উক্ত প্রথম পক্ষ তাহার প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারিবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, প্রথম পক্ষ যদি দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্যের পর প্রমাণাদি আদালতে হাজির করে তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত উপস্থিত প্রমাণাদি ও বক্তব্যের জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবে।

তবে প্রথম বক্তব্য পেশকারী পক্ষ সর্বশেষে মামলা সম্পর্কে সাধারণ জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবে। ইহাই এই নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বিশেষ সুবিধা।

নিয়ম

৪। প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে ঃ

আদালতে উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য মৌখিকভাবে প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের উপস্থিতিতে এবং তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম সাক্ষীদেরকে কিভাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালতে উপস্থিত সাক্ষীদিগকে অবশ্যই প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষিগণ আদালতের নিজ তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত হইবে।

নিয়ম

৫। আপীলযোগ্য মামলায় কিভাবে সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে ঃ

আপীলযোগ্য মামলায় প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী বিচারক কর্তৃক অথবা তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা প্রশ্নোত্তরের আকারে না করিয়া বিবৃতি আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে তাহা বিচারক ও সাক্ষী সমক্ষে পাঠ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে বিচারকও সংশোধন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে আপীলযোগ্য মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়মাবলী বিধৃত রহিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, আপীলযোগ্য মামলায় বিচারক নিজে তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবেন। কোন সাক্ষীর জবানবন্দী সমাপ্ত হইলে আদালত উহা সাক্ষী সমক্ষে পাঠ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সংশোধন করিয়া উহাতে নিজে দস্তখত করিবেন।

আদালত প্রয়োজনবোধে সাক্ষ্য সংশোধন করিতে পারিবেন। তবে, সাক্ষী যাহা বলে নাই উহাকে যুক্ত বা সাক্ষী যাহা বলিয়াছে উহাকে বাদ দিতে পারিবেন না। এই উদ্দেশ্যেই এই বিধিতে সাক্ষীর সমক্ষে তাহার দেওয়া জবানবন্দীর পুনরায় পাঠ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন জবানবন্দী পরবর্তী মামলায় সাক্ষী হিসাবে গ্রহণযোগ্য ঃ আদালতে কোন পক্ষের জবানবন্দীতে যদি এই মর্মে অনুমোদন না থাকে যে, উহা তাহাকে পড়িয়া শুনানো হইয়াছিল, তবে এইরূপ জবানবন্দী উক্ত পক্ষ বা সাক্ষীর বিরুদ্ধে পরবর্তী কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইবে না। আদালত প্রদত্ত বাদীর জবানবন্দীতে উহা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো মর্মে কোন অনুমোদন *endorsement* ছিল না। পরবর্তী কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য সেই জবানবন্দী অগ্রহণযোগ্য।

[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর ৫১৯]

নিয়ম

৬। কখন জবানবন্দীর তরজমা করিতে হইবে ঃ

যেইক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দী তাহার ব্যবহৃত ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যেই ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা যদি সাক্ষীর বোধগম্য না হয়, তবে লিপিবদ্ধ জবানবন্দী সাক্ষীর ব্যবহৃত ভাষায় তরজমা করিয়া শুনাইতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্য পুনর্বার শ্রবণ করানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, সাক্ষীর জবানবন্দী যদি সাক্ষীর দেওয়া ভাষায় লিপিবদ্ধ না করিয়া অন্য কোন ভাষায় করা হইয়া থাকে এবং যদি উহা সাক্ষীর বোধগম্য না হয় তাহা হইলে আদালতকে উক্ত জবানবন্দী তাহার দেওয়া অথবা বোধগম্য ভাষায় তরজমা করিয়া শুনাইতে হইবে।

নিয়ম

৭। ১৩৮ ধারা অনুসারে প্রমাণ ঃ

১৩৮ ধারা অনুসারে গৃহীত সাক্ষ্য ৫ নিয়মে বর্ণিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং পাঠ করিয়া শুনাইবার পর স্বাক্ষর করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ৫ নিয়ম অনুসারে গৃহীত সাক্ষ্যের ন্যায়ই উহার তরজমা ও সংশোধন করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম কোন ধরনের সাক্ষ্যকে কিভাবে কোথায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, দেওয়ানী কার্যবিধির ১৩৮ ধারানুসারে গৃহীত সাক্ষ্য উক্ত আইনের ৫ নিয়মে বর্ণিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আদালত প্রয়োজন মনে করিলে ৫ নিয়ম অনুসারে গৃহীত সাক্ষ্যের ন্যায় উহার তরজমাও সংশোধন করিতে পারিবেন।

নিয়ম

৮। বিচারক যখন স্বহস্তে প্রমাণ লিপিবদ্ধ না করিবেন, সেইক্ষেত্রে মেমোরেণ্ডাম ঃ

যেইক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হইবে না, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণকালে তিনি অবশ্যই জবানবন্দীর একটি সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত সারমর্মে তিনি সাক্ষর করিলে উহা নথিপত্রের অংশরূপে রক্ষিত হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে কতিপয় ক্ষেত্রে আদালতকে সাক্ষীর সাক্ষ্যের সরাসরি লিপিবদ্ধকরণ হইতে রেহাই দিয়াছে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক সাক্ষ্য সরাসরি লিপিবদ্ধ হইবে না, সেইক্ষেত্রে বিচারক প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণকালে অবশ্যই উক্ত জবানবন্দীর একটি সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত সারমর্মে তিনি স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

এই নিয়মে আরও বলা হইয়াছে, এইরূপ স্বাক্ষরযুক্ত সারমর্ম মামলার নথিপত্রের অংশরূপে পরিগণিত ও রক্ষিত হইবে।

নিয়ম

৯। কখন ইংরেজিতে প্রমাণ গ্রহণ করা যাইবে ঃ

যেইক্ষেত্রে আদালতের ভাষা ইংরেজি নহে, অথচ সাক্ষীর ইংরেজি জবানবন্দী ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হইলে আদালত উপস্থিত পক্ষগণের, অথবা যেই পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হয় নাই, সেই পক্ষের উকিলের আপত্তি নাই, সেইক্ষেত্রে বিচারককে উক্ত জবানবন্দী ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যদি মামলার পক্ষ বা পক্ষগণ অথবা তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত উকিলগণ কোন আপত্তি না করেন তাহা হইলে ইংরেজিতে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

তবে এই নিয়ম কোন প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

নিয়ম

১০। কোন বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিপিবদ্ধ করা যাইবে ঃ

কোন বিশেষ কারণে আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোন পক্ষ বা তাহার উকিলের আবেদনক্রমে কোন একটি বিশেষ প্রশ্ন ও উহার উত্তর বা প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে কোন বিশেষ প্রশ্ন বা উহার প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা মামলার কোন পক্ষের আবেদনক্রমে কোন একটি বিশেষ প্রশ্ন ও উহার উত্তর বা প্রশ্নসংক্রান্ত ওজর আপত্তি শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিয়ম

১১। যদি কোন বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং আদালত সেই প্রশ্ন করিবার অনুমতি দেন ঃ

যেইক্ষেত্রে কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্ন সম্পর্কে কোন পক্ষ বা তাহার উকিল আপত্তি করে, অথচ আদালত উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি দান করেন, সেইক্ষেত্রে বিচারক উক্ত প্রশ্ন, উত্তর, আপত্তি, আপত্তিকারীর নাম এবং সম্পর্কে তৎআদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে কোন পক্ষ আপত্তি করিলেও উহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার কোন পক্ষ সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করিলে এবং অপর পক্ষ যদি উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি করে তাহা হইলেও আদালত প্রথম পক্ষকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি দান করিতে পারিবেন।

তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালতকে উক্ত প্রশ্ন, উহার উত্তর, আপত্তিকারীর নাম এবং এই সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নিয়ম

১২। সাক্ষীর আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য ঃ

জবানবন্দী দানকালে কোন সাক্ষীর আচরণ আদালত প্রয়োজন মনে করিলে লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতে মামলার সাক্ষীদের আচরণ লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত প্রয়োজন মনে করিলে কোন সাক্ষীর আচরণকেও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

'প্রয়োজন মনে করিলে' কথাটির অর্থ হইল, যদি কোন সাক্ষী আদালতে এমন কোন বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা ব্যবহার প্রদর্শন করে যাহা মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন, আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

আদেশ ১৮ নিয়ম ১২ ঃ যেহেতু বিচার আদালতের সুযোগ আছে সাক্ষীকে দেখার এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় সাক্ষীর (ডিমেনার) আচরণ দেখার, যদি বিচার আদালত সাক্ষীর (ডিমেনার) আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য রেকর্ড করেন, বিচার আদালতের মতামত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান বহন করে এবং ইহাতে হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

[১৮ বিএলডি (এইচডি) ১৪৭]

নিয়ম

১৩। আপীলের অযোগ্য মামলা প্রমাণের মেমোরেণ্ডাম ঃ

যেই মামলা আপীলযোগ্য নহে, সেই মামলার সাক্ষীর জবানবন্দী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই ; তবে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণকালে তাহার বক্তব্যের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে বিচারকের স্বাক্ষর হইবার পর নথির অংশ হিসাবে উহা রক্ষিত হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আপীলযোগ্য নহে এইরূপ মামলার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি কি তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যেই সমস্ত মামলা আপীলযোগ্য নহে উহাদের কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যকে হুবহু লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

আদালত উক্ত সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্যের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহাতে আদালত নিজ স্বাক্ষর বা দস্তখত প্রদান করিলে উহা উক্ত মামলার নথি হিসাবে পরিগণিত ও সংরক্ষিত হইবে।

নিয়ম

১৪। কোন বিচারক মেমোরেণ্ডাম দানে অসমর্থ হইলে তাঁহার অসমর্থ্যের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে এই আদেশ অনুসারে সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিতে বিচারক অপারগ হইবেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপারগতার কারণ লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে এবং প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের ডিক্টেশন হইতে উহা লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে।

(২) উক্তরূপে লিপিবদ্ধ সারমর্ম নথির অংশরূপে পরিগণিত হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে পূর্ব উল্লিখিত সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবার অপারগতার কারণ লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, এই আদেশানুসারে সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিতে যদি আদালত অপারগ হন তাহা হইলে আদালতকে উক্ত অপারগতার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপারগতার কারণ অবশ্যই প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের বর্ণনা হইতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

এই নিয়মে আরও বলা হইয়াছে, উক্ত লিপিবদ্ধকৃত কারণসমূহ নথির অংশরূপে পরিগণিত হইবে।

নিয়ম

১৫। অন্য বিচারক সমক্ষে গৃহীত প্রমাণ বিবেচনার ক্ষমতা ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন বিচারকের মৃত্যু, স্থানান্তর, গমন বা অন্য কোন কারণে কোন মামলার আরব্ধ বিচার সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বিচারক পূর্বোক্ত নিয়মসমূহ অনুসারে পূর্ববর্তী বিচারক কর্তৃক লিপিবদ্ধ জবানবন্দী বা উহার সারমর্ম এইরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন যেন সেইগুলি তিনি নিজেই উক্ত নিয়মসমূহ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বা নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বিচারক মামলা যেই পর্যায়ে ছাড়িয়া যাইবেন, পরবর্তী বিচারক ঠিক সেই পর্যায়ে উহার বিচার আরম্ভ করিতে পারিবেন।

(২) ২৪ নিয়ম অনুসারে হস্তান্তরিত মামলায় গৃহীত সাক্ষীর জবানবন্দী সম্পর্কেও ১ উপ-নিয়মে বিধান যথাসম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত আদালতকে পূর্ববর্তী বিচারক কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্য এবং দলিলপত্রাদি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, কোন বিচারকের মৃত্যু, স্থানান্তর গমন বা অন্য কোন কারণে যদি কোন মামলার পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব না হয় তাহা হইলে সদ্য আগত বিচারক উক্ত পূর্ববর্তী বিচারক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যকে এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন যেন উহা তাহার নিজেরই করা এবং পরবর্তী অসমাপ্ত কার্যাবলী উক্ত সদ্য আগত বিচারক সমাপ্ত করিতে পারিবেন।

এই নিয়মে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আরও বলা হইয়াছে, হস্তান্তরিত মামলার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ২৪(১) উপনিয়মে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

পরবর্তী সাক্ষ্য ডাকা ঃ পক্ষ কর্তৃক প্রথম ট্রাইব্যুনালে তাহার মামলা সমাপ্তির পর দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনালে মামলা হস্তান্তর করা হইলে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল প্রথম ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্যদান সমাপ্তকারী পক্ষকে পরবর্তী সাক্ষ্যের জন্য ডাকার সম্পূর্ণযোগ্য। *[(১৯৭০) ২২ ডিএলআর (ডব্লিউপি)]*

নিয়ম

১৬। অবিলম্বে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের ক্ষমতা ঃ

(১) কোন সাক্ষী আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা ত্যাগের উপক্রম করিবার দরুন অথবা অন্য কোন সন্তোষজনক কারণে যদি উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, তবে মামলা দায়ের হওয়ার পর যেকোন সময় কোন পক্ষ বা সাক্ষীর আবেদনক্রমে আদালত উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি পক্ষগণের উপস্থিতিতে তৎক্ষণাত উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হয় তবে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে পক্ষগণকে যথেষ্ট সময় পূর্বে নোটিস দিতে হইবে।

(৩) উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দী সাক্ষীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সাক্ষী উহা সঠিক বলিয়া স্বীকার করিলে উহাতে স্বাক্ষর দান করিবে এবং বিচারক প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধিত করিবার পর উহাতে স্বাক্ষর দান করিবেন এবং তৎপর উহা মামলার যেকোন পর্যায়ে শুনানির সময় আদালতে পাঠ করা চলিবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কোন সাক্ষীর সংশ্লিষ্ট আদালতের এখতিয়ার ত্যাগের প্রয়োজন হইলে অথবা অন্য কোন সন্তোষজনক কারণ থাকিলে মামলার কোন পক্ষের বা সাক্ষীর আবেদনক্রমে আদালত মামলা দায়ের হওয়ার পর যেকোন সময় তাৎক্ষণিকভাবে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই নিয়মের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি তাৎক্ষণিকভাবে পক্ষগণের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং পক্ষদেরকে প্রয়োজনীয় সময় পূর্বে নোটিস প্রদান করিবেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এই নিয়ম দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আওতায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে উক্ত জবানবন্দী সাক্ষীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং সাক্ষী যদি উহা তাহার নিজের কথিত সাক্ষ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে আদালত উহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং নিজেও স্বাক্ষর করিবেন। এই জাতীয় সাক্ষ্য মামলার যেকোন পর্যায়ে শুনানির সময় ব্যবহার করা চলিবে।

তবে আদালত ইচ্ছা করিলে উক্ত সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবেন। তবে উক্ত সাক্ষ্যের মৌলিক বা প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

এই নিয়ম আদালতকে কোন সাক্ষীকে পুনর্বার উপস্থিত করিবার এবং পুনর্বার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, এই আদেশের ১৬ নিয়মের আওতায় কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পর যদি কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয় বা আদালত যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনীয় যেকোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

এই নিয়মের আওতায় কখন কোন সাক্ষী অথবা পক্ষের জবানবন্দী গ্রহণ করা যায় ঃ এই নিয়ম মামলার পক্ষ অথবা সাক্ষী যিনি আদালতের এখতিয়ার পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন তাহার সাক্ষ্য তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার জন্য যোগ্য করিয়া তোলার বিধান বর্ণনা করিয়াছে। এই নিয়মের সুযোগ গ্রহণের জন্য পক্ষ অথবা সাক্ষীদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় সন্তুষ্ট করিতে হইবে ঃ

(১) কোন সাক্ষী আদালতের এখতিয়ার পরিত্যাগ করিতে পারে, অথবা

(২) অন্য কোন পর্যাপ্ত কারণে।

কমিশন নিয়োগ করা আদালতের বিবেচনাধীন ক্ষমতার উপর। এই ক্ষমতা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে পালন করিতে হইবে ; কোনরূপ খামখেয়ালীপনা থাকিবে না। *[(১৯৭৭) ২৯ ডিএলআর ২৪৮]*

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৬ ঃ কখন নিয়মের আওতায় কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় ঃ এই নিয়মটি করা হইয়াছে কোন মামলার পক্ষ বা সাক্ষী যাহার কিনা আদালতের এখতিয়ার ত্যাগ করিবার সম্ভাবনার কারণে অনতিবিলম্বে তাহার সাক্ষ্য নেওয়ার প্রয়োজন বিধায়, তাহাদের সুবিধার্থে। এই নিয়মের সুবিধা গ্রহণের জন্য কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করিতে হইবে ঃ

(১) সাক্ষীর আদালতের এখতিয়ার ত্যাগের সম্ভাবনা আছে।

(২) অন্যান্য পর্যাপ্ত কারণে ।

কমিশন প্রেরণ সম্পূর্ণ বিচারিক ঐচ্ছিক ক্ষমতা। ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইতে হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা নহে। *[২৯ ডিএলআর ২৪৮, ১৯৪]*

নিয়ম

১৭। আদালত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব করিয়া জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

যেই সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত তাহাকে পুনরায় তলব করিতে হইবে এবং (বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইন সাপেক্ষে) উক্ত সাক্ষীকে প্রয়োজনীয় যেকোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৭ ঃ এই নিয়মের অধীনে সাক্ষীকে আইনসঙ্গতভাবে পুনঃ আহবান এবং পুনঃপরীক্ষা করা যায় কিন্তু খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারীভাবে নহে। *[২৯ ডিএলআর ২৪৮, ১৯৭৭]*

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৭ ঃ এই নিয়মের অধীনে সাক্ষীকে আইনসঙ্গতভাবে পুনঃ আহবান এবং পুনঃ পরীক্ষা করা যায় কিন্তু খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারীভাবে নহে। *[৩৭ ডিএলআর (এডি) ৩২]*

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৭ ঃ আইন আদালতকে সাক্ষী রি-কল করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। যেই সকল সাক্ষ্য ও দলিল-দস্তাবেজ বাদীর দখলে আছে যাহা মোকদ্দমা শুনানিকালে আবশ্যক, আরজিতে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ২১৪]

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৭ ঃ আদালতের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে — কোন সাক্ষীকে যেকোন সময় ও অবস্থাতে রি-কল করার — যেই সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা হইয়াছে এবং ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অতিপ্রশস্ত এবং আদালত সাক্ষীকে রায় প্রদানের সময়েও কোন অস্পষ্টতা বা কোন কিছু বাদ হওয়া দৃষ্টিগোচর হইলে রি-কল করিবেন। এই ক্ষমতা পক্ষের আবেদনে অথবা আদালত নিজ থেকে প্রয়োগ করিবেন — ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও ফলপ্রসূ পূর্ণাঙ্গ বিচারের স্বার্থে। *[৪৮ ডিএলআর (এইচডি) ৫৯৩]*

নিয়ম

১৮। আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা ঃ

মামলার যেকোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে আদালত উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে মামলায় উদ্ভূত কোন সম্পত্তি বা বস্তুসংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার যেকোন পর্যায়ে আদালত উদ্ভূত কোন প্রশ্ন সম্পর্কে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

এই নিয়মের অধীনে আদালত স্বয়ং মোকদ্দমার বিষয়বস্তু সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারেন *[৪৪ এম. ৬৮০]* এবং এইজন্য জেলা জজের অনুমতির প্রয়োজন নাই *[২৩ আইসি ২৯৭]*। ইহার উদ্দেশ্য নথিভুক্ত প্রমাণ উপলব্ধি করা, নূতন সাক্ষ্য আনয়ন করা নহে *[২৭ পি. ৫৫৪]*। প্রধান উপলব্ধি করিবার অর্থ সাক্ষীর বিবৃতিকে অস্বীকার করা নহে, যদিও পরিদর্শনের পরে উহা অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় *[এ ১৯৩৭ পি ৩৩৩]*। এই নিয়মটি বিচারককে তাঁহার পরিদর্শনের উপর নিজস্ব অভিমত কোন সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত করিতে ক্ষমতা দেয় না। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্যে পক্ষগণ যেই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে সেইগুলি উপলব্ধি করা এবং ইহাদের যথার্থতা পরীক্ষা করা *[৩৪ আইএ ১১৫]*। শুধু এই স্থানীয় পরিদর্শনের ভিত্তিতে কোন রায় প্রদান করা যাইবে না। বিচারক এইরূপ পরিদর্শকের প্রতিবেদন কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রতিকল্প হইতে পারে। কারণ, বিচারকের পর্যবেক্ষণ ভুল হইলেও পক্ষগণ তাহাকে কোন জেরা করিবার বা আদালত তাহাদের অভিমত সংস্থাপনের কোন সুযোগ পায় না *[(১৯৩৮) ১৭৫ আই. সি ৬৯৮]*। আদালত কর্তৃক এইরূপ পরিদর্শনের সময় উভয় পক্ষকে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং উভয়পক্ষকে উপস্থিত থাকিবার সুযোগও দিতে হইবে। তদন্ত অনুষ্ঠানের সময় বা ইহার পরে শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট বিচার কর্তৃক তাহার তদন্তের স্মারকলিপি তৈরি সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৩৪৪]*। তবে আদালতকে পরিদর্শনের স্মারকলিপি তৈরি করিতে বা ফলাফল লিপিবদ্ধ করাইতে বাধ্য করিবার জন্য কোন বিধান নাই।

[এআইআর (১৯৪৬) কল. ৪৪৪]

আদেশ ১৮ নিয়ম ১৮ ঃ স্থানীয় পরিদর্শন করিতে আদালতের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা ঃ এই নিয়ম কর্তৃক ক্ষমতাবান হইয়া আদালত কোন সম্পত্তি বা বিষয়বস্তু যাহার ভিত্তিতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, উহার স্থানীয় পরিদর্শন করিতে পারে। তবে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য হইবে যে নথিতে সন্নিবিষ্ট সাক্ষ্যের উপলব্ধি করা তবে নূতন সাক্ষ্যের আনয়নের জন্য নহে। *[(১৯৭৬) ২৮ ডিএলআর ৩৪৪]*

নিয়ম

১৯। শুনানি সমাপ্ত করিবার সময় ঃ

(১) চূড়ান্ত শুনানির জন্য ধার্য তারিখ হইতে একশত কুড়ি দিনের মধ্যে আদালত মামলার শুনানি সমাপ্ত করিবেন।

(২) এই নিয়মানুযায়ী সময় গণনা করিবার জন্য শুধুমাত্র কাজের দিনগুলি গুণিতে হইবে।

ভাষ্য

মামলার চূড়ান্ত দিন ধার্য হইবার পর মামলার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করিয়া যাহাতে শীঘ্র রায় প্রদান করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিয়ম

[১][২০। দৈনন্দিক কার্যতালিকা, ইত্যাদিতে মামলা নির্ধারণ ঃ

কোন আদালত চূড়ান্ত শ্রবণ কার্যের নিমিত্তে দৈনন্দিন কার্যতালিকায় আংশিক শ্রবণীয় মামলাসমেত পাঁচটির অধিক মামলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একশতটির অধিক মামলা নির্ধারণ করিবে না; এবং নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত পর্যায়ের মামলার সংখ্যা সত্তরটির নিম্নে নামিয়া আসিলে সাধারণত দাখিল করা তারিখের উপর ভিত্তি করিয়া আদালত চূড়ান্ত পর্যায়ে আরও মামলা আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আদালতে শ্রবণ কার্যের নিমিত্তে তৈরিকৃত মামলার সংখ্যা উপযুক্ত মতে নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট না হইলে যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিবার বিবেচনামূলক ক্ষমতা আদালতের থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র বিধিতে ব্যবহৃত "চূড়ান্ত শব্দটি" দেওয়ানী নিয়ম ও আদেশাবলীতে ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়ই অর্থ হইবে।]

আদেশ ১৯

এফিডেভিট

নিয়ম

১। কোন বিষয়ে এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণ করিবার আদেশ দানের ক্ষমতা ঃ

যেকোন আদালত যেকোন সময় সঙ্গত কারণে আদেশ দিতে পারিবেন যে, কোন তথ্যসমূহ এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে, অথবা কোন সাক্ষীর এফিডেভিট আদালত প্রযুক্ত উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে আদালতে পাঠ করা যাইবে।

তবে যেইক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে যে, যেকোন পক্ষ কোন সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য সেই সাক্ষীর হাজিরা আইনসঙ্গতভাবে দাবি করিতেছে, এবং সেই সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব, সেইক্ষেত্রে উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দি এফিডেভিটের মাধ্যমে গ্রহণের আদেশ দেওয়া হইবে না।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে কোন শর্ত বা ঘটনার এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণ করিবার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত প্রয়োজন মনে করিলে মামলার যেকোন পর্যায়ে কোন শর্ত বা ঘটনাকে এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত সাক্ষ্য আদালতে পাঠ করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মামলার কোন পক্ষ যদি কোন সাক্ষীর ব্যক্তিগত উপস্থিতির জন্য আবেদন করে, উক্ত সাক্ষীকে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে এবং যদি তাহাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয় তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যকে এফিডেভিটের মাধ্যমে গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

এই নিয়মের ক্ষমতা আদালত বিশেষ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন। আদালতের আদেশপত্রে শপথনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের কারণ বিবৃত করিতে হইবে। পক্ষগণ শপথনামা দাখিল করিয়াছিল,

---

১. দেওয়ানী কার্যবিধি (তৃতীয় সংশোধনী) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৪০ নং আইন) এর ৮ ধারা বলে সংযোজিত।

কিন্তু আদালতের আদেশপত্রে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে উহা দাখিল করা হইয়াছিল কি না তাহাও নহে। এইরূপ অবস্থায় আদালত ১৯ আদেশের ১ নিয়মের বিধান লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। *[২৪ ডিএলআর ১৯১]*

প্রযোজ্যতা ঃ সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারায় এফিডেভিট অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, অপর পক্ষে আরও ঐ ১ ধারার মাধ্যমে উহা প্রকাশ্যভাবে বহির্ভূত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, সাক্ষ্য আইনের কোন শর্তের আওতায় যেন এফিডেভিটকে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা না যায় *[এআইআর ১৯৬৪ বোম্বে ৩৮]*। এফিডেভিটকে কেবল তখনই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে ঃ

(১) যখন পক্ষগণের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি থাকে যে, এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা

(২) যখন ১৯ আদেশের ১ নিয়মের আওতায় আদালত কোন বিশেষ ঘটনাকে এফিডেভিটের মাধ্যমে প্রমাণ করিবার অনুমতি দেয় ; অথবা

(৩) যখন সাক্ষীর বক্তব্য শুনানির সময় এফিডেভিট সহকারে পাঠ করিয়া শুনাইতে হয়।

[পিএলডি ১৯৬৮ লাহোর ৪২৩ এগ্রিমেন্ট অব পার্টিজ]

এই আদেশের ১ নিয়মের আওতায় এফিডেভিটের মাধ্যমে কোন সাক্ষ্য গ্রহণের আদেশ দেওয়া হইলে এই নিয়মের উপনিয়মসহ ২ আদেশের শর্তাবলী, যেইক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পূরণ করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৬৪ বোম্বে ৩৮]*

প্রতিপক্ষ বিরোধিতা না করিলে আদালত এফিডেভিটের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন *[(১৯৫৭) অল. এলজে ২৩৮]* কিন্তু যেখানে অপর পক্ষ এফিডেভিটের উল্লিখিত অভিযোগমালা চ্যালেঞ্জ করিতে চায় সেখানে সাক্ষীকে উহা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করিতে হইবে *[এআইআর ১৯৫৬ মধ্য বিএলজে ২৫৫]*। যেই সমস্ত ঘটনা ইতিপূর্বেই নথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে এভিডেভিট প্রদান করা অতিরঞ্জিত।

[এআইআর ১৯৫৩ নাগ. ২৮৮ ডিবি]

নির্বাচনী বিষয় ঃ এই আদেশের শর্তাবলী কোন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে না। কিন্তু এই নিয়মের পিছনে যে নীতি রহিয়াছে উহা ঐরূপ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

[১৮ ডিএলআর (ডব্লিউপি) ৩ ডিবি]

আদেশনামাতে অবস্থার বর্ণনা ঃ এফিডেভিট দাখিল করা হইল কিন্তু আদেশনামাতে কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহা দাখিল করা হইল কিংবা উহা গৃহীত হইল কিনা ইত্যাদির উল্লেখ না থাকিলে আদালত ১ নিয়মে বিধানাবলী লংঘন করিয়াছেন বলিয়া অনুমতি হইবে। *[২৪ ডিএলআর ১৯১]*

জারি কার্যক্রম ঃ দরখাস্ত জারির ক্ষেত্রে মূল কার্যক্রমের বেলায় এফিডেভিট কার্যকরী হইবে না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের ক্ষেত্রে উহা কার্যকরী হইতে পারে। *[এআইআর ১৯৬৩ এপি ৪৪৫]*

জারি কার্যক্রমে এফিডেভিট গ্রহণের কেবলমাত্র এই সময়ই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যখন আদালত সাক্ষীদের পরীক্ষা না করিয়াই এফিডেভিট গ্রহণ করেন। *[এআইআর ১৯৬৩ এপি ৪৪৫]*

এফিডেভিটের আবশ্যকীয় উপাদান ঃ মামলার ঘটনার সহিত পরিচিত যেকোন ব্যক্তি এফিডেভিট দিতে পারে *[এআইআর ১৯৫৫ ট্রাভ. কো ৯৭ ডিবি]*। এফিডেভিট বলিতে শপথ পাঠ করাইতে পারেন এমন কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথপূর্বক মামলার ঘটনার যে লিখিত বিবরণ দেওয়া হয় তাহাকেই বুঝায় *[এআইআর ১৯৬২ অল ৪৪০]*। এই শপথ কর্তব্যরত কোন অফিসার কর্তৃক পাঠ করাইতে হইবে *[৪ সিন্ধু এলআর ৮৮]*। কিন্তু যে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এফিডেভিট পাঠ করান হইল শুধু তাহার সীলমোহরের অনুপস্থিতি এফিডেভিটটিকে অবৈধ্য করিয়া দিতে পারে না। *[এআইআর ১৯২৭ নাগ. ৩৭৬]*

স্বাক্ষর ঃ এফিডেভিট অবশ্যই ডিপোনেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। তবে তাহার নাম স্বাক্ষর না করিয়াও চিহ্ন কিংবা নাম বহনকারী স্ট্যাম্প দিলেও চলে। *[এআইআর ১৯২৪ মাদ্রাজ ১৭৫]*

একটি এফিডেভিটের সঠিকভাবে যথার্থতা ও প্রতিপাদন করিতে হইবে। যেখানে এফিডেভিটের একটি বৃহত্তম অংশ অপরের নিকট হইতে শ্রুত তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং উক্ত তথ্যের উৎস নির্ধারণপূর্বক সত্যতাই প্রতিপাদিত হয় নাই, এমন কোন এফিডেভিট সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না যাহার উপর একতরফা ডিক্রি প্রদান করা যাইতে পারে। *[এআইআর ১৯৫২ এসসি ৩১৭]*

একটি এফিডেভিটের মধ্যে শুধু ঘটনাই থাকিবে, ঘটনা হইতে অনুমিত কোন সিদ্ধান্ত নহে *[এআইআর ১৯৫৪ আজমীর ৭]*। কোন বৈধ যুক্তি বা নিবেদনও *(Submission)* ইহার উপাদান নহে। *[পিএলডি ১৯৭৭ করাচি ৮৫৮]*

আইনের কোন প্রশ্নে কোন পক্ষ যে সাধারণ মন্তব্য করে তাহা কখনই এফিডেভিটের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না *[এআইআর ১৯১৪ অযোধ্যা ২০৬ ডিবি]*। ডিপোনেন্ট যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই ভাষায় এফিডেভিট পড়িয়া তাহাকে শুনাইতে হইবে। *[এআইআর ১৯১৪ অল ১৯৭]*

চুক্তিমূলে এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ ঃ পক্ষগণ চুক্তিবলে এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে রাজী হওয়া মানে এই নহে যে, ঐ বিষয় সম্বন্ধে তাহারা আর মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। তবে পক্ষরা যদি চুক্তিতে এইরূপ কোন বিশেষ শর্ত রাখে যে, শুধুমাত্র এফিডেভিটের মাধ্যমেই সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে, সেইক্ষেত্রে তাহারা আর উক্তরূপ মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। *[এআইআর ১৯৫৩ মধ্য বিহার ৮২]*

মিথ্যা শপথের দণ্ড ঃ কেহ যদি আদালতকে ভুল বুঝাইবার জন্য কোন ঘটনার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ শপথ কমিশনারের সম্মুখে ঘটনার এমন কোন বর্ণনা পেশ করে যাহা সে নিজেও মিথ্যা বলিয়া জানে তাহা হইলে সে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধে অপরাধী হইবে এবং দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারার আওতায় তাহাকে দণ্ডিত করা হইবে। *[১৯৫৫ এএলজে ১৫৫]*

মিথ্যা এফিডেভিট দাখিল করিবার বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরভাবে বিবেচনা করা উচিত। *[এআইআর ১৯৬৩ পাঞ্জাব ১৮৫]*

আদেশ ১৯ নিয়ম ১ ঃ পক্ষগণ কর্তৃক শপথ দাখিল ঃ পক্ষগণ কর্তৃক শপথপত্র দাখিল করা হইলেও অর্ডার সীটে কি অবস্থায় উহা দাখিল করা হইয়াছে বা উহা গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা উল্লেখ না থাকায় আদালত নিয়মের বিধান ভঙ্গ করিয়াছে। *[(১৯৭২) ২৪ ডিএলআর ১৯১]*

আদেশ ১৯ নিয়ম ১—৩ ঃ জেনারেল ক্লজেজ আইনের ধারা ৩(৩) অনুযায়ী শপথপত্রের মাধ্যমে আইন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির শপথের পরিবর্তে তাহার অনুমোদন ও ঘোষণা থাকিতে হইবে।

শপথপত্র হইল এইরূপ বিবৃতি বা ঘোষণা যাহা লিখিত হয় শপথপূর্বক বা অনুমোদন পূর্ব এবং যাহা করা হয় এইরূপ ব্যক্তির নিকট যে কিনা উক্ত শপথ বা অনুমোদনকে কার্যকর করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আদেশ ১৯ নিয়ম ৩ অনুযায়ী আদালত শপথ পত্রের ভিত্তিতে এইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারে যেক্ষেত্রে উহাতে উক্ত সাক্ষ্যের তথ্যের উৎস বা বিশ্বাস করিবার কারণের উল্লেখ থাকে। তবে ১ নিয়মের শর্তটি আদালতকে এইরূপ ক্ষমতাবান করে যে, যদি অপর অপরপক্ষ জেরা করাইবার জন্য কোন সাক্ষীকে হাজির করাইতে অকৃত্রিমভাবে ইচ্ছুক থাকে। *[২৭ ডিএলআর (এসসি) ১৫৬]*

সাক্ষ্য আইনের আওতা হইতে শপথপত্রকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, শপথপত্রকে আদেশ ১৯ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

নিয়ম

২। এফিডেভিট জবানবন্দী দাতাকে জেরার জন্য আদালতে হাজির হইবার আদেশ দানের ক্ষমতা ঃ

(১) যেকোন আবেদনক্রমে এফিডেভিটের সাহায্যে সাক্ষ্য দান করা যাইবে, তবে আদালত যেকোন পক্ষের অনুরোধক্রমে সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য তাহাকে হাজির হওয়ার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সাক্ষী যদি স্বয়ং আদালতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের অধিকারী না হয়, তবে অথবা আদালত বিপরীত কোন নির্দেশ না দিলে তাহাকে আদালতে হাজির হইতেই হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে কোন ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার বা করিবার নির্দেশ দানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি মামলার কোন পক্ষ কোন সাক্ষীকে জেরা করিবার জন্য আদালতে হাজির হওয়ার জন্য আবেদন করে তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তির হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি যদি আইনতঃ স্বয়ং আদালতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি লাভের অধিকারী হয় তাহা হইলে উল্লেখিত নিয়ম তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে না। তবে যদি সে অব্যাহতি লাভের অধিকার না হয় তাহা হইলে সে আদালতে হাজির হইতে বাধ্য থাকিবে।

প্রযোজ্যতা ও পরিধি ঃ ১৯ আদেশের ২ নিয়ম অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন অথবা কোন পাকা ধরনের *(Substantive nature)* আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে *[এআইআর ১৯৫৯ নাগ ২৬০]*। কেহ এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করিলেও তাহার এইরূপ অধিকার নাও থাকিতে পারে। যেমন বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় কোন পক্ষ অধিকারবলে এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। *[১৮৯১ পাঞ্জাব আর নং ১৩ এসবি]*

কৌঁসুলীর এফিডেভিট ঃ মামলার কৌঁসুলীদের আইনগতভাবে আদালতের অফিসার বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন তাহাদেরকে মামলার সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বর্ণনা করিবার জন্য আদালতে ডাকা হয় তখন তাহাদেরকে আদালতে এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে না। কিন্তু তাহাদের বক্তব্য আদালত গ্রহণ করিবেন।

কারণ দর্শানো আদেশ ঃ কারণ দর্শানোর আদেশ চাহিয়া কোন আবেদন করা হইলে তাহা অবশ্যই এফিডেভিট দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। *[৫ কল ৬০৫]*

টাউট ঘোষণা ঃ Legal Practitioners Act-*এর আওতায় আনীত কোন আবেদনের উপর কোন ব্যক্তিকে টাউট ঘোষণা* করিতে হইলে আদালত এফিডেভিট গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে আদালতকে ঐরূপ ঘোষণার পূর্বে মৌখিক সাক্ষ্য শ্রবণ করা উচিত। *[২৬ মাদ্রাজ ৫৯৬ (ডিবি)]*

দলিলের এফিডেভিট ঃ বিশেষ সুবিধা চাহিয়া কোন পক্ষ আদালতে দলিল দাখিল করা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে তাহাকে ঐরূপ অব্যাহতির ভিত্তি এফিডেভিটের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ঐ ভিত্তি প্রথম এফিডেভিটে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা না হইলে অন্য এফিডেভিট দাখিল করা যাইতে পারে *[২২ কল ১০৫]*। দলিলের কোন অংশ তর্কিত বিষয়ের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া কোন পক্ষ সীল করিয়া দিতে চাহিলে এফিডেভিটের মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ঐ সীলকৃত অংশ এবং যে কারণে সীল করা হইয়াছে উহার কারণ উল্লেখ করিতে হইবে। *[২০ কল. ৫৮৭]*

জেরা ঃ ডিপোনেন্টকে জেরা করা যাইবে কি যাইবে না ইহা সম্পূর্ণরূপে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা। জেরার উদ্দেশ্যে যদি মামলার কার্যক্রমকে বিলম্বিত করা হয় অথবা যে জেরা মামলায় ইস্যু নিষ্পত্তিতে কোন প্রকার সাহায্য করিবে না সেইরূপ জেরা করিবার জন্য আদালত অনুমতি দিবেন না। *[পিএলডি ১৯৬৩ করাচি ৪৯১]*। তবে ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণতঃ অন্তর্বর্তীকালীন কোন বিষয়ের জেরা করিতে দেওয়া উচিত নহে। *[পিএলডি ১৯৬৩ করাচি ৪৯১]*

অনুবর্তীকালীন আবেদনপত্র হইলে ঐ সমস্ত আইনগত কার্যক্রমের আনুষঙ্গিক এবং এইগুলি বিচারাধীন থাকলেও আবেদনপত্র প্রদান করা হয় *[এ ১৯৪৪ এন. ৪৩৬]*। কারণ দর্শানোর আদেশ লাভের জন্য আদালতের কোন দরখাস্ত অবশ্যই শপথনামা সমর্থিত হইতে হইবে। *[৫ ক্যাল. ৬০৫]*

নিয়ম

৩। যে যে বিষয়ে এফিডেভিট করা যাইবে ঃ

(১) এফিডেভিটকারী সজ্ঞানে যেই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে কেবল সেইগুলিই এফিডেভিটে উল্লেখ করা যাইবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন কোন আবেদন সম্পর্কে এফিডেভিট করিলে উহাতে এফিডেভিটকারী যাহা বিশ্বাস করে, এইরূপ বিষয়ও উল্লেখ করা যাইবে ; কিন্তু সেইক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাসের কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

(২) কোন এফিডেভিটে অযথা জনশ্রুতিমূলক বিষয় উল্লেখ করা হইলে অথবা কোন দলিলের অংশবিশেষের নকল উদ্ধৃত করা হইলে সেই এফিডেভিটের খরচ (আদালত কোন বিপরীত নির্দেশ না দিলে) এফিডেভিট দাখিলকারী পক্ষ বহন করিবে।

ভাষ্য

এই বিধি কোন্ কোন্ তথ্য বা ঘটনা এফিডেভিটে উল্লেখ করা যাইবে তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এফিডেভিটকারী ঐ সমস্ত তথ্য উল্লেখ করিবে যাহা সে প্রমাণ করিতে পারিবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সে যাহা বিশ্বাস করে তাহাও উল্লেখ করিতে পারিবে, তবে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এফিডেভিটে যদি অযথা কোন বিষয় বা দলিলের অংশ উদ্ধৃত করা হয় তাহা হইলে উক্ত এফিডেভিট দখলকারী পক্ষ উহার খরচ বহন করিবে।

পরিধি ঃ সাংবিধানিক কোন রীট আবেদন সম্পূর্ণভাবে এফিডেভিটের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় এবং অনেকটা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এই কারণেই এফিডেভিটের সমস্ত কিছুই যে এফিডেভিটকারীর জানা মতে সত্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। *[এআইআর ১৯৫৪ আসাম ১৬১]*

জ্ঞান ও বিশ্বাসভিত্তিক বর্ণনা ঃ এফিডেভিটের মধ্যে ডিপোনেন্ট কোন কোন্ বর্ণনা তাহার জানামতে সত্য এবং কোন কোন বর্ণনা তাহার বিশ্বাস মতে সত্য তাহা পৃথকভাবে উল্লেখ করিবেন। এইরূপ করা না হইলে আদালত ঐ এফিডেভিট গ্রহণ করিতে পারেন না *[এআইআর ১৯৬২ পাটনা ১০১ এফবি]*। মনে রাখা দরকার যে, সাক্ষী তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এফিডেভিটের তথ্য সত্য বলিয়া প্রতিপাদন না করিলে কোন শপথনামা গ্রহণ করা যাইবে না। *[২৭ ডিএলআর ১৫৬]*

ত্রুটিপূর্ণ এফিডেভিট ঃ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকিলেও একখানি এফিডেভিট ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এফিডেভিটের ঃ (১) উপরোল্লিখিত স্তবকের বর্ণনাসমূহে তাহার জানামতে কম-বেশি ঠিক ;

[এআইআর ১৯৫৪ ক্যাল. ৪১]

(২) কতকগুলি স্তবক তাহার জানামতে সত্য অথবা মামলার নথিপত্র পাঠ সাপেক্ষে সে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে *[এআইআর ১৯৫৪ ক্যাল ১৯৯ ডিবি]* ইত্যাদি।

তবে এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ এফিডেভিটের উপর ভিত্তিকৃত কোন মামলা আদালত খারিজ করিয়া দিতে পারেন না বরং এইক্ষেত্রে আদালত অপর একটি সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত এফিডেভিট দাখিল করিতে বলিতে পারেন।

[এআইআর ১৯৬৩ রাজ. ১৫৭ ডিবি]

সত্য কথন অস্বীকার *(Denial of averment)* **ঃ** কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া কোন এফিডেভিট সত্যকথনকে অস্বীকার করিলে ডিপোনেন্টকে কোন প্রকার সাহায্য করিবে না।

অপ্রাসঙ্গিক ও কুৎসাপূর্ণ এফিডেভিট ঃ এফিডেভিটে কোন প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বা কুৎসাপূর্ণ বিবরণ থাকিলে আদালত এফিডেভিট প্রত্যাহার করিয়া লইবার কিংবা কুৎসাপূর্ণ স্তবকটি কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

[এআইআর ১৯৫৬ মনিপুর ৪]

তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক এফিডেভিট ঃ মামলার পক্ষ নয় অথচ মামলার ঘটনার সহিত পরিচিত এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তি ও মামলাতে এফিডেভিটমূলক বর্ণনা দাখিল করিতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে সে কিভাবে ঐ ঘটনার সহিত পরিচিত হইয়াছে তাহার ব্যাখা প্রদান করিতে হইবে কেননা ঐ ঘটনা সাধারণভাবে তাহার জানিবার কথা নহে।

[এআইআর ১৯৬২ অল. ৭০]

সরকারী অফিসার কর্তৃক এফিডেভিট ঃ সরকারী কর্তৃক কোন আদেশ বৈধভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে এই মর্মে সরকারী অফিসারের দাখিলকৃত কোন এফিডেভিটের যথার্থতা প্রতিপাদন করিতে হইলে তাহা অপরিবর্তনীয়ভাবে এই ছাঁচে হইতে হইবে এবং এখানে এই বিধি (কোড) প্রয়োগ করে কি না করে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। সুতরাং যেখানে সত্যকথন ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নহে সেখানে তথ্য সংগ্রহের উৎস পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৫ এসসি ৩১৭]*

আদেশ ২০

রায় ও ডিক্রি

নিয়ম

১। রায় কখন ঘোষণা করা হয় ঃ

মামলার শুনানি সমাপ্ত হইবার পর আদালত তৎক্ষণাৎ অথবা পরবর্তী কোন তারিখে, যাহা সাত দিনের বেশি হইবে না, প্রকাশ্যভাবে মামলার রায় দান করিবেন। পরবর্তী কোন তারিখে রায় দান করা হইলে তৎসম্পর্কে পক্ষগণ বা তাহাদের উকিলগণকে নোটিস দিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে মামলার রায় কখন ঘোষণা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, আদালত কোন মামলায় শুনানির পর তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত মামলার রায় প্রদান করিতে পারিবেন অথবা পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট তারিখেও তিনি উহা ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে উভয় ক্ষেত্রেই, রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিতে হইবে। বর্তমান মামলার রায় প্রদানে যাহাতে বিলম্ব না ঘটে, সেইজন্য সাত দিনের মধ্যে রায় ঘোষণার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন মামলার রায় ঘোষণা করিতে হইলে আদালতকে উক্ত মামলার পক্ষগণকে অথবা তাহাদের উকিলগণকে এতদসংক্রান্ত নোটিস প্রদান করিতে হইবে।

রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে আদালতের করণীয় ঃ তিনটি ক্ষেত্রে আদালত অন্য কোন বিচারক বা ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করিতে পারেন। অন্যথায় তাহার নিজের গৃহীত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় ঘোষণা করিবেন। ক্ষেত্রগুলি হইতেছে যথাক্রমে —

(১) ১৮ আদেশের ১৫ নিয়মের বিধান অনুসারে যখন কোন বিচারক সাক্ষ্য শ্রবণের পর বদলী, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত করা হইতে বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকিলে।

(২) ২৬ আদেশের ১ নিয়মের অধীনে কমিশনার কর্তৃক এখতিয়ারের মধ্যে বসবাসকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে এবং

(৩) ২৬ আদেশের ৪ নিয়মের বিধান অনুসারে এখতিয়ারের বাহিরে বসবাসকারী কোন সাক্ষীর এবং উক্ত নিয়মে নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে।

পক্ষগণকে কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করিয়া রায় প্রদান করিলে অত্র নিয়মের অর্থ অনুসারে তাহা কোন রায় নহে *[১৯২৫) ৪৭ এলাহাবাদ ৩৩২]*। আদালত কোন মোকদ্দমার ফলাফল পক্ষগণকে পত্রাদি দ্বারা জানাইতে বাধ্য নহে *[(১৯৩৬) ১৬৬ আইসি ৬৯৮]*। আদালতে কোন রায় ঘোষণা করা না হইলে তাহা রায় হিসাবে কার্যকর হয় না, ইহা কেবল যিনি লিখিয়াছেন তাহার যথাযথ *(minutes)* বা স্মারকলিপিসমূহ *(memorenda)* হিসাবে কাজ করিবে *[১৯৩৫ এ.এল ৮৯৬]*। আদালতের নোটিস বোর্ডে মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কে কোন বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গানো অত্র নিয়মের অধীনে যথেষ্ট প্রতিপালন নহে *[(১৯২১) ৪১ এমএলজে ৩৮৫]*। এই নিয়ম অনুসারে কোন রায় ঘোষণা করা, তারিখ দেওয়া বা স্বাক্ষর করা না হইলে, তাহা ১৯ ধারার অর্থ অনুসারে অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে। আপীল ডিক্রি পরিবর্তন করিবার জন্য ইহা কোন অজুহাত হইতে পারে না।
[(১৯১৯) ৪৬ ক্যাল. ৯৭৮]

বিচার আদালতের রায় ঃ বিচার আদালতের রায়ের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। এই আদালত সাক্ষীর মুখ হইতে সাক্ষ্য শুনিবার পর তাহা যাচাই করিয়া রায় দিতে পারে কিন্তু আপীল আদালতের এই ধরনের সুযোগ নাই।
[(১৯৫৪) ৬ ডিএলআর ২৭১]

একই মামলায় কোন বিচারক কর্তৃক একাধিক রায় ঘোষণা ঃ বিচারক যেকোন সংজ্ঞায় রায় লিখিতে পারে কিন্তু একমাত্র যেইটি উত্তম এবং বৈধ সেইটি খোলা আদালতে পক্ষগণকে নোটিস দিয়া এবং সহি করিয়া এবং উহাতে তারিখ দিয়া ঘোষণা করিবে।
[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ৪৭৯]

নিয়ম

২। পূর্ববর্তী বিচারকের লিখিত রায় ঘোষণায় বিচারকের ক্ষমতা ঃ

কোন বিচারক রায় লিখিয়া তাহা ঘোষণা না করিয়া থাকিলে তাঁহার পরবর্তী বিচারক উহা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম পরবর্তী বিচারককে পূর্ববর্তী কোন বিচারকের লিখিত রায় ঘোষণা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যদি কোন বিচারক মৃত বা স্থানান্তর গমনের কারণে কোন মামলার রায় ঘোষণা করিতে না পারেন তাহা হইলে পরবর্তী বিচারক উক্ত রায় ঘোষণা করিতে পারিবেন।

পরবর্তী বিচারক পূর্ববর্তী বিচারকের লিখিত রায়ের রদবদল বা পুনরায় উক্ত মামলা শ্রবণ করিতে পারিবেন না।

নিয়ম

৩। রায় স্বাক্ষর করিতে হইবে ঃ

রায় ঘোষণা করিবার সময় প্রকাশ্য আদালতে বিচারক উহাতে স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন। রায় একবার স্বাক্ষরিত হইলে অতঃপর কেবলমাত্র ১৫২ ধারা তদনুসারে বা রিভিউ করা ব্যতীত উহার কোন সংশোধন বা সংযোজন করা চলিবে না।

ভাষ্য

রায় ঘোষণার সময় আদালতকে কি করিতে হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, রায় ঘোষণার সময় বিচারক উক্ত রায়ে প্রকাশ্য আদালতে তাহার নাম দস্তখত করিবেন এবং তারিখ দিবেন।

এখানে আরও বলা হইয়াছে, একবার বিচারক কোন রায়ে তারিখসহ নাম দস্তখত করিলে ১৫২ ধারামতে গাণিতিক ভুল সংশোধন বা ১১৪ ধারা মতে পুনর্বিবেচনা ব্যতীত উক্ত রায়ের কোন প্রকার সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা চলিবে না।

তবে উল্লেখ্য যে, ১৫২ ধারানুসারে আদালত নিজেই রায়ের ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন। এই সংশোধনের ক্ষেত্রে তাহাকে সহি বা ইনিশিয়াল দিতে হইবে।

পক্ষগণ সম্মতি প্রদান করিলেও কোন ডিক্রি আদালত কর্তৃক অত্র নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তন করা যাইবে না *[(১৯২৫) এমএলজে ১২১]*। রায় ঘোষণার সময় রায়ে স্বাক্ষর প্রদান করা উচিত *[৩১ সি. ১০৫৭]*। যখন কোন রায় হারানো যায়, তখন বিচারক তাহা স্মৃতি হইতে পুনর্বার লিখিতে পারেন *[৮ সিএলজে ৫২১]*। আদালত তাহার হারানো নথি সহজাত ক্ষমতাবলে পুনঃনির্মাণ করিতে পারেন, ইহাই মূলনীতি *[১১ সিএলজে ২৪৩]*। অত্র আদেশের ৩ নিয়মটি সম্পূর্ণ *(exhaustive)* নহে, এবং কোন ভ্রান্তিতে কোন পক্ষের কোন গাফিলতি না থাকিলে তাহার ফলে যদি অবিচার সংঘটিত হয়, তবে আদালত ১৫১ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন *[এ ১৯৩৪ এন ২৩৪]*। ২০ আদেশের ৩ নিয়মের অধীনে আদালত রায়ে স্বাক্ষর দেওয়ার পর ১৫২ ধারায় বর্ণিত বিধান বা পুনঃবিবেচনা ব্যতীত রায়ের কোন পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর]*

রায়ে সহি দানের পর উহার পরিবর্তন কিংবা মুক্তকরণ ঃ এই নিয়মে বলা আছে, রায় একবার স্বাক্ষরিত হইলে অতঃপর কেবলমাত্র ১৫২ ধারা অনুসারে বা রিভিউ করা ব্যতীত উহার কোন সংশোধন বা সংযোজন করা চলিবে না এবং এই নিয়মের বিধান ব্যতীত কোন আদেশ পুনরায় প্রদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেইটা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা করিবার সহজাত ক্ষমতা নাই। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ১৫৭]*

এই নিয়মের আওতায় একবার রায়ে সহি করা হইলে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫২ ধারার অধীনে অথবা রিভিউ ব্যতীত আদালত কর্তৃক উহার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ২৩৩]*

আদেশ ২০ নিয়ম ৩ ঃ ১৫২ ধারা এবং রিভিউ ব্যতীত রায় একবার স্বাক্ষরিত বা ঘোষিত হইলে উহা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এই নিয়মে নিষিদ্ধ। *[২৭ ডিএলআর ২৩৩]*

নিয়ম

৪। স্বল্প এখতিয়ার আদালতের রায়। অন্যান্য আদালতের রায় ঃ

(১) স্বল্প এখতিয়ার আদালতের রায়ে কেবলমাত্র বিচার্য বিষয়সমূহ ও তদসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করিলেই চলিবে।

(২) অন্যান্য আদালতের রায়ে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিচার্য বিষয়সমূহ তদসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মের দুইটি অনুচ্ছেদে রায়ের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের রায়ে শুধু বিচার্য বিষয় ও এতদসংক্রান্ত আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ করিলেই চলিবে। এইক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আদালতের রায়ে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিচার্যবিষয়, আদালতের সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণের কারণসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে।

এই নিয়মের বিধানের সহিত স্মল কজেস কোর্ট এ্যাক্ট-এর ২৫ ধারা মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, এই আদালতের রায় যাহাতে বোধগম্য হয় এবং যেই সমস্ত প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া মামলার সমাধান চাওয়া হইয়াছে তাহার নিষ্পত্তি হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রায়ে কেবলমাত্র যদি বলা হয়, ইহা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিবেচনা করিয়াছে এবং ইহা বিশেষ দাবি পূরণ করিয়াছে তবে ইহা মনে করা হইবে না, যে ইহা পর্যাপ্ত নহে। *[(১৯৫৭) ৯ ডিএলআর ৩৫৭]*

আদেশ ২০ নিয়ম ৪ এবং এবং আদেশ ৪১ নিয়ম ১ ঃ ক্ষুদ্র বিষয়ক আদালতের মামলা (এসসিসি স্যুট) বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া সম্পর্কের কারণে বিচার্যবিষয় গঠিত না হওয়া — যদিও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন বিচার্যবিষয় গঠিত হয় নাই তবুও রায় হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ক্ষুদ্র বিষয়ক আদালতের বিচারক আসল বা মূল বিষয়কে এমনভাবে বিবেচনা করিয়াছেন যে মনে হয় ঐ বিষয়টিও বিচারের জন্য ছিল এবং তাই রায়ে কেবলমাত্র একটি বিচার্যবিষয় গঠন করা হয় নাই। এই হেতুতে বাদ দেওয়া যায় না। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

আদেশ ২০ নিয়ম ৪ ঃ একটি রায় একতরফাভাবে দেওয়া হইলেও উহাতে বিচারিক প্রচেষ্টায় প্রয়োগ থাকিতে হইবে যে বাদীর মামলাটি, বাদী কর্তৃক দেওয়া সাক্ষী ও কাগজপত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে কিনা। *[৪৫ ডিএলআর ১৯৯৩]*

নি:য়ম

৫। প্রত্যেকটি বিচার্যবিষয় সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

যেই সমস্ত মামলায় বিভিন্ন বিচার্য বিষয় প্রণয়ন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয় সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫-ক। রায় ঘোষণার তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে ডিক্রি প্রণয়ন করিতে হইবে।

ভাষ্য

কোন মামলায় একাধিক বিচার্য বিষয় থাকিলে আদালতের কার্যপ্রণালী কিরূপ হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, কোন মামলায় একাধিক বিচার্য বিষয় থাকিলে আদালত প্রত্যেকটি বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

সমস্ত প্রয়োজনীয় বিচার্যবিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত ঃ প্রিভি কাউন্সিল জোর দিয়া উল্লেখ করিয়াছে যে, নিম্ন আদালত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর রায় ঘোষণা করিবে কারণ মামলার অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং ইহা ন্যায়বিচার বিলম্ব করিতে চায়। *[(১৯৬০) ১২ ডিএলআর ৭৭৫]*

আদেশ ২০ নিয়ম ৫ ঃ কমা ও শব্দ বাদ দেওয়া এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ২০ আদেশ ৫ নিয়ম সংশোধনী ৪৮ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী " এক বা একাধিক বিচার্য বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষণী মামলার সিদ্ধান্তের জন্য পর্যাপ্ত না হইলে" শব্দাবলী বাদ—ইহার ফলাফল— রায় লিখিবার সময় গঠিত সকল বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বিচারিক আদালতকে সিদ্ধান্ত দিতে হইবে। ঘটনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার ঐচ্ছিক ক্ষমতা ইহার নাই। *[৪০ ডিএলআর ২৩৬]*

আদেশ ২০ নিয়ম ৫ ঃ আইনগত বিচার্য বিষয় ও মামলায় রক্ষণীয়তা ঃ আইনগত বিচার্যবিষয় সম্পর্কে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি যাহাই হউক না কেন বর্তমানে ইহা আদালতের উপর বাধ্যকর যে আইনগত বিচার্য বিষয়ের সাথে সাথে ঘটনা সম্পর্কিত বিচার্য বিষয়টিও স্থির করিতে হইবে। রক্ষণীয়তা সম্পর্কে বিচার্য বিষয়টি প্রাথমিক বিচার্য বিষয় হিসাবে আদালত শুনিতে পারে কিন্তু এই সম্পর্কিত রায়টি মুলতবী রাখিয়া অন্যান্য বিচার্য বিষয় সম্পর্কে শুনানি করিয়া তৎপরে মামলায় রক্ষণীয়তা ও অন্যান্য বিচার্যবিষয় সম্পর্কে ইহার পর্যবেক্ষণ দিবে। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

নিয়ম

৬। ডিক্রির বিষয়বস্তু ঃ

(১) রায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ডিক্রিদান করিতে হইবে। ইহাতে মামলার নম্বর, পক্ষগণের নাম ও পরিচয় এবং দাবির বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং যেই প্রতিকার মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) মামলার খরচের পরিমাণ এবং তাহা কি অনুপাতে কে বহন করিবে বা কোন্ সম্পত্তি হইতে তাহা নির্বাহ করা হইবে, ডিক্রিতে তাহাও উল্লেখ থাকিবে।

(৩) এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে দেয় খরচের টাকা প্রথমোক্ত পক্ষের নিকট শেষোক্ত যেই পাওনা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে উহার সহিত পারস্পরিক পরিশোধের জন্য আদালত নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম ডিক্রিতে কি কি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, ডিক্রি হইল রায়ের সারমর্ম এবং উহাতে মামলার নম্বর, পক্ষগণের নাম-ঠিকানা, দাবির বিবরণ এবং উক্ত মামলায় যেই প্রতিকার মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, মামলার খরচ সংক্রান্ত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিতে হইবে। অর্থাৎ উক্ত মামলায় খরচের পরিমাণ কত, উহার কি পরিমাণ কোন্ পক্ষ বহন করিবে উহার সুস্পষ্ট নির্দেশ ডিক্রিতে থাকিতে হইবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, মামলার পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে আদালত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উহা পারস্পরিক পরিশোধের জন্য আদালত ডিক্রিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ডিক্রি কিরূপ হইবে ঃ প্রত্যেক ডিক্রিই রায়ের সহিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রত্যেক ডিক্রিই একাধারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শর্তাবলী সম্পর্কে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে। যদি কোন ডিক্রি বা উহার কোন অংশ পক্ষগণের সম্মতিতে প্রদান করা হয়, তবে ডিক্রি প্রণয়নের সময় সর্বদা উহা ঐ রকম সুষ্ঠুভাবে দেখাইতে হইবে *[(১৯৩১) ৩৪ সিডব্লিউএন ৬১২]*। ডিক্রি হইল, কোন মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ পরিণাম গাহিয়া শুনানোর মুখ *(mouth piece)* এবং ইহা ব্যতিরেকে পক্ষগণের মধ্যেকার বিরোধ বোধগম্য নহে। ইহা অবশ্যই রায় অনুসারে প্রণয়ন করিতে হইবে *[৫ এ ৫০২]*। যখন কোন মোকদ্দমা এখতিয়ারের অভাবহেতু প্রাথমিক কারণে খারিজ হয়, তখন ডিক্রি প্রণয়ন করিতে হইবে *[৬১ সিডব্লিউএন ৭৮৯]*। কোন ডিক্রি হেতু-ভাষণের নহে, বরং রায়ের সূত্রেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। *[৪৩ সিডব্লিউএন ৪৩৫]*

নিয়ম

৭। ডিক্রির তারিখ ঃ

যেই তারিখে রায় দেওয়া হইয়াছে, ডিক্রিতে সেই তারিখ দিতে হইবে এবং বিচারক যখন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, রায় অনুসারে ডিক্রি প্রণীত হইয়াছে, তখন ডিক্রিতেও স্বাক্ষর দান করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে মামলার রায় ও ডিক্রিতে তারিখ দেওয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, মামলার রায় এবং ডিক্রিতে উল্লেখিত তারিখ একই হইতে হইবে। অর্থাৎ যেই তারিখে কোন মামলার রায় ঘোষণা করা হইয়াছে, ডিক্রিতেও সেই একই তারিখ দিতে হইবে।

এখানে আরও বলা হইয়াছে, ডিক্রি রায়ের সারমর্ম বিধায় রায় হইতে কোন ডিক্রি প্রণীত হইলে বিচারক উহা পড়িয়া দেখিতে পারিবেন এবং যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উহা রায় অনুসারে প্রণীত হইয়াছে তাহা হইলে বিচারক উহাতে দস্তখত প্রদান করিবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন মামলার আপীলের ক্ষেত্রে তামাদির সময়কাল উক্ত মামলার রায় ঘোষণার তারিখ হইতে গণনা করা হয়, উক্ত রায় লেখার বা বিচারকের দস্তখত দেওয়ার তারিখ হইতে তামাদিকাল গণনা করা হয় না।

কোন রায় হইতে আপীল দায়ের করিবার জন্য তামাদির মেয়াদ, যেই তারিখ ইহা ঘোষণা করা হয়, সেই তারিখ হইতে শুরু হয় এবং যেই তারিখে উহা লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হয়, সেই তারিখ হইতে নহে *[(১৯২২) ১ পাট. ৭৭১]*। ডিক্রির তারিখ বলিতে যে তারিখে উহা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়, সেই তারিখ বুঝায় না বরং যে তারিখে প্রকৃতপক্ষে রায় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই বুঝায় *[এ ১৯২৩ পি. ১২৯]*। বর্তমান নিয়মটির উদ্দেশ্য হইল, ডিক্রি রায় ঘোষণার তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে। *[৩৮ এম ২৯]*

ডিক্রির তারিখ ঃ ডিক্রির তারিখ অর্থ হইল, যেইদিন রায় ঘোষণা করা হয় তাহা এবং উক্ত তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে আপীল তামাদি হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে ডিক্রি পাস না করা হইলে তামাদির সীমা অতিক্রম করে না। *[(১৯৫৬) ৮ সিএলআর ৫৯৭]*

ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নকলের জন্য দরখাস্ত করা হইলে তাহা ইতিমধ্যে তামাদি হওয়া আপীলের অধিকার পুনরায় সৃষ্টি করে না।

ত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কপির দরখাস্ত করা হইলে মামলাকারী সময় অতিক্রান্তের অধিকার পায়।

একবার সময় তামাদি হইলে বিষয়ের সমাপ্তি ঘটিবে। ডিক্রি পাস করা হয় নাই বলিয়া উহার পুনরুত্থানের জন্য পরবর্তীতে কোন দরখাস্ত করা যাইবে না। *[(১৯৫৬) ৮ ডিএলআর ৫৯৭]*

এই নিয়ম অনুযায়ী রায় ঘোষণার দিন ডিক্রি পাস করিতে হইবে। আপীলের জন্য উক্ত তারিখের দিন হইতে সময় অতিবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু ৪১ আদেশের ১(১) নিয়ম অনুযায়ী আপীল দায়ের করিতে হইলে উহার সহিত অবশ্যই ডিক্রি কপি দিতে হইবে। ডিক্রি পাস করা এবং সহি করা না হইলে আপীল দায়ের করা যায় না। কাজেই ডিক্রির তারিখ হইতে আপীল দায়েরের জন্য নির্ধারিত সময় গণনা করা হইবে। সমস্ত বাস্তব কারণে যেই তারিখে রায় ঘোষণা করা হয় সেই তারিখেই ডিক্রির তারিখ গণনা করা হয়। *[(১৯৫২) ৪ ডিএলআর ৫০৯]*

যেই তারিখে রায় ঘোষণা করা হইয়াছে সেই দিনই ডিক্রির তারিখ গণনা করা হয়। পরবর্তীতে যদি ডিক্রি পাস করা হয় এবং সহি করা হয় তবুও রায় ঘোষণার তারিখেই ডিক্রির তারিখ বলিয়া বিবেচিত হইবে। *[(১৯৬১) ১৩ ডিএলআর ৭৬৫]*

তামাদির স্বার্থে সময় গণনার ক্ষেত্রে ঐদিন বিবেচিত হইবে যেইদিন ডিক্রি সহি করা হইবে, যেইদিন রায় সহি করা হইবে সেদিন নহে। রায়ের নকল দিতে যে সময় যায় সেই সময়টুকুও বাদ যাইবে।

[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর (এসি) ২৩৬]

নিয়ম

৮। ডিক্রি স্বাক্ষরের পূর্বেই বিচারক কার্যত্যাগ করিয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

কোন বিচারক রায় ঘোষণা করিবার পর, কিন্তু ডিক্রি স্বাক্ষর না করিয়াই যদি কার্যভার ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরবর্তী বিচারক উক্ত রায় অনুসারে প্রণীত ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন কিন্তু প্রথমোক্ত আদালতই যদি উঠিয়া যাইয়া থাকে, তবে উহা যেই আদালতের অধঃস্তন ছিল, সেই আদালতের বিচারক ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

কোন বিচারক যদি রায় ঘোষণার পর কিন্তু ডিক্রি প্রস্তুতের পূর্বে তাহার কার্যভার ত্যাগ করেন তাহা হইলে কিভাবে ডিক্রি প্রস্তুত হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যদি কোন বিচারক ডিক্রিতে দস্তখত দিবার পূর্বেই তাহার কার্যভার ত্যাগ করেন তাহা হইলে পরবর্তী বিচারক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রায় অনুসারে উক্ত ডিক্রি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইলে তিনি উহাতে দস্তখত দিবেন।

তবে যদি বিষয়টা এমন হয়, রায় ঘোষণার পর উক্ত আদালতই উঠিয়া গিয়াছে তাহা হইলে উক্ত আদালতের উর্ধ্বতন আদালত উক্ত ডিক্রিতে দস্তখত প্রদান করিবেন। তবে এইক্ষেত্রেও আদালত রায় অনুসারে ডিক্রিটি প্রণীত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

নিয়ম

৯। স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ডিক্রি ঃ

মামলার বিষয়বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি হয়, তবে সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের বিবরণ ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে। যেইক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট পরচায় উল্লেখিত চৌহদ্দী বা নম্বর দ্বারা উক্ত সম্পত্তি সনাক্ত করা সম্ভব, সেইক্ষেত্রে ডিক্রিতে উক্ত চৌহদ্দী বা নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলার ডিক্রি কিভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, মামলার বিষয় যদি স্থাবর সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে ডিক্রিতে উক্ত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নং ও বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

এখানে নম্বর বলিতে উক্ত স্থাবর সম্পত্তির দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বরকে বুঝানো হইয়াছে এবং বিবরণ বলিতে উক্ত সম্পত্তির ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত বিবরণকে বুঝানো হইয়াছে।

কোন ডিক্রিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুকে যদি সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা না যায় তাহা হইলে উক্ত ডিক্রি জারি দেওয়া যায় না। তাই ডিক্রিতে উল্লেখিত বিষয় সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

নিয়ম

১০। অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের ডিক্রি ঃ

মামলার বিষয়বস্তু যদি অস্থাবর সম্পত্তি হয় এবং উক্ত সম্পত্তি অর্পণের জন্য যদি ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে সম্পত্তি অর্পণ সম্ভব না হইলে তৎপরিবর্তে দেয় টাকার পরিমাণও ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম অস্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলার রায় হইতে কিভাবে ডিক্রি প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যদি মামলার বিষয়বস্তু হয় অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি অর্পণের জন্য ডিক্রি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে বিচারককে উক্ত ডিক্রিতে উল্লেখিত সম্পত্তি ফেরত দিতে না পারিলে কি পরিমাণ অর্থ তৎপরিবর্তে প্রদান করিতে হইবে তাহাও ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

এই নিয়মে *Judgement debtor*-কে নির্বাচনের সুযোগ দিয়াছে। অর্থাৎ *Judgement debtor* ইচ্ছা করিলে উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি ফেরত দিতে পারিবে এবং যদি উক্ত সম্পত্তি ফেরত না দেয় তাহা হইলে ডিক্রিতে উল্লেখিত অর্থও প্রদান করিতে পারিবে।

নিয়ম

১১। ডিক্রিতে কিস্তিবন্দিতে টাকা পরিশোধের নির্দেশ থাকিতে পারে। ডিক্রি হওয়ার পর কিস্তিবন্দিতে টাকা পরিশোধের আদেশ ঃ

(১) টাকা পরিশোধের ডিক্রি দেওয়া হইলে আদালত যদি ডিক্রি দেওয়ার সময় কোন সঙ্গত কারণ প্রয়োজন মনে করেন, তবে যেই চুক্তি অনুসারে উক্ত টাকা পাওনা হইয়াছে, সেই চুক্তিতে অন্যবিধ কোন শর্ত থাকা সত্ত্বেও আদালত আদেশ দিতে পারিবেন যে, ডিক্রির টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখা যাইবে অথবা সুদসহ বা বিনা সুদে কিস্তিবন্দিতে পরিশোধ করা যাইবে।

(২) উক্তরূপ কোন ডিক্রি দেওয়ার পর সাব্যস্ত দেনাদারের আবেদনক্রমে এবং ডিক্রিদারের সম্মতিক্রমে আদালত টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন অথবা সুদ, সম্পত্তি-ক্রোক, জামানত-সংক্রান্ত বা অন্য কোন বিষয়-সংক্রান্ত উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে কিস্তিবন্দিতে টাকা পরিশোধের আদেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

টাকা পরিশোধের ডিক্রি কিভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাতে কি কি উল্লেখ করা যাইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, টাকা পরিশোধের ডিক্রিতে সঙ্গত কারণ হেতু আদালত উল্লেখিত টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখিতে, সুদসহ পরিশোধ করিবার বা কিস্তিতে পরিশোধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, দেনাদার অপর একটি মামলায় পাওনাদারের বিরুদ্ধে ডিক্রিদার হইয়াছে ইহা যুক্তিসঙ্গত কারণ হিসাবে গণ্য হইবে না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এইরূপ ডিক্রি প্রদান করিবার পর দেনাদারের আবেদনক্রমে এবং ডিক্রিদারের সম্মতিসাপেক্ষে আদালত কোন ডিক্রির উল্লিখিত টাকা পরিশোধ স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

তবে যদি ডিক্রিদার উক্ত স্থগিত রাখিবার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান না করে অথবা দেনাদারের সঙ্গত কোন কারণ না থাকে তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে কিস্তিবন্দিতে টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

নিয়ম

১২। দখল ও অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার জন্য ডিক্রি ঃ

(১) স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার এবং খাজনা অথবা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা আদায়ের মামলায় আদালত নিম্নরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেন ঃ

(ক) সম্পত্তির দখল দানের জন্য ;

(খ) মামলা দায়ের হওয়ার পূর্বে সম্পত্তি বাবদ যেই খাজনা বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা পাওনা হইয়াছে তাহা পরিশোধের জন্য অথবা অনুরূপ পাওনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ;

(গ) মামলা দায়ের করিবার তারিখ হইতে নিম্নলিখিত সময় পর্যন্ত যেই খাজনা বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা পাওনা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে তদন্তের জন্য —

১। ডিক্রিদারকে সম্পত্তির দখল দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত,

২। সাব্যস্ত দেনাদার কর্তৃক আদালতের মাধ্যমে ডিক্রিদারকে নোটিস দিয়া সম্পত্তির দখল পরিত্যাগের তারিখ পর্যন্ত, অথবা

৩। ডিক্রির তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত ;

এইক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত তিনটি তারিখের মধ্যে যেইটি প্রথম সেইটিই গণ্য হইবে।

(২) উপরের (খ) অথবা (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে যেইক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ দেওয়া হইবে, সেইক্ষেত্রে তদন্তের ফলে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে খাজনা বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়া হইবে।

ভাষ্য

স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার এবং অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা আদায়ের মামলায় আদালত ডিক্রিতে কিরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন তাহা এই নিয়মে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালত উল্লেখিত প্রকৃতির মামলায় সম্পত্তির দখল দানের, প্রাপ্ত ভাড়া অথবা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা পরিশোধের জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন, অথবা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

এখন প্রশ্ন হইল, অন্তর্বর্তীকালীন সময় বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে। মামলার দায়েরকৃত তারিখ হইতে শুরু করিয়া উক্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অর্থাৎ চূড়ান্ত ডিক্রির সম্পাদন পর্যন্ত এই সময়কে বলা হয় অন্তর্বর্তীকাল।

এই নিয়মের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালত প্রাথমিক ও চূড়ান্ত এই ধরনের ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবেন।

এই নিয়মের খ এবং গ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি আদালত অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ধারণের জন্য তদন্তের নির্দেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত তদন্তের তথ্যানুসারে পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ধারণের দায়িত্ব ডিক্রিদানকারী আদালতের। তাই ডিক্রিদানকারী আদালতকে উহা নির্ধারণ করিতে হইবে। ডিক্রিজারিকারক আদালত সাধারণতঃ উক্ত মুনাফা নির্ধারণ করিতে পারেন না।

স্থাবর সম্পত্তির দখল উদ্ধারের কোন মোকদ্দমায় যখন অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা বা খাজনা দাবি করা হয়, কেবল তখনই অত্র নিয়মটির প্রয়োগ চলে। কোন মোকদ্দমায় কেবলমাত্র বর্ণিত খাজনা *[(১৯৪৩) ২ কল. ২৪৫]* বা স্থাবর দখল ও ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রার্থনা করিলে অত্র নিয়মের প্রয়োগ চলিবে না। এই নিয়ম অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার পরিমাণ ডিক্রি দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত। অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ণয়ের আবেদনপত্র কোন জারি কার্যক্রম নহে বরং উহা মূল মোকদ্দমারই একটি অবিরাম অনুবৃত্তি *(Continuation) [৪৭ এলাহাবাদ ৫৪৩]*। বিচারকারী আদালত কর্তৃক জারিকারক আদালতকে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা হিসাব করিবার আদেশ প্রদান ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইবে *[(১৯৩৮) এলাহাবাদ ৫৪৩]*। প্রাথমিক ডিক্রিতে যদি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা নির্ধারিত হইলে তাহা হইলে ডিক্রি জারিকারক আদালত কর্তৃক তাহা নির্ধারণ করা যাইবে না। তবে মূল মোকদ্দমায় চূড়ান্ত ডিক্রিতে তাহা নির্ধারণ করা হইবে। *[(১৯৬৪) ১৬ ডিএলআর ৭০]*

নিয়ম

১৩। তদারকের মামলায় ডিক্রি ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে সম্পত্তির হিসাব দাখিলের জন্য আদালতের ডিক্রি অনুসারে সম্পত্তির যথাবিহিত বিলিব্যবস্থার জন্য মামলা দায়ের করা হইয়াছে, সেইখানে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি দানের পূর্বে একটি প্রাথমিক ডিক্রি দান করিবেন এবং তাহা দ্বারা উক্ত সম্পত্তির প্রয়োজনীয় হিসাবাদি গ্রহণ ও অনুসন্ধানাদি পরিচালনার আদেশ দান করিবেন।

(২) আদালত কর্তৃক কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিলিবন্টনকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির সমস্ত দায় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নহে, তবে যেই আদালতে উক্ত সম্পত্তি বিলিব্যবস্থার মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে, সেই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাধীনে দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি প্রসঙ্গে বন্ধকী পাওনাদার ও বন্ধকহীন পাওনাদারের আপেক্ষিক অধিকার, প্রমাণযোগ্য দেনা, বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ দেনা সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত আইন এইক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি হইতে যাহাদের পাওনা পরিশোধ হইবার যোগ্য, এইরূপ সকল ব্যক্তি প্রাথমিক ডিক্রির আওতায় পড়িবে এবং এই আইন মোতাবেক তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দাবি-দাওয়া পেশ করিতে পারিবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে হিসাব দাখিল ও সম্পত্তি বিলিব্যবস্থার মামলায় আদালত কিভাবে ডিক্রি প্রস্তুত করিবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালত বিলিব্যবস্থার মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করিবার পূর্বে একটি প্রাথমিক ডিক্রি দিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রাথমিক ডিক্রিতে সম্পত্তির হিসাবাদি গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি আদালতের নিকট এমন প্রতীয়মান হয় যে, বিলিব্যবস্থার জন্য দায়েরকৃত মামলায় কোন মৃত ব্যক্তির রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি তাহার দায় পরিশোধের জন্য নহে তাহা হইলে আদালত সকল পাওনাযোগ্য পাওনাদারের দাবি শ্রবণ করিবেন এবং পরিশোধযোগ্য সকল পাওনাদার প্রাথমিক ডিক্রির আওতাভুক্ত হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিলিব্যবস্থার মামলা রুজু করিতে পারে ঃ

১। পাওনাদার ; ২। উইলগ্রহীতা ;
৩। নিকট-আত্মীয় ; ৪। পরিচালক বা সম্পাদক ;

কোন উত্তরাধিকারী উইলের বিলিব্যবস্থার মামলা করিতে পারে না।

নিয়ম

১৪। প্রি-এমশন মামলায় ডিক্রি ঃ

(১) কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রি-এমশনের মামলায় আদালত যদি ডিক্রি দিয়া থাকেন, অথচ উক্ত সম্পত্তির মূল্য আদালতে জমা দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে উক্ত ডিক্রিতে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে ঃ

(ক) যেই তারিখে বা তৎপূর্বে উক্ত টাকা আদালতে জমা দিতে হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং

(খ) বাদী উক্ত সম্পত্তির মূল্য ও ডিক্রি মোতাবেক খরচের টাকা (যদি ডিক্রি হইয়া থাকে) উপরোক্ত (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্ধারিত তারিখে বা তৎপূর্বে আদালতে জমা দিলে বিবাদী উক্ত সম্পত্তির দখল বাদীর নিকট অর্পণ করিবে এবং টাকা জমা দেওয়ার তারিখ হইতে উক্ত সম্পত্তির উপর বাদীর অধিকার বর্তাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ; কিন্তু উক্ত সম্পত্তির মূল্য ও ডিক্রি মোতাবেক খরচের টাকা (যদি ডিক্রি হইয়া থাকে) উক্ত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া না হইলে মামলাটি খরচসহ খারিজ হইয়া যাইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী একাধিক প্রি-এমশনের দাবি সম্পর্কে আদালত বিচার করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে ডিক্রিতে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে ঃ

(ক) যদি দাবিদারগণের পক্ষে সমপর্যায়ের ডিক্রি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ২ উপনিয়মের বিধান যাহারা পালন করিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক দাবিদারের অধিকার আনুপাতিকভাবে উপরোক্তরূপে বলবত হইবে। উক্ত দাবিদারগণের মধ্যে যাহারা ১ উপনিয়ম পালন করে নাই, তাহারা উহা পালন করিলে তাহাদের যেরূপ অধিকার বলবত হইত, আনুপাতিকভাবে তাহাদের অংশের অধিকারও উক্ত উপনিয়ম পালনকারী দাবিদারগণের উপর বর্তাইবে এবং

(খ) দাবিদারগণের পক্ষে প্রদত্ত ডিক্রির অধিকার যদি সমান পর্যায়ের না হয়, তবে যেই দাবিদারকে ডিক্রিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে সেই উপরোক্ত ১ উপনিয়মের শর্ত প্রতিপালনে অপারগ না হইলে অপর দাবিদারের অধিকার বর্তাইবে না।

ভাষ্য

অগ্রক্রয়ের মামলায় আদালত ডিক্রিতে কিরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন তাহা এই নিয়ম আলোচনা করিয়াছে।

কোন অগ্রক্রয়ের মামলায় সম্পত্তি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে যদি আদালত ডিক্রি প্রদান করেন অথচ উক্ত সম্পত্তির মূল্য যদি আদালতে জমা দেওয়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত ডিক্রিতে টাকা জমা দেওয়ার দিন ও সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

বাদী ডিক্রিতে উল্লিখিত সময়ের পূর্বে বা নির্ধারিত তারিখে যদি মূল্য এবং ডিক্রি মোতাবেক খরচের টাকা জমা দেয় তাহা হইলে সম্পত্তির উপর টাকা জমা দেওয়ার তারিখ হইতে বাদীর অধিকার বর্তাইবে।

তবে ডিক্রিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যদি বাদী সম্পত্তির মূল্য ও খরচ বাবদ অর্থ জমা দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে আদালত খরচসহ উক্ত মামলাটির খারিজের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে একাধিক দাবিদারের ক্ষেত্রে আদালত ডিক্রিতে কিরূপ নির্দেশ দিবেন তাহা বলা হইয়াছে।

যদি দাবিদারগণের পক্ষে আদালত সমপর্যায়ের ডিক্রি দিয়া থাকেন তাহা হইলে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক দাবিদারের অধিকার সৃষ্টি হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক দাবিদারকে এতদসংক্রান্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যথা ঃ এই নিয়মের ১-ক তে উল্লিখিত নিয়মাবলী।

তবে একাধিক দাবিদারের ক্ষেত্রে আদালত সবসময়ই সমপর্যায়ের ডিক্রি দিবেন এমন নহে। আদালত কোন বিশেষ দাবিদারকে ডিক্রিতে অগ্রাধিকার দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি যদি ১ উপনিয়মের শর্ত পালনে সমর্থ হয় তাহা হইলে অন্যান্য দাবিদারের অধিকার বর্তাইবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, অগ্রক্রয়ের অধিকার শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। ইহা একটি ব্যক্তিগত অধিকার এবং এই অধিকার হস্তান্তর করা যায় না।

অগ্রক্রয়ের অধিকার কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। ক এবং খ উভয়ে মুসলমান এবং তাহারা একটি বাসভবনের সহ-অংশীদার। যদি খ তাহার অংশ পাঁচ হাজার টাকায় গ-এর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় তবে ক, পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করিয়া খ-এর অংশ অগ্রক্রয়ের অধিকারী, অর্থাৎ ক সহ-অংশীদার হিসাবে খ-এর অংশ তাহার নিকট গ-এর চাইতে অগ্রাধিকারের কারণে বিক্রয় করাইতে পারে। এইক্ষেত্রে অত্র নিয়ম অনুসারে বাদীর স্বত্ব খরিদের টাকা পরিশোধের তারিখ হইতে জমা হইবে *[৫ লাহোর, ৪৮৬ (১৯২৫) এএল ২০২]*। সম্পত্তিটি হস্তান্তরের জন্য নিবন্ধিকৃত দলিল দরকার নাই *[(১৯২৯) এএ ২৩৭]*। মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকাকালে অগ্রক্রয়াধিকারী যদি তাহার অগ্রক্রয়াধিকার হস্তান্তর করিয়া দেন তবে অগ্রক্রয়াধিকার নষ্ট হইয়া যায় এবং হস্তান্তর-গ্রহীতা অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা চালাইতে পারে না এবং এমনকি যদি সে ডিক্রি লাভ করে এবং ডিক্রিটি হস্তান্তর করে, তবে অগ্রক্রয়ের অধিকার নষ্ট হইবে এবং আদালত উক্ত ডিক্রি জারি করিতে অনুমতি দিবেন না।

নিম্ন আদালত কর্তৃক অগ্রক্রয়ের টাকা জমা দানের জন্য সময় নির্ধারিত হইলে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রথমেই আপীল খারিজ হইলে সেক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধিকরণ ঃ অসতর্কতার কারণে ভুল হয়। অগ্রক্রয়কারী হাইকোর্টে আপীল করিলে শুরুতেই ১৯৬২ সনের অক্টোবরে তাহা খারিজ হইয়া যায়। তিনি এই বিশ্বাসে আপীল করিয়াছিলেন যে, অগ্রক্রয়ের সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে কাজেই পরবর্তীকালে পরিশোধের কিছু নাই। শুনানিতে তাহার আপীল স্বীকার করা হইলে মুনাফার প্রশ্ন হাইকোর্টে উঠিতে পারিত। হাইকোর্ট কর্তৃক শুরুতেই অগ্রক্রয়ের মামলা খারিজের ফলে পরিস্থিতির এইরূপ উন্নতি সাধিত হয় যে, হাইকোর্ট কখনই আপীল বাজেয়াফতকারী হয় নাই এবং ঐ ক্ষমতা (অর্থাৎ টাকা জমাদানের জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া প্রতিকার মঞ্জুরের ক্ষমতা) প্রয়োগ করিবার মত এখতিয়ার তাহার নাই।

শুরুতেই যখন কোন আপীল খারিজ করা হয় তখন আদালত আপীলের বাজেয়াফতকারী হয় না।

[(১৯৬৭) ১৯ ডিএলআর (এসসি) ১৪৫]

নিয়ম

১৫। অংশীদারী ব্যবসা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মামলায় ডিক্রি ঃ

যদি অংশীদারী কারবার তুলিয়া দেওয়ার জন্য, অথবা কারবারের হিসাব গ্রহণের জন্য মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে, তবে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রিদানের পূর্বে একটি প্রাথমিক ডিক্রি দ্বারা পক্ষগণের আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ, যেই তারিখে কারবার উঠিয়া যাইবে বা গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে সেই তারিখ নির্ধারণ এবং প্রয়োজনমত হিসাব গ্রহণ বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

অংশীদারী কারবার তুলিয়া দেওয়ার জন্য অথবা কারবারের হিসাব গ্রহণের মামলায় আদালত প্রাথমিক ডিক্রিতে কিরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, কারবার গোটানো বা হিসাব গ্রহণের মামলায় আদালত চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে একটি প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবেন। উক্ত ডিক্রিতে আদালত অংশীদারগণের অংশ নির্ধারণের, কারবার উঠিয়া গেলে উহার উঠিয়া যাওয়ার তারিখ নির্ধারণের এবং প্রয়োজনমত হিসাব গ্রহণের বা প্রয়োজনীয় অন্য কোন নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

নিয়ম

১৬। ব্যবসায়ী ও তাহার এজেন্টের মধ্যে হিসাবপত্রের মামলায় ডিক্রি ঃ

কোন মূল ব্যবসায়ী ও তাহার এজেন্টের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের হিসাব সংক্রান্ত মামলায় এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ কোন মামলায় যদি কোন পক্ষের দেনা বা পাওনা টাকার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য হিসাব গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তবে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রিদানের পূর্বে একটি প্রাথমিক ডিক্রি দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবাদি গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, কোন মূল ব্যবসায়ী ও তাঁহার এজেন্টের মধ্যে আর্থিক লেনদেন তথা হিসাব সংক্রান্ত কোন মামলা সংঘটিত হইলে আদালত এই বিষয়ে চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্ত প্রাথমিক ডিক্রি দ্বারা আদালত প্রয়োজনীয় হিসাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

নিয়ম

১৭। হিসাবপত্র সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ ঃ

হিসাব গ্রহণের ডিক্রি অথবা পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা আদালত হিসাব গ্রহণ বা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। বিশেষ করিয়া আদালত এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, হিসাব গ্রহণের সময় যেই সমস্ত খাতাপত্রে হিসাব লিখিত হইয়াছে, সেইগুলিকেই হিসাবে সত্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের তরফ হইতে যথাবিহিত আপত্তি উত্থাপনের স্বাধীনতা থাকিবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে হিসাব গ্রহণের মামলায় বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, প্রাথমিক ডিক্রিতে আদালত হিসাব গ্রহণ এবং হিসাব গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দিতে পারিবেন।

উদারহণস্বরূপ বলা যায়, প্রাথমিক ডিক্রিতে আদালত এইরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে, হিসাব রক্ষিত খাতাপত্রই উক্ত হিসাবের প্রাথমিক প্রমাণস্বরূপে গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই নির্দেশ কখনও অপর পক্ষের আপত্তি উত্থাপন করিবার স্বাধীনতাকে খর্ব করিবে না।

নিয়ম

১৮। সম্পত্তি বাটোয়ারা বা কাহারও অংশের পৃথক পৃথক দখল সংক্রান্ত মামলায় ডিক্রি ঃ

যেইক্ষেত্রে আদালত কোন সম্পত্তি বাটোয়ারার অথবা সম্পত্তির কোন অংশের পৃথক দখলের ডিক্রি দান করিবেন, সেইক্ষেত্রে —

(১) যদি উক্ত ডিক্রি সরকারী রাজস্ব আদায়ী কোন ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রদত্ত হয়, তবে সেই ডিক্রিতে উক্ত সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষের অধিকার উল্লেখ করিতে হইবে। তৎসহ নির্দেশ দিতে হইবে যে, কালেক্টর অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ধারার ভারপ্রাপ্ত কোন অধঃস্তন গেজেটেড অফিসার ডিক্রির ঘোষণা ও ৫৪ বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বাটোয়ারা বা পৃথক দখলদানের কার্যসম্পন্ন করিবেন।

(২) যদি উক্ত ডিক্রি অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে প্রদত্ত হয় তবে উক্ত বাটোয়ারা বা পৃথক দখল দান করিবার জন্য অতিরিক্ত তদন্তের প্রয়োজন হইলে আদালত একটি প্রাথমিক ডিক্রি দ্বারা উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষের অধিকার ঘোষণা করিতে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে আদালত বাটোয়ারা বা পৃথক দখলের মামলায় ডিক্রিতে কিরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন তাহা সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কোন ডিক্রি যদি সরকারী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষের অধিকার উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত বাটোয়ারার কার্যসম্পাদন করিবার জন্য কালেক্টর বা কোন গেজেটেড অফিসার নিযুক্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এতদসংক্রান্ত মামলায় যদি অতিরিক্ত তদন্তের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আদালত প্রাথমিক ডিক্রি দ্বারা উক্ত তদন্ত করাইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ ঘোষণা করিতে পারিবেন।

বাটোয়ারা মোকদ্দমায় সোলেনামা। প্রয়োজনে এই ডিক্রি কখন প্রাথমিক ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

বাটোয়ারা মোকদ্দমায় সোলেনামাকে সঠিকভাবে সমাপ্তির জন্য এক পক্ষের ইচ্ছাকে ফলদান করিবার জন্য উহার শর্তাবলীর সামান্য পরিবর্তন সাধন করা যাইবে। তবে উহার মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করা যাইবে না।

[(১৯৬৬) ১৮ ডিএলআর ৪২]

বাটোয়ারা মোকদ্দমায় কোন প্রাথমিক ডিক্রি পাস না করিয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হইলে বাদী ইহার বৈধতা যাচাইয়ের জন্য চূড়ান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করা হইতে বঞ্চিত হইবে না। *[১৯২৩ এম ১৪৭]*

আদেশ ২০ নিয়ম ১৮(২) ঃ বাটোয়ারা মোকদ্দমা-ছাহাম দেওয়ার ক্ষেত্রে মোকদ্দমার ৮নং বিবাদী তাহার বিক্রেতার নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য সাহামের অতিরিক্ত ভূমি ক্রয় করেন। তাহাকে পক্ষভূত করা হইলেও তিনি মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই বা রফানামাতে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। তিনি শুধুমাত্র এক সাহামের প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি শুধু তার খরিদা ভূমির জন্য ছাহামের প্রার্থনা করেন। আবেদনটা যথাযথভাবে গৃহীত হইলেও দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

[আব্দুল আলী ভূঞা বনাম জহুরা খাতুন এবং অন্যান্য ; ৫৮ ডিএলআর (এডি) ২২৫]

নিয়ম

১৯। যখন পারস্পরিক দায়শোধের অনুমতি দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে ডিক্রি। পারস্পরিক দায়শোধ সংক্রান্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে পারস্পরিকরূপে কোন দায় পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেইক্ষেত্রে ডিক্রিতে বাদীর পাওনা ও বিবাদীর পাওনা টাকার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যেই পক্ষের পাওনা বেশি হইবে, সেই পক্ষের অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য ডিক্রি দেওয়া হইবে।

(২) কোন মামলায় যদি পারস্পরিক দায় পরিশোধের অনুমতি দাবি হয়, তবে সেই মামলার প্রদত্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে উক্তরূপ অনুমতি দাবি করা না হইলে যেই সমস্ত বিধান প্রযুক্ত হইত, সেইগুলিই প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উক্ত পারস্পরিক দায় পরিশোধের দাবি ৮ আদেশের ৬ নিয়ম অনুসারে গ্রাহ্য হউক বা না হউক, এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবেই।

ভাষ্য

অর্থ আদায়ের মামলায় যেখানে বিবাদীকে পাল্টা দাবি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেইখানে ডিক্রি কিভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে এই নিয়ম তাহা বলিয়া দিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, যেখানে ডিক্রিতে বাদী ও বিবাদীর পারস্পরিক কোন দায় পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইখানে উক্ত পক্ষগণের পাওনা টাকার পরিমাণ ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি কোন পক্ষের পাওনা বেশি হয় তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য ডিক্রিতে নির্দেশ দিতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, অরিজিনাল মামলায় যদি পাল্টা দাবি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপীলে উহা দাবি করা হউক বা না হউক উহা আপীলের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বাদী বিবাদীর দাবি পাল্টা দাবি গ্রাহ্য হউক না হউক তাহা বড় কথা নহে উক্ত দাবি করা হইলেই দেওয়ানী কার্যবিধির ৮ আদেশের ৬ নিয়মের নিয়মাবলী উহাতে প্রযোজ্য হইবে।

মুখ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে হিসাবপত্রের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিলে আদালত উক্ত প্রতিনিধিকে পক্ষগণের হিসাবপত্র গ্রহণের ফলে মুখ্য ব্যক্তির নিকট কোন টাকা পাওনা থাকিলে সেইজন্য ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন *[(১৯১০) ৩২ এলাহাবাদ ৫২৫, ৬ আইসি ১৬৩]*। কোন প্রতিগণনার *(set-off)* দাবি সংশ্লিষ্ট আদালতের আর্থিক এখতিয়ারকে অতিক্রম করিতে পারেন *[৭৩ সিডব্লিউএন ৬৬৩]*। বর্তমান নিয়মটি ৮ আদেশের ৬ নিয়মের সহিত মিলাইয়া পড়া উচিত।

নিয়ম

২০। রায় বা ডিক্রির অনুমোদিত নকল সরবরাহ করিতে হইবে ঃ

কোন পক্ষের আবেদনক্রমে সেই পক্ষের খরচে আদালত স্বীয় রায় ও ডিক্রির সহিমোহরকৃত নকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, এই আদেশের আওতায় কোন রায় বা ডিক্রি প্রণীত হইলে উহার সহিমোহরকৃত নকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করিতে হইবে।

এই কপি আদালত প্রেরণ করিবেন কিন্তু উহার খরচ আবেদনকারী পক্ষ বহন করিবে।

সার-সংক্ষেপ

রায় ও ডিক্রি
Judgement and Decree

প্রধানতঃ আরজি ও জবাবের ভিত্তিতে বিচার্যবিষয় নির্ধারিত হওয়ার পর চূড়ান্ত শুনানির দিন *(Peremptory hearing)* আদালতের সুবিধানুযায়ী করে ধার্য হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য একটি তারিখ পড়ে। এই তারিখে সাধারণতঃ উভয় পক্ষ তাহাদের সাক্ষী মান্য করিবার ব্যবস্থা নিয়া থাকে। পূর্বে দাখিল না হইয়া থাকিলে এই দিনই উভয় পক্ষ সাধারণতঃ তাহাদের দাবির সমর্থনে কোন দলিল থাকিলে তাহা আদালতে দাখিল করে। এই দিন আদালতের সুবিধানুযায়ী মামলা চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য হয়। পরবর্তী চূড়ান্ত শুনানির দিন আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা লিপিবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য দলিলভুক্ত প্রমাণাদি থাকিলে তাহাও গ্রহণ করেন। তৎপর উভয় পক্ষের সওয়াল *(arguments)* শ্রবণে আইনের নির্ধারিত নিয়মে লিখিত রায় প্রদান করেন এবং এই রায় অনুযায়ী ডিক্রি প্রস্তুত করা হয়। রায় ও ডিক্রি বলিতে কি বুঝায় তাহা এই পুস্তকের প্রথম দিকে বিবৃত আছে। রায় ও ডিক্রির বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়বস্তু কি হইবে তাহাও সেই আদেশে বর্ণিত আছে।

রায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ঃ ক্ষুদ্র মামলা আদালত ব্যতীত অপর সমস্ত আদালতের রায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে ঃ

(ক) মামলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ;
(খ) বিচার্য বিষয়সমূহ ;
(গ) তাহাতে প্রদত্ত নিষ্পত্তি ;
(ঘ) উক্ত ধরনের নিষ্পত্তির মুক্তি ।

ক্ষুদ্র মামলা আদালতের রায়ে (খ) এবং (গ) অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ের উপর আদালত তাহার যুক্তি বা রায় এবং প্রদত্ত নিষ্পত্তির যুক্তি বর্ণনা করেন, যদি না একটি অথবা একাধিক বিচার্য বিষয়ে প্রদত্ত নিষ্পত্তি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট হয়।

একটি বিচারকারী আদালতের পক্ষে রায় শুধুমাত্র ঘটনাক্রমের সতর্ক বিবেচনার পর আদালত এই অথবা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে বলা যথেষ্ট নহে। বিচারক রায়ে অবশ্যই একটি বিশেষ বিচার্য বিষয়ে মামলার পক্ষসমূহের পক্ষে অথবা বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বর্ণনা করিবেন এবং তাহা গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের কারণ বর্ণনা করিবেন।

আদালতের শুধু বিচার্যবিষয়সমূহ এবং তাহাতে প্রদত্ত যুক্তি বর্ণনা করিলেই চলিবে না বরং প্রদত্ত যুক্তির কারণও বর্ণনা করিতে হইবে। যেখানে রায় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অবাধ্য হয়, সেখানে তাহা অবৈধ।

স্মল কজেজ কোর্ট (small causes court)-এর রায়ে শুধু বিচার্য বিষয়সমূহ ও তাহাতে প্রদত্ত রায়ে নিষ্পত্তির কারণসমূহ বর্তমান থাকা প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে তাহা না থাকিলে রায় রদ হইতে বাধ্য।

যেখানে ক্ষুদ্র মামলা আদালতের রায় রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত নহে এবং সাক্ষ্য এমনভাবে রেকর্ড করা হয় নাই যাহাতে হাইকোর্ট আদালতে পক্ষগণের স্ব-স্ব আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং কি কি অবস্থার উপর আদালত নির্ভর করিয়াছে তাহা বুঝিতে অক্ষম হয় ; তবে পুনর্বিচারে সে রায় রদ হইয়া যাইবে।

ডিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ঃ দেওয়ানী কার্যবিধির ২০ আদেশের ৬ ও ৭ নিয়মে বলা হইয়াছে ঃ

(১) ৬ নিয়ম (১) রায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ডিক্রি দিতে হইবে। ইহাতে মামলার নম্বর, পক্ষগণের নাম ও পরিচয় এবং দাবির বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং যে প্রতিকার মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) মামলার খরচের পরিমাণ এবং তাহা কি অনুপাতে কে বহন করিবে বা কোন্ সম্পত্তি হইতে তাহা নির্বাহ করা হইবে, ডিক্রিতে তাহাও উল্লেখ থাকিবে।

(৩) একপক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে দেয় খরচের টাকা প্রথমোক্ত পক্ষের নিকট শেষোক্ত পক্ষের যে পাওনা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে তাহার সহিত পারস্পরিক পরিশোধের জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

নিয়ম ৭ ঃ যে তারিখে রায় দেওয়া হইয়াছে ডিক্রিতে সেই তারিখ দিতে হইবে। রায় অনুসারে ডিক্রি প্রণীত হইয়াছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার পর বিচারক ইহাতে স্বাক্ষর দেবেন।

কোন বিচারক রায় ঘোষণা করিবার পর এবং ডিক্রি প্রস্তুত হইবার পূর্বে যদি অন্যত্র বদলি হইয়া যায় তবে তাঁহার পরবর্তী আদালত উক্ত রায় অনুসারে প্রণীত ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। মামলার বিষয়বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি হয় তবে সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য যাবতীয় তথ্যাদি অর্থাৎ সেটেলমেন্ট পরচার দাগ খতিয়ান নম্বর ইত্যাদি ডিক্রিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

আদেশ ২১
ডিক্রি ও আদেশ জারি

নিয়ম

১। ডিক্রির টাকা পরিশোধ ঃ

ডিক্রির টাকা পরিশোধের পদ্ধতি —

(১) ডিক্রির দরুন দেয় টাকা নিম্নরূপভাবে পরিশোধ করিতে হইবে ; যথা ঃ

(ক) ডিক্রি জারি করা যেই আদালতের কর্তব্য সেই আদালতের টাকা জমা দিয়া ; অথবা

(খ) আদালতের বাহিরে ডিক্রিদারকে টাকা দিয়া ; অথবা

(গ) ডিক্রিদানকারী আদালতের নির্দেশমত অন্য উপায়ে।

(২) যেইক্ষেত্রে (১) উপবিধির (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে টাকা পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়ার বিষয়ে ডিক্রিদারকে নোটিস দিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম ডিক্রিতে উল্লিখিত দেয় টাকা কিভাবে পরিশোধ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, দেনাদার তিনটি উপায়ে দেয় অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবে ; যথা ঃ ডিক্রি জারিকারী আদালতে অর্থ জমা দিয়া, অথবা আদালতের বাহিরে ডিক্রিদারকে পাওনা টাকা প্রদান করিয়া অথবা নির্দেশিত অন্য কোন উপায়ে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালতে টাকা জমা দেওয়ার মাধ্যমে যদি দেনা পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে এতদসম্পর্কে ডিক্রিদারকে নোটিস দিতে হইবে।

সম্মতি ডিক্রির ক্ষেত্রে যদি দেয় অর্থ প্রদান করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মামলা করিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

"সকল" বলিতে টাকার সমগ্র পরিমাণকে বুঝায় না। কোন অংশের ঐ পরিমাণ পরিশোধ বৈধ */এ ১৯৩৩ পি ৮৯/*। ডিক্রিতে যদিও ডিক্রিদারকে টাকা প্রদানের নির্দেশ থাকে, তথাপি আদালতে টাকা প্রদান বৈধ */৩৫ বি ৩৫ ১০ সিডব্লিউএন ৫৩৫/*। তবে আদালতে টাকা প্রদান অবশ্যই শর্তহীন হইতে হইবে */২ সিএলআর ১৮৩/*। ডিক্রিদারের মৃত্যু হইলে টাকা আদালতে পরিশোধ করিতে হইবে, অথবা (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে পরিশোধের নির্দেশ চাহিতে

হইবে *[১৪ সিডব্লিউএন ১৪৬]*। কোন ডিক্রি সমগ্র টাকার জন্য জারি করা হইলে উহার কোন কিস্তি পরিশোধের তারিখে যদি আদালত বন্ধ থাকে, তবে আদালত পরবর্তী খোলার দিনে টাকা পরিশোধ ত্রুটি রক্ষা করিবে *[এ ১৯২৫ এম, ৭৪৩]*। জমাকৃত টাকা উঠানোর আবেদনপত্র দাখিলের জন্য কোন তামাদি নাই *[১০ সিডব্লিউএন ৩৫৪]*। মূল ডিক্রিদারের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে রায়ের দেনাদার টাকা প্রদান করিতে পারেন *[এ ১৯৩০ এ ৬৫৯]*। কিন্তু সেইক্ষেত্রে রায়ের দেনাদার কোন স্বত্ব নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত ডিক্রির টাকা আদালতে পরিশোধ করে, সেইক্ষেত্রে ইহা পরিশোধ হিসাবে গণ্য হইবে। *[এ ১৯২৪ পি ১১৯]*

মনিঅর্ডারের মাধ্যমে ডিক্রির টাকা পরিশোধ ঃ ডিক্রির অধীনে ডিক্রিদারের পাওনা টাকা মনিঅর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে চাহিলে সে মনিঅর্ডার জারিকারক আদালতের নামে করিতে হইবে, ডিক্রিদারের নামে কোন মনিঅর্ডার আইনতঃ বৈধ নহে। আদালতের বাহিরে ডিক্রির অর্থ পরিশোধ করা হইলে তাহা নব্বই দিনের মধ্যে প্রত্যায়িত হইতে হইবে। *[৫ ডিএলআর ২২৩]*

আদেশ ২১ ঃ জারিকরণ আদালতের ক্ষমতা ঃ রায়গ্রহীতার (জাজমেন্ট ডেটর) বাড়ির অংশের মূল্য নির্ধারণে যাহা কিনা বাদীর সাহায্যের মধ্যে পড়িয়াছে, বাদীর খরচে তাহাকে ক্ষতিপূরণ বিষয়টি জারিকারক আদালতের আওতায় পড়ে না এবং তাই এডভোকেট কমিশনার নিয়োগের প্রার্থনাটি হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজের আদেশটি যথার্থ হইয়াছে। *[৪০ ডিএলআর (এডি) ২৫৫]*

নিয়ম

২। আদালতের অগোচরে ডিক্রিদারকে টাকা পরিশোধ ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে কোন ডিক্রির দরুন দেয় টাকা আদালতে জমা দেওয়া হয়, অথবা ডিক্রিদারের সন্তোষজনকরূপে অন্য উপায়ে ডিক্রির টাকা আংশিক বা সামগ্রিকভাবে মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে ডিক্রিদারকে অনুরূপ টাকা পরিশোধ বা মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে ডিক্রি জারিকারক আদালতে সার্টিফিকেট দিতে হইবে এবং আদালত তদনুসারে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) সাব্যস্ত দেনাদার অনুরূপ পরিশোধ মিটমাটের বিষয় আদালতকে অবগত করিতে পারিবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে কেন ডিক্রিদারের সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবে না ও উহা লিপিবদ্ধ করা হইবে না, নির্দিষ্ট তারিখে উহার কারণ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে ডিক্রিদারকে নোটিস দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। এইরূপ নোটিস জারি হইবার পর যদি ডিক্রিদার উক্ত টাকা পরিশোধ বা মিটমাটের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান ও লিপিবদ্ধ না করিবার সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে অপরাগ হয়, তবে আদালত বিষয়টি অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) ডিক্রির টাকা উপরোক্ত উপায়ে পরিশোধ বা মিটমাটের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদত্ত বা লিপিবদ্ধ না হইলে ডিক্রি জারিকারক আদালত কর্তৃক তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

ভাষ্য

আদালতের বাহিরে বা ডিক্রিদারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ডিক্রিতে উল্লিখিত অর্থ প্রদান করা হইলে উহার পরবর্তী কার্যাবলী কিরূপ হইবে তাহা এই নিয়ম সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আদালতের বাহিরে ডিক্রিদারের ইচ্ছানুসারে প্রদেয় টাকা প্রদান করা হইলে ডিক্রিদার এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে সার্টিফিকেট প্রদান করিবে এবং আদালত উক্ত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই নিয়মের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেনাদারকে উক্ত বিষয়টি আদালতের নোটিসে আনয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, কোন ডিক্রিদার সার্টিফিকেট প্রদান করিবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য দেনাদার আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। ডিক্রিদার যদি এই মর্মে সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হয় তবে আদালত উক্ত বিষয়টি অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যদি অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট আদালতে প্রেরণ করা না হইয়া থাকে অথবা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয় লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ডিক্রি জারিকারক আদালতে উহা গ্রাহ্য হইবে না। অর্থাৎ আদালত ধরিয়া লইবেন যে, উক্ত প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হয় নাই। এই নিয়ম দেনাদারকে আদালতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিবার পরামর্শ দিয়াছে।

ডিক্রি অনুসারে পরিশোধ্য কোন টাকা আদালতের বাহিরে পরিশোধ করা হইলে, অথবা ডিক্রিটি ডিক্রিদারের পরিতুষ্টি অনুসারে অন্য কোনভাবে সমন্বয় করা হইলে উক্ত ডিক্রি জারি করিবার দায়িত্ব যে, আদালতে সেই -

আদালতকে ডিক্রিদার অনুরূপ টাকা পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন সম্পর্কে প্রত্যায়ন করিবে যাহাতে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই নিয়মটি কেবলমাত্র পরিশোধ বা সমন্বয় সাধনের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। জারিকারক আদালত কর্তৃক অভিযোগে বর্ণিত পরিশোধ বা সমন্বয় সাধন সম্পর্কে তদন্ত করা যাইবে এবং ইহার উপর উক্ত আদালত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন *[২৮ আইসি ৩৭৬]*। ২১ আদেশের ৮৯ বা ৯০ নিয়মের অধীনে ডিক্রিদার ও রায়ের দেনাদারের মধ্যে কোন নিলাম বিক্রয় রদের কার্যক্রমের মধ্যে আপোস করা হইলে সেইক্ষেত্রে অত্র নিয়মের প্রয়োগ চলিবে না *[এ ১৯২৯ অল. ৮৮৬]*। জারি কার্যক্রমে কোন আপোস-রফা লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতিই অত্র নিয়মে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কোন জারিকারক আদালত ২১ আদেশের ২ নিয়মের অধীনে সোলেনামার শর্ত অনুসারে কিস্তি বন্দীভাবে, টাকা পরিশোধের আদেশ দিতে পারেন *[এ ১৯৪২ পি. ৬৮]*। উপনিয়ম (৩)-এর "প্রত্যয়ন কৃত" *(certified)* এবং লিপিবদ্ধ *(recorded)* শব্দগুলির মধ্যে বিয়োজন *(disjunctive)* অথবা শব্দটিকে অবশ্যই সংযোজক *(conjunctive)* "এবং" শব্দের মতই পড়িতে হইবে *[এ ১৯৪২ বি ৫৯]*।

আদালতের বাহিরে চুক্তি ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী পক্ষগণ আদালতের বাহিরে চুক্তি করিতে পারে না এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আদালতকে উহা সমর্থন করিবার প্রার্থনা করা যায় না। তবে তাহারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিতে পারে এবং ডিক্রি পাসকারী আদালত অথবা জারিকারক আদালতের অনুমতি না লইয়া জারিকারক আদালত কর্তৃক তাহা নথিভুক্ত করাইতে পারে। *[(১৯৫৫) ৭ ডিএলআর ১৫০]*

আদালত পাওনা পরিশোধের নির্দেশ দিলে দেনাদার যদি উক্ত অর্থ আদালতের বাহিরে পরিশোধ করে তবে উহা বৈধ। *[(১৯৬৫) ১৭ ডিএলআর ৭৫৩]*

আদালতের বাহিরে পরিশোধিত ডিক্রির টাকা রসিদ দ্বারা প্রমাণিত হয়। নিশ্চিতকরণ তারিখের জন্য রসিদের তারিখ হইতে নব্বই দিন সীমা নির্ধারিত। *[(১৯৬৪) ১৬ ডিএলআর ৭৩]*

"মিটমাটের" অর্থ ঃ এই নিয়ম অনুযায়ী 'মিটমাট' অর্থ হইল একটি লেনদেন যাহা কোন ডিক্রিকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে সমাপ্ত করে।

কাজেই দখল উদ্ধারের ডিক্রি জারি কার্যক্রমে যদি দেনাদার দাবি করে যে, ডিক্রিকারক তাহাদের (দেনাদার) সহিত ডিক্রির ভূমি বিক্রয়ের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইলে উহা মিটমাট হিসাবে এই নিয়মের বিধান অনুসারে নথিভুক্ত হইবে। রায়ে বলা হয় ২(২) নিয়মের বিধান অনুসারে দাবিকৃত চুক্তি মিটমাট ছিল না। *[(১৯৫৩) ৫ ডিএলআর ৪৮৩]*

এই নিয়মের প্রয়োগ ঃ এই নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হয় যখন বিচারে দেনাদার কর্তৃক টাকা পরিশোধ করা হয়, কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নহে। *[৩৫ এম (৬৫৯) ৯ এম. ২৩০]*

ডিক্রি জারিকারক আদালত

নিয়ম

৩। একাধিক আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত জমি ঃ

কোন স্থাবর সম্পত্তি যদি একটি জমিদারী বা প্রজাস্বত্বের অন্তর্গত অথচ দুই বা ততোধিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাধীনে অবস্থিত হয়, তবে উক্ত আদালতগুলির মধ্যে যেকোন একটি আদালত সমগ্র সম্পত্তিটি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

একাধিক আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত কোন স্থাবর সম্পত্তির ক্রোকাদেশ কিভাবে দিতে হইবে ও কার্যকরী করিতে হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি একাধিক আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত হয় অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি আংশিক এক আদালতের এবং অপর অংশ অন্য আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হয় তাহা হইলে উক্ত আদালতগুলির যেকোন একটি সমগ্র সম্পত্তিটির ক্রোক-আদেশ দিতে ও উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

নিয়ম

৪। বাতিল করা হইয়াছে।

নিয়ম

৫। হস্তান্তরের পদ্ধতি ঃ

যেই আদালত ডিক্রিদান করিয়াছেন তাহা এবং ডিক্রি জারির জন্য যেই আদালতে প্রেরিত হইবে তাহা যদি একই জেলায় অবস্থিত হয়, তবে প্রথমোক্ত আদালত সরাসরি উক্ত ডিক্রি শেষোক্ত আদালতে প্রেরণ করিবেন ; কিন্তু যেই আদালত ডিক্রি জারি করিবেন তাহা যদি কোন নিম্ন জেলায় অবস্থিত হয়, তবে ডিক্রিটি যেই জেলায় অবস্থিত উহা তথাকার জেলা আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে ডিক্রি হস্তান্তরের নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালত এবং ডিক্রি জারিকারক আদালত যদি একই জেলায় অবস্থিত হয় তাহা হইলে ডিক্রিদানকারী আদালত সরাসরি উহা জারিকারক আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

তবে জারিকারক আদালত যদি অন্য জেলায় অবস্থিত হয় তাহা হইলে ডিক্রি প্রদানকারী আদালত সরাসরি উহা জারিকারী আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। তিনি প্রথমে উক্ত ডিক্রিটি জারিকারক আদালত যেই জেলায় অবস্থিত সেই জেলা আদালতে প্রেরণ করিবেন।

নিয়ম

৬। যেইক্ষেত্রে কোন আদালত চাহেন যে, উহার ডিক্রি অন্য আদালত কর্তৃক জারি করাইতে হইবে, সেইক্ষেত্রে পদ্ধতি ঃ

কোন আদালত উহার ডিক্রি জারির জন্য আদালতে প্রেরণের সময় নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রেরণ করিতে হইবে ঃ

(ক) ডিক্রির একটি নকল ;

(খ) এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট যে, যেই আদালত ডিক্রিদান করিয়াছেন, সেই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় ডিক্রিটি জারি করিয়া টাকা আদায় করা হয় নাই ; অথবা ডিক্রিটি আংশিক জারি করা হইয়া থাকিলে উহা বাবদ কি পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে এবং কি পরিমাণ টাকা বাকি রহিয়াছে, সেই মর্মে সার্টিফিকেট এবং

(গ) ডিক্রি জারির জন্য কোন আদেশ হইয়া থাকিলে উহার নকল অথবা কোন আদেশ না হইয়া থাকিলে সেই মর্মে সার্টিফিকেট।

ভাষ্য

ডিক্রি জারির উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করার সময় ডিক্রি প্রদানকারী আদালতকে কি কি কাগজপত্র উহার সহিত প্রদান করিতে হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, ডিক্রি জারিকারক আদালতে নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ ডিক্রিদানকারী আদালত ডিক্রির এক কপি নকল, ডিক্রি জারি দেওয়া হয় নাই এই মর্মে সার্টিফিকেট, অথবা হইলে উহার বিস্তারিত বিবরণ এবং ডিক্রি জারির জন্য কোন নির্দেশ বা আদেশ হইয়া থাকিলে উহার সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

তবে উল্লেখ্য যে, এই নিয়ম বিদেশী আদালত কর্তৃক দেয় কোন ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ডিক্রি স্থানান্তর ঃ কোন ডিক্রি অন্য আদালতের মাধ্যমে জারি করাইতে হইলে স্থানান্তর আবেদনের সহিত এই মর্মে একখানি সার্টিফিকেট সংযোজিত করিতে হইবে যে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের এলাকায় ডিক্রিটি জারি করা হয় নাই। আদালত আবেদন হইতে এইরূপ সার্টিফিকেটের সংযোজনকে অব্যাহতি দিতে পারেন না কিংবা ঐরূপ সার্টিফিকেট ব্যতীত স্থানান্তরের আবেদনটিও গ্রহণযোগ্য নহে। *[১৭ ডিএলআর ৭০৭]*

নিয়ম

৭। ডিক্রির নকল ইত্যাদি প্রাপক আদালত বিনা-ভ্রমণে নথিভুক্ত করিবেন ঃ

ডিক্রি জারির জন্য যেই আদালতে প্রেরিত হইবে, সেই আদালত নকল ও সার্টিফিকেট নথিভুক্ত করাইবেন এবং উক্ত আদালতের বিচারক কর্তৃক লিখিত কোন বিশেষ কারণে উক্ত নকল সার্টিফিকেট সম্পর্কে প্রমাণ না চাহিলে উক্ত ডিক্রি বা আদেশ বা উহার নকল সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করা প্রয়োজন হইবে না।

ভাষ্য

এই নিয়ম ডিক্রি জারিকারক আদালতের করণীয় কি তাহা বলিয়া দিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, ডিক্রি জারিকারক আদালত যেই সমস্ত কাগজপত্র ডিক্রিদানকারী আদালতের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন সেই সমস্ত কাগজপত্র তিনি নথিভুক্ত করিবেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, জারিকারক আদালত উক্ত কাগজপত্রের সত্যতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। তবে বিশেষ কোন কারণ থাকিলে উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রমাণ দাবি করিতে পারিবেন।

নিয়ম

৮। যেই আদালতে কোন ডিক্রি বা আদেশ প্রেরিত হয়, তৎকর্তৃক উহা জারি ঃ

উক্ত নকলগুলি নথিভুক্ত হইবার পর যেই আদালতে ডিক্রি বা আদেশটি জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহা জেলা আদালত হইলে স্বয়ং ডিক্রিটি জারি করিবেন অথবা উহার অধঃস্তন উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতে উহা জারির জন্য প্রেরণ করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যেই আদালতে নথিপত্র প্রেরিত হইয়াছে উহা যদি জেলা আদালত হয় তাহা হইলে জেলা আদালত স্বয়ং ডিক্রিটি জারি করিবেন। তবে জেলা আদালত প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত অন্য কোন আদালতে উহা জারি করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত আদালত বলিতে সেই আদালতকে বুঝানো হইয়াছে, যেই আদালতের উক্ত ডিক্রি জারি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জারিকারক আদালত কখনও ডিক্রি বহির্ভূত কার্য করিতে পারেন না।

নিয়ম

৯। অন্য আদালত কর্তৃক হস্তান্তরিত ডিক্রি হাইকোর্ট কর্তৃক জারি ঃ

যেই আদালতে ডিক্রি জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহা হাইকোর্ট হইলে উক্ত আদালত কর্তৃক উহার সাধারণ মূল দেওয়ানী এখতিয়ার অনুসারে প্রদত্ত ডিক্রি যেইভাবে উক্ত আদালত জারি করিতেন, প্রেরিত ডিক্রিটিও সেইভাবেই জারি করিবেন।

ভাষ্য

হাইকোর্ট তাহার নিকট প্রেরিত ডিক্রি কিভাবে জারি করিবেন তাহা এই নিয়ম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

এখানে বলা হইয়াছে, কোন ডিক্রি যদি জারির জন্য হাইকোর্টের নিকট প্রেরিত হয় তাহা হইলে হাইকোর্ট উক্ত ডিক্রিটি এমনভাবে জারি করিবেন যেন ইহা তাহার নিজের দেওয়া ডিক্রি।

এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইল, কোন ডিক্রি জারির কার্যটাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর করা।

নিয়ম

১০। ডিক্রি জারির জন্য আবেদন ঃ

ডিক্রিদার যখন ডিক্রি জারি করিতে চাহিবে, তখন ডিক্রিদানকারী আদালত বা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর (যদি থাকে) নিকট অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে ডিক্রিটি জারির জন্য অন্য

আদালতে প্রেরিত হইয়া থাকিলে সেই আদালত বা তথাকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট উহার আবেদন করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম ডিক্রিদারকে ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে বা কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পরামর্শ দিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, ডিক্রিদার যদি ডিক্রি জারি দিতে চাহে তাহা হইলে ডিক্রি জারিকারক আদালতে বা এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রি জারি করিবার জন্য ডিক্রিদার যেই আবেদন করিবে উহা কোন মামলারূপে পরিগণিত হইবে না। ইহা একটি আবেদন মাত্র।

ডিক্রিদার নিজে ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে হইবে। তবে যদি ডিক্রিদার কোন ডিক্রি হস্তান্তর করিয়া দেয়, বা কোন ব্যক্তি যদি ডিক্রিদারের অবস্থান পায় তাহা হইলে সেও আবেদন করিতে পারিবে। এই উপনিয়ম ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম।

ডিক্রির আপাতঃদৃষ্টিতে যে ব্যক্তিকে ডিক্রিদার হিসাবে প্রতীয়মান হয়, সেই ব্যক্তি জারি করিবার অধিকারী, যদি না অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ২১ আদেশের ১৬ নিয়মের অধীনে ইহা দেখানো হয় যে, সে ডিক্রিদারের স্থান দখল করিয়া *[(১৯৪৬) এ. বি ২৭]*। সেই ব্যক্তিই ডিক্রিদার যাহার নামে ডিক্রি তৈরি হয় অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি মূল বাদী বা তাহার প্রতিনিধিদের নিকট হইতে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছেন *[৩ সিডব্লিউএন ২২]*। যদি ডিক্রিদার মৃত হয় এবং ডিক্রিটি পাওনা টাকা আদায়ের জন্য হয়, তবে ডিক্রিদারের প্রতিনিধিকে ১৯২৫ সনের উত্তরাধিকারী আইনের ২১৪ ধারা অনুসারে তাহার প্রতিনিধিত্বমূলক স্বত্বের প্রমাণ হাজির করিতে হইবে।

[(১৯৩২) ৩৪ বোম্বে ল' রিপোর্ট ১১১২]

জারির জন্য আবেদন

নিয়ম

১১। মৌখিক আবেদন। লিখিত আবেদন ঃ

(১) টাকা পরিশোধের ডিক্রি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে ডিক্রিদানের সময়ই ডিক্রিদারের মৌখিক আবেদনক্রমে সাব্যস্ত দেনাদার আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিলে কোন পরোয়ানা প্রস্তুত করিবার পূর্বেই আদালত দেনাদারকে গ্রেফতার করিয়া তৎক্ষণাত ডিক্রি জারির আদেশ দিতে পারেন।

(২) উপরোক্ত (১) উপ-নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিক্রি জারির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক বা মামলার ঘটনাসমূহ অবগত আছেন বলিয়া আদালত যাহাকে মনে করিবেন তদ্রূপ অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত আবেদনের সত্যতা প্রতিপন্ন ও আবেদন স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি তালিকার আকারে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ; যথা ঃ

(ক) মামলার নম্বর ;

(খ) পক্ষগণের নাম ;

(গ) ডিক্রির তারিখ ;

(ঘ) ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) ডিক্রি প্রদত্ত হইবার পর বিরোধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে টাকা লেনদেন বা মিটমাট হইয়াছে কিনা এবং (যদি না হইয়া থাকে) তবে, উহার পরিমাণ ;

(চ) ডিক্রি জারির জন্য ইতিপূর্বে কোন আবেদন করা হইয়াছে কিনা এবং (যদি হইয়া থাকে) অনুরূপ আবেদনের তারিখ ও তাহার ফলাফল ;

(ছ) ডিক্রি অনুসারে প্রাপ্য টাকা এবং উহার সুদের (যদি থাকে) পরিমাণ ডিক্রি দ্বারা অন্য কোন প্রতিকার মঞ্জুর হইয়া থাকিলে তাহা, এবং এই ডিক্রি জারি করা হইবে উহার তারিখের পূর্বে বা পরে কোন পাল্টা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ ;

(জ) মঞ্জুরকৃত (যদি হইয়া থাকে) খরচের টাকার পরিমাণ ;

(ঝ) যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা যাইবে, তাহার নাম এবং

(ঞ) নিম্নলিখিত পন্থাগুলির মধ্যে কোনটি সম্পর্কে আদালতের সাহায্য প্রয়োজন ঃ

১। ডিক্রিতে নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি অর্পণ ;

২। কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় অথবা বিনা-ক্রোকে নিলাম বিক্রয় ;

৩। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও কারাগারে আটক করা ;

৪। রিসিভার নিয়োগ ;

৫। মঞ্জুরকৃত প্রতিকারের ধরন বিবেচনায় অন্যভাবে।

(৩) উপরোক্ত ২ উপনিয়ম অনুসারে যেই আদালতে আবেদন করা হইবে, সেই আদালত আবেদনকারীর নিকট ডিক্রির একটি সহিমোহরকৃত নকল তলব করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে ডিক্রিদারের মৌখিক আবেদনক্রমে অর্থ আদায়ের ডিক্রির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ডিক্রি জারি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, অর্থ আদায়ের ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য ডিক্রিদারের মৌখিক আবেদন গ্রহণযোগ্য। এই ক্ষেত্রে লিখিত আবেদনের প্রয়োজন নাই। সাব্যস্ত দেনাদার যদি আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকে তাহা হইলে ডিক্রিদারের মৌখিক আবেদনক্রমে আদালত উক্ত দেনাদারকে গ্রেফতার করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে ডিক্রি জারি দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, উল্লেখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদনের সত্যায়িত নিরূপিত হইতে হইবে। সত্যায়িত নিরূপণকারী উহাতে তাহার নিজ নাম দস্তখত করিবেন।

এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হইয়াছে, আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে ; যথা ঃ মামলার নম্বর, পক্ষগণের নাম, ডিক্রির তারিখ, ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল হইয়াছে কিনা, পক্ষগণের মধ্যে টাকা-পয়সার লেনদেন হইয়াছে কিনা, ডিক্রি জারির জন্য কোন আবেদন পূর্বে করা হইয়াছে কিনা, ডিক্রিতে উল্লেখিত প্রতিকার ও খরচ ইত্যাদি।

ইহাতে আরও উল্লেখ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আদালতের সাহায্য প্রয়োজন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ডিক্রিদার ডিক্রি জারির জন্য আবেদন করিলে ডিক্রিদারকে উক্ত আবেদনের সহিত ডিক্রির একটি সীলমোহরকৃত কপি প্রদান করিতে হইবে।

যদি ডিক্রিদার উহা প্রদান না করে তাহা হইলে আদালত ডিক্রিদারের নিকট ডিক্রির সীলমোহরকৃত কপি তলব করিতে পারিবেন।

এই নিয়মটি কেবলমাত্র জারির আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র মোকদ্দমার ঘটনাবলীর সহিত সুপরিচিত হওয়ার কারণে জারির আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিয়া উপস্থাপন করিতে পারে না। ৬ আদেশের ১৪ নিয়মের মত আবেদনকারী বা তাহার উকিল অথবা কোন স্বীকৃত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। তবে আবেদনপত্রের সত্যতা আবেদনকারী অথবা মোকদ্দমার তথ্যসমূহের সহিত সুপরিচিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিপাদন করা যাইবে *[এ ১৯৩৭ এম: ৭৬০]*। সাধারণ আমমোক্তার *(General of attorney)* কর্তৃক সত্যতা প্রতিপাদনও যথেষ্ট হইবে *[২৬ এ ১৫৪]*। সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য আদালতের অনুমতি নিষ্প্রয়োজন *[২৮ সিডব্লিউএন ৬৮৭]*। ডিক্রিতে সমস্ত স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে না পারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি নহে *[৩০ পিএলআর ৫৪৯]*। যে ব্যক্তি পক্ষ নহে, তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা যাইবে না। এমনকি রায়ের দেনাদারের প্রতিনিধির জন্য সে বেনামদার হইলেও উক্ত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা যাইবে না *[১৪ সিডব্লিউএন ৭৭৪]*। ডিক্রিপ্রাপ্ত সম্পত্তির খাসদখল অর্পণের জন্য ডিক্রিপ্রাপ্ত মোকদ্দমার খরচের পরিমাণ উল্লেখ না করিয়াও জারি কার্যক্রম চলিতে পারিবে। *[২২ ডিএলআর ৪৪]*

আবেদন প্রত্যাখ্যান ঃ ১১ (২) (ঞ) নিয়মের একটি শর্ত পূরণ করা না হইলে আদালত ১৭ নিয়ম অনুযায়ী উক্ত শর্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অনুমতি প্রদান করিবেন। উক্ত শর্ত পূরণ করা না হইলে আদালত জারির আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করিবেন। *[৫ ডিএলআর ৩০৮]*

আবেদনের শর্তাবলী ঃ ১১ নিয়মের আওতায় কোন আবেদন করিতে হইলে আবেদনপত্রটি উক্ত নিয়মের আওতায় উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে করিতে হইবে। অন্যথায় আবেদনপত্রটি বৈধ হইবে না।

[৫ ডিএলআর ৩০৮]

আপত্তি উত্থাপন ঃ এই নিয়মের আওতায় জারির জন্য কোন দরখাস্তের প্রতি উত্তরে দেনাদারকে তাহার সম্ভাব্য সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। ৫৪ নিয়মের আওতায় ক্রোকের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের সময় কোন নূতন আপত্তি তাহাকে উত্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না। *[১১ ডিএলআর ১৫১]*

জারির দরখাস্তে কোন প্রয়োজনীয় শর্ত বাদ পড়িলে উহার পরিণতি ঃ জারি দরখাস্তে কোন পূরণীয় শর্ত বাদ পড়িলেই উহার জন্য দরখাস্তটি বাতিল হইয়া যাইবে না কিংবা আবশ্যকীয়ভাবে উহা কোন গুরুতর অনিয়মের পর্যায়েও পড়িবে না। যেমন, ১১ নিয়মের ২(জ) উপনিয়ম অনুযায়ী জারি আবেদনে খরচের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা একটি শর্ত। কিন্তু সম্পত্তির খাস দখল পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে প্রদত্ত ডিক্রি কার্যকরীকরণের জন্য যে দরখাস্ত করা হয় তাহাতে খরচের কথা উল্লেখ না করিলেও জারি কার্যক্রমটি বাতিল কিংবা অবৈধ হইয়া যাইবে না। *[২২ ডিএলআর ৪৪]*

নিয়ম

১২। সাব্যস্ত দেনাদারের দখলে নাই এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন ঃ

যেইক্ষেত্রে সাব্যস্ত দেনাদারের কোন অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা তাহার দখলে নাই, ক্রোক করিবার জন্য আবেদন করা হয় সেইক্ষেত্রে ডিক্রিদারের আবেদনের সহিত উক্ত সম্পত্তির একটি ফিরিস্তি দাখিল করিতে হইবে এবং উহাতে সম্পত্তির যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ দান করিতে হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, দেনাদার তাহার নিজ সম্পত্তির ফিরিস্তি ডিক্রিদারকে জানাইতে বাধ্য নহে।

ডিক্রিদার যদি দেনাদারের কোন সম্পত্তি যাহা তাহার দখলে নাই, ক্রোক করিবার জন্য আদালতের নিকট আবেদন করে তাহা হইলে ডিক্রিদারকে উক্ত আবেদনপত্রের সহিত সম্পত্তির সঠিক বিবরণ প্রদান করিতে হইবে।

ফিরিস্তি ঃ সাব্যস্ত দেনাদারের দখলে নাই এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য ডিক্রিদারকে জারি আবেদনের সহিত উক্ত সম্পত্তির একটি ফিরিস্তি প্রদান করিতে হইবে। তবে ঐ সম্পত্তি দখলে থাকিলে আর ঐরূপ ফিরিস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। *[২১ ডিএলআর ৩১৬]*

নিয়ম

১৩। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনে কতকগুলি বর্ণনা দান করিতে হইবে ঃ

যেইক্ষেত্রে সাব্যস্ত দেনাদারের কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদনের পাদটীকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

(ক) সম্পত্তি সনাক্ত করিবার জন্য উহার প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং যেইক্ষেত্রে সেটেলমেন্টের পরচায় উল্লিখিত চৌহদ্দি বা নম্বর দ্বারা সম্পত্তি সনাক্ত করা সম্ভব, সেইক্ষেত্রে উক্ত চৌহদ্দি ও নম্বর ; এবং

(খ) আবেদনকারীর বিশ্বাসমতে যতদূর সত্য এবং তদকর্তৃক যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে তদনুসারে উক্ত সম্পত্তিতে সাব্যস্ত দেনাদারের অংশ বা স্বত্বের বিবরণ।

ভাষ্য

স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য প্রণীত আবেদনপত্রে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

'ক' অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, উক্ত আবেদনপত্রের সহিত বা পাদটিকায় ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তিটির যথাযথ সনাক্তকরণের জন্য দাগ নম্বর, খতিয়ান, মৌজা ও জে, এল নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

'খ' অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, আবেদনপত্রের সহিত আবেদনকারীর বিশ্বাসমতে ও জানামতে দেনাদারের স্বত্ব বা অংশের বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

অত্র নিয়মের বিধানসমূহ আদেশব্যঞ্জক *(mandatory)* *[৪৭ সিডব্লিউএন ৭১৫]*। এই নিয়ম অনুসারে আবশ্যকীয় বিবরণসমূহ ব্যতীত জারির কোন আবেদনপত্র আইনসঙ্গত নহে *[এ ১৯৩১ বি ১৩৮]*। যেইক্ষেত্রে

সম্পত্তির বিবরণ দেওয়া হয় নাই, সেইক্ষেত্রে আবেদনপত্রটি ধার্য সময়ের মধ্যে ত্রুটিমুক্ত করিবার জন্য ফেরত দেওয়া উচিত *[এ ১৯৪৫ এম ২৪১]*। সনাক্ত করিবার জন্য বর্ণনা যথেষ্ট হওয়া উচিত। *[এ ১৯৪৩ পি ১২৭]*

নিয়ম

১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে কালেক্টরের রেজিস্টার হইতে অংশবিশেষের অনুমোদিত নকল চাহিবার ক্ষমতা ঃ

যেইক্ষেত্রে কালেক্টরের অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত কোন জমি ক্রোক করিবার জন্য আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত অফিসের রেজিস্টারে উক্ত সম্পত্তি বা উহার রাজস্বের মালিক বা হস্তান্তরযোগ্য স্বত্বের দখলকার যেই ব্যক্তির নাম রেজিস্ট্রিকৃত রহিয়াছে, অথবা উক্ত জমি রাজস্ব প্রদানে দায়ী বলিয়া যাহাদের নাম রেজিস্ট্রিকৃত রহিয়াছে এবং রেজিস্ট্রিকৃত মালিকগণের অংশের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত রেজিস্ট্রি বহির সংশ্লিষ্ট অংশের সহিমোহরকৃত নকল আবেদনকারীর নিকট তলব করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে কালেক্টরেটে রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিকট হইতে রেজিস্ট্রি বহির নকল দাবি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, ডিক্রিদার যদি কালেক্টরের অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য আবেদন করে তাহা হইলে আদালত ডিক্রিদারের নিকট উক্ত অফিসে রক্ষিত রেজিস্ট্রার বহির সীলমোহরকৃত নকল দাবি করিতে পারিবেন।

নিয়ম

১৫। যুগ্ম ডিক্রি কর্তৃক ডিক্রি জারির আবেদন ঃ

(১) যেইক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে যৌথভাবে কোন ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ডিক্রিতে বিপরীত কোন শর্ত আরোপিত না হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বা একাধিক জন সকলের স্বার্থের খাতিরে সমগ্র ডিক্রিটি জারির জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং যেইক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রিদারগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিকজন জীবিত অন্যান্য ডিক্রিদারগণের এবং মৃত ডিক্রিদারের বৈধ প্রতিনিধির স্বার্থের খাতিরে সমগ্র ডিক্রি জারির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) এই নিয়ম অনুসারে আবেদন করা হইলে যদি আদালত উপযুক্ত কারণে ডিক্রিটি জারি করার অনুমতি দেওয়া সঙ্গত মনে করেন তবে উক্ত আবেদনে যাহারা শামিল হয় নাই, তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আদালত যথাবিহিত আদেশ দান করিবেন।

ভাষ্য

এই নিয়মে যৌথ ডিক্রি জারি দেওয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণিত রহিয়াছে। একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে কোন ডিক্রি প্রদত্ত হইলে উহাকে যৌথ ডিক্রি বলা হয়।

প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যৌথ ডিক্রির ক্ষেত্রে বিপরীত কোন শর্ত না থাকিলে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি উক্ত ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। তবে উক্ত ডিক্রি জারি সমগ্র ডিক্রিদারের স্বার্থের খাতিরে সম্পন্ন হইতে হইবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুসারে যৌথ ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে যাহারা উপস্থিত হয় নাই বা আবেদন করে নাই তাহাদের জন্য অর্থাৎ তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আদালত প্রয়োজনীয় আদেশ দান করিতে পারিবেন।

যখন এক বা একাধিক যুগ্ম ডিক্রিদার কোন ডিক্রি জারি করাইতে চায়, তখন অত্র নিয়মের বিধান প্রযোজ্য হয়। এই সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আদালতের অনুমতিক্রমে সকলের উপকারার্থে উক্ত ডিক্রি জারি করিতে পারে, যদি না ডিক্রিতে বিপরীত কোন শর্ত আরোপিত হয়। সমগ্র ডিক্রিটি অপরিতুষ্ট থাকিলেই কেবল অত্র নিয়ম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যেইক্ষেত্রে কোন ডিক্রি আংশিক পরিতুষ্ট হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে একজন ডিক্রিদার অপর ডিক্রিদারকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবার পর তাহার অপরিতুষ্ট অংশের জারি করিতে পারে *[৩৮ সিডব্লিউএন ১৬৩]*। কোন ডিক্রিদার কতিপয় উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা গেলে তাহাদের মধ্যে যেকোন একজন উক্ত ডিক্রি জারি করাইতে পারে।

ডিক্রির আপাতঃদৃষ্টিতে আবেদনকারীর নাম প্রতীয়মান হইলেই কেবল ১৫ নিয়মের বিধান প্রযোজ্য হয়। ডিক্রিদারের এজমালী সম্পত্তির শরীক *(Coparcener)* একজন ডিক্রিদার হিসাবে জারির আবেদন করিতে পারেন। যদি সে আইনের কার্যকরীতায় হস্তান্তরগ্রহীতা হয়, তবে সে ১৬ নিয়ম অনুসারে আবেদন করিতে পারে *[এ ১৯৪৬ বি ২৭]*। যদি সকল ডিক্রিদার দরখাস্ত দিয়া বলে যে, তাহাদের কোন একজন দ্বারা ডিক্রিটি জারি করিলে তাহাদের কোন আপত্তি নাই, তাহা হইলে ইহা তাহার দ্বারা জারি করা যাইবে *[১০ সিডব্লিউএন ১০০০, ১০০২]*। একজন ডিক্রিদার এই নিয়ম অনুসারে আবেদন করিলে অন্য ডিক্রিদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বাধ্যতামূলক নহে। আদালত ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিতে পারেন অথবা নাও পারেন। *[১০ সিডব্লিউএন ২৯৭]*

আদেশ ২১ নিয়ম ১৫ : যেক্ষেত্রে ডিক্রিদারদের নিজেদের মধ্যে ডিক্রি জারি সম্পর্কে বিরোধের সৃষ্টি হয়, এইরূপ বিরোধ ও জারিকারক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হইতে পারে। সেইক্ষেত্রে আলাদা মামলার প্রয়োজন নাই। *[৪৩ ডিএলআর ১৯৯১]*

নিয়ম

১৬। হস্তান্তরসূত্রে ডিক্রিপ্রাপক কর্তৃক ডিক্রি জারির আবেদন :

যেইক্ষেত্রে কোন ডিক্রি অথবা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অনুকূলে যৌথভাবে প্রদত্ত ডিক্রিতে অন্যতম ডিক্রিদারের স্বত্ব লিখিত দলিলবলে অথবা আইনের প্রক্রিয়াবলে হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে হস্তান্তরসূত্রে অধিকারী ব্যক্তি ডিক্রিটি জারির জন্য ডিক্রিদানকারী আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং মূল ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে যেইভাবে এবং সকল শর্তসাপেক্ষে ডিক্রি জারি করা হইত, এইক্ষেত্রেও তদ্রূপভাবেই ডিক্রি জারি করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডিক্রি বা উপরে বর্ণিতরূপে উহার স্বত্ব লিখিত দলিলবলে হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে, জারির আবেদন সম্পর্কে হস্তান্তরকারীকে এবং সাব্যস্ত দেনাদারকে নোটিস দিতে হইবে এবং ডিক্রিটি জারি করিবার ব্যাপারে তাহাদের আপত্তি (যদি থাকে) শ্রবণ না করিয়া আদালত ডিক্রিটি জারি করিতে পারিবেন না।

এতদ্ব্যতীত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত টাকা পরিশোধের ডিক্রি যদি তাহাদেরই একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয়, তবে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উহা জারি করা যাইবে না।

ভাষ্য

এই নিয়ম ডিক্রি হস্তান্তরগ্রহীতাকে যৌথ ডিক্রি জারি দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

এই নিয়মে বলা হইয়াছে, যৌথ ডিক্রিতে উহা কোন ডিক্রিদার লিখিত দলিল বা আইনবলে যদি উক্ত ডিক্রির অধিকারী হয় তাহা হইলে তিনি ঐ ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

উক্ত ডিক্রি এমনভাবে জারি দেওয়া হইবে যেমনটি মূল ডিক্রিদারের ক্ষেত্রে দেওয়া হইত।

তবে শর্ত থাকে যে, এই জাতীয় ডিক্রি জারি দেওয়ার পূর্বে আদালতকে উক্ত ডিক্রিভুক্ত অন্যান্য ডিক্রিদারগণের কোন আপত্তি থাকিলে উহা অবশ্যই শ্রবণ করিতে হইবে।

এই নিয়মের সুবিধা ভোগ করিতে হইলে হস্তান্তরগ্রহীতাকে লিখিত দলিল অথবা আইনবলে ডিক্রিটির স্বত্বাধিকারী হইতে হইবে। অলিখিত হস্তান্তর আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নহে।

তবে উল্লেখ্য যে, অর্থ আদায়ের ডিক্রি যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয় এবং উহাদের একজনের নিকট উহা হস্তান্তরিত হয় তাহা হইলে উক্ত ডিক্রি অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জারি দেওয়া যাইবে না।

হস্তান্তরগ্রহীতা যদি কোন ডিক্রি জারি দিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে যেই আদালত উক্ত ডিক্রি দিয়াছে সেই আদালতে জারি দেওয়ার আবেদন করিতে হইবে এবং হস্তান্তরকারী ও অন্যান্য দেনাদারগণকে নোটিস প্রদান করিতে হইবে। নোটিস ব্যতীত ডিক্রি জারি দেওয়ার আবেদন আইনসঙ্গত হইবে না।

অত্র নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই নির্ধারণ করিতে হইবে যে, আবেদনকারী ব্যক্তি ডিক্রি জারির অধিকারী কিনা। যদি আবেদনকারীর আবেদনটি মঞ্জুর হয়, তবে ডিক্রিদার নিজে যে পদ্ধতি এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে উহা জারি করিতে পারিত, ঠিক সেইরূপভাবে ডিক্রি জারি করিবার অধিকার সে অর্জন করিবে *[(১৯৪১) ৪৩ বোম্বে এলআর ২৬৬]*। এই নিয়ম কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ এবং কোন বাস্তব অধিকার নষ্ট করে না। এই নিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জারির জন্য আবেদন করিতে পারে : *[(১৯২৪) ২৬ বিএলআর ৩৩৩]*

(ক) লিখিত স্বত্বার্পণের অধীনে কোন ডিক্রি হস্তান্তরগ্রহীতা ;

(খ) আইনের প্রক্রিয়াবলে ডিক্রির হস্তান্তরগ্রহীতা ; যেমন ঃ

মৃত ডিক্রিদারের বৈধ প্রতিনিধি, শোধাক্ষম ডিক্রিদারের ক্ষেত্রে অফিশিয়াল এসাইনী *(official assignee)*। কিন্তু কোম্পানী আইনের অধীনে কোন অফিশিয়াল লিকুইডেটর কোম্পানীর অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রির জন্য হস্তান্তরগ্রহীতা নহে। *[১৯৩৩ এএল ১৫২]*

(গ) কোন লিখিত স্বত্বার্পণ বা আইনের প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরগ্রহীতা হইতে প্রত্যক্ষ বা মধ্যবর্তী স্বত্বার্পণ দ্বারা হস্তান্তরগ্রহীতা। *[২৭ কল ৬৭০]*

আইনের প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হইলে বিজ্ঞপ্তি দরকার হয় না *[এ ১৯৩২ সি ৪৩৯]*। কিন্তু লিখিত স্বত্বার্পণের ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি অপরিহার্য এবং বিজ্ঞপ্তি জারি না করিলে নিলাম বিক্রয় পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রম পণ্ড হইবে, যদিও ক্রেতা একজন আগন্তুক *[৪২ সিডব্লিউএন ৯৪৯]*। কিন্তু রায়ের দেনাদার আপত্তি দিলে, কেবলমাত্র তাহাকে কোন কাগজ জারি না করিবার কারণে কার্যক্রম বাতিল হইবে না *[এ ১৯৪৪ সি ৩২৮]*। বিজ্ঞপ্তিটি স্বত্বার্পণের জন্য নহে বরং জারির আবেদনপত্রের জন্য প্রদান করিতে হইবে। *[এ ১৯২৪ পি ৫৭৬]*

রেন্ট ডিক্রি ঃ রেন্ট ডিক্রির *(Rent Decree)* ক্ষেত্রে ২১ আদেশের ১৬ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না, যদিও উক্ত ডিক্রিতে প্রকাশ্যভাবে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবার কথা বিবৃত থাকে। *[৩ ডিএলআর ২৮৫]*

ডিক্রির স্থানান্তর লিখিত হইতে হইবে ঃ ডিক্রি স্থানান্তরিত করিতে চাহিলে তাহা অবশ্যই লিখিত হইবে। *[১৪ ডিএলআর ৬৩৬]*

ডিক্রির আংশিক হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক ডিক্রি জারি ঃ ক কিছু জমির দখল পাইবার জন্য ডিক্রি পাইল এবং ডিক্রিযুক্ত জমির কিছু অংশ খ-এর নিকট বিক্রয় করিল। পরে ক ডিক্রিটি জারি করিল এবং খ-এর নিকট বিক্রিত জমি ব্যতীত অন্য জমি দখল গ্রহণ করিল। পরে আবার খ তাহার ক্রীত সম্পত্তির দখল পাইবার জন্য আবেদন করিল। সাব্যস্ত দোনাদার ডিক্রির এইরূপ আংশিক জারিকরণে বাধা দিল। এই মামলায় ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, ১৬ নিয়মের আওতায় খ আংশিকভাবে হইলেও ডিক্রিটি তাহার স্বার্থে জারি করাইতে পারে।

[৮ ডিএলআর (ঢাকা) ১০৯৫]

আদেশ ২১ নিয়ম ১৬ ঃ আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখাইতে চান যে, নালিশী সম্পত্তি হস্তান্তরটিকে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ২১ নিয়ম ১৬-তে বর্ণিত ডিক্রির হস্তান্তর বুঝায় না। আদালত ধার্য করে যে, ডিক্রিদার কর্তৃক এইরূপ হস্তান্তরের মাধ্যমে নালিশী সম্পত্তিতে ডিক্রিদার বিক্রেতার সমস্ত অধিকার এমনকি আপীলকারীর বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ডিক্রির ভিত্তিতে অর্জিত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অধিকারটিও আবেদনকারীর বরাবরে চলিয়া যায়। লিখিত কবালার দ্বারা এইরূপ হস্তান্তরটি মূলতঃ এই নিয়মে ডিক্রিদারের স্বার্থের লিখিত হস্তান্তর বুঝায়।

আদেশ ২২ নিয়ম ১০ অনুসারে দেওয়া আদেশটি চ্যালেঞ্জ না করা অবস্থায় থাকিলে আবেদনকারী রেসপনডেন্টের আদেশ ২১ নিয়ম ১৬ অনুসারে দরখাস্ত দাখিল করিবার অধিকার রাখে এবং জারি মামলার কার্যক্রম চালাইতে পারে এবং এইভাবে নিয়মানুসারে ডিক্রিদারের স্বত্ব নিয়োগ হয়। *[(১৯৭৫) ২৭ ডিএলআর ২৬৬]*

আদেশ ২১ নিয়ম ১৬ এবং আদেশ ২২ নিয়ম ১০ ঃ স্বত্বের নিয়োগ ঃ যেক্ষেত্রে ডিক্রি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয় নাই, সেক্ষেত্রে আদেশ ২২ নিয়ম ১০-এর অধীনে কোন দরখাস্ত দাখিলের কোন আইনগত আপত্তি থাকিতে পারে না। আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করিতে ব্যর্থ হয় যে মামলাটিতে প্রাথমিক ডিক্রিটি অমীমাংসিত আছে এবং মামলাটি সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয় নাই এবং ঐ অবস্থার পূর্বেই অংশের স্বত্ব নিয়োগের দরখাস্ত দাখিল করা হয়। হাইকোর্ট এইরূপে নিজেকে ভুলভাবে নির্দেশ দেয় যে, দরখাস্তটি আদেশ ২১ নিয়ম ১৬-এর অধীন যাহার মাধ্যমে ইহাই নির্ধারিত হইবে যে, দরখাস্তকারী ডিক্রি জারির অধিকারী কিনা এই অবস্থা তখনও আবির্ভূত হয় নাই। *[৪৪ ডিএলআর (এডি) ১৯৯২]*

নিয়ম

১৭। ডিক্রি জারির আবেদনপ্রাপ্তির পরবর্তী পদ্ধতি ঃ

(১) এই আদেশের ১১ নিয়মে (২) উপনিয়ম অনুসারে ডিক্রি জারির আবেদনপ্রাপ্তির পর আদালত অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, ১১ হইতে ১৪ নিয়ম পর্যন্ত বর্ণিত বিধানসমূহ যতদূর প্রযোজ্য তাহা প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা ; যদি তাহা না করা হইয়া থাকে, তবে আদালত উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন, অথবা তৎক্ষণাৎ কিংবা কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ত্রুটি সংশোধনের অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত (১) উপনিয়ম অনুসারে আবেদন সংশোধন করা থাকিলে উহা আইন মোতাবেক আবেদন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং প্রথম যেই তারিখে উহা দাখিল করা হইয়াছিল তাহাই আবেদনটি দাখিলের প্রকৃত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই নিয়ম অনুসারে কৃত সংশোধনী বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) আবেদনটি গৃহীত হইবার পর আদালত সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার বহিতে আবেদনটি সম্পর্কে একটির মন্তব্য এবং আবেদনের তারিখ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তৎপর নিম্নবর্ণিত এই আইনের বিধান সাপেক্ষে আবেদনের ধরন অনুসারে সংশ্লিষ্ট ডিক্রি জারি করিবার আদেশ দান করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, টাকা পরিশোধের ডিক্রির ক্ষেত্রে ক্রোকী সম্পত্তির মূল্য যথাসম্ভব ডিক্রির টাকার সমান অংকের হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়ম আদালতকে ডিক্রি জারির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, এই আদেশের ১১(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে ডিক্রি জারির আবেদন করা হইলে যদি এই আদেশের ১১ হইতে ১৪ নিয়মে বর্ণিত বিধানসমূহ পালন করা না হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত আবেদনপত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন। অথবা আদালত উক্ত বিধানসমূহ পালন করিবার জন্য সময় প্রদান করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি আবেদনপত্রটি সংশোধন করা হয় তাহা হইলে উহা প্রথম যেই তারিখে দাখিল করা হইয়াছিল উহাই হইবে উক্ত আবেদনপত্রটি দাখিল করিবার প্রকৃত তারিখ।

তবে উল্লেখ থাকে যে, এই নিয়ম অনুসারে কৃত সংশোধনীতে বিচারকের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

যথাযথ সংশোধনের পর বিচারক উক্ত আবেদনপত্রটি নথিভুক্ত করিবেন এবং এই আবেদনে উল্লিখিত ধরন ও আইনসাপেক্ষে উক্ত ডিক্রিটি জারি দেওয়ার নির্দেশ দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ পরিশোধের ডিক্রি জারির ক্ষেত্রে ক্রোকী সম্পত্তির মূল্য যতদূর সম্ভব ডিক্রির টাকার সমান হইতে হইবে। আদালতকে প্রচলিত বাজারদরের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

যদিও এই নিয়ম আদালতকে ডিক্রি জারির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা দিয়াছে, তথাপি আদালত সংশোধনের সুযোগ না দিয়া তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

জারি আবেদনপ্রাপ্তির পরবর্তী পদ্ধতি ঃ ২১ আদেশের ১১(২) (ঞ) নিয়মের আওতায় পালনীয় কোন একটি শর্ত পূরণ করা না হইলে আদালত উহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করিয়া দিবার আদেশ দান করিবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ শর্তপূরণ করা না হইলে আদালত জারি দরখাস্তটি নাকচ করিয়া দিবেন। *[৫ ডিএলআর ৩০৪]*

আবেদন সংশোধন ঃ ১৭ নিয়ম আদালতকে জারি দরখাস্তে উল্লিখিত কোন ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। তবে এই ভুল-ত্রুটি সরল বিশ্বাসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে দরখাস্ত সংশোধন যাহাতে দরখাস্তের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া না দেয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। *[১ ডিএলআর (ঢাকা) ৯২৩]*

আবেদন সংশোধনের সময়কাল ঃ ১৭(১) নিয়মের অধীনে আবেদনপত্রের কোন ত্রুটি কিংবা কোন প্রয়োজনীয় সংশোধন আবশ্যক হইয়া পড়িলে উহা আবেদনপত্রটি স্বীকৃত বা নিবন্ধিত হইবার আগেই করিতে হইবে। কেননা ১১-১৪ নিয়ম পর্যন্ত কোন শর্ত পূরণ করা না হইলে আদালত জারি আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবেন। *[১৮ ঢাকা ৫৩৫]*

নিবন্ধনের পরে সংশোধন ঃ ২২ আদেশের ১২ নিয়ম জারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই কথা বলা যায় না যে, জারি দরখাস্ত নিবন্ধ হইবার পর উহা আর কোনভাবেই সংশোধন করা যায় না। *[১৮ ডিএলআর ৫৩৫]*

নিয়ম

১৮। পরস্পরের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি ঃ

(১) দুই পক্ষের মধ্যে পৃথক পৃথক মামলায় টাকা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত দুইটি পাল্টা ডিক্রি জারির জন্য যদি কোন আদালতে আবেদন করা হয় এবং ডিক্রি দুইটি যদি উক্ত আদালত কর্তৃক একই সময়ে জারি করিবার উপযোগী হয়, সেইক্ষেত্রে —

(ক) দুইটি ডিক্রির টাকার পরিমাণ সমান হইলে উভয় ডিক্রিতেই পরিশোধ লিখিতে হইবে ; এবং

(খ) দুইটি ডিক্রির টাকা অঙ্ক সমান না হইলে, বৃহত্তর অঙ্কের টাকার ডিক্রিদার অপর পক্ষের ডিক্রির টাকা পরিশোধ করিবার পর তাহার যেই পাওনা থাকিবে সেই টাকার জন্য ডিক্রি জারি করিতে পারিবেন এবং যেই পরিমাণ টাকা উক্তরূপে পরিশোধ হইবে, উহার জন্য উভয় ডিক্রিতে পরিশোধ লিখিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন পক্ষ হস্তান্তরসূত্রে একটি ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যেইক্ষেত্রে সাব্যস্ত দেনা ডিক্রি হস্তান্তরকারীর দেয় অথবা হস্তান্তরসূত্রে ডিক্রি প্রাপকের দেয়, সেইক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না, যদি—

(ক) যেই দুইটি মামলায় ডিক্রি প্রদত্ত হইয়াছে, উহার একটির ডিক্রিদার যদি অন্যটির সাব্যস্ত দেনাদার না হয় এবং দুইটি মামলার প্রত্যেক পক্ষ একই পর্যায়ে না পড়ে, এবং

(খ) উভয় ডিক্রির টাকার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না হয়।

(৪) যেই ডিক্রি কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌথ ও স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, উহার ডিক্রিদার উক্ত ডিক্রিটিকে তাহার বিরুদ্ধে এককভাবে এবং উক্ত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে একজন বা একাধিক জনের অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রির পাল্টা ডিক্রি বলিয়া গণ্য করিবে।

উদাহরণ

(ক) ক খ-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে। খ ক-এর বিরুদ্ধে এই মর্মে একটি ডিক্রি পাইয়াছে যে, কোন ভবিষ্যত তারিখে ক মাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইলে খ ক-এর নিকট হইতে এক হাজার টাকা আদায় করিতে পারিবে। এইক্ষেত্রে খ তাহার অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রিটিকে এই নিয়ম অনুসারে পাল্টা ডিক্রি গণ্য করিতে পারিবে না।

(খ) ক-ও যৌথবাদী হিসাবে গ-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে এবং গ খ-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে। এইক্ষেত্রে গ তাহার ডিক্রিটিকে এই নিয়ম অনুসারে ডিক্রি পাল্টা ডিক্রি বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে না।

(গ) ক খ-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে। খ-এর জিম্মাদার হিসাবে খ-এর পক্ষে গ ক-এর বিরুদ্ধে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে। এই ক্ষেত্রেই খ গ-এর ডিক্রিটিকে এই নিয়ম অনুসারে পাল্টা ডিক্রি বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।

(গ) একটি ডিক্রি অনুসারে ক, খ, গ ও ঘ যৌথ ও স্বতন্ত্রভাবে ঙ-এর নিকট এক হাজার টাকার দেনাদার সাব্যস্ত হইয়াছে। ক ঙ-এর বিরুদ্ধে এককভাবে এক হাজার টাকার একটি ডিক্রি পাইয়াছে। যেই আদালত কর্তৃক যৌথ ডিক্রিটি জারি হইতেছে, ক সেই আদালতে তাহার ডিক্রি জারির জন্য আবেদন করিল। ঙ তাহার যৌথ ডিক্রিটিকে এই নিয়ম অনুসারে পাল্টা ডিক্রি বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।

ভাষ্য

অর্থ পরিশোধের মামলায় প্রাপ্ত দুইটি পৃথক ডিক্রি জারি দেওয়ার জন্য যদি দুইটি পক্ষ পাল্টাপাল্টিভাবে ডিক্রি জারির জন্য আদালতে আবেদন করে তাহা হইলে আদালত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

যদি দুইটি পক্ষের দাবির পরিমাণ ডিক্রিতে উল্লিখিত অর্থের সমান হয় তাহা হইলে আদালত উভয় ডিক্রিতেই পরিশোধ শব্দটি লিখিয়া দিবেন।

যদি দুইটি ডিক্রির অর্থের পরিমাণ অসমান হয় তাহা হইলে বৃহত্তর অংকের ডিক্রিদার ক্ষুদ্রতম অংকের ডিক্রিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিবার পর বাকি টাকার জন্য ডিক্রি জারি দিতে পারিবেন এবং আদালত বাকি টাকা পরিশোধের জন্য ডিক্রি জারি দিবেন। তবে উল্লেখ্য যে, যেই পরিমাণ অর্থ ক্ষুদ্রতম ডিক্রি হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে উভয় ডিক্রিতে উহার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া আদালত পরিশোধ শব্দটি সন্নিবেশিত করিবেন।

ডিক্রিদারগণের কোন পক্ষ যদি হস্তান্তরসূত্রে এই জাতীয় ডিক্রি পাইয়া থাকে এবং উহা যদি তাহার দেয় হইয়া থাকে তাহা হইলে এই নিয়ম উক্ত হস্তান্তরসূত্রে প্রাপ্ত ডিক্রি প্রাপকের উপর প্রযোজ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি দুইটি পক্ষ একে অপরের দেনাদার বা দুই পক্ষ যদি একই পর্যায়ভুক্ত না হয় তাহা হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

উভয় পক্ষের ডিক্রির টাকার পরিমাণ যদি সুনির্দিষ্ট না হয় তাহা হইলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। অর্থাৎ আনুমানিক অর্থ এই নিয়মের আওতায় আসিবে না।

কোন ডিক্রি যৌথভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উক্ত যৌথ ডিক্রিদারের যেকোন একজন তাহার অনুকূলে প্রাপ্ত ডিক্রির পাল্টা ডিক্রি হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং এই নিয়ম উহাতে প্রযোজ্য হইবে।

নিয়ম

১৯। একই ডিক্রিতে পরস্পরের মধ্যে পাল্টা দাবি থাকিলে সেইক্ষেত্রে ডিক্রি জারি ঃ

কোন ডিক্রি অনুসারে যদি দুই পক্ষ পরস্পরের নিকট টাকা আদায়ের অধিকার লাভ করে এবং সেই ডিক্রি জারির জন্য যদি আদালতে আবেদন করা হয়। তবে —

(ক) উভয় পক্ষের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ সমান হইলে ডিক্রিতে উভয় পক্ষের প্রাপ্য টাকার পরিশোধ লিখিতে হইবে ; এবং

(খ) উভয় পক্ষের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ সমান না হইলে যেই পক্ষের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বেশি, সেই পক্ষ অপর পক্ষের প্রাপ্য বাদে অবশিষ্ট টাকার জন্য ডিক্রি জারি করাইতে পারিবে এবং যেই পক্ষের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কম, সেই পক্ষের প্রাপ্য ডিক্রিতে পরিশোধ লিখিতে হইবে।

ভাষ্য

দুই পক্ষ যদি পরস্পরের নিকট টাকা আদায়ের অধিকারপ্রাপ্ত হয় এবং আদালতে উক্ত অধিকার আদায়ের জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে আবেদন করে তাহা হইলে আদালত কিভাবে উক্ত অধিকার সংরক্ষণ করিবেন তাহা এই নিয়ম বলিয়া দিয়াছে।

এই নিয়মের 'ক' অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, উভয় পক্ষের ডিক্রিতে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ সমান হইলে উভয় ডিক্রিতে পরিশোধ শব্দটি লিখিতে হইবে। সমান না হইলে আদালত অসমান বৃহত্তর অংশের জন্য ডিক্রি জারি দিবেন এবং সমান অংশের জন্য ক্ষুদ্রতম অংকের ডিক্রিতে পরিশোধ শব্দটি সন্নিবেশিত করিবেন।

উদ্দেশ্য ও আওতা ঃ এই নিয়মের উদ্দেশ্য হইল, মোকদ্দমার খরচ বা অন্য কিছুর জন্য প্রাপ্য টাকা সম্পর্কে একই ডিক্রি অনুসারে জারি করা হইতে প্রত্যেক পক্ষকে নিবারণ করা *[১৯২৩ মাদ এলজে ৫৯০]*। ডিক্রি অনুসারে উভয় পাল্টা দাবি জারিযোগ্য হইতে হইবে। তাহা ব্যতীত উভয় পক্ষকে শুধু ডিক্রিতে পক্ষ হইলেই চলিবে না, বরং জারির আবেদনপত্রে ও পক্ষ হইতে হইবে *[৩৪ আইসি ৩৮৮]*। যেই সমস্ত বিষয় পুরাপুরি অত্র নিয়মের শর্তাধীনে আসে না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জারিকারক আদালতে সাধারণ নীতিতে ও সহজাত এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রতি গণনা মঞ্জুর ও কার্যকরী করিতে পারেন।

[(১৯৩৭) ১ কল. ৫৭]

নিয়ম

২০। বন্ধক-সংক্রান্ত মামলায় পারস্পরিক দাবি-দাওয়া ও পারস্পরিক ডিক্রি ঃ

কোন বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত ডিক্রির ক্ষেত্রেও ১৮ ও ১৯ নিয়মে বর্ণিত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হইবে।

ভাষ্য

এই নিয়মে বন্ধকী মামলায় বাদী-বিবাদীর পারস্পরিক দাবি পরিশোধের নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থ পরিশোধের দুইটি পৃথক মামলায় বাদী-বিবাদী যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে ডিক্রিদার হয় তাহা হইলে তাহারা পারস্পরিক দাবি পরিশোধের মাধ্যমে ডিক্রি জারি করিতে পারিবে।

অনুরূপ এই নিয়মে বলা হইয়াছে, বন্ধকী মামলার ক্ষেত্রেও প্রদত্ত ডিক্রি বাদী-বিবাদী পরস্পরের মধ্যে পরিশোধের ভিত্তিতে ডিক্রি জারি করিতে পারিবে।

নিয়ম

২১। একযোগে ডিক্রি জারি ঃ

আদালত ইচ্ছা করিলে একই সঙ্গে সাব্যস্ত দেনাদারের দেহ ও সম্পত্তির উপর ডিক্রি জারি করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।